দাশরথি রায়ের

পাঁচালী।

ষাটটী পালায় সম্পূর্ণ।

—০ঃ০—

ত এবং বন্দনা ও জন্মাষ্টমীর ব্যাখ্যা প্রভৃতি সমন্বিত

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,

ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য ৮৲ আট টাকা।

প্রস্তাবনা।

(১)

সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বাঙ্গলা গ্রন্থের আদর অতি অল্প,—মনোনিবেশ-সহকারে যত্নপূর্ব্বক অতি অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীই বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করিতে অভ্যস্ত। বঙ্গভাষায় লিখিত দুই এক শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত,—অন্যবিধ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইলে, বহু বাঙ্গালী পাঠকই যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়ে। কোন কোন সাহিত্য-বিলাসী বাবুর পুস্তকাগারে হয় ত বাঙ্গালা গ্রন্থরাজি সানুগ্রহ আশ্রয় লাভ করিয়াছে,—হয় ত ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতি কবিগণ-লিখিত কাব্য-মালা তাঁহার আলমিরায় একপার্শ্বে কিঞ্চিন্মাত্র স্থান লাভ করিয়া সঙ্কুচিত মনে বিরাজ করিতেছে,—কিন্তু এই সকল গ্রন্থ,—বিলাসী বাবুর কোমল কর-পল্লব কখনও স্পর্শ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরামের নাম অনেকেই শ্রুত আছেন বটে, কিন্তু বহু বাঙ্গালীই যে এ সকল কাব্য-মল্লিকার সৌরভ-আস্বাদনে কখনও লোলুপ হন নাই,—ইহা অবশ্যই অতিরঞ্জিত কথা নহে।

বাঙ্গালীর আর এক স্বভাব এই,—বাঙ্গলা গ্রন্থ তিনি মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পড়িতে রাজি হইবেন না,—অথচ যে গ্রন্থের তিনি কখন [illegible] পত্রোদ্‌ঘাটন পর্য্যন্ত করেন নাই,—সেরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করিতেও তিনি ছাড়িবেন না। হয়ত,—কোন সন্দিগ্ধচিত্ত, বুদ্ধি-বিকার-গ্রস্ত,—বিচার-বিমূঢ় ব্যক্তির মুখ-বর্ণিত গ্রন্থবিশেষের নিন্দাবাদ শুনিয়া,—তৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক—তিনিও সে গ্রন্থের

বিস্তাররূপ ব্রতে জীবন-মন সমর্পণ করেন। হয় ত বা অতি-ক্লেশে—রোগীর নিম্ব-ভোজনের ন্যায়,—গ্রন্থ-বিশেষের দুই এক পৃষ্ঠা মাত্র পড়িয়াই,—সেই দুই এক পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁহার বিবেচনা মতে,—ত্রুটির কণামাত্র দেখিতে পাইয়াই, সমগ্র গ্রন্থ তদ্রূপ ত্রুটী-বহুল বলিয়া অনুমান করেন এবং লোক-সমাজে কেবল মাত্র সেই ত্রুটীর কথাই কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অধুনা সাহিত্য-সমাজে এরূপ ক্ষতান্বেষী মাক্ষিক-ব্রত পাঠক বড় অল্প নহে। ইহাঁদের বিশ্বাস এই, সেকালে লক্ষ্মণ-প্রদত্ত গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া জনক-নন্দিনী সীতা যেমন পঞ্চবটীর পত্র-কুটীরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন,—একালে প্রতিভা-সতীও তেমনি সভ্যতালোক-বিভাসিত পাশ্চাত্য দেশের গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের এই তৃণ-শ্যামল সিকতা-ধূসর বঙ্গভূমে পদার্পণ করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে প্রতিভা-শালী কবি বিশেষতঃ প্রাচীন কালে—কখনও জন্মিতে পারে না,—ইহাই ইহাঁদের ধ্রুব ধারণা।

ইহার ফল হইতেছে,—যথার্থ গুণশালী ব্যক্তির অযথা নিন্দা-খ্যাপন ;—প্রতিভা-সম্পন্ন কবিরও অহেতুক অখ্যাতি-প্রচার। প্রতিভা-পুষ্ট কবি-মণ্ডলী অবশ্যই সুযশ-প্রাপ্তির কামনায় বা অখ্যাতি-অর্জ্জনের আশঙ্কায় বিশেষরূপ বিব্রত হয়েন না, কিন্তু এরূপ তীক্ষ্ণদর্শী সূক্ষ্মবুদ্ধি লেখকের লেখার কেবল মাত্র নিন্দা-প্রচার হইতে দেখিলে, হিতাহিত-বিচার-নিপুণ নিরপেক্ষ লোকমাত্রের প্রাণেই যে ব্যথা লাগিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ৺দাশরথি রায় মহাশয়ের কথা উত্থাপন করিতে পারি। কোন কোন ব্যক্তির মতে দাশরথি রায় মূর্ত্তি-মতী কুরুচির দিগম্বর অবতার ; কোন কোন ব্যক্তির মতে দাশরথি রায় সীম গ্রাম্য রসিকতার বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি ; কোন কোন ব্যক্তির

মতে দাশরথি রায় অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার প্রেমাঙ্কন-লোভী কল্পিতকর চিত্রকর। ইহাঁরা কেহ কেহ শুধু মুখে এরূপ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন,—কাগজে কলমেও তাহা পত্রস্থ করিয়া, সাধারণ পাঠকের নেত্র-গোচর করিতেছেন,—স্বকীয় অসম্যক্ গবেষণা-লব্ধ গরল রস ফল,—সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া, সাধারণকে যেন প্রতারিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন! ইহাও কি জ্ঞানকৃত পাপ নহে?

আমরা বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি,—যে-আপনি দাশু রায়কে ইতর অশ্লীলতার অতি জঘন্য অবতার বলিয়া, নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন, দাশু রায়কে কঠোর করতল-ক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র দানে কৃতার্থ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সেই-আপনি সেই দাশু রায়ের সমগ্র গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে একবারও পাঠ করিয়াছেন কি? তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পালা সমূহ,—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বিষয়ক পালা সমূহ,—তাঁহার "বামন ভিক্ষা" "কমলে-কামিনী" প্রভৃতি পালা,—সুবুদ্ধি সহকারে একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই করেন নাই। করিলে, এত দৃঢ়তা সহকারে আপনারা দাশু রায়ের সম্বন্ধে এরূপ অমূলক অখ্যাতি-খ্যাপন কখনই করিতে পারিতেন না। মনুষ্য যতই আত্মাভিমান-সম্মূঢ় হউক না কেন, সম্পূর্ণরূপ বিবেক-শূন্য হইতে পারে না,—ইহা মহাপ্রকৃতির প্রেরণা।

কোন কোন শিক্ষা-ভিমানপিচ্ছিল ব্যক্তির রসনায় এবং রচনায় দাশু রায়ের নিন্দাবাদ শুনিয়া এবং পড়িয়া, আমাদের একবার কৌতূহল প্রবৃত্তি বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য ইহাঁদের এরূপ নিন্দা-কথায় আমরা বিস্মিত বা বিচলিত হই নাই,—তবে দাশু রায় সম্বন্ধে ইদানীন্তন অধিকাংশ প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তির মত কি, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলাম; সার্থকনামা বয়ো-প্রবীণ বহু পণ্ডিতকে এ সম্বন্ধে

আমরা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম। তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের চিরপোষিত ধারণারই অনুকূল। ইদানীন্তন কালের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক—ভট্টপল্লী-বাসী,—অধুনা কাশীবাসী বহুজন-বরেণ্য সেই প্রবীণ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখাল দাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও আমরা দাশু রায় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কাশীধাম হইতে এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখেন। দাশু রায়ের নিন্দুকদলের অবগতির জন্য তাঁহার সেই পত্র আমরা এই স্থলেই প্রকাশ করিলাম। হে দাশুরায়ের নিন্দুকবৃন্দ! আপনারা ধৈর্য্যসহকারে পত্রখানি আদ্যোপান্ত একবার পড়িবেন কি? পত্রখানি এই :—

"৺ দাশরথি সম্বন্ধে মন্তব্য।"

"৺ দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চিরদিন মুগ্ধ। আমি তো অতি সামান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺ শ্রীরাম শিরোমণি, ৺ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ভাটপাড়ার বৃহস্পতিতুল্য ৺হলধর তর্কচূড়ামণি, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িক-প্রবর ৺ যদুরাম সার্ব্বভৌম, কাব্যালঙ্কার পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিকুল-তিলক ৺ আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অলঙ্কার-সাহিত্যে অদ্বিতীয় ৺ জয়রাম ন্যায়-ভূষণ, ত্রিবেণীর পণ্ডিত-প্রধান ৺ রামদাস তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি জগন্মান্য প্রাচীন যত অধ্যাপক তৎকালে ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী আমাদের কথা ধরিলে, আমি বহুবার সভাক্ষেত্রে মুগ্ধ হইয়া ৺ দাশরথির সহিত কোলাকোলি করিয়াছি। নবদ্বীপের স্বর্গীয় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বহুবার ঐ ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক লোকের ভাষা-রচনা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। কাহারও ভাষা-রচনায় শরীর

রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত এক সময়েও হয় না। কিন্তু দাশরথির রচনায় বারম্বার লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে। ভাষা-রচনা সম্বন্ধে মহাকবি বলিয়া গণ্য হইলে, পশ্চিমদেশীয় তুলসী দাস, বঙ্গদেশীয় রামপ্রসাদ সেন ও দাশরথি রায় এই তিন জন মাত্র হইতে পারেন। দাশরথির রচনা-বিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কাব্যরসে রসিক সহৃদয় পুরুষগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের ন্যায় নায়কনায়িকা ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম-ভাব-মিশ্রিত নায়ক-নায়িক-ভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তি-প্রীতি-রসে ভাবুকমাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ব্রহ্মভাব-মিশ্রিত মানব-লীলা বর্ণনা যেরূপ দেখা যায়, দাশরথি-রচিত কি রামচন্দ্র কি শ্রীকৃষ্ণ,—ভগবৎ-বিষয়ক সকল লীলাই সেইরূপ দেখা যায়। নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণি ও দাশরথি এই উভয়ে এক সময় কথোপকথন হয়।

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—'দাশরথি! রামপ্রসাদ সেন একান্ত কালীভক্ত ও সাধক। সাধনার দ্বারাই তাঁহার কণ্ঠ হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তিপূর্ণ শক্তি-বর্ণনা বাহির হইয়াছে,—ইহা আমার বোধ ছিল। এই বিশ্বাসটী অদ্য ভ্রম বলিয়া স্থির করিলাম। তাহার কারণ, দাশরথি! তুমি তো সিদ্ধ নহ। তুমি শক্তি শিব-বিষ্ণু বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে যখন জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তখন ইহাই স্থির,—অনুপম কাব্য-রচনা—অসীম শক্তি দ্বারাই হয়, তাহাতে তপোবলের উপযোগিতা নাই।' শিরোমণি মহাশয় আরো কহিলেন,—'তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীশ্রী৺ মহাদেবোক্ত যেরূপ স্তব আছে,তোমার ভক্তি-ভাব-পূর্ণ রচনা তদপেক্ষা কোনও

অংশে ন্যূন নহে। তবে শিরোক্ত স্তবগুলি মধুর সংস্কৃত বাক্যে রচিত, তোমার স্তবগুলি মধুর লৌকিক ভাষায়, এই মাত্র প্রভেদ।' ৺শিরোমণি মহাশয়ের কথার পর ৺দাশরথি বলিলেন,—'আপনার সিদ্ধ বাক্য মিথ্যা নহে। যথার্থই আমি ত্রিনয়ন হইয়াছি। শিরোদেশে একটী অতিরিক্ত নয়ন না জন্মাইলে, কাহার সাধ্য,—শিরোমণি দর্শন পায়?' এই সকল জগৎপূজ্য অদ্বিতীয় বিদ্বদগণ যে দাশরথিকে এত আদর করিতেন, এ সময়ের কোনও কোনও যুবকদল তাঁহার রচনাকে যে নিন্দা করেন, তাহা দাশরথির কবিত্বের সম্যক্‌রূপ আলোচনা না করিয়া অথবা না বুঝিয়া,—জানি না। একটী প্রাচীন কবির আক্ষেপ-উক্তি মনে পড়ে,—

'যন্নাদৃতস্ত্বমলিনা মলিনাশয়েন
কিন্তেন চম্পক বিষাদমুরীকরোষি।
বিশ্বাভিরাম-নব-নীরদ-নীলবেশাঃ
কেশাঃ কুশেশয়দৃশাং কুশলীভবন্তু॥'

অর্থাৎ 'হে চম্পক! মলিনাশয় পতঙ্গ অলি তোমায় আদর করে না। তাহাতে কি তোমার দুঃখ হয়? নলিন-নয়না সমূহের নিরুপম কেশকলাপ কুশলে থাক্‌, তোমার আদরের অভাব কি?'—ইতি।"

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এককালে যে দাশুরায়কে এতাধিক সমাদর করিতেন, যাঁহার রচনা শুনিয়া এহেন একান্ত বিমুগ্ধ হইতেন, আজ কোন কোন অপক্কবুদ্ধি অদূরদর্শী শিক্ষাভিমান-সম্মূঢ় ব্যক্তি সেই দাশরথিরই নিন্দা-খ্যাপনে সাহসী হইয়াছে! কি অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা!

(২)

বাস্তবিকই দাশু রায় অসামান্য কবি,—সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক,—

মনুষ্য-চরিত্র-অঙ্কনে পরিপক্ক চিত্রকর। চাঁদ যেমন চাঁদেরই উপমা,— দাশুরায় তেমনই দাশুরায়েরই উপমা। বাল্যকাল হইতেই আমরা দাশুরায়ের গুণে মুগ্ধ;—যাবজ্জীবনই মুগ্ধ রহিব।

দাশুরায় নব-রস-রসিক;—দাশুরায়ের পাঁচালী,—রসের অমৃত-প্রবাহ। যেখানে যে রসের প্রয়োজন, রসিক-চূড়ামণি দাশুরায় সেইখানে সেই রসই ঢালিয়াছেন। যেখানে তিনি যে রস ঢালিয়াছেন, সেই খানেই তাহা তর-তর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে। রসের সজীব মূর্ত্তি,—তাঁহার পাঁচালীর পত্রে পত্রে পরিস্ফুট।

দাশুরায় ভাষা-রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার হাতে ভাষা যেন ক্রীতা-দাসীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক পরলোক-গত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন,—"যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সম্যক্‌রূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" যিনিই দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন,—বঙ্কিম-চন্দ্রের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

দাশুরায় লিখিয়াছেনই বা কত? তিনি একই বিষয় অবলম্বন করিয়া একাধিক পালা রচনা করিয়াছেন,—কিন্তু কোন পালার সহিত কোন পালার সম্পূর্ণ মিল নাই,—একই বিষয় অবলম্বনে রচিত হইলেও, এক পালার সহিত অন্য পালার পার্থক্য রহিয়াছে,—প্রত্যেক পালাই নূতনত্বে নবীভাব ধারণ করিয়াছে। দাশুরায়ের এমনই অমিত কল্পনা,— এমনই অপূর্ব্ব প্রতিভা!

"পৌরাণিক" আখ্যান অবলম্বন করিয়া দাশুরায় বহুসংখ্যক পালা লিখিয়াছেন;—কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র-অঙ্কনে কোথাও অসাবধানতার পরিচয় দেন নাই,—সর্ব্বত্রই তিনি অতি সন্তর্পণে তুলি

চালাইয়াছেন। ইহা সামান্য শক্তিমত্তার কার্য্য নহে। সামাজিক ক্ষতশোধনেও তিনি সতত যত্নপর ছিলেন। দাশুরায় শান্ত সজ্জনের সবিনয় সহচর; ভণ্ড ভাক্তের ভয়ঙ্কর যম।

দাশুরায় এত গুণে গুণবান ছিলেন বলিয়াই, এককালে সমগ্র বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। লোকে দশ ক্রোশ দূর হইতেও ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার পাঁচালী শুনিতে আসিত। যেখানে দাশুরায়ের পাঁচালী হইত,—সেখানে চারি পাঁচ সহস্র লোক চকিতে একত্র সম্মিলিত হইত;—কোথাও দশ সহস্র পর্য্যন্ত—বা তদধিক লোকও সমবেত হইত। কি ইতর,—কি ভদ্র, কি পণ্ডিত,—কি মূর্খ,—সকল শ্রেণীর লোকেই অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁহার পাঁচালী শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিত। নিরক্ষর মূর্খ লোকে তাঁহার পাঁচালীর ভাসা-ভাসা ভাব শুনিয়াই মুগ্ধ হইত,—শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার পাঁচালার রচনার গাঢ়তা বুঝিয়া,—আভ্যন্তর রসের উপলব্ধি করিয়া,—পরমানন্দ লাভ করিত। যাঁহার রচনা পণ্ডিত-মূর্খ, ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককেই এরূপ আনন্দিত করিতে পারে,—তাঁহার রচনার কি মোহিনী শক্তি,—ভাবুন দেখি!

দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিবার প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। চারি পাঁচ সহস্র কি দশ সহস্র লোক দাশুরায়কে বেষ্টন করিয়া পাঁচালী শুনিবার জন্য সোৎসুক চিত্তে অবস্থিত;—মধ্যস্থলে গায়ক দাশুরায় দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিন বার করিয়া উচ্চারণ করিতেন,—তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃগণের দিকে চাহিয়া একবার এবং দুই পার্শ্বে কোণাকোণি চাহিয়া দুই বার। ইহাতে সর্ব্বদিগ্বর্ত্তী শ্রোতৃগণই পাঁচালী উত্তমরূপ শুনিতে পাইতেন,—বুঝিতে পারিতেন;—অনেকের মুখস্থও হইয়া যাইত। প্রত্যেক পদের এরূপ পুনরুক্তি কাহারও

কাহারও পক্ষে বিরক্তিকর হইত বটে,—কিন্তু এরূপ প্রণালী যে অবস্থা-সঙ্গত এবং সমীচীন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিতেন। এ প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক।

আসরে পাঁচালী গাহিতে বসিয়া, দাশুরায় অনেক সময়ে স্বরচিত পালার প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন,—পালা লিখিবার সময় একরূপ লিখিয়া রাখিয়াছেন, গাহিবার সময়, হয় ত তাহার কোন কোন স্থল বদলাইয়া, আবার নূতন তৈয়ার করিয়া লইতেন,—শ্রোতৃমণ্ডলীর ভদ্রত্ব ইতরত্ব বুঝিয়া,—পাণ্ডিত্য মূর্খত্ব বুঝিয়া,—অনেক সময়ে তিনি পাঁচালীর পালায় যথাবশ্যক শব্দ-সংযোজনাও করিতেন। যে আসরে ভদ্র শ্রোতার সংখ্যাই বেশী, সেখানে পাঁচালীর পালায় স্থল-বিশেষে তিনি যে শব্দ ব্যবহার করিতেন, যে আসরে ইতর শ্রেণীর শ্রোতাই অধিক, সেখানে তাহা ব্যবহার না করিয়া, যথাযোগ্য নূতন শব্দ বসাইয়া লইতেন। একই বিষয়ের পালাও তিনি ছোট বড় মাঝারি—একাধিক তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। এ কালে যাত্রা শুনিতে বসিয়া অনেকে যেমন "সঙ্" দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়, সে কালে দাশু রায়ের পাঁচালী শুনিতে বসিয়াও তেমনি অনেকে "সঙ্" বা কোন "রসপ্রসঙ্গ" শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইত। দাশুরায়কে শ্রোতৃ-মনোরঞ্জনার্থ অগত্যা "সঙ্" দিতে হইত। দাশুরায় নিজ মুখেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার দ্বিতীয় বন্দনায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"অপরে করিবে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ,
পরে কিছু অপর প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম-বিচ্ছেদের বাণী,
রসিক-রঞ্জন রস-রঙ্গ।"

ইত্যাদি "বন্দনা"—২১৮৯-৯০ পৃষ্ঠা।

যে স্থলে এরূপ "সঙ" দিবার একান্ত প্রয়োজন হইত, দাশুরায় সেখানে মূল পালা—মাঝারি বা ছোট গোছের গাহিয়া, "সঙ"-চ্ছলে কোন রস-প্রসঙ্গ গাহিতেন। বলা বাহুল্য, এই "সঙ্" বা "রস-রঙ্গ" একান্ত অনর্থক সরস শব্দ-সমষ্টি মাত্র নহে,—সমাজের অঙ্গ-বিশেষের তীব্র সমালোচনা করাই,—তাঁহার অধিকাংশ "সঙ্" বা "রসপ্রসঙ্গে"র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দাশুরায়-প্রণীত একাধিক 'বিরহ' পালায় আমাদের এ কথার প্রমাণ পাইবেন। যে আসরে এরূপ সঙ্ দিবার বা প্রেম-বিরহ গাহিবার প্রয়োজন হইত না,—সেখানে তিনি মূল বড় রকমের পালাই গাহিতেন এবং একান্ত আবশ্যক হইলে, গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীত গাহিয়া, গাহনা শেষ করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দাশুরায়,—পাঁচালী গানে এক সময় সমগ্র বঙ্গ-দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা সমূহের একান্ত আভ্যন্তর গ্রাম সমূহেও দাশুরায়ের নাম অদ্যাপি কীর্ত্তিত হইতেছে। "দাশুরায় ছড়া কাটিয়ে আর সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বাজিয়ে"—অর্থাৎ দলে যদি এই-রূপ দুই জন মহারথ একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে সে দলের পসার-প্রতিপত্তি সুদূর-বিস্তৃত হইয়া পড়ে—এ কথা হুগলী-বর্দ্ধমান জেলায় অদ্যাপি অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়,—এ কথা এক্ষণে যেন প্রবচন-স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকই যে সময় দাশুরায় ছড়া কাটাইতেন আর সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বাজাইতেন, তখন সমগ্র বঙ্গদেশে দাশরথি রায়ের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি রাজত্ব করিতেছিল। কেবল মাত্র পশ্চিম বঙ্গে নহে,—পূর্ব্ব বঙ্গে,—ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোহর, বরিশাল, ফরিদপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা সমূহেও দাশরথির পসার অত্যন্ত অধিকই হইয়া-ছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি জেলার বহু গ্রামে

বহুলোক দাশরথি রায়ের পাঁচালী গান করিয়া থাকে,—পূর্ব্ববঙ্গে এখনও দাশুরায়ের মধুর সঙ্গীত,—বহু লোকের কণ্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য পল্লী-নগরের ত কথাই নাই,—এমন যে পণ্ডিত-প্রধান স্থান,—কঠোর দার্শনিক নৈয়ায়িকের আবাস-ভূমি,—নবদ্বীপ-ভট্টপল্লী,—এই নবদ্বীপ ভট্টপল্লীতেও দাশুরায়ের অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখাল দাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্রেই অবগত হইয়াছেন, নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর বহু শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিত দাশুরায়কে একান্ত ভাল বাসিতেন,—দাশুরায়ের পাঁচালী গান শুনিয়া,—অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেন,—পাঁচালী গান শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া, দাশুরায়ের সহিত প্রাণ ভরিয়া পুনঃ পুনঃ কোলাকুলি করিতেন,—বহুমূল্য উপঢৌকন সমূহ আনিয়া দাশুরায়কে আসরে উপহৃত করিতেন ;—ইহা কি দাশু-রায়ের সমধিক সৌভাগ্য—এবং অসামান্য শক্তি-শালিত্বের পরিচায়ক নহে ? শুধু কি ইহাই ?—বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজবাড়ীতে,—সমৃদ্ধ জমিদার-ভবনে দাশুরায়ের বাৎসরিক বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছিল। এই সকল রাজ-বাড়ীতে এবং জমিদার-ভবনে দাশুরায় অত্যধিক সম্মান সমাদর পাইতেন।

পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট দাশুরায়ের কিরূপ সম্মান সমাদর ছিল,—তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ এ স্থলে আমরা করিতেছি। নবদ্বীপে একবার দাশুরায়ের গান হইতেছিল। দাশুরায় গাহিতে-ছিলেন,—

> "দোষ কারো নয় গো মা !
> আমি, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা !
> ষড়রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ,
> পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ !"

ইত্যাদি—"বিবিধ সঙ্গীত"—২১৫৭ পৃষ্ঠা।

এ স্থলে "কোদণ্ড" শব্দ,—"কোদালি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ;—অর্থ এই,—আমার দেহস্থিত কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি রিপুকে আমি কোদালি স্বরূপ করিয়া, পুণ্যরূপ ক্ষেত্রে আমি কূপ কাটিলাম, ইত্যাদি ;—বস্তুতঃ কোদণ্ড অর্থে কিন্তু কোদালি নহে,—ধনু। কোন অধ্যাপকের ছাত্র,—দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিতেছিলেন; তিনি এই গানে "কোদালি" অর্থে "কোদণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন,—স্বীয় অধ্যাপক এবং অন্যান্য অধ্যাপককে তিনি বিরক্ত চিত্তে এ কথা শুনাইলেন। ছাত্রের তাৎকালীন মনের ভাবটা যেন এইরূপ,—'যিনি শব্দের সুষ্ঠু অর্থ অবগত নহেন,—যাঁহার গান এরূপ ভ্রমার্থক শব্দপূর্ণ,—তাঁহার গান কি আবার শুনিতে আছে ?' তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন এই ক্রুদ্ধ ছাত্রের অধ্যাপক এবং অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী, ছাত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, 'বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বটে,—কোদণ্ড অর্থে কোদালি নহে,—ধনু-ই বটে, কিন্তু দাশুরায়ের মুখ হইতে এই গানে যখন কোদালি অর্থেই কোদণ্ড শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন অদ্য হইতে কোদণ্ডের এই কোদালি অর্থ-ই আমরা মানিয়া লইতেছি,—দাশুরায়ের মুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা আর কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে।" এই ঘটনা কি দাশুরায়ের অসাধারণ প্রতিপত্তির পরিচায়ক নহে ?

দাশুরায়ের আর এক গুণ ছিল,—দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়া, শাক্তও যেমন আনন্দিত হইতেন, বৈষ্ণবও তেমনি আনন্দিত হইতেন; তিনি শাক্ত-বৈষ্ণব উভয়েরই তুল্যরূপ মনোহরণ করিতেন। শাক্ত হইলেই যে বৈষ্ণবের কণ্ঠি ছিঁড়িতে হইবে, বা বৈষ্ণব হইলেই যে শক্তির অক্ষমালা ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে,—শাক্ত হইলেই যে বিষ্ণুর

নিন্দা করিতে হইবে, বা বৈষ্ণব হইলেই যে শক্তির নিন্দা করিতে হইবে,—দাশুরায় ইহা সহ্য কবিতে পারিতেন না,—বিন্দুমাত্র ভণ্ডামী দেখিলেই তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইতেন। তাঁহার রচিত "শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব"—নামক পালাই প্রধানতঃ তাহার প্রমাণ।

কোন কোন প্রবীণ পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনিতে পাই,—দাশুরায়ের গ্রন্থাধ্যয়নজা বিদ্যা অতি অল্পই ছিল,—অর্থাৎ তিনি কিতাবতী লেখাপড়া মাত্রই শিখিয়াছিলেন,—উত্তমরূপ বিদ্যার্জ্জনের অবসর পান নাই—সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুরাণ দর্শন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থসমূহ পাঠে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। ৺কাশীরাম দাস যেমন কথকের মুখে শুনিয়াই ভারত-বিখ্যাত মহাভারত রচনা করেন,—দাশুরায়ও তেমনি কথকের মুখে শুনিয়াই এবং প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই, তাঁহার পাচালী পালা-সমূহ রচনা করিতেন। আমরা কিন্তু এ কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার রচিত দেব-দেবী বিষয়ক পালাসমূহ পাঠ করিলেই বুঝা যায়,—শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, বাল্মীকীয় রামায়ণ, বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত, মনু পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র এবং চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাঁচালীর পালাসমূহে পৌরাণিক বৃত্তান্ত-বিবৃতি উপলক্ষে তিনি যেরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, কেবলমাত্র লোক-প্রমুখাৎ শ্রুত উপদেশ সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। পাঁচালীর কোন কোন পালায় তিনি হিন্দু-জীবনের আচার-নিষ্ঠা-প্রসঙ্গে যে শাস্ত্র-সুঙ্গত সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহাও পাঠ করিলে বুঝা যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে ও বিবিধ পুরাণ উপপুরাণে তাঁহার বিশেষরূপই ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত, তিনি যেরূপ বহুপরিমাণে

সুমধুর সংস্কৃত শব্দের সুব্যবহার করিয়াছেন,—একান্ত সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ ব্যবহার,—সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত, তিনি প্রচুর পরিমাণে আরবী এবং পারসী শব্দ ও কচিৎ কদাচিৎ দুই চারিটি ইংরেজী শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দাশুরায় যেমন অসামান্য প্রতিভাশালী কবি,—তেমনই ভূয়োদর্শন পণ্ডিত,—তাঁহার সমগ্র পাঁচালী গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া, এই ধারণাই আমাদের দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী পাঠে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে, দাশুরায় সমাজের সর্ব্বদিগ্‌দর্শী এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। পাঁচালীর পালায় তিনি যখন কবিরাজী চিকিৎসার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ; তিনি যখন জমিদারী সেরেস্তার কথা বলিতেছেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন একজন পরিপক্ক নায়েব; যখন তিনি অন্দর মহলের কথা বলিতেছেন, তখন মনে হয়, তিনি যেন একজন বষীয়সী গৃহিণী। ইহা কি অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক নহে?

নিজ দাশুরায় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম, এক্ষণে পাঁচালী-সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। *

---

* নিজ দাশুরায় সম্বন্ধে অন্যান্য কথা এবং তাঁহার প্রধান প্রধান 'পালা সম্বন্ধে' আমাদের বক্তব্য "পরিশিষ্ট" খণ্ডে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

(৩)

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, দাশুরায়ের পাঁচালী শুনিয়া, পণ্ডিত ব্যক্তিও যেমন আনন্দিত হইতেন, মূর্খলোকেও তেমনি আনন্দিত হইত। পণ্ডিত ব্যক্তি পাঁচালীর আভ্যন্তর রস-প্রবাহের উপলব্ধি করিয়া অতিমাত্র আনন্দ পাইতেন, মূর্খলোকে সুমধুর শব্দ-সমষ্টি শুনিয়াই—ভাসা-ভাসা ভাবমাত্র বুঝিয়াই, আনন্দভোগ করিত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দাশুরায়ের পাঁচালীর সর্ব্বস্থলেরই তুল্যরূপ ভাবগ্রহণ বস্তুতই অতি কঠিন ব্যাপার। দাশুরায়ের পাঁচালী বস্তুতই বিপরীতধর্ম্মী—যেমন সরল, তেমনই দুরূহ। ইঁহার পাঁচালীর কোন কোন স্থল দারুণ দুরূহ বলিয়াই, সে সে স্থলের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ, স্বকীয় শক্তির সীমাতীত বলিয়াই, অনেকে দাশুরায়ের পাঁচালীর প্রতি একান্ত বিরূপ;—দাশুরায়ের নিন্দুক-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইহাও অন্যতম কারণ,—সন্দেহ নাই।

দাশুরায়ের পাঁচালী স্থলবিশেষে যে কিরূপ কঠিন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা তাঁহার 'মানভঞ্জন' পালা হইতে একাংশমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গোপাল ল'য়ে
আসিছেন সখাগণ সনে।
পথমধ্যে অদর্শন, হইয়ে পীতবসন,
যান চন্দ্রাবলী কুঞ্জবনে॥
চন্দ্রাবলী রাধাধনে-(র) চন্দ্রমুখ দরশনে,
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে।
বল হে গোকুলচন্দ্র! আজি আমার কি শুভচন্দ্র
উদয় হইল ব্রজপুরে॥

কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, যাঁরে ভজে চতুর্ম্মুখ,
সে মুখ সম্মুখে,—একি লাভ!
যদি চাও চন্দ্রমুখ তুলি, মুখ রাখ—একটী কথা বলি,
নতুবা জানিব মুখের ভাব।
অধো করো না।—তুল শির, শুন ওহে তুলসীর,—
প্রিয় কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ!
অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী পীতবাস!
দাসীর বাসেতে কর বাস!
উদ্যোগে তোমারে আনা, সে যোগ জন্মে হতো না,
দাসীর এমন সহযোগ কই!
যাঁরে যোগীন্দ্র জপেন যোগে, দেখা পেলাম দৈব-যোগে,
যোগে-যাগে যদি ধন্যা হই॥" ইত্যাদি—

এই উদ্ধৃত অংশের "গোপাল গোপাল ল'য়ে" "অন্তরে গণি প্রয়াস" ইত্যাদি পদের অর্থের কথা ছাড়িয়া দিই;—কিন্তু 'চন্দ্রাবলী রাধা-ধনে-(র), চন্দ্রমুখ-দরশনে, চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে" ইত্যাদির অর্থ সাধারণ পাঠকের সহজে বোধগম্য হওয়া সুকঠিন ব্যাপার!—"অধো করো না তুল শির, শুন ওহে তুলসীর,—প্রিয় কৃষ্ণ! দাসীর অভিলাষ,—এই অংশের ভাব-সঙ্গত আবৃত্তি করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে,—নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ দুরূহ ব্যাপার! আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। দাশুরায়ের পাঁচালীর মধ্যে এরূপ বা ইহা অপেক্ষাও কঠিন অংশ অনেক স্থলেই আছে।

তাই আমাদের কথা,—দাশুরায়ের পাঁচালী সাধারণ পাঠকের সহজ বোধগম্য করিতে হইলে, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিতে হয়,—ইহার পাঠ-প্রণালীর উপদেশ দিতে হয়। যেমন ভাষ্য-টীকা না হইলে, জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়র সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়

না, সেইরূপ ভাষ্য-টীকা না হইলে, দাশুরায়ের পাঁচালীও সাধারণের প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না—হইতে পারে না। সেক্সপিয়র বুঝাইবার জন্য যেমন মনস্বী পণ্ডিতগণ উহার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,—সেক্সপিয়র কেমন করিয়া পাঠ করিতে হইবে,—তাহারও উপদেশ দিয়াছেন, দাশুরায়ের পাঁচালীর সেইরূপ ব্যাখ্যা এবং আবৃত্তি-প্রণালীর উপদেশ আবশ্যক।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, এই পাঁচালী গ্রন্থ যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দাশুরায়ের প্রত্যেক পালার বিশদ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে,—দুরূহ স্থান সকলের—দূরান্বয় ভাগের,—বিশিষ্টরূপ বিশ্লেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পালার স্থূলমর্ম্ম ব্যাখ্যা-ভাগের প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে। দাশু-রায়ের পাঁচালীতে সাধারণ-লোক-কথিত অনেক গ্রাম্য কথা সন্নিবিষ্ট আছে। এক জেলার চলিত বহু গ্রাম্য কথা অন্য জেলাবাসী লোকের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। এইরূপ গ্রাম্য কথাগুলির তাৎপর্য্য যত্ন-সহকারে লিখিত হইয়াছে। ফল কথা, সাধারণ পাঠক যাহাতে সহজে দাশুরায়ের পাঁচালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহার যথাসম্ভব সুপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

শুধু ইহাই নহে, পাঁচালীর মূল পালা সমূহও যাহাতে অবিকল প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা হইয়াছে। ৺দাশরথি রায় মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরান গ্রামের ছাপাখানায় কতকগুলি পালা নিজে প্রুফ দেখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। বহু চেষ্টায় আমরা সেই ছাপা পালা কতকগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। বর্দ্ধমান জেলার একাধিক গ্রাম হইতেও হস্তলিখিত তাঁহার অনেকগুলি পালা সংগৃহীত হয়। এই সকল পালা একত্র

মিলাইয়া, অবিকল পালাই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দাশরথি রায় মহাশয় যে কথাটি যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও সেই ভাবে সেই কথাটিই রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, দাশুরায়ের পাঁচালীর এক্ষণে যিনি প্রসিদ্ধ গায়ক, তাঁহাকে আনাইয়াও তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক পালা মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে,—আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রায় সমুদয় সঙ্গীতই উপরি-উক্ত অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রবীণ পাঁচালী-গায়ক মহাশয় গাহিয়া, সুর-তাল ঠিক করিয়া দিয়াছেন,—৺দাশরথি রায় মহাশয় যে গান যে রাগ-তালে গাহিতেন, সেই রাগ-তালই উপরি-উক্ত পাঁচালী-গায়ক মহাশয় আমাদের গ্রন্থে বসাইয়া দিয়াছেন। অনেক বিকলাঙ্গ গানও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। দাশুরায়ের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কোন কোন নূতন পালাও পাঠক,—আমাদের এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। মোট কথা, দাশুরায়ের পাঁচালী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে।

তথাপি কিন্তু পাঁচালীর কোন কোন স্থল মূলানুরূপ হয় নাই, ইহাই আমাদের ধারণা। একটী দৃষ্টান্ত দিব। "কৃষ্ণ-কালী বর্ণন" পালায় একটী গান আছে,—

"যা মনে করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।"

হস্তলিখিত যে কৃষ্ণকালীবর্ণন পালা আমরা পাইয়াছি, তাহাতে,—এবং বহুবর্ষ-পূর্ব্বে প্রকাশিত গ্রন্থের কৃষ্ণকালীবর্ণন পালাতে এই গানটী এইরূপ ভাবেই লিখিত আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, এ পাঠটী ঠিক নহে,—"যাব না করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে"—এইরূপ পাঠ হইলেই, বোধ হয়, ঠিক হইত। এইরূপ অন্য কয়েক স্থলেও, আমাদের কিছু কিছু খট্‌কা আছে।

অনেকেরই মুখে একটী গান শুনিতে পাওয়া যায়,—"ও ভাই তিনুরে! ফিরে যা ঘরে" ইত্যাদি। ইহাঁরা বলেন, দাশুরায় মহাশয় অন্তিম সময়ে—জাহ্নবীতটে অন্তর্জ্জলীর কালে এই গানটী রচনা করেন,—সহোদর তিনকড়ি রায় মহাশয়কে এই গান গাহিয়া মহা-প্রস্থানের পূর্ব্বে গৃহস্থালীর ভারার্পণ করেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি,—এ গান দাশরথি রায়ের রচিত নহে। এ গানটী প্রক্ষিপ্ত। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির গানে যেমন অন্য-রচিত অনেক গান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, দাশরথির গানেও তেমনি অন্যের গান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ প্রক্ষিপ্ত গান আমরা বর্জ্জন করিয়াছি। দাশরথি রায় মৃত্যুকালে কোন গানই বাঁধিতে পারেন নাই। তাঁহার কি ভাবে মৃত্যু হইয়াছে, পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশনীয় তাঁহার বিস্তৃত "জীবনী" পাঠ করিলেই, পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে নিবেদন—দাশরথি রায় মহাশয়ের কি শত্রুপক্ষ কি মিত্র পক্ষ,—সকলেই একবার তাঁহার এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করুন;—দাশুরায়ের অসম্যগ্দর্শী সমালোচকগণও একবার তাঁহার এই সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝুন,—দাশুরায় আমাদের জন্য কি রত্নহার গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী-রাজ্যে দাশুরায় রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট;—তিনিই পাঁচালীর নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাঁহারই সহিত পাঁচালীর বিকাশ-স্ফূর্ত্তি লোপ পাইয়াছে;—তাঁহার সমকালীন কবি পরলোকগত রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি অভিনবত্বে—কি রস-প্রগাঢ়ত্বে,—তাঁহার পাঁচালী দাশুরায়ের পাঁচালীর সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। এ হেন দাশুরায়ের চিত্ত-সন্তাপ-হারিণী পাঁচালী যিনি পাঠ না করেন, আমরা তাঁহার সৌভাগ্যের

প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি দাশুরায়ের সম্পূর্ণ পাঁচালী না পড়িয়া, কু-সমালোচনা করিয়া সুধী-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইতেছেন,—তাঁহার সৌভাগ্যও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই। হে দাশুরায়ের নিন্দুকগণ! দাশু-রায়ের এই সমগ্র পাঁচালী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অবিলম্বে আপনারা চিত্ত-মলক্ষালনে যত্নবান হউন।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয়,
৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা; বৈশাখ,—১৩০৯।

পাঁচালী-সম্পাদক,
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়,
বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক।

৺ দাশরথি রায় মহাশয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২১২ সালের মাঘ মাসে দাশরথি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী বাঁদমুড়া গ্রামে ইঁহার পৈতৃক বাস-ভূমি। ইনি কিন্তু বাল্যকাল হইতেই পাটুলীর নিকটবর্ত্তী পিলা গ্রামে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন;—এই মাতুলালয়েই ইনি বাস করেন।

বাল্যকালে অবস্থানুযায়ী যথাসঙ্গত বিদ্যাশিক্ষার পর দাশু রায়,—মাতুলের সাহায্যে সাকাই নামক স্থানের নীল-কুঠিতে সামান্য কেরাণী-গিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু বিষয়-কর্ম্ম অপেক্ষা গীত-বাদ্যেই ইঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ আবাল্য বড়ই বেশী ছিল,—ইনি গীত-বাদ্যেই সমধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন।

এই সময়ে পীলা গ্রামের নৃত্য-গীত-কুশলা অকা-বাই নাম্নী এক সুন্দরী গোপ-কামিনী এক কবির দল করে। যুবক দাশু রায় চাকুরী ছাড়িয়া পরে এই অকা-বাইএর সহিত কবির দলে যোগ দেন,—ইহার কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন।

এই অকা-বাইএর কবির দলে গান-গাথক-রূপে থাকিয়াই, দাশু রায় এক দিন কবির আসরে, প্রতিপক্ষ কবি-দল হইতে অত্যন্ত কটু ভাষায় গালি খান। দাশু রায়ের প্রতিপালক পুজনীয় মাতুলের চক্ষুর্দ্বয় দিয়া

অশ্রুজল বাহির হয়। সেই দিনই দাশুরায় কবির দল ছাড়িয়া দেন। অধঃপতনের পর উন্নতির এই সূত্রপাত হইল।

অতঃপর কতিপয় বয়স্যকে সঙ্গে লইয়া, নিজেই ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দাশুরায় "পাঁচালীর" দলের সৃষ্টি করেন। এই পাঁচালী"ই ক্রমে ইঁহার ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধি এবং দিগন্তব্যাপিনী খ্যাতি-প্রতিপত্তির হেতু হইয়া উঠে।

১২৬৪ সালে ৺ শ্যামাপূজার পূর্ব্ব দিবস চতুর্দ্দশী তিথিতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দাশু রায়ের বিবিধ-ঘটনা-পূর্ণ সুবিস্তৃত জীবনী "পরিশিষ্ট"-খণ্ডে প্রকাশিত হইবার কথা।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

১—৪

১।—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

৫—৫১

২।—নন্দোৎসব।

৫২—৯১

৩।—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

(প্রথম)—৯২—১০৩

৪।—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

(দ্বিতীয়)—১০৪—১২১

৫।—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালীয়-দমন।

(তৃতীয়)—১২২—১৪৩

৬।—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্প-চূর্ণ।

(চতুর্থ) —১৪৪—১৬৫

৭।—কৃষ্ণ-কালী-বর্ণন।

১৬৬—২০৯

৮।—শ্রীরাধিকার দর্প-চূর্ণ।

২০৯—২৩০

৯।—গোপীদিগের বস্ত্র হরণ।

২৩১—২৭২

১০।—নব-নারী-কুঞ্জর।

২৭৩—২৯২

১১।—শ্রীমতীর নব-নারী-কুঞ্জর ও কলঙ্ক-ভঞ্জন।

২৯৩—৩৪০

১২।—শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

৩৪১—৩৮৮

১৩।—মানভঞ্জন।

১৪।—শ্রীশ্রীরাধিকার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন।

৪২৮—৪৭৯

১৫ ।—অক্রূর সংবাদ ।

(প্রথম)—৪৭৯—৫১৯

১৬।—অক্রূর-সংবাদ।

(দ্বিতীয়)—৫২০—৫৬১

১৭।—মাথুর।

৫৬২—৬০১

১৮।—মাথুর অর্থাৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা।

৬০১—৬৩৮

১৯।—শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা অর্থাৎ দূতী-সংবাদ।

৬৩৯—৬৫৫

২০।—নন্দ-বিদায়।

৬৫৬—৬৮৭

২১।—উদ্ধব-সংবাদ।

৬৮৮—৭০৯

২২।—রুক্মিণী-হরণ।

৭১০—৭৬৮

২৩।—সত্যভামার ব্রত।

১৬৯—১৯৬

২৪।—সত্যভামা, সুদর্শন চক্র এবং গরুড়ের দর্প চূর্ণ।

৭৯৭—৮২৬

২৫।—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

৮২৭—৮৮০

২৬।—দুর্ব্বাসার পারণ।

৮৮১—৯০৬

২৭।—শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন।

৯০৭—৯৯০

দ্বিতীয় খণ্ড।

২৮।—শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ।

৯৯১—১০৬৫

২৯।—রামায়ণ অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও সীতাহরণ।

১০৬৬—১১১২

৩০।—সীতা-অন্বেষণ।

১১১৩—১১৮৬

৩১।—তরণীসেন বধ।

১১৮৭—১২১৪

৩২।—মায়াসীতা বধ।

১২১৫—১২৩৯

৩৩।—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

১২৪০—১২৮২

৩৪ ।—মহীরাবণ বধ ।

১২৮৩—১৩১৬

৩৫।—রাবণ বধ।

১৩১৭—১৩৬৮

৩৬।—শ্রীতারকব্রহ্ম রামচন্দ্রের দেশাগমন।

১৩৬৯—১৪০৮

৩৭।—লব-কুশের যুদ্ধ।

১৪০৯—১৪৬৭

৩৮।—দক্ষ-যজ্ঞ।

১৪৬৮—১৫০১

বিষয়	পৃষ্ঠা

৩৯।—ভগবতী এবং গঙ্গায় কোন্দল।

১৫০২—১৫৩৫

বিষয় — পৃষ্ঠা

৪০।—শিববিবাহ।

১৫৩৬—১৫৯৮

৪১।—আগমনী।

প্রথম ১৫৯৯—১৬৩৮

৪২।—আগমনী।

(দ্বিতীয়)—১৬৩৯—১৬৬০

৪৩।—কাশীখণ্ড।

১৬৬১—১৬৯৪

৪৪।—ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন।

১৬৯৫—১৭৩৩

৪৫।—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

১৭৩৪—১৭৫৫

৪৬।—মহিষাসুরের যুদ্ধ।

১৭৫৬—১৭৮৬

৪৭।—কমলে কামিনী।

১৭৮৭—১৮১০

৪৮।—শ্রীশ্রীবামনদেবের ভিক্ষা।

১৮১১—১৮৫২

৪৯।—বলিরাজার নিকট বামনদেবের ভিক্ষা।

১৮৫৩—১৮৯৭

৫০।—প্রহ্লাদ-চরিত্র।

১৮৯৮—১৯৩৩

৫১। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব।

১৯৩৪—১৯৫৪

৫২।—বিধবা-বিবাহ।

১৯৫৫—১৯৬৭

৫৩।—বসন্ত-আগমনে বিরহিণীদিগের বিরহ-বর্ণন।

১৯৬৮—১৯৮২

৫৪ ।—বিরহ ।

১৯৮৩—২০০৭

৫৫।—কলিরাজার উপাখ্যান ও চারি-ইয়ারি।

২০০৮—২০২৬

৫৬।—বিরহ ;—নবীনচাঁদ ও সোনামণি—স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব।

২০২৭—২০৫৫

৫৭।—নলিনী-ভ্রমরোক্তি—বিরহ।

২০৫৬—২০৭৩

৫৮।—বিরহ।

২০৭৪—২১০৮

৫৯।—নলিনী-ভ্রমরের বিরহ।

২১০৯—২১৩৯

৬০।—ব্যাঙ্গের বিরহ।

২১৪০—২১৪২

বিবিধ সঙ্গীত।

২১৪৩—২১৮৮

পাঁচালীর ব্যাখ্যা।

১—৫৯

সূচীপত্র সমাপ্ত।

৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সাতাইশটী পালা
এই প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত।

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা,
৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেস হইতে
শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

৺দাশরথি রায়।

পাঁচালী।

ভূমিকা।

প্রথম,—গণেশবন্দনা।

সিদ্ধি করিবারে আশ, করি বর অভিলাষ,
করিবর-বদনে প্রণতি।
অগতির গতি গতি, নমামি মানস অতি,
শীঘ্রগতি গতির সঙ্গতি॥ ১

প্রণমামি করি যত্ন, কমলযোনির রত্ন,
কমলা সহিত কমলাক্ষ।
বন্দি যত্নে বীণাপাণি, বাণী-কৃপা বিনা বাণী-
বিহীন সুরাদি নর যক্ষ॥ ২

নমামি ভব-চরণে, ভবনিধি-নিস্তরণে,
ভবে জন্ম হত যৎকৃপায়।
প্রণমামি দিনপতি, দিনান্তে হে দীন প্রতি,
ত্বং বিতর সম্প্রতি উপায়॥ ৩

অহমতি হীনবুদ্ধি, গ্রন্থমধ্যে বর্ণাশুদ্ধি,
থাকে দূষ্য শাস্ত্রবহির্ভূত।
অগণ্যের দোষাগণ্য, করি করিবেন ধন্য,
স্বগুণে সগুণ ব্যক্তি যত॥ ৪

তুল্য দিতে অপ্রমাণ, মান্ধাতার তুল্য মান,
শ্রীমান্ নিবাসী বর্দ্ধমান।
ভূপতি ভূপের চূড়া, গ্রাম নাম বাঁদমুড়া,
উক্ত ভূপের অধিকার-স্থান॥ ৫

কুলীনগণ-বসতি, গ্রামের গৌরব অতি,
স্বল্প পথে ত্রিপথগামিনী।
তথায় করেন ধাম, দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা নাম,
দ্বিজরাজ নানাশাস্ত্র-জ্ঞানী॥ ৬

তস্যাত্মজ অহং দীন, দ্বিজের অনুজ্ঞাধীন,
দ্বিজ-পদ-বলে এ সঞ্চয়।

তদন্তরে নিবেদন, শ্রুত হৌন সর্ব্বজন,
দীনের দ্বিতীয় পরিচয় ॥ ৭

ধরামধ্যে ধরি ধন্য, অগ্রদ্বীপ অগ্রগণ্য,
যথা শ্রীগোপীনাথের লীলা।
তৎসন্নিকটযাম্য, গ্রাম অতি জনরম্য,
পাটুলি-সমাজ-পার্শ্বে পিলা ॥ ৮

কত দেব দেব্যালয়, তথায় মাতুলালয়,
মাতুল অতুল গুণযুত।
রাম-তুল্য গুণধাম, শ্রীরামজীবন নাম,
চক্রবর্ত্তী খ্যাত জীবন্মুক্ত ॥ ৯

তাঁহার ধন্য কৃপায়, শিক্ষাদির সদুপায়,
প্রাপ্ত হৈয়ে তস্য গৃহে স্থিতি।
হৃদে চিন্তে ত্রিলোচনা, করে গ্রন্থ বিরচনা,
দ্বিজদাস দ্বিজ দাশরথি ॥ ১০

দ্বিতীয়-বন্দনা।

বিষ্ণু-রব করি মুখে,
প্রথমতঃ করি-মুখে,
করি স্তুতি, করিয়া পূজন।

সহ দুর্গা শূলপাণি,
চক্রপাণি বীণাপাণি,
স্মরি কাব্য করি বিরচন ॥ ১১

ধাম,—গ্রাম বাঁদমুড়া,
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণচূড়া,
দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহং দীন তৎ-তনয়,
পিলায় মাতুলালয়,
ইদানী মাতুলালয়ে ধাম ॥ ১২

ভগবৎ-চরণে সঁপে মতি,
* * *
রচিল পঞ্চালী গ্রন্থ,—
পাঞ্চালীর পঞ্চকান্ত-সখা
—চিন্তা-যোগে দাশরথি ॥ ১৩

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

ব্রাহ্মণ-বন্দনা।

প্রণমামি দ্বিজবর, দ্বিজরূপেতে পীতাম্বর,
অভেদ-আত্মা বিরাজেন ভূতলে।
আরাধিলে দ্বিজবরে, কি না হয় দ্বিজ-বরে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে॥ ১
যেখানেতে দ্বিজ-বিশ্রাম, স্বগ্রামেতে স্বর্গধাম,
ভাবিলে জীব অনায়াসে পায়।
হরি লন যার জ্ঞান হরি, সেই ত গৃহ পরিহরি,—
হরি দেখ্‌তে বৃন্দাবনে যায়॥ ২
শিবমুখে সর্ব্বদা বাণী, সদা শুনেন শর্ব্বাণী,
সর্ব্ব তীর্থ ব্রাহ্মণ-চরণে।
এই কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে, দ্বিজ হয়েছেন বীজ ইহাতে,
সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল দ্বিজ বিনে॥ ৩
যেমন ধর্ম্ম বিফল বিনা সত্য, ঔষধ বিফল বিনা পথ্য,
গৃহ বিফল অতিথি নাই যার।
নয়ন বিফল দৃষ্টি বিনে, দৃষ্টি বিফল ইষ্ট-পানে,—
দৃষ্টি নাই ভবে যে জনার॥ ৪

হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজমুখে,
চতুর্ম্মুখের মুখে ঐ কথাই।
এখন অনেক পাষণ্ডগণে, এরা এখন মনে গণে,
কলির ব্রাহ্মণের বস্তু নাই ॥ ৫
করি দ্বিজের অপমান, পায় না ফল বর্ত্তমান,
বিষ নাই ব'লে অনায়াসে বিষধরে ধরে।
কিন্তু অমোঘ দ্বিজের বাক্য, নরের নরক মোক্ষ,
কালে ফলে সেটা মনে না করে ॥ ৬
পাপ করে যেই দণ্ডে, তখনি কি যমে দণ্ডে,
পুণ্য কর্‌লে বাঞ্ছা পূর্ণ তখনি কি হয়।
বৃক্ষ রোপণ যেই দিবে, সেই দিনেই কি ফল দিবে,
কিন্তু ফল ফলিবে নিশ্চয় ॥ ৭
যে দিনে কুপথ্য যোগ, সেই দিনে কি হয় রোগ,
কুপথ্য রোগের মূল বটে।
যে দিন ধাত্রী কাটে নাড়ী, সেই দিনে কি উঠে দাড়ী,
কাল পেয়ে যৌবনে দাড়ী উঠে ॥ ৮
যে দিনে দেয় খড়ি হাতে, সেই দিনে কি হাতে-হাতে,
পাঠ হয় তার চণ্ডী।
যে দিন সন্তান পড়ে ভুমে, সেই দিনে কি গয়া-ভুমে,
গিয়ে পিতার দিয়ে এসে পিণ্ডী ॥ ৯

অতএব ব্রহ্ম-মন্যু-আশীর্ব্বাদ, কালে ফলে হয় না বাদ,
বেদ মিথ্যা কখন কি হয়।
দ্বিজ সকলের পূজ্য, দ্বিজরূপে চন্দ্র সূর্য্য,
ব্রহ্মতেজ তাতেই জ্যোতির্ম্ময় ॥ ১০
অসাধনে অধোগতি সাধিলে সম্পদ।
অতএব সাদরে সাধরে দ্বিজপদ ॥ ১১

সুরট—ঝাঁপতাল।

মম মানস! সদা ভজ, দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণ-চরণ-রজঃ ॥
যার গমন দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ সাজে,
দ্বিজপদ শোভিত যার হৃদয়-সরোজ।
ভ্রান্ত হ'য়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে,
দাস না হয়ে দাশরথি দুঃখ পায় সে দোষ নিজ ॥(ক)

(ক) হরিতে—পাঠান্তর—হইলে।

(ক) দ্বিজপদ ইত্যাদি—পাঠান্তর—দ্বিজরাজ শোভিত পদ যার হৃদি-সরোজ।

দ্বিজ পূজ্য বেদের ধ্বনি, কলিযুগে কোন কোন ধনী,
ও সব কথায় নাহি দেন কাণ।
না মেনে বেদের অর্থ, সদাই কেবল অর্থ অর্থ,
অর্থলোভে অনর্থ ঘটান॥ ১২
হারাইয়া জ্ঞান-ধন, ধনের জন্য দ্বিজ নিধন,
তার সাক্ষী নূতন তালুক কিনে।
ব্রহ্মত্বে দিয়ে টান, দ্বিজের বিপদ আগে ঘটান,
মহাপুণ্যের "পুণ্যে" করেন সেই দিনে॥ ১৩
আমিন পাঠান যায়, সে বেটা পাঠান-প্রায়,
যমদূত অপেক্ষা গুণ বেশী।
বার ক'রে এক বকেয়া চিঠে, অগ্রেতে ব্রাহ্মণের ভিটে,
ফেলেন গিয়ে রসি॥ ১৪
যার বিষয় নহে তস্য, মাঠে গিয়ে করে তপু-তস্য,
ভট্টাচার্য্য এ যে হচ্ছে মাল।
এগার বিঘা হলো কালি, খাজনা দিতে হবে কালি,
দ্বিজ মুনি শুকিয়ে কালী, বলে মা কি কর্লি কালি!
একবারে পয়মাল॥ ১৫
আটক জমী এগার বন্দ, এগার জনার আহার বন্দ,
কেঁদে দ্বিজ জমিদার-গোচরে।

(১৫) হচ্ছে—পাঠান্তর—দেখ্ছি।

বলে, আমার ঐ উপজীবিকা মাত্র, আর অন্য নাহি যোত্র,

আছে তায়দাদ দলীল পত্র ঘরে ॥ ১৬

জমিদার কয় মহাশয়! সে সব দলীলের কর্ম্ম নয়,

ক্রো-সাহেবের ছাড়্ দেখাতে পার।

তবে দিতে পারি ছাড়, নচেৎ বিষয় পাওয়া ভার,

এক্ষণেতে ও সব কথা ছাড় ॥ ১৭

তখন দ্বিজ হয়ে নৈরাশ, ছাড়েন দীর্ঘ নিঃশ্বাস,

বলেন, মিছে করি আশ্বাস হায় রে।

আমার আশী বৎসর আছে ভোগ, আসা কেবল কর্ম্মভোগ

বনে কাঁদিলে কেবা শুনে বরং ব্যাঘ্রে খায় রে ॥ ১৮

অতএব সাধুজন, দিয়ে মিথ্যা কথায় বিসর্জ্জন,

হও তোমরা দ্বিজ-প্রেমের বশ।

শ্রবণ কর দ্বিজ-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব,

শুক-মুখ-গলিত সুধা-রস ॥ ১৯

দ্বিজেরে করি অমান্য, দ্বিজসুতের মন্যু-জন্য,

ক্ষুণ্ণ হয়ে জাহ্নবীর তটে।

কেঁদে বলেন পরীক্ষিত, কি পরীক্ষায় পরীক্ষিত,

হবো হে মুনি! আশু কাল নিকটে ॥ ২০

---

(১৭) ক্রো সাহেবের—পাঠান্তর—ইষ্টং সাহেবের।

(১৮) বরং—পাঠান্তর—কেবল।

সগরবংশ ধ্বংস যে ব্রাহ্মণ কোপভরে।
যে ব্রাহ্মণ গণ্ডূষে সাগর পান করে॥ ২১
ভগীরথের দিব্যাঙ্গ যে ব্রাহ্মণের বরে।
যে ব্রাহ্মণ শাপে যোনি ইন্দ্র-কলেবরে॥ ২২
যে ব্রাহ্মণ সুরধুনীকে ধরেছেন উদরে।
যে ব্রাহ্মণের পদ হরি হৃদিপদ্মে ধরে॥ ২৩
আমি ত করেছি অপমান সেই দ্বিজবরে।
তরিতে কি পাব আমি এ ভব-দুস্তরে॥ ২৪
আসি বন্ধুজন সম্ভাষণ করিছে আমার সনে।
বলে, কর আয়োজন, ভয় কি রাজন, তক্ষক-দংশনে॥২৫
সজাগে থেকে, নিকটে ডেকে, রাখ ধন্বন্তরি।
তারা সকলে ভ্রান্ত, বোঝে না অন্ত, আমি অন্তে কিসে তরি
সে নয় এসে, সামান্য বিষে, হবে বিনাশক।
আমার জীবনান্তে আছে যে ফণী তার কে চিকিৎসক॥২৭

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মুনি! ঐ ভয় মম মানসে।
জীবনান্তে পাই জীবন কিসে॥
বল কে বাঁচাবে আমায় হয়ে ধন্বন্তরি
শমন-তক্ষক-বিষে॥

মন্ত্র শুনে ক্ষান্ত হয় সামান্য ফণী,
সেতো নয় মণি-মন্ত্রে বশ, মুনি !
কাল পেয়ে অমনি দংশিবে কাল-ফণী,
হৃদয়-মন্দিরে এসে।
জন্মাবধি আমার কুপথে ভ্রমণ,
সে রাধারমণ-প্রতি হত মন,
কিসে হবে কাল-কালিয় দমন,
কালাগত কালবশে ,—
(যদি) ভজিত দাশরথি বিষয় পরিহরি,
করিত কি অন্তে কাল-বিষহরি ?
বিষহরির বিষ হরি,
হরি জীবন দিতেন এই দাসে ॥ (খ)

হরিতে রাজার অসুখ, সুধামাখা বাক্যে শুক,
বলেন, কি চিন্তা মহারাজ !
জন্ম যদি হয় ভবে, তবেই ভয় সম্ভবে,
জন্ম ঘুচিলে সে ভয়ে কি কাজ ॥ ২৮
যার, হরি-কথাতে জন্মে মতি, জন্ম হ'তে অব্যাহতি,
ভবে জন্ম না হইবে পুনঃ।

জন্ম-মৃত্যু-হর হরি,—লবেন তোমার জন্ম হরি,
আজি হরির জন্ম কথা শুন ॥ ২৯

* * *

কংসের কৃষ্ণ-দ্বেষ।

ছিল কংস দৈত্য মথুরায়, রসাতল করি ধরায়,
হইয়ে পাতকীর অগ্রগণ্য।
যেমন স্বয়ং তেম্নি সভাসত, জনেক নাহিক সৎ,
ভবিষ্যৎভব মাত্র শূন্য ॥ ৩০
কৃষ্ণেতে কেবল দ্বেষ, কৃষ্ণনাম শূন্য দেশ,
করিয়া করিল পাপরাজ্য।
যে জন কৃষ্ণ গুণ গায়, কংস শুনিলে কৃষ্ণ পায়,
কৃষ্ণদ্বেষী জনে করে পূজ্য ॥ ৩১
নাম ছিল যার কৃষ্ণদাস, কংসরাজ্যে উঠিয়ে বাস,
পলায়ে গেল সমুদ্রের ধারে।
তুলসী-মন্দির যার ঘরে, হরিমন্দির নাসায় করে,
অম্নি, যমমন্দির কংস পাঠান তারে ॥ ৩২
তখন, দেখ্‌তাম মজা অপরূপ, যখন ছিল কংস ভূপ
তখন যদি কেউ হরির বেয়ান্ কর্‌তো।

(৩১) কেবল—পাঠান্তর—প্রবল।

দুই বেয়ান্‌কে এক দড়ীতে, বেঁধে পূরিত হরিণবাড়ীতে,
গলাগলি করে বেয়ান্‌ মর্‌তো॥ ৩৩
তেজে অগ্নি পিপুল শুঁট, তখন দিলে হরির-লুট,
ছেলে সুদ্ধ পোয়াতীর কপাল ফাট্‌তো।
ছেলেকে দিয়ে যমের বাড়ী, তখন ছেলের বাপের নাড়ী,
টেনে কংস চেয়াড়ি দিয়ে কাট্‌তো॥ ৩৪
তখন গাভীরূপ ধ'রে ধরা, বিধির নিকটে গিয়ে ত্বরা,
কহিতেছেন করিয়া রোদন।
তব সৃষ্টি যায় বিধি! ত্বরায় প্রভু কর বিধি,
ভার হলো কংসের ভার-গ্রহণ॥ ৩৫
শুনে, ব্রহ্মলোক পরিহরি, ব্রহ্মা যান যথা হরি,—
নিদ্রাগত অনন্ত শয্যায়!
কাতরে কহেন বিধি, গা তোল বিধির নিধি!
তব দাস বিধির সৃষ্টি যায়॥ ৩৬

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

শ্রীচরণে ভার,—একবার গা তোল হে অনন্ত!
নয় ভূতল রসাতল হরি! হলো হে নিতান্ত॥

---

(৩৫) তখন গাভীরূপ ধ'রে ধরা—পাঠান্তর—গাভিরূপিণী হ'য়ে ধরা

করলে সুর-দর্প দূর, কংসাসুর বলবন্ত !
ব্যাকুল ধরা, তার ভার ধরা,—সাধ্য ধরার নয় শ্রীকান্ত !
কি পাপ কংস প্রকাশিলে, স্বভগ্নী সতী সুশীলে,
বক্ষে দিয়ে শিলে, বেঁধে রেখেছে তুরন্ত ;—
এ হ'তে কি ঘোর পাতকী, আর কে আছে এমন ভ্রান্ত।
উঠে কর ভুবন-জীবন ! পাপ-জীবনের জীবনান্ত ॥ (গ)

শ্রবণ কর মহাশয়, আশ্চর্য্য এক বিষয়,
তখন পুণ্যবান্ সমুদয়, এক পাপী কংস মথুরাতে ছিল।
তার ভার না পেরে ধর্তে, পৃথিবী যান নালিশ কর্তে,
ভার সহ্য কোনরূপে না হলো ॥ ৩৭
এখন বাঙ্গালাটা করিলে অংশ, দশ হাজার জোটে কংস,
অন্য দেশ ঐক্য হ'লে লক্ষ হতে পারে !
কিরূপে ভার ধরেন পৃথ্বী, পৃথিবীর বুঝি ঘৃণা-পিত্তি,
লোপাপত্তি হয়েছে একেবারে ॥ ৩৮

* * *

পৃথিবীর ৺মহাদেবের নিকট গমন।

শুনেছি পৃথিবী কলিতে, গিয়াছিলেন বলিতে,
কাশীধামে কাশীনাথ-নিকটে।

---

(৩৯) শুনেছি পৃথিবী কলিতে—পাঠান্তর—শুনেছিলাম কলিতে।

শুনে কন পশুপতি, বসো বসো বসুমতি !
ভোগ শুন আমার ললাটে॥ ৩৯
আমি, মৃত্যুকে করিয়া জয়, নাম ধরেছি মৃত্যুঞ্জয়,
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু এখন ভাল।
আমি লব কি তোমার ভার, আমারি মুখ দেখান ভার,
কাশীতে আমার ভূমিকম্প হলো॥ ৪০
আমি গুণ আর কিসে প্রকাশি,ত্রিশূলের উপরে ছিল কাশী
কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে।
দৈত্যনাশিনী ঘরে নারী,তিনি বলেন আমি কলিকে নারি
অবাক্ হয়ে আছেন দুটী ছেলে॥ ৪১

* * *

পৃথিবীর ৺জগন্নাথের নিকট গমন।

শুন শুন ভূতল ! যাও তুমি উৎকল,
জানাও গিয়ে জগন্নাথের স্থানে।
শুনি কাশী পরিহরি, করিলেন শ্রীহরি,
সিন্ধুকূলে শ্রীহরি যেখানে॥ ৪২
মনের যত বেদন, অভয় পদে নিবেদন,
করিলেন ধরা, অভয়পদ ভাবি !
গত মাত্রে হলো ব্যাঘাত, জবাব দিলেন জগন্নাথ,—
বল্‌লেন আমার হাত নাই পৃথিবী॥ ৪৩

একে আমার নাইকো হাত, তাতে আমি অনাথ,
অকূল সমুদ্র-কূলে আছি।
ছিল কয়জন প্রিয়পাত্র, কলির অধিকার-মাত্র,
পাণ্ডব আদি স্বর্গে পাঠায়েছি॥ ৪৪
কতকগুলি ভোগ গ্রহণ কর্‌তে,আছি দশহাজার বর্ষ মর্ত্ত্যে,
এই কথা শুনে বসুমতী,—
প্রণাম ক'রে বিদায় ল'য়ে, মেদিনী বেদনা পেয়ে,
জানায় গিয়ে যথা ভাগীরথী॥ ৪৫

পৃথিবীর ৺গঙ্গার নিকট গমন।

ললিত—ঝাঁপতাল।

হর নিদয়, হরি নিদয়, মোরে হর-কামিনি!
তুমি যদি নিস্তার-পথ কর ত্রিপথগামিনি!
স্বীয় কর্ম্ম-দোষে ভবে পেয়ে দুঃখ পদে পদে,
হ'লে পতিত পদে পতিতে রাখো, পতিতপাবনি! পদে,
শুনে ধরেছি পদ, হরি-পদ-রজ-বিহারিণি!
আরাধিয়ে পীতাম্বর, হর পূজে না পেয়ে বর,
বড় দুঃখ পেয়েছি, গিরিবর-নন্দিনি!

জীবনান্ত জেনে অন্তে, এসেছি তব জীবনে,
এখন, জীবনরূপিণি গঙ্গে! তোমা বিনে ত্রিভুবনে,—
কে আছে আর দাশরথির দুঃখ-নিবারিণী। (ঘ)

গঙ্গা কন, শুন পৃথ্বি! ঘুচিল ভগীরথের কীর্ত্তি,
গঙ্গার এখন গঙ্গালাভ গণ্য।
গেছে সে তরঙ্গ প্রবল, মহাপ্রাণীটে আছে কেবল,
পাঁচ হাজার বর্ষ নিয়ম-জন্য ॥ ৪৬
আমার সে জোর আর নাই,—কি বল,—
জোয়ার আছে তাইতে কেবল,
যোগে যোগে যেতেছি!
ক্রমে হ'য়ে এলাম ক্ষীণ, বাড়িছে দুঃখ দিন দিন,
গণ্‌তির দিন ক'টা মর্ত্ত্যে আছি ॥ ৪৭
আমার সর্ব্বাঙ্গে ঘেরেছে চড়া, সাধ্য নাই আর নড়া-চড়া,
যেমন চড়া তেম্‌নি পড়া, বলিব দুঃখ কাকে।
তোমার ভার কি লব ধরণি! এলে একশত মণের তরণী,
চালাতে নারি চরে আট্‌কে থাকে ॥ ৪৮
(যদি বল কিছু পাপ ছিল।)
আমার পরম গুরু কৃত্তিবাস, তাঁর শিরে করেছি বাস,
সতীনের দ্বেষ করেছি সদাই।

সতীন কি সামান্য নিধি, তিনি দুর্গতিহারিণী দিদি,
তাইতে এত মনস্তাপ পাই ॥ ৪৯
সতীনের উপর ক'রে দ্বেষ, স্বামীকে দিয়েছি ক্লেশ,
সেই ফল মোর ফলিল এত দিনে।
স্বামী আমার সদানন্দ, কত শত বলেছি মন্দ,
একটী কথা রাখেন নাইক মনে ॥ ৫০
বুঝি, সেই পাপেতে শূলপাণি,
এখন, দলে মিশায়ে হন্ কোম্পানী,
লজ্জা দেন আমাকে।
নৈলে কাটি-গঙ্গা ক'রে তারা, ফিরিয়ে দেয় আমার ধারা,
এ লজ্জা ম'লে কি মোর ঢাকে ॥ ৫১
নরে করে এত মন্দ, কালীঘাট দিয়ে পথ বন্ধ,
দিনে দিনে সন্দ বাড়িছে মনে।
মানে না কেউ গঙ্গা ব'লে, মল-মূত্র দেয় ফেলে,
মর্ত্ত্যলোকে তত্ত্ব-কথা কে শুনে ॥ ৫২

* * *

শ্রীহরির দৈববাণী।

হরি কন দৈববাণীতে, জন্ম ল'য়ে অবনীতে,
অবনীর ভার আশু ঘুচাইব।

যাবে কংসাদির গর্ব্ব, দেবকীর অষ্টম গর্ভ,—
ছলে গিয়ে ভূতলে জন্ম লব ॥ ৫৩

* * *

দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ।

বাক্য-অনুযায়ী হরি, বৈকুণ্ঠ পরিহরি,—
অষ্টম গর্ভেতে অধিষ্ঠান।
শ্রাবণ,—পক্ষ অসিতে, অষ্টমীর অর্দ্ধ নিশিতে,
ভূমিষ্ঠ হইলেন ভগবান্ ॥ ৫৪

বেহাগ—যৎ

কৃষ্ণতিথি অষ্টমীর নিশি অর্দ্ধকালে!
জন্মিলেন যোগেন্দ্র-হৃদিনিধি ভূতলে ॥
পুণ্যরূপ বীজ এক ল'য়ে কুতূহলে।
রোপণ করে দেবকী নিজ হৃদ্‌কমলে ॥
শত জন্ম সিঞ্চন করিল ভক্তিজলে।
সেই পুণ্যতরুবর,—ফলে দেবকীর পুণ্যফলে ॥ (ঙ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে বসুদেব-দেবকীর বিস্ময়।

রূপ দেখে কমল-আঁখির, বসুদেব দেবকীর,—
অনিমিষ হয় আঁখির, জন্মিল বিস্ময়।

উঠিল অঙ্গ শিহরি, দেখে ভব-আরাধ্য হরি,—
হয়েছেন উদয়॥ ৫৫

চরণ দুটী শোভাকর, প্রভাতের প্রভাকর,
প্রভাকর-সুতের কর, এড়ায় যৎপদ-স্মরণে।
জগৎপিতা পীতাম্বরে,—মরি কি শোভা পীতাম্বরে,
স্থির সৌদামিনী করে, যেমন শোভা ঘনে॥৫৬
কিবা শোভা কর চারি, কৈলাস-গিরি-বিহারী,—
ফণিহারীর মণিহারী, বনকুসুম-হারী।
কটির হেরিয়ে বঙ্ক, সিংহেতে কোটী কলঙ্ক,
শঙ্কাযুক্ত হয় শঙ্খ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী॥৫৭

* * *

বসুদেব-দেবকী শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন।

দে'খে, উভয়ে যুগ্ম করে, মুক্তি-হেতু স্তব করে,
তুমি দিয়াছ শঙ্করে সংহারের ভার!
অচিন্ত্যরূপ চিন্তামণি, সুরমণির শিরোমণি,—
তুমি হে অমূল্য মণি, ধাতার মাথার॥ ৫৮
দেবকী ক'রে রোদন, বলে, ওহে মধুসূদন!
চরণে করি নিবেদন, যদি বেদন হর।
ভয়ে অঙ্গ বি-বরণ, শুন দুঃখের বিবরণ,
এ রূপ যদি শ্যামবরণ! সম্বরণ কর॥ ৫৯

তুমি বিশ্বের জনক, কি বিশ্বাস-জনক,
আমরা জননী জনক, হব হে হরি! তব।
এ কথা শুনিলে বিজ্ঞে, বিজ্ঞে কিম্বা অবিজ্ঞে,
সকলেরি অবজ্ঞে হবে হে মাধব! ৬০
বিশেষ, ওহে বিশ্বরূপ! আমরা কংসের বিষ-স্বরূপ,
না জানি সে দেখে এ রূপ, কিরূপ করিবে!
সে অতি পাষণ্ড কায়া, ভাবে যদি করেছ মায়া,
তেয়াগিয়ে দয়া মায়া, উভয়কে বধিবে॥ ৬১

মল্লার—ঠেকা।

সম্বর এ রূপ,—কমল-আঁখি!
এ যে অসম্ভব মান্য হবে কি!
যাঁর ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তাঁরে উদরে ধরে দেবকী!
হর হর কংস-ভয়,—হরি!
কর হে অভয়, আমরা উভয়ে সভয়ে সর্ব্বদা থাকি।
পাষাণ হৃদয়ে দিয়ে, পাষাণ-হৃদয় হ'য়ে,
পাসরিয়া আছে মায়া,—কলঙ্কী।

---

(৬১) দেখে এরূপ ইত্যাদি—পাঠান্তর—এরূপ দেখিলে সে।

দুঃখ আর বলিব কায়, হে নীরদকায় !
আমার ষড় পুত্র-বধে বড় দুঃখ দিয়াছে পাতকী ॥

সনকাদি তপোধন, করে যে ধন সাধন,
শুক নারদাদি যাঁর প্রেমে বিবেকী।
পাষাণ উদ্ধারিল, যারো পদে গঙ্গা জনমিল,
অজামিল তরিল যাঁরে ডাকি।
হরের চিরধন, বিরিঞ্চির ধন,
হবে সে ধন নন্দন, আমি এত কি সাধন রাখি ॥ (চ)

বসুদেব দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের অভয়-দান।

দেবকীর ঝরে নেত্র, নিরখি কমল-নেত্র,
কহিছেন প্রসন্ন হইয়ে !
পূর্ব্ব-জন্ম-বিবরণ, হয়েছ মা ! বিস্মরণ,
দিই মা আমি স্মরণ করিয়ে ॥ ৬২
করেছিলে কঠিন যোগ, আত্মা-মনঃ-সংযোগ,
জননি ! যতন করিলে মোরে :
টলেছিল মোর আসন, দিয়াছিলাম দরশন,
তব দুঃখ-বিনাশন-তরে ॥ ৬৩

চেয়েছিলাম দিতে বর, তুমি বল্লে, পীতাম্বর !
অন্য বর প্রয়োজন মোর নাই।
চতুর্ভুজ পদ্মনেত্র, সজল-জলদ-গাত্র,
তব তুল্য পুত্র যেন পাই ॥ ৬৪
সেই ত চতুর্ভুজ বেশ, হ'য়ে গর্ভে করি প্রবেশ,
ভূমিষ্ঠ হয়েছি আজি আমি।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, ভক্তের যে মনস্কাম,—
দি মা ! আমি হয়ে অন্তর্যামী ॥ ৬৫
ভয় নাই আর কংস-ভয়ে, আমি রাখিলাম অভয়ে,
নির্ভয় হইয়ে সবে থাক।
ত্বরায় আসি কংসালয়, করিব আমি কংসে লয়,
নন্দালয়ে আশু আমাকে রাখ ॥ ৬৬
যশোদা নন্দের জায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া,
নিদ্রাযোগে আছেন যে ঘরে।
মোরে পরিবর্ত্ত করি, আন গে সেই শুভঙ্করী,
শুভ যাত্রা করহ সত্বরে ॥ ৬৭

* * *

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দপুরে যাত্রা।

শুনে শব্দ সুধা-মাখা, শ্রেয় হলো গোকুলে রাখা,
বসুদেব উঠেন ত্বরা করি।

কংস-পুরী পরিহরি, বদনে বলি শ্রীহরি,—
কোলে লয়ে শ্রীহরি, করেন শ্রীহরি ॥ ৬৮

* * *

কংস-প্রহরিগণের চক্ষে যোগনিদ্রার আবির্ভাব।

শুন এক আশ্চর্য্য কই, যে রাত্রেতে ক্ষণেক বই,
জনমিবেন গোলোকের প্রধান।
ছিল যত দ্বারপাল, আসি কংস মহীপাল,
ক'রে যায় অত্যন্ত সাবধান ॥ ৬৯
তারা কেমনে র'বে জাগিয়ে, আপনি যোগনিদ্রা গিয়ে,
আবির্ভাব সকলের নয়নে।
অস্থির যত প্রহরী, নিদ্রাতে লয় বল হরি,
সন্ধ্যাকালে বাঞ্ছিত শয়নে ॥ ৭০
দ্বারী মধ্যে একজন, তার জন্মে-জন্মে ছিল ভজন,
সে বলে, ভাই! শুন সর্ব্বজনা।
জাগিয়ে এত দিবস, আজি হলি নিদ্রার বশ,
এটা ত ভাই বিধির বিড়ম্বনা ॥ ৭১
(সে কেমন ?)
তীর্থ-পথে ছয়মাস হেঁটে দু দিন থাক্‌তে ফির্‌লে।
প্রায় ঘরে উঠি, পাকায়ে ঘুঁটি, কাঁচা খেলাটি খেল্‌লে

বাল্য হতে সুরধুনীতে অবগাহন কর্‌লে।
মর্‌বার কালে গঙ্গা ফেলে বঙ্গদেশে চল্‌লে॥ ৭৩
যৌবনকালে স্বপাকেতে হবিষ্যান্ন কর্‌লে।
মর্‌বার বেলায় জঠর-জ্বালায় যবনান্ন গিল্‌লে॥ ৭৪
আজি, কৃষ্ণ-দরশনের নিশি, সন্ধ্যাকালে টল্‌লে।
অচেতনে হারালে নিধি, হায় হায়! কি কর্‌লে॥৭৫

খাম্বাজ—একতালা।

দেখ, কেও ঘুমাইওনা, অচেতনে হারাওনা নিধি।
যতনে সবাই, (মরি রে) চেতন থেকো ভাই!—
দেবকী-নন্দনে দেখিবে যদি।
মূলাধারে আছেন কুলকুণ্ডলিনী,
তিনি হন যদি চৈতন্যরূপিণী,
তবে সে চৈতন্যরূপ-চিন্তামণি,—চিন্তে পার হবে জলধি॥
নিদ্রাতে ভুলায়, জাগিলে জানা যায়,
জাগিলে হরির চরণ-পায় সবে পায়,
দাশরথির চিত্ত, নিত্য-তত্ত্ব পায়,—
তত্ত্ব কর্‌লে অর্থ মিলান বিধি। (ছ)

নিদ্রার দোষ-বর্ণন।

নিদ্রার মুখে আগুন, জাগ ভাই! জাগরণের গুণ,—
শ্রবণ করহ কর্ণ-কুহরে।
ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা,
নৈলে কেন জাগে কোজাগরে॥ ৭৬
যত পরমায়ু লোকে পায়, নিদ্রায় অৰ্দ্ধেক যায়,
সে কালটা ত বিফলে হরণ।
কুম্ভকর্ণ বর্ব্বর, মেগে ছিল নিদ্রার বর,
সেটা কেবল মৃত্যুর কারণ॥ ৭৭
নিদ্রাযুক্ত লোক সব, আছে বেঁচে কিন্তু শব,
সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে।
হাত দিয়ে লয় গলার হার, অথবা করে সংহার,
বলবান্‌কে দুর্ব্বলে জয় করে॥ ৭৮
স্বপ্ন দেখে কেঁদে মরে, কখন বিষধরে ধরে,
জলে ডোবে কখন বাঘে খায়।
নিদ্রাতুর লোকে ভাই! বিদ্যায় অধিকার নাই,
দিবা-নিদ্রায় পরমায়ু ফুরায়॥ ৭৯

* * *

নিদ্রার গুণ-বর্ণন।

এ কথা শুনিয়ে সত্বর, প্রহরীরা করে উত্তর,
আছে গুণ নিদ্রার নিকটে।
যতক্ষণ নিদ্রা রন, পুত্রশোক নিবারণ,
সে কালটা ত অনায়াসে কাটে ॥ ৮০
নিদ্রা বিনে ঘোর বিপাক, আহার-অন্ন হয় না পাক,
নিদ্রা কেন হবে না হিতকরী।
নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ, নিদ্রা নৈলে জন্মে রোগ,
যার নিদ্রা না হয় বিভাবরী ॥ ৮১
এত বলি যোগমায়ার বশে, মজিয়ে নিদ্রার রসে,
সবে পড়ে গেল শব-প্রায়।
দেখে দ্বারী ভাবে মনে, ওদের ভক্তি ভগবানে,—
প্রীতি নাই হায় হায় হায় ॥ ৮২
হেথায় মহাদেব-আরাধ্য দেব, কোলে লয়ে বসুদেব,
কংস-ভয়ে গমন ত্বরিতে।
দ্বারে দ্বারে সব ছিল খিল, অমনি হ'ল অ-খিল,
অখিলপতির গমনেতে ॥ ৮৩

* * *

বসুদেবের গোকুল-যাত্রার পথে ঝড়-বৃষ্টি ;

হ'য়ে পুরী-বহির্ভূত, দেখিছেন অদভুত,
অন্ধকার ঘন পবন বয়।
কোলে আছেন ভুবনময়, যাঁর ভৃত্য ভুবনময়,
সে তত্ত্ব নাই হৃদয়ে উদয় ॥ ৮৪
হরি করেন গমন, অনন্তের আগমন,
পাতাল হতে শ্রীকান্ত স্মরণে।
বসুদেব যান যেরূপ, কোলে ল'য়ে বিশ্বরূপ,
অপরূপ শুনহ শ্রবণে ॥ ৮৫

পরজ—খেমটা।

চলেন গোকুলে কাল হরিতে হরি।
বসুদেব লন দুঃখে বক্ষে করি।
ঘোর অন্ধকার ঘন ঘন বারি,
রসাতল থেকে এসে অনন্ত, মস্তকে হলেন অনন্তছত্রধারী
হৃদয়ে সন্দ কি রূপে যাই নন্দালয়, নাহি হয় পথ-নির্ণয়,
সকলি হরির দূত,—সঘনে হ'য়ে বিদ্যুৎ,—
দেখাইছে পথ, অন্ধকার হরি।

---

(৮৫) হরি করেন গমন ইত্যাদি—পাঠান্তর—হরির গমনেতে, আইল পাতাল হ'তে, অনন্তদেব শ্রীকান্ত-স্মরণে।

বসু করে দরশন, চতুর্দ্দিকে বরিষণ,
কোন্ দেবতা মম সহকারী ?
মোর অঙ্গে না লাগে জীবন,
তবে বুঝি জীবনের জীবন,
যমুনা-জীবন-পারে রাখিতে পারি। (জ)

যমুনায় তুফান দর্শনে বসুদেবের আক্ষেপ।

লয়ে ভব-কর্ণধারে, ক্রমে যমুনার ধারে,
গিয়ে হইলেন উপনীত।
হেরে যমুনার তরঙ্গ, ব্যাঘ্রকে হেরে কুরঙ্গ,
কম্পে যেমন, সেইরূপ কম্পিত॥ ৮৬
খরতর বেগবান, ভয়ে হৃদি কম্পমান,
স্রোতে তৃণ শতখান, দেখিয়া নয়নে।
কল কল ধ্বনি বিচিত্র, শুনে চিত্ত হয় বি-চিত্ত,
চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে ভাবে মনে॥ ৮৭
এ তরঙ্গ হয়ে পার, ওপারে গিয়ে এ ব্যাপার,
রেখে এ ধন লভ্য করা ভার।
দরিদ্রের মনোবাসনা, লঙ্কায় গিয়ে আনি সোণা,
সেটা মাত্র মনের বিকার॥ ৮৮

বামনেতে বাঞ্ছা করে, করে ধরে শশধরে,

বিধি কি পূর্ণ করে সে বাসনা।

কামুকের কামনা মনে, ভূপতির পত্নীসনে,—

ঘটে প্রেম,—সে বাতিকের ঘটনা॥ ৮৯

অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকার, ভ্রমে যেমন অন্ধকার,

করিতে সাধ করি-বরে নিপাত।

যাতে শিব পারে না তাল ধর্‌তে,সেজে যান আরাম কর্‌তে

হাতুড়ে বদ্দি আতুরে সন্নিপাত॥ ৯০

গণিতে গগনের তারা, বাঞ্ছা করে পাগল যারা,

ভেকের বাঞ্ছা ধর্ত্তে কালফণী।

করিতে ব্রহ্ম-নিরূপণ, যে জন করেছে পণ,

তাহাকেও পাগল মধ্যে গণি॥ ৯১

মনের অগ্রে গমন,—সাধ্য আছে কার এমন,

হারি মেনেছেন সমীরণ যাকে।

আমার তেম্‌নি এ অকুল,—পার হয়ে গিয়ে গোকুল,

মিথ্যা আশা,—রেখে আসা বালকে॥ ৯২

নাই নাবিক নাই তরী, কেমনে দুর্গমে তরি,

দুর্গে! যদি রাখ মা [illegible]।

শোক নাই নিজ পতনে, বাঁচাই বংশ-রতনে,—

কেমনে কুবংশ কংস-করে॥ ৯৩

রামকেলী—আড়া।

কেঁদে আকুল বসুদেব দেখে অকূল যমুনা।
কূলে ব'সে দুনয়নে বারি,
কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাতো জানে না।
বসু বলে, শিশু রক্ষ গো জননি!
এমন অকূলে কুলকুণ্ডলিনী বই, কূল আর কই!
হ'লো প্রতিকূল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি!
কৃপানিধি বিনে, দীনের কুল আর রৈল না।
একবার ভাবে যদি ধর্‌তাম কংসের পদে,
দৈবে দয়া যদি হতো পাষাণ হৃদে,
তা হয় না আর,—
গেল একূল ওকূল দুকূল, অকূল পারে গোকূল,—
কুলের তিলক রাখ্‌তে কূল পেলেম না॥ (ঝ)

কৈলাসে হর-পার্ব্বতীর কথোপকথন।

বসু বলে আমারে বিধি, এখনি দান ক'রে নিধি,
এখনি কি হলো বিধি, হরিবার তরে।
আমি যে এসেছি হেথায়, যদি, মত্ত কংস তত্ত্ব পায়,
দুর্ঘটনা ঘটাবে সত্বরে॥ ৯৪

(ঝ) কেঁদে—পাঠান্তর—ভয়ে।

নাই নিস্তার তার করে, এত বলি রোদন করে,
হেথায় কৈলাসশিখরে, হরের রমণী।
ছিলেন বামে পশুপতির, অপেক্ষা নাই অনুমতির,
যাইতে যমুনার তীর, সাজিলেন অমনি ॥ ৯৫
বিনয়ে শুধান হর, রাত্রি প্রায় তিন প্রহর,
দুগ্ধপোষ্য বিঘ্নহর ফেলে কোথায় যাবে।
কোন্ ভক্ত করেছে স্মরণ, অথবা যাবে কর্‌তে রণ,
কালের বুকে কাল-হরণ, আবার বুঝি হবে ॥ ৯৬
শুনে ঈষৎ হেসে বাণী, ঈশ প্রতি ক'ন ভবানী,
শুন শুন ত্রিশূলপাণি! বলি তব পাশে।
গোকুলে গোপ-পরিবারে, হরি যান কাল হরিবারে,
আমি যাই পার করিবারে, শুনি শিব কন হেসে ॥৯৭
যিনি বিশ্বমূলাধার, ভব-জলধির কর্ণধার,
সামান্য জলে উদ্ধার, তুমি তাঁরে করিবে!
আরাধিয়ে তাঁর পায়, ভুবন নিস্তার পায়,
তাঁরি পায়, পারের উপায়, মুক্তি পায় জীবে ॥ ৯৮

* * *

শক্তির প্রাধান্য।

দুর্গা বলেন ভগবান, বটেন সর্ব্বশক্তিমান,
শক্তিবলেই বলবান, সেই শক্তি আমি।

বিনা সাধনা শক্তির, ভবে কোন ব্যক্তির,
উপায় আছে মুক্তির, তাকি জান না তুমি॥ ৯৯
মনে বুঝে দেখ মর্ম্ম, ওহে নাথ! শক্তি ব্রহ্ম,
শক্তি হতেই সকল কর্ম্ম, ব্যক্তিগণে করে।
যেমন শক্তি যার ঘটে, শক্তিমতেই কর্ম্ম ঘটে,
তুমি সংহার কর বটে, কেবল শক্তির জোরে॥১০০
গমন-শক্তি দিলাম যায়, এক দিনে দশ যোজন যায়,
যে আছে বঞ্চিত তায়, তার বড় বিপত্তি।
থাকে যেখানে সেখানে প'ড়ে, শুয়ে অন্ন মাগে গোড়ে,
সাধ্য কি যে ন'ড়ে করে, উঠ্যো ধানের পত্তি॥১০১
ভোজন-শক্তি পায় যে জন, এক মন পাকি ওজন,
একবারে করে ভোজন, তাতে বঞ্চিত যিনি।
সদা রসনা রয় বিরসে, পরের খাওয়া দেখ্‌লে দোষে,
সদা দ্বেষ সন্দেশে, পোড়াকপালে তিনি॥ ১০২
খায়না ক্ষীর ক্ষীরসে ছানা, মুখ বাঁকায় দেখে বেদানা,
তিক্ত লাগে মিছরির পানা, শক্তি-কৃপাহীন যে জন হয়
দাড়িম্ব আম কাঁঠাল আতা, নাম কর্‌লে ধরে মাথা,—
কতকগুলি সজ্‌নেপাতা সিদ্ধ ক'রে খায়॥ ১০৩
দান-শক্তি দিলাম যারে, সদা মন তার দানের উপরে,
সর্ব্বস্ব দেয় পরে, সে শক্তি যার নাই।

লক্ষ টাকার তোড়া বেঁধে, সিদ্ধ পক্ক খায় বেঁধে,
গুরু এলে আট দিন কেঁদে, হাটখরচ আট পাই ॥১০
জ্ঞান-শক্তি দিলাম যারে, সেই ত সকল বুঝ্‌তে পারে,
এই কথা ব'লে হরে, তারিণী তখন।
বসুদেব যথা বসিয়ে, জলে চক্ষু যায় ভাসিয়ে,
জম্বুকীরূপে আসিয়ে, দিলেন দরশন ॥ ১০৫

শৃগালিনীরূপে পার্ব্বতীর যমুনা পার।

বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

দিতে অভয় বসুদেবে।
সেই জলে পার হন হ'য়ে শিবে, শিবের রমণী শিবে।
হৃদে গোবিন্দ লয়ে, বড় বিবন্ধে প'ড়ে,
কাঁদে কাতরে, আর-বার ভাবিতেছে অন্তরে,
আমি কাঁদি যার তরে, সে জলে জম্বুকী তরে,
নিতান্ত মোরে দুস্তরে, তারিণী তারিলেন তবে ॥ (ঐ)

হয়ে মূর্ত্তি শৃগালিনী, পার হন শুভদায়িনী,
বসুদেব পাইলেন অভয়।

বক্ষে ক'রে নীলবরণ, জলে দিলেন চরণ,
নন্দনে রাখিতে নন্দালয় ॥ ১০৬

* * *

যমুনাজলে শ্রীহরির অন্তর্দ্ধান।

মধ্য-জলে গিয়ে হরি, হরিষে বিষাদ করি,
যমুনার সাধ করেন পূর্ণিত।
প্রভু পিতারে ছলিয়ে, পড়িলেন পিছলিয়ে,
বসুদেব জীবনে জীবন্মৃত ॥ ১০৭
হারিয়ে জীবন-কৃষ্ণ জীবনে, ত্যজিয়ে জীবন-ইষ্ট জীবনে,
অন্বেষণ করেন জীবনে, দেহে জীবন শূন্য।
কিঞ্চিৎ কাল অবশেষে, নিকটে উঠিলেন ভেসে,
জীবনে জীবনধর ধন্য ॥ ১০৮
ফণী যেমন হারিয়ে মণি, ফিরে শিরে পায় অমনি,
চিন্তামণি পেয়ে তেম্নি বসু।
দীননাথকে লয়ে কোলে, দিননাথ-সুতার জলে,
পার হয়ে যান নন্দালয়ে আশু ॥ ১০৯

* * *

নন্দালয়ে বসুদেবের যোগমায়ার রূপ-দর্শন।

দেখেন, সূতিকাঘরে নন্দজায়া, প্রসবিয়ে যোগমায়া,
মৃতকায়া-তুল্য নিদ্রা যান।
নিদ্রাবস্থায় হয়ে প্রসব, নাই দুঃখ নাই উৎসব,
না জানেন হ'লো কি সন্তান॥ ১১০
পুত্র বদলিয়া কন্যে, ল'তে হবে সেই জন্যে,—
পূর্ব্বে বড় ছিল মনঃকষ্ট।
নয়ন-মন উথলিল, পুত্রমায়া পাসরিল,
মায়ার বদন করি দৃষ্ট॥ ১১১
যেমন তীর্থের শেরা কাশীধাম, কর্ম্মের শেরা নিষ্কাম,
নামের শেরা রামনাম, তারকব্রহ্ম জানি।
খাদ্যের শেরা ঘৃত ক্ষীর, দেশের শেরা গঙ্গাতীর,
বেশের শেরা শ্রীপতির, গোষ্ঠ-বেশ খানি॥ ১১২
বলের শেরা যোগ-বল, ফলের শেরা মোক্ষ-ফল,
জলের শেরা গঙ্গা-জল, খলের শেরা ফণী।
পুরাণের শেরা ভারত, রথের শেরা পুষ্পক রথ,
পুত্রের শেরা ভগীরথ, বংশ-চূড়ামণি॥ ১১৩
মুনির শেরা নারদ মুনি, ফণীর শেরা অনন্ত ফণী,
নদীর শেরা মন্দাকিনী, পতিত-পাবনী॥

পূজার শেরা আশ্বিনে পূজা, মূর্ত্তির শেরা দশভুজা,
যুক্তির শেরা শেষ থাকে যার, সেই যুক্তি শুনি ॥ ১১৪
চুলের শেরা চাঁচর চুল, কুলের শেরা ব্রহ্ম-কুল,
ফুলের শেরা কমলফুল, করেন কমলযোনি ।
তন্ত্রের শেরা নির্ব্বাণ-তন্ত্র, মন্ত্রের শেরা হরি-মন্ত্র,
যন্ত্রের শেরা বীণাযন্ত্র, বাজান নারদ মুনি ॥ ১১৫
তিথির শেরা পূর্ণিমা তিথি, ব্রতীর শেরা যজ্ঞে ব্রতী,
স্মৃতির শেরা হরি-স্মৃতি, বিপদনাশিনী ।
মেঘের রৌদ্র ধূপের শেরা, রামচন্দ্র ভূপের শেরা,
তেম্নি দেখেন রূপের শেরা, হর-মনোমোহিনী ॥১১৬

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

তারার, দেখ্‌লে রূপ হরের নয়ন উথলে গ
ভূভার-হারিণী স্বয়ং ভূতলে ।
শশী আসি নখবাসী, তরুণ অরুণ পদতলে ।
হেরি যোগেন্দ্রকামিনী, সুরূপিণী সৌদামিনী,
হতমানিনী, গগনে সঘনে চলে ।
মরি কি রূপ-মাধুরী, হিমগিরি-কুমারী,
হেমগিরি মলিন দুখানলে ।

নন্দ-হিতার্থে, কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে,
জনমিল যোগমায়া আসি, যশোদানন্দিনী ছলে।
ত্রিলোচনী এলোকেশী, স্বরূপসী খর্ব্বকেশী,
শশী মসী-দোষী মুখ-মণ্ডলে।
শ্রুতি নাসার তুলনা, শ্রুতি-মূলেতে মেলে না,
অতুলনা ললনা শ্রুতি বলে,—
দাশরথি শুন, পাবি দরশন,
কর জ্ঞান-চক্ষুযোগ, যোগমায়ার পদ-কমলে। (ট)

মতান্তরে এই বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী,—
আর গোলকনাথ জনমিল।
বৈকুণ্ঠের নাথ কোলে, বসুদেব যান যে কালে,
উভয় অঙ্গ একত্র হইল॥ ১১৭

* * *

বসুদেবের মথুরায় প্রত্যাগমন।

যশোদার কোলে সঁপে শিশু, কন্যাটি ল'য়ে বসু,
আশু যান পূর্ব্বপথে চ'লে।
গিয়ে মথুরা নগরে, সুনিদ্র সূতিকা ঘরে,
কন্যা দেন দৈবকীর কোলে॥ ১১৮

যোগনিদ্রা পরিহরি, জাগিল যত প্রহরী,
পুনঃ দ্বার বদ্ধ প্রতিঘরে।
পতিত হইয়া ধরা, পতিতপাবনী তারা,
কেঁদে উঠেন বালিকার স্বরে॥ ১১৯
দেবকী হইল প্রসব, বুঝিয়ে প্রহরী সব,
দ্রুতগতি গিয়ে নিরখিয়া।
কংসে দেয় সমাচার, বলে প্রভু যে বিচার,—
কর্ত্তব্য আশু কর গিয়া॥ ১২০
* * *

কংস কন্যা-নাশ করিতে উদ্যত ;—দেবকীর বিনয়।

শুনি কংস যেমন শমন, সত্বরে করে গমন,
কারাবদ্ধ মন্দিরে উদয়।
নয়নে দেখে প্রকৃতি, না যায় মন-বিকৃতি,
নাশিতে উদ্যত নিরদয়॥ ১২১
কাঁদিয়ে দেবকী বলে, ইন্দ্র কাঁপে তব বলে,
তবে তব তুল্য কেবা বলো।
এই সাহসে মোর বলা, জন্মেছে কন্যা অবলা,
দুর্ব্বলারে বধ করায় কি ফল॥ ১২২
নারদের কথায় চল্‌লে, ছয় পুত্র লয় কর্‌লে,
শুন্‌লে না,—মান্‌লে না বেদ বিধি।

অষ্টমে জন্মিবে পুত্র, সে কথা রহিল কুত্র,
বিধি-পুত্র সদা মিথ্যাবাদী ॥ ১২৩
যে হোক আজি হ'য়ে শিষ্ট, রাখ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট,
পূরাও ইষ্ট কৃপাদৃষ্টি করি।
কুমারী বধো না,—রাজা! কুমারী করিলে পূজা,
সে পূজা পান গিরিরাজ-কুমারী ॥ ১২৪

খট্ ভৈরবী—মধ্যমান।

এ নয় তনয়, কেন কুদৃষ্ট।
অবলা হতে কি হবে অনিষ্ট!
অভাগিনী এ ভগিনী-পানে একবার চাও হে,—
প্রাণ বাঁচাও, আমার তনয়াটীর জীবন করোনা নষ্ট।
এমন যন্ত্রণা ভাই হ'য়ে দিলে,
নারদের বাক্যে কি বাদ সাধিলে,
একবারে কি দুটী নয়ন মুদিলে, বধিলে আমার ষষ্ঠ।(ঠ)

* * *

যোগমায়ার তিরোভাব।

শুনে কথা দেবকীর, রাগে হইল দু-আঁখির,—
বর্ণ যেন জবা কোকনদ।

আরে, পাপিনি ! বলিস্ কিরে, একবারে করেছি কিরে,
যা হয় গর্ভে তাই করিব বধ॥ ১২৫
কন্যাতো মানবী বটে, ফেলিতে পারে সঙ্কটে,
পাপিনি ! তোর ও পাপ উদরে—
যদি এক ভেক জন্মে, তথাপি না বিশ্বাস জন্মে,
অন্ত করা আছে মোর অন্তরে। ১২৬
জঠরে জন্মিলে হংস, বিশ্বাস না করে কংস,
তখনই ধ্বংস করিব তার প্রাণী।
অথবা যদি জন্মে শিখী, আমার হাতে বাঁচিবে সে কি,
আমি শিখি তোর শিখান বাণী ? ১২৭
তোর জ্বালাতে পাইনে খেতে,
রেতে নিদ্রা পাইনে যেতে,
দিনে রেতে থাকি ঘড়ি পেতে নিয়ত॥
ঘটাতে পারি তোর মরণ, থাকি ক'রে রাগ সম্বরণ,
নৈলে ঢাকী-সহ সহমরণ হতো॥ ১২৮
ব'লে কন্যা ধরিতে যায়, দেবকী যতনে তায়,
হৃদে রেখেছিল মনসাধে।
প্রাণভয়ে দিল ছাড়িয়ে, পাষাণেতে আছাড়িয়ে,
পাষাণ হইয়ে কংস বধে॥ ১২৯

* * *

যোগমায়া কর্ত্তৃক কংসের বধোপায় বর্ণন।

সেই যোগে যোগমায়া, ত্যজিয়ে মানবী কায়া,
মায়া করি গগনমণ্ডলে।
হন মূর্ত্তি অষ্টভুজা, দেবদলে করিল পূজা,
বিল্বদল জবা-গঙ্গা-জলে॥ ১৩০
শশীর কাঁপিল শির, শশিধর-মহিষীর,
নিরখিয়ে শশিমুখখানি।
বর্ণনাতে হারে বর্ণ, অতসীর মন অপ্রসন্ন,
শোকে মলিন হয় সৌদামিনী॥ ১৩১
কটি-তট কেশরী জিনি, রবে পিক নীরব অমনি,
বেণী দেখে ফণী গণিছে দুঃখ।
ভুবন মত্ত নাসিকায়, দুঃখ-নাশে নাসিকায়,
নাশিয়াছে শুকপক্ষি-সুখ॥ ১৩২
কত আলো রবি-করে, দিন-করে ক্ষীণ করে,
দীনতারিণীর হেন রূপ।
মৃগমদ আঁখি নষ্ট করে, বিবিধ আয়ুধ অষ্ট করে,
ঘন দৃষ্টি করে কংসভূপ॥ ১৩৩
ডাকিয়ে কহেন শিবে, তুমি যারে বিনাশিবে,
বাঞ্ছা ক'রে—সেই তোমায় নাশিবে।

নিকটে আছে সে জন, নিকট চলে শমন,
সে তোমার নিকটে আসিবে॥ ১৩৪

বারোঁয়া—একতালা।

ওরে কংস! ধ্বংস হবি রে আশু।
তোরে নাশিতে সকুলে, ছল ক'রে গোকুলে,
জ'ন্মেছে গোপকুলে নন্দগোপশিশু।
হেন পুণ্য প্রকাশিলে, পদে রজ্জু হৃদে শিলে,
দিয়ে বাঁধো দেবকী আর বসু।
জন্ম ল'য়ে নর-উদরে, কর্ম্ম কর যেন পশু!
ওরে মূঢ় জ্ঞানাভাব! যারে বৈরিভাব ভাব,
সেই মাধব-কথা সর্ব্বকার্য্যেষু।
দেখ্‌লি নে সতের হাট, শিখ্‌লি নে সতের পাঠ,
লিখ্‌লি নে গুরুকে চরণেষু।
ভূতলে জন্ম লয়ে কু বৈ হলি নে সু! (ড)

* * *

নন্দ ও যশোদার পুত্রদর্শন এবং মহোৎসব।

কংসের মৃত্যুর বিবরণ, ব'লে রূপ সম্বরণ,
ক'রে যান স্বস্থানে যোগমায়া।

হেথায় গোকুল নগরে, সুনিদ্র সুতিকাগারে,

চৈতন্য পাইয়া নন্দজায়া॥ ১৩৫

সুন্দর সুত প্রসব, দে'খে,—ধরে না উৎসব,

মনে মনে ভাবেন নন্দপ্রিয়ে।

না জানি কোন বেদনা, এ কালী করালবদনা,

এ সব করুণা মায়ের ক্রিয়ে॥ ১৩৬

বলে কালি! যা কর মা! অমনি নন্দমনোরমা,

নন্দে ডাকি কহিতে লাগিল।

নীল-জলধর-নিধি, খোদিত করিয়া বিধি,

নির্ম্মাইয়া মোরে দিয়ে গেল॥ ১৩৭

পুলকে অঙ্গ মোহিতে, বলে, আমি এ মহীতে,

এত দিনে হলাম ভাগ্যবতী।

নীল-কমলে,—হৃদ্‌কমলে, লইয়ে বদন-কমলে,

শত শত চুম্ব দেন সতী॥ ১৩৮

নন্দ এসে নীলমণি,—কোলে তুলে নিল অমনি,

সুরমণির পদ তুচ্ছ গণে।

আনন্দে বিলায় ধন, শত শত গোধন,

বলে, ধন সার্থক এতদিনে॥ ১৩৯

এ নৈলে ধন কি নিমিত্তে, 'রাজা নাম কিনি মিথ্যে,

এত দিনে রাজা হলাম গোকুলে।

গোকুলবাসীরা সব, ঐ কথারি উৎসব,
সব কর্ম্ম সবে গিয়াছে ভুলে ॥ ১৪০

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য দেবগণের গোকুলে আগমন।

গোকুলে হরি-দরশনে, ব্রহ্মা যান হংসাসনে,
বৃষাসনে ঈশানী সনে হর।
অগ্নি যান অজাসনে, সহ ভার্য্যা গজাসনে,
যান নন্দপুরে পুরন্দর ॥ ১৪১
হেরিতে গোকুলচন্দ্র, সাতাইশ ভার্য্যাকে চন্দ্র,
সজ্জা হেতু দেন অনুমতি।
পুষ্যা আদি রেবতী, অষ্টাদশ গুণবতী,
ভার্য্যার আনন্দমতি অতি ॥ ১৪২
চিত্রা সুখে চিত্ত মাঝে, ব্যস্ত হয়ে হস্তা সাজে,
শ্রবণার আনন্দময় শ্রবণে।
ভরণী আদি দরণী নয়, ইহাদের প্রবৃত্তি নয়,
শুভ দিন যার—তার বাড়ী গমনে ॥ ১৪৩
যে দিন লোকের সর্ব্বনাশ, ক'রে বেশ-বিন্যাস,
ভরণী মঘার সেই বাড়ীতে বাসা।

পূষ্যা এসে হেসে হেসে,
নিকটে বসি ঘেঁসে ঘেঁসে,
ব্যঙ্গ ছলে কহিতেছে ভাষা॥ ১৪৪

ওলো দিদি ভরণি! কাজ কি গিয়ে ধরণী,
হরি দেখে সুখী হবে না তুমি।
ঝোলা কিম্বা ওলাউঠো, সেই বাড়ীতে গিয়া যুটো,
সঙ্গে লয়ে ষষ্ঠী আর নবমী॥ ১৪৫

রোগীকে ফেলে কফাধিক্যে, নাড়ী বসায়ে তুলে হিক্কে,
চালিয়ে সিক্কে, তবে এস এ বাটী।
অথবা যথায় সন্নিপাত, সেই রোগিটী কর গে হাত,
শাক্ত হয়তো গঙ্গা দিও, বৈরাগীকে নুন-মাটী॥ ১৪৬

ওলো দিদি কৃত্তিকে! তোমার মতন কীর্ত্তি কে,
বিপদকালে কর্‌তে পারে আর!
কফ আর পিত্তিকে, আশ্রয় করে মৃত্যুকে,
ভিটেয় তার ঘুঘু চরাতে পার॥ ১৪৭

মঘা তুমি মদের মত, মানুষ খেতে শিখেছ ত,
ঘরে কিম্বা যাত্রাকালে, পেলে ছেড়ো না কো সেটা খেও
ওগো দিদি উত্তরাষাঢ়া! শুভ দিনে দিওনা সাড়া,
বিপদের পাড়া পড়িলেই তুমি যেও॥ ১৪৮

ওলো উত্তরভাদ্রপদ! তারির বাড়ী বাড়াবি পদ,
যে জন বিপদে পড়ে কাঁদে।
ব্যঙ্গ শুনে লজ্জায়, চাঁদের জায়া সকলে যায়,
চাঁদের সঙ্গে দেখ্‌তে গোকুল-চাঁদে॥ ১৪৯
ভূলোকে গোলোকের ধন, পুলকেতে দরশন,
কর্‌তে যায় ত্রিলোকের সবাই।
শ্রীমুখ হেরি গোবিন্দের, ধরে না সুখ শ্রীনন্দের,
আনন্দের আর পরিসীমা নাই॥ ১৫০

ভাটিয়ারি—রূপক।

নিত্য গোপাল হেরে, নেত্রে বারি ঝরে,
প্রেমে নৃত্য করে, গোকুলবাসিগণ।
কি আনন্দ নন্দ, পেয়ে নিত্যানন্দ,
হয় না নন্দের চিত্তে, নৃত্য-নিবারণ।
মুনিগণ আসিয়ে হেরি কমল-নেত্র,
কহিছেন, নন্দ! তোমার এই যে পুত্র;—
হৃদয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র,—এই ধন হে!
তিনি জ্ঞান-নেত্রে করেন নিত্য-দরশন॥

সঙ্গে লয়ে চন্দ্রমুখী ভার্য্যাগণ,
চন্দ্র যান গোকুলচন্দ্র-দরশন,
হেরে চান্দ্রানন, চন্দ্রের চন্দ্রায়ণ, অমনি হয় গো,—
গোকুলচন্দ্রের নখচন্দ্রে চন্দ্র লয় শরণ ! (ঢ)

জটিলার মুখে কৃষ্ণ-রূপের ব্যাখ্যা।

গোকুলের কুলরমণী, আনন্দে চলে অমনি,
নন্দরাণীর নীলমণিকে দেখ্‌তে।
হেরিতে নন্দতনয়, জটিলের আনন্দ হয়,
যায় প্রেম যৌখিকেতে রাখ্‌তে॥ ১৫১
রোগী যেন রোগের দায়, নয়ন মুদে নিম্ব খায়,
সেই রূপে সূতিকা-ঘরে গেল !
পরের স্বখে জ্বলে গাত্র, যুড়ায়নাকো খল মাত্র,
পুত্রমাত্র দেখে পলাইল॥ ১৫২
হেথায় গর্গমুনি-সীমন্তিনী, পতিমুখে শুনেছেন তিনি,
যশোদা প্রসব হইলেন জগৎপতি।
প্রেমে হ'য়ে পুলকিতে, ঘন-বরণ ভাবি চিতে,
দেখিতে আনন্দে যান সতী॥ ১৫৩
পথে দেখে জটিলাকে, স্বধান অতি পুলকে,
যশোদার ছেলেকে দেখে এলে !

অপরূপ শুনেছি রাষ্ট্র, জটিলে বলে, পোড়াকাষ্ঠ,
জানি কৃষ্ণবর্ণ বটে ছেলে॥ ১৫৪
এই গোকুলের অভাগীরে, জয়কেতে যত মাগীরে,
সেই ছেলের রূপ বলিছে চমৎকার!
ধরিনে সেটা ছেলে ব'লে, কিন্তু সেটা মেয়ে হ'লে,
কেউ ছুঁত না বিকান হ'তো ভার॥ ১৫৫
যা হোক্ হয়েছে বংশরক্ষা, নাই মামা তা অপেক্ষা,
লোকে বলে কানা মামাটা ভাল।
নাই মৎস্য দুগ্ধ দধি, সিদ্ধপক্ক হ'লো যদি,
তবু তো ভাল উপবাসটা গেল॥ ১৫৬
বস্ত্রাভাবে কটিতটে, যদি কারু কপ্‌নি ঘটে,
উলঙ্গ হতে তো ভাল দৃষ্ট।
যদি গেলাস ঘটি না যোগায়, ভাঁড়ে যদি জল খায়,
ঘাটে খাওয়া অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ॥ ১৫৭

* * *

জটিলার কথা শুনিয়া গর্গ-মুনি-পত্নীর আক্ষেপ।

চক্ষে দৃষ্টি ছিল না যার, ঝাপ্‌সা নজর হ'ল তার,
অন্ধ হতে ভাল ত শতগুণে।
সেইরূপ নন্দের হ'ল, সম্প্রতি মন্দের ভাল,
সোজা বলিব,—রাজা ব'লে বুঝি নে॥ ১৫৮

কথা শুনে ব্রাহ্মণীর, দুঃখে দুটী চক্ষে নীর,
বলে, জটিলে ! তুই বড় পাপিনি !
গিয়েছিলি অভক্তি করি, আঁখিতে দেখিতে হরি,—
পাস নাই তুই ভাবেতে আমি জানি ॥ ১৫৯
শুনেছি কথা মিথ্যা তাকি, যে পুরুষ অতি পাতকী,
যে রমণী ব্যভিচারিণী হয়।
সাধ ক'রে ঘর তেয়াগিয়ে, জগন্নাথ দেখ্‌তে গিয়ে,
শ্রীমন্দির দেখে শূন্যময় ॥ ১৬০
তবু ক্ষান্ত না হয় মন, পথে গিয়ে রথে বামন,
আলোতে গিয়ে দেখিব ভাল করে।
হরি দেখিতে নারেন যায়, সে কি হরি দেখ্‌তে পায়,
ও জটিলে ! তাই ঘটেছে তোরে ॥ ১৬১
গিয়েছিলি কালামুখে, কালের ধনকে এলি কালো দেখে,
তাকে কেবল সেই কাল দেখে।
আঁখিতে মাখিয়ে জ্ঞানাঞ্জন, কেউ দেখে কাল-বরণ,
কেউ দেখে কাল-নিবারণ,
যে যেমন যার ক্রিয়া যেমন, সেই তেমন দেখে ॥ ১৬২

সিন্ধু-মল্লার—তেওট।

সে কি কালো দেখে এলি কাল যা'য়!
কালের কাল যায়, সে কাল-পূজায়,
সেই কালো-দরশনে, জীবের কাল-দরশন যায়।
আমি ভাল জেনে তোরে ভালবাসি লো অন্তরে,
ভাল শুনিবার তরে সে তো ভাল নয়!
আজ, ভাল জানা গেল, তোর ভাল নয় লো ভাল,
ভাল হলে হতো ভালে ভালোদয়।
কাল ভালরূপ জেনে ভালরূপ,
শশিভাল যাঁকে ভাল বাসে,—
তোর [illegible]ল লাগে না তায়!
ও জটিলে একি বটে, থেকে জলধি-নিকটে,
জলাভাবে যাবে জীবন পিপাসায়!
দাশরথি: কেন জ্বল, গুণজলধির জল,—
যত দূরে মিলে গিয়ে, ঢাল কায়!
ও-পায় মিল রে,—জনমিল রে—
জল-রূপিণী জাহ্নবী ঐ জলদ-বরণ-পায়॥ (৭)

জন্মাষ্টমীর পালা সমাপ্ত।

নন্দোৎসব।

পুত্র হইল না বলিয়া যশোমতীর খেদ

গোকুলেতে রাজা নন্দ, দিবানিশি সদানন্দ,
ধনে মানে সকলের পূজ্য।
কাতর ভার্য্যা যশোমতী, যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি,
মনের দুঃখেতে অতি, অন্তরে অধৈর্য্য ॥ ১
মৌন ভাবে আছেন রাণী, বদনে না সরে বাণী,
ছল ছল করে দুটি আঁখি।
বলে নাইকো আমার পুণ্যযোগ, হলো না ঐশ্বর্য্য ভোগ,
যাওয়া আসা কর্ম্মভোগ, সকলি হলো ফাঁকি ॥ ২
কর্ম্মভূমে জন্ম নিলাম, কোন সুখী না হইলাম,
কোন পুণ্য না করিলাম ভবে।
সব মিছে মায়া অন্ধকার, গতির দিন কদিন আর,
ভাব যদি গৌরবে দেহে রবে ॥ ৩
ঐহিক আর পারত্রিক, তাতেও কি পার্থিক,
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমারে।
জনমে হলো না সুখ, বিদীর্ণ হইল বুক,
এ দুখ জানাব আর কারে ॥ ৪

(৩) গতির দিন—পাঠান্তর—আগত দিন।

কপালে আগুন বিধাতার, দেখা যদি পাই তার,
গোটাকত কথা তারে বলি।
এমনি কি সব লেখার ধ্যান, প্রতিকূল যারে ভগবান্,
সর্ব্বস্ব দিয়ে দান, পাতালে গেল বলি ॥ ৫
শ্রীরামচন্দ্র বিধির বিধি, তাঁর কি বনবাসের বিধি,
নলের দুঃখানল বর্ণিব কত।
স্বয়ং লক্ষ্মী মা জানকী, রাবণ হরে সম্ভবে কি,
শুক পক্ষী ব্যাধের হস্তে হত ॥ ৬
কুবের যার ভাণ্ডারী, তার হয় শ্মশানে বাড়ী,
মরি মরি ! কিবা লেখার ধারা।
কি বলিব আর চতুর্ম্মুখে, চন্দ্র সূর্য্য রাহুর মুখে,
কেউ সুখভোগ করে সুখে, কেউ বা বাসিমড়া ॥ ৭
এমন লেখা দেখি নাই কুত্র, রাজার ঘরে নাই পুত্র,
হাড়িশুঁড়ির ঘরে ছেলে ধরে না।
বিধির বুদ্ধি থাক্‌লে পরে, তবে কি নির্ব্বংশ করে,
জগতের লোক সকলি মরে, বিধি কেন মরে না ॥ ৮
কখন যদি ভগবান, দুঃখিনীরে মুখ তুলে চান,
তবেইতো রাখ্‌ব দেহে প্রাণ।
নৈলে প্রবেশিব বনে, জীবন দিব জীবনে,
এইরূপ মনে মনে, করে অনুমান ॥ ৯

জানি তিনি করুণার সিন্ধু, জগতের নাথ জগবন্ধু,
ভবসিন্ধু-পারের কর্ত্তা জানি।
পড়েছি ভবঘোর চক্রে, হ'ল না সাধন ষট্‌চক্রে,
সকল চক্রের চক্রী চক্রপাণি ॥ ১০

খটভৈরবী—একতালা।

যদি রাখেন মান, আমার ভগবান,
সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য।
বল কে জানে তাঁহারে, বিভু কয় যাঁহারে,
কালে করেন লয়, তিনি পরম-পুরুষ পরমারাধ্য।
যাঁর কৃপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড,
লোমকূপে যাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
করাঙ্গুলে ধরাধর সপ্ত খণ্ড,
কে জানে সে কাণ্ড কার বা সাধ্য ॥
কালবশে কালে না বলিলাম হরি,
চরমকালে কালের হস্তে কিসে তরি,
এ কাল—রোগের উপায় শ্রীহরি,
হরি বিনে নাই আর নিদানের বৈদ্য ॥ (ক)

রাণীকে দেখে নিরানন্দ, জিজ্ঞাসা করেন নন্দ,
বল তোমার কিসের অভাব।
তোমারি ঘর তোমারি বাড়ী, কেন হে যুগল নয়নে বারি,
তার্‌তো কিছু বুঝ্‌তে নারি,
সকল কর্ম্মে তাড়াতাড়ি স্বভাব॥ ১১
কথায় কথায় বদন ভার, এমন ভাব দেখিনে আর,
বুঝা ভার যায়না বোঝা ভাবে।
বুঝিতে নারি নারীর চক্র, হারি মেনেছে যাতে শক্র,
বক্র হলে নক্র একেবারে॥ ১২
দেখে লাগে দেক্‌দারি, বুকে বসে উপাড়ে দাড়ি,
বাড়ী এলে সময়ে পাইনে খেতে।
কি বলিব আর নারীর কাণ্ড, খুঁজে মিলেনা ব্রহ্মাণ্ড,
বল্‌লে হন উদ্দণ্ড, বাপের বাড়ী যেতে॥ ১৩
শুনি কহেন নন্দরাণী, জানি হে নন্দ! তোমায় জানি,
মন্দ কথায় কে পারিবে জিন্‌তে।
কু-কাটুনি চিরকাল, গরু চরাইয়ে কাটালে কাল,
কর্‌লে নাকো পরকালের চিন্‌তে॥ ১৪
কেবল ঘাঁটলে গোবর উড়ালে ছাই, ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই,
প্রাতে উঠে কেবল খাবার চেষ্টা।

দেখ্‌তে পাইনে স্বব্যাভার, হাতে নড়ী কান্ধে ভার,
ভাবনা কি হবে আমার শেষটা॥ ১৫
মাথায় পাগড়ী কোঁছড়ে মুড়ি, কাপড়ে গাঁটি চৌদ্দবুড়ি,
তা নৈলে গহনা শোভা পায় না।
মানো না টিক্‌টীকী বাধা, গায়ে গেলাপ পায়ে বাধা,
জেতের স্বভাব নবাব হলেও যায় না॥ ১৬
বিশেষ কৃপণের ধন, বিধির তাতে বিড়ম্বন,
কখন সুখে পায় না খেতে মাখ্‌তে।
জন্মের মতন রক্ষা করে, পরেতে ভোগ করে পরে,
কৃপণ কেবল ভালবাসে ধন আগুলে থাক্‌তে॥ ১৭
কখন নাই বিতরণ, মধুমক্ষিকার মধু যেমন,
করেনাকো ভক্ষণ, পরে তার অপরেতে লয়।
কৃপণ মক্ষি সমান দশা, যেমন বাবুই ভেজে থাক্‌তে বাসা
কপালের ভোগ তাকে বল্‌তে হয়॥ ১৮
অতিথি পুরুত কুটম্ব গেলে, গুষ্টি শুদ্ধ মরে জ্বলে,
জান্‌তে পার্‌লে প্রায় দেন না দেখা।
গুরু গেলে হয় ত্যক্ত, একটী পয়সা গায়ের রক্ত,
খরচ হ'লে সাতবার করে লেখা॥ ১৯
করে না কোন নিত্য কৃত্য, পরের খেয়ে বেড়ায় নিত্য,
কেবল বিপত্তি উদরের তরে।

তবে সম্বন্ধি এলে পর, মৌখিকে করে আদর,
না কর্‌লে গিন্নি যে রাগ করে ॥ ২০

অতএব স্ত্রী বশীভূত সকলে।

খাম্বাজ—পোস্তা।

অসার সংসার মধ্যে সার কেবল সংসারের ভাই।
এমন সম্বন্ধ মিষ্টি বিধাতার সৃষ্টিতে নাই॥
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, মানে না কেউ তাদের কথা,
মেগের কথা শিক্ষাদাতা, সকলেরি দেখ্‌তে পাই ॥ (খ)

শুনি নন্দ কয় রাণীরে, কেন মন্দ কও আমারে,
স্বামীকে কটু সংসারে, কেউ কয় না।
শুনেছি আমি মুনিবচন, স্বামীর প্রতি থাকিলে মন,
ব্রত তীর্থ পর্য্যটন, কিছু কর্‌তে হয় না ॥ ২১
যে নারী হয় পতিব্রতা, পতিকে ভাবে দেবতা,
পুরাণের কথা এই তো জানি।
আর এক কথা শুন হে ধনী, শিব-নিন্দা শ্রবণে শুনি,
যোগেতে ত্যজিলেন প্রাণ, যোগেন্দ্র-কামিনী ॥ ২২

নন্দের শুনিয়ে বাণী, ক্রুদ্ধ হয়ে কহে রাণী,
শিবভার্য্যা সুরধুনীর ধ্বনি শুন্‌তে পাই।
স্বামীর মস্তকে বাস, করেন তিনি বার মাস,
তাঁর বেলায় দোষ বুঝি নাই॥ ২৩
দেবতাদের সব দেখ কাণ্ড, যিনি প্রসবিলা ব্রহ্মাণ্ড,
নাম তাঁর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী।
ব্রহ্মময়ী শ্যামা মা, শিবের বুকে দিয়ে পা,
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী॥ ২৪
ব্রহ্মা ইন্দ্র হর হরি, তাঁদের মস্তকোপরি,
বিরাজেন রাজেশ্বরী, তাতে হলো না দূষ্য।
দেখে শুনে গেলে বুড়িয়ে, বল্‌লে উঠ চক্ষু ঘুরিয়ে,
উচিত বলিব কর করিবে উষ্ম॥ ২৫
নন্দ বলে যশোমতী, আমার কথায় দেহ মতি,
শিবের মাথায় ভাগীরথী, বাস করেছেন বল্‌লে।
ত্রৈলোক্য-তারিণী তিনি, স্বর্গে নাম মন্দাকিনী,
তাঁকে তুমি জল জ্ঞান কর্‌লে॥ ২৬
কুশাগ্রেতে লাগিলে গায়, স্বকায় বৈকুণ্ঠে যায়,
স্নানের ফল কে বলিতে পারে।
রাজেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ত্রী,
তিনি সার এ ভব-সংসারে॥ ২৭

শিবের বুকে দিয়ে পা, দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামা মা,
সে পাকে কি পা ভেবেছ রাণী ?
শিব রেখেছেন যত্ন করি, হৃদ্‌পদ্মাসনোপরি,
ভব পারের তরী বলেন শূলপাণি॥ ২৮

অতএব কালী পাদপদ্ম ভজিলে কি হয়,
তাহা শ্রবণ কর।

খাম্বাজ—পোস্তা।

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী॥
কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে জয় কালী ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণ-ধারিণী॥
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥ (গ)

যশোমতীর শুনি কথা, নন্দ করে হেঁট মাথা,
বলে মিছে দ্বন্দ্বে প্রয়োজন নাই।

কিসের জন্যে ভাব দুঃখ, হয়ে থাক অধোমুখ,
বল দেখি শুন্‌তে আমি চাই ॥ ২৯
শুনি রাণী মধুর স্বরে, উত্তর প্রদান করে,
উত্তরকালে পুত্র বিনে কি হইবে গতি।
ঘুচিল না হে বন্ধ্যা নাম, একটী কন্যা হলেও সুখী হতাম
মনের কথা কহিলাম, উপায় কিছু কর হে সম্প্রতি ॥৩০
নাই যার পুত্র ধন, ভবন তাহার বন,
রাজ্য ধন কি ধন মধ্যে গণি।
শুনেছি স্মৃতি-দর্শনে, পুত্র-মুখ-দরশনে,
নরকে নিস্তার হয় প্রাণী ॥ ৩১
যদি ইন্দ্র তুল্য ধনী হয়, দ্বারে হয় হস্তী হয়,
পুত্র বিনে শোভা নাহি হয়।
সম্পূর্ণ গ্রহ যার, পুত্র নাইক বংশে তার,
দিবানিশি অন্ধকারময় ॥ ৩২
শুনি কহে নন্দরায়, উপায় থাক্‌তে নিরুপায়,
মিছে তুমি ভাব কিসের জন্যে।
দেবঋষি নারদ শুক, তাঁদের কি হয়েছে দুখ,
দারা পুত্র রাজ্যসুখ, করেন নাইতো গণ্য ॥ ৩৩
ভাই বন্ধু সুত দারা, মিথ্যা বলিয়াছেন তাঁরা,
চক্ষু মুদিলে কেহ কারু নয়।

বিধি করিয়াছেন বিধি, সম্বন্ধ জীবনাবধি,
কেবল মাত্র পথ পরিচয়॥ ৩৪
মলে সঙ্গে যাবে না কেহ, পড়ে থাক্‌বে আপনার দেহ,
মিথ্যে স্নেহ আমার আমার করা।
যখন হবে দেহ পঞ্চত্ব, তখন কে করিবে তত্ত্ব,
বপু হ'তে সব রিপু হবে ছাড়া॥ ৩৫
পাপ কিম্বা পুণ্যযোগ, যার থাকে হয় তারি ভোগ,
কর্ম্মসূত্র ভোগাভোগ, অন্যে কেউ ভোগে না।
আপন আপন কর্ম্মফল, ভোগ করে জীব সকল,
দেখে শুনে তবু কেউ বুঝে না॥ ৩৬
এখন হরিপদ স্মরণ কর, অসার ভেবে কাল কেন হর,
যখন কাল হরিবে জীবন।
তখন কেউ হবে না বন্ধু, বিনে সেই দীনবন্ধু,
ভবসিন্ধু করিতে তারণ॥ ৩৭
হরিপদ-তরণী বিনে, তরিবার তরী আর দেখিনে,
নিরুপায়ে উপায় শ্রীহরি।
সে পাদপদ্ম না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে,
দেখ না মনে বুঝিয়ে, যশোমতী সুন্দরী॥ ৩৮
শুন বলি হে সুমন্ত্রণা, এড়াবে যম-যন্ত্রণা,
হবে না আর জনম গ্রহণ।

কর সাধু-সেবা সাধু-সঙ্গ, মায়া-নিদ্রা হবে ভঙ্গ,
স্বপ্নবৎ জানিবে তখন ॥ ৩৯
কর হরিপদে মন সমর্পণ, জগতে নাই আর এমন ধন,
যোগীর আরাধ্য ধন মিলিবে।
কেন বাসনা কর স্বর্গ, স্বর্গ কেবল উপসর্গ,
হরি বল চতুর্ব্বর্গ ফলিবে ॥ ৪০

আলেয়া—কাওয়ালী।

রাণি! সাদরে সাধ হে হরির অভয় পায়।
নিরুপায়ে পায় উপায় ॥
এ দেহ হইলে অন্ত, কি করিবে আসি কৃতান্ত,
নিতান্ত ভাব হে কালাকালের দায় ॥
আর ভবার্ণবে না চাও যদি আসিতে,
তবে অজ্ঞান-তিমির নাশ কর জ্ঞান-শশীতে,
কাট রে কুমতি,—কর্ম্ম-অসিতে,
আছে কাম ক্রোধ দম্ভ আদি, বিবেকে না হয় বিবাদী,
কর আগে তারা যাতে ক্ষান্ত পায় ॥ (ঘ)

পুত্রের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান।

নন্দের শুনি ভারতী, কহিতেছে যশোমতী,
বলে সব মিথ্যা, কিছু কিছু নয়।
চারি চাল বেন্ধে কর্‌লে ঘর, তার বিধি স্বতন্তর,
গৃহধর্ম্মে সকলি কর্‌তে হয়॥ ৪১
গৃহাশ্রমের শুন ফল, অতিথে দিলে অন্ন জল,
অনন্ত সে ফলের পান্‌না অন্ত।
সেবিলে গুরু পিতা মাতা, বেদেতে লিখেন ধাতা,
তার তুল্য নাই পুণ্যবন্ত॥ ৪২
কর্ম্মভূমে লয়ে জন্ম, কর্‌তে হয় সকল কর্ম্ম,
নিষ্কাম কর্ম্ম সকল কর্ম্মের সার।
প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মযোগ, জন্মান্তরের কর্ম্মভোগ,
ভুগিতে আসিতে হয় বার বার॥ ৪৩
কর্ম্মসূত্রে হয় পুত্র, পুত্রের তুলনা মৈত্র,
ভেবে দেখ হে কেহ নাহি আর।
পুত্র পরকালের গতি, ভগীরথ আনি ভাগীরথী,
সগর বংশ করিল উদ্ধার॥ ৪৪
দেখ পুত্র বিনে হ'লো না স্বর্গ, ঘটিল কত উপসর্গ,
যযাতির তো বহু পুণ্য ছিল।

পুত্র প্রধান পিতৃকার্য্যে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যে,
বেদে ব্রহ্মা আপনি লিখিল ॥ ৪৫
কর হে নন্দ যাগ যজ্ঞ, দ্বিজ একটী আন বিজ্ঞ,
কর তুমি যথাযোগ্য, যজ্ঞেশ্বরের পূজা।
হবে বহু বিঘ্ননাশ, পূরাবেন আশ শ্রীনিবাস,
নৈরাশ হবে না মহারাজা ॥ ৪৬
তোমা ভিন্ন এ গোকুলে, কে আছে আর গো কুলে,
অকুল ভাবিছ কিসের জন্য।
কোন দ্রব্যের নাই অভাব, কারু সঙ্গে নাই অ-ভাব
তুমি সকলের মধ্যে গণ্য ॥ ৪৭
বিশেষ রাজার ধর্ম্ম, রাজসিক যত কর্ম্ম,
করিতে হয় বিধি অনুসারে।
শুভকর্ম্মে বিঘ্ন নানা, তোমার তো নাই সে সব জানা,
বল্‌লে পরে কর মানা, কেবল বারে বারে ॥ ৪৮
শুনি বলে নন্দঘোষ, সকল পক্ষে আমারি দোষ,
বল্‌লে পরে কর রোষ, হাঁক ডাক হাতনাড়া নাকনাড়া।
কথার চোটে পাষাণ ফাটে,
যেন ভোঁতা কুড়ুলে চুটিয়ে কাটে,
গৃহিণীরে সব গৃহিণীরোগের বাড়া ॥ ৪৯

কর তোমার যা মনে লয়, তোমার কথা কে করে লয়,

ব্রত করিতে এত কেন বিব্রত।

আমি তোমায় বলেছি আগে, যথাবিধি যাগে যা লাগে,

বসন ভূষণ ঘৃত পঞ্চামৃত ॥ ৫০

করো না মিছে জ্বালাতন, পূজিতে তোমায় নারায়ণ,

নিবারণ করিতো নাই আমি।

যদি পূজিলে যায় বড় দায়, পূজ গিয়ে বরদায়,

পুত্রের বর মেগে লওগে তুমি ॥ ৫১

তুমি কর্‌লেই আমারি করা, এই দেখ সব আঙ্গুলে কড়া,

আচমন কর্‌তে জল থাকে না হাতে।

গোটে গিয়ে চরাই গাই, আহ্নিক পূজা কখন নাই,

একবার এসে খাই জলে-ভাতে ॥ ৫২

মিছে কেন দুঃখ দাও, শত্রু আর কেন হাসাও,

গোল করে ঘোল ঢেল না মস্তকে।

উষ্ম করা দূষ্য বড়, ক্ষান্ত হও রক্ষা কর,

এই মিনতি যশোমতী তোমাকে ॥ ৫৩

ধরি তোমার দুটি করে, যা বল্‌তে হয় তা বল ঘরে,

পরে জান্‌তে পার্‌লে পরে, লজ্জাপেতে হয়।

আছে এমন পূর্ব্বাপর, সকল ঘরে কথান্তর,

তাতে কেউ নাহি হয় পর ॥ ৫৪

রাগ করাটা তোমার উচিত নয়। ৩

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

সকল ঘরে আছে কথান্তর।
যার লেগে পরাণ কাঁদে সে কখন হয় না পর॥
নিত্যি কীর্ত্তি নিত্যি ল্যাটা, গৃহ-ধর্ম্মের ধর্ম্ম সেটা,
ভাল মন্দ হয় কথাটা, তা বল্‌লে কি চলে ঘর॥
যে ঘরে হয় বৌ প্রবলা, যায় না বলা তায় অবলা,
সেই ঘরে যন্ত্রণা জ্বালা, হয়ে বসে স্বতন্তর॥ (ঙ)

রাণী বলে হে নন্দঘোষ, সকলি আমার দোষ,
তোমার দোষ না থাকিলেই ভাল।
জানি যত গুণাগুণ, পড়া শুনাতে যত নিপুণ,
বকিয়ে কেন কর খুন,
মিছে কেন আর নির্ব্বাণ আগুণ জ্বাল॥ ৫৫
আমাকে বলে সভাতে যেতে,
জাতি যে যাবে যেতে না যেতে,
শুন্‌লে ঠেলে রাখিবে জেতে, তখন কেমন হবে।
কিসের নিমিত্তে নাথ, ব'লে উঠিলে অকস্মাৎ,
মুখ থাক্‌তে নাকে ভাত, খাওয়া কি সম্ভবে॥ ৫৬
হবে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, সে যজ্ঞে কি আমি যোগ্য,
এমন কথা কেমন ক'রে বল্‌লে

তবে শুনেছি কোন শাস্ত্রে কয়, অধিক ফলাধিক্য হয়,
সস্ত্রীক হয়ে দৈবকর্ম্ম কর্‌লে ॥ ৫৭

নন্দ হলো সম্মত, যজ্ঞের সামগ্রী যত,
আয়োজন করে সর্ব্বজনে ।
নন্দের করিতে হিত, অগ্রে এলেন পুরোহিত,
রীতি নীতি দেখে ভাবেন মনে ॥ ৫৮

বরণের যে টা বড় যোড়, চৌদ্দপাই হদ্দ জোর,
কোচা কর্‌তে কুলায় নাকো কাছা ।
কি দিব আর পরিচয়, ভেঙ্গে বলা উচিত নয়,
তারি উপযুক্ত খাদি কাচা ॥ ৫৯

ঘড়া গাড়ু সব নাল্লুক, জল থাকে না মাঝে ভুলুক,
থাল রেকাবি ফুঁ দিলে যায় উড়ে ।
পুরোহিত দেখে হন রুক্ষ, কপালের উপর তোলেন চক্ষু,
দেখে মরেন মাথা মুণ্ড খুঁড়ে ॥ ৬০

যজ্ঞদান সামগ্রী যত, পুরোহিত করেন হস্তগত,
বলেন লেহ্য মত, পাব ইহার সিকি ।
আমি হোতা আমি ব্রহ্মা, সকলে আমি কৃতকর্ম্মা,
নাম আমার মাণিক শর্ম্মা,
আমি কারু শিখান কথা কি শিখি ॥ ৬১

আছেন বড় বড় অধ্যাপক, ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিব্যাপক,
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি করে যত।
তর্কবাগীশ সিদ্ধান্ত, নৈয়ায়িক বিদ্যাবন্ত,
এরা সকল আমার হস্তগত ॥ ৬২
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যানিধি, আমার কাছে লন বিধি,
পড়ো আমার যত বঙ্গদেশী।
আমা হতে কে বিদ্যাবান্, আসুক আমার বিদ্যমান,
কোন্ বেটা জ্ঞানবান, মান্যমান বেশী ॥ ৬৩
মুখে মুখে করাই শ্রাদ্ধ, মিনিট পাঁচ ছয় লাগে হদ্দ,
ভুজ্জির চাল বাঁধ্‌তে যতক্ষণ।
দুর্গোৎসব শ্যামা পূজা, তাতে যায় পণ্ডিত বুঝা,
চণ্ডীপাঠে আমি একটী জন ॥ ৬৪
পুরোহিতের শুনিয়ে বাণী, হাস্য করিল যত জ্ঞানী,
রাঢ় বঙ্গ প্রভৃতি সকলেতে।
রাখিয়ে সব নিমন্ত্রণ্য, বলিতেছেন ধন্য ধন্য,
পুণ্যবান নন্দ গোকুলেতে ॥ ৬৫
নিন্দুক স্বভাব কতকগুলি, খেয়ে দেয়ে বেঁধে বেণেপুটুলি,
লয়ে যায় নিন্দে কর্‌তে কর্‌তে।
বলে এম্‌নি বেটার ক্ষুদ্র দৃষ্টি,দয়ের উপরে দিলেনা মিষ্টি,
এমন পাপিষ্ঠের বাড়ী এসেছিলাম মর্‌তে ॥ ৬৬

যজ্ঞ সাঙ্গে পূর্ণাহুতি, নন্দ দেন আনন্দে অতি,
নারীগণে সব দেয় উলুধ্বনি।
তদন্তে পূজে কাত্যায়নী, ভক্তিভাবে নন্দরাণী,
সঙ্গে লয়ে যত গোপ-রমণী ॥ ৬৭
বলে কোথা ও গো নারায়ণি! কর মা পুত্রধনে ধনী,
ওগো দিগম্বরের দিগম্বরী।
তোমাকে পূজে পার্ব্বতি! পুত্রবতী হন অদিতি,
বামন রূপে জন্মেন শ্রীহরি ॥ ৬৮
কোশল্যারে দিলে রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
যে নাম শুনে মুক্ত জীব ভবে।
আমারতো মা নাই পুণ্য, কলুষে দেহ পরিপূর্ণ,
কিসে আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ॥ ৬৯

খাম্বাজ—পোস্তা।

এ দাসীরে কৃপা কর মা জগৎমাতা জগদ্ধাত্রি!
দাক্ষ্যায়ণীনারায়ণি, বীণাপাণি, বিশ্বকর্ত্রি, ভাণ্ডোদরি!
ক্ষেমঙ্করি, মহেশ্বরি, সর্ব্বেশ্বরি, সর্ব্বদাত্রি!
কোথা গো মা নারায়ণি, পুত্রধনে কর ধনী,
শুনেছি নামের ধ্বনি, সুরধনী সাবিত্রী ॥
কালী তারা কালদারা কালহরা কালরাত্রি ॥ (চ)

কংসের অত্যাচার।

ব্রজে নন্দের যজ্ঞ সাঙ্গ, মথুরাতে পাপাঙ্গ,
শুন কংস কুলপাংশু বিবরণ।
অতি দুষ্ট দুরাচার, সদা থাকে অনাচার,
পাপাত্মা পাষণ্ড দুর্জ্জন॥ ৭০
যত মান্যমানের মান্য হীন, করে বেটা এম্নি হীন,
হীন জেতের বাড়ায় সম্মান।
যে সকল লোক পুণ্যবন্ত, তাদের প্রায় প্রাণান্ত,
বলে কোথা হে রক্ষ ভগবান্॥ ৭১
যক্ষ রক্ষ সর্ব্বজন, ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন,
ইন্দ্র যার নামে পান ত্রাস।
অহঙ্কারে হারিয়ে জ্ঞান, ভগ্নীর বক্ষে দিয়ে পাষাণ,
করে তার ছয় পুত্র নাশ॥ ৭২
উগ্রসেন জন্মদাতা, কেড়ে নিল তার দণ্ডছাতা,
ধাতা কর্ত্তা বিধাতা আপনি।
হরি নামে এম্নি দ্বেষ, দেখে যদি বৈষ্ণবের বেশ,
করে তারে দেশছাড়া তখনি॥ ৭৩
ঝুলি মালা নামাবলি, কেড়ে লয়ে গালাগালি,
দিত যদি ধুমড়ী কারু থাক্‌তো।

আনি তার তুস ধরি, বলে কোথা যাইস লো তুস রাঁড়ী,
লাঞ্ছনার বাকী কি আর রাখ্‌তো ॥ ৭৪
আর এক কথা বলি আগে, কংস এখন কোথায় লাগে,
মুলুকযুড়ে সকলি হলো কংস।
এখন কৃষ্ণ বিষ্ণু কেউ বলে না,হরি কথাটী কাণে শুনে না
হরি মানে না বলে হরি তারে করিবেন ধ্বংস ॥৭৫

খাম্বাজ—পোস্তা।

এখনকার ব্যাভার দেখে৷ কংস থাকিলে লজ্জা পেতো।
সেকি স্বধর্ম্ম ত্যজে উইলসেনের খানা খেতো ॥
আখড়াতে গুলি গাঁজা, খেতো কি কংস রাজা,
রাঁড় ভাঁড় লয়ে মজা, করিতে কি প্রবর্ত্ত হোত ॥ (ছ)

বিশেষত বৈষ্ণবেরা, যত বেটা ধুমিড়িধরা,
জাতি কুল মজালে ইদানী।
লোককে জানান পরমার্থ, অর্থ করতে নাই সামর্থ্য,
খুলে বসে চরিতামৃত খানি ॥ ৭৬
সেবাদাসী সীমন্তিনী, বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী,
তাদের হাতে থোপ দেওয়া খঞ্জনি।

দেখে শুনে তাদের ভাব, ভাবুকের হয় প্রাদুর্ভাব,
ভাবিতে ভাবিতে ভাব ঘটে তখনি ॥ ৭৭
বলে চৈতন্যের চারি খুট, এত বলে পাতে খুট,
মাগীদিগে কার সাধ্য আঁটে।
আছে মাগীদের আবার শিক্ষে,
বলে, হরি বল মন দাও ভিক্ষে,
এম্‌নি দীক্ষে শতধারে কাটে ॥ ৭৮
নাকে তিলক রসকলি, হাতে লয়ে পাণের খিলি,
এম্‌নি গলি বারি করেছে ভাই।
গেল সকল হিন্দুয়ানী, বিচার নাই আর পাণ পানী,
অবাক হয়ে ভাব্‌ছি বসে তাই ॥ ৭৯
কংস যেনে মর্ম্মার্থ, উঠিয়ে ছিল পরমার্থ,
এখন অনর্থ ঘটাচ্ছে পদে পদে।
গৌর বলে মাগীরে কাঁদে, লোককে ফেলিব বলে ফাঁদে,
দেখো যেন কেউ পড়োনা আপদে ॥ ৮০

* * *

ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেবগণের শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন।

অন্য কথার আলাপন, কার্য্য নাই আর এখন,
শুন কিছু কংসের দৌরাত্ম্য।

ধার্ম্মিকের অপমান, অধার্ম্মিকের করে মান,
সাধুনিন্দায় সর্ব্বদা প্রবর্ত্ত ॥ ৮১
হরি বলে সাধ্য কার, অমনি জীবন লবে তার,
হরি বল্লে হরিণ বাড়ী দেয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই বিচার, প্রজাদের প্রাণ বাঁচা ভার,
বেভার বেটার সকলি অন্যায় ॥ ৮২
তখনি যুক্তি করেন দেবগণে, এ বেটা মরে কেমনে,
তার উপায় কিছু পাইনে দেখ্‌তে।
ইন্দ্র বলে শুন বচন, ভাব কেন অকারণ,
বিপদে শ্রীমধুসূদন থাক্‌তে ॥ ৮৩
দেবগণ মিলিয়ে সব, করেন হরিকে স্তব,
বলে হরি সঙ্কটে উদ্ধার।
রক্ষা কর তিন পুর, বধি দুষ্ট কংসাসুর,
সকলের দুঃখ কর দূর ॥ ৮৪

সুরট-মল্লার—একতালা।

দুঃখ তোমা বিনে কে আর হরে।
দুষ্ট কংস ভয়, কে দেয় অভয়,
ধরা ধৈর্য্য নয়, তাহারি ভরে ॥

দিলে তারে ভার, পালিতে সংসার,
অকালেতে সব করে হে সংহার,
তোমা বিনা তার, কে করে সংহার,
সকলেতে হারি মেনেছে তাহারে।
নিলে তব নাম, পাঠায় যমধাম,
তবে যদি কেউ ছাড়ে স্বীয় ধাম,
শুনিলে সে বেটা করে ধূমধাম,
তুমি যদি তারে নাশ গুণধাম,
কৃপা করি তবে এসো মহীধরে॥ (জ)

দেবকী-পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের এবং যশোদার গর্ভে
যোগমায়ার জন্মগ্রহণ।

দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইলেন কৃষ্ণ।
হইল আকাশবাণী পূরাইব ইষ্ট॥ ৮৫
দেবগণে বর দিয়ে ব্রহ্ম সনাতন।
মথুরাতে হইলেন দৈবকী-নন্দন॥ ৮৬
নন্দালয়ে জন্মিলেন গোস্বামীদের মতে।
তার কিছু আভাস ব্যাস লিখিল ভাগবতে॥ ৮৭
স্বয়ং এর কর্ম্ম নহে হিংসা আদি ধর্ম্ম।
অংশরূপে মথুরাতে লইলেন জন্ম॥ ৮৮

পূর্ণরূপে গোকুলেতে হলেন অবতীর্ণ।
দুই দেহ এক অঙ্গ নাহিক বিভিন্ন॥ ৮৯
বসুদেব লয়ে পুত্র রাখেন নন্দালয়।
সেই কালে দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হয়॥ ৯০
যোগমায়া প্রসবেন যশোদা সুন্দরী।
কংস লয়ে যায় তাঁরে ভাবি নিজ অরি॥ ৯১
নন্দপত্নী যশোমতী, প্রসবেন ভগবতী,
এই উক্তি বেদে ভাগবতে।
বলিয়াছেন মুনি সর্ব্বে, জন্মেন যশোমতীর গর্ভে,
কন্যা-পুত্র গোস্বামীদের মতে॥ ৯২
অন্যে বলে তাকি হয়, নন্দ জন্মদাতা নয়,
বসুদেব-পুত্র সবে কয়।
শাস্ত্রেতে দুই মত ব্যাখ্যা, কোন্‌টা ইহার করি রক্ষা,
পরমার্থ তত্ত্ব কিসে রয়॥ ৯৩
আবার বলিয়াছেন শ্রুতি, পাদমেকং ন গচ্ছতি,
বৃন্দাবনং পরিহরি হরি।
গেলেন যদি মথুরায়, তবে একথা কেমনে রয়,
সন্দেহ-ভঞ্জন কিসে করি॥ ৯৪
বুঝিবে পণ্ডিতে যুক্তি, সত্য যেটা শিব-উক্তি,
মূঢ় ব্যক্তি বুঝিবে কেমনে।

যিনি সৃষ্টি করেন সর্ব্বে, তিনি কি জন্মেন কারু গর্ভে,
এই কথা কি যোগিগণে শুনে ॥ ৯৫
যিনি সর্ব্ব সারাৎসার, জন্ম মৃত্যু আছে কি তাঁর,
নিরাকার কখন সাকার মূর্ত্তি
লোমকূপে যাঁর ব্রহ্মাণ্ড, কে বুঝিবে তাঁর কাণ্ড,
হয় লয় সব তাঁর কীর্ত্তি ॥ ৯৬
মহাবিষ্ণু মহামায়া, তাঁহার অনন্ত কায়া,
দর্শনে যাঁর হয় না নিদর্শন।
তার কোটি কলার কলা-অংশ, তার শতাংশের এক অংশ,
তারাই করেন ভূভারহরণ ॥ ৯৭
কায নাই আর কথা অন্য, গোকুলেতে নন্দ ধন্য,
পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হরি।
পরিহরি গোলোক, আইলেন ভূলোক,
দুষ্টগণের হয়ে অন্তকারী ॥ ৯৮
গোকুলবাসী লোক যত, বিষ্ণু-মায়াতে মোহিত,
নিদ্রাতে সব অভিভূত, জানে না যে জন্মেছে সন্তান।
পড়ে আছেন মৃত্তিকায়, সজল জলদকায়,
সূতিকার গৃহে ভগবান ॥ ৯৯
বিষ্ণু-মায়াতে আচ্ছন্ন, সকলেতে অচৈতন্য,
সঙ্গে আছেন চৈতন্যরূপিণী।

দৈবকীনন্দন হরি, মথুরাপুরী পরিহরি,
গোকুলে রহিলেন চক্রপাণি ॥ ১০০
আছে এই বেদের উক্তি, বসু লয়ে আদ্যাশক্তি,
মথুরাতে গেলেন পুনর্ব্বার।
প্রভাত হলো যামিনী, জন্মেছে এক কামিনী,
কংসরাজে দিল সমাচার ॥ ১০১
বিচার নাই পুত্র কন্যে, লয়ে যায় বধিবার জন্যে
পাষাণেতে নিক্ষেপ করিল।
হইয়ে মা ক্ষেমঙ্করী, হস্ত হইতে যান উড়ি,
অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরি, আকাশে উঠিল ॥ ১০২

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি অপরূপ রূপ শিব-মোহিনী।
জগতে নাম জগদ্ধাত্রী কালী কালবারিণী।
নখরেতে কোটি শশী, অষ্টভুজা করে অসি,
মুখে অট্ট অট্ট হাসি, দশন তড়িৎশ্রেণী ॥
রূপে আলো ত্রিভুবন, যোগীর আরাধ্য ধন,
পরশে যাঁর চরণ, ধন্য হন ধরণী ॥
হের গো হৈমবতী, আদ্যাশক্তি ভগবতী,
কহে দ্বিজ দাশরথি, গতি বিন্ধ্যবাসিনী ॥ (ঝ)

কৃষ্ণদর্শনে দেবগণের নন্দালয়ে গমন।

হেথায়,—গোকুলে কৃষ্ণ-দরশনে, স্ববাহনে দেবগণে,
সকলেতে আসি নন্দালয়।
করি হরি দরশন, দুর্ল্লভ আরাধ্য ধন,
সকলের প্রফুল্ল হৃদয়॥ ১০৩
দেখিয়ে গোকুলচন্দ্র, ব্রহ্মা বলেন শুন ইন্দ্র,
নন্দ কত পুণ্য করেছিল।
সেই পুণ্য হলে উদয়, দয়া করে দয়াময়,
পুত্রভাবে আসি জন্মাইল॥ ১০৪
ধন্য নন্দ ধরাপতি, ধন্য ধন্য যশোমতী,
ধন্য রে গোকুলবাসিগণ।
জন্মান্তরে পুণ্যফলে, যশোদার পদতলে,
আলো করি আছেন নীলরতন॥ ১০৫
দেখি পতিতপাবন পতিত ধরা, প্রেমে অঙ্গ না যায় ধরা,
শতধারা বহে দুটি চক্ষে।
তদন্তে দেবতা সব, আরম্ভ করিল স্তব,
কমলা-সেবিত কমলাক্ষে॥ ১০৬
জয় কৃষ্ণ কেশব, পাণ্ডব-বান্ধব,
মুকুন্দ মাধব, শ্রীমধুসূদন।

জয় বিপদ-ভঞ্জন, জগত-মনোরঞ্জন,
কংস-ভয়হরণ করহে নারায়ণ ॥ ১০৭

* * *

যশোদার পুত্র-দর্শন।

এত বলি দেবগণ হইল বিদায়।
আপন আপন স্থানে সকলেতে যায় ॥ ১০৮
যশোদার হইল পরে মায়ানিদ্রা ভঙ্গ।
দেখে ধূলাতে ধূসর তনু পতিত ত্রিভঙ্গ ॥ ১০৯
দেখিয়ে আনন্দ রাণীর ধরেনা আর গাত্রে।
ধূলা ঝাড়ি বক্ষোপরি রাখেন কমলনেত্রে ॥ ১১০
সুধাতে সিঞ্চিল যেন পুলকিত তনু।
উদয় হইল যেন অদ্বিতীয় ভানু ॥ ১১১
শুনিয়ে নন্দ, অতি আনন্দ, সানন্দকে ডাকি ॥
উপানন্দ প্রভৃতি যায় দেখিতে কমল-আঁখি ॥ ১১২
প্রবেশি সুতিকাঘরে, লক্ষ্মীকান্ত দৃষ্ট করে,
সে ভাবের না হয় বর্ণন।
মরি কি বিধি নিধি দিল, ব'লে নন্দ কোলে নিল,
অনীল নীলকণ্ঠের ভূষণ ॥ ১১৩
প্রতিবাসিনী যত রমণী, দেখে যশোদার নীলমণি,
বলে আহা মরি কি পুত্র প্রসবিল।

পেয়েছে অমূল্য নিধি, খোদিত করিয়ে বিধি,
নির্ম্মাইয়ে যশোদাকে দিল॥ ১১৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

আ মরি কি রূপ-মাধুরী।
একবার হেরিলে চক্ষে, চক্ষু পালটিতে নারি॥
কোটি শশী নখোপরে, আরাধয়ে শশিধরে,
জগতের মনোহরে, কটিতে হারে কেশরী॥
অঙ্গ-শোভা নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
অজ বিভু মাগে রজঃ বহে দুনয়নে বারি॥ (ঐ)

কুটিলার কৃষ্ণরূপ ব্যাখ্যা।

নন্দ পুরে আসি সব, করে মহামহোৎসব,
নারীগণ সব দেয় উলুধ্বনি।
আহ্লাদে সব পরিপূর্ণ, দীন দ্বিজে দান করেন পূর্ণ,
রজত কাঞ্চন হীরা মণি॥ ১১৫
নন্দের আনন্দ মন, করিছে ধন বিতরণ,
গোধন প্রভৃতি করি সব।

পরে আইল বাদ্যকর, ঢাক ঢোল বাজে দগড়,
হইল একটা মহাকলরব ॥ ১১৬
শুনি করে সবে বলাবলি, আশা পূর্ণ করেছেন কালী,
হয়েছে কালি নন্দের একটী ছেলে।
বেচে থাকুক প্রাতর্বাক্যে, হউক নন্দের বংশ রক্ষে,
বিধি যদি নিধি তাকে দিলে ॥ ১১৭
জটিলে শুনিয়ে কুটিলেকে কয়, সে বড় কুটিলে নয়,
বলে নন্দের একটী ছেলে হয়েছে শুনিলাম।
কুটিলে বলে শুনেছি ঘাটে, দেখে আসাটা উচিত বটে,
তুই ঘরে থাক আমি দেক্‌তে চল্‌লাম ॥১১৮
এত বলি বুঝায়ে মায়, নন্দের বাটী কুটিলে যায়,
রাণী বলে এসো গো ঘরে এসো।
দেখা হয় নাই অনেক দিন, আজি আমার শুভ দিন,
এইত এলে বসো বসো ॥ ১১৯
কুটিলে বলে আসিতে হয়, সেটা কিছু মিথ্যা নয়,
আসিতে পাইনে অনেক কাজের জ্বালা।
ঝঞ্ঝাটেতে হয় না আসা, তাতে কি যায় ভালবাসা,
বাড়ার ভাগ আমাকে কেবল বলা ॥ ১২০
দেখি মা কেমন হয়েছে ছেলে, অনেক যত্নে রত্ন পেলে,
যশোমতী কয় আশীর্ব্বাদ কর।

করে তুলে নীলমণি, কুটিলের কোলে দেন অমনি,
বলে মা লও নীলমণিকে ধর॥ ১২১
কুটিলে বলে ঘুচিল দুঃখ, এই যে বাছার পদ্মচক্ষু,
হদ্দ ছেলে আহা মরি মরি।
কিবা হাত পা কিবা গঠন, একটু কেবল কালো বরণ,
যা হয়েছে বাঁচিয়ে রাখুন হরি॥ ১২২
যশোদার কোলে দিয়ে শিশু, কুটিলে ঘরে যায় আশু,
পথে দেখা হয় যাদের সঙ্গে।
তাদের ডেকে যেচে কয়, গিয়াছিলাম নন্দালয়,
এমন ছেলে দেখি নাই রাঢ়ে বঙ্গে॥ ১২৩
সেই ছেলেকে বলিছে ভাল,দেখি নাই আরতেমন কালো,
কালো কালো বিশেষ আছে কালো আছে কত।
কোলে ক'রে আছে রাণী, ঠিক যেন কষ্টিপাথর খানি,
দৃষ্টি কল্লে বৃদ্ধি হয় হত॥ ১২৪
ঘোর কালো অন্ধকার, এমন ছেলে কদাকার,
ছোট লোকের ঘরে দেখ্‌তে পাইনে।
মরি কি বিধাতার সৃষ্টি, এমন ছেলে কালো কুষ্টি,
সাত জন্ম না হলেও চাইনে॥ ১২৫
বলে কথা জায় বেজায়, সেই পথে এক পথিক যায়,
কৃষ্ণ-নিন্দা করিয়ে শ্রবণ।

কুটিলেরে করে ভৎসনা, শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত নানা,
দিয়ে তারে কহিছে বচন ॥ ১২৬
তুমি চিন্‌লে না সে কালবরণ,সেই কালতে করে কালহরণ,
মহাকাল সেই কালোর পূজা করে।
জটিলে তোমার পাপনয়নে,দেখ্‌তে পাওনাই কালরতনে,
যে কালোতে কালাকালে কাল হরে ॥ ১২৭

অহং—একতালা।

তুমি সে কাল চিন্‌লে না, কি বস্তু জান্‌লে না,
সে কালোর তুলনা নাই ভুবনে।
যার রূপে আলো করে, হরের মন হরে,
শ্মশানে কাল হরে যাঁহার কারণ ॥
সে কাল রতন, করিলে দর্শন, কালের দমন হয় কালে।
মোক্ষ হয় যে পদে, বিপদ সম্পদে,
নিরাপদে থাকে লইলে স্মরণ ॥
কাল পেয়ে একবার পূজলিনে সে কাল,
মজিলি চিরকাল, কালের বশে কেন কাল হারালি ॥
ছিল জ্ঞানরত্ন ধন, দিলি সব বিসর্জ্জন,
রিপু ছজনার মান বাড়ালি ;—

এ ভব-তুফানে, পার হবি কেমনে,
ভাবলি নাকো মনে শ্রীহরি-চরণে ॥ (ট)

নন্দের ভবনে উৎসব।

দেখে যায় সব পাড়ার লোক, কারু আনন্দ কারু বা শোক,
যত বেটীরে হিংসক, পরের ভাল পারে নাক দেখ্‌তে।
অন্তরে বিষ মুখে মধু, কাষ্ঠ লৌকতা সুধু,
ভালবাসে পরের খেতে মাখ্‌তে ॥ ১২৮
হিংসক লোকের জানি রীত, মন্ত্রণা দেয় বিপরীত,
অনিষ্ট যাহাতে শীঘ্র ঘটে।
লোকের হলে সর্ব্বনাশ, বাড়ে তার সুখ বিলাস,
পরের সুখ দেখিলে হৃদি ফাটে ॥ ১২৯
সে বেটীদের মুণ্ডে বাজ, দেন্‌না কেন দেবরাজ,
কি গুণে রেখেছেন তাদের মর্ত্ত্যে।
যত বেটী অভদ্র, ভাবে কোথা কার আছে ছিদ্র,
বেড়ায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঐ তত্ত্বে ॥ ১৩০
এখন অন্য কথা যাক দূরে, মহানন্দ নন্দ পুরে,
নৃত্য গীত করে সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে যথা তথা, সকলেরই ঐ কথা,
অন্য কথার নাহি আলাপন ॥ ১৩১

গোকুলে সুখের নদী, বহিছে নীর নিরবধি,
ভাসিয়ে বেড়ায় গোপ গোপী ॥
নাচে গোপ পরিবার, সাধ্য নাই বর্ণিবার,
কুলবধূ নাচে চুপি চুপি ॥ ১৩২
গোকুলের লোক মাত্র, কাদামাখা সব গাত্র,
নাচিতেছে দুবাহু তুলিয়ে।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার, নাচন থামান ভার,
কেহ নাচে করতালি দিয়ে ॥ ১৩৩
মহোৎসব মহানন্দ, নাচে নন্দ উপানন্দ,
সানন্দ প্রভৃতি যত জন।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র, দেব দিবাকর চন্দ্র,
গোবিন্দ পাইয়ে দরশন ॥ ১৩৪
বরুণ পবন হুতাশন, আদি যত দেবগণ,
নাচিয়ে বেড়ায় গোপ-বেশে।
নাচিছেন নারায়ণী, দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী,
ছদ্মবেশে দেখি হৃষীকেশ ॥ ১৩৫

সুরট—একতালা।

ওরে কি আনন্দ নন্দপুরে মরি হায়, হেরি নীরদ-কায়॥
নাচে আর বলে সবে, হরি কথা কবে কবে,
সে দিন কোন্ দিন হবে, এড়াব শমন দায়॥
নাচে সব সুরবৃন্দ, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র,
সঙ্গে যত গোপবৃন্দ, গোবিন্দেরে দেখিয়ে।
নাচে নন্দ উপানন্দ, সানন্দ সদানন্দ,
আনন্দ-সাগরে দেহ ভাসায়ে॥
প্রেমে মত্ত চিত্ত সদা, নাই চেষ্টা তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কৃষ্ণ-নামামৃত-সুধা, পানে কি আর ক্ষুধা পায়॥ (ঠ)

নৃত্য গীত মহোৎসব করে সর্ব্বজন।
হেনকালে আইলেন যত মুনিগণ॥ ১৩৬
দেখে নন্দ প্রণমিয়ে দিল পাদ্য অর্ঘ্য।
করপুটে কহে প্রভু মোর বহু ভাগ্য॥ ১৩৭
মুনিগণ বলে নন্দ বহুভাগ্য তব।
পুত্রভাবে তব গৃহে জন্মিলা মাধব॥ ১৩৮
নন্দ বলে তোমাদের চরণের বলে।
ব্রহ্মপদ পায় তায় চতুর্ব্বর্গ ফলে॥ ১৩৯

স্তবে তুষ্ট হয়ে হয়ে নন্দের বাড়ান কল্যাণ।
দেখাও দেখি তোমার কেমন হয়েছে সন্তান॥ ১৪০
আস্তে ব্যস্তে নন্দ নীলমণিকে আনিল।
বাঁচিয়ে রাখ ব'লে মুনিদের চরণতলে দিল॥ ১৪১
নন্দ বলে ছেলেটিকে কর আশীর্ব্বাদ।
পদরজ দাও যেন না ঘটে প্রমাদ॥ ১৪২
মুনিগণ বলে নন্দ তোর নীলমণিকে।
চিন্তে পার নাই উনি জন্মিয়াছেন কে॥ ১৪৩
গোলোক ত্যজিয়ে এলেন গোলোকের পতি।
তুমি মহাপুণ্যবান্ যশোদা পুণ্যবতী॥ ১৪৪
মুনিগণ বলে নন্দ কি কহিব আর।
ভব-ভয় এড়াবে পেলে ভবকর্ণধার॥ ১৪৫
পদেতে গোষ্পদ চিহ্ন স্বর্ণময় রেখা।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি চরণে যায় দেখা॥ ১৪৬
মৎস্যপুচ্ছ রেখাতায় অতি পরিপাটী।
ঐ পদ লাগি যোগী হলেন ধূর্জ্জটি॥ ১৪৭
পদতল সুশীতল বালক-ভানু জিনি।
ঐ পদ-কমলে জন্মিলা সুরধুনী॥ ১৪৮
ঐ পদে করে বলি সর্ব্বস্ব প্রদান।
ঐ পদে ব্রহ্মা অর্ঘ্য দিয়েছিল দান॥ ১৪৯

চতুর্ব্বর্গ ফল লভ্য ঐ পদ সেবি।
ঐ পদ পরশেতে পাষাণ মানবী॥ ১৫০
ঐ পদ পূজা আমরা নিত্য নিত্য করি।
গোকুলেতে অবতীর্ণ নর-হরি হরি॥ ১৫১

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

আমরি কি শোভা নীলবরণ ও যুগল চরণ
দুটী বালক ভানু-কিরণ।
অঙ্গ যেন নবঘন, জিনি নীল নিরঞ্জন,
নখরে শশী ভুষণ, শশিধর-ভুষণ।
মরি কি আশ্চর্য্য লীলে, কর্ম্মভুমে জন্ম নিলে,
কৃপাময় কৃপা করিলে, হ'লে নন্দের নন্দন॥
কে বুঝিবে তব মায়া, ব্রহ্মাণ্ড তোমারি ছায়া,
বিশ্বরূপ বিশ্বকায়া, তুমি বিশ্বের কারণ॥ (ড)

বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে দৈবজ্ঞের গণনা।

মুনিগণ এত বলি, স্বস্থানে সব যান চলি,
নন্দকে বলিয়া ধন্য ধন্য।
কে যে কোথা নাচ্ছে গাচ্ছে, কত লোক যে আস্‌ছে যাচ্ছে
দিচ্ছে সবে করিয়া অদৈন্য॥ ১৫২

তদন্তে এক দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে বিজ্ঞ,
বড় মান্য গণ্য গণনায়।
নন্দের হয়েছে পুত্র, সেই কথার শুনে সূত্র,
মহানন্দে নন্দালয়ে যায়॥ ১৫৩
নন্দ বলে আসুন আসুন, বসিতে আজ্ঞা হয় বসুন,
প্রশ্ন একটা গণনা করুন দেখি।
আস্ পাস্ কথা ছাড়, যদি মনের কথা বলিতে পার,
তবে বিশ্বাস হয় বড়, তা হইলে শুনিব না ফাঁকিজুকি॥১৫৪
গণক বলে করি গণনা, নাই মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
কাগা কাগা বলিব কি হেতু।
করেছ বা কি বাসনা, কাঁসা পীতল রূপা সোণা,
ধাতু ধাতু ধাতু॥ ১৫৫
ফল মূল আদি দ্রব্য, বেদ পুরাণ আদি কাব্য,
মুখে বলে শিব শিব শিব।
ধান চাল ময়দা ছোলা, আগড়বাগড় কতকগুলা,
পড়ে বলে জীব জীব জীব॥ ১৫৬
জীবের ঘরে পড়েছে খড়ি, দেখিলাম আমি লেখা করি,
গিন্নির একটী জন্মেছে সন্তান।
গ্রহবিপ্র এলে বাড়ী, দিতে হয় টাকা কড়ি,
তবে বাড়ে ছেলের কল্যাণ॥ ১৫৭

একসের আতবচাল, তারি উপযুক্ত দাল,
নটা বড়ী গেঁটে কড়ি সাত কড়া।
ছেলের কিছু আছে রিষ্টি, গণনাতে হলো দৃষ্টি
শীঘ্র ছেলের কাটিয়ে ফেল ফাঁড়া॥ ১৫৮
আছে গ্রহদেব সম্পূর্ণ দুষ্ট, ছেলেটি বড় হবে না শিষ্ট,
লগ্নফলে দুষ্ট হবে বড়।
দেখিলাম করে গণনা, কর তোমরা বিবেচনা,
যাতে হয় সুঘটনা তার চিন্তা কর॥ ১৫৯
ফাঁড়া একটা সম্প্রতি, দেখ্‌ছি যে গো যশোমতী,
ছল করে কোন যুবতী, করাবে বিষপান।
কত ভাগ্যে হয়েছে ছেলে,এমন ধন আর হবে না গেলে,
দেখ বাছা সাবধান সাবধান॥ ১৬০
সত্য কথা বলিতে হয়, ডুবিবে একবার কালিদয়,
তাতে কিছু হবে না প্রাণদণ্ড।
শত্রু আছে পায় পায়, বিঘ্ন বড় হবে না তায়,
সুলক্ষণ দেখা যায়, কপালেতে আছে রাজদণ্ড॥ ১৬১
শুনিয়ে কহিছে রাণী, ফাঁড়া কাটিয়ে দেন আপনি,
কি কি চাই বল আমার কাছে।
বিদায় করিব বিধিমতে, অঙ্গহীন না হয় যাতে,
দেখো আমার ছেলেটি যাতে বাঁচে॥ ১৬২

গণকের গণনায়, বিশ্বাস সকলে যায়,
কেউবা দেখায় করকুষ্ঠি।
কেউ বা বলে আমার গণ, কেউ বলে ও-ঠাকুর শুন,
কেউ বা তারে করে তামাসা ফষ্টি॥ ১৬৩
এইরূপে নন্দালয়, যার যেটা মনে লয়,
সেই তা করে আনিছে নানা ধন।
নারী পুরুষ ছেলে বৃদ্ধ, সকলের মানস সিদ্ধ,
কৃষ্ণপ্রেমে বাধা সর্ব্বজন॥ ১৬৪
পশু পক্ষ কীট পতঙ্গ, সকলেরি প্রেমতরঙ্গ,
কৃষ্ণনাম শ্রবণেতে শুনি।
ঐ রসে সকলে মত্ত, ভুলেগেছে অন্য তত্ত্ব,
মুখে কিবল হরি হরি ধ্বনি॥ ১৬৫

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

ব্রজধামের তুল্য ধাম আর কোথাও নাই।
সঘনে বদনে কিবল হরিধ্বনি শুন্‌তে পাই॥
কৃষ্ণ-প্রেমে সবে মত্ত, ভুলে গেছে সকল তত্ত্ব,
বলে কৃষ্ণের তত্ত্বকথা বল ভাই।
পশু পক্ষ বৃক্ষলতা, তাদের মুখে কৃষ্ণ-কথা,
অনুকম্প অনুগতা, জানে কিবল তাহারাই॥ (ঢ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

প্রথম।

রাখালবালকগণের শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস।

রজনী প্রভাতে উঠি ব্রজরাখালগণ।
সজ্জা করে পরস্পর চরাতে গোধন ॥ ১
এক স্থলে হৈল যত রাখাল মণ্ডলী।
শিঙ্গা ধ্বনি করে বলাই আয়রে কানাই বলি ॥ ২
এখন এল না কেন যশোদা-দুলাল।
নন্দালয়ে হয় উদয় যতেক রাখাল ॥ ৩
শ্রীদাম সুদাম দাম প্রভৃতি সকল।
শ্রীমধুসূদনে ডাকে শ্রীমধুমঙ্গল ॥ ৪
এখন জননী কোলে রৈলে ঘুমাইয়ে।
উর্দ্ধমুখে ডাকে ধেনু বেণু না শুনিয়ে ॥ ৫
আমাদের তো মা আছে ভাই জানিস্ কানাই তাতো।
তুই কিরে সোহাগের নিধি মা যশোদায় এত ॥ ৬

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আয়রে কানাই আয়রে, গোঠে রজনী পোহাইল।
ডাকিছে ঐ সঘনে ধেনু, গগনে ভানু উঠিল ॥

বেরো রে রাখালের রাজা, শ্রীনন্দের নন্দন,
করেতে কর মুরলী, কটিতে ধটী বন্ধন,
রাখালমণ্ডলী-মাঝে নেচে নেচে চল ॥
ও ভাই! মায়ে বল বুঝাইয়ে, দিবে তোরে সাজাইয়ে,
অলকা-আবৃত করি বদন কমল,—
মোহন চূড়ে বকুল-মালা মদনের মনোহারী,
শিরোপরি শিখি-পুচ্ছ ওরে বঙ্ক-মাধুরি!
গলে গুঞ্জমালা যাতে ভুবন করে আলো। (ক)

রাখালের ধ্বনি শুনি, যশোদার নীলকান্ত মণি,
অমনি কপট নিদ্রা গেছে।
দুই চক্ষে দুই হাত, গো-চারণে হন ব্যস্ত,
কহিছেন জননীর কাছে ॥ ৭
চঞ্চল হইয়া চান, না করেন স্তনপান,
বলেন মাগো ডাকিছেন দাদা ঐ।
বিদায় দে মা শীঘ্র আসি, কৈ মা চূড়া কৈ মা বাঁশী,
কৈ মা আমার পীতধড়া কৈ ॥ ৮
কিছুতে না মন সরে, দাদা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
ক্ষীর সরে নাই মা প্রয়োজন।

ধড়ার অঞ্চলে ননী, শীঘ্র বেঁধে দে জননি!
বনে গিয়া করিব ভোজন॥ ৯
শুনে বাক্য মধু মধু, যশোদা বলেন যাদু,
কি কথা শুনালি প্রাণধন।
ডাকুক বলাই হউক বেলা, ঘরে বসে কর খেলা,
দিব না আর চরাতে গোধন॥ ১০
বলিতে বলিতে কথা, যত রাখাল আইল তথা,
বলাই আসি অনুযোগ করে।
শুনি বলায়ের বাণী, কেঁদে কয় যশোদা রাণী,
ওরে বলাই রক্ষা কর মোরে॥ ১১

অহং ঝিঁঝিট—যৎ।

বলরাম রে! আজি মোর নীলমণি-ধনে
গোষ্ঠে বিদায় দিতে পারব না।
কুস্বপন দেখেছি কালি, না জানি কি করেন কালী, রে,—
যেন কালীদহে ডুবেছে আমার কালিয়ে সোণা॥
ইথে যদি দ্বন্দ্ব করে, নন্দ মন্দ কয় আমারে,
এ পাপ-সংসারে রব না রে, গোপালকে লয়ে ঘরে ঘরে,
রাখিব প্রাণ ভিক্ষা ক'রে,
তবু গোপালের মা-যশোদা নাম থাকবে ঘোষণা।(খ)

রাখাল কহিছে কথা, ও কথা বলোনা মাতা,
কানায়ের কি বিপদ সম্ভবে।
চরায়ে ধেনুর পাল, আসিবে তোর গোপাল,
কুস্বপন সুস্বপন হবে॥ ১২
তোর কানায়ের শত্রু নাই, আমরা ভেয়ের সঙ্গ চাই,
কেবল শত্রু-নিবারণের তরে।
ইন্দ্র দেব শত্রু হয়ে, কি করলে কানায়ে ভেয়ে,
যাতে কানাই গোবর্দ্ধন ধরে॥ ১৩
করে ভাই স্তন পান, পূতনার বধেছে প্রাণ,
তৃণাবর্ত্ত আদির প্রাণদণ্ড।
কানাই কি সামান্য ভাই, মা তোর কি চৈতন্য নাই,
দেখেছ যার বদনে ব্রহ্মাণ্ড॥ ১৪
তোর যে মায়া কানাই প্রতি, তোহতে রাখালের অতি,
কানাই আগে প্রাণকে পিছে ধরি।
নয়নে নয়নে রাখি, ঘামিলে বদন ঝুরে আঁখি,
কাতর দেখিলে অমনি স্কন্ধে করি॥ ১৫
ও যে রাখালের প্রাণ, না হেরে বিদরে প্রাণ,
কি গুণে বেন্ধেছে গুণের ভাই।
কুশাঙ্কুর ফুটিলে পদে, যত্নে পদ লয়ে হৃদে,
দন্ত দিয়া কণ্টক ঘুচাই॥১৬

শীঘ্র বিদায় দে জননি ! ধেনু সব করিছে ধ্বনি,
রাখাল-মণ্ডলে নিরানন্দ।
ভাই যদি থাকে ভবনে, কি ধন লয়ে যাব গো বনে,
রাখালের পতি তোর গোবিন্দ ॥ ১৭
ভাই সঙ্গে সহবাস, বনে যেন স্বর্গবাস,
নিবাস বনবাস জ্ঞান হয়।
মরে ধেনু আরে মরি, মা তোর চরণে ধরি,
দে মা সঙ্গে বিলম্ব না সয় ॥ ১৮

* * *

(কানাই বিচ্ছেদে আমরা কি প্রকার শুন।)

যেমন খাপ ছাড়া তলওয়ার,
জল ছাড়া পলয়ার,
ঢাল ছাড়া খেলওয়াড়,
ছাপ্পর ছাড়া ঘর, লক্ষ্মী ছাড়া নর,
মজলিস্ ছাড়া গল্প, শক্তি ছাড়া দর্প,
চাকা ছাড়া রথ, শাস্ত্র ছাড়া মত,
পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী,
বিনে চিন্তামণি রাখাল তেমনি ॥ ১৯

খাম্বাজ—জৎ।

ওমা যশোদে ! সাধে কি তোর সাধের গোপাল সঙ্গে চাই
ওমা গুণের ভাই কি গুণ জানে, বনে অন্ন পাই ॥
মরেছিলাম রাখালগণে, কালীদহে বিষ-জল-পানে,
গোকুলে জানে,—প্রাণ দিয়াছে কানাই ॥ (গ)

যশোদা রক্ষা বাঁধিয়া গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিতেছেন।

রাখালের রোদনে রোদন করে রাণী।
উভয় সঙ্কটে যেন হয় উন্মাদিনী ॥ ২০
তারাকারা ধারা চক্ষে লাগিল বহিতে।
কহে নন্দরাণী ধ'রে নন্দনের হাতে ॥ ২১
যদি মায়ের স্নেহ অন্যে করে বনে অন্ন পাবে।
লয়ে যা রে গোপালে, যা থাকে কপালে তাই হবে ॥
দূর বনে যেওনা যাদু দুঃখিনীর প্রাণ।
ভুলে আর করোনা কালিন্দী-জলপান ॥ ২৩
হইলে পিপাসা যেও অন্য নদীর কূলে।
লাগিলে রবির তাপ, বৈস তরুমূলে ॥ ২৪
সঙ্গী ছাড়া হয়ে রে যেওনা, কোন খানে।
দুরন্ত কংসের দূত ফিরে বনে বনে ॥ ২৫

শুন রে বলাই বাছা বলি তোর স্থানে।
গৃহমধ্যে দেহ রাখি লয়ে যাবি প্রাণে॥ ২৬
চেয়ে দেখ রে! নয়ন আমার হৈল দৃষ্টি-হত।
তারা দিলাম তোর সঙ্গে সারা দিনের মত॥ ২৭
রাখালের রোদন দেখে না পারিলাম রাখ্‌তে।
এনে দিস্ মোর নীলমণি দিনমণি থাক্‌তে॥ ২৮
তখন মোহনচূড়া মোহন-বাঁশী পীতধড়া আনি।
লয়ে কোলে গোপালে সাজান নন্দরাণী॥ ২৯
জীবন্মৃত্যু হয়ে বিদায় দেয় যশোমতী।
রাখাল সঙ্গেতে যায় রাখালের পতি॥ ৩০
রাণীর ঘন ঘন চক্ষে ধারা ঘন ঘন চায়।
যত গোপাল যায়, তত রাণীর প্রাণ যায়॥ ৩১
ফিরে রাণী বলে একবার আয় রে নন্দলাল।
আমি রক্ষে বেঁধে দিতে তোর ভুলেছি গোপাল॥৩২
মরি মরি সর্ব্বনাশ ষাটি ষাটি বলে।
যতনে রতন কৃষ্ণ পুনঃ ল'য়ে কোলে॥ ৩৩
দিল ভাল-মধ্যে গোময়-ফোঁটা অঙ্গুলিতে আনি।
মন্ত্র পড়ি রক্ষা বেঁধে দেয় নন্দরাণী॥ ৩৪
সকাতরে সঁপে সর্ব্ব দেবের চরণে।
বনের দেবতা রক্ষা ক'রো বাছাধনে॥ ৩৫

সঙ্কট-নাশিনী দুর্গা শঙ্কর-রমণী।
তুমি দিয়াছ দাসীরে দুঃখপাসরা নীলমণি ॥ ৩৬
সঙ্কটে গমনে বনে যাদুরে আমার।
করে রক্ষা লজ্জা-রক্ষা ক'রো যশোদার ॥ ৩৭
সুখদা মোক্ষদা তুমি শুভদা শারদা।
ধনদা যশোদা তুমি যশোদা-কৃষ্ণদা ॥ ৩৮
প্রকৃতি-পুরুষ নিরাকারা নির্ব্বিকারা।
অনন্তরূপিণী তন্ত্র-বেদ-অগোচরা ॥ ৩৯
তুমি শয়নেতে সরোজনাভ, বরাহ সলিলে।
ভোজনেতে জনার্দ্দন বেদাগমে বলে ॥ ৪০
বিপত্তি-উদ্ধারে তুমি শ্রীমধুসূদন।
কাননে নৃসিংহ তুমি বেদের বচন ॥ ৪১

ঝিঁঝিট—যৎ।

দেখ দেখ মা দেখ দুর্গে! নীলমণি তোর বনে যায়।
আমি রাখাল সঙ্গে দিই নাই গোপাল,
দিলাম মা তোর রাঙ্গা পায় ॥
দাসীরে করুণা করি, সঙ্কটে রেখ শঙ্করি!
(মাগো) আমি সবে-ধনে পাঠাইলাম বনে,
মা কেবল তোর ভরসায় ॥

তারা-হারা হ'য়ে,—তারা! দেই বনে নয়নের তারা,
মাগো! তুমি করুণ-নয়নের তারা,—
বিতরণ কর বাছায়॥ (ঘ)

সঁপিয়ে শঙ্করী-পায়, গোপালে বনে বিদায়,
দেন রাণী প্রবোধিয়ে মনে।
শত বার স্তনপান, শত শত চুম্বদান,
দেন ধারা বহে দুনয়নে॥ ৪২
সঙ্গেতে ব্রজ-রাখাল, চলিল নন্দ-দুলাল,—
গোপাল লইয়ে ধেনুপাল।
পাইয়া রাখাল-রাজে, রাখালমণ্ডলী মাঝে,
আনন্দে কেউ নাচে দেয় তাল॥ ৪৩
চলিল গোকুলচন্দ্র, অকলঙ্ক কোটিচন্দ্র
উদয় হইল পথে আসি।
ব্রজরাখালগণ তারা, হইল সকলে তারা,
ঘেরিয়ে নির্ম্মল শ্যামশশী॥ ৪৪
হেথা গোপালেরে দিয়ে বিদায়, যশোদার সমূহ দায়
ওষ্ঠে প্রাণ-কৃষ্ণে না হেরিয়ে।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণেক চৈতন্য পায়,
উঠে নয়নসিন্ধু উথলিয়ে॥ ৪৫

এলো-থেলো পাগলিনী, হয়ে এলো নন্দরাণী,
গোপাল নিকটে পুনর্ব্বার।
ওরে কি হইল মোর, কোলে আয় মাখনচোর,
যেওনা বনে জীবন আমার ॥ ৪৬
কেমন প্রাণ তোর কানু, মায়ে ব'ধে চরাবি ধেনু,
আয় রে ঘরে আর যেও না বনে।
না বঝিয়ে বিদায় দিয়ে, বিদরিয়া যায় হিয়ে,
প্রবোধিয়া রাখ্‌তে নারি মনে ॥ ৪৭

খাম্বাজ—যৎ।

বাছা ফের রে নীলমণি! তোর গোষ্ঠে যাওয়া হল না।
তোরে বিদায় দিয়ে, মন মানে ত, নয়ন মানে না ॥
গোপাল তুই গেলে অন্তরে, অন্তরে দুঃখের অন্তরে,
যেতে বনে তাইতে তোরে করি রে মানা ॥ (ঙ)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ও নারীগণ কর্তৃক তাঁহার রূপ-বর্ণন।

যশোদা-নন্দন, মায়ের ক্রন্দন,
শুনিয়া দুঃখে বিভোর।
মা কাঁদেরে ভাই, ও দাদা বলাই
যাওয়া তো হ'ল না মোর ॥ ৪৮

যদি যাই বন, এখনি জীবন,
ত্যজিবে জননী পাছে।
মায়ে হারাইব, কোথা ননী চাব,
দাঁড়াইব কার কাছে॥ ৪৯
এত বলি হরি, যান ত্বরা করি,
ফিরে জননীর কোলে।
কাঁদিস্ কেন বল্, বহে চক্ষের জল,
মুছান ধড়া-অঞ্চলে॥ ৫০
ফিরে যশোদায়, ভুলায়ে মায়ায়,
বিদায় নিলেন হরি।
গোচারণে যান, গোলোক-প্রধান,
গো-রাখাল সঙ্গে করি॥ ৫১
মনোহর সাজ, করি ব্রজরাজ,
নৃত্য করি যায় বনে।
আন্‌তে গিয়ে জল, রমণী সকল,
হেরে শ্যাম নবঘনে॥ ৫২
কক্ষের কলসী, পড়ে খসি খসি,
রক্ষা করে প্রাণপণে।
চক্ষে বারি বহে, বক্ষে নাহি সহে,
পুনঃ সে গৃহ-গমনে॥ ৫৩

হাস্লক বিপক্ষে, ভয় কোন পক্ষে,
করে না কুল-কামিনী।
শ্যামের সমক্ষে, দাঁড়াইয়া চক্ষে,
নিরখিছে রূপখানি ॥ ৫৪
বলে পরস্পর, প্রেমে হয়ে ভোর,
ঝর ঝর ঝোরে আঁখি।
কি করি গো বল, অঙ্গে নাহি বল,
ও কে মন-চোরা সখি ॥ ৫৫

অহং ঝিঁঝিট—যৎ।

ওকে যায় গো কালো মেঘের বরণ !
কালো রতন রমণী-রঞ্জন ॥
মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধুমুখে মধুর হাসি, সই !
আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন ॥
নিরখে বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদবদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো,—
বিধি যদি সদয় হ'তো,
কুলের শঙ্কা না থাকিত,—সই।
তবে বসনে ঢাকতাম গিয়ে ও বিধুবদন ॥ (চ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

দ্বিতীয়।

প্রভাতে শ্রীদাম নন্দালয়ে আসিয়া গোষ্ঠে যাইবার জন্য
শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন।

গগনে লুকায় তারা সমস্ত, তারাপতি হন অস্ত,
তারা তারা বলে লোক গা তোলে অমনি।
গাভীর গভীর রব, নিশির নাশি গৌরব,
উদয় হইলেন দিনমণি ॥ ১
ঋষি বসিলেন যোগে, গোধন-ধ্বনিতে জাগে,
সেই কালে যত ব্রজ-রাখাল।
সুবল করিল ধ্বনি, সুবলের সুবোল শুনি,
সবে আইল লয়ে ধেনুর পাল ॥ ২
ছিদাম সুবলে বলে, যাবে গোষ্ঠে কার বলে,
রাখালের রাজা কই রে ভাই।
কৃষ্ণ না থাকিলে গোচরে, গোষ্ঠে কি কখন গো চরে,
তোদের অগোচর সেটা নাই ॥ ৩
কাণ্ডারী নাই যে তরীতে, যায় সে তরীতে যে তরিতে,
সে ত্বরিতে তরিতে পারে না।

সেনাপতি বিনা সেনা, যদি করে রণ-বাসনা,
সে সেনাতো ফিরে ঘরে এসে না॥ ৪
যন্ত্রী নাই যন্ত্র আনা, সেটা কিবল যন্ত্রণা,
গোচারণ-মন্ত্রণা মিছে রে সুবল।
কোথা তোদের ভাই কানাই, যাঁর বীজমন্ত্র মনে নাই
ধ্যান পড়াতে কি ফল আছে বল॥ ৫
ছিদাম গিয়ে নন্দ-ধাম, যশোদায় করি প্রণাম,
গোপাল ব'লে ডাকিছে তখন।
ঐ দেখ উঠেন রবি, আর কেন ভাই শয়নে র'বি,
কখন ভাই গোষ্ঠে যাবি, রাখালের জীবন॥ ৬

ললিত-ঝিঁঝিঁট—একতালা।

কানাই! একি ভাই! রইলি প্রভাতে অচৈতন্য।
উঠিল ভানু, ও নীলতনু, যায় না ধেনু বেণু ভিন্ন॥
অঞ্জন আঁখি যুগলে, গুঞ্জ-হার পর রে গলে,
কদম্ব-মুঞ্জরী পরি, সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া, ও নীলবর্ণ।
রাখাল সাজে, রাখাল মাঝে, নেচে নেচে চল অরণ্য॥
গা তুলে যাও, শীঘ্র সাজাও গোষ্ঠে যাবার রূপ-লাবণ্য
তোর কালো কায়, দিক অলকায় করি চিহ্ন॥

সাধ ক'রে তোয় সেধে বলি, যখন ক্ষুধায় আমি কালি,
তুই এনে মিলালি, বনমালি! বনে অন্ন॥
একদিন বনে, রাখালগণে, বিষজীবনে জীবন শূন্য।
দিলি জীবন জীবন-কানাই, তুলনা নাই গুণে অন্য॥(ক)

ছিদামের রবেতে রাণী, ব্যাকুল হয়ে পরাণী,
করে ধ্বনি করে, করে নানা।
গত রজনী প্রায় গত,—ক'রে গোপাল নিদ্রাগত,
দেখো বাছার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গনা॥ ৭
যেহেতু কালি জাগরণ, শুন তার বিবরণ,
প্রলাপ দেখে গোপাল কত বল্‌লে।
অবোধের নাই কোন ভয়, অপরাধের কথা কয়,
কর্ণে হাত দিতে হয় শুন্‌লে॥ ৮
বলে ব্রহ্মাণ্ড মোর উদরে, ব্রহ্মা আমাকে সমাদরে,
প্রণাম ক'রে পড়িয়ে ভূতলে।
কাশীপতি মহাকাল, সেতো ভৃত্য চিরকাল,
কালকে আমি লয় করি মা কালে॥ ৯
ক্ষণেক পরে আবার কাঁদে, 'বলে,—ধরে দে মা চাঁদে,
আমি বলিলাম, ওরে অবোধ-সিন্ধু।

চাঁদ ধরে বাপ কোন্ জনে, রবি রয় লক্ষ যোজনে,
দ্বিলক্ষ যোজনে থাকেন ইন্দু॥ ১০
শুনে গোপাল হাস্য করে, বলে আমি বেঁধে করে,
এনে দিতে পারি শঙ্করে, সুধাকর কোন্ যাছি।
তোমার কুমার হই মা আমি, আমার মা হয়ে তুমি,
চাঁদ ধরিতে পার না তুমি ছিছি॥ ১১
আমার কাছে লও মা বর, বাড়িয়ে কর সুধাকর,
ধরিবে আমার বরে।
বর দিতে চায় গোপাল আমাকে,
ছেলেতে কি এই বলে মাকে,
এই উপদ্রব বাতিকেতে করে॥ ১২

ঝিঁঝিট—একতালা।

যত বলি রে গোপাল চাঁদকে ধরবো কেমনে।
গোপাল বলে মাগো, বর মাগো,
আমার বরে করে চাঁদকে ধরে বামনে॥
বুঝিলাম বাছার বাতিক হয়েছে রে কষ্টে,
প্রাণ থাকিতে কৃষ্ণে, পাঠাব না গোষ্ঠে,
আর পুনর্ব্বার,—দুধের বালক আমার, (ছিদাম রে)
এত কেন, পরিশ্রম ভ্রম হয়েছে রে বন-ভ্রমণে॥ (খ)

ওরে শ্রীদাম কথা শুন, মায়ের হুতাশ বিনাশন,—
কর রে প্রাণ-পুত্র।
তুই আমার জীবন-কানাই, জীবনেতে ভিন্ন নাই,
সবে জানে দেহ ভিন্ন মাত্র ॥ ১৩
কালি গোপাল হয়ে বিভোল, বলেছে কুবোল, সুবল!
শুনেছি নিজ-কর্ণে।
ওরে ছিদাম অমঙ্গল, দেখেছে মধুমঙ্গল,
আজি গোপাল পাঠাব না অরণ্যে ॥ ১৪
বলাইকে তো বলাই আছে, বলাই অঙ্গীকার করেছে,
বলভদ্র ভদ্র বটে শিশু বিদ্যমানে।
কৌশল্যার যেমন রাম, তেম্নি আমার বলরাম,
ধাতার কথার অপেক্ষায় মাতার কথা শুনে ॥ ১৫
গোপাল আমার প্রাণাধিক, তোর শুনেছি ততোধিক,
অধিক বলা তোরে কেবল ভ্রম।
এক দিন নিতান্ত পরে, অনুরোধ কর্‌লে পরে,
পরেও ভোগে পরের পরিশ্রম ॥ ১৬

ললিত—একতালা।

আমার এই কথাটী পাল, আজি রেখে গোপাল,
গোপালের গোপাল ল'য়ে যা ছিদাম।

ওরে, কাঁচা ঘুমে আমার, উঠিলে অবোধ-কুমার,
ক্ষীর দিলেও হবেনা আঁখির জল-বিরাম ॥
যায় না ধেনু গোপাল না গেলে পর,
গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর,
ধর মুরলীধর, তুই মুরলীধর হয়ে যা রে,—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম।
গোপাল-বেশে হও রে গোপালে প্রবেশ,
সাজিবে তোকে বেশ, প্রাণ-গোপালের বেশ,
তুই বাজালে বেণু, অম্‌নি ফিরিবে ধেনু, তার কি ভয় রে,
ধেনু চিনিবে না রে ছিদাম, ছিদাম কি তুই শ্যাম ॥ (গ)

শ্যামের বেশে সজ্জিত হইয়া, ছিদামের গোষ্ঠে গমন।

যশোদার অনুরোধ, না পারিয়ে কর্‌তে রোধ,
ছিদাম শ্যামের সজ্জা করে।
ধন্য দেয় স্বর্গবাসিরে, ছিদাম যখন শিরে,
জগতের চূড়ার চূড়াটী মাথায় পরে ॥ ১৭
যতনে মুরলীকরের,—মুরলিটি লয়ে করে,
গমন করে গোষ্ঠে ধেনু লয়ে।

ধেনু তৃণ নাহি খায়, হাম্বারবে ঊর্দ্ধে চায়,
যায় যায় চায় সবে ফিরিয়ে ॥ ১৮
দেখিয়া রাখালগণ, সবে সবিস্ময় মন,
ধেনুগণে চিন্তিত দেখিয়ে।
হেথায় হয়ে সচেতন, উঠিলেন নীলরতন,
ডাকিছেন মা কোথায় বলিয়ে ॥ ১৯
জগৎ-জনক-জননী, যশোদা লয়ে ননী,
দ্রুতগতি দেয় চাঁদবদনে।
কোলে করি নীলকান্তে, বলে রাণী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে,
আর তোরে দিবনা গোপাল বনে ॥ ২০
আছে ধন আছে সাধ্য, এমন জনের বিদ্যা সাধ্য,
হবেনা বাছা এ যে দুঃখ বড়।
তোরে আমি পড়াব ধন, করে বিদ্যা-আরাধন,
তুমি আমার কুলের যাজন কর ॥ ২১
হয়ে বাছা বিদ্যাবন্ত, স্বর্ণে জড়িত গজদন্ত,
তুমি আমার হও রে নীলমণি।
ধনের সঙ্গে বিদ্যা-ধন, যদি হয় রে প্রাণধন,
ওরে গোপাল সেই ধনেরি ধনী ॥ ২২
গোকুলে আছে বিদ্যালয়, যথা দ্বিজবালক বিদ্যা লয়,
শিক্ষা-গুরু তথায় ব্রাহ্মণ।

ডাকাইয়া পত্রপাঠ, দিতে নিজ পুত্রে পাঠ,
যতনে যশোদা রাণী কন ॥ ২৩
যদি চাও কৃপা-নয়নে, অদ্য হতে অধ্যয়নে,
দিই তব নিকটে প্রাণ—কৃষ্ণ।
আমার এই নীলরত্ন, পড়ে যদি বিদ্যারত্ন,
দিব রত্ন তোমার যে ইষ্ট ॥ ২৪
দ্বিজবলে শুভ শুভ, অদ্যকার দিন শুভ,
হাতে খড়ি এখনি হাতে হাতে।

* * *

শ্রীকৃষ্ণের হাতে-খড়ি।

ধন্য নন্দ-ভার্য্যায়, ব'লে দ্বিজ লয়ে যায়,
ভবনেতে ভুবনের নাথে ॥ ২৫
দ্বিজ লয়ে হাতে খড়ি, অবধি গণেশ আঁকুড়ি,
ষড়াক্ষর লিখে দেয় ভূমিতে।
বলেন ওরে ঘনশ্যাম, সরস্বতীকে কর প্রণাম,
শুনে হরি ভাবিছেন চিত্তে ॥ ২৬
সরস্বতী যে মম নারী, প্রণাম করিতে নারি,
নরলোকে কেউ জেনেও জানে না।
হেসে উঠিবে চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখের কাছে মুখ,
কোন্ মুখে দেখাব এই ভাবনা ॥ ২৭

নারদ দেশটা রটাবে, অনেকের ভক্তি চটাবে,
লুকাই কিরূপে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী।
লক্ষ্মী করেন চরণ-সেবা, না জানি কি বলিবে সে বা,
চলিবে না আর ভক্তি-পথে লক্ষ্মী ॥ ২৮
দ্বিজ বলেন বারে বারে, বাণীকে প্রণাম করিবারে,
অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হরি।
দ্বিজ ভাবেন এ কি দায়, তখনি ডাকি যশোদায়,
বলিতে লাগিল উষ্মা করি ॥ ২৯
মোর বুদ্ধির বড় বিকার,গোপের ছেলেকে শিখাতে স্বীকার
করেছি আমি, ধিক্ থাকুক আমায়।
তোমার জেতের লেখা-পড়া, হ'লে বেদের লেখা-পড়া,
সে সব কথা মিথ্যা হয়ে যায় ॥ ৩০
শীঘ্র ছেলেকে ক'রে কোলে, গরু-চরাণে গুরুর টোলে
সুরু করে দাওগে জেতের পুঁথি।
বক্‌তে বক্‌তে মাথা ধরায়, তবু দিল না মাথা ধরায়,
প্রণাম করিতে সরস্বতী ॥ ৩১
শুনে কথা অযশ অতি, যশোমতি বিরসমতি,
যতনে সুধান নীলরতনে।
অভাগিনীর একি কপাল, সে কিরে সে কিরে গোপাল,
মনে ব্যথা পাই রে কথা শুনে ॥ ৩২

অহংসিন্ধু—একতালা।

গোপাল ! প্রণাম কর রে বাণী।
(ও নীলমণি রে) কি শুনিরে বাণী !
বেদের এই ত বাণী,—বেদ কি জান না
ওরে অবোধ গোপাল,—
ওরে বাণী ভিন্ন ভেদ নন ভবানী॥
বাছা বাণী কর্‌লে ক্রোধ, হয় রে কণ্ঠরোধ,
বাছা, কার সনে বিরোধ কাঁপে পরাণী॥ (ঘ)

হেথায় ছিদাম মুরলীকরের, মুরলীটী লয়ে করে;
গমন করেন ধেনু লয়ে বিপিনে।
ছিদাম যখন অধরে, বংশীধরের বংশী ধরে,
বাজে না বাঁশী ছিদামের বদনে॥ ৩৩
দুঃখে যেন তৃণ হেন, গাভীগণ খায় না তৃণ,
সকলে আছে হয়ে ঊর্দ্ধমুখ।
ছিদাম বলে ওরে সুবল, বাঁশী কেন বলে না বোল,
ওরে ভাই এ বড় কৌতুক॥ ৩৪
এই বাঁশী তো বাজায় কালা,আজি কেন ভাই হলো কালা
আজি আমি একি জ্বালা পাই।

আছে যেমন বাঁশী তেম্নি ছিদ্র, বাজেনা,ইহার অছিদ্র,-
আমি কিছু করিতে নারি ভাই ॥ ৩৫

নন্দালয়ে রাখালগণের আগমন।

বেণু বিনে ধেনু না চরে, গেলে যশোদা-গোচরে,
মা তো বিচার করিবে না বিহিত।
এত বলি রাখাল সব, গোষ্ঠে আনিতে কেশব,
নন্দের নিকটে উপনীত ॥ ৩৬
নন্দ শুনে রাখাল-মুখে, গিয়ে যশোদা-সম্মুখে,
বলে একি খেলিছ নূতন খেলা।
কেন কেন কানাই, বনে পাঠান হয় নাই,
গোধন ম'ল গেল গোঠের বেলা ॥ ৩৭

সুরট—তেতালা।

নন্দ হে! মরি মনের বেদনে।
হর-সাধনে, পেলাম যে-ধনে,—
যাবে কিধন-অভাবে আমার এ ধন লয়ে গোধনে ॥
ওহে ধনপতির তুল্য ধন, তবু না যায় ধন-ধন,
ধনে কি হইবে আমি পাইনে ভেবে মনে ॥

আগে অভাবে এই জীবন-ধন, বিফল হয়েছিল ধন,
উভয়ে থাকিতাম অধোবদনে।
সদা এই ধন,—জন্যেতে রোদন,
প্রাপ্ত হয়েছ যে ধন, মুক্ত হয়েছ ভব-বন্ধনে ॥ (ঙ)

নন্দ-যশোদার কথোপকথন।

মিথ্যা পেয়েছিলে অর্থ, অর্থে কি হয় তার অর্থ,
বুঝিতে নারিলে ভ্রান্ত পতি !
অহিকে অর্থ সুখের তরে, অর্থগুণে অন্তে তরে,
যদি বিতরে দীন প্রতি ॥ ৩৮
ধেনুপাল নব লক্ষ, একটী গোপাল উপলক্ষ,—
এমনি গ্রহ বিগুণ।
সাধের গোপাল দুধের কুমার, ধেনু চরাবে ছিছি আমার,
এমন ধনের কপালে আগুণ ॥ ৩৯
এক তিল নাই সাধ বাঁচিতে, চিতের মতন জ্বলিছে চিতে,
ঘোল বেচিতে হয় আমাকে নিত্য।
দেশের যত ভদ্রগণে, তোমাকে কে মানুষ গণে,
মানুষের মতন আছে কি কৃত্য ॥ ৪০
তোমার আজ্ঞা নড়াব, আমি গোপালকে পড়াব,
ধেনু ছাড়াব প্রতিজ্ঞে।

তোমার যেমন পোড়া-কপাল,
পরনে নেক্ড়া, চরাও গো-পাল,
আর শুনিব না তোমার আজ্ঞে ॥ ৪১
নন্দ ব'লে ক্ষমা দেহ, বর্ত্তমানে এই দেহ,
বাক্যবাণ আর না পারি সহিতে।
রাগে আমি হয়েছি পক্ক, করিব কি যে সম্পর্ক,
সাধ্য নাই উচিত উত্তর দিতে ॥ ৪২
তুমি হচ্ছ আমার নারী, বাবাকে পারি, নারীকে নারি,
নারীরা যে পারে শত্রু নাচাতে।
বিচ্ছেদের বাড়ে ভ্রূকুটি, পিরীতের ছয় মাস ছুটী,
পাঁকা-ঝুটী নাহক পার কাঁচাতে ॥ ৪৩

* * *

(কিন্তু কিঞ্চিৎ বলি)

গোপের রমণী মানায় না ত, মানসিংহের নারীরমত,
মানের কান্না কাঁদিলে ত চলিবে না।
মিছে গোল অমঙ্গল, বেচো ঘোল বেচিবে ঘোল,
তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল তাতো কেহ ঢালিবে না।
গোপালকে তুমি পড়াবে, ঘরের লক্ষ্মী ছাড়াবে,
মহাজনের পথে দিয়ে কাঁটা।

সর্ব্বনাশ করো না সতি ! আর এনো না সরস্বতী,
গোপালকে লিখিতে যেতে দিও না।
জেতে দিওনা বাটা॥ ৪৫
যশোদা বলে বিদ্যাহীন, সকলেরি মান্যহীন,
মূর্খের যদি লক্ষ টাকা ঘটে।
ঘটে বস্তু না দেখিয়ে, চক্ষেতে অঙ্গুলি দিয়ে,
মূর্খের ধন ভুলিয়ে খায় শঠে॥ ৪৬
দিচ্ছ উট্‌না, বেচ্ছ ক্ষীর, মূর্খ দেখে তোমার আঁখির,
মধ্যে অঙ্গুলি দিয়ে কত জনা।
ক'রে লয় হিসাবের ভুল, কারো কাছে বা হারাও মূল,
দয়া করে দেয় দুই এক আনা॥ ৪৭
নন্দ বলে লোকের ভুল, গোয়ালার করে হিসাব ভুল,
কেহ বা বলে বেটাকে দিয়েছি ফাঁকি।
গোয়ালার কাছে সবাই ঋণী, হাঁড়িতে পুরে পুষ্করিণী,
তামাম জল দুধ কই রাখি॥ ৪৮
যদি কারো বায়না পাই, টাকাটায় বড় চৌদ্দ পাই,
হিসাবে যত পাই না পাই, তাতে শোক করিনে
যদি কেউ খায় দুধে-বড়ি, তার ঠাঁই লই দ্বিগুণ কড়ি,
দ্বিগুণ ক'রে জল দিতে ছাড়িনে॥ ৪৯

খাম্বাজ—পোস্তা।

স্থূলে ভুল আমরা করি, এমন ভুলতো কেউ করে না।
হলাম্ গোকুলে রাজা,
দিয়ে ঘোলে গোঁজা তাও জান না॥
অন্যে যদি ভুল করে তায় অঙ্গ জ্বলেনা।
আমাদের জলে কড়ি,
না হয় জলে প’ড়্‌বে দুই চার আনা॥ (চ)

নন্দ বলে যায় বেলা হে এই বেলা যাও।
রাখিতে ধেনু রাখালগণে কেন আর মজাও॥ ৫০
গোষ্ঠবেশ গোপালেরে সাজাও সাজাও।
বাজে কোন্দল বাজে কথা কেন আর বাজাও॥ ৫১
ত্যজি পতির অনুমতি, যশোমতী অযশ অতি,
হবে সেই দায়,—স্বীকার হন কৃষ্ণে দিতে,
দায়ে প’ড়ে বিদায়॥ ৫২
মোহন চূড়া দিয়ে সাজান গোলোক-পতির শির।
ধড়া পরাতে চক্ষে ধরে না রাণীর নীর॥ ৫৩
সাজান বিচিত্র করি নানা অলঙ্কারে কায়।
স্বর্ণ-নূপুর পরান রাণী মরি কি শোভা পায় পায়॥ ৫৪

নন্দরাণী নন্দনে সাজান গোষ্ঠবেশে বেশ।
রক্ষে বন্ধন করে দিল বিনায়ে হৃষীকেশের কেশ ॥৫৫
মানসে রাণী কেঁদে বলে, নিবেদন শঙ্করি! করি।
জীব কেমনে, দিয়ে বনে, জীবন পরিহরি হরি ॥ ৫৬
কিছু মানে না, অতি অবোধ আমার নয়নতারা, তারা
অনাসে সঙ্কটে পড়ে জ্ঞান-ধন হ'য়ে হারা ॥ ৫৭
ধরাধর মোর কিছু ধরে না অনাসে বিষধরে ধরে।
কখন কি অবোধ করে, ধরে বৈশ্বানরে নরে ॥ ৫৮
ব্রজালয়ে ধর্‌তে এসে আমার শিশুরে শূরে।
তব চরণবলে দিই মা প্রাণ-যাদুরে দূরে ॥ ৫৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

আমার জীবনের জীবন যায় বন,—ভুবন-জননি!
শক্র পায় পায়, রেখো মা ও পায়,
বনে গোপাল যেন পায় মা প্রাণী ॥
প্রচণ্ড তপনতাপে ঘামিলে মুখ,—যদি দুর্গে!
আমার দুধের গোপাল দুঃখ পায়,—বলি পায়,
প্রকাশিয়ে দয়া, (ওমা তারিণি) ও যোগীন্দ্র-জায়া,
চরণ-কল্পতরু-ছায়া, দিও অমনি ॥ (ছ)

অধরে অঞ্চলে ক্ষীর, বেঁধে দিয়ে কমল-আঁখির
পাগলিনীর প্রায় যুগল আঁখির, জলে ভাসিল রাণী।
হৃদয়ের সুধাকরে, দিল বলরামের করে,
রাণী সমর্পণ করে, বলে দহে পরাণী॥ ৬০
নানা শত্রু বনচর, তায় কুবংশ কংসের চর,
নয়নের অগোচর, করোনা গোপালে।
প্রচণ্ড উঠিলে রবি, নিকটে রেখ সুরভী,
গোপালকে লয়ে রবি, তরুবর-তলে॥ ৬১
তোরই ভরসা সমুদায়, বলে কৃষ্ণ দিয়ে বিদায়,
প্রণাম করে যশোদায় চলে সর্ব্ব জনে।
মণ্ডলী রাখালগণ, মাঝে নন্দের নন্দন,
নৃত্য করি নিত্যধন, যান গোধন-সনে॥ ৬২

* * *

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে কণ্টক-বিদ্ধ।

ত্যজে গোধন-মণ্ডলী, এক চঞ্চল ধবলী,
গহন বন যায় চলি, ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি।
অমনি গোলোকের প্রধান, অশেষ গুণ-সন্নিধান,
গাভী ফিরাইতে যান, যষ্টি হস্তে করি॥ ৬৩
কুপথে চরণ-পদ্ম, দিতে চরণ হলো বদ্ধ,
ঊর্দ্ধ করি করপদ্ম, ডাকেন রাখালে।

ভাই রে! পড়েছি বিপদে, কণ্টক বিঁধিল পদে,
আজি বিপদ পদে পদে, কাঁদি যাত্রা-ফলে॥ ৬৪
ছিদাম গিয়ে দ্রুতপায়, পায়ে কণ্টক দেখ্‌তে পায়,
হৃদে ব্রহ্মজ্ঞান পায়, পদ-দরশনে।
কহিছে চরণ ধরি, কেমনে কণ্টক বারি করি,
এতো শরণ লয়েছে চরণে॥ ৬৫
এ পদে ভুবনের সব, শরণ লয় হে কেশব!
জগতেরি উৎসব, প্রবেশিতে ঐ পায়।
তুমি বেদনা বল পদে, ভুবন প'ড়ে বিপদে,
লয় শরণ পদে পদে,—জীবের ঐ পদ উপায়॥ ৬৬

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কানাই রে! তুই নস্ মানুষ।
জ্ঞান হয় রে তুই পরম পুরুষ॥
তুই যদি মানুষ রে কেশব, কোথা পেলি চিহ্ন এ সব,
ভৃগুমুনির পদ, পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ॥
দাশরথির চক্ষে বারি, কেন রে বিপদ-নিবারি।
তোর মায়া ভাই বুঝিতে নারি, তুই বিষ কি পীযূষ॥(জ)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও কালীয় দমন।

তৃতীয়।

গোষ্ঠে যাইবার জন্য রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন।

ভূভার-হরণ জন্য, গোলোকধাম করি শূন্য,
হয়ে অবতীর্ণ ব্রজধামে।
ত্রেতার নাশিতে কষ্ট, দুরদৃষ্টহারী কৃষ্ণ,
হ'য়ে কনিষ্ঠ করেন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলরামে॥ ১
সদা বলরামের আজ্ঞাকারী, গোকুলের হিতকারী,
অন্য কার নন অনুগত।
বৃদ্ধি হন নন্দালয়ে, গোপাল গো-পাল লয়ে,
ব্রজরাখাল সঙ্গে লয়ে, লীলা করেন কত॥ ২
ভবদুঃখ-নিবারণ, করেন দুঃখ নিবারণ,
গোপ-গোপিনী গণের।
সঙ্গে সঙ্গে দাদা রাম, গোষ্ঠে ভ্রমেন অবিরাম,
রাখালমাঝে ঘনশ্যাম, নাই কষ্ট মনের॥ ৩
যে রূপে কালীয়দমন, করিলেন শমন-দমন,
শ্রবণ কর শ্রবণ-কুহরে।
এক দিন রাখালগণে, প্রত্যূষে নন্দাঙ্গনে,
ডাক্‌চে তারা ঘনে ঘনে, ঘন-বরণেরে॥ ৪

শ্রীদাম ডাকিছে হয়ে কাতর, একি ভাই নিদ্রে তোর,
হয়েছে যে গোষ্ঠে যাবার বেলা।
ধেনু আছে সব উৰ্দ্ধমুখে, না শুনে বেণু ও চাঁদমুখে,
উঠ্ ভাই কেন করিস্ আর ছলা॥ ৫
আর কি নিদ্রায় রবি, মস্তকে উঠেছে রবি,
তুই যদি ভাই রবি অমন করে।
দাও নাই সুধালে কথার উত্তর, পূৰ্ব্বপশ্চিম দক্ষিণউত্তর,
জ্ঞান নাই যাদের, তাদের সঙ্গে কি এমন করে॥৬

ললিত—ঝাঁপতাল।

আয় রে গোষ্ঠে যাই রে কানাই!
গগনে উঠেছে ভানু।
চঞ্চল চরণে চল, ভাই! চঞ্চল হয়েছে ধেনু॥
অঞ্চল ছাড়িয়ে মায়ের, শিরে পর মোহন চূড়া,
মুরলীধর! মুরলী ধর, কটিতে পর পীত ধড়া,
অলকা তিলক অঙ্গে পর নীলতনু॥ (ক)

হেথায়, নিদ্রা ভাঙ্গি যশোদার, গমন যথা বহির্দ্বার,
শতধার নয়নযুগলে।

হৃদয়ে হয়ে কাতরা, বলে আজ গোষ্ঠে যা বাপ্ তোরা,
রেখে আজ গো-পালে ॥ ৭
আমি যদি সে কথা স্মরিরে, বল্ থাকে না শরীরে,
মরি মরি মরি রে বাছা! গত নিশির শেষে।
তা কর্‌তে নারি উচ্চারণ, কায নাই আমার গোচারণ,
এমন সময় শ্যামবরণ রাণীর কাছে এসে ॥ ৮
হয়ে অতি চঞ্চল, মায়ের ধরি অঞ্চল,
আঁখি দুটি ছল ছল, কমল-কর পাতিয়ে।
ঘন ঘন চান্ নবনী, আঁখি-নীরে ভাসে অবনী,
নিরখিয়ে চিন্তামণি, মায়ায় ভুলান মায়ে ॥ ৯
যার মায়ায় সংসার ভুলে, ভব সদা রন বিহ্বলে,
বাধ্য হয়ে আছেন পদ্মযোনি।
মুগ্ধ এতে সুরমণি, যোগী ঋষি শুক মুনি,
কত মুগ্ধ হয়েছিলেন নারদ মুনি, যিনি ॥ ১০
তদন্তর শুন শ্রবণে, কোলে লয়ে ভুবন-জীবনে,
রাণী গিয়ে ভবনেতে উঠে।
অঞ্চলে জল মুছায়ে আঁখির, করে দিয়ে সর ক্ষীর,
পীতধড়া পরায় কটিতটে ॥ ১১
কিবা সাজিছেন ভুবনের চূড়া, করে বাঁশী শিরে চূড়া,
কদম্ব-মঞ্জরী কর্ণে গলে বনমালা।

ভৃত্য যার ত্রিপুরে, শোভা পায় পায় নূপুরে,
আসিয়ে হরি ব্রজপুরে, রূপে করেছে আলা ॥ ১২
যেখানে শ্রীদামাদি রাখালসব,মধ্যে আসি দাঁড়ান কেশব,
গোপাল সব গোপাল নিরখিয়ে।
উর্দ্ধমুখে করিছে ধ্বনি, এমন সময় এক দ্বিজরমণী,
নিরখিয়ে চিন্তামণি, কয় ইষ্ট ভাবে ॥ ১৩

আলেয়া—একতালা।

মরি কি শোভা কালবরণ!
জিনি নীলকান্ত মণি, ও নীলকান্তমণি,
সুরমণির শিরোমণি চিন্তামণি,—
হরের রমণী ভাবেন যায় চিন্তামণির শ্রীচরণ ॥
অলকা তিলকাযুক্ত জলদকায়,
ভক্তগণ মাঝে যেরূপ ব্যক্ত পায়,
ভেবে ভেবে জীবে পায় মুক্ত কায়,
হয় স্বকায় স্বর্গে গমন ॥ (খ)

এইরূপ দ্বিজ-রমণী, বলে ইষ্ট ভাবে,—রাণী,
বাৎসল্য ভাবেতে কত বলে।

তুমি মুনির মনোরমা, আশীর্ব্বাদ কর গো মা,
গোষ্ঠে গোপাল লয়ে যায় গো-পালে ॥ ১৩
যেন বিপদ ঘটে না আমার, শুনে না কথা অবোধ কুমার,
পদধূলি দাঁও তোমার, দাসীপুত্র-শিরে।
রাণী এইরূপ মিনতি ভাষে, আর নয়ন-জলে ভাসে,
কৃষ্ণের প্রতি কাতর ভাষে, দিল রাখি বন্ধন করে ॥ ১৫
হরি যান গোষ্ঠে বাজায়ে বেণু, ভানু-কন্যের তীরে কানু,
লয়ে ধেনু রাখালগণ সঙ্গে।
ছিদামাদি রাখাল সব, বেষ্টিত তার মধ্যে কেশব,
নাচে গায় আছে রঙ্গে ভঙ্গে ॥ ১৬

* * *

কৃষ্ণবিরহে-কাতরা শ্রীরাধিকাকে কুটিলার ভৎ'সনা :

হেথায় শুনে রব বাঁশরীর, মত্ত মন-কিশোরীর,
অবশে আবেশ শরীর, শ্যাম-শরীর নিরখিতে।
ডাকেন কোথা আয় লো বৃন্দে, পরিহরি কুল-নিন্দে,
যান হেরিতে প্রাণ-গোবিন্দে, পারেন না গৃহে থাকিতে ॥
অমনি হেরিয়ে কুটিলের মুখ, মলিন হল চন্দ্রমুখ,
বলেন হরি আমায় বৈমুখ, করি অধোমুখ মহীতে।
কুটিলে কয় করি দুর্ম্মুখ, ধিক্ লো ধিক্ কালামুখ,
হলো না দেখা কালার মুখ, যেতেছিলি হয়ে মোহিতে ॥

কেন করে রয়েছিস্ অধোমুখ; দিয়ে করে অধোমুখ,
ইচ্ছা হয় না দেখাই মুখ, পারিনে আর সহিতে।
শুনে কালার বাঁশীর রব, ত্যজিয়ে কুল-গৌরব,
কলঙ্কের সৌরভ, ধরে না আর মহীতে॥ ১৯
শুনি সুর-নর-বন্দিনী, কহিছেন রাই বিনোদিনী,
কলঙ্কী কও ননদিনি! এতে কি কলঙ্ক।
চিন্‌বি কেন ও পাপ চক্ষে, হরের বক্ষের ধন কমলাক্ষে,
সাধ করি সদা হেরিতে চক্ষে, শ্যামশশী অকলঙ্ক॥ ২০
কত অসাধ্য সাধন, করেছেন কৃষ্ণধন,
করাঙ্গুলে গোবর্দ্ধন, ধরে কোন বালকে।
দেখেছ কোথাকায় শিশুরে, অঘা বকা বৎসাসুরে,
পুতনায় বিনাশ করে, কার শিশু ভূলোকে॥ ২১
হরিরে সামান্য গণে, ধরায় সামান্যগণে,
মুণিগণে ঐ চরণ আরাধে।
ব্রহ্মা সদা ব্রহ্মভাবে, মোক্ষ হয় সখ্যভাবে,
যে বৈরিভাব ভাবে, ভবে সেই পড়ে অপরাধে॥ ২২

সিন্ধু ভৈরবী—জৎ।

না ভাবনা করিলে সখি, লাভ হবে না কৃষ্ণধন।
ভাবনা করিলে ভবে, ভাবনা হবে বারণ॥

ত্যজনা রে অনিত্য ধন, পেয়ে ত্যজনা ও নিত্যধন,
ভজ না যে রাখে গোধন, যে করে ধরে গোবর্দ্ধন,
যে চরণ সাদরে বলি, শিরে করে ধারণ ॥ (গ)

শুনে রাধার বোল, কুটিলে বলে,
ঐ বুঝি সেই হরি।
তোদের প্রেমে মজে, এসেছেন ব্রজে
গোকুল পরিহরি ॥ ২৩
যারে চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে স্তুতি পাঠ করে।
ত্যজিয়ে গোলোকে, আসি সে ভূলোকে,
অপকীর্ত্তি করে ॥ ২৪
অনন্ত ফণীতে সুরমুনিতে, করে যাঁর আরাধ্য।
আসি অবনীতে নবনীতে কি হয়ে থাকেন বাধ্য ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী বাক্‌বাণী ঘরে যাঁর দুই নারী।
সেই হরি কি পর-বনিতে কখন করে চুরি ॥ ২৬
ত্রিনেত্র ত্রিনেত্র মুদে যাঁরে সাধন করে।
সেও কখন্ গোপ-বনিতের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ॥ ২৭
সুরাসুর নর কিন্নরের তিনি যদি শ্রেষ্ঠ।
ইষ্ট হলে তিনি কখন খান রাখালের উচ্ছিষ্ট ॥ ২৮

নন্দের বাধা বয় লো রাধা কি পোড়া অদৃষ্ট।
যিনি গোলোকে, তাকে ত্রিলোকে,
বল্ কে করে দৃষ্ট॥ ২৯
তিনি যোগীর অদর্শন, করে সুদর্শন,
আসন গরুড়-পৃষ্ঠ।
এ নবনীর তরে, ঘুরে ঘুরে মরে কি পাপিষ্ঠ॥ ৩০
তারে পায় না দেবে, মহাদেবে মূলের লিখন স্পষ্ট।
তাই কালামুখি! কালাকে ভেবে ধর্ম্ম কর্লি নষ্ট॥ ৩১
জ্ঞানীর বচন মিথ্যা নয়, শুনা আছে স্পষ্ট।
যার সঙ্গে যার মজে মন, সেই তার ইষ্ট॥ ৩২

আলিয়া—কাওয়ালী।

শুনি কি কলঙ্ক গোকুলে ধনি।
ধিক্ ধিক্ লো বৃকভানু-নন্দিনি!
লয়ে সাজিয়ে সঙ্গে রঙ্গে যত সঙ্গিনী॥
ছলে কালিন্দীর কুলে কুল হারালি গিয়ে,—
শুনি সে কালার বংশীর ধ্বনি,—
কুলাঙ্গনা অঙ্গনে না কর বাস, রাখাল সঙ্গে বনে বাস,
পূজা করিবারে কালী, গিয়ে মাখ্‌লি কুলে কালী,
বসন হরি, হরি, করিল উলঙ্গিনী॥ (থ)

শুনি বৃকভানু-নন্দিনী, সুরবর-বন্দিনী,
বলেন ওলো ননদিনি! ধিক্ লো ধিক্ তোকে!
সাধে কি লো নিন্দে কিনি, জন্মে যাতে মন্দাকিনী,
রেখেছি সেই চরণ কিনি, হৃদয়-পদ্মোপরে॥ ৩৩
কাজ কি আমার গোকুল, কাজ কি আমার গো কুল!
আমি ত সঁপেছি কুল, অকুল কাণ্ডারীর করে।
হরি যারে প্রতিকূল, আর তার প্রতি কূল,—
কে দেয় হয়ে অনুকূল, এ তিন সংসারে॥ ৩৪
তুই ভাবিস বিষ-স্বরূপ, তিনি ঐ বিশ্বরূপ,
তাই শ্যামের বিষস্বরূপ, হয়ে রৈলি ব্রজে।
অতুল্য ধন ত্যাগ করিলি, হলাহল পান করিলি,
স্বধাভাণ্ড ত্যজে॥ ৩৫
রাধা যত বলে শ্যামের গুণ, শুনে কুটিলে জ্বলে দ্বিগুণ,
অগ্নি হয় শত গুণ, যেন পাইয়ে আহুতি।
হেথায় গোষ্ঠে গোকুল-চন্দ্র, পদনখে শোভে চন্দ্র,
ভালে চন্দ্র সদা করে স্তুতি॥ ৩৬
বিধির হৃদির ধন, অরুণ-তনয়া-তটে গোধন,—
বেষ্টিত রাখালগণ সব।
যার তত্ত্ব পায়না মূলে মূলে, বাঁশী বাজান দাঁড়িয়ে তরুমূলে
শুনে রব শ্রুতি-মূলে, মত্ত গোপিকা সব॥ ৩৭

কেহ বলে সই! চল চল, মন হয়েছে চঞ্চল,
চঞ্চল সব চঞ্চলার প্রায়।
কুম্ভ কক্ষে যায় আনিতে বারি, আঁখিতে বহে প্রেম-বারি,
মন উতলা সবারি, পরস্পর কয়॥ ৩৮

খাম্বাজ—ষৎ।

বাঁশীর রব শুনে কানে, মন কেনে সই এমন করে।
রাখিতে পীতবাসে সদা বাসে অন্তরে॥
বাসে বাস পরিহরি, সাধ করি হেরিতে হরি,
জীবন যৌবন কুল শীল, সঁপি শ্যামের কমল করে॥ (ঙ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনে ব্রজরমণীগণের কথাবার্ত্তা।

তখন পরস্পর কলসী কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে,
কমলার ধন কমলাক্ষে, নিরখিয়ে সবে বলে।
আহা মরি সজনি! নির্জ্জনেতে পদ্মযোনি,
সৃজন ক'রে রূপ-খানি, পাঠালে ধরাতলে॥ ৩৯
কুল শীল সমুদয়, সমর্পণ করি দয়,
যদি হরি হন সদয়, উদয় হ'য়ে হৃদে।
ঘুচ্‌বে মনের অন্ধকার, হবে দেহ নির্ব্বিকার,
দাসী হব শ্রীপদে॥ ৪০

কি করিবে মোর পতি, পাই যদি ঐ জগৎপতি,
পতিসহ বাস বাসনা নাই।
ননদিনীর বিষম রাগ, গুরু জনায় কাছে বিরাগ,—
করে সেই দেখি সর্ব্বদাই॥ ৪১
ভাল কি করিতে পারে তারা, তারানাথের নয়ন-তারা,—
নয়নেতে করিব অঞ্জন।
ঐ ভুবনের কণ্ঠহার, রাখ্‌ব ক'রে কণ্ঠহার,
স্মরণ নিলে চরণে উহার, বিপদ ভঞ্জন॥ ৪২
শুনিয়াছি মুনিরমণী-মুখে, স্তব কয়েন চতুর্ম্মুখে,
পঞ্চমুখে ভব গুণ গান।
হরির নাম-শ্রবণে জন্মে সুখ, সাধন করেন নারদ শুক,
অন্যে কি জানিবে তত্ব, যার বেদে নাই সন্ধান॥ ৪৩
উনি ত ত্রৈলোক্যপতি, ঐ হতে সকল উৎপত্তি,—
দিবাপতি নিশাপতি, সুরপতি আদি।
পাতালাদি মর্ত্ত স্বর্গ, কর্ম্ম কার্য্য যাগ যজ্ঞ,
সার অসার উনিই বেদ বিধি॥ ৪৪
মুনিগণে পায় না অন্ত, পাতালে উনি অনন্ত,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক লোমকূপে যার।
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, করিতে সুর নরে নিষ্কৃতি,
হ'য়ে হরি নরাকৃতি, হয়েন ভূভার॥ ৪৫

আলিয়া—একতালা।

শ্যামের তুলনা ধন কি ভবে পায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, ভাবেন পশুপতি,
স্তুতি ক'রে যারে পায় না প্রজাপতি,
ভাবেন সুরপতি দিবাপতি,—
গঙ্গা উৎপত্তি যার পায়॥
নির্ব্বিকার নিত্য বস্তু নিরঞ্জন, রমণীরঞ্জন বিপদভঞ্জন,
দাশরথির হয় গমন বারণ, অন্তে শমন-দায়। (চ)

ভাসে এইরূপ রমণীগণে, লয়ে জল যায় অঙ্গনে,
কেহ মনে বিষাদ গণে, ল'য়ে কুম্ভ কক্ষে।
গন দৃষ্ট আগে পাছে, জটিলে আসি জুটে পাছে,
যায় যায় চায় পাছে, বহে ধারা চক্ষে॥ ৪৬
আবার কেঁদে কহিছে এক নারী,
দিদি লো! গৃহে যেতে নারি,
জেতে নারী করে দিয়েছেন বিধি।
নৈলে কি ফিরে হয় যেতে, পাছে রহিত করে জেতে,
জেতের একটা আছে কেমন বিধি। ৪৭

আবার কেহ বলে কায কি জেতে,
কেবল নিন্দে করে নীচ জেতে,
আমি তো সই! যেতে নারি বাসে॥
ভবে যত সামান্য, শ্যামে ভাবে সামান্য,
তারা না করিলে মান্য, অমান্যটা কিসে॥ ৪৮

* * *

ব্রজ রাখালগণ ও গো-বৎসগণের কালীদহের বিষ-জল পান;—
সকলেই জ্ঞানশূন্য।

হেথা শ্রবণ কর তদুত্তরে, হরি নিবিড় বনান্তরে,
করিলেন গমন।
আশ্চর্য্য চমৎকার, মায়া বুঝে সাধ্য কার,
নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন॥ ৪৯
এখানে শ্রীদাম আদি রাখাল সব, গোপালের গো-পাল সব,
হারা হ'য়ে কেশব, চারণ করে গোঠে।
গগনে দুই প্রহর বেলা, করিতে করিতে খেলা,
উপনীত কালীদহের তটে॥ ৫০
পিপাসায় দগ্ধ জীবন, সম্মুখে হেরিয়ে জীবন,
গোবৎস রাখালগণ জীবন পান করে।
পান করি বিষ-বারি, নয়নে বারি অনিবারি,
জ্ঞান শূন্য সবারি, পড়ে ধরাপরে॥ ৫১

শ্রীদাম করি উচ্চৈঃস্বর, ডাকে কোথা হে ব্রজেশ্বর,
প্রাণ যায় ভাই! রক্ষে কর, কালীদহের কুলে।
কোথা রহিলে শ্রীহরি! নিদান কালে আসিয়ে হরি,
দেখা দে, তোয় নয়নে হেরি, মরি আমরা সকলে॥ ৫২

খাম্বাজ—ঠেকা।

কানাই! আর নাই সখা তো বিনে।
কারে জানাই, জীবন যায় ভাই! কালীয়-বিষ-জীবনে।
পিপাসায় পান ক'রে জীবন, জ্বলে হৃদয়, ওরে নিদয়!
দয় কেমন জীবন,—
একবার দেখা দেরে ব্রজের জীবন!
আজ বুঝি মরি জীবনে॥
সদা তোয় রাখি অন্তরে,
বংশিধারি! রাখ্‌তে নারি তোরে অন্তরে,—
তুই রৈলি ভাই! বনান্তরে, প্রাণান্ত রে বিপিনে॥ (ছ)

শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে ব্রজরাখালগণের চৈতন্য-লাভ।

তখন শ্রীদামাদি রাখাল সব, কেঁদে বলে কোথা কেশব!
ক্রমে ক্রমে সবে শব, হলো ধরা-শয়ন।

হেথায় অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণ-বিশিষ্ট,
পুরাইতে মনোভীষ্ট, আসি নারায়ণ॥ ৫৩
দেখেন, দেহ মাত্র, হারায়ে চেতন,—
রাখাল গোধন ধুলায় পতন,
ত্বরায় করিতে চেতন, চৈতন্যরূপ হরি।
ছিল সবাকার শবাকার, স্পর্শমাত্র নির্ব্বিকার,
চেতন হয় সবারি॥ ৫৪
সুবল বলেন শ্রীহরি! কোথায় ছিলে ক'রে শ্রীহরি,
আমরা জীবন পরিহরি, না হেরে তোমারে।
পিপাসায় পান করিয়ে জীবন,ত্যজিতেছিলাম ভাই! জীবন,
দিলে জীবন, আমা সবাকারে॥ ৫৫
সাধে কি তোমার গুণ গাই, বাঁচাইলে বৎস গাই,
আমরা ত ভাই! সবাই জ্বরেছিলাম বিষ-জলে।
নৈলে কেন তোয় সাধিব, নবনী ক্ষীর সর বাঁধিব,
মিষ্ট লাগিলেই তুলে দিব, শ্রীমুখমণ্ডলে॥ ৫৬

* * *

কালীয়-দমনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কালীদহের জলে ঝম্পপ্রদান।

কৃষ্ণ-হারা ব্রজরাখাল ও নন্দ প্রভৃতির খেদ।

শুনি হাস্য করি শমনদমন, কিছু দূর করিয়ে গমন,
করিতে কালীয়দমন, কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়ে।

করি বৃক্ষে আরোহণ, লম্ফ দিয়ে অবগাহন,
প্রবেশ হন জলদবরণ, জলমধ্যে গিয়ে ॥ ৫৭
হলেন জলে মগ্ন জলদ-কায়, হেরিয়ে রাখাল কাঁদিয়ে কয়,
আমা সবায় বাঁচালি তবে কেনে।
ভাই! কি দুখে ডুবিলি নীরে,সুধালে কি কব আজ জননীরে
ভাসে সব নয়ন-নীরে, প'ড়ে ধরাসনে ॥ ৫৮
বক্ষ ভাসে নয়ন-জলে, ঝাঁপ দিতে কেহ যায় জলে,
কেহ কুলে, কেহ জলে, উন্মাদের প্রায় হ'য়ে।
ছিদাম দেখি বিষম দায়, দিতে সম্বাদ যশোদায়,
হইয়ে নিদয়-হৃদয়, কহিছে কাঁদিয়ে ॥ ৫৯
ভাসে দুটি আঁখি জলে, বলে, কালীদহের বিষজলে,
ডুবেছে,—উঠিতে দেখি নাই।
সে জল করিয়ে পান, আমরা ত্যজেছিলাম প্রাণ,
দান দিয়ে সকলের প্রাণ, ডুবিল কানাই ॥ ৬০
শুনি বজ্রসম ছিদামের বাণী, জ্ঞান-শূন্য হতবাণী,
হারায়ে রাণী চেতন, অমনি পতন ধূলে।
হেথায় বাথানে ছিলেন নন্দ, শুনে জলে মগ্ন শ্রীগোবিন্দ,
নির্ঘাত আঘাত করেন ভালে ॥ ৬১
আঁখিতে পথ দেখ্‌তে না পায়, ভাবে মনে নিরুপায়,
কি উপায় করি হে এক্ষণে।

ভাসে দুইটী নয়ন-তারা, বলে, মা কোথা রৈলি তারা!
দিয়ে অন্ধে নয়ন-তারা, হরিয়ে নিলি কেনে ॥ ৬২

খট্ ভৈরবী—একতালা।

কোথায় তারিণি! বিপদহারিণি!
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে।
ক'রে তোমায় সাধন, পেয়েছিলাম যে ধন,
কৃষ্ণ-ধন অমূল্য রতন, সে ধন নিধন হলো,—
কি ধন আছে ত্রৈলোক্যে ॥
আর কি অর্থ আমার আছে,
বল মা! সে বিনে,—
অমূল্য ধন রাজত্ব কি সাজে,
কৃপা করি দে মা সে নীলসরোজে,
ও চরণ-সরোজে দাসের এই ভিক্ষে ॥
দাশরথি বলে, ওহে অবোধ নন্দ!
ত্যজ নিরানন্দ, পাবে শ্রীগোবিন্দ,
কর্‌লেন বিজয় নিরানন্দ, সদানন্দ,
সদানন্দে যে ধন রাখিয়ে বক্ষে ॥ (জ)

হেথা চেতন পেয়ে নন্দ রাণী, ত্যজিবারে পরাণী,
যায় সঙ্গে রোহিণী, প্রতিবাসিনী সকলে।
শিরে শত বজ্রাঘাত, বক্ষে করে করাঘাত,
নির্ঘাত আঘাত করে কপালে॥ ৬৩
বিদীর্ণ হতেছে হৃদয়, নন্দরাণী কালীদয়,—
তটে উদয় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদে।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়ে নন্দ, বলরাম সহ উপানন্দ,
বলে, দেখা দে রে প্রাণগোবিন্দ! আঘাত করে কয় হৃদে
পতিত নন্দ ধরাতলে, কেবা তারে ধ'রে তোলে,
কেহ কালীদহের জলে, ঝাঁপ দিতে যায়।
কেউ কাঁদিছে উচ্চৈঃস্বরে, ডাকিয়ে গোকুলেশ্বরে,
কেউ বা গিয়ে গোপেশ্বরে, ধরিয়ে বুঝায়॥ ৬৫
চেতন নাই নন্দরাণীর, কেবল নয়নে বহিছে নীর,
রাম-জননী রোহিণীর জ্ঞান মাত্র নাই।
রাখাল কাঁদে অধোমুখে, গোধন ডাকে উৰ্দ্ধমুখে,
গোপীগণ কাঁদে মুখে মুখে, কাঁদিছেন বলাই॥ ৬৬

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কালীদহে ডুবিয়াছেন শুনিয়া কুটিলার আনন্দ।

হরি ডুবেছেন কালীদয়, শুনে কুটিলের প্রফুল্ল হৃদয়,
জটিলেরে হেসে হেসে বলে।

ঘুচালেন বিধি মনস্তাপ, দূর হলো গোকুলের পাপ,
কালামুখ কালা ডুবেছে জলে ॥ ৬৭
কি আমোদ এসে জুট্‌লো, আহ্লাদে পেট ফেটে উঠ্‌লো,
আহ্লাদ ধরে না মা ! আর অঙ্গে।
এত আহ্লাদ কোথায় ছিল,আহ্লাদে গা শিউরে উঠ্‌লো,
আহ্লাদ ঘুরিছে সঙ্গে সঙ্গে ॥ ৬৮
আহ্লাদে প্রাণ কেমন করে, এত আহ্লাদ কৈব কারে,
যশোদা মাগির গৌরব ঘুচে গেল।
বলা যায় কি দুঃখের কথা, নন্দ গাঁয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা,
দই বেচে যার মাথায় টাক হলো ॥ ৬৯
এইরূপ মায়ে ঝিয়ে, হাসে আহ্লাদে মজিয়ে,
হেথায় শুন কালীদহের কূলে।
ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে বলরাম, নয়নে বারি অবিরাম,
ঘন শ্যাম কোথা আয় ভাই ব'লে ॥ ৭০

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

কানাই ! আয় ভাই তুই কি জলে হারালি চৈতন্য।
ও শ্যামরায়, আসি ত্বরায়, দেখ না ধরায় অচৈতন্য ॥

ও প্রাণ! কেশব! সখা যে সব,
সে সব শব, তোমা ভিন্ন ;—
কাঁদে ধেনু, রে নীলতনু : মধুর বেণু নীরব-জন্য ॥
গোপিনীরে দুঃখ-নীরে, ডুবালি ডুবিয়ে নীরে,
ভাসে নয়ন-নীরে, তারা না জানে আর অন্য ॥ (ঝ)

কালীয়-শিরে শ্রীহরির চরণ প্রদান,—কালীয়-দমন।

হেথায় দর্পহারী হরি, কালীয়ের দর্প হরি,
চরণ প্রদান করি শ্রীহরি, কালীয়ের শিরে।
তুষ্ট হ'য়ে পীতাম্বর, ভুজঙ্গেরে দিলেন বর,
দয়াময় দয়া প্রকাশ ক'রে ॥ ৭১
যে চরণ অভিলাষে, মহাকাল কৈলাসে,
দৃষ্ট মুদে সদা অচেতন।
প্রজাপতি সুরপতি, দিবাপতি নিশাপতি,
গঙ্গা-উৎপত্তি এমন চরণ ॥ ৭২
যে চরণ পাবার লাগি, শুক নারদ প্রভৃতি যোগী,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে সনকাদি।
করে তারা আরাধন, তবু হয় না যোগসাধন,
যুগে যুগে থাকি নয়ন মুদি ॥ ৭৩

যে পদ বলি শিরে ধরিল, পাষাণ মানবী হলো,
কাষ্ঠতরী হলো স্বর্ণময়।
আহা মরি কিবা পুণ্য, ধন্য কালীয় ধন্য ধন্য,
সে চরণ অনায়াসে মাথায় লয়॥ ৭৪
ছিল কালীদহের বিষবারি, সে বারি বিপদ-বারি,
অমৃতকুণ্ডের বারি, তুল্য করি যান।
কালীদহের বিষ হরি, ল'য়ে সব বিষহরি,
তথা হৈতে শ্রীহরি, করেন কৃপানিদান॥ ৭৫
ক্রমেতে ভুবনের চূড়া, জল হৈতে দেখান চূড়া,
কটিতে বেড়া পীতধড়া, গলে বনমালা।
আসি দাঁড়াইলেন শ্রীহরি, সকলের দুঃখ হরি,
রাখাল মাঝে গোষ্ঠবিহারী, রূপে ভুবন আলা॥ ৭৬

* * *

যশোদার কোলে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম।

দেখে যশোদা আসি প্রাণ বিকলে, শ্রীকৃষ্ণ লইয়ে কোলে,
চুম্ব দেন বদন-কমলে, নয়ন-জলে ভাসি।
আবার দক্ষিণ কক্ষে বলরাম, বাম কক্ষে ঘনশ্যাম,
হলো দুঃখের বিরাম, আনন্দ-উদয় আসি॥ ৭৭

———

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

শ্যাম জলদবরণ বামে, রাম রজত-গিরি দক্ষিণে।
দেখে যশোদা যুগল কক্ষে, যুগল-রূপ যুগল নয়নে॥
পদতলে তরুণ অরুণ কিবা শোভা করে,
নখরে পতিত কোটি কোটি সুধাকরে,
ঐ রূপ হেরিতে সাধ ত্রিলোচনে॥
দাশরথি কুমতি অতি, কি হবে তার ভবে গতি,—
সঙ্গতি ও ধন বিনে,—
তায় হয় কি দৃষ্ট, রামকৃষ্ণ—
যুগল রূপ যুগল নয়নে॥ (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ।

চতুর্থ।

যোগমায়ার তিরোধান ; তাঁহার অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধারণ।

শ্রবণে পবিত্র চিত, বেদব্যাস-সুরচিত,
কৃষ্ণলীলা সুধার সমান।
বৈকুণ্ঠ করিয়ে শূন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দেবকীর গর্ভে ভগবান ॥ ১

মতান্তরে আছে বাণী, যশোদার গর্ভে ভবানী,
আর গোলকপতি জনমিল।
বসু,—শিশু লয়ে কোলে, নন্দালয়ে যান যে কালে,
উভয় তনু একত্র মিশিল ॥ ২

কেমন ভগবৎ-মায়া, কোলে ল'য়ে যোগমায়া,
যশোদার কোলে সঁপে শিশু।
তারায় লয়ে ত্বরায়, ক্ষণমধ্যে মথুরায়,—
দেবকীর কোলে দেবীকে দেন আশু ॥ ৩

কংস পেয়ে সমাচার, আসি দুষ্ট দুরাচার,
মনে বিচার না করে পাপিষ্ঠ।
দেবকীর নয়ন ভাসে, কংস ভাষে কটু ভাষে,
হাস্রে আর বলে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ॥ ৪

করী যেমন মদমত্ত, তেম্নি কংস উন্মত্ত,—
হ'য়ে তত্ত্বহীন দুরাচার।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পায়, অনায়াসে ধরি সে পায়,
ক্রোধে করে ভূধরে প্রহার॥ ৫
সেই যোগে যোগমায়া, প্রকাশ করিয়ে মায়া,
শূন্যে উঠে হন অষ্টভুজা।
আসি যত দেবদলে, দুর্গা-পদাম্বুজদলে,
গঙ্গাজল বিল্বদলে, করিলেন কত পূজা॥ ৬
কংসের ধ্বংসের বাণী, অন্তর্ধ্যান ভবানী,
হেথায় শুন গোকুলে যে আনন্দ।
যশোদার দেখে পুত্র-প্রসব, ব্রজের বসতি সব,
করিতেছে উৎসব, হয়ে চিত্তানন্দ॥ ৭

ললিত—একতালা।

কিবা চিত্তানন্দময়, নেত্রে নিত্যময়, হেরিলাম বৃন্দারণ্যে।
ত্যজে কৈলাস-বাস, শ্মশান-বাসে বাস,
করেন দিগ্‌বাস, যে পদ পাবার জন্যে॥
যে নামে তরিল অজামিল প্রভৃতি,
যে পদ হৃদয়ে ভাবেন প্রজাপতি,

জীবনরূপিণী গঙ্গা উৎপত্তি,—
যে পদ অভিলাষে, শুক নারদ সনকাদি ভ্রমেন অরণ্যে ॥
যুগল শ্রুতি শোভে মকর-কুণ্ডলে,
দিতে যার উপমা না হয় ভূমণ্ডলে,
শ্রীমুখমণ্ডলে—স্তন দেয় রে,—
যশোমতী পুণ্যবতী ধরায় ধন্যে ॥ (ক)

শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইয়া, নন্দের উৎসব-অনুষ্ঠান।

বক্ষে করি সচ্চিদানন্দ, নন্দ হয় চিত্তানন্দ,
উপানন্দ প্রভৃতি গোকুলবাসী।
গায়ক বাদকগণ, আসিতেছে অগণন,
নর্ত্তকীরে নৃত্য করে আসি ॥ ৮
শঙ্করারাধ্য ধন, দেখিতে যত তপোধন,
নন্দের ভবনে এসেন কত।
পেয়ে বাঞ্ছাকল্পতরু, নন্দ হয়ে কল্পতরু,
আনন্দে বিলায় ধন গোধন শত শত ॥ ৯
ব্রজের কুলাঙ্গনাগণে, দেখিতে নন্দের অঙ্গনে,
আসি রূপ হেরে মোহিত হয়।
জটিলে জুটিয়ে তথা, মৌখিকে কয় কত কথা,
হাসে-ভাষে মনোগত তার নয় ॥ ১০

হেরিবারে চিন্তামণি, আসিয়ে যত মুনি-রমণী,
নীলমণিকে কোলে করি দাও, বলে।
যশোদা কয় দ্বিজকন্যে! দাসী-পুত্র লবার জন্যে,
এত দৈন্যে কেন মা! সকলে ॥ ১১
অশৌচান্তে হব পবিত্র, এখন আছি অপবিত্র,
মাসান্তে হব চিত্তশুদ্ধ।
অপরাধ কর মা! ক্ষমা, তোমরা মুনির মনোরমা,
কেমনে কোলে দিব গো মা! প্রসব হলাম অদ্য ॥ ১২
এ যোগ্য নয় মা! ও কোলের, পদধূলি সকলের,
দিয়ে আশীষ কর মোর বাছারে।
শুনি মুনিগণের মনোরমা, বলে, যে ধন পেয়েছ মা!
ভবাদি আরাধন করেন ওরে। ১৩

অহংভৈরবী—একতালা।

কারে বল অপবিত্র, ত্রিলোক পবিত্র,
যে পবিত্র পুত্র পেয়েছ কোলে।
ওর গুণ বেদে আছে শোনা, রাণী গো! কাষ্ঠতরি সোনা
পদসরোজে মানব হলো শিলে ॥
ওগো! ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র, রবি চন্দ্র ইন্দ্র,
আশ্রিত ও চরণ-যুগলে,—

ও পদ ধরিয়ে ত্রিনেত্র, মুদিয়ে ত্রিনেত্র,
পবিত্র হলো রেখে হৃদকমলে ॥
যার ব্রহ্মাণ্ড উদরে, তারে ধ'রে উদরে,
ধন্য হলে রাণী এই ভূতলে,—
তোর পুত্র স্মরণ মাত্র, জয়ী রবির পুত্র,—
হয়ে যায় ভবে জীব সকলে।
ও পদ না ক'রে ভাবনা, রাণী গো! দাশরথির ভাবনা,
প'ড়ে অপার ভব-সিন্ধুকুলে ॥ (খ)

জটিলার কৃষ্ণরূপ-নিন্দা।

তখন এইরূপ রমণী সবে, যশোদা-সুত কেশবে,
ব্রহ্মভাবে করিতেছে ব্যাখ্যে।
যে যা ভাবে ভাবে রূপ, অপরূপ বিশ্বরূপ,
দেখে রূপ বারিধারা চক্ষে ॥ ১৪
যায় মুনি-রমণীগণে, পরস্পর অঙ্গনে,
পথিমধ্যে জটিলে জুটিল।
নারীগণের নয়ন ভাসে, জটিলে ব্যঙ্গ করি ভাষে,
কি আশ্চর্য্য দেখে এলে বল ॥ ১৫
ভাসিতেছে আঁখি জলে, দেখে অঙ্গ যায় যে জ্বলে,
রূপ দেখে কি ভুলে এলে সকলে।

সেটা যদি মেয়ে হতো, আপ্‌নাকে ভার আপ্‌নি হতো,
বেটা ছেলে ব'লে সেটাকে, কর্‌তে হয় কোলে ॥ ১৬
যেরূপ রূপ করেছে রাষ্ট্র, পড়ে আছে যেন পোড়া কাষ্ঠ,
পুত্র হলোনা ব'লে কষ্ট, যশোদার ঘুচিল।
হউক হলো বংশ রক্ষে, নাই মামাটা তা অপেক্ষে,
কানা মামা থাকে যদি সে ভাল ॥ ১৭
অট্টালিকা যদি না হয়, পত্রকুটীর মধ্যে রয়,
বৃক্ষতলা অপেক্ষা ত শ্রেষ্ঠ।
বস্ত্র কারো যদি না ঘটে, কপ্নি আঁটে কটিতটে,
উলঙ্গ হইতে ভাল দৃষ্ট ॥ ১৮
ঘটী গেলাস না থাকে যার, ভাঁড় যদি পায় মৃত্তিকার,
সেওত ভাল ঘাটে খাওয়া অপেক্ষে।
নয়নে দৃষ্টি ছিলনা যার, ঝাপ্‌সা নজর হলো তার,
সেও কি মন্দ অন্ধের অপেক্ষে ? ১৯
মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে খায়, সে যদি কিছু ধন পায়,
দারিদ্র্য নাম গেল সেই দিনে।
তাই বা হোক্ মন্দের ভাল, নন্দের সেইরূপ হলো,
আঁটকুড়া নাম ঘুচলো বৃন্দাবনে ॥ ২০
দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ছেলেটাকে,কাঁদ্‌লে যেন ফিঙ্গে ডাকে
রূপে আঁধার করেছে সূতিকাগার।

শুনে দ্বিজরমণী ক্রোধে বলে, যার যেমন ফল ভাগ্যে ফলে
দেখ্‌তে পায় কি তায় সকলে, যেমন সাধন যার॥ ২১

বাহার—কাওয়ালী।

যায় কালো কালো বলিলি লো জটিলে !
হৃদয়ে ভেবে ঐ কালো, জয়ী হলেন মহাকাল,
কালকূট গরল-পান কালে কালে॥
হেরিয়ে সে রূপ, কালো অন্তরেতে জাগিছে,—
সদা বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত আছে এ কালো পদতলে ;—
যখন চিনিতে নারিলি কাল, তোর ত নয় ভাল ভাল,
তোর জলাভাবে গেল জীবন,—থেকে জলধিজলে॥গ

শ্রীকৃষ্ণের বদনে যশোদার ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন।

এইরূপ দ্বিজরমণী যত বলে, জটিলে তত ক্রোধে জ্বলে,
পরস্পর অমনি চলে নিজ নিজ বাস।
এখানে নবঘন শ্যাম, শুক্লপক্ষ শশী সম,
বৃদ্ধি হন আপনি পীতবাস॥ ২২
হেথা যোগমায়ার বাক্য-ছলে, অদ্য-প্রসূতা যত ছেলে,
ধ্বংস জন্য কংস দুষ্টাসুর।

আছেন গোকুলে নন্দ-তনয়, ব'লে পাঠালে পুতনায়,
অঘা বকা আদি বৎসাসুর ॥ ২৩
অবনীর উদ্ধার জন্য, ভব-কর্ণধার শূন্য,—
করি বৈকুণ্ঠপুরী।
পাঠায় যত কংসাসুর, দর্পহারী দর্পচূর,
করিছেন নাশিছেন হরি-অরি ॥ ২৪
যুগে যুগে অবতার, কত কব সে বিস্তার,
নিস্তার করিতে জীবগণে।
শ্রীরাম অবতার কষ্ট,— নষ্ট জন্য গোকুলে কৃষ্ণ,
দনুজারি করেন জ্যেষ্ঠ অনুজ লক্ষ্মণে ॥ ২৫
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, করেন লীলা নানা প্রকার,
কভু সঙ্গে গোপীকার, কভু রাখাল সনে।
বিধির হৃদির ধন, নন্দের নব লক্ষ গোধন,—
রাখেন থাকেন গোচারণে ॥ ২৬
ভব যারে করেন মান্য, ব্রজে তিনি সামান্য,—
বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে হরি।
একদিন যশোদার কোলে, ছলে স্তনপানের কালে,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান মাকে মায়া করি ॥ ২৭
দেখিয়ে যশোদা বলে, কৃষ্ণ! তোর বদন-কমলে,—
কি আশ্চর্য্য করি দরশন।

তোমায় ভাবি যা তা নয়, নও সামান্য তনয়,
জ্ঞান হয় নিত্য নিরঞ্জন ॥ ২৮

আলিয়া-বিভাস—একতালা।

ওরে নীলমণি! বল বল রে শুনি, কি দেখালে চন্দ্রাননে।
তোর কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, (গোপাল রে!) বিকট প্রচণ্ড,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখি নয়নে ॥
দেখিলাম ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ, যম কুবের বরুণ,
প্রজাপতি পশুপতি তোর আননে।
(ভয় হয় রে!) হেরে, যোগী ঋষি পশু পক্ষী বন দরশনে ॥
তোর বদন-কমলে অগ্নি বারি শিলে,
কাল ভুজঙ্গ অনন্ত আদি,—
এ তোর কেমন মায়া মাকে দেখালি, ওরে মায়াধারি!
কত তাচ্ছল্য করেছি বাৎসল্য-জ্ঞানে ॥ (ঘ)

ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ননী-সর-ভোজন;
যশোদার ভৎর্সনা।

শুনিয়ে যশোদার বাক্য, করি হাস্য কমলাক্ষ,
মায়ায় ভুলায়ে যশোদায়।

নৃত্য করেন নিত্য-গোপাল, গোষ্ঠে লয়ে নিত্য-গোপাল,
রাখাল সঙ্গে যান প্রেমের দায়॥ ২৯
ব্রজবালকের পূরাণ ইষ্ট, বিপিনে ভবের-ইষ্ট,
উচ্ছিষ্ট খান অনায়াসে।
না করেন কা'য় সুগোচর, সকলের অগোচর,
তাইতে নাম মাখন-চোর, ফেরেন নবনীর আশে॥ ৩০
থাকে ক্ষীর সর শিকায় তোলা,
রাখেন না কারো এক তোলা,
খাবার লাগি এত উতলা, স্থির নাই এক দণ্ড।
মানেন না আদর অনাদর, মুর্ত্তিখানি দামোদর,
কে করে রোজ সমাদর, যার উদরে ব্রহ্মাণ্ড॥ ৩১
কেউ বলে ক্ষীর খেয়ে সব, ঐ পলায়ে গেল কেশব,
এমন ছেলে প্রসব হয়েছে মাগী।
নিষেধ করলে শুনে না, দেবতা ব্রাহ্মণ মানে না,
এমন করলে সওয়া যায় না, বল্লেই রাগারাগী॥ ৩২
এমন ছোঁড়া অধঃপেতে, দধি যদি দিদি! রাখি পেতে,
মাথা খেতে, সে মাথা খেতে চায়।
গোকুল করলে লণ্ড ভণ্ড, নবনী খায় ভেঙ্গে ভাণ্ড,
জ্বলে যায় ব্রহ্মাণ্ড, কি প্রকাণ্ড দায়॥ ৩৩

যদি রেগে বলি যা সর্ সর্, হাত পেতে করে সর্ সর্,
অবসর হয় না সর্ দিতে।
খেয়ে যায় সর ক্ষীর, দেখায়ে ভঙ্গি আঁখির,
ফিকির কত জানে নানা মতে॥ ৩৪
এইরূপ গোপীগণে, গিয়ে নন্দের অঙ্গনে,
জানিয়ে দায় কয় কথা।
শুনে যশোদা বলে রে বাতুল ! তোর ঘরে কি অপ্রতুল,
বাদিয়ে তুল এলি গিয়ে কোথা॥ ৩৫
ক্রোধে কন কৃষ্ণ-প্রসূতি, তোয় জ্বালায় কি ব্রজবসতি,
অবসতি হবে একেবারে।
কার গৃহে কিছু থাকিবে না, কর্‌তে পায় না বিকি-কেনা,
সকলি বুঝি তোর কেনা, আছে ঘরে পরে॥ ৩৬
তোর জ্বালায় লোক হয়েছে কাতর,
দিয়ে শাস্তি এখনি তোর,
ঘরের ভিতর রাখ্‌ব তোরে বেঁধে।
কেউ কিছু বুঝি বলেনা ব'লে !—শুনি কৃষ্ণ মিষ্ট বোলে,
বলেন, মা গো ! বাঁধ্‌বে কি আর, রেখেছ ত বেঁধে॥৩৭

——

আলিয়া—একতালা।

কব কি তোমায়! বাঁধিয়ে রেখেছ আমায়॥
সাধ্যমতে বন্ধন করে, ভক্তি-ডোর থাক্‌লে পরে,
যে জন ভব-পারে, যা যেতে পারে,—
ইহপরে বাঁধি এড়ায় শমনের দায়।
কে বেঁধেছে আমায় বলি, বেঁধেছে পাতালে বলি,
ভবে ভক্ত বলি বলি, বলির দ্বারে আছি বাঁধা;—
নৈলে কি নন্দের বাধা বৈ মাথায়। (ঙ)

রাখাল-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন।

শুনি কৃষ্ণের বাণী, নন্দরাণী, নয়ন-জলে ভাসে।
কত যশোমতী প্রিয়ভাষে গোবিন্দেরে ভাষে॥ ৩৮
গোপাল কক্ষে ধ'রে, নবনী করে, দিয়ে আনন্দে ভাসে।
রাখালগণে, আসি অঙ্গনে, মিষ্টভাষে ভাষে॥ ৩৯
কত হয়েছে বেলা, চল এই বেলা, গোষ্ঠে যাই গোপাল।
ও নীলতনু! বাজায়ে বেণু, লয়ে ধেনুর পাল॥ ৪০
হচ্চে মন চঞ্চল, চল্ চল্ চল্,
মায়ের অঞ্চল ছেড়ে।
ঐ ডাকিছে বলাই, আয় ভাই কানাই,
যেতে কি পারি ছেড়ে॥ ৪১

শুনি সাজিয়ে গোপাল, সাজায়ে গোপাল,
সঙ্গে রাখাল সব।
ক'রে নৃত্য, ভবের সম্পত্ত,
গোষ্ঠে যান কেশব ॥ ৪২
গিয়ে যমুনার ধার, ভবকর্ণধার,
রাখিয়ে রাখাল গোপাল।
হাসি-আননে, গহন কাননে,
প্রবেশেন গোপাল ॥ ৪৩
যার বেদে নাই সন্ধান, কে করে সন্ধান,
গোলকের প্রধান হরি!
বুঝি অন্তরে, নিবিড় বনান্তরে, করিলেন শ্রীহরি ॥ ৪৪
হেথা করিতে ব্রহ্মনিরূপণ, ব্রহ্মা করি পণ,
মনে মনে ব্রহ্মালোকে।
জানিতে ইষ্ট, মনের ইষ্ট,—
পূরাতে গমন ভুলোকে ॥ ৪৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ, একি পণ, ব্রহ্মার মনেতে।
অতি অজ্ঞান-হৃদয়, (মরি রে!) ব্রহ্মার হয় উদয়,
কোটি ব্রহ্মা লয় হয় যে চরণেতে ॥

সেই প্রলয়েরি কালে, সেই কারণ-জলে,—
ব্রহ্মা ছিলেন ব্রহ্ম-নাভিস্থলে,
ব্রজের বালক বলি,—গোলক-পালকে,
ব্রজের বালক-ভাবে,—
নৈলে গোপালের গো-পাল এসেন হরিতে ॥
যার ভব পান না তত্ত্ব, ভাবেতে উন্মত্ত,
ত্যজে বাস, বাস শ্মশানেতে ;—
যার মায়া-ছলে, মোহ-মোহিতে জীব সকলে,
ভুলে আছেন ঐ ব্রহ্মা দেবগণেতে ॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণের গোধন-হরণ করিবার জন্য ব্রহ্মার ভূলোকে আগমন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মলোকে,— পরিহরি ভূলোকে,—
আসিয়ে গোপালের ধন জানিতে বিপিনে।
দেখেন গোষ্ঠে নাই গোপাল,তপন-তনয়া-তটে গোপাল,
রাখালগণ আছে গোচারণে ॥ ৪৬
না জানে মহিমা অতুল, ব্রহ্মা হয়ে বাতুল,
স্থূলে ভুল হয়েছেন একেবারে।
হয়ে এসেছেন জ্ঞানশূন্য,ধ্যানে দেখেন নাই গোলক শূন্য,
কি মায়া হরির ধন্য ধন্য, বলিহারি তাঁরে ॥ ৪৭

যাঁর কিছু নাইক অপ্রকাশ, তাঁর কাছেতে মায়া প্রকাশ,
একি ব্রহ্মার উন্মাদের ন্যায় জ্ঞান।
কুম্ভীরের সঙ্গে ক'রে বিবাদ, বাস করা সলিলে সাধ,
ভুজঙ্গ ধরিতে সাধ, করে শিশু অজ্ঞান॥ ৪৮
কে মনের আগে গমন করে, ফণীর মণি ভেকে হরে,
হরির বল হরিবারে, শৃগালের আশা।
বাগ্‌বাদিনী হবেন অবোল, বোবার ফুটিবে বোল,
বাঘের ঘরে ঘোগে করে বাসা॥ ৪৯
নরে মনে ইচ্ছা করে, কালদণ্ড-করে করে,
জোনাক যেমন নিশাকরের, জ্যোতি ঢাকিতে চায়।
গাধা বলে হব হয়, মনে কর্‌লেই হয় কি হয়?
হয় কখন কি মনে কর্‌লে ইচ্ছা॥ ৫০
ঐরাবতের বুঝ্‌তে বল, মুষিকের দল হয়ে প্রবল,—
যায় যেমন ইন্দ্রের ভবনে।
কমলযোনির তেম্‌নি পণ, ব্রহ্ম করিতে নিরূপণ,
না জেনে আপনাকে আপন, এসেছেন বৃন্দাবনে॥ ৫১

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ব্রহ্ম-নিরূপণ করিতে কে পারে।
এ মিছে পণ ব্রহ্মার অন্তরে॥

অনন্তরূপে যিনি জীবের অন্তরে,—
কীর্ত্তি যাঁর অদ্ভুত, বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ,
উৎপত্তি লয় স্থিতি যে করে॥
তিনি কখন সাকার, কভু নিরাকার,
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, কখন অগ্নি-জলাকার,
কভু বৃক্ষ-পর্ব্বত-আকার,
কভু গিরি ধরেন হরি করাঙ্গুলোপরে॥ (ছ)

ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোধন-গোপন।

ব্রহ্মাণ্য দেবেরে ব্রহ্মা না হেরে বিপিনে।
গো-বৎস রাখাল সব হরিয়া গোপনে॥ ৫২
গিরিগুহা মধ্যে গোধন লুকাইয়া রাখি।
গোলকপতি ভূলোকে কেমন আছেন দেখি॥ ৫৩
যার চরাচর অগোচর নাই কিছু অন্তরে।
কাননে থাকি নীরজ-আঁখি জানিলেন অন্তরে॥ ৫৪
যার নাইক সীমা, গুণ অসীমা,
বেদে আছে ব্যক্ত।
জেনে কিছু মাহাত্ম্য, স্থিরচিত্ত,
হয়েছেন পঞ্চবক্ত্র॥ ৫৫

ভবকর্ণধার, ভবের মূলাধার,
ভক্তাধীন কয় বেদে।
ভৃগুমুনির চরণ, যত্নে ধারণ,
করিয়ে রাখেন হৃদে ॥ ৫৬
আছেন ভক্তের বাঁধা, ভক্তের বাধা,
মাথায় করেন ধারণ।
ভক্ত হরির প্রাণ, করেন বিষপান,
ভক্তের কারণ ॥ ৫৭
হেথা গিরি-গহ্বরে, ব্রহ্মা হ'রে,
রেখেছেন রাখাল গোপাল।
উচ্চৈঃস্বরে, গোকুলেশ্বরে,
ডাকে কোথা রে গোপাল ॥ ৫৮
ওহে ভুবন-জীবন! যায় যে জীবন,
তোরে না হেরে চক্ষে।
আর নাইক গতি, অগতির গতি,
তুমি রাখালের পক্ষে ॥ ৫৯

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায়! এ সময় একবার আয় রে কানাই!
ও রাখালের জীবন! জীবন রাখ্ রে, ও জীবনধর-বরণ!
জীবনান্ত-কালে আসি, দেখা দে রে ভাই!
আমরা বিষ-জীবন-পানে, ত্যেজেছিলাম প্রাণে,
তোর কৃপা-কৃপাণে সে জ্বালা নিভাই,—
ব্রজে রেখেছিলি, (গিরিধর রে!) গিরি ধ'রে করে,—
আজি বুঝি গিরিগুহে জীবন হারাই॥
ভাই! তোর মহিমা যে, থাকে মহী মাঝে,
যদি গিরি-মাঝে আজ দেখা পাই,—
ও নীলকমল-তনু! ঐ দেখ্ কাঁদে ধেনু—
না শুনে মধুর বেণু,
ভবে, নিরুপায়ের উপায় ও পায় ভিন্ন নাই॥ (জ)

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে রাখাল ও গোপালের উৎপত্তি।

হেথা, অন্তরে জানিলেন হরি, গো-বৎস রাখাল হরি,
গোষ্ঠ পরিহরি ব্রহ্মা যান।
হাস্য করি দর্পহারী, বলে, ব্রহ্মার দর্প হরি—
লব, আজ করি গে বিধান॥ ৬০

এত বলি কমলাপতি, গোষ্ঠমাঝে মায়া পাতি,
অঙ্গ হইতে উৎপত্তি, করেন রাখাল ধেনু।
পূর্ব্বে গোষ্ঠে ছিল যে সব, তেম্নি রাখাল গোপাল সব,
সঙ্গে লয়ে বেড়ান কেশব, বাজিয়ে বনে বেণু॥ ৬১
দিনমণি হন অস্ত, গো-পাল লয়ে সমস্ত,
রাখালগণ শশব্যস্ত, যায় যে যার গৃহে।
কেহ কারে না চিনিতে পারে, পিতা মাতা পরস্পরে,
হেথা শ্রীদাম আদি পরস্পরে, থাকে গিরিগুহে॥ ৬২

এইরূপেতে নিত্যগোপাল,
বালক সঙ্গে নিত্য গো-পাল,
যান গোষ্ঠে শুন তদন্তরে।
হেথা ব্রহ্মা ভাবেন কি করিলাম,
আপনার মাথা আপনি খেলাম,

বেনোজল ঘরে পূরিলাম, ঘ'রো জল দিবার তরে॥ ৬৩
পেলাম ভাল প্রতিফল, যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল,—
দিলেন মোক্ষফল-দাতা।
ব্রহ্ম করিতে নির্ণয়, আপনি বুঝি হই লয়,
যার ভার সেই লয়, অন্যের কি কথা॥ ৬৪
কি কাল-নিশি হলো প্রভাত, রাখালগুলার যোগাই ভা
গরুর ঘাস কাটিতে হলো, ভাগ্যে এই ছিল।

কোথা হ'তে আহার যোগাই, উনিশ কুড়ি লক্ষ গাই,
তৃণ জল বৈতে বৈতে মাথা ফেটে গেল ॥ ৬৫
এইরূপ ব্রহ্মা প'ড়ে সঙ্কটে, সদা রন গিরি-নিকটে,
পাছে কিছু ঘটে ভাল মন্দ।
শ্রীদাম আদি রাখালগণে, প্রাণান্ত প্রমাদ গণে,
নবঘনে ডাকে সঘনে, বলে কোথা হে গোবিন্দ! ৬৬

বিভাস-ভৈরবী—একতালা।

আর কেহ নাই, ও কানাই! হলো ভাই জীবনান্ত।
রে নীলকায়! স'পেছি কায়, ও রাঙ্গা পায় একান্ত ॥
ত্যজে গোপাল, রৈলি গোপাল!
কপাল-গুণে হলি ভ্রান্ত!
হও যে তুমি, অন্তর্য্যামী, বেদে বলে তোয় অনন্ত ॥
পান ক'রে বিষ-জলে, পড়েছিলাম ধরাতলে,
রাখালে বাঁচালে, জলে ডুবিলে সে দিনত।
আজি নিদয়া, নীরদ-কায়া!
কিসে মায়ায় হলে ক্ষান্ত!
কাল-করে, কেমন ক'রে, দেও আজ কালের কালান্ত ॥ (ঝ)

হতদর্প ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

এইরূপ কাঁদে রাখাল সব, অন্তরে জানি কেশব,
উৎসব তিলার্দ্ধ নাই মনে।
এমন সময় চতুর্ম্মুখ, লাজে করি অধোমুখ,
প্রণাম করি শ্রীহরি-চরণে ॥ ৬৭
বলে, ওহে নিরঞ্জন! অপরাধ কর মার্জ্জন,
এজন সৃজনকারী তুমি হরি ॥
তব গুণ বেদে ব্যক্ত, জানেন কিছু পঞ্চবক্ত্র,
আছ ভক্ত-অনুরক্ত, তুমি হে মুরারি ॥ ৬৮
নৈলে গোলক পরিহরি, ব্রজে হ'য়ে নরহরি,
নন্দের বাধা মাথায় করি, রাখ হে সাদরে!
প্রহ্লাদের ভক্তি-বলে, অনল পর্ব্বত জলে,
জীবন রাখিলে, থাকি স্তম্ভের ভিতরে ॥ ৬৯
তখন, স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কেশব,
মায়ার রাখাল গোপাল যে সব—
সৃজন করেছিলেন,—সে সব হরিয়ে নিলেন হরি।
প্রত্যক্ষ দেখিয়ে ধাতা, বলেন, ওহে ধাতার ধাতা!
দিয়ে দর্প, আজ হ'রে নিলে হরি ॥ ৭০
যে কুকর্ম্ম করেছিলাম, রাখাল গোপাল হরেছিলাম,
দিয়ে, হরি! স্মরণ নিলাম, চরণে একান্ত।

পেয়ে তুষ্ট গোলক-পালক, গোধন আদি ব্রজের বালক,
স্তব ক'রে কন চতুর্ম্মুখ, রক্ষ কমলাকান্ত ॥ ৭১

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

গোলক করি শূন্য, অবতীর্ণ ব্রজমণ্ডলে !
নৈলে কি শ্রীধর ! ধর, ভূ-ধর করাঙ্গুলে ॥
জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম চারি বেদে বলে,—
ব্রহ্মাতে ব্রহ্ম-নিরূপণ আছে কোন্ কালে !—
কূর্ম্মাদি অনন্ত রূপে আছ হে পাতালে ॥
(তুমি) নিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, ভূভার হরিতে সাকার,
হ'য়ে হরি বামনাকার, বলিরে ছলিলে,
ত্রেতায় রাম অবতারে, রাবণ-কুল নাশিলে,
কৃপাসিন্ধু ! সিন্ধু-সলিলে ভাসালে শিলে ;—
এখন গোপ-কূলে আছ হে প্রভু,
গোপাল গো-পালে ॥ (ঞ)

কৃষ্ণকালী-বর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য, কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকার বন-গমন-আয়োজন।

দিবসে বিবশা রাধে শুনি বংশিধ্বনি।
চিত্রে সখী প্রতি খেদ-চিত্তে কয় ধনী ॥ ১
শুন গো চিত্রে! স্থিরচিত্তে শ্যামের মুরলী।
চিত্তে প্রবেশিলে, হবি চিত্রের পুতলী ॥ ২
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে চিত্ত-দুঃখ দূর।
কি মধুর স্বর শুনে ক্ষিপ্ত সুরাসুর ॥ ৩
অসময় রসময় বাজায় বাঁশরী।
কিরূপে সে রূপ হেরি, বাঁচে গো কিশোরী ॥ ৪
আমি বলি, শ্যাম! আমারে কর বনবাসী।
সে বলে, রাই! গুপ্ত প্রেম আমি ভালবাসি ॥ ৫
শুনি এ মোহন বাঁশী, তনু মন হরে।
মনে হয় মনোমধ্যে বাঁধি মনোহরে ॥ ৬
মনান্তর করিতে মনের না হয় মনন।
মনোমত না হয় সে মন্মথ-মোহন ॥ ৭
মন্ত্রণা বিফলে যায়, মরি মনে মনে।
মনে মনে ঐক্য নাই মাধবের সনে ॥ ৮

মজায় মুনির মন মোর চিন্তামণি।
এখন, সে মনে কেমনে সখী মজায় রমণী ॥ ৯
তবু মন বোঝে না, মন বুঝাতে, করি মন ভারি।
সে তো মন দিয়ে তোষে না মন, মনস্তাপে মরি ॥ ১০
মন দিয়ে মন পাবো ব'লে, মন সঁপিলাম আগে।
এখন মনহারা হয়েছি, মরি মনের অনুরাগে ॥ ১১
মন যা করে, মনের কথা, মন বিনে কে জানে।
বল্‌লে পরে মনের কথা, মন দিয়ে কে শুনে ॥ ১২
সে করে না মনোযোগ, মন করে তার আশা।
এখন মন্দিরে বসিয়ে কাঁদি, দেখে মনের দশা ॥ ১৩
মনে মনে মান ক'রে, সই! থাকি মনের দুখে।
বলি, হের্‌ব না আর মনোহরে, থাক্‌ব মনের সুখে ॥ ১৪

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

যা মনে করি মনে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হই গে দাসী শ্রীচরণে ॥
মনে হয় মানে বসি, হের্‌ব না আর কালো-শশী,
কাল্‌ হলো মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে ॥
পারিস্‌ কেহ সহচরি! রাখ্‌তে মোর মনকে ধরি,
কালাচাঁদ,—প্রেম-ডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে ॥ (ক)

শুনিয়া বাঁশরী, অধৈর্য্যা কিশোরী,
বলে বৃন্দের হস্ত ধরি।
চল সখি! যাই, জীবন জুড়াই,
ব্রজের জীবন হেরি॥ ১৫
যদি না কর শ্রবণ, না যাও সে বন,
না দেখাও বনমালী।
তবে, কি কাজ ভবনে, কি কাজ জীবনে
জীবনে জীবন ঢালি॥ ১৬
করি, জীবন ছলনা, চল না চল না,
তবে, গো জীবন থাকে।
চল গো সে বন, সে পদ-সেবন,
করি গে মনের সুখে॥ ১৭
বৃন্দে সখী বলে, যাব কার বলে,
বেষ্টিত বিপক্ষমালা।
শুন গো শ্রীমতি! এ তোর কি মতি,
অসময় এত উতলা॥ ১৮
সময়ানুযোগ হইলে—সংযোগ
করিব বঁধুর সনে।
যাও ফিরে যাও, কি জন্যে মজাও,
দুখিনী গোপিনীগণে॥ ১৯

ঐ ভয় রাধে! তবে অপরাধে,
আমরা হব হতমানী।
কৃষ্ণপ্রেম-সাধে, সদা বাদ সাধে,
তোর পাপ ননদিনী॥ ২০

* * *

রাধিকার প্রতি সখীদিগের উক্তি।

(তোমার ননদিনী কুটিলাকে কি প্রকার ডরাই?—)

যেমন, ছেলে-ধরার নামে শিশু, আগুন দেখ্‌লে পশু।
বাঘকে ডরায় ছাগল, জলকে ডরায় পাগল।
মহাজনকে খাতক, বৈশাখের রৌদ্রে চাতক।
যেমন, পাতকী জনা ডরিয়ে মরে, দেখ্‌লে যমের দূত।
চোরকে গৃহী ডরায় জানি,
মদনকে ডরায় বিরহিণী, রাম-নামেতে ভূত॥
যেমন ভক্তকে গোবিন্দ ডরান, ব্যক্ত আছে বাণী।
অপমানকে মানী, মৃত্যুকে ডরায় প্রাণী॥
দস্যুকে ডরায় পথি, পর-পুরুষকে সতী, ষষ্ঠীকে পোয়াতী॥
শিবকে মদন ডরায় যেমন, রাগে ভস্ম হ'য়ে।
ব্যাধকে পক্ষী ডরায় আর তুফানকে ডরায় নেয়ে।
তেমনি কুটিলেকে ডরাই আমরা গোকুলের মেয়ে॥ ২১

* * *

বৃন্দার প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

রাই বলে, কি বল বৃন্দে, অতি মনোভ্রান্তে।
হেঁ গো! বিপদ ঘটিবে গোপীর দেখ্‌তে গোপীকান্তে॥২২
যার নামেতে বিপদ-মুক্তি, বিদিত বেদান্তে।
আছে বিপদ-নাশক বৈদ্য হরিপদ-প্রান্তে॥ ২৩
আমি যে নাম ভাবিলাম, সখি! কি করে কৃতান্তে।
গরুড় কি ভয় করে সর্প-বিষ-দন্তে॥ ২৪
নিরীক্ষিতে প্রাণকান্তে যাব গো একান্তে।
শুন্‌ব না তোদের মানা, মান্‌ব না প্রাণান্তে॥ ২৫
তাঁর নামের মাহাত্ম্য, বৃন্দে! কে পারে গো জান্‌তে।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছে উমাকান্তে॥ ২৬
অজামিল মহাপাপী কহে জ্ঞানবন্তে।
একবার নামের গুণে মুক্তি পায় অন্তে॥ ২৭
সামান্য জ্ঞানী পারে কি, সই! চিন্তামণি চিন্‌তে।
গৃহ-ধর্ম্মের কর্ম্ম, সই! সর্ব্বদা অচিন্তে॥ ২৮
আমি চিন্তা করি, সখি! তাঁর হয়েছি নিশ্চিন্তে। *
যে চিন্তে করে হরি, হরি করে তার চিন্তে॥ ২৯

---

* আমি চিন্তা করি ইত্যাদি—পাঠান্তর,—
হরি যে কি, ইহা তুমি পারো কি না চিন্‌তে।
চিন্তা পরিহরি করো, হরি-পদ-চিন্তে॥

বিষয়-বাসনা-বিষে বিরত হও বৃন্দে।
বিতরণ কর মন বিষ্ণু-পদারবিন্দে ॥ ৩০
বিজয়ী ব্রহ্মাণ্ড,—যে জন ভজে সে গোবিন্দে।
ভজিলে গোলোকপতি, তার কি লোকনিন্দে ॥ ৩১
যাঁরে বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সদা বিনয় করি বন্দে।
তাঁরে ভজি, কে কোথা হয় পতিত বিবন্দে ॥ ৩২

* * *

শ্রীরাধা বৃন্দাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান।
যাত্রাকালে হরিধ্বনি করিলে, হরি তাকে কেমন রক্ষা করেন,—

যেমন রমণীরক্ষক পতি, সর্পভয়ে খগপতি,
বিবাহে রক্ষক প্রজাপতি; প্রজারক্ষক ভূপতি।
শস্যরক্ষক ইন্দ্র যেমন, গগনে করেন বৃষ্টি।
বালক-রক্ষক ষষ্ঠী, অন্ধের রক্ষক যষ্টি।
দেহরক্ষক অন্ন যেমন, প্রাণরক্ষক জল।
রাজদৈবে রক্ষক, সম্পদ সখাবল ॥
যজ্ঞরক্ষক যজ্ঞেশ্বর, যন্ত্ররক্ষক যন্ত্রী।
গ্রহরক্ষক পুরোহিত, রাজ্যরক্ষক মন্ত্রী ॥
অশক্ত কালেতে রক্ষক সঞ্চিত বিষয়।
সাধন-কালেতে রক্ষক গুরু যে নিশ্চয় ॥
সৃষ্টিরক্ষক ধর্ম্ম কেবল, বিপদ-রক্ষক মিত্র।

গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষক গোবিন্দ জানি মাত্র।
বংশরক্ষক পুত্র ॥
পরকাল-রক্ষক পুণ্য, কেবল তারি বলে তরি।
তরঙ্গে রক্ষক তরি, রোগে ধন্বন্তরি।
অন্ধের রক্ষক নড়ি, যাত্রার রক্ষক হরি ॥ ৩৩

(সখি! হরি-দর্শনে গমন করিলে বিপদ-নাশ হয়।)
সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

কি চিন্তা কর ধনি! হরি হরি কর ধ্বনি।
চল হেরি গে হরি, হরিবে দুখ অমনি ॥
চিন্তিলে চিন্তা হরে, চিন্তে যারে বিধি হরে,
সজনি! চিন্তা-জ্বরে, ঔষধি শ্যাম-চিন্তামণি ॥
রাখ রে দাশরথি! হরি-চরণে মতি,
কি শঙ্কা, হরিস্মৃতি—সর্ব্ববিপদ-নাশিনী ॥

শ্রীরাধিকার বনগমন-সজ্জা।

শুনে বাক্য কিশোরীর, প্রেমে পুলক শরীর,
চক্ষে বহে প্রেমনীর, বলে, চল যতনে!
তেয়াগিয়া কুললাজ, সবে বলে সাজ সাজ,
করিব না কাল-ব্যাজ, দেখ্‌তে কালোরতনে ॥ ৩৪

অলসে অবশ কায়া, যায় তত গোপজায়া,
লইতে কৃষ্ণপদ-ছায়া, দ্রুত কুঞ্জ-কাননে।
ত্যজে শঙ্কা পরস্পর, সংসার ভাবিয়া পর,
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, চিন্তা করে মননে॥ ৩৫
বৃন্দে মনে পেয়ে প্রীতি, কহিছে সঙ্গিনী প্রতি,
শুনগো সখি! সম্প্রতি,
মন মত্ত হ'লে কিছু মানে না।
বিনে সজ্জায় গেলে প্যারি! লজ্জা দিবেন বংশিধারী,
দুখে করিবেন মন ভারি,
মনোহরের মনতো তোমরা জান না॥ ৩৬
শুনিয়া সঙ্গিনীগণে, গ্রাহ্য করি মনে গণে,
রাই-অঙ্গ সাজাতে মনে, পরস্পর পুলকে।
বলে, কোথা গো শ্রীমতি! ভাবেতে উল্লাস-মতি,
আনে নানা রত্ন-মতি, নয়নার্দ্ধ-পলকে॥ ৩৭
আনিল গোপ-রমণী, উজ্জ্বল হীরক-মণি,
সাজাতে রাই চন্দ্রাননী, চঞ্চলা অবলা-কুল গোকুলে।
কাঞ্চন আভরণ কত, পরশ-আদি মরকত,
মুক্তাহার আর কত, নীলকান্ত মণি আনে সকলে॥ ৩৮
প্রেমেতে হইয়া আকুল, ভ্রমণ করে গোকুল,
চম্পক বক বকুল, নানা ফুল আনে ব্রজ-গোপিনী।

কোলে লইয়া কমলিনী, বেঁধে দেয় বৃন্দে ধনী,
চাঁচর চিকুর বেণী, যেন কাল-সাপিনী ॥ ৩৯
গাঁথে সুখে ব্রজবালা, পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জমালা,
বিশাখাদি চন্দ্রমালা, যায় পুষ্পচয়নে।
জাতী যূথী আনি যূথে, গাঁথি মালা বিনি-সূতে,
ভুলাইব নন্দসুতে, বলি, গোপীর প্রেমধারা নয়নে ॥ ৪০
তখন সাজাইতে রাই-স্বর্ণলতা, স্বর্ণে হইল বিবর্ণতা,
ললিতে চম্পক-লতা, দেখি রূপ চমকে।
বলে, রাই-অঙ্গে সাজে না হীরে, হীরে রূপের বাহিরে,
ভূষণকে ভূষিত করে,—রূপ ধরে রাধিকে ॥ ৪১
মুক্তা না পাইল যশ, প্রবালের অপৌরুষ,
পরশ হয়ে বিরস, কাঁদে অধোবদনে।
কাঁদিছে নীলকান্ত-মণি, রাই-অঙ্গে পড়ি অমনি,
নিরখি ব্রজ-রমণী, বলে বৃন্দের সদনে ॥ ৪২
ওগো বৃন্দে! একি দায়, সাজাতে রাই-প্রমদায়,
ভূষণ মাগে বিদায়, সাধ্য কি মিশাতে রূপ-সাগরে।
এখন বল গো! করি কিরূপ, কি দিয়ে সাজাই রূপ,
ভুলাব সে বিশ্বরূপ, ব্রজগোপীর নাগরে ॥ ৪৩
তরুণ অরুণ জিনি, জিনি রক্ত-সরোজিনী,
কেশব-মনোরঞ্জিনী,—কত শোভা চরণে।

সরোজ-নিন্দিত কর, সুধামুখীর শোভাকর,
সলজ্জিত সুধাকর, পদনখ-কিরণে ॥ ৪৪
কিশোরীর কি মধ্যদেশ, কেশরী তায় করি দ্বেষ,
বনে যায় ছাড়ি দেশ, বলে, লাজে মরি রে!
কিবে নাভির গভীর, কিশোরীর কি শরীর,
মদনের গেল শরীর, পেয়ে তাপ শরীরে ॥ ৪৫
তিল ফুল জিনি নাসা, খগপতির দর্প-নাশা,
পূরাইতে কৃষ্ণের আশা, বিধি রূপ গড়িলে।
চক্ষে হেরি পেয়ে তাপ, হরিণীর হরিল দাপ,
থাকে না চক্ষের পাপ, চক্ষে চক্ষু হেরিলে ॥ ৪৬

সখি! সংসারে এমন কি আভরণ আছে যে, রাই অঙ্গ সাজাইব?

খাম্বাজ—যৎ।

ওগো সজনি! রাই-অঙ্গ সাজাব, দিয়ে কি ভূষণ।
ও যার, রূপে রইল ঢাকা, রাকা-শশীর কিরণ ॥
রাই রমণীর শিরোমণি, ও-অঙ্গে সাজে না মণি,
যার ভূষণ শ্যাম-চিন্তামণি, চিন্তে মুনিগণ ॥
বর্ণনে যার বর্ণ হারে, তায় সাজে কি স্বর্ণ-হারে,
যেরূপ হেরিয়ে হরে, মুনি জনার মন ॥ (গ)

শ্রীকৃষ্ণই,—শ্রীরাধিকার অঙ্গের ভূষণ।

ওগো সাজাইতে আমার অঙ্গ, ভূষণে না দিবে অঙ্গ,
সজল-জলদ-অঙ্গ, এ অঙ্গে ভূষণ,—ওগো সখি।
করি মিথ্যা রঙ্গভঙ্গ, নিরখিতে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
করিস্ বুঝি যাত্রাভঙ্গ, ভঙ্গিম ভাবেতে তোদের দেখি ॥ ৪৭
গলে যার স্যমন্তকমণি, বন্দে সনকাদি মুনি,
নন্দের নীলকান্তমণি, সে মণি পরেছি আমি গলে।
এ কায় মোর বিকায়, সে নব-নীরদ-কায়,
সাজাইতে রাধিকায়, বল কায়, সজনি সকলে! ॥ ৪৮
শ্রী আমার কেবল শ্রীহরি, অনন্ত-ভূষণ হরি,
অন্তরে লয়ে বিহরি, কত শোভা, অন্ত কেবা জানে।
তোমরা, কি ভূষণ সাজাবে করে, শ্যামরত্ন যার করে,
রত্ন নাই কো রত্নাকরে, এ কর সাজাতে জানি মনে ॥ ৪৯
শ্যাম চন্দ্র,—আমি তারা, শ্যাম আমার নয়নের তারা,
জানে যারা ধন্য তারা, তারাকান্ত অন্ত কিছু জানে।
না করি মনে সন্দেহ, সামান্য ভূষণ দেহ,
সাজিবে না সাজিবে না দেহ, ওগো সখি! শ্যামরত্ন বিনে
বিধির সৃষ্টি জল-নিধি, তাতে জন্মে কত রত্ন-নিধি,
শ্রীকৃষ্ণ করুণা-নিধি, তুল্য কেবা মুল্য দিয়ে পাবে।

ব্রহ্মাদির অনুপায়, কেবল কিশোরী পায়,
মন সঁপে তাঁর রাঙ্গা পায়, বৃন্দাবনে ম'জে মধুভাবে ॥ ৫১
(অতএব অন্য ভূষণে প্রয়োজন নাই)

* * *

বিলম্ব দেখিয়ে, মনে হয় বড় ভয়।
যদি জয় নিবি তো বল গো মুখে বল কৃষ্ণ-জয় ॥ ৫২
শুভকর্ম্মে বিঘ্ন বহু, কি কর সই! হায় হায়!
মিছে কথায় কথায় বুঝি, দিন ব'য়ে যায় যায় ॥ ৫৩
কখন দেখিব হরি, কি হইল হরি হরি!
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে বুঝি প্রাণে মরি মরি ॥ ৫৪
পাছে, সাজ করিতে ফুরায় দোল, ঐ ভাবনা মনে।
বুঝি, কৃষ্ণ-প্রেমের বাদী, তোরাই হলি জনে জনে ॥ ৫৫
আমার ভাবনা বড় হয় সখি! তোদের ভাব দেখে।
পাছে, এ-কূল ও-কূল দুকূল যায় তোদের সঙ্গে থেকে ॥৫৬
তোরা কাজের কথায় দিস্‌নে কাণ, বলিলে তোদের কাণে
মনের কথায় মন দিলে পর, আমি থাকি মানে ॥ ৫৭

* * *

(কৃষ্ণ আমার কেমন ভূষণ?—)

যেমন পৃথিবীর ভূষণ রাজা, রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত, সভা করে শোভা ॥

পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী,
কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্বনি, সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম,মৃত্তিকার ভূষণ শস্য,রত্নের ভূষণ জ্যোতি
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল,জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর,
মধুকরের ভূষণ গুণ-গুণ স্বর, উভয় প্রেমে বদ্ধ॥
শরীরের ভূষণ চক্ষু, যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট।
দাতার ভূষণ দান করে, ব'লে বাক্য মিষ্ট॥
পূজার ভূষণ ভক্তি যেমন, থাকে ইষ্টনিষ্ঠ।
তেমনি ভূষণের ভূষণ আমি, আমার ভূষণ কৃষ্ণ॥ ৫৮

প্যারী-মুখে শুনি সখী, কৃষ্ণের প্রসঙ্গ।
ভ্রম দূরে যায়, প্রেমে পুলকিত অঙ্গ॥ ৫৯
ভাসিল তরুণীগণে প্রেমের তরঙ্গে।
কৃষ্ণদরশনে যায়, রাইকে লয়ে সঙ্গে॥ ৬০
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক সখীমালা।
মধ্যে, রাধে গজেন্দ্রগামিনী রাজবালা॥ ৬১

ললিত—ঝাঁপতাল।

নিরখিতে ব্রজরাজে, ত্যজি, কুল-লাজে,
গতি নিন্দে গজরাজে, চলে ব্রজরাজ-রাণী।

ভাবে অঙ্গ ঢল ঢল, প্রেমে আঁখি ছল ছল,
বলে, সখি! চল চল, যেন চঞ্চল হরিণী ॥ (ঘ)

শ্রীমতীর বনযাত্রা এবং পথ-মধ্যে কুটিলার সহিত সাক্ষাৎ।

সখীগণ লৈয়া সঙ্গে রঙ্গে কমলিনী।
দ্রুতগতি যান কুঞ্জে কুঞ্জরগামিনী ॥ ৬২
শুনিয়া কুটিলে পথে আইসে দড়োদড়ি।
সীতারে ঘেরিল যেমন রাবণের চেড়ী ॥ ৬৩
যমদূতে গিয়ে ধরে যেমন, পাপগ্রস্ত নরে।
বিদ্যুল্লতা রাক্ষসী যেমন, জলধরকে ধরে ॥ ৬৪
কুপিয়ে কুটিলে রাধার ধরে গে দুটী বাহু।
যেমন ব্যাঘ্রেতে হরিণী ধরে, চাঁদকে ধরে রাহু ॥ ৬৫

* * *

কুটিলার শ্রীরাধাকে ভৎসনা-বাক্য।

বলে, খুব জ্বলালি, খুব ঢলালি,
শরীরে অগাধ বিদ্যে।
লোক হাসালি, কুল ভাসালি,
অকূল-সাগর মধ্যে ॥ ৬৬

নাই, পসরা মাথায়, যাও লো কোথায়,
সঙ্গে সখী দুটি লো।
এ নয়, বিকির বেলা, ডেকেছে কালা,
তাইতে বিকার ঘটিল ॥ ৬৭
বেঁধে মাথায় খোঁপা, তাতে চাঁপা
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি।
বড় লাগায়ে চটক, মারিছো সাটক,
শুনেছো বুঝি বাঁশী ॥ ৬৮
ধ'রে সখীর গলা, করিছো শলা,
দাদাকে দিয়ে ফাঁকি।
আজি, পাকাপাকি, মাথামাখি,
করিবো দাঁড়া ডাকি ॥ ৬৯
ক'রে ওষ্ঠ লাল, সেজেছো ভাল,
ত্যেজেছো কুললজ্জা।
থাক্‌বি, গোবরে ছেয়ে, গোয়ালার মেয়ে,
এত কেন তোর সজ্জা ॥ ৭০
করে চৌর্য্যপনা, মাখন ছেনা,
কাপড়ে লয়েছো ঢেকে।
দেবের দুর্লভ, এই দ্রব্য সব,
রাখালকে খাওয়াবি ডেকে ॥ ৭১

তোর রাগ-তরঙ্গ, দেখে অঙ্গ
যায় লো আমার জ্ব'লে।
আজি, বড়াই বুড়ীর, ভাঙ্গ্‌বো মুড়ি,
আয়ান দাদাকে ব'লে ॥ ৭২
ঐ বুড়ী অভাগী, পুরাণো ঘাগী,
ছিলো নষ্টের রাজা।
ওর, পরের মেয়ে, পরকে দিয়ে,
পর মজিয়ে মজা ॥ ৭৩
হলো পক্ককেশা, চক্ষু বসা,
দুঃখ-দশার শেষ।
গায়ের চর্ম্ম দড়ি, হাতে নড়ি,
কাঁখে চুপড়ী বেশ ॥ ৭৪
বেটীর, উদর কোঙা, মাজা ভাঙ্গা,
উঠ্‌তে বস্‌তে কাবু।
অন্ত নাই, দন্ত নাই,
ক্ষান্ত নাই যে তবু ॥ ৭৫
নাই, চলৎ-শক্তি, পরম ভক্তি—
পর মজাতে পেলে।
ওটা, বিধির কর্ম্ম, নষ্টের ধর্ম্ম,
স্বভাব যায় না ম'লে ৭৬

দিয়ে মন্দ দাঁড়া, বাজিয়ে কাড়া,
ঐ ত পাড়া জাগালে।
এ কে, সইতে পারে, ঐ তো ঘরে,
নন্দসুত লাগালে॥ ৭৭
তখন, ঘুরিয়ে আঁখি, চন্দ্রমুখী
প্রতি কুটিলে বলে।
ফের্ ফের্, নহিলে ফের—
ঘটিবে তোর কপালে॥ ৭৮
হয়ে, কাতর—উক্তি কন শক্তি,
ননদি! ছাড়ি দেহ।
আমার! প্রাণ হয়েছে, অগ্রগামী,
মিথ্যা ধর্‌বে দেহ॥ ৭৯

* * *

আমার প্রাণ কি প্রকার, তাহা শুন,—

যেমন বারিগত মীন, দাতাগত দীন॥
নদীগত তরি, ভক্তগত হরি॥
যেমন বনগত পশু, মাতৃগত শিশু।
স্বামিগত সতী, ক্রিয়াগত গতি॥
জলগত মকর, চন্দ্রগত চকোর॥
বৃক্ষগত লতা, জিহ্বাগত কথা॥

আহারগত কায়া, ধর্ম্মগত দয়া ॥
অর্থগত নর, পিত্তগত জ্বর ॥
উৎপন্নগত ধন, আশাগত মন ॥
ধনগত মান, আমার তেমনি কৃষ্ণগত প্রাণ ॥ ৮০

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

কেমনে প্রাণ ধরি, না হেরে মাধব-মাধুরী।
ধরো না, ননদি! তোমার চরণে ধরি ॥
কৃষ্ণপ্রেম-তৃষ্ণানলে, তিষ্ঠে না মন গোকুলে,
জলে রাই-চাতকী,—বিনে কৃষ্ণ-প্রেম-বারি ॥
গোকুল-রমণীগণে, গেলে কৃষ্ণ-দরশনে,
আমি, বিচ্ছেদ-হুতাশনে কেমনে তরি ॥
হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, আমারে কি হলো পর,
আমি জানি পূর্ব্বাপর, আমারি হরি।
যদি আমি বুঝাই মনে, মনোহর ভেবো না মনে,
মন তাতে মন-অভিমানে, মরে গুমরি।
পুরাইতে মনোরথ, কৃষ্ণপদে মন রত,
সংসারে বিরত মন, দিবে-শর্ব্বরী ॥ (৬)

কুটিলার কৃষ্ণনিন্দা।

কুটিলে বলে, এমন বুদ্ধি-তোরে দিয়েছে কেটা।
করিস ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবান্, সেই নন্দঘোষের বেটা॥ ৮১
যে যমুনা-পারে, যেতে না পারে, কংসরাজার দায়।
হলে স্বয়ংব্রহ্ম, এম্‌নি কর্ম্ম, গোয়ালার অন্ন খায়॥ ৮২
বনে, হারালে গাভী, বলি সুরভি, নন্দের ভয়ে কাঁদে।
হলে পরাৎপর, তার কি কর, নন্দরাণী বাঁধে॥ ৮৩
সে কি বইতো নন্দের বাধা, গোলোকচন্দ্র হ'লে।
দিবানিশি, একটা বাঁশের বাঁশী, বাজাতো রাধা ব'লে॥ ৮৪
তবে কি,মান ঘুচায়ে,মানের দায়ে,তোর পায়ে সে ধরিত।
হরি হ'লে কি, জঠর-জ্বালায়, মাখন চুরি করিত॥ ৮৫
গোলোকচন্দ্রে, শিরে বন্দে, ইন্দ্র চন্দ্র ভানু।
চরাচর, অগোচর, চরাত সে কি ধেনু॥ ৮৬
ভজিলে পরে, পরাৎপরে, তারে জগতে ভজে।
সে হলে কি, শ্যাম-কলঙ্কী, নাম হতো তোর ব্রজে। ৮৭
যে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে ভোজন পঞ্চামৃত মিষ্ট।
সে হলে কি, খেতো গোকুলে, রাখালের উচ্ছিষ্ট। ৮৮
নন্দের বেটা ব্রহ্ম নয়, জেনেছি তার মর্ম্ম।
যার পানে যার মন পড়ে, রাই! সেই যেন তার ব্রহ্ম। ৮৯

* * *

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—কৃষ্ণ আমার স্বয়ং ভগবান।

শুনি বাণী, কমলিনী, কোমল বাক্যে কন।
ননদিনি! ব্রহ্ম তিনি, তোর পক্ষে নন। ৯০
আমার, শ্যাম যদি সামান্য হবে, কেন তার বংশিরবে,
কুলবতী রইতে নারে ঘরে।
ঊর্দ্ধমুখে ধেনু রয়, যমুনা উজান বয়,
কেন তার, বাঁশের বাঁশীর স্বরে। ৯১
করি, শিশুকালে স্তনপান, পূতনার বধে প্রাণ,
ব্যক্ত গুণ ত্রিভুবনে জানে।
কালীয় করি দমন, রাখালের রাখে জীবন,
কালী-দহে বিষজল-পানে। ৯২
ননদি! মোর কৃষ্ণধন, করে ধরি গোবর্দ্ধন,
সব বৃন্দাবন বাঁচাইল। *
কে তারে চিনিতে পারে, মায়া করি যশোদারে,
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল। ৯৩
বলিলে, গোধন চরায়, রাখালের উচ্ছিষ্ট খায়
শ্রেষ্ঠ তায় বল মাত্র মিছে।
ওগো ননদি! সে ভগবান, তার কাছে মান অপমান,
সুখ দুঃখ তুল্য তার কাছে। ৯৪

* সব বৃন্দাবন—পাঠান্তর,—রস-বৃন্দাবন।

চিন্‌বে কি শ্যাম কালো-রূপে, পড়েছ মায়া-অন্ধকূপে

লোমকূপে ত্রিভুবন যার।

রাজ্যপদ গোচারণ, কিবা পঙ্ক কি চন্দন,

বৈকুণ্ঠ পাতাল তুল্য তাঁর। ৯৫

সে যে সংসারের সার, সংসার সকলি তাঁর,

সুখ দুঃখ সব তাঁর সৃষ্টি।

করে আমার প্রাণকৃষ্ণ, আপন হইতে শ্রেষ্ঠ,

ননদি গো! যারে কৃপাদৃষ্টি। ৯৬

সে যারে দিয়াছে মান, সেই ধন্য মান্যমান,

তার মানে মান্য হয় বিধি।

এ কথা নয় অপ্রমাণ, কৃষ্ণের বাড়াবে মান,

এত মান কার আছে, ননদি। ৯৭

করিল ভক্তের দায়, নন্দের বাধা মাথায়,

কর তায় এইজন্য সন্দ।

ননদি গো! তোরে বলি, ভক্তিতে বাঁধিল বলি,

ভক্তাধীন আমার গোবিন্দ। ৯৮

গোলোকপুরী পরিহরি, গোকুলে বিহরে হরি,

চিন্তামণি সকলে চিনিলে।

ননদি! তোর একি কর্ম্ম, ধিক্ ধিক্ ধিক্ জন্ম!

হাতে রত্ন পেয়ে হারাইলে॥ ৯৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ।

ওগো ননদি! তুই কেবল চিন্‌লিনে আমার কৃষ্ণধন।
কিন্তু জগজ্জনে জানে, কৃষ্ণ জগতের জীবন॥
ননদি! তোমার প্রতি, বিমুখ বৈকুণ্ঠপতি,
সমুদ্রে বাস ক'রে কি তোর, পিপাসায় মরণ।
সাধে যায় শঙ্কর বিধি, ননদি! মোর কৃষ্ণনিধি,
দুস্তর ভবজলধি,—নিস্তার-কারণ॥ (চ)

শ্রীমতীর কুঞ্জে প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথোপকথন।

কৃষ্ণের গুণ-কথায়, কুটিলে চৈতন্য পায়,
পাষাণ-শরীরে প্রেমোৎপত্তি।
দেখিতে যাইতে শ্রীপতিরে, প্রেমভরে শ্রীমতীরে
অমনি করিল অনুমতি॥ ১০০
সঙ্গে সখী রঙ্গে ভঙ্গে, নিরখিতে শ্যাম-ত্রিভঙ্গে,
কুঞ্জ-বনে উপনীত রাধে।
অন্তরে সুখ উপজিল, বিচ্ছেদ অন্তর হৈল,
যুগল-মিলন মন-সাধে॥ ১০১
দিবসে ছাড়িয়া বাস, হরি-সঙ্গে পরিহাস,
মনে ত্রাস আয়ান-দুর্জ্জনে।

পথে দেখি ননদিনী, বিনয়ে কন বিনোদিনী,
সেই ভয়ে কৃষ্ণের চরণে ॥ ১০২
আজি শীঘ্র হই বিদায়, নতুবা ঘটিবে দায়,
আসিতে কুটিলে সঙ্গে দেখা।
দিবাভাগে অসময়, এসেছি, হে রসময়!
শত্রুময় জান তো সব, সখা ॥ ১০৩
শুনিয়ে অন্তর উদাসী, কন কৃষ্ণ দুঃখে হাসি,
কেন মোরে বিচ্ছেদে কাঁদাবে।
আদ্যাশক্তি লোকে কয়, তুচ্ছ আয়ানের ভয়!
এ কথা কি তোমারে সম্ভবে ॥ ১০৪
তুমি ব্রহ্মময়ী সত্য, জানিয়ে তোমার তত্ত্ব,
হয়েছি শরণাগত আমি।
বলিলে নাহি মানো ক্ষান্তে,ভুলেছ আপন ভ্রান্তে,
রাধে! এত ভ্রান্ত কেন তুমি ॥ ১০৫
শুনি রাধে মিষ্ট ভাষে, কন কৃষ্ণে উপহাসে,
বল্‌লে তবে, বলি নিজ দুঃখে।
চির দিন দেখ্‌তে পাই, নিজ ধর্ম্ম কারু নাই,
পরকে পরে জগতে দেয় শিক্ষে ॥ ১০৬
আমি ভ্রান্তা যদি হই, তব তুল্য ভ্রান্ত নই,
কান্ত! গুণের অন্ত বলি তবে।

করি তুচ্ছ কংস-ভয়, গোপনে রও নন্দালয়!
এ কর্ম্ম কি তোমারে সম্ভবে॥ ১০৭
নবনীত জন্য করে, যশোদা বন্ধন করে,
তাতে, কেঁদে আকুল দিবস সমস্ত।
তোমায় ভজে ইন্দ্র ইন্দু, কি দুঃখে করুণাসিন্ধু!
জরাসিন্ধু-ভয়ে তুমি ব্যস্ত॥ ১০৮
সে অপূর্ব্ব কহিব কারে, পূর্ব্বে রাম-অবতারে,
জানকী হরিল দশাননে।
হয়ে ত্রিভুবনের শিরোমণি, যেন মণিহারা ফণী,
রোদন করহ বনে বনে॥ ১০৯
তখন, স্মরণ করিলে হরি, আসিত ব্রহ্মা ত্রিপুরারি,
জানকী, উদ্ধার শীঘ্র পায়।
সে সকল ভুলিলে চিতে, বানরে বলিলে মিতে;
করিতে সীতার উদ্ধার-উপায়॥ ১১০

জয়জয়ন্তী—যৎ।

তুমি হে কমলাকান্ত! এত ভ্রান্ত কি কারণ।
নাশিতে রাবণে কর, বনপশু-আরাধন॥
তোমার নামেতে নিস্তার, হরি! ভবসিন্ধু—জগজ্জন॥

গোলোকেতে বিরাজিত, তুমি ইন্দ্রাদি-পূজিত,
তুমি কাঁদ শক্তি বিনে, শক্তি কাঁদে অশোকবনে, হে!
আবার শক্তিশেলে মরে প্রাণে, তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥(ছ)

শুনি কন রাধাকান্ত, রাধে! আমি যেন অধিক ভ্রান্ত,
উভয়ের দোষ গুণের অন্ত,
বল্‌লে বলি, নইলে কথা কইনে।
ভ্রান্ত হয়ে যদি থাকি, তবু সদয় স্বভাব রাখি,
তুমি যেমন চন্দ্রমুখি! অমন, আমি ভক্তে নিদয় হইনে ॥
সাক্ষী দেখ, আমি ভক্ত—অনুগত অনুরক্ত,
আমায় করিলে যে বিরক্ত,
মানের দিন্‌টা ভাবিলে, প্রাণ তো রয় না।
ক'রে সাধে বিষাদ বাদ সাধিলে, সাধকের সাধ কৈ পূরালে,
সাধিলাম চরণ-তলে, ভক্ত ব'লে
তবুতো দয়া হয় না ॥ ১১২
কমলিনী কন, হরি! তোমার সঙ্গে বিহরি,
তুমি ভক্তের হিতকারী, যত তাহা আমা ছাড়া নয় হে।
ত্রিভুবন করিল দান, বলি ভক্ত ভগবান্,
বেঁধে করিলে অপমান, কি গুণেতে ভক্তাধীন কয় হে ॥

নিতান্ত ভক্ত তোমার, প্রহ্লাদ রাজকুমার,
সঙ্গে সঙ্গে থেকে তার, দুঃখ দিয়ে কত খেলাই খেল্‌লে !
দণ্ডে দণ্ডে রাজা দণ্ডে, কভু ফেলে অগ্নি-কুণ্ডে,
কভু দেয় হস্তি-শুণ্ডে, প্রাণ বধিতে বিষ দান কর্‌লে॥ ১১৪
কত দুঃখ কব তার, শেষে হয়ে অবতার,
বহু দিনে নিস্তার, করিলে তারে, দিয়ে দুঃখের অন্ত।
রাবণের পুত্রগণে, শরণ লয় গিয়ে রণে,
বিভীষণের বাক্য শুনে, কত ভক্তের করেছ প্রাণান্ত। ১১৫
বাঞ্ছা-কল্পতরু নাম, ও-নামের তুল্য নও হে শ্যাম !
কারে সদয় কারে বাম, আত্মশ্লাঘা যোগ্য তুমি নও হে।
শুনে কন ভগবান্, রাধে ! ভক্ত যে আমার প্রাণ,
আমি ভক্তের ঘুচাই মান, কমলিনী ! এমনি কথা কও হে

বারোঁয়া—যৎ।

যদি ভক্তের মান ঘুচাতাম রাধিকে !
তবে ভৃগুমণির পদচিহ্ন কেন আমার বুকে॥
আমি ভক্তের ভক্ত রাধা ! ভক্তপ্রেমে বন্দী সদা,
নৈলে কেন নন্দের বাধা, বহি আমি মস্তকে।
দ্বিজ দাশরথি দীন, তার কি যাবে দুঃখে দিন,
দীনবন্ধু বলি যদি দিনান্তরে ডাকে॥ (জ)

কমলিনী বলে হরি! বলি পদারবিন্দে।
বল্‌লে কথা সমুচিত, হবে কৃষ্ণ-নিন্দে ॥ ১১৭
আছে ভৃগুর চরণ, হৃদে ধারণ,
তাইতে গরব করি বলো।
হয় কপট যারা, রাখে তারা,
বাক্যলক্ষণ ভালো ॥ ১১৮। *

* * *

কালোরূপের দোষ।

যেমন বিষকুম্ভ পয়োমুখ, স্বভাব ধরে শঠে।
তোমার অন্তরস্থ, গুণ সমস্ত, আমার জানা বটে ॥ ১১৯
গুণের কথা, গুণমণি! গণে বলিতে নারি।
রূপ যে তোমার কালো রূপ, ও পরের মন্দকারী ॥ ১২০
করিলে, হে কালাচাঁদ! তোমার কালো রূপের ব্যাখ্যে।
কাল্ হয়েছে কালোরূপ, কামিনীর পক্ষে ॥ ১২১
দেখ, সংসারেতে যত কালো কালের সমান।
কালো অঙ্গ, কাল ভুজঙ্গ, দংশিলে যায় প্রাণ ॥ ১২২
দেখ, পাষাণ কালো, দয়াহীন দেখ্‌লে পাষাণ বলে।
নারীর কালের-স্বরূপ কালো কোকিল, কাল-বসন্তকালে ॥

---

* বাক্য-লক্ষণ—পাঠান্তর—বাহু লক্ষণ।

কাল-শব্দে শমন কালো, কালাকালে ধরে।
অন্ধকার নিশি কালো, সেহ পরের মন্দ করে॥ ১২৪
দেখ সকল বর্ণ, হয় বিবর্ণ, লাগিলে কালোর অংশ।
প্রলয়কালে কালো মেঘে সৃষ্টি করে ধ্বংস॥ ১২৫
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ কালো কালকূট-বিষে।
কালাচাঁদ! তোমার কালো-রূপ ভাল বলিব কিসে॥ ১২৬

* * *

কালো রূপের গুণ।

কৃষ্ণ কন, রাধে! তোমায় বলিতে করি সন্দ।
কি বলিব! ভালোতে বা পাছে হব মন্দ॥ ১২৭
একবার ধরো গুণের দোষ, আর-বার বলো কালো।
নারীর স্বভাব মিছে কথায়, কন্দল করতে ভালো॥ ১২৮
তুমি ভালো বুঝে, কালো ভূষণ ধরেছ সকল অঙ্গে।
পরেছ কালো নীলাম্বরী, মজেছ কালো সঙ্গে॥ ১২৯
আছে, নয়নে কালো নয়ন-তারা, কত শোভা তার বল।
মুদিলে চক্ষু অন্ধকার, তাতেও দেখ কালো॥ ১৩০
তাতে মনোরঞ্জন, কালো অঞ্জন, নয়নের আভরণ।
তোমার অন্তর-মাঝারে কালো, হয় না দরশন॥ ১৩১
না বুঝিয়ে কালো-রূপ নিন্দা কর রাগ।
মাথায় কালো কেশ থাকলে, পাকলে কেমন লাগে॥ ১৩২

দেখ, অন্ধকার নাশে, কালো নীলকান্তমণি।
যখন অঙ্গ জ্বলে, কালো জলে, গেলে জুড়ায় প্রাণী ॥ ১৩৩
হৈলে, গগনে উদয় কালো-মেঘ, বিফল হয় না বৃষ্টি।
হয়ে কালোতে জড়িত, তোমার কেন কালোতে কোপদৃষ্টি
তোমার কামধনু-নিন্দিত ভুরু, কালো জন্যেই সাজে।
আলো করেছে কালো কমলে, রাধাকুণ্ডের মাঝে ॥ ১৩৫
নিকটেতে ছিল বৃন্দে, বলে ধরি পদারবিন্দে ॥
করো না করো না রাই! কালো রূপের নিন্দে ॥ ১৩৬

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

কালো রূপ নৈলে তোমার কি শোভা, রাই কমলিনি!
সেজেছো শ্যাম-জলদের বামে, রাধে! সৌদামিনী ॥
তুমি শ্যাম-অঙ্গের ভূষণ, তোমার ভূষণ চিন্তামণি।
হয়েছে স্বর্ণ-লতায় জড়িত নীলকান্ত মণি ॥ (ঝ)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার রসাভাস।

তখন বৃন্দেরে কন দয়াময়, এরূপ দ্বন্দ্ব সদাই হয়,
আমাদের দুই মনে নাহি ঐক্য।
দশের মত নহে রীত, প্যারীর সকল বিপরীত,
এক বিপরীত দেখ না প্রত্যক্ষ ॥ ১৩৭

লোকে বলে এই কথা, পর্ব্বতে জন্মায় লতা,
লতায় পর্ব্বত জন্মে, শুনেছ কোন্ কালে।
আমি ভেবে ভেবে বিবর্ণতা, প্যারী আমার স্বর্ণলতা,
তার মধ্যে কুচ-গিরি কেনে॥ ১৩৮
শুনে কৃষ্ণের ব্যঙ্গ-বাণী, হেসে ঢ'লে পড়ে ধনী,
কমলিনী দেন প্রত্যুত্তর।
বিপরীত তোমার যত, আর তো নাহিক তত,
বলি তবে, শুন বংশিধর॥ ১৩৯
জানে জগজ্জনে মর্ম্ম, জলেতে পদ্মের জন্ম,
শুকালে জল, পদ্ম মরে প্রাণে।
বল দেখি বংশিধারি! পদ্মে কি জন্মায় বারি?
তোমার এতো বিপরীত কেনে॥ ১৪০

খাম্বাজ—যৎ।

একি তোমার বিপরীত রীত হে গুণমণি।
তোমার পাদপদ্মে পদ্ম কেন, কেন তায় সুরধুনী॥
কমলময় সকলি দেখি, কমল কর, তায় কমল আঁখি,
শ্রীঅঙ্গ নীলকমল বামে রাই কমলিনী।
কমল-মুখ তায় কমল হাঁসি, কমল-কর তায় কমল বাঁশী,
কমলা-সেবিত কমলপদ-দুখানি॥ (ঐ)

কৃষ্ণ কন, শুন প্যারি ! পদ্মেতে হইল বারি,
লতায় জন্মিল গিরি, উভয়ে ত সমান দুই জনা ।
কিন্তু আমা হইতে আছে তোমার বহু বিড়ম্বনা ॥ ১৪১
তব বিড়ম্বনা রাধে ! বলিলে অল্প অপরাধে,
ঘটিবে বিষাদ সাধে,
হাসিবে শত্রু, বসিবে কন্দল কর্‌তে ।
তুমি জিনিলে বাড়িবে তোমারি মান,
হারিলে বাড়িবে অভিমান, আমারি কেবল অপমান,
লজ্জা হয় নিত্য চরণ ধর্‌তে ॥ ১৪২
প্যারী বলেন দয়াময় ! অন্যায় বলিলে উষ্মা হয়,
উচিত বল্‌বে তার কি ভয় ?
কও হে ! আমার কিসের বিড়ম্বনা !
শুনে কৃষ্ণ করেন উক্তি, রাধে ! তুমি আদ্যাশক্তি,
কেহ করে না মাতৃ-সম্ভাষণা ॥ ১৪৩
কমলিনী কহেন কৃষ্ণ, ওটা উভয়ের দুরদৃষ্ট,
আপনা-পানে আপনি দৃষ্ট, ক'রে তুমি কি জন্যে দেখ
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, তোমায় সাধে পশুপতি,
সর্ব্ব ঘটে তব স্থিতি, কেবা করে পিতৃ-সম্ভাষণা ॥ ১৪৪
হরি ! বিদিত আছে ত্রিভুবনে, বিধির সৃষ্টি রজোগুণে
সৃষ্টি-ধ্বংস তমোগুণে, জীবের জীবন নাশে হর ।

সত্ত্বগুণে, নারায়ণ ! ত্রিভুবন কর পালন,
জীবের রাখ জীবন, পিতৃ-যোগ্য তুমি যজ্ঞেশ্বর ॥ ১৪৫

জয়জয়ন্তী—যৎ।

হে কৃষ্ণ ! হে দীনবন্ধু তোমায় বলে কি কারণ।
পিতৃভাবে হরি ! তুমি ত্রিভুবন কর পালন ॥
কি নর কীট পতঙ্গ, কি বিহঙ্গ কি মাতঙ্গ হে,
হরি ! তব গুণে ত্রিভুবনে জীবের জীবন-ধারণ।
করে না মাতৃ-সম্ভাষ, করিলে আমার অপযশ, হে,
তোমারি কি আছে যশ, যশোদা-নন্দন !
তুমি হে পালনকারী, সৃষ্টিনাশী ত্রিপুরারি, হে,
তবু জয় শিব-শঙ্কর পিতা, তারে বলে জগজ্জন ॥ (ট)

রাধিকারে অহঙ্কারে কন দয়াময়।
তব সঙ্গে বাক্যযুদ্ধ মোর যোগ্য নয় ॥ ১৪৬
শুন শুন কমলিনি ! কথায় যত কও।
কিন্তু সহজে অবলা তুমি মোর যোগ্য নও ॥ ১৪৭
পুরুষ-পরশমণি চিন্তামণি আমি।
হও রমণী, বিনোদিনি ! পরাধীনা তুমি ॥ ১৪৮

বিশেষত বৃন্দাবনে আমারি গণন।
লোকে জানে গোবিন্দ লইয়া বৃন্দাবন॥ ১৪৯
প্রকৃতি রূপেতে তুমি থাক মোর বামে।
ভেবে দেখ আমারি গৌরব ব্রজধামে॥ ১৫০
প্যারী বলে, তোমারি গৌরব বটে শ্যাম!
তাইতে বলে, অগ্রে রাধা, পরে কৃষ্ণনাম॥ ১৫১
তুমি কি চতুর, শ্যাম! আমার অপিক্ষে?
বাঞ্ছা থাকে চতুরালি কর কিছু শিক্ষে॥ ১৫২
বামভাগেতে রেখে আমায়, শ্যাম! কি কর গর্ব্ব।
ভেবে দেখ তোমারি করেছি গর্ব্ব খর্ব্ব॥ ১৫৩
দক্ষিণে থাকিতে পারি, বামে রই কি সাধে।
বাম হয়ে না থাক্‌লে পরে, কেবা কারে সাধে॥ ১৫৪
বৃন্দে অমনি ধ'রে বলে কৃষ্ণের চরণে।
তুমি বড় ভ্রান্ত হরি! বুঝিলাম এত দিনে॥ ১৫৫

বারোঁয়া—যৎ।

তুমি রাই হতে কি বড় ভাব, হরি!
তুমি অগতির গতি, তোমার গতি রাই-কিশোরী॥
কৃষ্ণ!—তোমার নামের গুণে, হরে বিপদ ত্রিভুবনে,
তোমার বিপদ হলে, বাজাও রাই ব'লে বাঁশরী।

রাই হতে যে তোমায় মানে, তা দেখেছি দুর্জ্জয় মানে,
বাকী কি শ্যাম! অপমানে, সাধিলে চরণে ধরি॥ (ঠ)

কুটিলা শ্রীরাধিকার কুঞ্জ-বন-গমন-সংবাদ আয়ানকে বলিতেছে।

এরূপে কথার দ্বন্দ্ব, উভয়ে কন উভয়ে মন্দ,
শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমতীর সঙ্গে।
অন্তরে আনন্দময়, মুখে যেন অপ্রণয়,
নানা কাব্য করে রঙ্গে ভঙ্গে॥ ১৫৬
এথা কুটিলে কুচক্রী ব্রজে, ভ্রান্ত হয়ে হৃদি মাঝে,
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কথা যত।
চলে মনের রাগে রাগে, ভবনে পবন-বেগে,
আয়ানকে কহিল গিয়ে দ্রুত॥ ১৫৭
বলে, শুনগো শুনগো দাদা! তোমার কলঙ্কিনী রাধা,
তার জ্বালায় আর মুখ দেখাতে নারি।
এখনি দেখে আইলাম বনে, এমনি ঘৃণা হতেছে মনে,
সেই বা মরে, আমরাই বা মরি॥ ১৫৮
কত অন্য লোকে ধিক্ দিয়ে, বল্‌তাম আমরা মায়ে-ঝিয়ে,
পরের মন্দ দেখি, আসিতাম হেসে।
এখন, লোকে উল্‌টে বল্‌ছে কত, স'য়ে থাকি চোরের মত,
বাঁদীর কুরুপ্পর হয়েছি রাধার দোষে॥ ১৫৯

তোর নারী সে রাজার ঝি, ছি ছি ! রাধা করল কি,
রাখালি ল'য়ে বনে বনে ভ্রমে।
কারেই ভালো মন্দ বলি, রাজার বেটী চন্দ্রাবলী,
সেও মজেছে সেই রাখালের প্রেমে ॥ ১৬০
তুই করিসনে মনোযোগ, কুপথ্যেতে বাড়িল রোগ,
দমন হ'লে এমত হতো কি তবে।
মেয়ে-মুখো যার পতি, মাগ হয় তার আত্মমতি,
নহিলে কেন এমন দশা হবে ॥ ১৬১
ভগিনী-বাক্যে অগ্নিপ্রায়, আয়ান বলে, হায় হায় !
এমত বাক্য আমায় বলে কেটা।
আমি আয়ান পাষাণবুকো, আমায় বলিস্ মেয়ে-মুখো,
চল্ দেখি কোন্ খানে নন্দের বেটা ॥ ১৬২
বাক্য আমার ব্রহ্মবেদ, করিব গে তার শিরচ্ছেদ,
সে যেমন শিরকাটা করিল কর্ম্ম।
কাটিব কলঙ্কী রাধারে, স্ত্রীহত্যাটা ঘটুক মোরে,
আজি আর মানিব না ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ ১৬৩
বধিব কৃষ্ণে আজি বনেতে, যষ্টি কিম্বা মুষ্ট্যাঘাতে,
আমার হাতে আজি কি সে আর বাঁচিবে ?
মনে বুঝিলাম নিঃসন্দ, নির্ব্বংশ হইল নন্দ,
সাধ্য কি মোর, যম তাঁরে ডেকেছে। ১৬৪

তার পূতনা আদি নষ্ট করা, হাতে গোবর্দ্ধন ধরা,
ভেস্কী করা মোর কাছে কি রবে ?
করিব, গদাঘাতে হাড় চূর্ণ, কংস রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ—
বুঝিলাম, আজি আমা হতেই হবে॥ ১৬৫
ক্রোধে আয়ান দর্প করি, যায় যথা দর্পহারী,
কুচক্রী কুটিলে যায় সনে!
হস্তে লইয়া কাল্ সাট, ঘন মারে মালসাট,
কাট্ কাট্ শব্দে যায় বনে॥ ১৬৬
দূরে হৈতে দেখি প্যারী, অঙ্গ কাঁপে থরহরি,
ব্যাঘ্র হেরি হরিণী যেমন করে।
ধরিয়ে হরির পায়, চঞ্চলা হরিণী-প্রায়,
বলে, হরি! রক্ষা কর মোরে॥ ১৬৭

সিন্ধুভৈরবী—পোস্তা।

ঐ দেখ, আস্‌ছে আয়ান, বংশিবয়ান। বনমাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন! তোমায় ভ'জে॥
দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবো কেমন ক'রে,
কিঞ্চিৎ স্থান আমারে, দাওহে অভয়-পদাম্বুজে।
রাখ করুণা করি, তব করুণায়,—শ্রীহরি!—
সহস্র-ঝারায় বারি, এনেছিলাম আমি ব্রজে॥ (ভ)

শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের অভয় প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ-ধারণ।

কৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাই, আমি কি ডরাই রাই!
ক্ষুদ্র আয়ানের দর্প হেরি।
চিন্তামণি নাম ধরি, ভব-চিন্তা নষ্ট করি,
তব চিন্তা কি হেতু কিশোরি॥ ৬৮

দেখ এক অপরূপ, সম্বরি এই কৃষ্ণরূপ,
দণ্ডিতে পার্‌বে না কোন রূপে।
শুন রাধে রসময়ি! আমি যার সহায় রই,
তার কি ভয় ইন্দ্র-চন্দ্র-কোপে॥ ১৬৯

এত বলি ঈষৎ হাসি, ত্যেজিয়ে মোহন বাঁশী,
মদনমোহন মায়া-ছলে—
রাধার ঘুচাতে মনের কালো, হইলেন দক্ষিণে-কালী,
মহাকাল পতিত পদতলে॥ ১৭০

জবা জাহ্নবীর জল, সচন্দন বিল্বদল,
প্যারী করে চরণে অর্পণ।
শ্যাম হলেন নিকুঞ্জে শ্যামা, কিবা রূপ নিরুপমা,
আয়ান করিছে নিরীক্ষণ॥ ১৭১

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কুঞ্জ-কাননে কালী, ত্যেজে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যামা-শ্যামে ভেদ কেন, কর রে জীব ভ্রান্ত॥
পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিগম্বরী,
মরি মরি! হেরি কি রূপের অন্ত।
কিবা, কালোপরে কালো-শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,
ভালে শশী, অট্টহাসি, বিকট দন্ত॥
যে গোবিন্দ-পদদ্বয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে,—
সুর-নরে সাধে সারা দিনান্ত।
দিয়ে, সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিণী রাই করে সেবা,
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবে অন্ত॥ (ঢ)

——

হেরিয়ে আয়ান, ভাসিছে বয়ান,
নয়নের প্রেম-ধারে॥
দূরে গেল রাগ, হইল বি-রাগ,
রাধায় অনুরাগ করে॥ ১৭২
বলে ধন্যা ধন্যা, প্যারী রাজকন্যা —
গিরিরাজ-কন্যা সাধে।

হরি-পরিবাদ, দিয়ে করি বাদ,
তবে কেন সাধে-সাধে ॥ ১৭৩
ঘুচিল বিকার, মনের আন্ধার,
সব ধন্দ দূরে গেলো।
বলে, সার্থক আসা, ফেলে হস্তের আশা,
বলে, আশা পূর্ণ হলো ॥ ১৭৪
ভাবে গদ্‌গদ, ভাবে তারা-পদ,
গলে বাস কৃতাঞ্জলি।
কুটিলেরে ডাকি, বলে, বল দেখি,
কই বনে বনমালী ॥ ১৭৫

জয়জয়ন্তী—যৎ।

কোথা গো কুটিলে! বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর-হৃদি-সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ই ॥
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব, প'ড়ে পেলাম পরমার্থ, রে!
আমার গুরুদত্ত রত্ন,—কালী করালবদনা ঐ।
গঞ্জনা দেই সাধে-সাধে, শ্রীরাধায় কি অপরাধে,
শ্রীগোবিন্দ-অপবাদে সদা মন্দ কই।
স্বচক্ষে দেখিলাম আসিয়ে, জবা বিল্বদল দিয়ে,—

যারে শিব আরাধে, তায় আরাধে,—
আমার রাধে রসময়ই ॥ (ণ)

কালীরূপ হেরি রাধে প্রফুল্ল হৃদয়।
কিন্তু হৈল ভাবিনীর কি ভাবের উদয় ॥ ১৭৬
কমলাদি পুষ্প লয়ে ঢাকেন কমলিনী।
কমলাকান্তের কমল-চরণ দুখানি ॥ ১৭৭
পরিধান নীলাম্বরী খণ্ড করি ল'য়ে।
ঢাকেন কৃষ্ণের হৃদয়, কি হৃদয়ে ভাবিয়ে ॥ ১৭৮
গোকুলে গোকুলচন্দ্র কালীরূপ ধরে।
নিরখিতে সুরগণ আইসে শূন্যভরে ॥ ১৭৯
মোক্ষ-ধন—চরণ না দেখিবারে পায়।
বলে, কৃষ্ণ-প্রেমদা এ কি প্রমাদ ঘটায় ॥ ১৮০
পবনে দিলেন আজ্ঞা যত দেবগণ।
মুক্ত কর মুক্তকেশীর যুগল চরণ ॥ ১৮১
পুনঃপুনঃ কমলিনী দেন যত ঢাকা।
পবন উড়ায় পুষ্প নাহি যায় রাখা ॥ ১৮২
সহাস্য বদনে রাধায় কন চিন্তামণি।
কি জন্য চরণ-হৃদি, ঢাক কমলিনি ॥ ১৮৩

কমলিনী কন, কৃষ্ণ! কহি হে কমল পায়॥
ঢেকেছি কমল-পদ আয়ানের দায়॥ ১৮৪
আপাদ মস্তক তুষ্ট করে যদি দৃষ্ট।
প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইবে তবে কৃষ্ণ॥ ১৮৫

বারোঙা—যৎ।

পাছে চিনিবে তুষ্ট আয়ান ভাবি মনে।
ঐ যে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রয়েছে চরণে॥
দিয়ে জবা কোকনদ, যতনে ঢাকিলাম পদ,
কি জানি করে বিপদ, পদ দরশনে।
মনেতে ঐ শঙ্কা করি, বক্ষে দিলাম নীলাম্বরী,
ভৃগুচরণ আছে হরি, হৃদি-পদ্মাসনে॥ (ত)

আয়ানের কালীস্তব।

যোড় করে স্তব করে, আয়ান অতি ধীর।
আমি কি বর্ণিব গুণ, অসাধ্য বিধির॥ ১৮৬
মা! তুমি ত্রিশূল-ধরা ত্রিশূলী-মোহিনী।
ত্রিবিধ কলুষহরা ত্রিলোক-তারিণী॥ ১৮৭
ত্রিসন্ধ্যা-রূপিণী ধ্যান করে ত্রিপুরারি।
ত্রিদেব-বন্দিনী তারা ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ১৮৮

মা ! তুমি ত্রিবেণী তীর্থ, জাহ্নবী ত্রিধারা।
ত্রিকোটী-তীর্থ-রূপিণী ত্রিসংসার-সারা॥ ১৮৯

ত্রিদেব-বন্দিনী, তব সৃষ্টি ত্রিভুবন।
ত্রিপুরা ! তোমারি তনয় ত্রিপদ বামন॥ ১৯০

তিষ্ঠ সর্ব্বঘটে, আশা-তৃষ্ণা-নিবারিণী।
ত্রিজগতকর্ত্রী ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী॥ ১৯১

শক্তি ! তুমি মুক্তিদাত্রী ভক্তি-মূলাধার।
দুর্লভ জনম, দুর্গা ! আমি দুরাচার॥ ১৯২

গোপগৃহে জন্ম গোচারণে গত দিন।
নাস্তি গুণ-গৌরব অগণ্য গতিহীন॥ ১৯৩

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

কি গুণে নির্গুণে পদ দিবে ত্রিগুণধারিণি।
কমলিনীর গুণে যদি কমলপদ দাও আপনি॥
জনমে না জানি পুণ্য, পুণ্যের বিষয় শূন্য ছন্ন,
পাপেতে আছি নৈপুণ্য, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনি॥

ত্রিপুরা ইত্যাদি পাঠান্তর—ত্রিপুর তোমারি লয় ত্রিপদ বামন।

গোকুলে দুষ্কুলে জন্ম, গোধন চরণ ধর্ম্ম,
সাধন কেমন না জানি—
নাহিক পথ-সম্বল, মা! আমার কি হবে বলো,
ভরসা কেবল তোমার নাম পতিতোদ্ধারিণী ॥ (থ)

হেথা, গোষ্ঠে না হেরিয়া কৃষ্ণ যত রাখালগণ।
মণিহারা ফণী প্রায় করিছে রোদন ॥ ১৯৪
বনে আসি ব'লে, বাঁশী ফেলে, ভাণ্ডীর-তলায়।
প্রবঞ্চনা ক'রে কানাই লুকালো কোথায় ॥ ১৯৫
বনে বনে রাখালগণে যায় অন্বেষণে।
অপরূপ দেখে ছিদাম রাই-কুঞ্জবনে ॥ ১৯৬
কাতরে জিজ্ঞাসে ছিদাম, রাই-চরণে ধরি।
কোথা গুণের কানাই, কেন কুঞ্জে মহেশ্বরী ॥ ১৯৭
রাই বলেন, পাবে রে কৃষ্ণে তাহে নাহি ভয়।
আজি, বিপদে আমারে রক্ষা কর্‌লেন দয়াময় ॥ ১৯৮

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান দুষ্ট আয়ান এসেছিলো।
সাধ পুরাতে সাধের বন্ধু, শ্যাম আমার আজি শ্যামা হলো ॥

যা রে ছিদাম ! ত্বরায় বলো, দেখুক রে সখা সুবল,
শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে বলো ॥
সেজেছে সুন্দরী তারা, শ্যাম আমার নয়নের তারা,
ভালে তারা সেজেছে ভালো ;—
যে অধরে নন্দরাণী, দিত রে ক্ষীর নবনী,
বংশিধরের অধরে আজ, যোগিনী সুধা সঁপিল ॥ (দ)

শ্রীরাধিকার দর্পচূর্ণ।

শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুবলের মুক্তা-প্রার্থনা।

দর্প ঘটে যার চিত্তে, সে দর্প হরণ কর্‌তে,
দর্পহারী ব্রহ্মসনাতন।
নর অসুর দেবতার, শূলপাণি কি বিধাতার,
করেন হ'য়ে অবতার, সে দর্প হরণ ॥ ১
দর্প হরিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার,
গিয়ে যমুনার ধার, রাখাল সঙ্গে করি।
গো-পাল সব বিপিনে চরে, যার নাই অগোচর চরাচরে,
বিনয়ে সুবল-গোচরে, কহিছেন সেই হরি ॥ ২

"সুবল ! গিয়ে রাধার নিকটে, বল গে,—হরি সঙ্কটে
পড়েছেন করেছেন প্রতিজ্ঞে।
রাখ দায়, কর মুক্ত, অঙ্গ হতে দাও একটী মুক্ত,
সাজাবেন গোপাল, গোপাল-বর্গে ॥ ৩
যদি কয়, একটী মুক্ত ল'য়ে কেশব,
কি ক'রে সাজাবে গোকে সব, কর্‌লে হিসাব শতলক্ষ ধেনু
রোপণ করিলে মতি, মতি হবে উৎপত্তি,
এই ব'লে শ্রীমতি ! আমায় পাঠালেন কানু ॥" ৪
দিলেন আজ্ঞা শ্যাম-শরীর, সুবল গিয়ে কিশোরীর,—
নিকটে হরির বার্ত্তা কয়।
শুনে রাই হেসে কন, হায় রে কপাল !
মুক্ত-বৃক্ষ কর্‌বেন গোপাল, সাজাইবেন রাখাল গো-পাল,
এ'ত কথাই নয় ॥ ৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

ছি ছি মরে যাই, সুবল ! তোর কথা শুনে।
সরেনা ক বাণী, হরির শুনি বাণী,
অবাক হন ভবানী—বাণী, এ বাণী শ্রবণে ॥
লক্ষণ-যুক্তাযুক্ত করেন মুখে উক্ত,
মৃত্তিকায় কভু উৎপত্তি হয় মুক্ত, হায় ! একি দায়,—

ক্ষে কল্‌বে মুক্ত মণি, সুবল রে ! বলেছেন নীলমণি,
বিফল চিন্তা কেন চিন্তামণির মনে ॥
দাশরথি বলে, কি কর্‌লে রাই উক্ত,
কোন্ তুচ্ছ মণি মাণিকাদি মুক্ত, তাঁর, করা ভার,—
ভবে সব অসম্ভব, প্যারি গো ! তাহাতে উদ্ভব,
ভব যাঁরে ভাবে শ্মশান-ভবনে ॥ (ক)

এইরূপেতে পরিহাস, হরির প্রতি উপহাস,
করি প্যারী ছলে সুবলে বলে।
অসম্ভব কর্ম্ম যে সব, উদ্ভব কর্‌তে চান কেশব,
সব প্রকাশ ক'রে কে বলে ॥ ৬
অসম্ভব কথা গুলো, ব্যাঙ্গেতে গিরি গিলিল,
গরুড়কে ভক্ষিল আসি নাগে।
বোবায় আসি বেদ পড়ে, কুম্ভীর আকাশে উড়ে,
সূর্য্যগ্রহণ হবে নিশাভাগে ॥ ৭
চড়ুয়ের পেটে জন্মাবে নর, সুরপতি হবে বনের বানর,
বক ডাকিবে কোকিলের রবে।
শৃগালের গর্ভে হবে হয়, তেঁতুল গাছে নারিকেল হয়,
তেম্‌নি বৃক্ষেতে মণি-মাণিকাদি কর্‌বে ॥ ৮

রাখালের বুদ্ধি কত হবে বল, মন্ত্রী তেম্‌নি শ্রীদাম সুবল,
দেবতা যেমন, বাহন তেমন জোটে।
কভু যায় না ভদ্রমাঝে, গোপাল ল'য়ে গোঠের মাঝে,
ঘটে তার কত বুদ্ধি ঘটে ॥ ৯
প্যারী যত নিন্দে ছলে, সুবলে প্রবলে বলে,
শুনিয়ে সুবল চলে, চক্ষে শতধার। ১০
রাই যে সব করিল উক্তি, সে উক্তি করিতে উক্তি,
যুক্ত হয় না, মুক্তিদাতা! তোমায়।
বল্‌লে,' রাখাল সঙ্গে ফেরেন গোপাল,
গোঠে মাঠে চরান গোপাল,
মুক্তর যত্ন কি জানে রাখাল, মুক্ত দিব তায় ॥ ১১
বলে, মুক্তর কথন বৃক্ষ! শুনি লোহিতাক্ষ কমলাক্ষ,
তোমরা সকলে রক্ষ রক্ষ, গোবৎস বিপিনে।
ব'লে হরি অম্‌নি ধান, গিয়ে যশোদার সন্নিধান,
কাতর হয়ে ভবের প্রধান, জননী বিদ্যমানে ॥ ১২
ভবজলধির কর্ণধার, কয়,—আঁখিতে শতধার,
যশোদার ধরিয়ে অঞ্চলে।
রত্নাকর শঙ্কর, চরণে যাঁর কিঙ্কর,
মুক্তির জন্য পাতি কর, জননীরে হরি বলে ॥ ১৩

ললিত—একতালা।

বেদে পায় না অন্ত, নামটী যাঁর অনন্ত,
তাঁর অন্ত কি পায় সামান্যে।
হ'য়ে ঐ চরণ অভিলাষী, শিব যাতে উদাসী,
কমলা যাঁর দাসী, ত্রিলোক-মান্যে॥
কিঙ্কর যে চরণে রত্নাকর আপনি,
পদনখাশ্রিত চন্দ্রকান্ত-মণি,—
শিরে যাঁর শোভা করে কৌস্তুভমণি, সেই চিন্তামণি,—
ভবে মুক্তিদাতার চিন্তা মুক্তার জন্যে॥ (খ)

যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মুক্তা-প্রার্থনা।

গৃহিণী যাঁর বীণাপাণি, বিনয়ে সেই চক্রপাণি,
মুক্ত লাগি যুগ্মপাণি, ক'রে যশোদায় বলে।
এলাম গোষ্ঠ হতে এই প্রযুক্ত, মনে মনে করেছি যুক্ত,
কোটী কোটী করিব মুক্ত, একটী মুক্ত পেলে॥ ১৪
রোপণ কর্‌লেই হবে বৃক্ষ, ফল্‌বে মুক্ত লক্ষ লক্ষ,
একটী দাও মা! দিব শত শত।
আমায় একটী যে দেয় করে, কোটী রত্ন তার করে,
দিই মা আমি হয়ে বশীভূত॥ ১৫

শুনে, রাণী বলে রে অবোধছেলে ! মুক্ত কভু কি বৃক্ষে ফলে
হীরে মণি পান্না চুণির গাছ কখন হয় রে।
মিছে কথায় ক'রে ভুল, গোঠে থেকে হ'য়ে বাতুল
ঘটনা যা অপ্রতুল, কে সে কথা কয় রে ॥ ১৬
তখন যশোদা হরির চন্দ্রাধর, ধ'রে বলে সব্ ধর ধর,
ধরায় অধর কেন মুরলিধর রে।
আবার ডাকে করি ঊর্দ্ধ অধর, কোথা আয় রে হলধর !
শিখিপুচ্ছ-ধরকে আমার, ধর ধর ধর রে ॥ ১৭
এইরূপে নন্দরমণী, কোলে ল'য়ে চিন্তামণি,
বুঝান,—এক দ্বিজ-রমণী, এমন সময় আসি।
শুনে সব পরিচয়, দ্বিজকন্যে কেঁদে কয়,
তোর নীলমণি চেয়ে কি হয়, মুক্ত মণি বেশী ॥ ১৮

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি ধন গর্ব্বে ধরেছ রাণি !
যে রত্ন-কিরণে আলো হলো ধরণী ;—
ও পদ-পরশে হয় কত রত্নমণি ॥
তোর নীলমণি যে বক্ষে লয়, মনের তিমির হয় লয়,
কটাক্ষে উৎপত্তি-লয়,—করেন বেদেতে শুনি ॥ (গ)

মুক্তাগাছে মুক্তাফল।

দ্বিজরমণী, কন যশোমতি! ভবে যার দুর্ম্মতি,
ও মতিতে মতি তার কি লয়।
গুরুর মানে না অনুমতি, দিয়ে কণ্ঠ সাজায় গজমতি,
গজ-মতি তুল্য জ্ঞান-উদয়॥ ১৯
নাও নীলমণিকে কোলে তুলে,
এমন কি পড়েছ অপ্রতুলে,
ঘরে মাত্র একটী ছেলে, লয়েছে আবদার।
কার জন্য এ সব ধন, কার জন্য সব গোধন,
পেয়েছ ক'রে আরাধন, ভবের মূলাধার॥ ২০
রাণী না বুঝি যে সার তত্ত্ব, বাৎসল্য ভাবেতে মত্ত,
কণ্ঠ হতে একটী মুক্ত, দেয় মুক্তিদাতায়।
মুক্ত করে পেয়ে হরি, নন্দপুরী পরিহরি,
উদয় হলেন বংশিধারী, শ্রীদাম সুবল যথায়॥ ২১
দৃষ্টে হেরি কৃষ্ণে বলে, শ্রীদামাদি সুবলে,
মুক্ত আনি গেলে ব'লে, মুক্ত কেমন দেখি।
শুন আশ্চর্য্য বিবরণ, নবঘন শ্যামবরণ,
মুক্ত-বীজ করে রোপণ, রাখালগণে ডাকি॥ ২২
রোপণ করিবা-মাত্র, অঙ্কুর উঠিল, হলো পত্র,
হইল বৃক্ষ বিচিত্র, যোজন পরিসর।

অপূর্ব্ব শোভা লতায় পাতায়, ফুল ফল ধরেছে তায়,
দেখে শ্রীদাম,—জগৎপিতায়, কয় করি যুগ্ম কর॥ ২৩

আলিয়া—একতালা।

কানাই! তুই মানব নয়, পরাৎপর ব্রহ্মজ্ঞান হয়।
নৈলে এত অসম্ভব, তোমাতে সব উদ্ভব,
যেদিন বিষ-জীবনে, আমরা ত্যজেছিলাম জীবনে,
জীবন দিলি ডুবিলি কালীদয়॥ (ঘ)

মুক্তা-বৃক্ষ দেখিবার জন্য, গোষ্ঠে দেবদেবীগণের আগমন।

গোষ্ঠে মুক্তবৃক্ষ উৎপত্তি, করেছেন কমলাপতি,
সুরপতি প্রজাপতি, দেখিবারে যান।
দিবাপতি নিশাপতি, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পতি,
আনন্দে যান পশুপতি, বৃষ করি যান॥ ২৪
দেখিয়ে কাতরে বাণী, কহিছেন ভবানী,
কোথা যাও শূলপাণি! সঙ্গে যাব তব।
শিব কন, যাই বৃন্দাবন, হরি করেছেন মুক্তবন,
আশ্চর্য্য করিলাম শ্রবণ, করেছেন উদ্ভব॥ ২৫
সকলেই গিয়েছেন তত্র, সমস্ত দেব হ'য়ে একত্র,
নারীমাত্র কারো সঙ্গে নাই।

শুন্‌লে সূত্র কর তুল, কথায় কথায় বল বাতুল,
ত্রিলোকে তোমার সমতুল, নারীতে দেখি নাই ॥ ২৬
শুনে কন শিবে—শিবের কথা, কি কথাতে এত কথা,
না বল্‌লে কোন কথা, সওয়া যায় না আর।
জ্ঞান শাস্ত্র ষড়-দরশন, গুরু করিতে দরশন,
নিষেধ আছে কোন্ শাসন, শুনি সমাচার ॥ ২৭
জগতে রাষ্ট্র নামটি ভোলা, সিদ্ধিপানে সকলি ভোলা,
বিষ খেলে হ'য়ে উতলা, নাই বাহ্যজ্ঞান।
যা হয় চিত্তে কর তাই, অঙ্গে মাখ চিতে ছাই,
প্রেতের সঙ্গে সর্ব্বদাই, ভূতের প্রধান ॥ ২৮
ভূতের সঙ্গে সদা তর্ক, কাণে ধুতুরা গলায় অক্ষ,
ঐক্য সখ্য নাই দেবতার সঙ্গে।
বৃন্দাবন যাবার ছলে, কুচনী-ভবনে যাবে চলে,
লয়ে সকলে থাক্‌বে সেথা রঙ্গে ॥ ২৯

পরজ-কালেংড়া—খেম্‌টা।

মনে বুঝেছি, তোমার যে জন্যেতে মন উতলা।
ঢাক্‌তে চাও শাক দিয়ে মাছ,
ভোল্‌বার নয় যে গিরিবালা ॥

প্রেতে যার হয় প্রবৃত্তি, জানি সব তোমার কীর্ত্তি,
ল'য়ে কুচনী-যুবতী, ভোলা হয়ে থাক ভোলা॥ (৬)

শুনে ভব কন বাণী, শুন শুন ভবানি!
যে কিছু কহিলে বাণী, বড় মিথ্যা নয়।
সদা কর বিস্ বিস্, বার সতের উনিশ বিশ,
ভেবে আমি খাই বিষ, মনের ঘৃণায়॥ ৩০
বৃন্দাবন যাবার ছলে, কুচনী-পাড়া যাবো চলে,
ভূতের সঙ্গে বেড়াই ব'লে, করিছ কত রঙ্গ।
থাক্‌তে গৃহ করিনে বাস, অন্ন বিনে উপবাস,
করি ভূতের সঙ্গে শ্মশানে বাস, দেখে তোমার রঙ্গ॥ ৩১
হয়ে উলঙ্গিনী পুরুষের মাঝে,
পা দে দাঁড়াও বুকের মাঝে,
লজ্জাহীন, রমণী মাঝে, কে আছে তোমার সমা।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, ফের সদা সমর-প্রসঙ্গে,
ভয়ে কথা কৈনে সঙ্গে, দেখে তোমায় করালবদন শ্যামা॥
তোমায় যে অবধি এনেছি পুরে, অন্ন পাইনে উদর পূরে,
ত্রিপূরে! ত্রিপুরে জানে সব।
মনে বুঝে দেখ হয় কি নয়, শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয়,
স্বামীর ভাগ্যে হয় তনয়, স্ত্রীর ভাগ্যে বৈভব॥ ৩৩

কথায় কথায় কও পাগল, ফল্‌লো আমার ভাগ্যে ফল,
পুত্র-কোলে পেলে যুগল,
তোমার ভাগ্যেতে কেবল, লক্ষ্মীছাড়া আমি।
শুনে দুর্গা হেসে কন কালে, রাজা ছিলে কোন্ কালে,
দেখেছি তো সর্ব্বকালে, লক্ষ্মীছাড়া তুমি॥ ৩৪
যখন হিমালয়ে জন্ম হয়, ভেবে দেখ নয় কি হয়,
কত রঙ্গ সেখানে।
উমায় বিয়ে দিব বলে, ডাক্‌ত খ্যাপা ভূতুড়ে বলে,
মা ডাকিত, জামাই বলে, সেও ত আছে মনে॥ ৩৫

পরজ-কালেংড়া—একতালা।

জানি তোমায় কালে কালে, ভিখারী নও কোন কালে!
তব নিন্দে শুনে শ্রবণে,
জীবন ত্যজেছিলাম দক্ষযজ্ঞ-কালে॥
নাশিবারে সুর-অরি, গোলোকপুরী পরিহরি,
অবতীর্ণ হলেন হরি, অদিতির কোলে।
ত্রিলোকে জানে ত্রিনয়ন! হলো বামনদেবের উপনয়ন,
নারদ নিমন্ত্রিল ত্রিভুবন, আমি অন্ন দি সকলে॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খেদ।

এখন শিব-শিবা সঙ্গে দ্বন্দ্ব, কারে বলি ভাল মন্দ,
এই রূপেতে সদানন্দ সদানন্দময়ী।
করেন বাদ বিসম্বাদ, ঘুচাইতে সে বিবাদ,
হেথায় শুন সম্বাদ, ব্রজের ভাব কই॥ ৩৬

হরি করেছেন মুক্তাবন, সৌরভে মোহিত বৃন্দাবন,
রাই থাকি কুঞ্জবন,—মধ্যে সখি-সঙ্গে।
কেঁদে কহিছেন শ্রীমতী, কেন হলো কুমতি,
সুবলে না দিলাম মতি, ব্যঙ্গ ক'রে ত্রিভঙ্গে॥ ৩৭

হারালেম হয়ে রিপুর বশ, কুঞ্জে এলেন না চারি দিবস,
হ'য়ে যার প্রেমের বশ, ত্যজিলাম গো কুল!
কাজ কি মুক্তাদি রতনে, খোয়াইলাম অযতনে,
অমূল্য ধন নীল-রতনে, স্থূলে হয়ে ভুল॥ ৩৮

আর বাঁচে কি প্রাণ কিশোরীর, না হেরিয়ে শ্যাম-শরীর,
কিশোরীর কি শরীর রাখায় ফল!
শ্যাম-বিরহে দেহ জ্বলে, সঁপি যদি দেহ জলে,
জলে দ্বিগুণ দেহ জ্বলে, কি করি সই বল॥ ৩৯

সদা করিছে দংশন, অঙ্গেতে ভূষণ-বসন,
পীতবসন অদর্শন হেরে।

কায কি রত্নসিংহাসন, আসন হলো মোর ধরাসন,
শোন্ লো বলি ত্বরায় শোন, দে হুতাশন ক'রে ॥ ৪০
জীবন আজি করিব নাশন, কে করে আমার পরিতোষণ,
সুদর্শনধারী যদি না এসে।
তখন কোথা পাই তার অন্বেষণ, বেদে নাই যার অন্বেষণ,
তাই বলি, বৃন্দে! শোন শোন, জীবন রাখি কি আশে ॥

বাহার—কাওয়ালী।

আর কি করি করি, বলো গো বৃন্দে।
শ্রীহরির প্রতিকূলে, কায কি সই গোকুলে,
হারালাম অকূলে অনুকূল শ্রীগোবিন্দে ॥
ধন মন কুল শীল সঁপিলাম যাহারে,
সে ত্যজিল,—না দিল স্থান চরণারবিন্দে ॥ (ছ)

শুনে বৃন্দে বলে, ওগো রাই! এখন বল প্রাণ হারাই,
কি করিব আমরাই, তোমার কারণে।
যদি শ্যামে প্রয়োজন, রেখে কাছে অপ্রিয় জন,
দিলে রাই বিসর্জ্জন, নীরদবরণে ॥ ৪২

করলে অপমান দিলে না মুক্ত,
ডাক্‌বো শ্যামকে নাই মুখতো,
যে সব উক্ত, উক্ত হয় না মুখে।
নিষেধ বিধি মানো কার, কিসের এত অহঙ্কার,
ত্রিভুবন অন্ধকার, হও যারে না দেখে ॥ ৪৩
ভাল নয় অতিশয়, বৃদ্ধি হইলে পড়্‌তে হয়,
অতিশয় দর্পে রাবণ ম'লো।
হরিশ্চন্দ্র নৃপমণি, অতিশয় দান দিয়ে তিনি,
শূকর চরাতে তাঁরে হলো ॥ ৪৪
অতি মানে দুর্য্যোধন, সবংশে হলো নিধন,
অতি দানে বলি গেল পাতালে।
অতিশয় নিদ্রার বর, কুম্ভকর্ণ বর্ব্বর,
জেগে ম'লো—নিদ্রা ভেঙ্গে অকালে ॥ ৪৫
দর্প ক'রে অতিশয়, কন্দর্প ভস্ম হয়,
পঞ্চাননে হেনে পঞ্চবাণ।
হলে, অতিশয় রাগ বাড়াবাড়ি, বিষপান কি গলায় দড়ি,
দিয়ে মরে কত জ্ঞানবান ॥ ৪৬
তাই, তোমার হলো দর্প অতিশয়, আর শ্রীহরি কত সয়,
কথায় কথায় কর অপমান।

আমরা তোমার সঙ্গে থাকি, হারালাম নীরজ-আঁখি,
সঙ্গ-দোষে না হয় কি, বেদে আছে প্রমাণ ॥ ৪৭

ঝিঁঝিট—একতালা।

তোমার জন্যে রাই!—
হরি আমরা হারাইলাম গো শ্রীবৃন্দাবনে।
যে ধন সাধন করে বিধি, প্যারি গো! ত্রিনয়ন মুদি,
ত্রিনয়ন হৃদ-পদ্মাসনে ॥
যারে ত্রিলোক করে মান্য, তুই তারে অমান্য,
সদা করিস সামান্য জ্ঞানে।
ব্রজে যাহার লাগি, কুল শীল ত্যজে হলি সর্ব্বত্যাগী,
এখন মাধবে আনি কেমনে ॥ (জ)

মুক্তাবন দেখিতে শ্রীমতীর গোষ্ঠে গমন।

শুনে প্যারী কন, কি করি উপায়, ধরিগে শ্রীহরির পায়,
বিনে সে পায় উপায় কি বল!
না হেরিয়ে শ্যামবরণ, শ্যাম-বিরহ সম্বরণ,
অকারণ কেন হয় প্রবল ॥ ৪৮
শুনে রাই-কিঙ্করী, বৃন্দে কন বিনয় করি,
চল যাই ত্বরা করি, সকলে সঙ্গোপনে।

মমাসাধ্য কর্ম্ম নাই, মুক্তবন করেছেন কানাই,
মুকুতা তুলিতে যাই, ছলিতে বিপিনে ॥ ৪৯
সখী মধ্যে বৃন্দে প্রধান, এই করি বিধি বিধান,
মুক্তাবন সন্নিধান, সকলেতে মিলি।
অন্তরে জানি মাধব, ভবের ধব ভব-ধব,
করেন অপূর্ব্ব উদ্ভব, মায়ায় সকলি ॥ ৫০
যে মূর্ত্তিতে গোলোকে, সেই অবয়ব ভুলোকে,
অন্ত পায় বল কে, গোলোকের প্রধান।
রত্নাসনে লক্ষ্মীসনে, বসেছেন ভূষিত ভূষণে,
আসি দেবগণ দরশনে, করিতেছেন ধ্যান ॥ ৫১
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজে, শোভা করে চারি ভুজে,
তুলসীদল অম্বুজে, পদাম্বুজে পূজেন পশুপতি।
নিশাকর দিবাকর, দিক্‌পালাদি রত্নাকর,
দিয়ে গলে বসন যুগ্মকর, আছেন প্রজাপতি ॥ ৫২
দর্পহরণ করিতে রাধার, ভবনদীর কর্ণধার,
পূরীর হলো সপ্তদ্বার, আশ্চর্য্য রূপ দেখি।
সপ্তদ্বারে রাখেন হরি, সখী সঙ্গে রাধা প্রহরী,
এইরূপ মায়া প্রকাশ করি, আছেন কমল-আঁখি ॥ ৫৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যার অনন্ত গুণ বেদেতে বর্ণন।
দেন অনন্ত শিরেতে চরণ,—
অনন্ত রূপেতে শিরে ধরণী-ধারণ॥
না পায় যার অন্ত, প্রজাপতি সুরকান্ত,
উমাকান্ত ভ্রান্ত, ভেবে ও চরণ।
যার মায়াতে মোহিত সনকাদি তপোধন,
হয়ে মোহিত মহীতে করে ভ্রমণ,
রাধার দর্প হরিবারে, মায়াময় মায়া ক'রে,
করেছেন অপূর্ব্ব পুরী মুকুতা কারণ॥ (ঋ)

শ্রীরাধিকার অপমান।

হেথায় হাস্যাননে, মুক্তা-কাননে,
মুক্ত তুলেন প্যারী।
ফুলে ফলে, ডালে মূলে,
ভাঙ্গেন দেখে প্রহরী॥ ৫৪
ক'রে চক্ষু রক্তাকার, বলে, তোরা কার—
হুকুমে মুক্তা তুল্‌লি।
ফলে ফুলে, লতায় মূলে,
ছিঁড়ে নষ্ট কর্‌লি॥ ৫৫

এখন হবে যা হবার, তোদের কোন্ বাবার—
ব'লে এত কর্‌লি।
সাধ করে, ভুজঙ্গেরে, করে জড়ায়ে ধর্‌লি ॥ ৫৬
তোরা মুক্তার লাগি, এসেছিস্ মাগী,
আমাদিগে কোন্ বল্‌লি!
সামান্য বিষয়, ক'রে আশয়,
মান খোয়ায়ে চল্‌লি ॥ ৫৭
বেটীদের ভরসা দেখে, বাক্ সরে না মুখে,
দেখে লাগে দাঁতকপাটি।
ফেলে ধরণীতলে, এক এক কীলে,
ভাঙ্গি দাঁত ক পাটী ॥ ৫৮
বেটীদের চুলে চুলে, বেঁধে নে চ'লে,
যাই রাজদরবারে।
দেখ্‌ব এখন, কি বলিস্ তখন,
তোদের সেই শ্রীহরি ধরাধরে ॥ ৫৯
প্রহরী ভাষে, কটু ভাষে,
প্যারীর নয়ন ভাসে।
বলেন, কোথা ভবতারণ! দিয়ে মান,—হরণ,
কর্‌লে অনায়াসে ॥ ৬০

———

জংলা—একতালা।

দিয়ে মান, ভগবান্! আজ মান হরিলে।
আমার ঘটিল দুর্ম্মতি, হরি হে! না শুনিয়ে মতি,
দাসী এ শ্রীমতী, ও পদকমলে॥
হরি! তোমার কিঙ্করে, বন্ধন করে করে,
কে দুস্তরে পার করে সকলে।
এ সামান্য বাঁধা,—
যখন কাল করে জীবের বন্ধন করে,
দাও বন্ধন খুলে, তব নাম শরণ নিলে॥ (ঐ)

মুক্তাপুরীর সপ্তদ্বারে শ্রীরাধিকার সপ্ত শ্রীরাধিকা-দর্শন।

এইরূপ কাঁদেন প্যারী, ঘূর্ণিত লোচন করি,
প্রহরী কহিছে কত বাণী।
বেহায়া মাগী গোপিকে! তোদের মতন ব্যাপিকে,
পাপী কে আছে বল্ শুনি॥ ৬১
চুরি ক'রে নয়নে বারি, চল্ যেখানে বিপদ-বারী,
সভা মধ্যে আছেন বসে বারিদবরণ।
পাবি সাজা হবি সোজা, যেমন কর্ম্ম তেম্নি মজা,
দেখে কর্ বাটীতে গমন॥ ৬২

ব'লে কত জায়-বেজায়, প্রহরী অমনি লয়ে যায়,
প্যারী সঙ্গে অষ্ট সখী লয়ে।
দেখেন গিয়ে প্রথম দ্বারে, অষ্ট সখী সঙ্গে করে,
রাধা দ্বার রক্ষে করে, দেখে হতজ্ঞান হয়ে॥ ৬৩
কাতরে কিশোরী ভাষে, ভাবে আর নয়ন ভাসে,
কে তোমরা দ্বারদেশে, দেহ পরিচয়।
শুনি দ্বোবারিণী রাধা, বলে আমার নাম রাধা,
বৃন্দে-আদি অষ্টসখী সঙ্গে আমার রয়॥ ৬৪
হরির দ্বার রক্ষে করি মোরা, এখানে এলে কে তোমরা,
শুনে রাই কন আমরা, বাস করি গোকুলে।
আমার নাম রাধা কমলিনী, বৃন্দে-আদি অষ্ট সঙ্গিনী,
শুনে রাধা দ্বোবারিণী, হেসে রাধাকে বলে॥ ৬৫

খট-ভৈরবী—একতালা।

তুমি কে রাধা, আমি শ্রীরাধা,
আছি জান গো এ গোকুলে।
লয়ে, বৃন্দাদি সঙ্গিনী, হ'য়ে দ্বোবারিণী,
হরি কাল, দ্বারে চিরকাল,—
আছি সেই হরির পদকমলে॥

তুমি বল আমি রাধা ব্রজপুরে,
তোমার মত রাধা বাঁধা সপ্তপুরে,
ব্রহ্ম ভাবেন যারে ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে,
ভবে সে মান্য কি জানে সামান্য সকলে ॥ (ট)

যুগল মিলন।

তখন এইরূপে চলেন রাধা, সপ্তদ্বারে সপ্ত রাধা,
দ্বাররক্ষিণী সঙ্গিনী আট সঙ্গে।
নয়নেতে জল ঝরে, হৃদে ভাবি জলধরে
করি ঊর্দ্ধ অধরে, ডাকেন ত্রিভঙ্গে ॥ ৬৬
গিয়ে দেখিছেন প্যারী, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ পুরী,
রত্নসিংহাসনোপরি, লক্ষ্মী-নারায়ণ।
চক্রীর কে বুঝে চক্র, গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র,
চারি ভুজে করিছে অতি সুশোভন ॥ ৬৭
ব্রহ্মা আদি দেবতায়, স্তব করে জগৎপিতায়,
দেখে রাধা আরম্ভিলা স্তব।
হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু, কাতর জনার বন্ধু,
কৃপাকর জগবন্ধু! দাসীরে মাধব ॥ ৬৮
আমি দোষী পদে পদে, রাধা দাসী ও শ্রীপদে,
কেন আর পদে পদে, বিপদে ডুবাও!

তুমি ত হে ভগবান্ ! বাড়ালে দাসীর মান,
তবে কেন দিয়ে মান, সে মান ঘুচাও ॥ ৬৯
এইরূপ কর-যুগলে, বারিধারা নয়ন-যুগলে—
গলে দেখে জলদবরণ।
ছিল যত মায়াময়, ব্রহ্ম-অঙ্গে লুপ্ত হয়,
দেখেন প্যারী, দয়াময় করিলেন হরণ ॥ ৭০
হইলেন বিশ্বরূপ, নন্দের তনয় রূপ,
রাখালগণ সেইরূপ, গোপাল সঙ্গে আছে।
কদম্ব তরুর তলে শ্যামে, দেখিয়ে শ্যামের বামে,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে, কি শোভা হয়েছে ॥ ৭১

ললিত—ঝাঁপতাল।

অপরূপ বিশ্বরূপ, হেরে হয় মন মোহিত।
নীল গিরিবরে যেন, কনকলতা-জড়িত।
কদম্বতলেতে আসি, যুগল শশী মিলিত ॥
হেরি শশী হলো মসী, লয়ে পলায় মন্মথ।
ও যুগল পদাম্বুজদল, দাশরথির বাঞ্ছিত,
ভবের ভাবনা যাবে কি করিবে রবিসুত ॥ (ঠ)

গোপীদিগের বস্ত্র-হরণ।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার উক্তি।

শ্রীরাধা সহিত হরি, দোঁহে গোলক পরিহরি,
ভূলোকে গোলক—বৃন্দাবনে।
গোপগৃহে জন্ম লন, যেরূপে হয় সম্মিলন,
আদ্য কথা শুনহ শ্রবণে॥ ১
সঙ্গে সখী বৃন্দে চিত্রে, হইয়ে আনন্দ-চিত্তে,
বাল্যখেলা খেলেন কমলিনী।
এক দিন প্রহর বেলা, সঙ্গিনী সহিত খেলা,
ভঙ্গ করি কহেন রঙ্গিণী॥ ২
ওগো সখি! চল চল, হইল চিত্ত চঞ্চল,
হেমবরণী লয়ে হেম ঘটে।
ছলে দেখিতে প্রাণমোহনে, অবলা সহ অবগাহনে,
উপনীত যমুনার তটে॥ ৩
হেথায় তরুণ রাখাল সঙ্গে করি, কল্পতরু তরুণ হরি,
তরুণী তরুণ দেখিব বলে।
পদ দুটি তরুণ ভানু, তরুণীমোহন তনু,
দাঁড়ায়ে আছেন তরুবর তলে॥ ৪

নিরখি ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, অঙ্গহীন দেয় ভঙ্গ,
অঙ্গ দেখে রয় কেমনে অঙ্গনে অঙ্গনা।
বর্ণন করিতে বর্ণ, বিবর্ণ পঞ্চাশ বর্ণ,
বর্ণে না হয় বর্ণের বর্ণনা॥ ৫
দূরে থেকে দেখে নয়নে, সেই রাখাল বেশ বাঁকা-নয়নে,
সখীরে সুধান চন্দ্রাননী।
কি ধন দিয়ে করি সাধন, প্রাপ্ত হয় লো ঐ ধন,
কোন্ ধনীর ঐ ধন গো ধনী॥ ৬
বিধি ওরে কি নির্ম্মাণ করে, কিম্বা হলো রত্নাকরে,
ও রত্ন কেউ যত্ন কর্‌লে পায় গো।
সখি! ও কেন রাখাল সাজে, ওরে কি রাখাল সাজে!
কোন্ রাখালে রাখাল সাজায় গো॥ ৭
সখি! ঐ তো ভুবনের চূড়া, চূড়ার মাথায় দিয়ে চূড়া,
অবিচার কি চূড়ান্ত করেছে!
ঐ ভুবনের কণ্ঠহার, হার দিল যে গলে উহার,
সে বুঝি সই! চক্ষু হারায়েছে॥ ৮
ঐ তো তিলকের তিলক, আবার ওর কপালে কে দিল তিলক!
ত্রিলোকে আছে হেন মূর্খ জন।
যে দিল অঞ্জন ওর নয়নে, তারা নাই গো তার নয়নে,
ঐ তো সখি। নয়নের অঞ্জন॥ ৯

এমন অবোধ কোন্ বংশে, বাঁশী নির্ম্মাণ ক'রে বংশে,
ওর করে দিয়েছে সহচরি।
যার যা বুদ্ধি তা করিল, আমি এখন কি করি লো,
ও রূপ-সাগরে ডুবে মরি॥ ১০

সুরট-মল্লার—ঢিমে তেতালা।

সই গো! ডুবিলাম ঐ রূপ-সাগরে!
এই গোকুল নগরে, আছে কে হেন সুহৃদ—
আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে॥
মরি কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি,
দিল লাজ নীল গিরিবরে।
কাল তো কত দেখি লো, সখি লো! একি লো কালো,
অখিল ভুবন আলো করে।
ভবে এ নীলধন কে আনিলে, বিনি মূলে তরুমূলে,
ও নীলবরণ কিনিল মোরে॥
আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরো গো ধরো গো সখি!
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে।
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছু কাল ঐ কালনিধি—
হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে।

ঐ যে কালরূপ, বিশ্বরূপারূপ,

দাশরথি কয়, শ্রীমতি! দেখ নয়নমুদে অন্তরে॥ (ক)

বড়াই-বুড়ীর সহিত গোপিকাগণের কথা।

সখীগণ বলে,—রাই! আমাদের ঐ ধারাই,

হেরিয়ে ওরে,—হারাই মন-প্রাণ।

বাসনা মনে ঐকান্ত, আমাদিগের ঐ কান্ত,

দয়া করি বিধি যদি ঘটান॥ ১১

এই রূপেতে গোপাঙ্গনা, কৃষ্ণ-প্রেমে হ'য়ে মগনা,

চক্ষে জল,—কক্ষে জল লয়ে।

হারায়ে প্রাণ হেরে কেশবে, শব দেহ লয়ে সবে,

মৃদু গমনে চলিল আলয়ে॥ ১২

পথে যেতে এক স্থলে, দাঁড়ায়ে সখীমণ্ডলে,

ঘন ঘন কাঁদেন কমলিনী।

হেনকালে গিয়ে বড়াই, বলে,—একি গো একি গো রাই!

কাঁদিছ কেন কাঞ্চন-বরণি॥ ১৩

কেঁদে যে কাঁদালি আমায়, বল্ কিছু বলেছে মায়,

কিম্বা পিতা করেছে তাপিতে।

কি ননদী শাশুড়ী, কাঁদালে তোকে কিশোরি!

নারি তোর দুঃখ আঁখিতে দেখিতে॥ ১৪

দশম বরষ অথবা নয়, কাঁদিবার তোর বয়েস নয়,
নাই প্রণয়, নাই বিরহ-জালা।
লাজ পাবে সব পরিবার, কায নাই কাঁদিয়ে আর,
রাজপথে দাঁড়ায়ে রাজবালা॥ ১৫
শ্রুত মাত্র এই বচন, সুলোচনীর দ্বিলোচন,
দ্বিগুণ ভাসিয়ে যায় জলে।
বড়াই বলে, হলো স্মরণ, কাঁদছ তুমি যার কারণ,
সেটা আমি গিয়াছিলাম ভুলে॥ ১৬
কান্না দেখে যে কান্না পায়, তাইতে বলি ধরি পায়,
আর কেঁদনা ক'রে এমন ধারা!
স্মরণ ক'রে নয়ন-তারা, তোর তারায় ধরে না ধারা,
তার তারায় এম্‌নি ধারা ধারা॥ ১৭

খাম্বাজ—মধ্যমান।

রাই! যেমন কাঁদিলে ব'লে হরি হরি হরি!
তেম্‌নি তোর বিরহে, হরি কাঁদে গো অষ্টপ্রহরী॥
যে দুঃখে আমরা বিহরি, বলিতে কাঁপি থরহরি,
তোর লেগে গোকুলের হরি, ব্রজে নরহরি হরি॥
আগে গোলক পরিহরি, তুলে বিচ্ছেদ-লহরী,
তুমি তো এলে কিশোরি! তব শ্রীহরির শ্রীহরি॥ (খ)

কাঁদিছেন কমলিনী, বনমালিনী রত্নমালিনী—
সুখশালিনী সুরপালিনী রাই।
বসনে আঁখির বারি মুছায়ে, পুনঃ পুনঃ পায়ে ধরিয়ে,
কেঁদোনা ব'লে বুঝাচ্ছেন বড়াই॥ ১৮
বড়াইকে গোপীর দলে, অনুযোগ করিয়ে বলে,
নব বালিকে ঐ রাজনন্দিনী।
এ কর্ম্ম কি শোভা পায়, বুড়ি মাগি! ওর ধর্‌লি পায়,
অকল্যাণ কর্‌লে কেন ধনি॥ ১৯
বয়েস প্রায় তোর নব্বই, এমন নয় যে নব্যই,
বুড়া হলে জ্ঞান থাকে না সবাকারি।
রাধার কাছে যখন আসিস্,মাথায় হাতদিয়ে করিস্ আশীষ,
নাতিনীর বয়েস তোর প্যারী॥ ২০
বড়াই বলে, পদে ধর্‌তে পারি, নবীনে নহেন প্যারী,
জ্ঞানের মাথা খেয়ে বসেছিস্ তোরা।
ও যে কমলাকান্তরমণী, ওরি গর্ভে কমলযোনি,
ও যে কমলে-কামিনী পরাৎপরা॥ ২১
জ্ঞানহীন সব গোপবালিকে! রাধাকে জ্ঞান করিস্ বালিকে
যা রাধা সা কালিকে, সুরপালিকে সদা।
ও যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারি—
ত্রিদেব-আরাধ্যা আদ্যা রাধা॥ ২২

বড়াই বলে, তোরা সবাই নবীনে,
প্রাচীনকাল প্রাপ্ত বিনে—
পরমার্থের অধিকার হয় না।
নব নব যত রমণী, এরা সামান্য মণির অভিমানী,
চিন্তামণির স্মরণ কেউ লয় না॥ ২৩
ওদের হরি-কথা নাই কাণে শুনা,
কেবল গলিয়ে সোনা কাণে সোনা,
ঐ সোনারি সর্ব্বদা বাসনা।
গুরু দিলেন যে কানে সোনা, সে সোনার নাই উপাসনা,
সে ঘোষণা করে কার রসনা॥ ২৪
হৃদয়ে যখন যৌবন, মনে তখন গহন বন,
সে বনে কি ইষ্ট-দৃষ্ট ঘটে।
তরুণী মেয়ে মলে পরে, তরণী পায়না ভব-সাগরে,
কাঁদিতে হয় বসে ভবের তটে॥ ২৫
প্রথা নাই লো প্রথমকালে, কেও ভয় রাখে না কালে,
হরি-কথাটী নাইকো বলাবলি।
দেখ নব নব পুরুষের দলে, হাত দেয় না তুলসীর দলে,
বিল্লদলের সঙ্গে দলাদলি॥ ২৬
সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা, পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা,
নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ায় পথে।

মানে না বেদ পুরাণ তন্ত্র, মনে গণে না মণিমন্ত্র,
বলেনা, কিছু চলে না কারু মতে ॥ ২৭
বেঁচে যদি থাকিস্ বৃন্দে! শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
কি গুণ আছে, যৌবন গেলে জানিবি।
ললিতে লো! জানিবি তখন, ললিত মাংস হবে যখন
চিন্তামণির রমণীকে চিনিবি ॥ ২৮
চিত্রে লো! পাকিলে কেশ, চিত্ত মাঝে হৃষীকেশ-
রমণীকে দেখিবি দিব্যজ্ঞানে।
বিশাখা! খসিলে দন্ত, তদন্তে পাবি তদন্ত,
কত গুণ আছে রাই-চরণে ॥ ২৯
এখন হৃদে ধরেছ পয়োধরে, এ বয়েসে বংশীধরে,—
ভজিব ব'লে তরুণে মন করে না।
যখন অঙ্গে থাকেন অঙ্গহীন, হয় ভজনের অঙ্গহীন,
ওলো ধনি! তাইতে রাই চেন না ॥ ৩০
উনি কি ধর্‌তে দেন পদে, বিঘ্ন ঘটান পদে পদে,
কোটি জন্ম কোট্ যার,—সেই লবে।
কত বিপদ ক'রে স্বীকার, রাঙ্গা চরণে রাধিকার,
অধিকার করেছি আমি তবে ॥ ৩১

আলিয়া—একতালা।

নৈলে কে পায় ধর্‌তে রাধার পায়।
অনুকম্পায় যে জন আছে, অনুপায় যার গেছে,—
ধ'রে পায়, ভবের উপায় যে করেছে!
জন্ম জন্ম রাধার পায় ধরেছে,
সে কি পায় ধরিতে ক্ষান্ত পায়॥
ব্রহ্মজ্ঞানী আমায় করেছেন কিশোরী,
আর কি এখন আমি ব্রহ্মার পদে ধরি,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি, কেবল প্যারী ব্রহ্মময়ীর কৃপায়॥ (গ)

ব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী-পূজা।

গোপিকা চৈতন্য পায়, ধ'রে বড়ায়ের পায়,
কৃষ্ণপতির উপায় জিজ্ঞাসে।
বড়াই বলে, বলি শুন, কৃষ্ণ-পদে রাখ মন,
ত্যজ মায়া, সাজ সবে সন্ন্যাসে॥ ৩২
যে রত্ন হরের হার, রমণী যদি হবে তাহার,—
হর-মনোমোহিনী ভজ দ্রুত।
পূরাবেন সাধ শঙ্করী, মাসেক সংকল্প করি,
কর তোমরা কাত্যায়নী-ব্রত॥ ৩৩

শুন গো রাই রাজকুমারি ! ভজ গিরিরাজ-কুমারী,
গিরিশের ধন গিরিধরে লও সতি।
মজ তার পদারবিন্দে, অভিলাষ কর বৃন্দে !
যদি বৃন্দাবন-পতিকে পাবে পতি ॥ ৩৪
দেবীরে ভজ,—অঙ্গদেবি ! দিবেন শ্যাম-অঙ্গ দেবী,
সুচিত্রে ! সুচিত্তে ভজ কালী।
ললিতে ! তোর স্ববাসনা, পূরাইবেন শবাসনা,
পাবে বাসনার ধন বনমালী ॥ ৩৫
ব্রজরমণী হরি-প্রয়াসে, হেমন্তের প্রথম মাসে,
কাত্যায়নী কর্‌তে আরাধন।
আনে সব গোপিকার দল, শত শত শতদল,
বিল্বদল করি সচন্দন ॥ ৩৬
পাদ্য দিতে মন-সাধে, বিশ্ব জননীর পদে,
ভীষ্মজননীর জল আনিল।
নীলকমল-বরণ-আশায়, নীল-কমলবরণী-পায়,
কমলিনী নীলকমল দিল ॥ ৩৭
গিরিবর-নন্দিনী, নীলগিরি-বরণী-
বরদা প্রবর্ত্তা বরদানে।
চরণ কল্প-তরু-বর- তলে গোপিকা মাগে বর,
পীতাম্বর বর হেতু যতনে ॥ ৩৮

বাগেশ্রী বাহার—একতালা।

হে কূলদায়িনি সতি! ব্যাকুল সব কুলবতী,
অকূল মাঝে কুলাও যদি কূল, জননি!
তবে দাও মা! গোকুলপতি পতি॥
যার তরে চিত্ত কাতর, নেত্রে নীর নিরন্তর,
বিতর সত্বর বর হে হৈমবতি!
সংসারে আর নাই মা মতি,
দেখিলাম যে হতে গোলকের পতি,
রূপে নয়ন মত্ত, শ্যামের তত্ত্ব,
শুনে মত্ত শ্রুতি॥ (ঘ)

গোপিকা কয় ক'রে ভক্তি, শুনেছি মা,—শিব-উক্তি,
বিধি বিষ্ণু তুমি রবি ভৈরবী।
তব পদ করি সাধন, বাঞ্ছা করি কৃষ্ণ ধন,
তুমি কি কৃষ্ণ নও মা! তাই ভাবি॥ ৩৯
তুমি কখন পুরুষ কখন নারী, উভয় মূর্ত্তি আপনারি,
রাবণারি হয়ে ধর মা! ধনু।
কখন হয়ে বংশীধর, শ্যামা! তুমি বংশী ধর,
হলধর সহিত চরাও ধেনু॥ ৪০

(ঘ) গোলকের—পাঠান্তর—সংসারের।

ভণ্ড-বৈষ্ণবের কথা।

কৃষ্ণ প্রতি গোপীর চিত, কালীকৃষ্ণেতে মিলিত,
ইদানী বিপদ উপস্থিত, নাহি মানে বেদ।
হেদে ভেড়াকান্ত নেড়া-গুল, ভেড়েদের লেগেছে ভুল,
কালী-কৃষ্ণ সদাই করেন ভেদ ॥ ৪১
বাছাদের কালীতে দ্বেষ চিরকালি,
ত্যাগ করা কই হয়েছে কালি,
কথায় কথায় মুখে কালি, লোকে দেয় সদাই!
গালি খেয়ে বরণ কালি, কুলে কালি গানে কালি,
অন্তরেতে সদা কালি, কেবল দক্ষিণে-কালী নাই ॥ ৪২
ভেকধারী ভেড়ারা যত, কালীতে না হয়, না হউক রত,
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা কোন্ আছে?
নদের মাঝে পেতে ফাঁদ, ওদের মাথা খেয়েছে নিতাই চাঁদ
বুদ্ধি খেয়েছে অদ্বৈতচাঁদ, গোরায় জাতি খেয়েছে ॥ ৪৩
কায়স্থ কলু কোটাল পুত্র, কপ্নি মেরে এক গোত্র,
ঘৃণা নাই কিছু মাত্র, যেন জগন্নাথ-ক্ষেত্র,
সকল অন্নেই রুচি!
গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই! ভাতার মলে বিধবা নাই!
এক মেয়ে শত জামাই, বাবা মলে অশৌচ নাই,
কেবল খোল বাজালেই শুচি ॥ ৪৪

যাহারা মুখে বলে গৌরাং, কিন্তু উপরে রূপা ভিতরে রাং,
জুটিয়ে আখ্‌ড়ায় গাজা ভাং   মজিয়েছেন ভুবন।
পুরাণের মতে চলেন না,   কোরাণের কথা তোলেন না,
নূতন জাতি গৌর-খৃষ্টান,   না-হিন্দু না-যবন ॥ ৪৫

বাছাদের ধর্ম্ম-পথটা বড় আঁটা,
পাকাম করে খান্-না পাঁটা,
হেঁসেলে উহাঁদের হয় না রান্না,—
জ্ঞাতি-মাংস   বলে।
যদি বল ওদের জ্ঞাতি কিসে,
আকার প্রকার পাঁটাতে মেশে,
সব আছে ঐ নেড়া বেটাদের দলে ॥ ৪৬

পাঁটার ভক্ষণ কুলের পাতা, ওদের ভক্ষণ কুলের মাথা,
পাঁটাও পশু, ওরাও পশু, ভাবিলে সমুদাই।
পাঁটার যেমন লম্বা দাড়ি,   বেটাদেরও সেই প্রকারি,
পাঁটাকে কালীর কাটিতে হুকুম, উহাদিগকেও তাই ॥ ৪৭
পাঁটাকে যেমন বোকা বলি,   নেড়ারাও তাই সকলি,
ভিন্ন ভাবে পাষণ্ড বৈরাগী।
জাতি কুল সব করে ধ্বংস,   যেন কত পরমহংস,
লোক দেখান হয়েছে সর্ব্বত্যাগী ॥ ৪৮

* * *

কাত্যায়নীর নিকট গোপীগণের বর-প্রার্থনা।

তদন্তে শুন শ্রবণে, হেথায় কাত্যায়নী-ভবনে,
গোপিকা বর মাগে কৃষ্ণধনে।
বলে দুর্গে দুঃখহরা! ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা!
চাও মা তারা কৃপাবলোকনে॥ ৪৯
যদি বল মা! তোমায় ভ'জে কৃষ্ণ কেন মাগি।
পুরাণে শুনেছি তত্ত্ব, তব চরণ করি আসক্ত,
আগুলে আছেন মহাযোগী॥ ৫০
কে জানে মা! তব কাণ্ড, ত্রিজগত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড,
উমা! তুমি উদরে ধরেছ।
সুর নরের দুঃখ-হরণ, ছিল দুটি রাঙ্গা চরণ,
তাতো তুমি বিক্রয় করেছ॥ ৫১
মা! দুর্ব্বলে কিনিত যদি, তবে হতেম প্রতিবাদী,
একা কি তাকে দিতাম ভোগ কর্‌তে।
যে জন কিনেছে শ্যামা! তাঁর কাছে কে যাবে গো মা,
কার বাঞ্ছা অকালেতে মর্‌তে॥ ৫২

ললিত—একতালা।

প্রেমে মত্ত চিত্ত,—যে ধন ত্রিলোচন বুকে রেখে!
তাকি পায় শ্যামা! সামান্য লোকে,
ওমা কালি কালবারিণি!
কালের শঙ্কা কেউ না রাখে।
মা তোর ধরতে চরণ কার এত বুক্,
হাত দিবে তোর কালের বুকে॥
অভয়া! তোর অভয়চরণ অভিলাষী আর হবে কে?
করেছ স্বহস্তে সই, শিবকে চরণ,
দিয়েছ সনন্দ লিখে॥ (ঙ)

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

বরদা দিলেন বর, পাবে পতি পীতাম্বর,
ধৈর্য্য নহে কলেবর, যত গোপিকায়।
অমনি ঘট ল'য়ে কক্ষে, জল আনিবার উপলক্ষে,
কমলার ধন কমলাক্ষে, দেখিবারে যায়॥ ৫৩
গিয়ে যমুনার ধারে, ধারে রাখি জলাধারে,
লজ্জার না ধার ধারে, হয়ে দিগ্‌বসনী।
জলে কমল ভাসে যেন, শোভা করে কমলবন,
কমলিনী তার মধ্যে যেন, কমলে কামিনী॥ ৫৪

আছে ঘাটে বস্ত্র ঘটোপরে, আমোদ শুনহ পরে,
গোপিকা আমোদ-ভরে, না দেখে তা চক্ষে ;
হেনকালে আসিয়ে হরি, সেই সব বসন হরি,
উঠিলেন রাসবিহারী, কদম্বের বৃক্ষে ॥ ৫৫
জলে খেলা সমাপন, সাঙ্গ রঙ্গের আলাপন,
সবে তখন আপন আপন বস্ত্র ল'তে যায়।
দেখে,—বস্ত্র নাই ঘটে, সবে বলে কি বিপদ ঘটে,
অমনি সবে পাছু হাঁটে, তটে উঠা দায় ॥ ৫৬
ব্যস্ত সব গোপিকায়, কে কোথা সুধাবে কায়,
মৃত্যুসম শঙ্কায়, বলে মা ! কি হলো।
ঘাটে রয়েছে ঘট মোর, ক'রে চক্ষের অগোচর,
কোথা হতে এসে চোর বস্ত্র লয়ে গেল ॥ ৫৭

* * *

বস্ত্রবিহনে গোপিকাগণের খেদ।

কেঁদে বলে এক নারী, দিদি লো ! দুঃখ সইতে নারি,
আমি কালি কিনেছি কালকিনারী, ষোল টাকা দামে।
কেউ বলে,—মোর নীলবসন, ভূষণকে করে ভূষণ,
শত টাকায় গত সন, কিনেছি ব্রজধামে ॥ ৫৮
কেউ বলে মোর মলমল, সুত অতি সুকোমল,
পরিলে পরে ঝলমল, অঙ্গখানি হয় লো।

কেউ বলে,—মোর বুটতোলা, সূতো তার টাকা তোলা,
রেখেছিলাম করে তোলা, আটপ্রহরে নয় লো ॥ ৫৯
কেউ বলে,—মোর জামদানি, এদেশে নাই ইদানী,—
আর তেমন আমদানী, এখানেতে নাই লো !
কেউ বলে,—মোর গোটাদার,হায় হায় ! তার কি বাহার,
দেখ্‌তে অতি চমৎকার, আঁচলা সমুদায় লো ॥ ৬০
কেউ বলে,—মোর টেরচা-ঢাকাই,
তেমন চিকণ আর দেখি নাই,
মুটোয় কিম্বা কৌটায় পোরা যায় লো।
কেউ বলে,—মোর গুল্‌দার, তার কথা কি বলিব আর !
শোকে কান্না পায় আমার!
সিপাই-পেড়ে বড় কল্কা তায় লো ॥ ৬১
কেউ বলে,—মোর বালুচরে, কিনেছিলাম কত ক'রে,
কেউ বলে,—মোর বারাণসে চেলি।
কেউ বলে,—মোর ভাল তসর, দেখ্‌তে অতি সুন্দর,
এই রূপেতে পরস্পর, করে বলাবলি ॥ ৬২
কেউ বলে,-আর বলিব বৃথা,তেমন কাপড় আর পাব কোথা
মনে করলে দুঃখেতে বুক ফাটে।
কেউ বলে,-দুঃখ কত বাখানি, যেমন গেছে আমার খানি,
দিতে পারে না কোন দোকানী, এই মথুরার হাটে ॥ ৬৩

ক'রে বিবিধ সন্ধান, করে চোরের সন্ধান,
বৃক্ষে হাসে কৃপানিধান, গোলোকের প্রধান।
সন্ধান দিবার তরে, বাঞ্ছা হরির অন্তরে,
নৈলে কে সন্ধান করে, যাঁর বেদে নাই সন্ধান ॥ ৬৪
নদীতটে কদম্ব তরু, তাতে লম্পটের গুরু,
বসে বাঞ্ছাকল্পতরু, বসনগুলি বামে।
এক ধনী যমুনায়, অধোবদনী ভাবনায়,
দৈবযোগে দেখ্‌তে পায়, প্রতিমূর্ত্তি শ্যামে ॥ ৬৫
অনুমান করিয়ে ধরে, জলমধ্যে জলধরে.
দেখে ধড়া-চূড়া-ধরে, অধরেতে মোহন মুরলী
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে অমনি, আর বার দেখে রমণী,
বৃক্ষে হাসেন চিন্তামণি, লয়ে বসনগুলি ॥ ৬৬
দৃষ্টি করি কেশবে, ধনী মনের উৎসবে,
অভয় দিয়ে বলে সবে, আর কেঁদো না থাক।
বসনের উপায় করেছি, কাছে থাক্‌তে কেঁদে মরেছি,
দিদি লো! চোর ধরেছি, ঐ দেখ দেখ ॥ ৬৭

সুরট—কাওয়ালী।

হায় হায়! লজ্জায় প্রাণ যায়, গিরিজায় পূজে যায়,—
পতি পাব অবিলম্বে।
সেই নবনী-চোর, নবীন নাগর,
ঐ যে গোবিন্দ, লইয়ে বসন উঠেছে কদম্বে॥
আছে কি ভাবে মত্ত হয়ে, রাধার বস্ত্র লয়ে,
আছে রাধার নাম-অবলম্বে।
রমণী দুঃখে ভাসে, ও গিয়ে বৃক্ষে হাসে,
সুখ-আশে পড়েছি বিড়ম্বে।
হরি করি সাধ, হরিষে বিষাদ,
আর কি আছে ভাগ্যে মোদের এই তো আরম্ভে॥ (চ)

গোপিকা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মিষ্ট-ভর্ৎসনা।

দাঁড়ায়ে গোপী নদীতটে, বস্ত্র নাই কটিতটে,
ধটি সম করিয়ে বাম করে।
পয়োধরে ঢাকিয়ে কেশে, ডাকিয়ে কয় হৃষীকেশে,
অম্বর বিতর পীতাম্বর!॥ ৬৮
কেহ বলে, ওহে বিজ্ঞ! কর কি,—হয়ে ধর্ম্মজ্ঞ,
কেহ বলে, বঁধু হে! ফিরে চাও।

আমরা ভাবি প্রাণাধিক, ধিক্ তোমারে ধিক্ ধিক্ !
আর কেন অধিক লজ্জা দেও ॥ ৬৯
কেহ বলে,—ওহে কানাই, এ দেশে কি রাজা নাই,
মনে করেছ অরাজকের পুরী।
বলি যদি কংস রাজায়, এখনি তোমায় লয়ে যায়,
হাতে আর পায়ে দিয়ে দড়ী ॥ ৭০
পর-নারীর পরণের বাস, পথে হর হে পীতবাস !
দিই যদি হে সংভ্রমের দাবী।
তোমার বাঁশী যাবে হাসি যাবে, চূড়া যাবে চূড়ান্ত হবে,
বিকিয়ে যাবে ঘরকন্না, তাড়িয়ে লবে গাভী ॥ ৭১
চরণে নূপুর ব্যবহার, হবে চরণে কত প্রহার,
দোহার লোহার হাড় দিবে।
ঘুচিবে সকল সুখ-বিহার, তখন কি আর মাখন আহার!
আহার-কালে আহা বলে কাঁদিবে ॥ ৭২
বাঁকা নয়ন ঘুরিয়ে যেমন, ভুলিয়েছিলে আমাদের মন,
কংস রাজা ভুলিবে না হে তায়।
সে যখন তোমাকে ধরিবে, বাঁকা তোমাকে সোজা করিবে,
তাইতে বলি ধরে দুটি পায় ॥ ৭৩
এখন হরি দেও হে বস্ত্র, দিয়ে ওহে লজ্জা-অস্ত্র—
নাসা কেটেছ, গলা কেটো না আর।

শুনে তরুবরে মুখ ফিরান, তরুণী পানে নাহি চান,

ভব-নদীর তরণী পদ যাঁর ॥ ৭৪

কে যেন কাহাকে ডাকে, কালা যেমন শত ঢাকে,

শব্দ হলে শুনিতে নাহি পান।

পুলকে প্রসন্ন শরীর, অন্য মনে কিশোরীর,

গুণ গুণ করিয়ে গুণ গান ॥ ৭৫

বিভাস—ঝাঁপতাল।

রাখ রে কথা, ডাক রে মম বাঁশরি !—

সদা কিশোরীকে।

ভবে মুক্তি দেন সদা অপরাধীকে রাধিকে ॥

বৃষভানুর নন্দিনী, ভানু-শশীর বন্দিনী,

পদ তরুণ-ভানু-জিনি, ভানুজ-ভয়-হারিকে ॥

তোরে দিয়াছি আমি রাধা-মন্ত্র,

দেখ যেন হৈও না ভ্রান্ত,

রেখ ক্ষান্ত, বলবন্ত, ছজনা প্রতিবাদীকে ;—

কত গুণ ধরেন শ্রীমতী, গুণাতীত সেই গুণবতী,

গতিহীন কুমতি দাশরথির গতি-দায়িকে ॥ (ছ)

গোপীগণের কাতর উক্তি।

চেতন নাই বাঁশি-যোগে, হরি যেন বসেছেন যোগে,
কে করে কপট যোগ ভঙ্গ।
গোপী কাঁপিছে থরহরি, বলে ওহে নরহরি!
হায় হায়! হাসালে বৈরঙ্গ॥ ৭৬
ঘন দৃষ্ট আগে পাছে, কেউ বেনে দেখিবে পাছে!
উরু কাঁপিছে গুরুজন-শঙ্কায়।
মাটী হয়ে ছিল মাটীতে, নিরাশা হয়ে ঝটিতে,
পুনঃ সবে জলে গিয়ে দাঁড়ায়॥ ৭৭
অর্দ্ধ কায়া রাখি জলে, উর্দ্ধ করে গোপী বলে,
কি কর্‌লে হে জলদ-বরণ!
আর কেন মরি গুমৃরি, বল তো জলে ডুবে মরি,
মলে বাঁচি,—বাঁচিলে মরণ॥ ৭৮
এই রূপে রোদন করি, কহিছে কেশবে সবে।
কুটিলে জুটিলে, বন্ধু! প্রাণ কি তার রবে রবে॥ ৭৯
তুমি কান্ত হলে, অন্তে পাব শীঘ্রগতি গতি।
তাইতে দেবী পূজে আমরা চেয়েছি গোকুলপতি পতি॥
কাত্যায়নী দিলেন ভাল গুণের সরোবর বর।
পরণের বসনখানি দিয়ে বিপদ-হর হর॥ ৮১

আমাদের হাসায়ে শত্রু-মুখখানি যে হাসি হাসি।
ধে রাধাকে, রাধা ব'লে বাজাচ্ছ গোকুলবাসি! বাঁশী॥ ৮২
লজ্জায় রাধার দেহে প্রাণ বুঝি কানাই নাই।
আমর তো হারাই প্রাণ, আগে বুঝি হারাই রাই॥ ৮৩
তটেতে উঠিতে নারি, প্রাণতো লজ্জায় যায়।
জলে বা কতক্ষণ বাঁচি, সন্নিপাত যোগায় গায়॥ ৮৪
নগ্নবেশে বাসে গেলে, হাসিবে শত্রু পায় পায়।
কর চিন্তামণি! যাতে অধিনীরা উপায় পায় পায়॥ ৮৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তোমার এ কেমন বাসনা, হরি!
কুলবধূর নিলে বাস হরি,—
আর কতক্ষণ জলে বাস করি,
যাব আমরা বাস, ওহে নিদয় পীতবাস!
বাস দিয়ে বাজাও বাঁশরী॥
শীতে হৃদি শীতল, জলে কাঁপে কায়,
কি কর হে জলদকায়!
রমণী বিরহে দহে, এ রসে পৌরষ কি হে!
এই যে শুনিলাম তুমি রাসবিহারী॥

কত সাধের সাধনায় তোমায় সাধিলাম,
সাধ না পূরালে হে শ্যাম !
অধিনীদের হবে কান্ত, তাতো হলো না হে একান্ত,
অধিকান্ত একি হে লাজে মরি ॥ (জ)

শ্রীকৃষ্ণের রসালাপ।

গোপিকার কত প্রকার শুনিয়ে বিলাপ।
চিন্তামণি কন অমনি, করি রসালাপ ॥ ৮৬
আমার জন্যে গোপকন্যে ! কর্‌লে তোমরা ব্রত।
তাইতে আমি হইতে স্বামী, হয়েছি বিব্রত ॥ ৮৭
এই যমুনায়, কত লোকে নায়,
তোমরাও এস নিত্য।
বসন ফেলে, সকলে মেলে,
জলেতে কর নৃত্য ॥ ৮৮
তা ক'রে দরশন, লতে বসন,
আমি এসেছি কই।
প্রাণ না দিলে, না সাধিলে,
আমি কি কথা কই ॥ ৮৯
লজ্জা দিলে; ব'লে সকলে,
বলিছ নানা কথা।

স্বামীর কাছে, লজ্জা আছে,
রমণীর আবার কোথা ॥ ৯০
স্বামীতে যদি, হয় আমোদী,
নারীর বস্ত্র হরে।
সেই দোষে কি; হাঁ হে সখি!
রমণী নালিশ করে ॥ ৯১
কংসে কয়ে, আমাকে লয়ে,
বাঁধিবে কারাগারে।
সে কখন, হয়ে বামন,
চাঁদ ধরিতে পারে ॥ ৯২
বেঁধেছে বলি, ভক্ত বলি,
বাঁধা থাকি তার বাসে।
রাম-অবতারে, রাবণ আমারে,
বেঁধেছিল নাগপাশে ॥ ৯৩
বেদে ব্যক্ত, সে যে ভক্ত,
বৈকুণ্ঠের দ্বারী।
যে পারে চিন্তে, সে পারে বাঁধতে
আমারে ব্রজনারি ॥ ৯৪
বাহু-বল কর, বাঁধা দুষ্কর,
এত বল ধরে।

তোমরা দেখ সদা, আমারে যশোদা,
অনাসে বন্ধন করে ॥ ৯৫
বলিয়ে পুত্র, পাকিয়ে সূত্র,
বাঁধে দেখ,—সে মিছে।
সে তো এ সূত্র নয়, পূর্ব্বজন্মের
অন্য সূত্র আছে ॥৯৬

আলিয়া—একতালা।

তোমরা দেখ, সদা আমায় মা যশোদা বাঁধে সখি!
সে কি তার কর্ম্ম, আমি যে ব্রহ্ম, মর্ম্ম তা জানে কি।
মাকে ধন্যা ক'রে, পুণ্য-ডোরে,
আমি আপনি বাঁধা থাকি ॥
কে বাঁধে সই! আমার করে, জীবের জীবন গেলে পরে,
যখন শমন বন্ধন করে,—আমায় ডাকিলে পরে,
সেই বন্ধনে ত্রাণ পায় পাতকী।
যুগে যুগে সঁপিয়ে মন, যোগসূত্র পাকায় যে জন,
সেই বাঁধে আমারে হে সুধাংশুমুখি!
যোগেতে না সঁপিলে মতি, বাঁধলে নারে দাশরথি,
ভক্তি-রজ্জুর নাইকো সঙ্গতি,—
আমি তাইতে তারে অপার ভববন্ধনে রাখি ॥ (খ)

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-কথা।

বরং তোমরা বাঁধো, ভক্তি-ফাঁদ,
পেতেছ করি ব্রত।
তোমরা বাঁধিবে মনে, আমি তা জেনে,
হাতে বেঁধেছি সুত ॥ ৯৭

ইহার সাতপাক আছে, এক পাকেই যে,
পার না পিরীত রাখ্‌তে !
যাকে চলিতে বাজে, সে কেন সাজে,
জগন্নাথ দেখ্‌তে ॥ ৯৮

আর মিছে কাঁদ, আট্‌কে বাঁধো,
আট্‌কে রাখিলে থাকি !
যদি বাঁধনি না ক'রে, বাঁধো আমারে,
তবে দিয়ে যাই ফাঁকি ॥ ৯৯

যদি পাকা করি, পাকিয়ে ডুরি,
বাঁধো আমারে শক্ত।
তবেই আমোদের দিন তোমাদের,
সকল বিপদ মুক্ত ॥ ১০০

আর কেন সকলে, দাঁড়ায়ে জলে,
কফের বৃদ্ধি কর।

গা তুলে উঠে, এসো নিকটে,
বসন দিচ্ছি পর ॥ ১০১
জলে ঢেকে কায়, লুকাইবে কায়,
লাজ দেখে মরি লাজে।
আমার কাছে কি, ও বিধুমুখি!
লুকালুকি কারু সাজে ॥ ১০২
ইন্দ্র যেমন, লুকিয়ে গমন,
কর্‌লে অহল্যার ঘরে।
অহল্যা সতী, দিত কি রতি?
স্বামী না জান্‌লে পরে ॥ ১০৩
গোপন করি, মন্দোদরী-
পুরে যায় বানর।
জানিলে ফাঁকি, সতী দিত কি,
পতির মৃত্যু-শর ॥ ১০৪
আবার সেই বানরে, চাতুরী ক'রে,
মায়া বিভীষণ হয়ে।
মহীরাবণ, পাতাল ভুবন,
রামকে যায় লয়ে ॥ ১০৫
ও সুন্দরি! ক'রে চাতুরি,
লোকে লুকাতে পারে।

ত্রিসংসারে, কেহ না পারে,
লুকাতে আমারে॥ ১০৬
অখিল পুরী, সব আমারি,
শরীর সমস্ত।
আমি, জীবের জীবন,
চক্ষু কর্ণ পদ হস্ত॥ ১০৭
জলে অঙ্গ, ঢেকে রঙ্গ,
কর কি ব্রজাঙ্গনা।
ভেবেছ কানাই, জলে বুঝি নাই,
তা মনে করো না॥ ১০৮

ললিত—একতালা।

জলে স্থলে রই, তোমায় অন্ত কই,
অন্তরীক্ষে আমি আছি হে সখি।
কে পায় অন্ত মম, অনন্ত মোর নাম,
অন্তরীক্ষে জীবের অন্তরে থাকি॥
আমি-ভিন্ন স্থানে লুকাবে কিরূপ,
অপরূপ আমার নামটী বিশ্বরূপ,
নৃসিংহ-রূপে, দনুজ ভূপে, নাশিতে হে,—
আমি স্তম্ভ মধ্যে গিয়া প্রহ্লাদে রাখি। (ঞ)

গোপী বলে, হে অন্তর্যামি! অনন্ত ভুবনের স্বামী!
অনন্ত রূপ বেদে কয় সবাই।
শুনেছি আছ সর্ব্ব ঘটে, চক্ষে দেখিলে লজ্জা ঘটে,
জলে আছ,—তায় চক্ষু-লজ্জা নাই॥ ১০৯
দিগম্বরী হয়ে তটে, কামিনী কেমনে উঠে,
যামিনী হইলে শোভা পায়।
দিও না বৈরঙ্গ ডেকে, দাও হে, অঙ্গ বসনে ঢেকে,
অঙ্গনা সব অঙ্গনেতে যায়॥ ১১০
শুনেছি, ম'জে তব পায়, সখ্য ভাবে মোক্ষ পায়,
লক্ষণে তা লাগে না হে ভাল॥ ১১১
প্রণয়-বাসনা প্রাণপণে, লোকে না শুনে—সঙ্গোপনে
করিব আমরা কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত।
কিবল আমরাই করিব দৃষ্ট, পূরাইব মনোভীষ্ট,
আর কারু হবে না দৃষ্ট, লুকাইয়ে রাখিব কৃষ্ণ,
ইষ্টমন্ত্রের মত॥ ১১২
আমাদের ইষ্টসিদ্ধি না করিয়ে, অন্তরের অন্তরে গিয়ে,
করলে যখন বৃক্ষোপরে বাসা।
বুঝিলাম, জলদ-রুচি! এ প্রেমে হলো না রুচি,
অরুচির ভোজন করতে আশা। ১১৩

আবার কপট রসিকতা কত,
বলেন,—হাতে বেঁধে এসেছি সূত,
আবার বলিছেন, সাত পাক আছে বাকী।
এক পাকে যে ঘোর বিপাক,
নারি আমরা এই পাক—
পরিপাক কর্‌তে কমল-আঁখি॥ ১১৪
সাত পাক আর বলে কাকে, কত ঘুরাচ্ছ পাকে-পাকে,
কই হে বন্ধু! পাক সমাপন করিছ।
ভাল পাকাপাকে ফেলে, এই বসন দিচ্চি ব'লে,
এখন তুমি চৌদ্দ পাক দিচ্ছ॥ ১১৫
আবার বল্‌লে গুণনিধি! জগন্নাথ দেখ্‌তে যদি,—
চলিতে বাজে,—সে কেন সাজে তায়।
আছে অন্তকালে কালের ফাঁদ, কালভয়ে হে কালাচাঁদ!
জগন্নাথ দেখ্‌তে কষ্টে যায়॥ ১১৬
সেই চাঁদমুখ দেখিব বলে, কত কষ্টে এসে চ'লে,
আঠার-নালাতে বুঝি মরি!
পড়ে রৈলাম যে ভোগেতে, ভোগ-নিবারণ জগন্নাথে,
এ ভোগ থাকৃতে, ভোগ দিয়ে কি করি॥ ১১৭
আমরা তোমায় ধন-মন, দিয়েছি হে মদনমোহন!
জীবন যৌবন কুল, শীল।

তোমাকে ভজিতে দয়াময়! ঘরকন্না সমুদয়,
দয়েতে দিয়েছি দয়াশীল ॥ ১১৮

* * *

ব্রজগোপীগণের বিনয়-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

হরি কন হাস্য ক'রে, সব ধন দিয়েছ মোরে,
যদি তোমরা আমারি লাগিয়ে।
সকল ত্যাগ করেছ ধনি! তবে কেন ত্যাগ করি'ছ প্রাণী,
ত্যাগ-করা বসন গুলি দিয়ে ॥ ১১৯
মন প্রাণ যার আমার উপরে, সে কখন কি বস্ত্র পরে?
সে কি ধনি! ঘরেতে করে ঘর।
কুবের যার ভাণ্ডারী, পরনে নাই বস্ত্র তারি,
সে যে, বস্ত্রাভাবে দিগম্বর ॥ ১২০

সুরট—একতালা।

ধনি! মম ভক্ত কৃত্তিবাস,—
ক'রে বাসনা পীতবাস,—
বাস নাহি পরে, ঘরে বাস নাহি করে,
শ্মশান-বাসেতে বাস ॥

শুন নাই কি তোমরা সুন্দরী সকলে,
শুকদেব জন্ম লয়ে ধরাতলে,
না করে বস্ত্র-ধারণ, আমার কারণ,—
ধারণ করিলেন সন্ন্যাস ॥
মাতৃগর্ভে য'দিন থাকে বস্ত্রশূন্য,
সে কদিন তো জীবের থাকে হে চৈতন্য
হইলে ভূমিষ্ঠ, সে চৈতন্য নষ্ট,
নানা সুখের অভিলাষ ॥
বাসে বাসত্যাগী, রতনে নয় রত,
বাসনার বশ নহে জ্ঞানী যত,—
ত্যজিয়ে অম্বর, ভজিলে পীতাম্বর,
গোলোক-বাসেতে বাস ॥ (ট)

ব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী-পূজার কথা অতি শীঘ্র রটিল ;—কত শীঘ্র ?

এক মাস কাল কাত্যায়নী পূজা করে যত রমণী।
সে কথা ছিল না কিছু গোকুলে জানাজানি ॥ ১২১
বস্ত্র যে দিন হরিলেন, হরি, যমুনার ঘাটে।
মন্দ কথার গন্ধ পেলে অতি শীঘ্র ছোটে ॥ ১২২
অতি শীঘ্র যেমন ধারা নূতন চোরকে ধরে।
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ভেদের রোগী মরে ॥ ১২৩

বেলে মাটীতে বৃষ্টি যেমন অতি শীঘ্র শোষে।
কফি-খেতে নিদ্রা যেমন অতি শীঘ্র এসে॥ ১২৪
ক্ষুদ্র গাছে ফল যেমন অতি শীঘ্র ফলে।
অতি শীঘ্র পরমায়ু যায় দিনাজপুরের জলে॥ ১২৫
বঙ্গদেশী লোক যেমন অতি শীঘ্র রাগে।
নিদ্রাকালে কুকুর যেমন অতি শীঘ্র জাগে॥ ১২৬
অতি শীঘ্র ধরে যেমন মণিমন্ত্রের গুণ।
অতি শীঘ্র ধরে যেমন বারুদে আগুন॥ ১২৭
সুজনে সুজনে যেমন অতি শীঘ্র ঐক্য।
ঘর-বিবাদে যান যেমন অতি শীঘ্র লক্ষ্মী॥ ১২৮
অতি শীঘ্র যেমন ধারা ধনুকে বাণ ছোটে।
পশুপতির দয়া যেমন অতি শীঘ্র ঘটে॥ ১২৯
খলে খলে পিরীত যেমন অতি শীঘ্র চটে॥
তেম্‌নি ধারা মন্দ কথা অতি শীঘ্র রটে। ১৩০
যদি বল হরি হরিলেন গোপীকার বাস।
এ কথা শুনিলে লোকের গোলকে হয় বাস॥ ১৩১
এতো দুষ্ট কথা নয়, রাষ্ট্র কেন তবে।
বলি তার সবিশেষ, শুন বিজ্ঞ সবে॥ ১৩২
ভূলোকে গোলোকের হরি সবে জানে কি মর্ম্ম।
কেহ জানে নন্দের পুত্র, কেহ জানে ব্রহ্ম॥ ১৩৩

এক বস্তুর উভয় গুণ,—পাত্র-ভেদে পায়।
যোগী যেমন মধুর রসে নিম্বপত্র খায়॥ ১৩৪
তিক্ত ব'লে ত্যক্ত যেমন, তাতে হয় লোক যত।
দেবের দুর্লভ ঘৃতে মক্ষিকা বিরত॥ ১৩৫
জানে কি সামান্য জনে শ্যামের সমাচার।
ভেকে যেমন ত্যাজ্য ক'রে ফেলে রত্ন-হার॥ ১৩৬
ভাবুক বিনে এ ভাব কে বুঝিবে আর।
তোমরা ভেবে অত্যাচার কর্‌তেছ প্রচার॥ ১৩৭

* * *

কুটিলার নিকট কোন শ্যাম-বিরাগিণী রমণীর কথা।

এক রমণী চিন্তামণির প্রেমে বঞ্চিত আছে।
দ্রুতগামিনী গিয়ে কামিনী কহে কুটিলের কাছে॥ ১৩৮
দেখেছি কালিকে, ভজিতে কালীকে, ব্রজ-রমণীগণে।
দেখে ভক্তি,—বড় ভক্তি হয়েছিল মনে॥ ১৩৯
ধনী নব-বয়সী, ভব-মহিষী পূজা করে সে ভাল।
আজিকার কীর্ত্তি দেখে, আমার চিত্ত চটে গেল॥ ১৪০
উপরে সরল, ভিতরে গরল, ব্রত করা সব বৃথা।
কপট আয়োজন, শ্যামাকে ভজন, শ্যামকে লয়েই কথা॥
ও কুটিলে! কথা রটিলে, মুখ দেখান ভার।
তোদের বধূ যে,পাড়ায়,—কোথা বেড়ায়, তত্ত্ব রাখ না তার

সুরট—চতুরঙ্গ-কাওয়ালী।

তোদের কুলবধূর গুণ কি শুনি গোকুলে!
প্রতি দিন পূজে কালীকে, আজি কালাকে ডাকে,
কুলে কালি মাখে কালিন্দীর কূলে॥
তোরা বলিস্,—ভজে তারা, তারা তো ভজে না তারা,
মন নাই তারা-পদে ব'লে,— শ্যামের নয়ন-তারা দেখে,
তাদের নয়ন-তারা গেছে ভুলে॥
আছে কত শত্রু তাতে, বেড়ায় তাদের সাথে সাথে,
সদা করে বাদ ভুজঙ্গ আর নকুলে॥
তিল পেলে করে তাল, নাচে দিয়ে করতাল,
হ'লে তাল,—ধরিবে তাল কি ব'লে।
যদি কলঙ্ক দিল জীবনে,
জীবন ধরা মিছে ধরাতলে॥ (ঠ)

ব্রজগোপীগণকে কুটিলার ভৎর্সনা।

এই কথা শুনিবা মাত্র, কুটিলের দুটি নেত্র,
উঠিল কপালে কোপানলে।
দণ্ডিতে শ্রীরাধায়, সেই দণ্ডে অমনি যায়,
যমুনার ধারে গিয়ে বলে॥ ১৪৩

ওলো কলঙ্কিনি সব! হয়ে মত্ত সঙ্গে কেশব,
ঘটা করে ঘাঁটালি ঘাটে আসি।
গোকুলে কুল-কুল-ধ্বনি, তিন কুল ব্যাকুল শুনি,
প্রতিকূল তাহাতে ব্রজবাসী॥ ১৪৪
কুল ডুবালি অকূলে, শীলের গলায় বেঁধে শিলে,
কুলে শীলে একত্রে দিলি ফেলে!
গৌরব,—একটা রসে ছিলি, রসাতলে সে রস পাঠালি,
জাতি খোয়ালি দিয়ে যশোদার ছেলে॥ ১৪৫
মানের কাছে কি মাণিকের তোড়া?
এখন মানের উপরে গোড়া,
টান দিয়ে ফেলিলি যোজন শত।
মান গেলে গা জ্বলে যত,
মানের পাতে যায় না তাতো,
মানটা গেলে প্রাণটা যেন ঘণ্টা-নাড়ার মত॥ ১৪৬
এখন এই জলেতে ডুবে মর, তবে তোদের রয় গুমর,
আমরা হই দৃষ্টি-পোড়ায় মুক্তি।
আর পাবিনে ঘরে যেতে, আর কি গ্রহণ করিবে জেতে,
শমনপুরে যেতে এখন যুক্তি॥ ১৪৭
আবার কয় শুন শুন বলি, ওলো বৃন্দে চন্দ্রাবলি!
ছি ছি যদি কুলত্যাগী হলি।

না ভ'জে পণ্ডিত নরে, প'ড়ে এক রাখালের করে,
কেন এমন ধারা অপঘাতে মলি॥ ১৪৮
পরকাল মজিয়ে রসে, যারা মজে পর-পুরুষে,
কিছু কাল ত পরম সুখে থাকে!
নানা আভরণ দিয়ে গায়, মন দিয়ে তার মন যোগায়,
মন্দের ভাল বলা যায় লো তাকে॥ ১৪৯
সে পথে বা চল্‌লি কই! ঐহিকের সুখ কর্‌লি কই!
নন্দ-সুতের ক'রে আরাধনা।
ঘুচালি ঐহিক পরমার্থ, দিন কতক সুখ হতে পারিত,
পাত্র বুঝে কর্‌লে বিবেচনা॥ ১৫০
ও জ্ঞানবান কি গুণবান, ধনবান কি বলবান,
বল্ দেখি, কোন বান্ কানাই।
ও নয় এখন কোন বান্, মদনের পঞ্চ-বাণ,
ওর এখন অঙ্গে প্রবেশ নাই॥ ১৫১
পিরীতের পদ্ধতি, প্রায় ষোড়শ পাত পুঁথি,—
যে পড়ে তার সঙ্গে পিরীত সাজে।
ও পড়েছে কোন্ টোলে, ওকে দেখে মন ট'লে—
গেল তোদের কি বিদ্যা বুঝে॥ ১৫২

ঝিঁঝিট—একতালা।

আই আই লাজে মরে যাই! প্রেম কর্‌লি কার সনে।
কি বোধ,—অবোধ নন্দের গোপাল,—
বনে চরায় গোপাল, সে কি পিরীতি জানে॥
ছিছি বৃন্দে! তোদের একি নিন্দে হলো,
অকূল মাঝে তোদের অঙ্গ ডুবিল! অঙ্গদেবি লো!
পাড়ার বিপক্ষে জাগাবি, কালার মন যোগাবি,
যে চরায় গাবী, তার গুণ গাবি কেমনে!
ভাল চিত্র কুলে কর্‌লি চিত্রলেখা!
এ ছার জীবন আর রাখা,
কি জন্য লো বিশাখা!—বিষ খা! ত্বরায় অগ্নিকুণ্ড জ্বালো,
যা লো যা লো বৃকভানু-সুতা!—ভানুসুত-ভবনে॥ (ড)

কুটিলার ভং সনা-বাক্যে শ্রীরাধিকার উত্তর।

কুটিলে নানা ছলে বলে, রাধার অঙ্গ জলে জ্বলে,
জলদাঙ্গ প্রতি ব্যঙ্গ শুনে।
কহেন রাকাচন্দ্র যিনি, রাখা যায় কি দুঃখে প্রাণী,
রাখাল বল,—ননদিনি! কোন্ জনে॥ ১৫৩
ননদি গো! ও রাখাল, শুধু নয় গো-রাখাল,
জগতের রাখাল বেদে শুনি।

সব পশু ওর গোচরে, না চরালে কেবা চরে,
চরাচর চরান্ চিন্তামণি ॥ ১৫৪
ও রাখাল নয়,—জগতের রাজা, জেনে চরণ করেছি পূজা,
যে চরণে জন্মে ভাগীরথী।
দেখ যে চরণ লাগি, সদাশিব সদা যোগী,
ব্রহ্মা আদি পূজেন সুরপতি ॥ ১৫৫
সে চরণ পূজেছি আমি, কি মর্ম্ম জানিবে তুমি?
অন্ধে কি মাণিক চিনিতে পারে!
বানরে সঁপিলে মতি, মতিতে তার হয় না মতি,
দুর্ম্মতি দুর্গতি নানা করে ॥ ১৫৬
যদি বল কই পূজার দ্রব্য, কুসুমাদি করি সর্ব্ব,
পূজিতে হয় নানাবিধ ধনে।
আমাদের চিত্ত সকল, নির্ম্মল গঙ্গার জল,
জেনে পাদ্য দিয়াছি চরণে ॥ ১৫৭
কুলের সৌরভ ছিল, সুগন্ধি চন্দন হলো,
যদি বল, পুষ্প কোথায় পেলাম।
ছিল ষোড়শ-দল হৃদিপদ্ম, পুষ্প করি সেই পদ্ম,
পদ্ম-আঁখির পাদপদ্মে দিলাম ॥ ১৫৮
লোকে এক দীপ দেয় পূজার বেলা, আমরা পূজিতে কালা,
সপ্ত দীপে করেছি আলা, মনে যদি ভাব।

যে ভজনে হরি বাধ্য, ভক্তি করে নৈবেদ্য,
শুনেছি ভক্তি-প্রিয় মাধব॥ ১৫৯

নয়ন দুটী বক্র করি, তুই এলি একটা চক্র করি,
যেমন চক্র ধরে এসে ফণী।
আমি আর কি মানি তোর চক্র?
ওলো! ভেদ করেছি ষট্‌চক্র,
হৃদয়ে ধরেছি চক্রপাণি॥ ১৬০

সামান্য পূজা যে জন করে, শ্যাম কি সদয় তার উপরে?
ষোড়শ উপচারে, শ্যামকে দিয়েছি সমভাগে।
বস্ত্র কি হরিলেন হরি? আমরাই বস্ত্র প্রদান করি,
ষোড়শ-উপচারে বস্ত্র লাগে॥ ১৬১

যদি বল এই কথা, বস্ত্র দিয়ে পূজে দেবতা,
আপন বস্ত্র ত্যাগ করে কোন্ জন।
জগন্নাথকে যা দেয় নরে, তাই কি ফিরে ব্যাভার করে,
সেটা ত্যাজ্য জনমের মতন॥ ১৬২

আবার বল্‌লি ধনবান, নয় গুণবান নয় জ্ঞানবান,
নয় রসবান,—ও নয় যশোবান।
ও নয় যদি কোন বান্, আমরা তবে ত পেলাম নির্ব্বাণ,
আমাদের কপাল বলবান॥ ১৬৩

একথা জটিলে বুঝিতে পারে, কুটিলে বুঝিতে নারে,
তুমি তত্ত্ব বুঝিবে কেমনে ?
আবার বল্‌লে ডুবে মর, ডোবা অতি সু-দুষ্কর,
না ডুবিলে কি জানা যায়—হরি কি গুণযুক্ত।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ণবে, যে না ডোবে,—সেই ত ডোবে,
যে ডোবে, সে ডুবে হয় মুক্ত ॥ ১৬৪
যদি পাতালে মাণিক থাকে, না ডুবিলে কি পায় তাকে ?
ও ননদি ! পাতাল কত দূরে।
আমি একবার ডুবে দেখিব, কারো কথা না গায়ে মাখিব,
যাও যাও কলঙ্কিণী নাম রটাও গে ব্রজপুরে ॥ ১৬৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ননদিনি গো ! বলো নগরে,—সবারে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে ॥
কাজ কি বাস,—কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে, সে থাকে যার হৃদয়-বাসে,
ওলো ! সে কি বাসে বাস করে ॥
কাজ কি গো কুল ! কাজ কি গোকুল !
গোকুলের কুল সব হ'ক প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল !—অকূল-কাণ্ডারীর করে ॥ (ঢ)

নবনারী-কুঞ্জর।

হতমানা শ্রীরাধিকার আক্ষেপ।

শ্রীরাধা জগৎকর্ত্রী, মুক্তাজন্য মুক্তিদাত্রী,—
হয়ে মুক্তিদাতার নিকটে হতমান।
সখী সঙ্গে সঙ্গোপনে, বসিয়ে নিকুঞ্জ বনে,
কহিছেন সখীগণে, করিয়ে অভিমান॥ ১
বলেন ছি ছি সই! মুক্তার জন্য, গেল মান হলেম জঘন্য,
অগণ্য হলেম ব্রজমাঝে।
ধিক্ বৃন্দে ধিক্ ধিক্! ভাবি যারে প্রাণাধিক,
দিলেন যাতনা প্রাণে অধিক, মরি লোক-লাজে॥ ২
কি কর্‌লেন ভগবান, সুবলের বাক্য-বাণ,
শক্তিশেল সম বাণ, বিঁধিয়াছে বুকে।
আমি ত সই! মনে-জ্ঞানে, জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে,
অপরাধ করিনে পঙ্কজ-পদে॥ ৩
গেলেম তুলিবারে মুক্ত, কথা কবার নাই মুখ ত,
কাল সম পোহাল নিশি, হরি হলেন মোর কাল।
গোকুলে গৌরব গেল, মান গেল,—রাখালগুল
হাসিবে চিরকাল॥ ৪

একি হল দুরদৃষ্ট ! কৃষ্ণ জানিলে জগতে রাষ্ট
যে কষ্ট দিয়েছেন কৃষ্ণ, স্পষ্ট জানি মনে।
বিশেষ, যেটা মন্দ কথা, গোল বই ঢেকেছে কোথা ?
শত্রু,—সূত্র শুন্‌লে প্রকাশ করে ত্রিভুবনে ॥ ৫
আমরা দৃষ্ট মুদে ইষ্ট-ভাবে কৃষ্ণ-সাধন করি।
হল অগ্রে রাষ্ট বস্ত্র-হরণের কথা তিন পুরী ॥ ৬
অতি শীঘ্র কার্য্য যেমন যোগ-বলেতে হয়।
অতি শীঘ্র মহাদেব হন যেমন সদয় ॥ ৭
অতি শীঘ্র প্রণয় যেমন সরলে সরলে।
অতি শীঘ্র যেমন পিরীত চটে খলে খলে ॥ ৮
অতি শীঘ্র যেমন ধারা পশু-শিশু চলে।
অতি শীঘ্র ফল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষে ফলে ॥ ৯
ভুজঙ্গ দংশিলে শিরে অতি শীঘ্র মরণ।
অতি শীঘ্র রয় না,—ভাঙ্গে বালির বাঁধ যেমন ॥ ১০
অতি শীঘ্র অপমান বালকের নিকটে।
মন্দ কথা তেম্‌নি, সই ! অতি শীঘ্র রটে ॥ ১১
কি বিবন্ধ ঘটালেন গোবিন্দ আমারে।
আর কি স্থান দিবেন হরি পদপঙ্কজোপরে ॥ ১২

সুরট—তেতালা।

আর হরি দিবেন কি স্থান শ্রীচরণে !
এ সব যাতনা সয় না প্রাণে,—
বিপিনে শ্রীহরি, নিলেন মান হরি,
মরি সুবলের বাক্য-বাণে ॥
সূত্র শুনিলে পরে শত্রু সে কুটিলে,
কবে কথা হয়ে প্রতিকূলে,
কি গৌরবে রবে রাধা এ গোকুলে,—
এ জীবন সঁপি জীবনে।
জগতে প্রকাশ নামটি কৃপাসিন্ধু,
রাধার ভাগ্য ফলে ফল্‌লো না এক বিন্দু,
দীন-হীনে কি গুণে বল্‌বে দীনবন্ধু,
দিনমণি-সুত-আগত দিনে ॥ (ক)

শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার প্রবোধ-দান।

শুনি বৃন্দে কিঙ্করী, কহিছে মিনতি করি,
কেন প্যারি ! এত অভিমান।
কর শোক সম্বরণ, আসিবেন শ্যাম-বরণ,
কি দুঃখে অজিবে বল প্রাণ ॥ ১৩

তুমি নও সামান্যে, বিধিপূজ্য জগৎমান্যে,
সামান্যেতে সামান্য ভাব ভাবে।
গুণের নাই তব বর্ণন-শক্তি, তুমি রাধা আদ্যাশক্তি,
মুক্তিদাত্রী ভব বলেছেন ভবে॥ ১৪
যে হারায় বুদ্ধি-বলে, সেই তোমারে মন্দ বলে,
বেদে বলে তুমি ব্রহ্মরূপা!
দেখ রাই! সদানন্দ, শ্মশানেতে সদানন্দ,
ক্ষেপা যারা,—তারাই বলে ক্ষেপা॥ ১৫
আর দেখ মুনি-ঋষিতে, হরি পূজে যে তুলসীতে,
সে তুলসীর কুক্কুরে জানে কি মান।
বালকের কটু কথায়, মানি-মান গিয়াছে কোথায়,
ও সব বৃথায় করা অভিমান॥ ১৬
হরি তোমার প্রেমে বাঁধা, তোমার লাগি নন্দের বাধা,
যত্নে ধারণ করেছেন শিরে।
তোমার জন্য গোচারণ, তোমার জন্য গিরি-ধারণ,—
করেছেন জগৎতারণ, করাঙ্গুলোপরে॥ ১৭
যারা ভবে জ্ঞান-বিভিন্ন, তারাই ভাবে ভিন্ন ভিন্ন,
ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
কিন্তু বেদের লিখন স্পষ্ট, এক আত্মা রাধাকৃষ্ণ,
যারে গোবিন্দ বিরূপ, সেই ভাবে বিরূপ॥ ১৮

আলিয়া—একতালা।

রাধে! কে চিনিতে পারে তোমায়!

এলে গোলোক করি শূন্য, ধরায় অবতীর্ণ,

পাতকীর কুল উদ্ধারিবার জন্য,

জগৎকর্ত্রী ত্রিলোক-মান্য,

ভব মান্য করেন যায়॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে বেদে,

চারি ফল হয় উৎপন্ন ঐ পদে,

দৃষ্ট মুদে যে জন পদ ভাবে হৃদে,

এড়ায় শমনের দায়॥ (খ)

বৃন্দার প্রবোধ-বাক্যে শ্রীরাধিকার উত্তর।

বৃন্দে যত স্তুতি ভাষে, শুনি রাধার নয়ন ভাসে,

কহিছেন কাতর হৃদয়ে।

সকলি জানি বৃন্দে! করি সাধে কি নিন্দে শ্রীগোবিন্দে,

তবে কেন সই! নিরানন্দে ভাসান কালিয়ে॥ ১৯

দেখ সই! সদানন্দ, যে নাম সাধনে সদানন্দ,

নিরানন্দ জয় করেছেন তিনি।

প্রহ্লাদ ভ'জে ঐ চরণ; অনলে জলে হলো না মরণ,

হস্তিতলে নাস্তি মৃত্যু শুনি॥ ২০

পঞ্চম বৎসরের ধ্রুব শিশু, তারে দয়া করলেন আশু,
ধ্রুবলোক হলো গোলোক-উপরে।
আর সখি ! শুন বলি, বন্ধন ক'রে রেখেছেন বলি,
ধন্য বলি !—ধন্য বলি তারে ॥ ২১
ভেবে ঐ কমল পদ, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব-পদ,
ব্রহ্মত্ব-পদ পেলেন কমলযোনি।
ঐ চরণ-শরণে মৃত্যুঞ্জয়,— মৃত্যুকে করেছেন জয়,
যমকে ক'রে পরাজয়, পদ ভাবেন যিনি ॥ ২২
ভেবে ঐ যুগল চরণ, শিবের শিরে শশী রন,
অজামিল প্রভৃতি সব তরিল।
আমি ভ'জে সেই পদ, পদে পদে ঘোর বিপদ !
বিপদহারী বিপদ কৈ হরিল ॥ ২৩

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প'রে অকলঙ্ক শশীর হার গলে।
কালা-কলঙ্কিনী নাম রটালে সব প্রতিকূলে ॥
হরি ত্রিলোক-পূজ্য জগৎমান্য,—
যে ভজে সেই ধরায় ধন্য,
হলো সেই পদ ভ'জে জঘন্য,
অগণ্য রাই—এ গোকুলে ॥ (গ)

শ্রীরাধার শুনি অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান,
বিদ্যমানে বৃন্দে কয় কাতরে।
থাক্‌তে দাসী কিসের অভাব, প্রকাশ কর মনের ভাব,
কি ভাব উদয় হয়েছে অন্তরে ॥ ২৪
মলিন আস্তে প্যারী কন, বাক্য অতি সুচিকণ,
মনোবেদন কি কব তোমারে।
যাতে মায়ায় মুগ্ধ হন, আসিয়ে মন্মথমোহন,
সেই যুক্তি বল সখি! আমারে ॥ ২৫
দেখ, রাখালগণ মধ্যে কেশব, অপমান করেছেন যে সব,
শব-তুল্য হয়ে রয়েছি সখি!
হলো রাষ্ট্র জগৎময়, যা করেছেন জগৎময়,
মান হারায়ে জগৎময়, অন্ধকার নিরখি ॥ ২৬
আমায় জানে সকলে কৃষ্ণপক্ষ, কিন্তু কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণপক্ষ,
বিপক্ষগণ হাসালেন গোকুলে।
নাই থাক্‌তে বাঞ্ছা ধরাতলে, মান গেল সব রসাতলে,
ছি ছি সখি! ছি ছি ব'লে, লোকে পাছে বলে। ২৭
এতে, কেমনে মুখ দেখায় রাই, শত্রুপক্ষে সদা ডরাই,
আবার ভয় পাছে হারাই,—শ্যাম গুণধামে।
কুটিলের বাক্য এমনি, যেন দংশন করে ফণী,
সে সব দুঃখ যায় অমনি, দাঁড়ালে শ্যামের বামে ॥ ২৮

সুরট—কাওয়ালী।

নিলে ঐকান্তে শ্রীকান্ত-চরণে স্মরণ।
হয় বিপদ খর্ব্ব, সর্ব্ব দুঃখ-নিবারণ,—
রিপু-গর্ব্ব নাশ হবে দিব্যজ্ঞান ধারণ॥
রাবণ-ভয়ে ইন্দ্র চন্দ্র, কাঁপে যোগেন্দ্র
প্রজাপতি ফণীন্দ্র মুনীন্দ্র, শমন হুতাশন।
রক্ষা হেতু দেবতারে, হয়ে রাম অবতারে,
বধে তারে করিলেন ভূভার-হরণ॥
দুঃখ গেল না, সাধন হলো না, দাশরথির তাই ভাবনা,
ভবে ভব-যন্ত্রণা-কারণ॥ (ঘ)

শ্রীকৃষ্ণের দর্প হরণ করিবার জন্য, শ্রীরাধার সংকল্প।

শুনে বৃন্দে বলে মরি মরি! জানি ত সব রাজকুমারি!
তুমি শ্যামের,—শ্যাম তোমারি, আছেন যুগে যুগে।
কে চিনিবে সম্বরারির ধনে, বাঞ্ছা নাই যার সাধনে,
সেই ঐ ধনে কর্ম্ম-ভোগে ভোগে॥ ২৯
শ্যাম নন সামান্য ধন, বিধি আদির সাধনের ধন,
পান না ক'রে আরাধন, যত ঋষি মুনি।
বেদাগমে আছে ব্যক্ত, গুণ গান পঞ্চবক্ত্র,
ভবে তাঁরা পায় মুক্ত, ভাবেন যিনি যিনি॥ ৩০

পুরাণে শুনেছি, রাধা! যিনি কৃষ্ণ তিনি রাধা,
আমাদের নাই মনে বাধা, নাই অন্য ভাব।
ত্রিভুবন তোমার মায়ায় মোহ,
তুমি করিবে শ্যামকে মোহ,
ভেবে কিছু পাইনে মনের ভাব॥ ৩১

শুনে প্যারী কন সই! জাননা মর্ম্ম,
হরি বটেন পরমব্রহ্ম,
মর্ম্মপীড়া যে দিয়েছেন তিনি।
মুক্তবন মায়ায় ক'রে, আমায় রাখ্‌লে বন্ধন করে,
হতমান কত করে, জান ত সজনি॥ ৩২

আজ কুঞ্জে এলে দুঃখ-হরণ, করিব মনের দুঃখহরণ,
জ্ঞান-হরণ শ্যামের যাতে হয়।
এই বাঞ্ছা হয়েছে মনে, মায়ায় ভুলাইব রাই-রমণে,
যুক্তি কর মনে মনে, উচিত যাহা হয়॥ ৩৩

বটেন ত্রিজগতের দর্পহারী, তাই নিলেন মোর দর্প হরি
দর্পহারী দর্প হারি,— যাবেন রাধার কাছে।
তবে সই! ব্রজে রব, নৈলে থাকার কি গৌরব!
অগৌরব হয়ে থাকা মিছে॥ ৩৪

— —

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যদি পারি দর্পহারীর দর্প হরিতে।
তবে মিশাব দেহ হরিতে,—
নৈলে ধিক্ জীবনে !—যাব জীবনে,—
জীবন পরিহরিতে॥
যাঁর মায়ায় মোহিত বিধি আদি মৃত্যুঞ্জয়,
যাঁর দ্বারের দ্বারী জয়-বিজয়,
তাঁরে জয় করিলে মায়ায়,—
তবে হবে মনোদুঃখ নিবারিতে॥ (৬)

* * *

বৃন্দা-কর্ত্তৃক শ্রীরাধার স্তব।

শুনি হাস্য করি কহে বৃন্দে, নিবেদন ঐ পদারবিন্দে,
মায়ায় ভুলাবে শ্রীগোবিন্দে, সন্দেহ কি তার ?
হরি প্রকাশ করেছেন মায়া, তুমি শক্তিরূপা মহামায়া,
বুঝিতে তোমার মায়া, সাধ্য আছে কার॥ ৩৫
রাই ! তুমি ব্রহ্মরূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী,
যা কহিবেন আপনি, তাহা পারি করিতে।
তোমার গোলোক ত্যজে ভুলোকে আসা,
ভক্তের পূরাতে আশা,
বাসা-মাত্র আয়ানের গৃহেতে॥ ৩৬

তুমি বীণাপাণি বাগ্বাদিনী, জগৎকর্ত্রী জগৎবন্দিনী,
বৃকভানু-নন্দিনী,—গোকুলে।
ব্রহ্মা তোমায় ব্রহ্ম ভাবে, কখন পুরুষ প্রকৃতিভাবে,
কুটিলে ভাবে, গোপবালিকে ব'লে ॥ ৩৭
তোমায় ভব কন স্তুতি-বাণী, আমি কি জানি স্তুতি-বাণী,
তুমি বাণী-রূপিণী জগতের।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূতা, তোমার কীর্ত্তি অত্যদ্ভুতা,
জগৎমাতা ভার্য্যা ভূতনাথের ॥ ৩৮
স্বর্গে তুমি মন্দাকিনী, ধরণীতে সুরধুনী,
ভোগবতী রূপে পাতালেতে।
শচীরূপা ইন্দ্রালয়ে, কালরূপিণী যমালয়ে,
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মালয়ে, লক্ষ্মীরূপা গোলোকেতে ॥ ৩৯
তুমি স্থল, তুমি জল, তুমি শশী, তুমি উজ্জ্বল,
শীতল তুমি অনল-রূপিণী।
অসুর নাশিতে তুমি অসিতে, ত্রেতায় তুমি রামের সীতে,
সুরশত্রু বিনাশিতে, আগমন অবনী ॥ ৪০

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

কিছু নয় অসম্ভব; তোমাতে সম্ভব,
মান্য করেন ভব, তুমি ত্রিলোক-মান্যে।

হয়ে ও পদ-অভিলাষী, শুক-নারদ উদাসী,
ব্রহ্মা অভিলাষী, আছেন নিশি দিনে ॥
ও গুণ-বর্ণনে অশক্ত হন পঞ্চবক্ত্র
লেখা বেদাগমে,—আছে রাধাতন্ত্রে ব্যক্ত,
নিলে চরণে শরণ, জীবে ভবে মুক্তি পায় গো,—
হরি,—নরহরি ব্রজে তোমারি জন্যে ॥ (চ)

শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের দর্প-হরণ-আয়োজন।

নব-নারী কুঞ্জর।

বৃন্দের শুনি স্তুতি-বাণী, তুষ্ট রাধা বিনোদিনী,
কহিছেন বৃন্দেরে হাসিয়ে।
মনে মনে করেছি যুক্তি, ভয় হয় করিতে উক্তি,
যাতে মুক্তিদাতা মোহ হন আসিয়ে ॥ ৪১
সুসজ্জা সব আছে বাসর, আসিবেন ব্রজেশ্বর,
আমরা কিন্তু রব না এখানে।
এর পরামর্শ বলি, সখি ! আছ তোমরা অষ্ট সখী,
যুটে আমরা মিলিয়ে নয় জনে ॥ ৪২
হব নব-নারী এক দেহ, ধরিব কুঞ্জরী-দেহ,
দেহ তোমরা দেহ, সখি ! ত্বরায়।

যা বলি তায় মন দেহ, কিছু করো না সন্দেহ,
ভুলাইব শ্যাম-দেহ, রজনী ব'য়ে যায় ॥ ৪৩
তখন যুক্তি করি নব-নারী, হলেন করী নবনারী,
বুঝিতে নারি, কেমন নারী রাধা।
তা নৈলে কেন গোলোকের হরি, ব্রজে হন নরহরি,
ঐ রাধার জন্যে হরি, লন শিরে নন্দের বাধা ॥ ৪৪

* * *

নব-নারী কুঞ্জর-দর্শনে দেবদেবীগণের আগমন :

হেথায় শুন বিবরণ, করীরূপ করি ধারণ,
কুঞ্জে রন্ কুঞ্জরগামিনী।
করিতে আশ্চর্য্য দরশন, যান ব্রহ্মা করি হংসাসন,
করি যান বৃষাসন,—ঈশান ঈশানী ॥ ৪৫
যান দেবতা তাবৎ, ইন্দ্র চড়ি ঐরাবৎ,
অজাসনে দরশনে যান অগ্নি।
চন্দ্র যান সাজিয়ে ত্বরা, সঙ্গে সাতাশ ভার্য্যে তারা,
আনন্দেতে যান্ তারা, সাজিয়ে সাতাশ ভগ্নী ॥ ৪৬
দেখে অগ্নি হয়েছেন ঐরাবৎ, নিন্দি ইন্দ্র-ঐরাবৎ,
সূর্য্য-চন্দ্র যাবৎ, উৎপত্তি আর লয়।

নৈলে ঐ রাধার চরণ, করিয়ে সাধন,
প্রাপ্ত হন না সব তপোধন, সামান্যে সামান্য ভাবে,—
যাঁর বেদে নাই নির্ণয়॥ ৪৭

ললিত—ঝাঁপতাল।

কিবা নিকুঞ্জে কুঞ্জর-গামিনী,—কুঞ্জরী হইয়ে ভ্রমে।
মন্মথমোহন-মনোমোহিনী মোহ করিবারে শ্যামে॥
যার মায়ার প্রভাবে জীবে, মহীতে মোহিত হয়ে,
ভ্রমণ করিছে সদা অসার সংসার সার ভাবিয়ে,—
ভাবনা না করে ভবে কি হবে চরমে!
শরথি কহিছে খেদে আমি কি পাব দরশন,
শ্মশান-ভবনে ভেবে, যে রাধার ভব পান না অন্বেষণ,
যে রাধার মায়ায় গোলোক পরিহরি হরি ব্রজধামে॥ (ছ)

কুঞ্জে রাই-অদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা।

নিশি গত এক প্রহর, হর-রাণীর মনোহর,
সাজিয়ে মূর্ত্তি মনোহর, কুঞ্জে উদয় হয়ে।
দেখিছেন ব্রজেশ্বর, রাধা নাই,—শূন্য বাসর,
রাই-বিরহ-বিচ্ছেদ-শর, বাজিল হৃদয়ে॥ ৪৮
দেখেন, স্থির চিত্তে দাঁড়ায়ে কেশব,কোথা গেল সখী সব,
সুসজ্জা করিয়ে সব, রাখিয়ে কোথা গেল।

বৃকভানু-নন্দিনী, কোথা সে আমার বিনোদিনী,
সে চন্দ্রবদনী, কোথা লুকাল ॥ ৪৯
ভবনদীর কর্ণধার, বেড়ান কুঞ্জের চারি ধার,
শ্রীরাধার না পেয়ে সন্ধান।
পান না পথ নিরখিতে, ঘন ঘন জল আঁখিতে,
সুধান যারে পান দেখিতে, ভবের প্রধান ॥ ৫০
রাধানাথ রাধা ভিন্ন, ভ্রমণ করেন জ্ঞান-ভিন্ন,
দশদিক শূন্যময় হেরি।
চঞ্চল চিত্ত স্থির নাই, বৃক্ষগণে সুধান কানাই,
বল রে বৃক্ষ! তোদের জানাই,
কোথা গেল কিশোরী ॥ ৫১
আবার দেখেন শুক শারী, আছে ব'সে সারি সারি,
হরি কন,—শুক শারি! তোরা ত আছিস্ বনে।
বল রে আমায় সত্য কথা, রাই মোর লুকাল কোথা,
সখীগণ গেল কোথা, দেখেছ নয়নে ॥ ৫২
ওরে কোকিল! ওরে ভ্রমর! রাই কোথা গেল মোর,
কিসের গুমর, ডাকিলে কথা কও না!
বুঝি হ'য়ে সকলে এক-যোগ, ঘটালে আমার দুর্যোগ,
রাধা-শ্যামে যোগাযোগ, আর বুঝি হবে না ॥ ৫৩

আলিয়া—একতালা।

তোরা বল্ আমায়, ভ্রমর!
কুঞ্জ ছেড়ে রাই আমার কোথা লুকাল।
কোথা গেল সখীগণে, হৃদয়-গগনে,—
রাধা-শশী বিনে মসিময় হইল॥
আমি ভবে নই কারি, হই রাধার আজ্ঞাকারী,
রাই বিনে ব্রজে কি আছে বল্,—
আমার জীবন রাধা,
যে রাধার কারণে বৈলাম নন্দের বাধা,
বুঝি, হরির জীবন বনে হরিতে হরিল॥ (জ)

তখন না পেয়ে কারো উত্তর মুখে, চলিলেন উত্তর মুখে,
রাধা নাম সাধা মুখে, চক্ষে শতধার।
জ্ঞানশূন্য হলো শরীর, না পেয়ে দেখা কিশোরীর
শুনি রব কেশরীর, ভবকর্ণধার। ৫৪
অমনি করেন শ্রীহরি, কানন-মধ্যে শ্রীহরি,
বলেন, ঐ আমার জীবন হরি, হরি ধায় পলায়ে।
যান দ্রুতগমনে ব্রজরাজ, বনমধ্যে যথা বিরাজ,
করিছে বসি পশুরাজ, সম্মুখেতে গিয়ে॥ ৫৫

দাঁড়াইলেন বিশ্বরূপ, মৃগেন্দ্র দেখে অপরূপ,
বলে, ওহে বিশ্বরূপ ! দাসেরে ক'রে দয়া।
দিলে দরশন—তরিলাম, জনম সফল করিলাম,
অসাধনে পেয়ে গেলাম, সফল করিলাম কায়া ॥ ৫৬
শুনে হরি কন, হে কেশরি ! দেখেছ আমার কিশোরী ?
সঙ্গে অষ্ট-সহচরী, কুঞ্জে ছিল তারা।
শুনিয়ে কহিছে হরি, রাইকে তোমার দেখিনে হরি !
দেখ গিয়ে হে শ্রীহরি ! নিকুঞ্জে আছেন তারা ॥ ৫৭
একি দেখি বিপদ ভারি, কনক-আঁখিতে বহে বারি,
তোমার চরণ ভাবিলে যায় সবারি, নয়নের বারি দূরে।
কি জন্যে হলে বিস্মৃতি, রাধা,—লক্ষ্মী সরস্বতী,
ব'লে সিংহ করে স্তুতি, দেব-দামোদরে ॥ ৫৮
হে কৃষ্ণ করুণাময়। ব্যাপ্ত গুণ জগৎময়,
ব্রহ্মময় তুমি পরম ব্রহ্ম।
সত্য নিত্য নিরঞ্জন, দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন,
জ্ঞানীরে দাও জ্ঞানাঞ্জন, যে করেছে সৎকর্ম্ম ॥ ৫৯
তুমি সত্ত্ব রজঃ তম, মধ্যম অধম উত্তম,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তম, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ॥ ৬০
স্থাবর জঙ্গম জল, তুমি শীতল, তুমি উজ্জ্বল,
তুমি পুরুষ, তুমি হে প্রকৃতি !

তুমি উচ্চ, তুমি খর্ব্ব, তুমি স্তুতি, তুমি গর্ব্ব,
গর্ব্বহারী তুমি কৃতি অকৃতি ॥ ৬১

সত্য তত্ত্ব দুঃখ-ভঞ্জন, শমন-ভয়ভঞ্জন,
জ্ঞানাঞ্জন দাও, যে জন বিজনে ভজে।

সদা দৃষ্টি মুদে থাকে তারা, তাইতে চরণ পায় তা'রা,
তারানাথের নয়ন-তারা, বাঁধে হৃদসরোজে ॥ ৬২

আলিয়া—একতালা।

দুঃখ হরি, হরি! হের কৃপানেত্রে।
ভ্রমণ কুকর্ম্মে,—সর্ব্বত্রে, যদি না ক'রে সাধন,
ও-ধন হেরিলাম নেত্রে ॥
তুমি জ্যোতির্ম্ময় পরম-ব্রহ্ম, জ্ঞান নাই মোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
পশু-জন্ম নিলাম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ॥
তুমি হে ত্রিলোক-পবিত্র! ভ'জে তোমায় হন পবিত্র,—
তাই, ওরূপ মুদিয়ে ত্রিনেত্র,—
ভুজঙ্গ-শিরে, পদ প্রদান করে,
তবে, পবিত্র কর হে!—চরণ দিয়ে অপবিত্রে ॥ (ঝ)

শ্রীহরির নবনারী-কুঞ্জরে আরোহণ;—ধর[illegible]তন্ন;—যুগল-মিলন।

তখন তুষ্ট হয়ে পীতাম্বর, কেশরীরে দিয়ে বর,
রাধার শোকে কলেবর, দগ্ধ হ'য়ে যায়।

তথা হৈতে করেন গমন, শমন-দমন-দমন,
নানা বন করেন ভ্রমণ, না দেখেন রাধায়। ৬৩
কেবল 'রাধা রাধা' রব মুখে, দেখেন করী সম্মুখে,
ভজেন যাঁরে করিমুখে, তিনি করী সম্মুখে গিয়ে।
ভাবেন,—উপায় কি করি। করীকে জিজ্ঞাসা করি ;
শূন্যমার্গে ভর করি, দেবগণে বসিয়ে॥ ৬৪
বলেন, ওহে বিশ্বপতি! কেন হয়েছ বিস্মৃতি,
ব্রজে বসতি হ'য়ে, কি এমন হলে ?
শুন হে মন্মথ-মোহন! কুঞ্জরী হও আরোহণ,
পাবে রাধা,—রাধারমণ! সখীগণে সকলে॥ ৬৫
যে হরির ভার্য্যা বাণী, তিনি শুনি গগনে দৈববাণী,
ভবানীপূজ্য উঠেন অমনি, কুঞ্জরী উপরে।
পরাৎপরে পৃষ্ঠে করি, বনে ভ্রমণ করে করী,
পলায় সকলে হাস্য করি, হরি পড়েন ধরাপরে॥ ৬৬
হলেন লজ্জিত পীতবাস,
দেখে, দেবতারা যান নিজ বাস,
বদনেতে দিয়ে বাস, বৃন্দে আদি সখী।
আসি কয় পরাৎপরে, কেন হে পতিত ধরা-পরে!
অভিমান কা'র উপরে, করেছ কমল-আঁখি॥ ৬৭

আঁখি দু'টী ছল ছল, মন হয়েছে চঞ্চল,
চল কুঞ্জে চল চল, ওহে অচলধারি!
ভার্য্যা যাঁর দেবী বাণী, পূজা যাঁরে করেন ভবানী,
বৃন্দে করি স্তুতি-বাণী, সেই হরির করে ধরি॥ ৬৮
লয়ে গিয়ে বাসরে, বসায় ভুবনেশ্বরে,
মিলন কিশোরী-কিশোরে, হইল কুঞ্জবনে।
রাধায় বামে ল'য়ে বসেন শ্রীহরি, গেল উভয়ের দুঃখ হরি,
মঙ্গল-ধ্বনি—হরি হরি, করে সখীগণে॥ ৬৯

ললিত—একতালা।

কি শোভা হইল কুঞ্জে রাধাশ্যামে।
নীল-গিরি যেন জড়িত হেমে॥
চরণ-নখরে, হেরে সুধাকরে,—
চকোরী চকোরে ভ্রমিতেছে ভ্রমে,—
দাস দাশরথি—দুঃখে নয়ন গলে,
ঐ পদ-যুগলে, পাব কি চরমে॥ (ঐ)

শ্রীমতীর নবনারী-কুঞ্জর ও কলঙ্কভঞ্জন।

নবনারী-কুঞ্জর-মূর্ত্তি।

শুন ভাই বিচক্ষণ! শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান,
ব্রজের অপূর্ব্ব লীলা,—কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।
এক দিন সখীসহ শ্রীমতী রাধায়।
মন্ত্রণা করিল সবে বসিয়া কুঞ্জায়॥ ১
হরিকে ভুলাব অদ্য করি-রূপ হয়্যা।
দেখি, কৃষ্ণ কি করেন কুঞ্জায় আসিয়া॥ ২
প্রথমেতে নটবরে দেখা নাহি দিব।
প্রকার-প্রবন্ধে সবে সম্মুখে রহিব॥ ৩
তোমরা ত অষ্ট সখী, আমি এক জন।
নয় জনে একত্রেতে হইব মিলন॥ ৪
নব নারী মিলে হব অপূর্ব্ব কুঞ্জর।
কুঞ্জর রূপেতে রব কুঞ্জের ভিতর॥ ৫
করি-রূপে প্রাণকান্তে পৃষ্ঠেতে করিয়া।
ব্রজের বিপিন মাঝে বেড়াব ভ্রমিয়া॥ ৬
শুনি রাধায় অনুমতি দি ন সর্ব্বজন।
নব নারী কুঞ্জর-রূপ করয়ে রচন॥ ৭

বিভাস—আড়া।

সাজ সাজ ওগো সখীগণ!
নব-নারী-করি-রূপে ভুলাব মদন-মোহন!
প্রথমে না দেখা দিব, গুপ্ত ভাবে রহিব,
শ্যামচাঁদে কাঁদাব, করিয়া মোরা ছলন॥
চতুরের শিরোমণি, আমাদের চিন্তামণি,
দেখি কি করেন আপনি, সেই শ্রীযদুনন্দন॥ (ক)

—

তবে রঙ্গে সখী সঙ্গে মিলিয়া শ্রীমতী।
হইলা নিকুঞ্জে এক অপূর্ব্ব মুরতি॥ ৮
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা শক্তি বিস্তারিল।
বৃন্দাদি চারি সখী উঠিয়া দাণ্ডাইল॥ ৯
দুই দুই সখী তবে হইয়া মিলিত।
দুই দিগে দাণ্ডাইল হয়ে ভাগ-মত॥ ১০
উভয় উভয় পদ একত্র করিয়া।
নীলাম্বরী শাড়ী, প্যারী দিলেন ঢাকিয়া॥ ১১
এমন ভঙ্গীতে সখী রাখিলেন পদ।
অভিন্ন হইল যেন, কুঞ্জরের পদ॥ ১২
কক্ষস্থলে রাখিল পদের যোগাসন।
মাথা উচ্চ হইল কিঞ্চিৎ তখন॥ ১৩

তিন জনা সমভাগে এমনি রহিল।
মাতঙ্গের বক্ষ-দেশ ক্রমে জানাইল॥ ১৪
পরেতে শুনহ এক আশ্চর্য্য কথন।
সম্মুখ ভাগেতে সখী ছিল যেই জন॥ ১৫
তাহার মস্তকেতে উঠিল এক ধনী।
মাথামাথি করি দোঁহে রহিল অমনি॥ ১৬
করীর সমান মুণ্ড, মুণ্ডেতে করিয়া।
শুণ্ড-হেতু বাম পদ দিল ঝুলাইয়া॥ ১৭
দক্ষিণের জানু সেই সখী বক্ষে থুয়ে।
রাখিল দক্ষিণপদ বঙ্কিম করিয়ে॥ ১৮
মাতঙ্গ-বদন সম হইল তাহাতে।
তবে ত সম্মুখ-সখী ভাবিল মনেতে॥ ১৯
আর এক বিনোদিনী বাড়ায়ে দুই হাত।
অভিন্ন হইল দুই কুঞ্জরের দাঁত॥ ২০
পাশাপাশি করি চক্ষু রাখে সুমিলনে।
হস্তিনীর চক্ষু সম দেখায় নয়নে॥ ২১
কর্ণের কারণে তবে মনেতে ভাবিয়া।
নীলাম্বরী অঞ্চল দিলেক ঘুরাইয়া॥ ২২
দুই পাশে হেন ভাব হইল তাহাতে।
কবরী কর্ণের সম লাগিল ঝুলিতে॥ ২৩

তবে রাধা বিনোদিনী উঠিয়া তখন।
সহচরী স্কন্ধে মাথে করিল শয়ন ॥ ২৪
এমনি বঙ্কিম হৈয়া রহিল তথায়।
কুঞ্জরের পৃষ্ঠ সম হইল তাহায় ॥ ২৫
তবে ধনী নিজ বেণী এলাইয়া দিল।
করিবর-পুচ্ছ সম দেখাতে লাগিল ॥ ২৬
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা লুকাইবার তরে।
সকল সখীর অঙ্গ ঢাকে নীলাম্বরে ॥ ২৭
হইল অপূর্ব্ব করী, সুন্দর আকার।
তুলনা কি দিব তার, অতি চমৎকার ॥ ২৮

——

ললিত—আড়া।

কুঞ্জের ভিতরে আসি যত সখীগণ।
নবনারী-কুঞ্জর রূপে দাণ্ডায় সর্ব্বজন ॥
অবয়ব করি-প্রায়, হৈল সব সখীচয়,
কিবা মরি হায় হায়! কি দিব তার তুলন।
অঙ্গ যেন মেঘ বর্ণ, লম্বিত হৈল দুই কর্ণ,
দাণ্ডাইল দুই জন, হৈল করীর চরণ ॥
করি-পৃষ্ঠ-দেহ সম, হৈল রাধা ততক্ষণ,
দাশরথি-বিরচন, দেখে বত্ত-দেবগণ ॥ ৫৩

কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের নারী-কুঞ্জর-দর্শন।

হেথায়, ধরিয়ে মোহন বেশ গোপীকার পতি।
চলিলেন কুঞ্জ বনে মৃদু মন্দ গতি॥ ২৯
রজনী হইল ঘোরা, করে ঝিল্লিরব।
কোন দিকে মনুষ্যের নাহি শুনি রব॥ ৩০
আকাশে উদয় মেঘ, গভীর গর্জ্জন।
বিন্দু বিন্দু হইতেছে বারি বরিষণ॥ ৩১
ঘোরতর অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে।
গগনেতে ক্ষণে ক্ষণে, সৌদামিনী খেলে॥ ৩২
তাহাতে কেবল মাত্র পথ দেখা যায়।
অনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র চলিল ত্বরায়॥ ৩৩
পথেতে যাইতে কত আছয়ে উৎপাত।
তাহাতে কমলাকান্ত না করে দৃষ্টিপাত॥ ৩৪
এইরূপে রাধা-কান্ত করয়ে গমন।
ছয় দণ্ডে উত্তরিল নিকুঞ্জ কানন॥ ৩৫
কুঞ্জে হৈয়া উপনীত, বংশিধারী ত্বরান্বিত,
অন্বেষণ করে সখীগণ।
বিপিন অরণ্যাদি, যত কুঞ্জের অবধি,
ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান॥ ৩৬

কোথাও না অন্বেষণ, পাইলেন গোপীগণ,
ভাবিতে লাগিলা নারায়ণ।
কি করিব কোথা যাব ! কোথা গেলে প্যারী পাব !
এইরূপ ভাবিছে তখন ॥ ৩৭
হিংস্রক আছে স্থানে স্থান, তারা বা বধেছে প্রাণ !
কিম্বা কি ডুবেছে যমুনায় !
সাত পাঁচ ভাবেন হরি, চাহে পুনঃ পুনঃ ফিরি,
যদি আইসে হেনই সময় ॥ ৩৮
হেন কালে সখীগণ, করি-রূপে আগমন,
আসি তথা হৈল উপনীত।
দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ, শুণ্ড নাড়ে ঘনে ঘন,
দেখি কৃষ্ণ মনে হৈল ভীত ॥ ৩৯
মনে মনে করেন হরি, এই বেটা দুষ্ট করী,
খাইয়াছে কমলিনী মোর।
কুমুদ করিয়া জ্ঞান, কুমুদিনী সহ পান;—
করিয়াছে সন্দ নাই তার ॥ ৪০
এত বলি ক্রোধ ভরে, চলিলেন মারিবারে,
দেখি গোপীগণে সবে হাসে।
নারী-বধে নাহি ভয়, শুন ওহে দয়াময় !
কি দোষেতে আসিছ বিনাশে ॥ ৪১

নিজে ত রাখাল হও, কত যেন ভাবে রও,
নাহি তব ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান !
ধেনু নিয়ে চরাও বনে, যতেক রাখাল সনে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি জান সন্ধান ॥ ৪২
বেড়াও বৃক্ষ-মূলে মূলে, গৃহে যাও সন্ধ্যাকালে,
ভোজন করি,—করহ শয়ন।
এই কর্ম্ম তোমার প্রতি, ভার দিয়েছে গোপপতি,
ধিক্ ধিক্ ওহে নারায়ণ ॥ ৪৩
ধিক্ তব নয়নেতে, আমাদের না পার চিন্‌তে,
নারী হইতে ভয় পাইলে,—হরি !
বর্ণনা করিব কত, ক্রন্দন করিলে যত,
আই আই ! যাই বলিহারি ॥ ৪৪
অতএব শুন নাথ ! তোমা হৈতে গোপীনাথ !
অদ্যাবধি আমরা বড় হৈনু।
শুনিয়া বৃন্দার কথা, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা,
ছল-ক্রমে কহিতেছে কানু ॥ ৪৫
আমরা পুরুষ আদি করি, স্ত্রীলোকের কাছে হারি,
হারি মানিলাম,—বিনোদিনি !
নাহি হান বাক্য-বাণ, শুন সব সখীগণ !
ক্ষান্ত হয়ে সবে, গৃহে যাও ধনি ॥ ৪৬

টোরী—ঠুংরি।

আর বারে বারে ভৎ´স কেন মোরে।
শুন গোপীগণ। আমার বচন,
নারী কাছে হারি আছে ত্রিসংসারে॥
তোমরা ত অবলা, তাহে কুল-বালা,
কাঁদিলাম তাই করিবারে ছলা,
কেন আর মিছে করহ উতলা,
যাহ এখন সবে নিজ নিজ ঘরে॥
একে ত রজনী, তাহে তমোময়,
কেমনেতে আছ, নাহি কিছু ভয়,
ধন্য তোমাদের পাষাণ হৃদয়,
এই রূপে হরি কহে সবাকারে॥ (গ)

নবনারী-কুঞ্জর-পৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের আরোহণ।

তখন গোপীগণে কহে কথা, করিয়া বিনয়।
একবার করি-পৃষ্ঠে উঠ, দয়াময়॥ ৪৭
গোপীগণ বাক্য কৃষ্ণ লংঘিতে নারিয়া।
উঠিলেন কুঞ্জরেতে হরষিত হইয়া॥ ৪৮

* * *

করি-পৃষ্ঠে শ্রীহরির কেমন শোভা, তাহা শুন,—

যেমন ঐরাবত পৃষ্ঠোপরে শোভে সুরপতি।
করি-অরি পৃষ্ঠোপরে শোভে ভগবতী॥ ৪৯
শূলপাণি শোভা পায়, বৃষের পৃষ্ঠেতে।
চতুর্ম্মুখ শোভা পায়, মরাল-পৃষ্ঠেতে॥ ৫০
যেমন কার্ত্তিকের শোভা,—ময়ূর-আরোহণ হৈলে।
ষষ্ঠীদেবী শোভা পায়, বিড়াল পরে রৈলে॥ ৫১
নারদের শোভা হয়, ঢেঁকি-আরোহণে।
মুষিকের শোভা করে হরের নন্দনে॥ ৫২
পবনের শোভা পায় অজের পরেতে।
তেম্নি শোভা কৃষ্ণচন্দ্র, দেখে সকলেতে॥ ৫৩

শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকার মনোদুঃখ-বর্ণন।

তখন করি-পৃষ্ঠে আরোহিয়া ভাবেন শ্রীহরি।
নবনারী-কুঞ্জর মধ্যে নাহি দেখি প্যারী॥ ৫৪
ইহার বিশেষ কিছু, ভাবিয়া না পাই।
এইরূপ মনে মনে করেন কানাই॥ ৫৫
এত ভাবি রাধানাথ একদৃষ্টে চান।
কিশোরীর কমলাক্ষি দেখিবারে পান॥ ৫৬

তবে কৃষ্ণ নাম্বিলেন অতি শীঘ্রতর।
আসিয়া ধরিল হরি, শ্রীমতীর কর॥ ৫৭
তবে রাধা সখীগণে ইঙ্গিতে কহিল।
ভিন্ন ভিন্ন হৈয়া তারা ক্রমে দাঁড়াইল॥ ৫৮
ঘুচিল কুঞ্জর রূপ, হৈল নবনারী।
দেখি ধন্য ধন্য করেন আপনি শ্রীহরি॥ ৫৯
হস্তে ধরি কিশোরীরে কহে বংশিধারী।
আমি তব অনুগত, শুন শুন প্যারি॥ ৬০

* * *

কেমন অনুগত, তাহা শুন ;—

যেমন প্রজাগণে অনুগত, রাজার অগ্রেতে।
করী অনুগত হয় মাহুতের কাছেতে॥ ৬১
বালকেরা শিক্ষা-গুরুর কাছে অনুগত।
রোঝার কাছে ভূতে যেমন, হয় অনুগত॥ ৬২
সিংহের আশ্রিত যেমন যত পশুগণ।
সতী সাধ্বে স্ত্রী যেমন পতির ভাজন॥ ৬৩
রাবণ যেমন অনুগত বালি রাজার ছিল।
রণে হারি মৈত্র করি শরণ লইল॥ ৬৪
তেমনি আমরা অনুগত আছি তব তোমার।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ সারোদ্ধার॥ ৬৫

বেহাগাদি জংলা—খেমটা।

আমি তব আশ্রিত,—প্যারি!
যাহা মোরে আজ্ঞা কর, তাই ত আমি করি॥
তব নাম চূড়া'পরে, রাখিয়াছি যত্ন ক'রে,
ঐ নাম বংশী ধ'রে, গাই দিবস শর্ব্বরী॥
শুন রাধা রসময়ি! তোমা ছাড়া আমি নই,
যথায় তথায় ঐ, নাম পান করি;—
দাসখত লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া,
তোমার তরে যোগী হৈয়া, কুঞ্জ-দ্বারে ফিরি॥ (ঘ)

শুন শুন রমানাথ! করি নিবেদন।
বারে বারে মোরে কেন, কর জ্বালাতন॥ ৬৬
আমি কলঙ্কিণী হইয়াছি ত্রিসংসারে।
কি কহিব কথা, নাথ! কৈ'তে লাজ করে॥ ৬৭
কৃষ্ণ-কলঙ্কিণী সবে রাখিয়াছে নাম।
ইহার বিহিত যদি কর ঘনশ্যাম॥ ৬৮
শুনি কৃষ্ণ কহে কিশোরীরে, কেন আর বারে বারে,
মিনতি কর হে বিনোদিনি॥ ৬৯
আছি আমি আজ্ঞাকারী, তব শ্রীচরণে পড়ি,
শুন শুন শুন কমলিনি॥ ৭০

তব নাম চূড়োপরে, রাখিয়াছি যত্ন ক'রে,
তব নাম বংশি-স্বরে গাই।
দাস-খত লিখে দিয়া, কোটালি করিলাম গিয়া,
তবু তব অন্ত নাহি পাই॥ ৭১

* * *

যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের গমন ;—শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা।

গৃহে আসি হৃষীকেশ, কপট করিয়া।
যশোদারে কহে বাণী, কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥ ৭২
ক্ষুধাতে জ্বলিছে প্রাণ, শুনগো জননি!
মোরে কিছু দেহ মা! খাইতে ছানা ননী॥ ৭৩
যশোদার অঞ্চলে নবনী বাঁধা ছিল।
অঞ্চল হইতে খুলে গোপালেরে দিল॥ ৭৪
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ, আনন্দিত মন।
সুখশয্যোপরে গিয়া করিল শয়ন॥ ৭৫
প্যারীর কলঙ্ক কিসে ঘুচাইব আমি।
এইরূপ মনে মনে ভাবেন চিন্তামণি॥ ৭৬
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে।
কপটেতে মূর্চ্ছা হইল শয্যার উপরে॥ ৭৭
দেখিতে দেখিতে ভানু প্রকাশ হইল।
গোপ-বালকেতে আসি ডাকিতে লাগিল॥ ৭৮

গোষ্ঠের বেলা হইয়াছে উঠ রে কানাই !
কত বেলা হইয়াছে, দেখ-দেখি ভাই ॥ ৭৯
তখন একে একে সবে না পায় উত্তর।
দেখিয়া সকলে হৈল বিস্ময়-অন্তর ॥ ৮০
কেহ বলে, কৃষ্ণের কালি হইয়াছে শ্রম।
সেই জন্য এত বেলায় না ভাঙ্গিল ঘুম ॥ ৮১
এইরূপে সকলেতে কহে জনে জন।
বলাই কহিছে পরে, শুন সর্ব্বজন ॥ ৮২
শিঙ্গা-রবে ডাকি আমি দেখ দেখি সবে।
এখনি উঠিবে কৃষ্ণ,—মম শিঙ্গা-রবে ॥ ৮৩

বিভাস—আড়া।

উঠ উঠ উঠ রে কানাই !
গো-চারণে বেলা হ'ল, উঠ রে ত্বরায় যাই ॥
যত সব রাখালগণ, দাণ্ডাইয়া সর্ব্বজন,
তব অপেক্ষা-কারণ, দেখ রে প্রাণের ভাই !
ধেনু বৎস হাম্বা-রবে, কৃষ্ণ ! ডাকিছে তোরে সবে,
কেন আছ মৌন-ভাবে, কিছু বুঝিতে পারি নাই ॥(৬)

এত বলি বলভদ্র শিঙ্গা করে ধরি।
ডাকিছেন, ওরে কানাই! উঠ ত্বরা করি ॥ ৮৪
শিঙ্গা-রবে ডাকে যত, না পায় উত্তর।
দেখি বালকেতে যত কহে পরস্পর ॥ ৮৫
না উঠিল যদি কৃষ্ণ, বলায়ের শিঙ্গারবে।
আমাদের প্রতি অভিমান করিয়াছে তবে ॥ ৮৬
চল সবে,—যশোদা মায়েরে জানাই।
যশোদা জননী আইলে উঠিবে কানাই ॥ ৮৭
এই কথা বলিয়া সবে করিল গমন।
শুন গো যশোদা রাণি! করি নিবেদন ॥ ৮৮

* * *

যশোদার নিকট রাখালগণ কৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছার কথা কহিতেছে ;—

শুন মা যশোদা রাণি! তোমার নীলকান্তমণি
শয্যাতে করেন শয়ন।
আছে কৃষ্ণ অচেতন, ডাকি মোরা সর্ব্বজন,
উত্তর না পাই, গো জননি! ॥ ৮৯
নিদ্রাতে দিয়াছে মন, বুঝি হইয়াছে শ্রম,
সে নিমিত্তে ঘনশ্যাম, উত্তর না দিল কপট করি।
মনে মোরা ভাবিলাম—ত্বরা করি, নাহি সহে দেরি,
গোষ্ঠের বেলা হইল,সকলে আইল,কৃষ্ণের আশা করি ॥৯০

আমাদের কৃষ্ণের আশা কেমন ;—

যেমন চাতকের আশা বারি পানে।
বকের আশা মৎস্য পানে ॥
ভিক্ষুক আশা করে ধনে।
গোরুর আশা তৃণ পানে ॥
পোয়াতী যেমন আশা করে পুত্রের কারণে।
তেম্নি আশা করি আমরা, কৃষ্ণধন পানে ॥ ৯১
তখন গোপ-বালক সঙ্গে করি নন্দের গৃহিণী।
শয্যাপরে অচেতন, যথা আছে কৃষ্ণধন,
উপনীত তথায় আপনি ॥ ৯২
ডাকে রাণী উচ্চৈঃস্বরে—উঠ বাছা নে!
উত্তর না দেহ কেন, দেখি প্রায় অচেতন,
শীঘ্রগতি যাহ গোচারণ ॥ ৯৩
হাঁরে হাঁরে!—ডাকি রাণী না পায় উত্তর।
গোপাল বলিয়া রাণী কাঁদে উচ্চৈঃস্বর ॥ ৯৪

মঙ্গল—আড়া।

গোপাল কেন অচেতন হলো।
দেখ না রোহিণী দিদি! কি আপদ ঘটিল ॥

উঠ উঠ নীলমণি ! খাও আসিয়া ছেনা ননী,
মা ব'লে ডাক রে তুমি, প্রাণ হউক শীতল।
বাছা ! গগনে না উঠিতে ভানু, ক্ষুধায় চঞ্চল হ'ত তনু,
এখন কেন রে কানু ! অচেতন হইল।
বাছা ! অন্য দিন প্রভাত হলে,গোষ্ঠে যেতে আমায় ব'লে,
আজ কেন এমন হলে, হৃদি মোর ফেটে গেল ॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণের কপট-নিদ্রা ভঙ্গের জন্য নানারূপ মুষ্টিযোগ।

গ্রামবাসী গোপীগণে আসি সবে কয়।
কি জন্যেতে কাঁদ রাণি ! কহ কি নিশ্চয় ॥ ৯৫
যশোদা কহেন, মাগো ! কি কহিব আর।
প্রাণকৃষ্ণ অচেতন দেখ গো-আমার ॥ ৯৬
দেখি গোপীগণে সবে কহিছেন কথা।
শুন গো যশোদা রাণি ! বলি এক কথা ॥ ৯৭
কেহ বলে, ডাইনে দৃষ্টি দিয়াছে কৃষ্ণধনে।
চিকিৎসা কর, ভাল হবে, চিন্তা তার কেনে ॥ ৯৮
এইরূপে সর্ব্বজনা বলাবলি করে।
হেন কালে বড়াই আইল ব্রজপুরে ॥ ৯৯
শোক-সাগরেতে মগ্ন যত গোপীগণ।
যশোদা রোহিণী আদি করয়ে রোদন ॥ ১০০

বড়াই কহিছে, রাণি! গোপাল কেমন আছে।
যশোমতি কহে,—মোর কপাল ভেঙ্গেছে॥ ১০১
সর্ব্ব অঙ্গ হিম হইয়াছে রাণী কহে।
অনুমান, প্রাণ নাহি গোপালের দেহে॥ ১০২
বড়াই কহিছে, শুন শুন ওগো ছুঁড়ি!
রোদন করিস্—কেন ধরাতলে পড়ি॥ ১০৩
ছড়ি বুঝি হইয়াছে কৃষ্ণের অঙ্গেতে।
অন্ন-কাটি ছাঁকা দেহ পোড়ায়ে অগ্নিতে॥ ১০৪
শুনিয়া যশোদা সেই প্রবন্ধ করিল।
তথাপি সে কৃষ্ণধন চেতন না পাইল॥ ১০৫
জগতের সার যিনি অখিলের পতি।
পুত্রভাবে হইলেন যশোদা-সন্ততি॥ ১০৬
প্যারীর কলঙ্ক কিসে করিবেন ভঞ্জন।
এই হেতু অচেতন প্রভু নারায়ণ॥ ১০৭
ক্রন্দনের কলরব অধিক হইল।
গোষ্ঠ মাঝে থাকি নন্দ শুনিতে পাইল॥ ১০৮
দ্রুতগতি নন্দ উপানন্দ দুই জন।
ব্রজপুরে আসি দোঁহে উপনীত হন॥ ১০৯
দে'খে নন্দ—অচৈতন্য গোপাল শয্যায়।
হস্তে ধরি দেখে তবে, ধাতু নাহি পায়॥ ১১০

নন্দ উপানন্দ তবে শিরে কর হানি।
রোদন করয়ে কেবল ব'লে নীলমণি॥ ১১১

বসন্ত—যৎ।

কৃষ্ণ রে! এই কি ছিল তোর মনে!
বিবাদ সাধিলি কেন, মাতা পিতার সনে॥
আমি হই তোর পিতা নন্দ, উঠ রে বাছা গজস্কন্ধ!
দেখি কেন নিরানন্দ, হিম-অঙ্গ কি কারণে।
বাছা! গাভী লয়ে কে যাবে বনে, রাখাল-বালক সনে,
বাধা মস্তকেতে ব'য়ে, কে দিবে রে আর এনে॥
কালীদহে কে ঝাঁপ দিবে, কংসাসুরে কে মারিবে,
গোবর্দ্ধন কে ধরিবে, আর তোমা বিহনে।
উঠরে বাছা! একবার, চাঁদ-মুখের কথা শুনি তোমার,
দাশরথি করে সার, এ রাঙ্গা চরণে॥ (ছ)

নন্দ-উপানন্দের বিলাপ।

শিরে হানি কর, নন্দ গোপবর,
কাঁদে উচ্চৈঃস্বর, বলি নীলমণি।
উঠ বাছা! ত্বরা, তোর জন্যে মোরা,
হতেছি কাতরা, ওরে যাদুমণি॥ ১১২

কেবা দিবে আর, পাদুকা আমার,
মস্তক-উপরে ব'য়ে।
বালক সঙ্গেতে, কে যাবে গোষ্ঠেতে,
গোচারণে ধেনু ল'য়ে॥ ১১৩
কংস-অনুচর, বল কেবা আর,
নিধন করিবে প্রাণে।
তোমা বিনে মোর, সকলি অসার,
হেরিতেছি ত্রিভুবনে॥ ১১৪
ঐ দেখ্ তোর জ্যেষ্ঠ সহোদর, শিঙ্গা রবে ডাকিতেছে॥
শ্রীদাম সুদাম, দাম বসুদাম, তব জন্য কাঁদিছে॥ ১১৫
হেথায় যতেক সখী, শ্রীমতীরে কহে ডাকি,
সর্ব্বনাশ আর কব কি! কৈতে নাহি পারি আর।
বয়ান কহিতে চায়, হৃদি বিদরিয়া যায়,
কি করিব হায় হায়! শুন সমাচার॥ ১১৬
তব প্রাণকান্ত-ধন, শয্যা'পরে অচেতন,
শুন রাধে! বিবরণ, কহিলাম সকলে।
না জান কি এ সংবাদ, তোমারে দিলাম সংবাদ,
প্যারী করে বিষাদ, প্রাণধন ব'লে॥ ১১৭
আমারে করিয়া ত্যাজ্য, কোথা যাও ব্রজরাজ।
তোমার বিহনে আজ, গরল খেয়ে মরিব।

শুন শুন চিন্তামণি ! কৈ ঘুচালে কলঙ্কিনী,—
কল্য বলেছিলে তুমি, তব কলঙ্ক ঘুচাব॥ ১১৮
সে আশাতে হয়েছি ক্ষান্ত, শুন ওহে রমাকান্ত !
আর প্রাণ বাঁচেনা তো, তোমার বিচ্ছেদেতে।
যদি অপরাধী হই, তবু তোমার দাসী বই,—
অন্য আর কেহ নই, বলি, চরণ-তলেতে॥ ১১৯

শ্রীরাধার দৈববাণী-শ্রবণ।

এই কথা শ্রীমতী ভাবয়ে মনে মনে।
হেন কালে দৈববাণী হইল গগনে॥ ১২০
শুন শুন কমলিনি ! করি নিবেদন !
তোমার কলঙ্ক আজি করিব ভঞ্জন॥ ১২১
বৈদ্য-রূপে যাব পিতা নন্দের গৃহেতে।
খড়ি পাতি গণনা করিব, সে স্থানেতে॥ ১২২
হইবে সহস্র ছিদ্র কুম্ভের ভিতর।
সেই কুম্ভ কক্ষে নিয়া যাইবে সত্বর॥ ১২৩
কোন ভয় না করিবে, শুন বিনোদিনি !
কুম্ভ-পরে আবির্ভাব থাকিব আপনি॥ ১২৪
যে তোমারে কলঙ্কিনী করেছে রটনা।
বিধি-মতে দিব তার অশেষ যন্ত্রণা॥ ১২৫

চির কাল অসতী বলিবে সর্ব্বজন।
এতবলি অদর্শন হৈলা নারায়ণ॥ ১২৬
শুনিয়া শ্রীমতী তবে হৈল আনন্দিত।
তবু মনে মনে শঙ্কা রহিল কিঞ্চিৎ॥ ১২৭

সিন্ধু—আড়খেমটা।

অশ্রু-ধারা ঘুচে, রাধার প্রেম-ধারা বহিল।
শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তখন, কিঞ্চিৎ শঙ্কা দূরে গেল॥
প্যারী তখন মনে মনে, কহে কথা কৃষ্ণ-সনে,
গতি নাই, নাথ! তোমা বিনে, এই দশা ঘটিল।
কলঙ্ক ঘুচাও মোর, ওহে হরি নটবর!
নৈলে জগতেতে আমার, নাম কলঙ্কিনী হইল॥ (জ)

বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে আগমন।

চক্রপাণির চক্র, বল কে বুঝিতে পারে!
নিজে চক্রী, চক্র করি, বৈদ্যরূপ ধরে॥ ১২৮
এক মূর্ত্তি নন্দরাজ গৃহেতে রহিল।
আর মূর্ত্তি বৈদ্যরূপ আপনি হইল॥ ১২৯
বক্ষঃস্থলে শোভে নীল, স্বর্ণ-কৌটা হাতে।
ধীরে ধীরে যান্ হরি চ'লে রাজপথে॥ ১৩০

এখানেতে নন্দের প্রেরিত একজন।
বৈদ্যরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কৈলা দরশন ॥ ১৩১
মৃত শরীরেতে যেন জীবন পাইল।
বিনয় করিয়া তারে কহিতে লাগিল ॥ ১৩২
কোথা যাহ মহাশয়? কহগো আপনি।
অনুমান করি, হবে বৈদ্যরাজ তুমি ॥ ১৩৩

* * *

বৈদ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

আমি বৈদ্য হই, ত্রিভুবনে জয়ী,
সবে করে মোর নাম।
কহ বিবরণ, তুমি কোন্ জন,
কোথায় তোমার ধাম ॥ ১৩৪
বুঝিনু মনেতে, তোমার গৃহেতে,
রোগ হইয়াছে কা'র।
তাহার জন্যেতে, প্রিয় বচনেতে,
আহ্বান কর আমার ॥ ১৩৫
সে গোপ কহিছে, বলি তব কাছে,
ব্রজের নন্দ-নন্দন।
মূর্চ্ছা আচম্বিতে, পড়িয়া শয্যাতে,
আছে সেই অচেতন ॥ ১৩৬

যদি কৃপা করি, আইস ত্বরা করি,
তবে বাঁচে সর্ব্বজনে।
কহে বৈদ্য শুনে, বিনা আবাহনে,
যাইব বল কেমনে॥ ১৩৭
তবে গোপ বলে, থাক এই স্থলে,
আমি নন্দে ডেকে আনি।
গোপ এত বলি, যায় দ্রুত চলি,
যথা গোপ নৃপমণি॥ ১৩৮
নন্দের গোচরে, কহিল সত্বরে,
বৈদ্যের আগমন।
শুনি নন্দ চলে, যথা বৈদ্য-ছলে,
দাণ্ডাইয়া নারায়ণ॥ ১৩৯
দেখে নন্দ সব, কৃষ্ণ-অবয়ব,
কেবল হয় ভিন্ন বেশ।
দেখে গোপ নন্দ, প্রেমেতে আনন্দ,
পুলকিত হৈল শেষ॥ ১৪০

* * *

বৈদ্য আগমনে নন্দ পুলকিত; সে কেমন,—তাহা শুন।

রাবণ-বধে রামচন্দ্র আনন্দ-হৃদয়।
কাঙ্গালি যেমন মণি-রত্ন পাইলে সুখী হয়॥ ১৪১

মৃত পুত্র বাঁচিলে তার জননী হয় খুসি।
গৌরী-আগমনে যেমন গিরিপুরবাসী ॥ ১৪২
গঙ্গা-আগমনে যেমন ভগীরথের আনন্দ।
বৈদ্য আগমনে নন্দ ততোধিক আনন্দ ॥ ১৪৩

বিভাস—একতালা।

কি আনন্দ দেখি নন্দালয়!
বৈদ্য-আগমনে সবে প্রফুল্লিত হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণের রূপ প্রায়, বৈদ্যের দেখে সবায়,
সজল জলদরূপ, হেরে যশোদায়।
বাল্য বৃদ্ধ আদি যত, বৈদ্য-রূপে মূর্চ্ছাগত,
ধৈরয না ধরে চিত, একদৃষ্টে চেয়ে রয়।
কেহ কহে কৃষ্ণ হয়, কেহ কহে তাহা নয়,
তেমনি সে রূপ যেন, হেরিতেছি গো ইহায় ॥ (ঝ

তখন পুত্র-ভাবে নন্দ বলে, এসো বাছা। করি কোলে,
কুশাঙ্কুর ফোটে পাছে, তব যুগল চরণে।
বৈদ্যরূপী কৃষ্ণ কয়, শুন শুন মহাশয়!
পিতার সমান হও, কর স্নেহের কারণে ॥ ১৪৪
শুন ব্রজ-অধিকারি! লহ তবে কোলে করি,
নন্দ তবে শীঘ্রগতি, কোলে করি লইল।

কৃষ্ণের সমান স্নেহ, হইল নন্দের দেহ,
হইয়া আনন্দে রত, গৃহে নিয়া বলিল ॥ ১৪৫

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কপট-মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা।

বৈদ্যরাজে হেরিয়ে, যশোদা রাজরাণী।
কৃষ্ণ-শোক পাসরিল, আনন্দ পরাণী ॥ ১৪৬
বাহু পসারিয়া রাণী করিলেন কোলে।
প্রণাম করিয়া বৈদ্য, যশোদারে বলে ॥ ১৪৭
তুমি মা জননী, আমি তোমার তনয়।
তব নীলমণি রে গো! বাঁচাব নিশ্চয় ॥ ১৪৮
এত বলি হস্তে ধরি, দেখিল কৃষ্ণেরে।
ছলে দেখে বংশিধারী, হস্ত আপনারে ॥ ১৪৯
ক্ষণেক বিলম্বে তবে বলিল বচন।
ধাতু নাহি পাওয়া যায়, বড় কুলক্ষণ ॥ ১৫০
ইহার ঔষধি যদি করিবারে পার।
তবে মা যশোদা রাণি! বাঁচে তোর কুমার ॥ ১৫১
যুড়িয়া যুগল পাণি যশোমতী কয়।
কি করিব বাছাধন! কহ না ত্বরায় ॥ ১৫২
প্রাণ যদি চাহ বাছা! তাহা দিতে পারি।
কি দ্রব্য কহ রে, তবে আনি ত্বরা করি ॥ ১৫৩

বৈদ্য কহে, সতী কেবা গোকুল নগরে।
ত্বরায় আনহ তারে আমার গোচরে॥ ১৫৪
সহস্র-ছিদ্র কুম্ভ করি আনিবেক বারি।
সেই বারি দিয়া, স্নান করাইবে হরি॥ ১৫৫
পীড়া হৈতে মুক্ত হবে তোমার কুমার।
শীঘ্র যাহ,—বিলম্ব না সহিবে আমার॥ ১৫৬
এত যদি বৈদ্যরাজ সবা-অগ্রে কয়।
হেঁট-বদন হয়, সবে বাক্য নাহি কয়॥ ১৫৭
নন্দরাজ,—উপানন্দ ভাই প্রতি কয়।
সতী স্ত্রী তত্ব করি আনহ ত্বরায়॥ ১৫৮
নন্দের বচনে তবে উপানন্দ ধীর।
মধুর বচনে কহে বচন গভীর॥ ১৫৯
শুন শুন ব্রজবাসী নারি যত জন!
স্বকর্ণে শুনিলে সবে বৈদ্যের বচন॥ ১৬০
যে হও পরমা সতী, এ ব্রজমণ্ডলে।
সহস্র-ছিদ্র কুম্ভে বারি আন কুতূহলে॥ ১৬১
ত্রিভুবনে যশ কীর্ত্তি রবে চিরকাল।
অধিকন্তু প্রাণ পাবে নন্দের দুলাল॥ ১৬২
উপকার হবে, বড় বাড়িবেক মান।
ইহার অধিক কর্ম্ম কিবা আছে আন॥ ১৬৩

এত যদি বারংবার কহিছে উপানন্দ।
কোন নারী কিছু নাহি বলে ভাল মন্দ ॥ ১৬৪

* * *

জটিলা কুটিলার নিকট যশোমতীর গমন।

দেখি নন্দ-গোপ, করয়ে বিলাপ,
যশোদার নিকটেতে।
বুঝি কৃষ্ণ মোর, বাঁচিবে না আর!
কায কি আর এ প্রাণেতে ॥ ১৬৫
ঝাঁপ দিয়া মরি, যমুনার বারি,
যা থাকে তব কপালে।
এত বলি নন্দ, হ'য়ে নিরানন্দ,
বসিলেন ধরাতলে ॥ ১৬৬
হেন-কালে শুন, সখী এক জন,
যশোদা নিকটেতে বলে।
বড়ই সতীত্ব, জানায় দোঁহে নিত্য,
জটিলে আর কুটিলে ॥ ১৬৭
যাহ রাণি! ত্বরা, যথায় তাহারা,
আহ্বান করিয়া আন।
সতী জানা যাবে, কৃষ্ণ প্রাণ পাবে,
শুন শুন বিবরণ ॥ ১৬৮

শুনি যশোমতী, আনন্দিত অতি,
বলে,—ভাল ক'য়ে দিলি।
দেখিব দোঁহার সতীত্ব-ব্যাভার,
রাণী যায় এত বলি ॥ ১৬৯

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

চল সখি রে! জটিলে-কুটিলে-গৃহে রে!
তাদের সতীত্ব জানিব এবারে ॥
যদি দেমাক করে, আন্‌ব করে ধ'রে,
তবে গর্ব্ব চূর্ণ হবে, আমা সবাকার গোচরে ॥
যদি গোপাল পায় প্রাণ, তবে তাদের রবে মান,
মানে মানে লয়ে মান, নিজ গৃহে যাবে রে ॥
যদি ঢলাঢলি করে, তবে, শাস্তি দিব দোঁহাকারে,
পর-কুচ্ছ যেন নাহি করে, পুনর্ব্বার এমন ক'রে ॥ (ঐ)

সখারে সঙ্গেতে করি, যশোমতী যায়।
উপনীত হৈল গিয়া কুটিলা-আলয় ॥ ১৭০
কি কর জটিলা দিদি! কহে যশোমতী।
সাড়া পাইয়া, জটিলা আইল শীঘ্রগতি ॥ ১৭১
জটিলা কয়, কি গো দিদি! কিবা ভাগ্য মোর।
অনেক দিন পরে, চরণ-ধূলি পড়িল গো তোর ॥ ১৭২

পূর্ব্বের অরুণ কেন পশ্চিমে উদয়!
কি নিমিত্তে আইলে দিদি! কহ গো ত্বরায়॥ ১৭৩
যশোদা বলেন, শুন কি কব তোমারে।
দুই দিন হইল গোপাল মূর্চ্ছা শয্যা-পরে॥ ১৭৪
কত শত করিলাম, না হইল ভাল।
মোর ভাগ্যে এক বৈদ্য আসিয়া মিলিল॥ ১৭৫
গোপালের হস্ত দেখি, কহিল আমারে।
সতী নারী কেবা আছে গোকুল নগরে॥ ১৭৬
যমুনা হইতে সেই আনিবেক বারি।
সেই বারি-স্পর্শনে চেতন পাবে হরি॥ ১৭৭
তাই আইলাম, দিদি! তোমার গোচরে।
তোমা বিনা এ কর্ম্ম করিতে কেবা পারে॥ ১৭৮
বড়াই ক'রে জটিলা,—যশোদা প্রতি কয়।
আমরা কেমন সতী নারী কহ গো নিশ্চয়॥ ১৭৯
যেমন, "অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তী-তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং॥"
অহল্যা গৌতম-গৃহিণী, দ্রৌপদী পাণ্ডব-পত্নী।
ইহারা দ্বাপর যুগে ছিল বড় সতী॥ ১৮০
পাণ্ডু রাজার গৃহিণী, কুন্তী মাদ্রী দোঁহে।
তারা ছিল মহাসতী মুনিগণে কহে॥ ১৮১

তারা নামে ছিল, বালী রাজার রমণী।
বড় সতী ছিল সেই ভুবনে বাখানি॥ ১৮২
মন্দোদরী নাম ছিল দশানন-রাণী।
তিনি ছিলেন মহাসতী বিখ্যাত ধরণী॥ ১৮৩
তাই বলি, যশোদা দিদি! করি নিবেদন।
তাহা সবা হৈতে, সতী আমরা দুই জন॥ ১৮৪

বাহার—কাওয়ালী।

মোরা যেমন সতী নারী, এমন কেবা আছে আর।
গোকুল মধ্যে, রাণি! খুঁজে দেখ মিলা ভার॥
দেখ পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে,
মিল্‌বে নাকো কোথাকারে,
শুন রাণি! বলি তোমারে, জান্‌তে পারিবে এর পর॥
তব সঙ্গে অবশ্য যাব, ছিদ্র কুম্ভে বারি আনিব,
গোপালেরে বাঁচাইব, ধন্য হবে ত্রিসংসার॥ (ট

জটিলার প্রতি সখীর ব্যঙ্গ-উক্তি।

তাহারা যেমন ছিল, তেম্‌নি কি গো তোরা!
হৈলেও হইতে পারে, যেমন হাঁড়ি তেম্‌নি সরা॥ ১৮৫

কুন্তীর ছিল পাঁচটি পতি সূর্য্য আদি ক'রে।
গৌতম মুনীর পত্নী দেখে, ইন্দ্র নিল হরে॥ ১৮৬
মুনির শাপে পাষাণ দেহ ধারণ করিল।
রামচন্দ্রের পদস্পর্শে মুক্ত হৈয়া গেল॥ ১৮৭
আর দেখ দ্রুপদ-কুমারী সেই দ্রৌপদী নাম ধরে।
পঞ্চ স্বামী হয় তার যুধিষ্ঠির আদি ক'রে॥ ১৮৮
দুই স্বামী হৈলে দেখ, হয় দ্বিচারিণী।
পঞ্চগোটা স্বামী তার নিতান্ত বেশ্যা তিনি॥ ১৮৯
দশানন-পত্নী দেখ মন্দোদরী রাণী।
অবশেষে স্বামী কর্‌লেন বিভীষণে তিনি॥ ১৯০
তারা নামে নারী সেই বালী রাজার নারী।
স্বামী করিলেন শেষে সুগ্রীবেরে ধরি॥ ১৯১
তোরা যদি তেম্‌নি সতী, হ'স্ ব্রজপুরে।
যাসনাকো বারি আন্‌তে, বারণ করি তোরে॥ ১৯২

* * *

সখীর প্রতি জটিলার ভৎ'সনা।

জটিলা হয়ে ক্রোধান্বিতা, সখীরে কহিছে কথা,
এত যে তোর যোগ্যতা, ছোট মুখে বড় কথা ক'স্ লো।
জানি জানি তোরে জানি, তুই যেমন পাড়া-ঢলানি,
নিত্য নিত্য পাড়ায় পাড়ায় ঢলাস্ লো॥ ১৯৩

কৃষ্ণ-সহ ধরা পড়িলি, কত শত মার খেলি,
আমরা হলে গলায় দড়ি, দিয়া মরিতাম লো।
আমরা হলেম অসতী, তোরা ত বড়ই সতী !
সতী-গিরি জানা যাবে, ক্ষণেক পরেতে লো ॥ ১৯৪
পাড়ায় পাড়ায় বেড়াস্ ঘুরে, কত মত ছল ক'রে,
পুরুষ দেখিলে ইসারা ক'রে, গৃহে ডেকে আনিস্ লো।
তোদের মত নহি আমরা, হাড়-হাবাতি লক্ষ্মীছাড়া,
ঘুরে বেড়াস পাড়া পাড়া কেবল লো ॥ ১৯৫
দিন কত কৃষ্ণ লৈয়া, খুব মজা কর্‌লি গিয়া,
সেই দোষে, স্বামী শ্বশুর থুক দিয়া ত রাখ্‌লে লো !
আমার বৌ শ্রীরাধিকে, চুপে চুপে যাস্ লৈয়ে ডেকে,
এ সব কথা কৈব কা'কে, মরি মোরা লাজে লো ॥ ১৯৬
শেষে গৃহ ত্যাগ কর্‌লি, আস্‌তে তারে নাহি দিলি,
কিবা তন্ত্রে মন্ত্রে ভুলাইলি লো !
যদি হরি থাকেন আপনি, এর বিচার কর্‌বেন তিনি,
দুই চক্ষু খাবে তুমি, তেরাত্রির মধ্যে লো ॥ ১৯৭
তখন দ্বন্দ্ব নিবারণ ক'রে, যশোদা রাণী যোড় করে,
বলে, ক্ষমা কর মোরে, ও জটিলা দিদি লো !
ছেড়ে দে গো সখীর কথা, জানে না তাই বল্‌লে কথা,
তোর মত সতী হেথা নাই লো ॥ ১৯৮

শরফরদা—আড়া।

তোর মত সতী হেথা, আছে বল্ কোন জন।
জানে না তাই বল্‌লে কথা, ক্ষমা কর এখন॥
আমি মনে জানি তোর, জটিলে তুই সতী বড়,
কেন আর বারে-বারে জ্বালাতন।
চল চল ত্বরা করি, নাহি আর সহে দেরি,
বিলম্ব করিতে নারি, পাছে হারাই কৃষ্ণধন॥ (ঠ)

জটিলে কহেন, দিদি! নিবেদন করি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসি ত্বরা করি॥ ১৯৯
কুটিলে কন্যায় গিয়া, কহি বিবরণ।
মায়ে ঝিয়ে তথাকারে করিব গমন॥ ২০০
এত বলি জটিলা, কুটিলার কাছে গিয়া।
কৃষ্ণের ব্যামহ-কথা কহে বিশেষিয়া॥ ২০১
সে কুটিলে, বিষমা কুটিলে, চক্ষে যেন অগ্নি।
ক্রোধে কোপান্বিত হৈল, যেন জলদগ্নি॥ ২০২
কি কহিলি, হাঁগো মা! এই কি তোর কথা।
শেল সম অঙ্গেতে লাগিল আমার ব্যথা॥ ২০৩
কৃষ্ণ মরেছে, খুব হয়েছে, ঘুচে গেছে ব্যথা।
তুই আবার হিতৈষী হ'য়ে বল্‌তে এলি কথা॥ ২০৪

আয়ান দাদার ঘর-মজানে, সে দুর্জ্জনে, আপদ গেল দূরে
এখন রাধিকারে, আন্ গে ঘরে,
শোন্ গো বলি তোরে॥ ২০৫

* * *

সে কৃষ্ণ, দাদার শত্রু কেমন, তাহা শুন,—

যেমন রাবণ আর রামে।
দুর্য্যোধন আর ভীমে॥ ২০৬
যেমন বিড়াল আর ইন্দুরে।
শার্দ্দুল আর নরে॥ ২০৭
শুম্ভ আর ভগবতী।
শিব আর রতিপতি॥ ২০৮
যেমন ব্যাধ আর জানোয়ার।
পাঁঠা আর কর্ম্মকার॥ ২০৯
এইরূপ আয়ান দাদার শত্রু কৃষ্ণ হয়।
সে মরিলে সব আমার হৃদয়ের দুঃখ যায়॥ ২১

খট্—একতালা।

আয়ান দাদার শত্রু হয় সেই কৃষ্ণ ধন।
শুনহ বচন, যাবি কোন্ মুখেতে, তাহার গৃহেতে,—
সেই নন্দের বেটার বাঁচাতে জীবন।

মরেছে ছোঁড়া হয়েছে ভাল, কেন যাবি তথা বল,
শুন গো জননি ! বলি তোরে আমি,
নাহি গেলে মোরা, মরিবে সে জন ॥
যদি বাঁচে সেই চতুর হ'রে,
আমাদের বৌকে নে যাবে ধ'রে,
মরে গেছে ভাল্ হয়েছে !
আয়ান দাদা সুখে করুক ঘর এখন ॥ (ভ)

তখন মিষ্ট বাক্য কুটিলেরে জটিলে তবে বলে।
রাগান্বিত হয়ে তবে, মার প্রতি বলে ॥ ২১১
তার নাম করো না, সে পথেতে যেওনা।
তার কথা তুল না, তার মুখ দেখ না ॥ ২১২
সেই কৃষ্ণ বড় দুষ্ট, কিবা মন্ত্র জানে।
বংশীর গুণে কুলবধূ ঘরে হৈতে আনে ॥ ২১৩
ভুলাইয়া রাখে তারে, ফোঁস ফাঁস দিয়া।
সে মরিলে, ব্রজের আপদ যায় গো ঘুচিয়া ॥ ২১৪
আমাদের রাধিকারে গৃহ ত্যাগ করালে।
অদ্যাবধি নাহি তারে গৃহে আন্‌তে দিলে ॥ ২১৫
জটিলা কয়, কুটিলে রে ! বলি শুন তোরে।
এ কর্ম্ম করিলে সতী হব ব্রজপুরে ॥ ২১৬

সকলের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে দেখিলে।
তাই বলি ত্বরায় করি, চলহ কুটিলে ॥ ২১৭

জটিলার মিষ্ট বাক্যে কুটিলে ভুলিল।
মায়ে ঝিয়ে যশোদার নিকটে আইল ॥ ২১৮

দু'জনায় সঙ্গে করি ল'য়ে যশোমতী।
উপনীত নিজ গৃহে আনন্দিত মতি ॥ ২১৯

সহস্র-ছিদ্র কুম্ভ এক বৈদ্যরাজ কৈল।
প্রথমেতে বারি আন্‌তে, জটিলা চলিল ॥ ২২০

কুম্ভ কক্ষে ল'য়ে বুড়ী যায় গুঁড়ি গুঁড়ি।
কৌতুক দেখিতে যায়, গোপিনী আদি করি ॥ ২২১

* * *

সহস্র-ছিদ্র কুম্ভে জল আনয়নের জন্য, জটিলার যমুনায় গমন।

সে ভঙ্গি কেমন,—

হেলিতে দুলিতে টলিতে যাইতেছে চ'লে।
মত্ত মাতঙ্গের প্রায় দেখয়ে সকলে ॥ ২২২

কলসীর ছিদ্র ঢাকে, দিয়া আপন অঞ্চল।
বলে, এম্‌নি করে নিয়ে গেলে, না পড়িবে জল ॥ ২২৩

* * *

বস্ত্রদ্বারা জটিলার ছিদ্রকুম্ভ ঢাকা কেমন, তাহা শুন,—

অগ্নি কখন চাপা থাকে, বস্ত্রের ভিতরে ?
সূর্য্য কখন রাখা যায়, হস্তে মুটা করে ॥ ২২৪
ধর্ম্মের স্কন্ধেতে ঢোল ঢাকে কি কখন ?
ব্রাহ্মণের বেদবাক্য খণ্ডে কোন্ জন ॥ ২২৫
প্রাণী কখন রাখা যায়, যতন করিলে ?
অবশ্যই যম রাজা লয় নিজ বলে ॥ ২২৬
রৌদ্র কখন রাখা যায় কৌটায় পুরিয়া ?
সেই মত জটিলা করে, কলসী ঢাকিয়া ॥ ২২৭
তখন জটিলা বুড়ী, দেমাক করি, কুম্ভ ডোবায় নীরে !
তুলিবা-মাত্র বারি সব, পড়ে চারি ধারে ॥ ২২৮
আছাড় খাইয়া পড়ে, নীরের উপরে !
তলাইয়া গিয়া বুড়ী, হাঁস ফাঁস করে ॥ ২২৯
ধেয়ে গিয়া একজন উপরে তুলিল।
তীরে উঠি জটিলা জীবন পাইল ॥ ২৩০
মায়ে অপমান দেখে, কুটিলে ক্রোধে জ্বলে।
গর্ব্বিত বচনে তবে মায়ে প্রতি বলে ॥ ২৩১
যদি বারি আন্‌তে না পারিলি ত, ঢলাইলি কেনে ?
কিছু জন্মের দোষ আছে তোর, হেন লয় মনে ॥ ২৩২

তোর ঝি হইয়া আমি, দেখ্ না কি করি।
যমুনা হইতে আমি, আনি গিয়া বারি ॥ ২৩৩

* * *

সহস্র-ছিদ্র কুম্ভে জল আনয়নের জন্য কুটিলার গমন।

এত বলি ভঙ্গি করি, কুটিলা সুন্দরী।
অন্য ছিদ্র-কুম্ভ কক্ষে আন্‌তে চলে বারি ॥ ২৩৪
বারি যেমন পূরি কুম্ভে কক্ষে করি লয়।
পড়িতে লাগিল বারি, সহস্র ঝারায় ॥ ২৩৫
হাসিতে লাগিল দেখি, যত গোপীগণ মেলি।
বাহবা কি গো তোরা সতী ! এ ব্রজেতে ছিলি ॥ ২৩৬
কত মত টিট্‌কারি দিয়া গোপীগণ।
যে যার স্থানেতে সবে করিছে গমন ॥ ২৩৭
হেন কালে গোপীগণে যশোদা বলিল।
সাহস করিয়া কেহ স্বীকার না হইল ॥ ২৩৮
যশোমতী বলে, বৈদ্য ! নিবেদন করি।
মোরে আজ্ঞা কর, আমি আনি গিয়া বারি ॥ ২৩৯
শুন ওরে বৈদ্য ! শুন আমার বচন।
বারি আন্‌তে যাব আমি, আজ্ঞা দেহ বাছাধন ॥ ২৪০
গোকুলে কেহ সতী নাই, তত্ত্ব কর্‌লেম ঠাঁই ঠাঁই,
ভাবিয়া নাহিক পাই, পাছে হারাই কৃষ্ণধন ॥ ২৪১

বৈদ্যরাজের খড়িপাতিয়া গণনা।

তখন মনে মনে করে কৃষ্ণ আপন হৃদয়।
যদি বারি আন্‌তে মা যশোদা রাণী আপনি যায়॥ ২৪২

অপমান করিতে নারিব আমি তবে।
প্যারীর কলঙ্ক তবে কিরূপেতে যাবে॥ ২৪৩

ভাবিয়া চিন্তিয়া কৃষ্ণ,—রাণী প্রতি কয়।
তোমা হইতে নাহি হবে, কহিলাম নিশ্চয়॥ ২৪৪

গায়ের ঔষধ না খাটিবে,—আনিলে পরে বারি।
নন্দরাণী বলে, তবে কি উপায় করি॥ ২৪৫

বৈদ্য কহে, দেখি আগে করিয়া গণনা।
ব্রজপুর মধ্যে সতী আছে কোন জনা॥ ২৪৬

এত বলি গণনা করয়ে খড়ি পাতি।
বৈদ্যরাজ কহে, তবে যশোমতী প্রতি॥ ২৪৭

এক ঘরে হস্ত দেহ, রাণী প্রতি কয়।
'রা'-ঘরেতে হস্তস্পর্শ করিলা ত্বরায়॥ ২৪৮

পরে রাণী হস্ত দিলা 'ধা'য়ের ঘরেতে।
রাধা হয়ে একত্রে মিলন আচম্বিতে॥ ২৪৯
বৈদ্য কহে, রাধা কেবা গোকুল নগরে।
সেই জনায় দেহ বারি আনিবার তরে॥ ২৫০

শুনিয়া কুটিলা তবে, বৈদ্য প্রতি বলে।
তব অসঙ্গত কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে ॥ ২৫১

কৃষ্ণ-কলঙ্কিণী রাধা জানে সকলেতে।
সে আবার সতী হইল এ ব্রজ-পুরেতে ॥ ২৫২

যদি এই সকল কথা অসঙ্গত হয় পৃথিবীতে।
রাধা তবে সতী হবে এ ব্রজ-পুরেতে ॥ ২৫৩

যদি ভেকেতে ভক্ষণ করে ভুজঙ্গ-ফণীরে।
ভুজঙ্গ ভক্ষণ যদি গরুড় পক্ষীরে ॥ ২৫৪

যদি থালির ভিতরে গজবর পারে লুকাইতে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ধরণী-পরেতে ॥ ২৫৫

রাহুকে গ্রাস যদি করে দিবাকর।
তবে রাধা—সতী হবে, ওহে শুন বৈদ্যবর ॥ ২৫৬

এ কথা শুনিয়া তবে, চন্দ্রাবলী কয়।
শরীর জ্বলিছে রাগে তোর লো কথায় ॥ ২৫৭

তাই বল্‌লি কলঙ্কিণী, শ্রীমতী রাধারে।
কেবা হৈল কলঙ্কিণী বিদিত সংসারে ॥ ২৫৮

বিদ্যমানে সতী-গিরি প্রকাশ হইল।
শ্রীমতী রাধারে তবু কলঙ্কিণী বল ॥ ২৫৯

সরফরদা—আড়া।

কেন লো কুটিলে ! কেন তোর এত অহঙ্কার।
কি বুঝিয়া, প্যারী ভৎর্সকেন বারে বার॥
তুই ওলো যেমন সতী, বিখ্যাত আছয়ে ক্ষিতি,
কেন আর মোর প্রতি, জানাস্ সতীত্ব বারে বার !
আমাদের প্যারী হতে, অনেক তফাত তোতে,
লোহ আর কাঞ্চনেতে, এরূপ দোঁহার॥ (ঢ)

শ্রীমতীতে তোমাতে অনেক অন্তর, সে কেমন—

যেমন সাগর আর খালে।
ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে॥ ২৬০
সিংহ আর শৃগালে। প্রজা আর মহীপালে॥ ২৬১
যেমন পুষ্কর্ণী আর ভাগীরথী।
বিশ্বকর্ম্মা আর সুরপতি॥ ২৬২
গরুড় আর কাকে। মাচরাঙ্গা আর বকে॥ ২৬৩

* * *

এই কথা শুনিয়া শ্রীমতীর কাছে কুটিলা ক্রোধে কহিতেছে,—

জানি আমি তোরে জানি, তুই যেমন পাড়া-চলানি,
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় চলাস্ লো।

বড়াই আছে কুট্‌নী একজন, যুটিয়ে দেয় তোদের যেমন,
গিয়া নিকুঞ্জ-কাননে, বিহার করিস লো ॥ ২৬৪
ধিক্ ধিক্ এমন বিহারে, ছার-কপালে দশা তারে,
এমন ক'রে যে পিরীত করে, তার মুখে ছাই লো !২৬৫
ভাতারকে কেউ চাও না, কেবল জ্ঞান কেলে-সোণা,
কত মত গুণপনা করে লো ॥ ২৬৬
বেটীদের যদি বিয়ে হলো, আপদ ফুরায়ে গেল,
উপপতি লয়ে মজা করে লো ! ২৬৭
কারো যদি গর্ভ হলো, স্বামী নামে ত'রে গেল,
গর্ভপাত ক'রে কেউ যায় দায়ে ত'রে লো ॥ ২৬৮

* * *

সহস্র-ছিদ্র কুম্ভে জল আনয়নের জন্য শ্রীরাধিকার যমুনায় গমন।

এইরূপে দ্বন্দ্ব যদি, দুই জনে হয়।
শুনিয়া যশোদা রাণী করযোড়ে কয় ॥ ২৬৯
দ্বন্দ্ব নাহি কর দোঁহে, কহে নন্দরাণী।
কি রূপেতে বাঁচিবে আমার নীলমণি ॥ ২৭০
রাণীর বাক্যেতে সবে নিবৃত্ত হইল।
শ্রীমতীরে আনিবারে চন্দ্রাবলী গেল ॥ ২৭১
দেখে, প্যারী রোদন করিছে ধরাতলে।
হৃদয় মধ্যেতে কেবল ডাকে কৃষ্ণ ব'লে ॥ ২৭২

কোথা ওহে দীননাথ মুকুন্দ মুরারি !
দেখা দেহ একবার আসি বংশিধারি ॥ ২৭৩
জগৎ-তারণকর্ত্তা হৈয়া, পালহ সবারে।
আমি অনাথিনী, নাথ ! ডাকি বারে বারে ॥ ২৭৪
এইরূপে রোদন করিছে কৃষ্ণ বলি।
হেনকালে উপনীত হৈল চন্দ্রাবলী ॥ ২৭৫
চন্দ্রাবলী দেখি তবে শ্রীমতী উঠিল।
বিনয়েতে সখী প্রতি জিজ্ঞাসা করিল ॥ ২৭৬
কেমন আছেন কৃষ্ণচন্দ্র কহ গো ত্বরায়।
শুনিয়া আনন্দ মোর হউক হৃদয় ॥ ২৭৭
কহে সখী, কৃষ্ণধন সেইরূপ আছে।
একবার চল, তোমায় যশোদা ডাকিছে ॥ ২৭৮
বারি আন্‌তে হবে তোমায় ছিদ্র কুম্ভ করি।
ত্বরা করি ব্রজপুরে, চল চল প্যারি ॥ ২৭৯
তখন শ্রীমতীর দুই চক্ষে ধারার শ্রাবণ।
রাধা মনে মনে কৃষ্ণে করিছে স্মরণ ॥ ২৮০
কেন হে নিষ্ঠুর, হরি ! হৈলে আমার প্রতি।
গর্ব্ব খর্ব্ব কৈলে আমার, ওহে ! যদুপতি ॥ ২৮১
বলেছিলে, কলঙ্ক ঘুচাব তব কালি।
সে আশায় নৈরাশা আমি হৈনু, বনমালি ॥ ২৮২

আবার কি দর্পচূর্ণ করিবে আমার।
এইরূপে শ্রীমতী ভাবিছে সারোদ্ধার ॥ ২৮৩
হেনকালে প্যারীর হৃদয়-পদ্মেতে আসিয়া।
কহিছেন বংশিধারী হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৮৪
চিন্তা কিছু নাহি তব, শুন শুন প্যারি।
আমার নাম স্মরি তুমি, আন্‌তে যাবে বারি ॥ ২৮৫
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধান হৈল।
আশ্বাস পাইয়া প্যারী আনন্দে চলিল ॥ ২৮৬

বাহার বাগেশ্বরী—খয়রা।

তবে আন্‌তে বারি, চল্‌লেম হরি! ওহে নন্দের নন্দন।
দেখ নাথ, দয়াময়! দাসীরে না কর বঞ্চন ॥
একেতো অবলা নারী, কুল লাজ ভয় করি,
শুন শুন বংশিধারি! হয় পাছে কলঙ্ক-রটন।
কুটিলে দুষ্ট ননদী, সদা তোমার বিবাদী,
ঐ ভয়ে সদা কাঁদি, সে দোষ কর ভঞ্জন ॥ (৭)

প্যারীরে দেখিয়া তবে যশোমতী কয়।
মোর গোপালের প্রাণ, দেগো মা! ত্বরায় ॥ ২৮৭

তোমার গুণেতে যদি কৃষ্ণ প্রাণ পায়।
অনুগত হ'য়ে তবে রবে যদুরায় ॥ ২৮৮

* * *

শ্রীরাধিকার জল-আনয়নে গমন ;—শ্রীকৃষ্ণ স্তব।

এত বলি কুম্ভ দিল, প্যারী-কক্ষতলে।
শ্রীহরি স্মরিয়া রাধা, ধীরে ধীরে চলে ॥ ২৮৯

মধ্যে চলে ব্রজবাসী আদি গোপীগণ।
জটিলা কুটিলা আদি সহিত তখন ॥ ২৯০

বৈদ্যরাজ, যশোদা আদি রহে ব্রজপুরে।
আর যত গোপী চলে যমুনার তীরে ॥ ২৯১

যমুনার তীরে কুম্ভ নামাইয়া প্যারী।
স্তব আরম্ভিল তবে, ভক্তি ভাব করি ॥ ২৯২

কোথা হে কমলাপতি! কলঙ্ক ঘুচাও।
বারেক আসি আবির্ভাব কুম্ভোপরে হও ॥ ২৯৩
কে জানে তোমার অন্ত, অন্ত কেবা জানে।
আমা হেন কোটি রাধা না পায় ধেয়ানে ॥ ২৯৪
যদি নাথ! কলঙ্ক না ঘুচাবে আমার।
কেহ আর নাহি নাম লইবে তোমার ॥ ২৯৫

* * *

সহস্র ছিদ্রকুম্ভে শ্রীরাধিকার জল-আনয়ন,—সেই জল-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা-ভঙ্গ।

এরূপেতে স্তব যদি করিতেছে প্যারী।
কুম্ভোপরে আবির্ভাব হইলেন হরি ॥ ২৯৬
ডাকিয়া কহেন তবে, শুনহ শ্রীমতি।
শঙ্কা কিছু নাহি, বারি লহ শীঘ্রগতি ॥ ২৯৭
ডুবাইয়া নীর যেমন তুলিল কক্ষেতে।
এক বিন্দু বারি নাহি পড়ে ধরণীতে ॥ ২৯৮
চমৎকার জ্ঞান হৈল, দেখিয়া সকলে।
ধন্য ধন্য শ্রীমতী রাধারে সবে বলে ॥ ২৯৯
শ্রীরাধারে সতী বলে গোকুল-মণ্ডলে।
রাধা সম সতী নাই, সকলেতে বলে ॥ ৩০০
বারি নিয়া উত্তরিল ব্রজের মধ্যেতে।
দেখিয়া যশোদা রাণী, করিল কোলেতে ॥ ৩০১
সেই বারি দিয়া, বৈদ্য স্নান করাইল।
পাশ-মোড়া দিয়া তবে শ্রীহরি উঠিল ॥ ৩০২
নিদ্রা হৈতে উঠে, যেমন মেলিয়া নয়ন।
সেইরূপ উঠিলেন শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩০৩

* * *

তখন নন্দ যশোদার কিরূপ আনন্দ, তাহা শুন ;—

নির্দ্ধনের পুত্র যদি হয় জমীদার।
আঁটকুড়ার গৃহে যদি জন্মায় কুমার ॥ ৩০৪
নরলোক যায় যদি স্বর্গের পুরেতে।
অন্ধ জনার দৃষ্টি যদি হয় নয়নেতে ॥ ৩০৫
ইন্দ্র যেমন আনন্দিত দানব-নিধনে।
সেইরূপ যশোদা নন্দ আনন্দিত মনে ॥ ৩০৬

সরফরদা—একতালা।

নন্দালয়ে কি আনন্দ, প্রাণ পাইল শ্রীগোবিন্দ !
হরষিত হৈল শুনি, নন্দ আর উপানন্দ ॥
সবে শ্রীমতী রাধারে, ধন্য ধন্য ধন্য করে,—
সতী গোকুল নগরে, জটিলে কুটিলে বলে মন্দ ॥ (ত)

যশোদা ক্রোড়েতে করি লক্ষ্মী-নারায়ণে।
ক্ষীর ছানা তুলে দেয়, দোঁহার বদনে ॥ ৩০৭
তবে নন্দ বৈদ্যরাজে আলিঙ্গন দিয়া।
দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন আনিয়া ॥ ৩০৮
বৈদ্য কহে, তুমি পিতা, আমি গো নন্দন।
মুদ্রাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ ৩০৯

এত বলি বৈদ্যরূপী প্রভু ভগবান।
দেখিতে দেখিতে তবে হৈল অন্তর্দ্ধান॥ ৩১০
এখানেতে গোপীগণে যে যার স্থানেতে।
উপনীত হৈল সবে আনন্দ মনেতে॥ ৩১১

* * *

যুগল-মিলন।

রজনীতে কুঞ্জে হরি বসিলেন সিংহাসনে।
শ্রীমতী আসিয়া তবে বসিলেন বামে॥ ৩১২
সখীগণ আসি ক'রে চামর ব্যজন।
রাধা-কৃষ্ণ এক স্থানে যুগল মিলন॥ ৩১৩
হরি হরি বল সবে, হরিনাম সত্য।
কলঙ্কভঞ্জন এত দূরেতে সমাপ্ত॥ ৩১৪

বসন্ত—তিওট।

হরি রত্ন-সিংহাসনে বঞ্চেন কমলাসনে।
আনন্দিত মনে চারি দিকে সখীগণে॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত, দেখে দেবগণে কত,
স্তব করে নানা মত, নাহি যায় বর্ণনে॥
তুমি যে কর প্রলয়, তব অন্ত কেবা পায়,
শুন ওহে যদুরায়! কহে স্তবে সুরগণে॥ (থ)

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

শ্রীহরির নিকট শ্রীরাধিকার অভিমান।

এক দিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে,
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী।
অন্তরে এক বেদন,— আছে, করি নিবেদন,
নি-বেদন কর যদি শ্রীহরি॥ ১
ভজিয়ে তোমার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ,
বিপদের বিপদ পদদ্বয়।
ঐ পদ ভেবে, গোবিন্দ! সদানন্দ সদানন্দ,
নিরানন্দ সদা করি জয়॥ ২
ধরেন শক্তি অসম্ভব, করেন মৃত্যু পরাভব,
ঐ পদ ভব-বৈভব, শুনি হে ভগবান্।
ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেবরাজ্য পান ইন্দ্র,
ইন্দু পান শিব-শিরে স্থান॥ ৩
শুন চিন্তামণি! বলি, ঐ চরণ চিন্তিল বলি,—
বন্দী তাঁর চিরকাল দ্বারে।
ম'জে নাথ! তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়!
স্থান দিয়েছো গোলোকের উপরে॥ ৪

প্রহ্লাদ ঐ পদ-বলে, অনল পর্ব্বত জলে,
হস্তি-তলে নাস্তি মৃত্যু জানি।
ওহে নাথ নন্দকুমার! সেই পদ ভেবে আমার,
গোকুলে নাম রাধা কলঙ্কিণী॥ ৫

* * *

সে কেমন—যেমন,—

অমৃত খাইয়া রোগ, ব্রহ্ম-বস্তুর প্রাণ-বিয়োগ,
ভেবে কিছু কর্‌তে নারি ধার্য্য।
সখ্য যার গরুড়ের সঙ্গে, তার বক্ষ খায় ভুজঙ্গে,
ওহে মোক্ষদাতা! কিমাশ্চর্য্য॥ ৬
গ্রহ-যাগের এই কি গুণ! দ্বিগুণ হয় গ্রহ বিগুণ!
জ্বেলে আগুন—দ্বিগুণ কম্প শীতে।
বাসকে বাড়িল কাস, দয়া ক'রে ধর্ম্মনাশ!
গয়া ক'রে কি নরকে যায় পিতে॥ ৭
ভক্তি ক'রে ভাব চটে, দান ক'রে দুর্গতি ঘটে,
মিছরি-পানা পান ক'রে ক্ষিপ্ত!
কোন্ শাস্ত্রে,—শ্রীনিবাস! ফাঁসিতে ম'রে স্বর্গবাস
কাশীতে মরে ভূতযোনি প্রাপ্ত! ৮
জগন্নাথ দেখে রথে, নর যায় কি নরকেতে?
গণেশ ভজিয়ে কর্ম্মে বাধা!

মাণিক রাখিয়ে ঘরে, (যেমন) দৃষ্ট হয় না অন্ধকারে,
(তেমন) কৃষ্ণ ভ'জে কলঙ্কিণী রাধা ॥ ৯

পরজ—একতালা।

এ কলঙ্ক তোমার,—কালা! কলঙ্কী হয় রাজবালা !
যার গলে, হে গোকুলচন্দ্র! অকলঙ্ক চাঁদের মালা ॥
যে চাঁদে করেছে দূর, সদানন্দের মনের অন্ধকার,
রাধার পক্ষে ঘট্‌লো কি দায়!
খাট্‌লো না সে চাঁদের আঁলা ॥
নাথ হে!—গোকুলের মাঝে,
কুলকন্যা হ'য়ে কুল ত্যজে,—
অকূলের কাণ্ডারী ভ'জে, রাই হলো না কুলোজ্জ্বলা ॥ (ক)

শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান,
বিদ্যমান কহেন মাধব।
তুমি ভবে ধন্য ধনী, কে করে কলঙ্ক-ধ্বনি ?
অকলঙ্ক বিধু-মুখ তব ॥ ১০
লোকে কলঙ্কী বলে শশীরে,যায়শিব রেখেছেন স্ব-শিরে,
চাঁদের কি কলঙ্ক তায় হে রাধা!

ভ্রান্ত গোকুল-বসতি, অসতী বলে, হে সতি!
ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্ম-ভাবে সদা ॥ ১১
ভবে যত সামান্য-গণে, তোমারে সামান্য গণে,
তত্ত্ব পায় কি তত্ত্বজ্ঞানহীন?
মাণিক দিলে অন্ধকারে, অন্ধে কি আনন্দ করে?
অন্ধকারে আছে নিশি-দিন ॥ ১২
শিশু মানে না দেবতায়, অমান্য কি দেব তায়?
যত্নে যাঁরে পূজে জ্ঞানবন্তে।
বানরে সঁপিলে মতি, তার নাই মতিতে মতি!
দুর্ম্মতি অনাসে কাটে দন্তে ॥ ১৩
অতুল্য ধন তুলসীরে, আমি যারে তুলি শিরে,
কুকুরে কি তার মান রাখে?
তুমি কি জান না লক্ষ্মি! শুক অতি সুখের পক্ষী,
ব্যাধে কি যতন করে তাকে ॥ ১৪
তুমি যে ব্রহ্মরূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী,
ভ্রান্তে কি তোমারে পারে চিন্‌তে?
ধনবান্ কি বিদ্যাবান্, তাদের, রাখালে রাখে না মান,
কার কি মান, তারা পারে কি জান্‌তে ॥ ১৫
যে হোক, সত্য করিলাম, আজি কলঙ্কিণী নাম,
ঘুচাব তোমার রাজবালা!

প্রবৃত্তি আমাতে হবে, সাবিত্রী সকলে কবে,
নিবৃত্তি হইবে লোক-জ্বালা॥ ১৬

* * *

শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা।

এত বলি বিরস-মতি, যান যথা যশোমতী,
গোলোক-পতি মলিন-বদন।
অঞ্চল বসনের ধরি, চঞ্চল হইয়ে হরি,
ছল করি জননী প্রতি কন॥ ১৭
আজি আমার বিপদ বটে, ছিলাম বসি বংশিবটে,—
তাপিত হইয়ে ভানু-তাপে।
অকস্মাৎ কি বিকার, চক্ষে দেখি অন্ধকার!
মন্দ সন্দ যায় না কোন-রূপে॥ ১৮
সহ্য হয় না শির-ভার, গোষ্ঠে থাকা হৈল ভার,
সুবলকে সঁপিয়ে এলাম ধেনু।
কাঁপিছে অঙ্গ থর-হরি, স্বেদ না করিলে মরি,
বেদনা হয়েছে সব তনু॥ ১৯
কাজ নাইগো মা! এখন, দিও না ক্ষীর মাখন,
জিহ্বা তিক্ত,—অমৃতে অরুচি।
দুর্ব্বল হইল দেহ, শীঘ্র শয্যা ক'রে দেহ,
শয়ন করিতে পেলে বাঁচি॥ ২০

চক্র করি চক্রপাণি, যেন প্রলাপ দেখে রাণী,
জননীকে কন শত শত।
মুদিত করি দুনয়ন, ভূতলে করি শয়ন,
গোপাল হৈলেন মূর্চ্ছাগত ॥ ২১
অচেতন দেখি গোপালে, করাঘাত করি কপালে,
ডাকে রাণী হয়ে উন্মাদিনী।
রোহিণি দিদি! কোথায়, রহিলি গো! দেখ্‌সে আয়,
সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি ॥ ২২

আলেয়া—ঢিমে-কাওয়ালী।

দেখে যা রোহিণি দিদি! মরি! এ কেমন!
কি জানি কি লিখন!
অঞ্চল ধ'রে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী,—
নীলমণি কেন হলো অচেতন ॥
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না!
আমার মাখনচোর মা ব'লে সুধায় না!
কি হলো কপালে দিদি রোহিণি,—
কাছে কাছে নেচে গোপাল এখনি,—
'মা মোর কি হলো' বলি, ধূলায় ফেলে মুরলী,—
নয়ন-পুতলি মুদিল নয়ন ॥ (খ)

যশোদার ভবনে প্রতিবাসিনী নারীগণের জটলা !

কৃষ্ণে দেখি মূর্চ্ছাগত, যশোদার প্রাণ ওষ্ঠাগত !
জীবন ত্যজিতে জলে যায়।
প্রায় চারি দণ্ড গত, প্রিয়বন্ধু অনুগত,—
'ভয় কি ?' ব'লে রাখে ভরসায় ॥ ২৩

যত রমণী বৃন্দাবনে, সবে গেল নন্দ-ভবনে,
এক মাগী ঘরেতে না রহিল।
যাতায়াতে ভাঙ্গে কবাট, অন্তঃপুরে যেন হাট !
পুরুষ হ'তে নারীর ভাগ ষোল ॥ ২৪

বিপদ কি গণ্ডগোল, সেখানে যত ঘোটে গোল,
সুমঙ্গল-কালে তা ঘটে না।
যারা রাণীর বৈরঙ্গ, তাদের হয়েছে প্রেম-তরঙ্গ,
বন্ধুগণের হয়েছে বেদনা ॥ ২৫

এক ধনী চেতুনে রামা, বলে, যশোদা ! কেঁদ না মা !
বাঁচিবে ছেলে, ভূতুড়ে ডেকে আন।
এক ধনী কয়, ও যশোদে ! ভয় নাই মা ! জলপাড়া দে,
ছেলেকে দিয়েছে ডাইনে টান ॥ ২৬

কোথা গেলেন গোপপতি, ডাক তাঁরে শীঘ্রগতি,
কাল বিলম্ব করা নাহি সয়।

জীবে না কৃষ্ণে হারালে, মাগী এমন পোড়া-কপালে,
অমন আর হবে না,—হবার নয় ॥ ২৭
গড়ে ছিল চতুর্ম্মুখ, গোবিন্দের কি চন্দ্রমুখ!
দেখিলে মুখ, সব দুঃখ-শান্তি।
কিবা কুলোজ্জ্বল পুত্র, নিরখিলে ঝরে নেত্র,
ঐকান্তিক হয় দেখে কান্তি ॥ ২৮
চক্ষু জিনি খঞ্জন, বর্ণ জিনি নীলাঞ্জন,
নীলকমল ঢাকা যেন কাচে।
দাঁড়ালে পীতবসন পরি, ঠিক যেন গোলোকের হরি,
অমন ছেলে গোয়ালা-ঘরে কি বাঁচে ॥ ২৯
গোয়ালার ঘরে উদ্ভব, এ ছেলেটি অসম্ভব,
আদার ক্ষেত্রে কুঙ্কুমের উৎপত্তি।
সার-কুড়েতে শতদল, জীরের গাছে হীরের ফল!
ভেকের মস্তকে যেমন মতি ॥ ৩০
চোরের ঘরে জন্মে সাধু, রাহুর মন্দিরে বিধু,
যক্ষের ঘরেতে জন্মে দাতা।
অভক্তের ঘরে হরি, ধর্ম্মের ঘরেতে চুরি,
জন্মে,—যেমন অসম্ভব কথা ॥ ৩১
বিধির অসম্ভব লীলে, কাকের ঘরে কোকিলে,
জন্মে যেমন মনোহর পাখী।

তেমনি দেখি বিচার ক'রে, এ ছেলে গোপের ঘরে,
কখনো কি শোভা পায় লো সখি ॥ ৩২
জটিলে বলে, শুন সই! একটী ধর্ম্ম-কথা কই,
যশোদা মাগীর দেখেছিস্ প্রতাপ!
ছেলে আবার নাই লো কার? ও অভাগীর কি অহঙ্কার!
মনের গুণেতে মনস্তাপ ॥ ৩৩
আমার পুত্র আমারি ধন, নব-লক্ষ মোর গোধন,
অমন ধারা গরব ক'রে কেউ কয় না।
স্বামী পুত্র কেবা কার, চক্ষু বুজ্‌লে অন্ধকার,
এক দণ্ডের কথা বলা যায় না ॥ ৩৪
ও-ছেলেটি গোকুলের পাপ, ঘুচিয়ে দিলে বাপ্ বাপ্!
পাপ গেল,—তার তাপ কি লো দিদি?
গোকুলে কে থাকৃত সতী, সমূলেন বিনশ্যতি,
কর্‌তো,—বাঁচ্‌ত বছর দুই আর যদি ॥ ৩৫
ঘরে ঘরে মাখন-চুরি, কত কাঙ্গালের গলায় ছুরি,
নিত্যি দিতো এমনি দয়াহীন!
দানী হয়ে পোড়াতো বাটে, নেয়ে হ'য়ে জ্বালাতো ঘাটে,
মেয়ে হলে কুল্ রাখ্‌তো কত দিন ॥ ৩৬
কবে কি হতো কার কপালে, কালি দিতে কামিনীর কুলে,
কাল-স্বরূপ গোকুলে হয়েছিল।

কালে কালে বাড়িতো জ্বালা, অকালে কাল হয়েছিল কালা,
এ আমাদের শুভ কাল হলো ॥ ৩৭
কালা কালা সর্ব্বদা ক'রে, কাল-সর্প ল'য়ে ঘরে,
কত কাল কে কাল কাটিতে পারে ?
এত দিনে যুড়ালো হাড়, কাত হয়ে আজ কালাপাড়,—
গিয়াছেন আজ কালের মন্দিরে ॥ ৩৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা-শ্রবণে নন্দের বিলাপ।

হেথা বাথানে ছিলেন নন্দ, মূর্চ্ছাগত শ্রীগোবিন্দ,—
পরম্পরায় শুনে কর্ণ-মূলে।
শিরে যেন বজ্রাঘাত, গোপাল ব'লে গোপনাথ,—
নির্ঘাৎ আঘাত করে ভালে ॥ ৩৯
চ'লে যেতে ঘন পায়, ঘন ঘন পড়ে ধরায়,
সঘনে ডাকে নবঘন-বরণে।
ভাবেন শুধাইব কা'য়, সঙ্কটের শঙ্কায়,—
মৃত্যু সম হ'য়ে যান মনে ॥ ৪০
প্রবেশ হইতে ধামে, পথে দেখি বলরামে,
জিজ্ঞাসেন ভাসি চক্ষু-জলে।
ওরে বাছা বলভদ্র ! নীলমণির বল ভদ্র,
আর কি বাস হবে রে গোকুলে ॥ ৪১

সুরট-মল্লার—কাওয়ালী।

মরি রে! বল্ বল্ বল্ বলরাম!—বল হারালাম।
আজি আমি কি বিপদ,—গোপালের শুনিলাম॥
কিসে বিবন্ধ ঘটে, আমার আনন্দ-হাটে,
সে যে গোবিন্দ ধন, নন্দের সবে ধন,—
সে ধন ধরাতে নাকি অচেতন,—
শক্তিশেল সম বাণী, আমি শ্রবণেতে শুনি,
জীবন-ধারণের আশা জীবনে দিলাম॥
আর কি অর্থ ব্রজে, কিসে প্রভুত্ব সাজে!
কেবল রাজত্ব,—ল'য়ে নীলমণি রে!
আমি গোপাল-ধনেতে কেবল ধনী রে!
যাব ঘরে কি সাগরে, ওরে বলাই! বল্ আমারে,—
আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দরাজা-নাম॥ (গ)

সন্দ করি নন্দ-গোপ, যশোদা প্রতি করি কোপ,
বলরামকে কহিছেন বাণী।
অন্ত বুঝিলাম অন্তরে, নীলমণিকে নিতান্ত রে!
আঘাত করেছে দুর্ভাগিনী॥ ৪২
নব লক্ষ ধেনু-পাল, সবে মাত্র এক গোপাল,—
সাগর-সোসর ক্ষীর সর।

পাপিনী আমার দামোদরে, খেতে দেয় না সমাদরে,
নির্দ্দয়া দেখেছি নিরন্তর ॥ ৪৩
যত বাছা করে সর্ সর্, পাপিনী বলে সর্ সর্!
অবসর হয় না সর দিতে।
সর্ সর্ ক'রে ত্রিভঙ্গ, হয় বাছার স্বরভঙ্গ,
বাক্য-শর হানে আবার তা'তে ॥ ৪৪
সে তো আমার নয় প্রেয়সী, বিপদের মূল পাপীয়সী,
অসি দিয়ে কাটিব আজি তার মাথা।
হয়ে নন্দ রাগান্বিত, ত্বরান্বিত উপনীত,
অন্তঃপুরে নন্দরাণী যথা ॥ ৪৫
অতিশয় দোর্দ্দণ্ড, হস্তেতে করিয়ে দণ্ড,
উদ্দণ্ড বধিতে রাণীরে।
দেখি মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, যশোদা করি যোড়কর,
কহেন ভাসিয়ে চক্ষু-নীরে ॥ ৪৬
কেন বাক্য-অপলাপ, দণ্ড করে হবে কি লাভ?
যেই দণ্ডে গোপাল ভূতলে!—
সেই দণ্ডে মরেছি, কান্ত! আর দণ্ড অধিকান্ত,
অধিনীর প্রতি ভ্রমে ভুলে ॥ ৪৭

* * *

আমাকে আঘাত বিফল,—কেমন ?

কি ফল আছে বিবাদ ক'রে, বালকের সঙ্গ !
কি ফল আছে, অন্ধকে আঙ্গুল দিয়া ব্যঙ্গ ॥ ৪৮
পঙ্ক চন্দন তুল্য,—তারে অপমানে কি ফল।
আঁটকুড়িকে গালি দেওয়ায়, কি ফল আছে বল ॥ ৪৯
কি ফল আছে,—জলের উপর যষ্টির আঘাত কর্‌লে ?
কি ফল আছে,—মরা কাককে চড়কেতে তুল্‌লে ॥ ৫০
বোবার সঙ্গে শত্রুতায়, ফল কি তাহারি ?
কি ফল আছে,—ল্যাংটা যোগীর ঘরে ক'রে চুরি ॥ ৫১
কবন্ধের মস্তক কাটা, লাভ যে প্রকার।
আমারে প্রহার, নন্দ ! সেই লাভ তোমার ॥ ৫২

খট-ভৈরবী—একতালা।

এলে দণ্ডিতে দণ্ড করেতে, কর অবোধ নন্দ ! একি কাণ্ড।
দেহে প্রাণ কি আছে ?—যখন, হারা হয়েছি নীলরতন !
এ দেহ পতন,—নাথ ! মৃত দেহে আবার কিসের দণ্ড !—
ক্রোধ-ভরে দুখিনীরে দণ্ড ক'রে,
কান্ত ! কি নীলকান্ত-রতন পাবে ঘরে !
একান্ত হয়েছ ভ্রান্ত কলেবরে,
বিপদ-কালে করে জ্ঞানেরই খণ্ড ॥ (ক)

নন্দালয়ে নারদের আগমন।

গোকুলে কপট মূর্চ্ছাগত হন চিন্তামণি।
জানিয়া নারদ যোগী উদ্যোগী অমনি॥ ৫৩
অতি হৃষ্টে ঢেঁকি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন॥ ৫৪
অসার ভেবে,—সংসার প্রতি করি দ্বেষ।
নিরন্তর নিজ মনকে দেন উপদেশ॥ ৫৫
মন কর, ভাই! মনোযোগ মনের কথা বলি।
সংসারের সুখ-সজ্জা মিথ্যা রে সকলি॥ ৫৬
যেমন স্বপনের রাজ্যপদ,—মিথ্যা জেনো ভাই।
বালকের ধূলার ঘর,—এ ঘর জেনো তাই॥ ৫৭
ব্যবসাদারের সত্য কথা,—মিথ্যা তাকে ধরো।
সতীনে সতীনে পিরীত,—মিথ্যা জ্ঞান করো॥ ৫৮
বাজিকরের ভেল্কী যেমন মিথ্যা জানা আছে।
দৈবজ্ঞের গণনা যেমন, স্ত্রীলোকের কাছে॥ ৫৯
দস্তখত বিনা যেমন, মিথ্যা খত-পাটা।
দুর্ব্বলের দাঁত-খামুটি, মিথ্যা জেনো সেটা॥ ৬০
মৃত্যুকালে সবলা নাড়ী, মিথ্যা তাহে ধরি।
চোরের যেমন ভক্তি প্রকাশ, মিথ্যা জ্ঞান করি॥ ৬১

ছোট লোকের বুজরুগি,—জেনো মিথ্যা নিরন্তর।
যেন গাজুনে-সন্ন্যাসীর প্রতি ধর্ম্মরাজের ভর॥ ৬২
মিথ্যা যেমন জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে।
স্ত্রীর কাছে আত্মশ্লাঘা,—সেটা জেনো মিথ্যে॥ ৬৩
যেমন শতরঞ্চের হাতী-ঘোড়া-মন্ত্রী ল'য়ে খেলি।
দারাসুত ধন-জন,—তাই জেনো সকলি॥ ৬৪
এত বলি দেব-ঋষি গোকুল-গমনে।
আকুল হইয়ে পুনঃ ভাবিছেন মনে॥ ৬৫
চৈতন্য রূপেতে যারে হৃদে দেখ্‌তে পাই।
আজ অচৈতন্য দেখ্‌তে কেন বৃন্দাবনে যাই॥ ৬৬
ভ্রম-জন্য ভ্রমণ দেখেছি তন্ত্র-বেদ।
যেমন গঙ্গাগর্ভে থেকে, জীবের তীর্থ-জন্য খেদ॥ ৬৭
যদি বল বৃন্দাবন,—গোলোকের স্বরূপ।
তথা গোলোকের ঐশ্বর্য্য লয়ে, আছে বিশ্বরূপ॥ ৬৮
ওহে করুণ-হৃদয়! ভক্তহৃদয়-মধ্যে তা কি নাই!
যদি এসো কেশব! হৃদয়ে সব, তোমারে দেখাই॥ ৬৯
সেই যশোদা, দেখাই সদা, সেই রাধা, সেই দূতী।
তুল্য বিধু, গোপের বধূ, সেই মধু-মালতী॥ ৭০
সেই নন্দ, সেই আনন্দ, দেখে সানন্দে রবে।
সেই মধু-বন, জুড়াবে জীবন, সেই কোকিলের রবে॥ ৭১

সেই সব ধন, সেই যে গোধন, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি।
এসে হৃদয়ে আমার, নন্দকুমার! দেখ করুণা করি॥ ৭২

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি!
ওহে ভক্তপ্রিয়! আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
আমার,—ধর ধর জনার্দ্দন! পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে, ধ্বংস কর সংপ্রতি॥
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্ট, এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ-যমুনা-কূলে, আশা-বংশী-বট-মূলে,
সদয়-ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি॥(ঙ)

নারদ পরে, পরাৎপরে, চিন্তিয়া হৃদয়ে।
যান প্রেমভরে, দেখিবারে, গোপালে গোপালয়ে॥ ৭৩

দেখেন মুনি, চিন্তামণি, কপট মূর্চ্ছাগত।
যশোদার, শতধার, চক্ষে অবিরত ॥ ৭৪
কাঁদে নন্দ, নিরানন্দ, নিরখি নীলরতনে।
রাখাল সব, বিনে কেশব, শবরূপ শয়নে ॥ ৭৫
দেখেন গোকুল, সব শোকাকুল, সুখহীন শুকশারী।
তাপে তনু ক্ষীণে, কাঁদিছে সঘনে, গোপনে গোপের নারী
নন্দ প্রতি, কন ভারতী, হাসিয়ে দেব-ঋষি।
কিসের অমঙ্গল! কেন কর গোল? পাগল গোকুলবাসী ॥
কৈ অচেতন, তোমার রতন, কেন হে পতন ধূলে!
কিসের বেদন, করো না রোদন, শুন হে বদন তুলে। ৭৮
বৃন্দারণ্য, জ্ঞানশূন্য, সব হে গোপের স্বামি!
তোমার ঘরে, ছেলেটী সত্বরে, চেতন দেখ্ছি আমি ॥ ৭৯
ঘুমের ঘোরে, তোমরা ঘরে, ছেলেকে মূর্চ্ছা দেখ্‌চো।
ডেকে ডেকে, প্রলাপ দেখে, গোপাল ব'লে কাঁদ্‌চো। ৮০
তোমার নন্দন, শুন হে যে ধন, জ্ঞান-ধন যদি রয়।
করে গোবর্দ্ধন, ধরে যে ধন, সে ধন নিধন-ভয় ॥ ৮১
হায় একি দায়! দিবসে নিদ্রায়, আর কেন প'ড়ে থাক।
গোপাল, তোমাদের কাছে, কি খেলা খেলিছে,
চেতন হয়ে একবার দেখ ॥ ৮২

খাম্বাজ—একতালা।

আছ সবাই অচেতনে।
চিন্‌তে পার নাই চিন্তামণি-ধনে।
বল্‌লেন পিতা,—আবার নিলেন জ্ঞান হরি,
হরির কি মন্ত্রণা,—হরি, হরি, হরি!
হরিবারে কাল, গোলোক পরিহরি, তব ভবনে। (চ)

বৈদ্যবেশে শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে আগমন।
পথে বৃন্দার সহিত কথোপকথন।

নারদ জ্ঞান-বলে বলে, সে বল কোথা দুর্ব্বলে!,
ক্ষান্ত নহে ভ্রান্ত নন্দ তায়।
নিবারণ না হয় শোক, ডাকেন যত চিকিৎসক,
শুনি বৈদ্য শত শত ধায়॥ ৮৩
নীলমণিকে যে বাঁচাবে, দিব ধন—যত চাবে,
সর্ব্বস্ব—সমর্পণ প্রাণ।
হেথা, মায়া করি আপনি হরি, ব্রজের বেশ পরিহরি,
বৈদ্যবেশ করেন ধারণ॥ ৮৪
ছদ্মবেশ পদ্মনেত্র, করেতে ঔষধ-পাত্র,—
পবিত্র এক ধরেন যতনে।
তাতে নানাবিধ ঔষধ পূরে, দ্রুত যান নন্দ-পুরে,
পথ মাঝে দেখা বৃন্দের সনে॥ ৮৫

বৃন্দা কন করি গদ্য, কোথা যাও নবীন বৈদ্য!
দেখ্‌ছি নাই বিদ্যাসাধ্য লভ্য।
পাণ্ডিত্য থাকিলে পরে, ত্রিকচ্ছ বসন পরে,—
সে এক চল্‌ন সভ্য ভব্য ॥ ৮৬
বিশেষ, গণ্য বৈদ্য হ'লে, নর-স্কন্ধে প্রায় চলে,
কেউ বা যায় গজ-আরোহণে।
দেখে তোমার হাব-ভাব, হাতুড়ে বৈদ্যের ভাব,
আমার যেন জ্ঞান হচ্চে মনে ॥ ৮৭
হাতুড়ে বৈদ্যের জানি রীত, তারা এক ঔষধে দীক্ষিত,
হলাহল গোদন্তী আর পারা।
ধর্ম্ম-ভয় নাই চিত্তে, ব্যাধের মত জীবহত্যে,
কর্‌তে সদা ফেরেন পাড়া পাড়া। ৮৮
খুন করে—পড়েন না ধরা, সেই সাহসে ব্যবসা করা,
কি পদ দিয়েছেন জগৎপতি!
কিবা অনুমানের লেখা! কিবা সূক্ষ্ম ধাতু দেখা!
যে নাড়ীতে বায়ু-বৃদ্ধি অতি ॥ ৮৯
হাতুড়ে বলেন,—ধরি হাত, এ তো ঘোর সন্নিপাত!
দধির মাত শীঘ্র আন্‌তে হয়।
আগে ল'য়ে দক্ষিণার কড়ি, ঘর্ষণ করিয়া বড়ি,
দর্শন করান যমালয় ॥ ৯০

যে ঔষধ আমবাতে, তাই দেন সন্নিপাতে,
তাই দেন পৃষ্ঠাঘাতে, যকৃৎ-প্লীহা-পাতে।
ঔষধের দোষে ভুগি', অন্ন থাক্‌তে মরে রোগী,
অপমৃত্যু হাতুড়ের হাতে॥ ৯১
হাতুড়ের হাতে এড়ান নাই, যমরাজার বৈমাত্র ভাই,
ত্রিপুষ্করার পতি হন হাতুড়ে।
দৈবে কেউ বাঁচে যদি, সে পরমাউ পরম ঔষধি!
বিষ খেয়ে অমৃত গুণ ধরে॥ ৯২
ওহে বৈদ্য শুন ভাই! সেই লক্ষণ সমুদাই,
দেখ্‌তে পাই,—আমি তোমার ভাবে।
তুমি না জান বচন-প্রমাণ, অনাসে হারাবে মান!
মিছে নন্দের রাজসভাতে যাবে॥ ৯৩
নন্দ,—গোকুলের শ্রেষ্ঠ, পীড়িত তাঁর প্রাণকৃষ্ণ;
দিগ্বিজয়ী বৈদ্য কত এলো।
ধন্য গণ্য কবিরাজ, দিবোদাস কাশীরাজ,
ভোগ দেখে শঙ্কিত সবে হলো॥ ৯৪
অশ্বিনীসুত নকুল, না বুঝে ব্যাধির মূল,—
নকুল আকুল রাজসভাতে।
কহিছেন ধন্বন্তরি, আমি, কিরূপে অকূলে তরি!
ভাঙ্গা তরী ভাসাবে তুমি তাতে॥ ৯৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

ফিরে যাও,—যেও না,—ওহে সে তরঙ্গেতে।
অকূল দেখে আকুল ধন্বন্তরি—
মিছে ভাঙ্গা তরী তুমি ভাসাবে তা'তে॥
জান্‌বো কেমন বিদ্যা,—বৈদ্য গুণনিধি!
সে রোগেতে কি ঔষধি-বিধি,—
বল তাই, শুন্‌তে চাই—
তবে দাশরথি ভোগে, কেন ভব-রোগে,—
আরোগ্য কর মুক্তি-প্রদানেতে॥ (ছ)

তখন, হেসে কন নন্দকুমার, কি ভঙ্গি দেখে আমার,—
ব্যঙ্গ কর, ওহে গোপনারি।
বিদ্যা নাই মোর শরীরে, জান্‌লে কি বিদ্যার জোরে?
ভেঙ্গে বল তবে বুঝিতে পারি॥ ৯৬
তুমি যে পণ্ডিতের ভার্য্যে, চিনি আমি সে ভট্টাচার্য্যে,—
গোরুর বাথানে তাঁর তিন খানা টোল আছে।
তিনি পণ্ডিতের শিরোমণি, তুমি হচ্ছো তাঁর রমণী,
স্বামীর টীকে পড়েছো, স্বামীর কাছে॥ ৯৭
পুনঃ হেসে কন কৃষ্ণ, সুধা জিনি বচন মিষ্ট,
পরিচয় লও,—ধনি! সমীক্ষে।

আছে কি না আছে গুণ, স্বর্ণেতে দিলে আগুণ,
বর্ণ দেখে স্বর্ণের পরীক্ষে ॥ ৯৮
অসভ্য দেখিয়ে অঙ্গ, মূর্খ ভেবে কর ব্যঙ্গ,
মোর কাছে অবাক বাগ্বাদিনী।
ডাকিতে মাত্র ব্যাধি হরি, সেই মোর নাম বৈদ্য হরি,
জিহ্বাগ্রে মোর আয়ুর্ব্বেদ খানি ॥ ৯৯
আমি পড়েছি নাড়ীচক্র, আমার কাছে কি নারী-চক্র!
নারি সহিতে,—রাগে জ্বলে চিত্ত।
এই দেখ ঔষধের থলি, যাতে যা ব্যবস্থা—বলি,
তবে আমার বুঝিবে পাণ্ডিত্য ॥ ১০০
সামান্য তরুণ জ্বরে, কজ্জলীতে কার্য্য করে,
ত্রিদোষ-কালে হলাহল-বিধি।
গেলে জ্বর পুরাতনে, লৌহ খাবে সযতনে,
জ্বরান্তক জয়মঙ্গলাদি ॥ ১০১
উপদংশে পারা-গুলি, প্লীহায় গুড়পিপুলী,
শোথে অধিকার দুগ্ধবটী।
গৃহিণীর ঘোচে গৌরব, যদি হয় নৃপ-বল্লভ,
বালা খেতে স্বর্ণ-পটপটী ॥ ১০২
কাসে বাকসের যশ, মেহেতে সোমনাথ-রস,
ধূর্জ্জটী করেন সব ধার্য্য।

শূলে নারিকেল-খণ্ড, উদরীতে মানমণ্ড,
রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ড, গলগণ্ড রোগ অনিবার্য্য॥ ১০৩
গোমূত্রাদি পঞ্চতিক্ত, ভোজনে যায় বাত-রক্ত,
গুগ্‌গুলেতে বাতের বিরাম।
প্রাচীন বৈদ্যগণ ভাষে, সাধ্য রোগ ঔষধে নাশে,
অসাধ্য রোগেতে দুর্গানাম॥ ১০৪
মুষ্টিযোগ জানি কটা, পাঁচড়ায় আকন্দের আটা,—
মরিচ বাঁটা দিবে বিস্ফোটকে।
ফুলে উঠিলে কুঁচকিটী, গন্ধবিরাজের পটি,
রক্তবদ্ধ-বেদনা যায় জোঁকে॥ ১০৫
বলিসাতে বন-পুঁয়ের মূল, ছুলিতে হলুদের ফুল,
দূরে থেকে মার্‌বে রোগীর গায়।
জাম খেলে পাক পায় চুল, পুরণো চূণে বুকশূল,—
কাপড়-ছাড়ায় দিক্‌ভুল যায়॥ ১০৬
শুনে দূতী দেন সায়, বুঝিলাম,—ভাল চিকিৎসায়,
কোন্ শাস্ত্রমতে চিকিৎসা কর!
শুনিয়া কহেন হরি, নিদান-ব্যবসা করি,
কেউ নাই ইহাতে আমার বড়॥ ১০৭

সুরট্-মল্লার—একতালা।

ধনি ! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার—
বিশেষ গুণ সে জানে॥

ওহে ব্রজাঙ্গনা ! কর কি কৌতুক,
আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি-বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ,
ভ্রমণ করি ভুবনে।

চারিযুগে আমার আয়োজন হয়,
একত্রেতে করি চূর্ণ সমুদয়,
গঙ্গাধর-চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে॥

দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার,
তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার,
মরণের তার কি থাকে অধিকার ?
সদা, আমায় ডাকে যে জনে॥

আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর,
আমারি জানিবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর,
জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নর,
কেবল আমারি স্থানে।

সংসার-কুপথ্য ত্যেজে যে বৈরাগ্য,
এ জন্মের মত করি তায় আরোগ্য,
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক,—
ঘুচাই তার যতনে। (জ)

কৃষ্ণের কথায় ত্বরা, কয় বৃন্দে হ'য়ে কাতরা,
নাই হে তোমার গুণের তুলনা।
ওহে বৈদ্য মহাশয়! নিবেদন এক বিষয়,—
কর যদি কিঞ্চিৎ করুণা॥ ১০৮

একটি রোগে দগ্ধ দেহ, কৃপা করি ঔষধ দেহ,
কাঙ্গালিনী,—নাই হে কিছু অর্থ।
যদি বল রাজার ঘরে, রাজকুমার আরোগ্য ক'রে,
শেষে করিব কাঙ্গালের তত্ত্ব॥ ১০৯

সে নয় মহতের মত, শুন তার দৃষ্টান্ত-পথ,—
ভগীরথের তপস্যা-করণে।
গঙ্গা এলেন অবনীতে, সগর-বংশ উদ্ধারিতে,
প্রধান কল্প সেইটে, সবাই জানে॥ ১১০

গঙ্গার পথ-ঘটিত তরঙ্গে, কত কীট পতঙ্গ সঙ্গে,
দেখা মাত্র অগ্রে অনুকূল।

বলেন নাই তো জাহ্নবী, তোরা মুক্তি শেষে পাবি,
আগে উদ্ধার করি সগর-কুল ॥ ১১১
আমরা দেখা পেলাম অগ্রে, শুচি অধমে কর অগ্রে,
শুচি ক'রে খল-ব্যাধির দমন।
যদি বল কোন্ পীড়ায়, তোমার সদা মন পীড়ায়,
শুন বৈদ্য! প্রাণের বেদন ॥ ১১২
যে দিকে ফিরাই আঁখি, কালো কালো সর্ব্বদা দেখি,
কি কাল-পীড়া কপালে ঘটেছে!
ওহে নীলাম্বুজ-রুচি! ঘরে থাক্‌তে হয় না রুচি!
বনে গেলে জীবন যেন বাঁচে ॥ ১১৩

আমার আর একটী গোপন রোগ আছে;—

আলিয়া—কাওয়ালী।

ঘরে রৈতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে, মজিয়ে হরিতে।
কুল-লাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি;—
হরি-দেখা-রোগ পার হরিতে?
এ রোগ আমাদের কিসে যায় হে!
গোকুলবাসিনীর কূল,—বাঁশীতে মজায় হে!
সুপণ্ডিত তুমি নিদানে যদি, বল দেখি,—
এ আমাদের কি ব্যাধি!

স্বামীরে জ্ঞান হয় কাল,
সাধ মনে সদা কালো,—
কালার সহিত কাল হরিতে ॥ (ঝ)

বৃন্দার প্রতি বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা।

কহেন চিন্তামণি-বৈদ্য, এ বাতিক যাবে সদ্য,
একবার একবার করো কৃষ্ণধ্বনি।
কালো জলেতে করো স্নান, কৃষ্ণপক্ষে করো দান,
বিষ্ণুতৈল গায় মেখো লো ধনি ॥ ১১৪
আহার করো কৃষ্ণজীরে, স্মরণ কর কৃষ্ণজীরে,
হরি-বাসরে থেকো উপবাসী।
হরীতকী চারি অক্ষরে, অর্দ্ধ শেষ ত্যাগ ক'রে,
ব্যবহার করিবা দিবানিশি ॥ ১১৫
কণ্ঠে করো ব্যবহার, কৃষ্ণ-কলিকার হার,
শ্যাম-লতায় বন্ধন করো কেশ।
ক্রীড়া করো কৃষ্ণ-তিলে, ভেব কৃষ্ণ তিলে তিলে,
তিলে তিলে মাখিলে রোগ-শেষ ॥ ১১৬
যদি বল অসম্ভব, যাতে রোগের উদ্ভব,
তাই ব্যবস্থা ঔষধের তরে।

ওলো ধনি! রবে না ব্যাধি, বিষস্য বিষমৌষধি,
বিষে বিষে অমৃত গুণ ধরে ॥ ১১৭
আগুনে পুড়িলে গাত্র, সেই আগুনে স্বেদ-মাত্র,—
কর্‌লে জ্বালা নিবৃত্তি অমনি।
ভয় কি লো! হবে সফল, কর্ণে প্রবেশিলে জল,—
জল দিলে জল বারি হয় লো ধনি ॥ ১১৮
পরিহাস পরিহরি, পরে চলিলেন হরি,
শীঘ্র করি নন্দের ভবনে।
কাঁদিতে কাঁদিতে যশোদার, গমন যথা বহির্দ্বার,
'বৈদ্য এলো'-রব শুনে শ্রবণে ॥ ১১৯
যেমন মৃত বাঁচে অমৃত-পানে, চেয়ে বৈদ্য-মুখপানে,
সদ্য প্রাণ পায় রাজমহিষী।
দেখিছে আমারি পুত্র, সেই নেত্র,—সেই গাত্র,
ঔষধের পাত্র মাত্র বেশি ॥ ১২০
কহেন নন্দরমণী, এই যে আমার নীলমণি।
মরি মরি বাপু! গিয়াছিলে রে কোথা!
অচেতন দেখে তোমারে, কত কেঁদেছি, মা রে মা রে!
সেটা কিরে স্বপনের কথা ॥ ১২১

অহং-সিন্ধু—একতালা।

স্বপ্নে কি সহজে, অঙ্গনের মাঝে,
তোরে অচেতন দেখিলাম, হরি !
কোথা ছিলি কৃষ্ণ-ধন ! যশোদার জীবন !
তুই রে,—আমার ভবন শূন্য করি ॥
তুই কি শিশুবেলা খেল্‌লি খেলা,
কৈ রে শিখিপুচ্ছ, কৈ বাঁশরী !
এখন ধ'রে বৈদ্যবেশ, করেছো প্রবেশ,
সাজে কি রে ! এমন মা'য় চাতুরী ॥
বৃন্দারণ্যবাসী শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন জীর্ণ !—
গোপাল ! তোরে চেতনশূন্য হেরি ॥
আর কিছু কাল পরে, এলে পরে ঘরে,
দেখ্‌তে পেতিস,—তনু শব সবারি ॥
ঐ দেখ ! ধূলায় পড়ে নন্দ, তোর শোকে, গোবিন্দ !—
নিরানন্দ আমার নন্দপুরী ॥ (ঐ)

কৃষ্ণ ভাবেন এ কি দায়, প্রবোধিয়ে কন যশোদায়,
কেঁদ না মা ! হয়েছে শুভ যাগ।
আমি নৈ মা ! তোর হরি, হরি-বৈদ্য নাম ধরি,
হরিব হরির মূর্চ্ছারোগ ॥ ১২২

হরিষে বিষাদমতি, হয়ে বল্‌ছে যশোমতী,
তুই কিরে বাঁচাবি নীল-রতনে ?
এ রত্ন বাঁচিলে পরে, যত রত্ন আছে ঘরে,
আমি তোরে দিব রে যতনে ॥ ১২৩

যদি এ ধন পায় রে যশোমতী,
তবে কোন মতিতে নাই রে মতি,
গজমতি সব তোরে আজি বিলাবো।

করতে হবে না উপাসনা, যত সোনা তোর বাসনা,
কালীয়ে-সোনা বাঁচিলে, তোরে দিব ॥ ১২৪
পুনঃ কৃষ্ণ মায়া দিয়ে, মা'য়ে পাঠায়ে প্রবোধ দিয়ে,
সভায় বসিলেন গিয়ে হরি।
যত ছিল চিকিৎসক, সকলের বল-নাশক,
হলেন শাস্ত্রে পরাভব করি ॥ ১২৫
সভায় হলো সৌরভ, হরি-বৈদ্যের গৌরব,
গোপ-পরিবার আজ্ঞাকারী।
গোপ মাঝে কন কেশব, আয়োজন কর হে সব,
আমি, আশু যেন ঔষধ করতে পারি ॥ ১২৬
যাতে কৃষ্ণ চেতন পান, ঔষধের এক অনুপান,
অনুসন্ধান শীঘ্র কর, ভাই।

তবে ঔষধের কূল, অক্ষয়-বটের মূল,—
পারিজাত বৃক্ষের মূল চাই ॥ ১২৭
সভায় ছিলেন দেব-ঋষি, কৃষ্ণের চরণে আসি
প্রণমিয়া কন করপুটে।
গোপের প্রতি প্রতারণ, আর কেন ভবতারণ!
অভয় দিয়ে বাঁচাও সঙ্কটে ॥ ১২৮
গোকুল কেঁদে আকুল, আর হৈওনা প্রতিকূল!
মিছে চক্র ছাড়, চক্রপাণি!
অক্ষয় বটের মূল, আনো ব'লে আর কেন তুল!
মূল কথাটা সকলি আমি জানি ॥ ১২৯

খাম্বাজ—একতালা।

মূলের লিখন জানি আমি।
সকলেরি মূল হে গোবিন্দ! তুমি ॥
কোথা যাবে অন্য মূলের অন্বেষণে,
অমূলক কথা শুনি না শ্রবণে,
মূলমন্ত্র-গুণে,—মূলাধারে তত্ত্ব—
পেয়েছি, হে ভবস্বামি ॥ (ট

ছিদ্র কুম্ভে কুটিলার জল-আনয়নে গমন।

পরে প্রভু চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি,
আনি এক মৃত্তিকার ঘট।
নহে স্থূল,—নহে ক্ষুদ্র, সহস্র করেন ছিদ্র,
কহিছেন বচন দুর্ঘট॥ ১৩০
ব্রজে যদি থাকে কেউ সতী নারী, এই কলসে আন বারি!
অসতীর কক্ষে না আসিবে।
দেখিবে কেমন বৈদ্য বটি, সেই জলে বাঁটিয়ে বটি,—
দিলে, গোপাল চৈতন্য পাবে॥ ১৩১
কুটিলে ছিল নন্দপুরে, অমনি এসে তার পরে,
বলে, জল আনি গে দেও মোরে।
আমি সতী আর মাকে জানি, আর গোকুলে কুল-মজানী,—
ঢাক-বাজানী প্রায় ঘরে ঘরে॥ ১৩২
লোককে বলি' জায়-বেজায়, ঘট লয়ে কুটিলে যায়,
ডুবিয়ে কুম্ভ যমুনার জলে।
যত বার কক্ষে তোলা, রক্ষে হয় না এক তোলা!
দুঃখে চক্ষে ধারা ব'য়ে চলে॥ ১৩৩
চলিতে কাঁপে কাঁকালি, তাপে তনু হয়েছে কালি,
যায় লজ্জায় বসনে মুখ ঢেকে।

শুনিয়া লজ্জার কথা, জটিলে যুটিয়ে তথা,—
কুপিয়ে কয় কুটিলেকে ডেকে ॥ ১৩৪
কি করিলি ছি লো ছি লো! গর্ভে মরণ ভাল ছিল!
জানিলে মারিতাম সূতিকা-ঘরে টিপে!
দিলি নির্ম্মল কুলে টিকে, টীক্ টীক্ করিবে লোকে,
টিক্‌তে পারিব না কোন রূপে ॥ ১৩৫
আমি জানি,—মোর লক্ষ্মী মেয়ে, অভাগীর সঙ্গ পেয়ে,—
খেয়ে বুঝি ফেলেছিস্ মোর মাথা?
আমাদের সে এক কাল ছিল, এখনকার অভাগীগুলো!—
লজ্জা নাই,—সজ্জা নিয়েই কথা ॥ ১৩৬
হয়ে কুলের কুলবতী, নিক্‌সি-পেড়ে চিকণ ধূতি,
ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সর্ব্বদা মুখ-তেলা!
মিছে মিছে যায় মুখ লুকিয়ে,আড়ে-আড়ে আড়-চ'খে চেয়ে
মুখ দেখিয়ে, বুক চিতিয়ে চলা ॥ ১৩৭
হাতে গহনা সোনার চিপ, ভ্রূতে খয়েরের টিপ,
সিঁতেয় সিন্দূর পরা গিয়াছে উঠে।
করেন না অন্য কারবার, দিনের মধ্যে ষোল বার,
ভালবাসেন যেতে জলের ঘাটে ॥ ১৩৮
মাথায় আরমানী-খোঁপা, চারি দিকে তার বেড়া চাঁপা,
ঝাপ্‌টা-কাটা কান-ঢাকা সব চুল।

পথে যেন ছবি নাচায়, ছোঁড়ারা ফিরে ফিরে চায়!
এতে কি থাকে কুল-কামিনীর কুল ॥ ১৩৯
যেতে তোকে বামুন-পাড়া, নিত্যি আমি দিই লো তাড়া,—
মান না সাড়া,—থাক লো বেটি! থাক।
যেমন সত্যপীরের ঘোড়া, করিব খোঁড়া সেই রসের গোড়া!
পা কেটে দিয়ে ঘুচাব সকল জাঁক ॥ ১৪০

খাম্বাজ—পোস্তা।

আর তোরে রাখ্‌বো না ঘরে, হাসাতে শত্রু গোকুলে।
কাজ নাই জনমের মত, যা মা! এবার জামাই এলে।
নারীর ঢেউ স্বামী বিনে, অন্যে কে ধরে ভূতলে;—
গঙ্গার ঢেউ গঙ্গাধর, ধরেছেন শিরোমণ্ডলে ॥ (ঠ)

ছিদ্র-কুম্ভে জটিলার জল-আনয়নে গমন।

জটিলে নানা ছলে বলে, বলে,—চল্‌লাম আমি জলে,
ঘট দেও, হে বৈদ্য গুণসিন্ধু!
ব'লে, গিয়ে মহাতুলে, জলে ডুবিয়ে দেখে তুলে,
ঘটে জল থাকিল না একবিন্দু ॥ ১৪১
লাজে হয়েছে জড়সড়, মাগী মাগীদের চালাকী বড়,
কোপ করে কহিছে বৈদ্য প্রতি।

কোথাকার এক অলপেয়ে, বসেছে এক রঙ্গ পেয়ে,

আই মা! হলাম সতী হয়ে অসতী॥ ১৪২

হতভাগার ভোগায় ভুলে, ভাঙ্গা ঘটে জল তুলে,

ঘটে কলঙ্ক মিছে,—কই কারে!

যাউন বৈদ্য যমের বাড়ী, ছিদ্রে যাতে চৌদ্দ বুড়ি,

তাতে কেউ কি জল আন্‌তে পারে॥ ১৪৩

আঁজলা পেতে রৌদ্র ধরা, পাষাণের সত্ত্ব বার করা,

বসনে আগুন বেঁধে আনা।

কাণ দিয়ে বাজায় শিঙ্গে, ডেঙ্গায় চালায় ডিঙ্গে,

সাধ্য হেন করে কোন্ জনা॥ ১৪৪

কার সাধ্য কোন্ কালে, জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালে!

জলে আগুন কে দেয় কোন্ দেশে!

হতভাগার কথা শুনে, মায়ে ঝিয়ে মনাগুনে,

জ্বলে ম'লাম,—জল আন্‌তে এসে॥ ১৪৫

তখন যশোদা সঙ্কট ভাবে, ছেলে পাই নে জলাভাবে!

উন্মাদিনী হ'য়ে রাণী বলে।

ওরে বৈদ্য বাছা বল, সকলে হলো দুর্ব্বল,

বল্ তবে রে আমি যাই জলে॥ ১৪৬

বৈদ্য কন আন্‌তে নীর, উচিত হয় না জননীর,

মাতৃহস্তে ঔষধ-বারণ!

বিষ-বড়ি মায়ে দিলে করে, সুধাতুল্য গুণ করে,
হয় না তায় ব্যাধির দমন ॥ ১৪৭
কেঁদ না মা! ব্রজবসতি,— মধ্যে কি জনেক সতী,—
থাকিবে না, এমনি বিবেচনা?
কেন আর মিছে উৎপাত, ক'রে দেখি অঙ্কপাত,
জানি মা! আমি জ্যোতিষ-গণনা ॥ ১৪৮

* * *

হরি-বৈদ্যের গণনা।

এত বলি চিন্তামণি, ডাকিয়ে যত রমণী,
খড়ি দিয়ে ভূতলে ঘর করি।
পঞ্চাশ অক্ষর পরে, সজ্জা করি প্রতি ঘরে,
লিখিলেন নিখিল-ভয়-হারী ॥ ১৪৯
কন বৈদ্য গুণমণি, এসো জনেক রমণি!
হস্ত দেও—বাসনা যে ঘরে।
শুনে এক ধনী ত্রস্ত "র"য়ের ঘরে দিল হস্ত,
বৈদ্য কন,—সতী আছে নগরে ॥ ১৫০
"র" অক্ষরে এক রমণী সতী দেখিলাম গণে।
শুনে সবে কয়, "র"য়ে বহু রয়, রমণী এ বৃন্দাবনে ॥ ১৫১
বৈদ্য বলে, দেখিলে, চিনিব ডাক দ্রুত।
শুনে রমণী, যায় অমনি, "র"-অক্ষরে যত ॥ ১৫২

রাসমণি রাজমণি রামমণি রঙ্গিণী।
রাজকুমারী রাজেশ্বরী রঙ্কে রতনমণি ॥ ১৫৩
রামা রসিকে রসদায়িকে রসমঞ্জরী রতি।
রঞ্জনী রজনী রতনমণি রসবতী ॥ ১৫৪
কন বৈদ্য হরি, অমৃত-লহরী,—
জিনিয়া যেন বচন।
এ সব গোপীকে, কেবল ব্যাপিকে,
সতী নহে একজন ॥ ১৫৫
কেবল এক সতী, ভূত ভবিষ্যতি,—
তত্ত্ব কথা হৃদে জানে।
আছে সে রমণী, নারীর শিরোমণি,
এখন, চিন্তামণি-পদধ্যানে ॥ ১৫৬

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এক সতী বসতি করে এই ব্রজ-মণ্ডলে।
চিন্‌তে নারে তারে গোকুলে, ডাকে সকলে রাধা ব'লে ॥
গতি-বিহীনগণ-গতি, দুর্গতি-বিনাশিনী,
গোবিন্দপ্রিয়ে গুণময়ী গোলোক-বাসিনী,
সে ধনী গোপের কন্যা,— গোপনে গোকুলে ॥

সে যে আয়ান-গোপ-কান্তা, ভেবে ভ্রান্তা, তার ননদিনী,—
হরি-পরিবাদিনী, রব রটালে কুটিলে ,—
শিরে পশরা দিয়ে, মথুরার হাটে যেতে কয় সতত,
সে হাটক-বরণীর হাটে জগজ্জনের যাতায়াত,
যার, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপদ পদতলে ॥ (ভ)

এই কথা শুনিবা মাত্র, পুরময় পুলক-চিত্ত,
কুটিলে শুনিয়া রাগে জ্বল্‌ছে।
দৌড়ে গিয়া বল্‌ছে মাকে, সতী হলো শুন্‌লি মা কে!
পোড়া-কপালে বদ্যি যে কি বল্‌ছে ॥ ১৫৭
কথা শুনে ধরিল মাথা সতী তোমার বধূমাতা!
জন্মটা যন্ত্রণা যার জন্যে।
কালী দিয়ে দাদার কুলে, সদা যায় কালিন্দী-কূলে,
দুপুর বেলায় ধরে আনি অরণ্যে ॥ ১৫৮
বদ্যি নয় সে অধঃপেতে, বসেছে ভাল রঙ্গ পেতে,
রাধা ব'লে কেঁদে হলো আকুল।
হাত প'ণে মা বল্‌তে পারি, নিঃসন্দ তোমারি প্যারী,—
তার প্রতি আছেন অনুকূল ॥ ১৫৯
হেথা ব্যস্ত হয়ে যশোমতী, গোপীরে দেন অনুমতি,
ওগো চন্দ্রা! ডাক মা রাধাকে!

চন্দ্রমুখী যাউন জীবনে যত্নে এনে জীবন-দানে,
জীবনে জীবন যেন রাখে ॥ ১৬০
শুনে সংবাদ রাধা-শক্তি, শক্তি নাই করিতে উক্তি,
গতি-শক্তি রহিত,—শ্রবণে।
বলেন অচিন্ত্যরূপিণী, ওহে নাথ চিন্তামণি!
কি চিন্তে করেছ আবার মনে ॥ ১৬১
শ্রীহরি বলেন,—শ্রীমতি! শ্রীপতি-চরণে মতি,—
সঁপ গিয়ে নন্দের মন্দিরে।
ল'য়ে ছিদ্রঘট কক্ষে, ঘন ঘন ধারা চক্ষে,
করেন স্তুতি ককারাদি অক্ষরে ॥ ১৬২

* * *

ছিদ্রকুম্ভে জল আনিবার পূর্ব্বে শ্রীরাধিকা, শ্রীহরির স্তব করিতেছেন।

ওহে কৃষ্ণ-কংসারি! কৃতান্ত ভয়ান্তকারি!
করপুটে কাঁদে কিশোরী, করুণার প্রয়াসী।
কঠিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে?
কক্ষে দেও কেমন ক'রে, কলঙ্ক-কলসী ॥ ১৬৩
খর খর বচন ব'লে, খল খল হাসিবে খলে,
ক্ষুদ্রগণের খেদ পূরালে, ওহে ক্ষীরোদবাসি!
কি খেলা নাথ! খেলাইলে, ক্ষিতি হতে খেদাইলে,
খুন-প্রায় ক্ষেতি করিলে, এই বড় খেদ-রাশি ॥ ১৬৪

গোবিন্দ গোলোকের পতি, গতি-হীনগণের গতি,
জ্ঞানহীনে গায় কি সঙ্গতি, গুণের গরিমে!
গোপগণ কাঁদে গোপনে, গোধন কাঁদে গোবর্দ্ধনে!
গোপাল কি মনে গণে, গা ঢেলেছে ভূমে ॥ ১৬৫
দেখে ঘন-নিদ্রে ঘনশ্যাম, ঘোর ভয়েতে ঘামিলাম,
ঘটে তোমার অবিশ্রাম, কত ঘটনাই ঘটে।
কি ঘটার ঘটক হ'য়ে, ঘটে ছিদ্র ঘটাইয়ে,
ঘোর শত্রু ঘাঁটাইয়ে, কেন ফেল দুর্ঘটে ॥ ১৬৬
ওহে উৎকট-ভঞ্জন, উমাপতি-আরাধ্য-ধন!
নাই শক্তি উত্থাপন, উপায় করি কি!
উত্তাপে দেহ-নিপাত, উত্তরি কিসে উৎপাত!
উদ্ধারহ দীননাথ! ঊর্দ্ধ করে ডাকি ॥ ১৬৭
তুমি চরমের চিন্তাহরণ, চরাচরে চাহে চরণ,
চন্দ্রচূড়ের চিরধন, তুমি হে চিন্তামণি!
ওহে চিন্তাময় হরি! দুঃখে চক্ষের জল নিবারি,
ওহে চক্রি! তোমার চক্র, দেখে চমকে পরাণী ॥ ১৬৮
ছলগ্রাহি! ছল দেখি, ছল ছল করিছে আঁখি,
ছন্ন করা ছন্দ একি! ছাড় ছাড় ছলনা।
ছিদ্র ঘটে জল না এলে, ছোট লোকে ছিদ্র পেলে,
ছি ছি কান্ত! ছি ছি ব'লে, করিবে হে লাঞ্ছনা ॥ ১৬৯

ওহে জলধর-বর্ণ! জ্বালাবে জলের জন্য,
জীবন করিবে জীর্ণ, বাকি তা কি জান্‌তে!
যায় যাবে জীবন-জাতি, যন্ত্রণা পান যশোমতী,
যা কর হে জগৎপতি! যাই আমি জল আন্‌তে॥ ১৭০

আলিয়া—একতালা।

এখন যা কর হে ভগবান!
ছিদ্র-ঘটে বুঝি বিপদ ঘটে, হরি!
কিন্তু আন্‌তে যদি নারি এই বারি,—
তবে এই বারি, ওহে দুঃখ-বারি! বারিতে ত্যজিব প্রাণ॥
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব,
প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব,
দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব!
কুম্ভে হও অধিষ্ঠান॥
শঙ্কা এই,—কৃষ্ণ-নামের হবে নিন্দে,
ভাসাইলে দুঃখিনীরে নিরানন্দে,
কর্‌লে বুঝি নাথ! চরণারবিন্দে—
স্থান দিয়ে অপমান॥ (চ)

ছিদ্রকুম্ভে শ্রীরাধিকার জল-আনয়নে গমন।

কক্ষে ল'য়ে জলপাত্র, চক্ষে বহে জল-মাত্র,
পদ্মনেত্র পানে চেয়ে কন।
আর মিছে অনুশোচন, অনুপায় জেনেছে মন,
অনুগ্রহ বিনে নাই মোচন॥ ১৭১
আমি তো অনুচরা হয়ে, চল্‌লাম,—অনুমতি লয়ে,
অনুকূল থেকো হে জগৎপতি!
করেছো যে অনুষ্ঠান, দেখ্‌ছি ক'রে অনুমান,
অনুতাপ ঘটাবে দাসীর প্রতি॥ ১৭২
তোমায় মিথ্যে অনুযোগ, কর্ম্ম-অনুযায় ভোগ,
অনুক্ষণ বেদাগমে বলে।
যায় দুঃখের অনুশীলন, অনুরক্ত হয় ভুবন,
তোমার কৃপায় অনুকম্পা হ'লে॥ ১৭৩
অনুজ্ঞা বর্ত্তিলে এত, জান নিতান্ত অনুগত!
অনুব্রত ঐ পদ ধেয়াই।
আসীন দাসীর অনুরোধে, অনুদয় থেকো না হৃদে,
অনুসন্ধান-কালে যেন পাই॥ ১৭৪
এত বলি হ'য়ে কাতরা, যমুনায় গিয়ে ত্বরা,
জলে কুম্ভ দিতে কাঁপে অঙ্গ।

এত বলি ইত্যাদি—পাঠান্তর,—
এই কথা ব'লে শ্রীমতী, শ্রীপতির চরণে মতি

যেমন ভুজঙ্গ-গহ্বরে কর,—দিতে অতি দুষ্কর !
বলে, পাছে ধরে ভুজে ভুজঙ্গ ॥ ১৭৫
তাপেতে তনু বিবর্ণ, ঘন ঘন ঘনবর্ণ,—
স্মরণ করিয়ে কন প্যারী।
লজ্জাভয়ে অঙ্গ দহে, কি বিবন্ধ, গোবিন্দ হে !
ঘটালে ঘটেতে ছিদ্র করি ॥ ১৭৬
ধরিয়ে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে দাসীর শিরে।
বুঝিলাম হে দীননাথ ! ডুবালে দুখিনীরে দুঃখ-নীরে ॥১৭৭
ফেল নাই হে হরি ! তুমি অদ্য যশোদায় দায়।
কেবল রাধার শত্রু হাসাবে তুমি গায় পায় ॥ ১৭৮
একান্ত তোমার পদে, সঁপে হে ! শ্রীমতী মতি।
তোমাকে ভজিয়ে আমার, এই হলো সঙ্গতি গতি ॥ ১৭৯
একে তো ব্রজের মাঝে, নামটী কলঙ্কিণী কিনি ॥
আমার কালি জানেন কালী, কাল-ভয়-ভঞ্জিনী যিনি ॥১৮০
এইরূপে শ্রীমতী, কত মিনতি যুগ্ম-করে করে।
দয়া কর, হে দয়াময় ! দাসী তবে সত্বরে তরে ॥ ১৮১
তবে হয় প্রত্যয়, জানিব বাঁচালে অপরাধে রাধে।
জল-মধ্যে দেখা দিয়ে, স্থান দাও বিপদে পদে ॥ ১৮২

খট্-ভৈরবী—একতালা।

যদি ঘুচাও শ্যাম ! কলঙ্কিণী নাম,—
বল্‌বে গোকুলে সকলে সাধ্বে।
দেখিব কেমন দয়া, যদি দাও দাসীরে,—
একবার দরশন,—মহাকালের ধন !
ওহে কালবারি ! কাল-বারির মধ্যে ॥
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে,
দেখ্‌বে হে ত্রৈলোক্যে যক্ষে রক্ষে—চক্ষে,
দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা-রক্ষে ভিক্ষে,
ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণ-পদ্মে ॥
এ ভার—কি ভার, ভূভারহারি ! তাতো জানো,
করাঙ্গুলে ধর গিরি-গোবর্দ্ধন,
করে কর দিবাকর-আচ্ছাদন,
অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে ॥ (৭)

ছিদ্র-কুম্ভে শ্রীরাধিকার জল আনয়ন।

জল-মধ্যে জলদাঙ্গ, রাইকে দিয়ে দরশন।
জল দিয়া নিভান যত্নে, রাধার মনের হুতাশন ॥ ১৮৩
গিয়ে ছিদ্র-কুম্ভে, অবিলম্বে, দেন ছিদ্রে নিবারি।
সঙ্গে সখী, চন্দ্রমুখী, কি আনন্দ সবারি ॥ ১৮৪

ায়ে বারি, রাজকুমারী, যান রাধারঙ্গিণী।
ায় রাধা, জয় রাধা, রব করে যত সঙ্গিনী॥ ১৮৫
শুনে ধ্বনি, প্যারী ধনী, কহেন সহচরীকে।
াহি গো! নয় রাধায় জয়, জয় দেও মোর হরিকে॥ ১৮৬॥
কীর্ত্তি যার, জয় তার, জগতে রয় ঘোষণা।
রং তার, ক'রে বিচার, দৃষ্টান্তে দেখ না॥ ১৮৭
যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি যেমন, সকায় স্বর্গে গমনে।
বলি রাজার কীর্ত্তি যেমন, বিত্ত দিয়ে বামনে॥ ১৮৮
পরশুরামের কীর্ত্তি যেমন, ক্ষত্রকুল-দলনে।
রাবণ রাজার কীর্ত্তি যেমন, ঘাস কাটিয়ে শমনে॥ ১৮৯
প্রহ্লাদের কীর্ত্তি যেমন, কৃষ্ণপদ-ভজনে।
ভীমসেনের কীর্ত্তি যেমন, বায়ান্নপৌটী-ভোজনে॥ ১৯০
গয়াসুরের কীর্ত্তি যেমন, শিরে লয়ে শ্যাম-চরণে।
ভীষ্মদেবের কীর্ত্তি যেমন, ইচ্ছা হয় মরণে॥ ১৯১
ইন্দ্রদ্যুম্নের কীর্ত্তি যেমন, জগন্নাথ-স্থাপনে।
ভগীরথের কীর্ত্তি যেমন, গঙ্গা এনে ভুবনে॥ ১৯২
ছিদ্র ঘটে জল লয়ে যাই, আমি যে নন্দ-ভবনে।
এ আমার শ্যামের কীর্ত্তি, শুন গো সখি! শ্রবণে॥ ১৯৩
যার কীর্ত্তি, তারি জয়, বস্তুতে হয় সঘনে।
'রাধা-জয়-জয়' বল, সখি! তোমরা রাধার কি গুণে॥ ১৯৪

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

তোমরা কেমনে সখি! বল রাধার জয়।
তোরা বল্ গো, সই! শ্যাম-চাঁদের জয়॥
তারি জয়ে জয়, দ্বারী জয় আর বিজয়,—
জয়ন্তী সনে, বলে জয় জয় বদনে,—
যাতে মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়॥
গিয়ে জল আন্‌তে নয়নে না ধরে জল,
জলাকার দেখি সকল,
যত চক্ষে জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে,
জলাধারে হলেন হরি, আপনি উদয়॥
আমার এ কুম্ভমাঝে কৃপাসিন্ধুর জল,
এ আমার শ্যামের উজ্জ্বল,—
যে পদে জন্মে গো ধনি! জলরূপা সুরধুনী,
এ ঘটে জল আনি, করি তাঁরি পদাশ্রয়॥ (ত)

জলস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

কলসীতে জল পুরে, রাই যান নন্দের পুরে,
চরণে রত্ন-নূপুরে, কিবা মধুর ধ্বনি।
যথায় বৈদ্য বিরাজে, বারি দিয়া বৈদ্য-রাজে,
বাঁচাতে কন ব্রজরাজে, ব্রজরাজ-রাণী॥ ১৯৫

তখন বারি লয়ে বারি-পাত্রে, বিপদ-বারীর গাত্রে,
দিবা মাত্রে উঠিলেন শ্রীহরি।
ডাকিছেন জননী ব'লে, যশোদা আসি প্রাণ-বিকলে,
ল'যে কোলে নীলকমলে, কাঁদে বদন হেরি॥ ১৯৬
চৌদ্দ বৎসরের পরে, রামকে যেমন পেয়ে ঘরে,
কৌশল্যার দুঃখ হরে, রাণীর যেন তাই।
এক রমণী প্রতিবাসিনী, নারী এসে কহিছে বাণী,—
বল দেখি গো নন্দরাণি! তোর কি দয়া নাই॥ ১৯৭
জীবন আন্‌লে রাজার মেয়ে,
তোর জীবন উঠ্‌লো জীবন পেয়ে,
নৈলে তো জীবন যেয়ে, শোকানলে মর্‌তে।
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধাকে, বাঁচালে তোমার প্রাণাধিকে,
আগে চন্দ্রবদনীকে, হয় কোলে কর্‌তে॥ ১৯৮

* * *

যশোদার কোলে রাধাকৃষ্ণ।

রাণী বলে, মরি মরি! আয় কোলে মা রাজকুমারি!
তোর গুণে পেলাম গো প্যারি! প্রাণের কৃষ্ণধনে।
তো হ'তে সুখ জন্মায় অতি, হয়ে থেকো জন্মায়োতি,
তুমি মা সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে॥ ১৯৯

তখন, দক্ষিণ কোলেতে হরি, বামে ল'য়ে রাই-কিশোরী,
রাণী যেন রাজরাজেশ্বরী, দাঁড়ালেন উল্লাসে।
আমার কি পুণ্য-ফল, যশোদার জন্ম সফল!
সোনার গাছে হীরের ফল, ফল্‌লো দুই পাশে॥ ২০০

সুরট—ঝাঁপতাল।

বাম-ভাগেতে শ্যামমোহিনী, শ্যামচাঁদ শোভিছে দক্ষে।
কি শোভা যুগল-রূপ, যশোদার যুগল কক্ষে॥
ব্যাকুলা হয়ে নন্দ-নারী, বলে কিছু বুঝিতে নারি,
রাই হেরি কি শ্যাম হেরি, কোন্ রূপের করি ব্যাখ্যে॥
কিবা বর্ণ রাধা-কমলিনী, স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি,
নীলমণি নির্ম্মল আমার নীলকান্তাপেক্ষে;—
দাশরথি কহে বিশিষ্ট, পাপ-নয়নে নহে দৃষ্ট,—
এক অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ, একবার দেখো জননি! জ্ঞান-চক্ষে॥(থ

মানভঞ্জন।

শ্রীমতীর বিরহ-বিলাপ ;—সখীগণের সান্ত্বনা।

বাসর সুসজ্জা ক'রে, না হেরি বাঁশরীধরে,
চিত্ত না ধৈরয ধরে, ভাসে চক্ষু জলে।
নিরখিয়ে নিশি-অন্ত, অন্তরে দুঃখ অনন্ত,
'অনন্ত-পূর্ণিত কান্ত! কোথা রৈলে'—ব'লে ॥ ১
নারেন বঞ্চিতে আসনে, বাঞ্ছিত প্রাণ-নাশনে,
গোবিন্দের অদর্শনে, ভুবন অন্ধকার।
গলিত ভূষণ বেশ, গলিত চাঁচর কেশ,
অন্তরেতে হৃষীকেশ, অন্তর রাধার ॥ ২
শোকে যেন উন্মাদিনী, হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী,
প্রাণান্ত প্রমাদ গণি, করয়ে রোদন।
কহিছেন,—ওগো বৃন্দে! আর পাব না সে গোবিন্দে!
ভাসাইলে নিরানন্দে, নীরদ-বরণ ॥ ৩
রাধারে বধি একান্ত, কোন্ ধনী মোর নীলকান্ত,—
কণ্ঠহার নীলকান্ত, নিল বংশী-ধরে!
বিষময় সংসার হেরি, বিনে বিশ্বময় হরি,
ভূষণ হয়ে বিষ-হরি, দংশে কলেবরে ॥ ৪

সিন্ধু—জং।

বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
আমার শবরূপ—যে, সব আন্ধার, সেই প্রাণ-কেশব বিনে
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর,
করে কি শরীর কিশোরীর, সে গোবিন্দ জানে॥ (ক)

শুনে বৃন্দে কিঙ্করী, কহিছে বিনয় করি,
আই মা ছি ছি! কেমন ঔদাস্য!
কহিতেছি বার বার, যায় নাই কাল আসিবার,
আশা পূর্ণ হইবে অবশ্য॥ ৫
রঙ্গের রাধার মত কান্না, এমন ধারা ঘর-কন্না,
তোমাকে লয়ে করা যে, ভার হলো!
না হেরিয়ে শ্যাম-বরণ, এক দণ্ড সম্বরণ,
হয় না!—একি অসম্ভব বল॥ ৬
শুনিয়ে সখীর মুখে, কিশোরী সখা-সম্মুখে,—
কহিছেন,—দহিছেন শোকে।
আসিবে রাধা-রমণ, ও কথায় রাধার মন,
ক্ষান্ত হয়—কি লক্ষণ দেখে॥ ৭
সুহৃদের আছে রীত, যে কথায় জন্মে পিরীত,
প্রিয় বাক্য বলে প্রিয় জনে।

জেনে রোগ অসাধ্য, রোগীরে বুঝান বৈদ্য,
ভয় কি ব'লে সন্তোষ-বচনে ॥ ৮
এ আশায় কি দিব সায়! ভর দিব কি ভরসায়!
কালোরূপ পাবার কাল্ কি আছে?
ভাদ্র গেলে হবে ধান্য, এ কথা কি ভদ্রে মান্য?
ত্রিশ ঊর্দ্ধে বিদ্যার আশা মিছে॥ ৯
কিনারা যার দিনান্তরে, সে তরী কখনো তরে?
ভাঙ্গে যদি গিয়া মধ্য-জলে!
সম্মুখে আইলে ব্যাঘ্র, প্রাণের আশায় হয়ে ব্যগ্র,
তার অগ্রে মিথ্যা জীব চলে ॥ ১০
বৃন্দে গো! গোবিন্দের আশা,—প্রত্যয় নহে প্রত্যাশা,
ব্যত্যয় জন্মেছে তা জেনেছি।
কিসে আর হ'ব শান্ত, হৈল নিশি-অবসান্ ত,
সে কান্ত একান্ত হারায়েছি ॥ ১১

আলিয়া—একতালা।

আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে!
অস্তাচলে সখি! ভানু প্রকাশিবে, কুমুদী মুদিবে,—
হ'লে দিবে কি এনে দিবে গোবিন্দে ॥

দেহ-পিঞ্জরেতে ছিল প্রাণ-পাখী,
কৃষ্ণ-প্রেমাহার দিয়ে তারে রাখি,
সে পাখী আজি প্রাণ হারায়, সখি!
প'ড়ে প্রাণকৃষ্ণ-আশার ব্যাধের ফ্যান্দে॥ (খ)

গোবিন্দ বিনে বেদনা, প্রসন্নহীনা-বদনা,
রাইকে দেখে বলে বৃন্দে দূতী।
স্থির মতি কর শ্রীমতি! দাসীরে কর অনুমতি,
অনুতাপ ঘুচাই শীঘ্রগতি॥ ১২
কোন্ কার্য্য শ্যামকে ধরা, স্বর্গ কি পাতাল ধরা,
ভ্রমিয়ে ত্বরা আন্‌তেছি মাধবে।
এত বলি শ্রীরাধায়, প্রবোধিয়া দূতী যায়,
কাননে চলেন কৃষ্ণ ভেবে॥ ১৩

* * *

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের গমন।

হেথা সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে, গোপাল গো-পাল লয়ে,
আসিছেন সখাগণ-সনে।
পথ মধ্যে অদর্শন, হইয়ে পীতবসন,
যান চন্দ্রাবলী-কুঞ্জবনে॥ ১৪

চন্দ্রাবলী রাধাধনে-(র) চন্দ্রমুখ-দরশনে,
চন্দ্রাবলী চন্দ্র পায় করে।
বল হে গোকুলচন্দ্র ! আজি কি আমার শুভ-চন্দ্র,
উদয় হইল ব্রজপুরে॥ ১৫
কোন্ ঘাটে ধুয়েছি মুখ, যাঁরে ভজে চতুর্ম্মুখ,
সে মুখ সম্মুখে,—একি লাভ !
যদি চাও চন্দ্রমুখ তুলি, মুখ রাখ একটী কথা বলি,
নতুবা জানিব মুখের ভাব॥ ১৬
অধো করো না !—তোল শির, শুন ওহে তুলসীর,—
প্রিয় কৃষ্ণ ! দাসীর অভিলাষ।
অন্তরে গণি প্রয়াস, এক রজনী পীতবাস !
দাসীর বাসেতে কর বাস॥ ১৭
উদ্যোগে তোমারে আনা, সে যোগ জন্মে হতো না,
দাসীর এমন সহযোগ কই।
যাঁরে যোগীন্দ্র জপেন যোগে, দেখা পেলাম দৈব-যোগে,
যোগে-যোগে যদি ধন্যা হই॥ ১৮
যে পদ শিরে পায় বলি, করে পায় বৃন্দাবলী,
শুন হে গোবিন্দ ! বলি, চন্দ্রাবলীর সাধ রাখ হৃদয়ে !
রাখিতে হবে উপরোধ, ক'রো না আশা-পথ-রোধ,
আজি পথ করিব পথে পেয়ে॥ ১৯

উপরোধে পরশুরাম,—জননীর প্রাণ বধে।
বিন্ধ্যগিরির হেঁট মাথা, অগস্ত্যের উপরোধে ॥ ২০
প্রহ্লাদের উপরোধে তুমি হে অবিলম্বে।
উদয় হয়েছ, হরি! স্ফটিকের স্তম্ভে ॥ ২১
উপরোধে মারীচ গেল, জীবনে মরিতে।
জেনে শুনে জগবন্ধুর জানকী হরিতে ॥ ২২
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবে ছলিতে।
উপরোধে দুর্ব্বাসা যান দ্বৈতক বনেতে ॥ ২৩
কৈকেয়ী রাণীর উপরোধ শুনিয়া শ্রবণে।
দশরথ দেয় প্রাণাধিক রামচন্দ্রে বনে ॥ ২৪
সত্যবতীর উপরোধে—পুরাণেতে শুনি।
ভ্রাতৃ-বধূ-সহবাস করেন ব্যাস-মুনি ॥ ২৫

সুরট—একতালা।

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্ব্বরী!
করি কৃপা-দান, কর এ বিধান,
করুণানিধান হরি ॥
তব জন্য সহ্য গুরুর গঞ্জন, কর হে বিশ্ব-বিপদভঞ্জন!—
তুমি মনোরঞ্জন, এসো নিরঞ্জন!
নয়নের অঞ্জন করি ॥

পূর্ণব্রহ্ম ! কর পূর্ণ অভিলাষ,
কিঞ্চিৎ অবকাশ কর হে প্রকাশ,
অন্তরেতে যেন ভেবো না আকাশ,
ব্রজেশ্বরী হৃদে স্মরি।
হই বনদগ্ধা হরিণী যেমন,
হরি হে ! করিলে শ্রীহরি এখন,
যেওনা শ্রীহরি ! হরি দাসীর মন,
হরিষে বিষাদ করি ॥ (গ)

তখন শঙ্কা করি কিশোরীর, শঙ্কিত শ্যাম-শরীর,
গঙ্কেতে বুঝিল চন্দ্রাবলী।
বল হে করি বারণ, ভয় নাই ভবতারণ !
তব ভ্রান্ত বুঝিলাম সকলি ॥ ২৬
কমলা তব গৃহিণী, লোকে কয় চঞ্চলা তিনি,
মিছে তাঁর কলঙ্ক লোকে কয়।
কিছু কাল তো পূরান্ আশা, আসিবা মাত্র নৈরাশা,
এমন স্বভাব তাঁর নয় ॥ ২৭
ভাব দেখে হলেম অচল, তুমি হে যেমন চঞ্চল,
এমন চঞ্চল কেবা, বল।

সঙ্গ হলো না সঙ্গোপন, হলো না প্রেম-আলাপন,
স্বপন দেখিয়া বিচ্ছেদ হলো ॥ ২৮
সুখের আলাপ কি শুন হে কৃষ্ণ !
সুখ নাই শুনিয়ে কাষ্ঠ,—
কত কষ্টে মুখে কাষ্ঠ-হাসি।
বলিব তোমায় কিমধিক, ওহে বঁধু! ধিক্ ধিক্,
পুরুষ এমন কন্যারাশি ॥ ২৯
আঁখি কর্‌ছে ছল ছল, পলা'বার দেখ্‌ছো ছল,
অন্তরে আর ভাব্‌ছ কমল-আঁখি !
যে তুষিলে চন্দ্রার মন, কর্‌লে পরে চান্দ্রায়ণ !
তব্ স্থান দিবে না চন্দ্রমুখী ॥ ৩০

* * *

কৃষ্ণ হে! তুমি যদি লক্ষ্মী ব্যতিরেকে তিষ্ঠিতে না পারো,
তবে তাহার উপায় বলি, শুন।—

যদি তোমার এই স্থানে, ঘটে লক্ষ্মী-সংস্থানে,
তবে ত প্রস্থানে হও ক্ষান্ত।
বলি হে লক্ষ্মীর তরে, কি ফল গিয়া লক্ষান্তরে,
লক্ষ্য যদি কর লক্ষ্মীকান্ত ॥ ৩১
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ক'রে সেই উপলক্ষী
তোমারে ঘটাব লক্ষ্মীশ্বরো।

ওহে সৃজন-সংহারি! নির্জ্জনে বাণিজ্য করি,
স্থির হও,—অধৈর্য্য ত্যাজ্য কর ॥ ৩২

সকল ঘটে ঘটে, ভাগ্যে মোক্ষ ঘটে, যোগ্যে বন্ধু ঘটে,
বিয়েয় আনন্দ ঘটে, প্রণয়ে প্রণয় ঘটে,
মমতায় মমতা ঘটে, শীলতায় মন ঘটে,
সম্পত্তে হেতু ঘটে, কুপথ্যে ব্যাধি ঘটে,
লালসে মূর্খ ঘটে, অলসে যাতনা ঘটে,
কলুষে বিষাদ ঘটে, ক্লেশে দৈন্য ঘটে,
বিবাদে দস্যু ঘটে, আবাদে শস্য ঘটে,
কুরাজ্যে কলঙ্ক ঘটে, সুকার্য্যে লক্ষ্মী ঘটে ॥ ৩৩

বাণিজ্য দেখ,—বাণিজ্যে লাভ, অল্প দাও হে অধিক লাভ,
দেখাই তোমায় ত্বরা করি।
ওহে নিকুঞ্জবিহারি হরি! হবে না তোমার হারি,
যদি হারি আমি হারি,—হরি ॥ ৩৪

বেহাগ—জৎ।

রাধার হৃদয়ের ধন। আজি বৃন্দাবনে।
কর হে বাণিজ্য-কার্য্য আজ দাসী-সনে ॥
আমার স্বীকার,—তোমায় সব সম্প্রদানে।
তুমি যে ধন দিবে,—সেই ইঙ্গিত নয়নে ॥

ইথে কি লাভ, বঁধু! ভাব দেখি মনে।
তোমায় স্থান দিয়া হৃদয়ে, আমি স্থান লব চরণে॥ (ঘ)

কালো-রূপে শ্রীমতীর বিরাগ।—

চন্দ্রাবলীর ভক্তি-যোগে বদ্ধ ভগবান।
বাসে তার বাস করি, বাসনা পূরান্॥ ৩৫
হেথা চন্দ্র-অস্তে চন্দ্রমুখী, সখী-সন্নিধানে।
সম্মান হারিয়ে কুঞ্জে বসিলেন মানে॥ ৩৬
বৃন্দেরে কন কমলিনী, রাগে যেন তপন।
আজি পণ করিয়াছি,—কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপন॥ ৩৭
গোপেরে গোপন করি, যারে করে ধরি।
প্রাণপণ করিয়া আলাপন-বাঞ্ছা করি॥ ৩৮
সকলি স্বপন, বৃন্দে! কেউ নয় আপন।
তখন কালার সঙ্গে কেন করি কাল-যাপন॥ ৩৯
কৃষ্ণ-রূপ দৃষ্ট আর ইষ্ট নই এ জন্মে।
সহচরি!—সহকারিণী হও যদি কর্ম্মে॥ ৪০
কালো মাত্র দরশনে রাগে অঙ্গ দ'য়।
ত্যাজ্য করি দেহ, বৃন্দে! কালো সমুদয়॥ ৪১
যতনে ঘুচাও যত কালো আভরণ।
মুছাইয়া দেহ, বৃন্দে! নয়নের অঞ্জন॥ ৪২

যে পথে ত্রিভঙ্গ,—কালো ভৃঙ্গে যেতে কহ।
কেশব-স্বরূপ কেশ মুড়াইয়া দেহ ॥ ৪৩
আঁখির শূল হলো শ্যামা-সখীর বদন!
শ্যামা যাউক,—যে পথে গিয়েছে শ্যামবরণ ॥ ৪৪
ঘুচাব অন্তরের কালো,—বিচ্ছেদ-আগুণ জ্বেলে।
দিব দণ্ড,—কুঞ্জে কালো কোকিল ডাকিলে ॥ ৪৫

* * *

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-কুঞ্জে গমন।

হেথায় রহস্য কথা শুনহ বিশেষে।
রাধানাথ রাধার কুঞ্জে চলিছে প্রত্যুষে ॥ ৪৬
ত্রিনেত্র-ধন পদ্মনেত্রে পথ মধ্যে দেখি।
রঙ্গে ভঙ্গে ত্রিভঙ্গে সুধান বৃন্দে সখী ॥ ৪৭
ভুবনমোহন হরি! হরিল লাবণ্য।
কৃষ্ণ হে! আজি দেখি কেন অধিক কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৪৮
এমন দরিদ্রে নারী ছিল ক্ষুধা-ভরে।
নিঙ্গুড়ে খেয়েছে সুধা,—শ্যাম-সুধাকরে ॥ ৪৯
চলে যেতে পায়ে লাগে, পড়িতেছ ভুমে!
কেন উঠে, কালাচাঁদ! এসেছো কাঁচা ঘুমে ॥ ৫০
ধিক্ ধিক্ প্রাণাধিক! বলিব কিমধিক্।
কাল নিশিতে হয়েছিলে কার প্রাণাধিক ॥ ৫১

রামকেলি—মধ্যমান।

বল হে নির্দ্দয়! নিশি কোথা বঞ্চিলে।
কোন্ ধনীর বাড়ালে ধ্বনি,
শ্যাম-ধনে ধনী করিলে॥
যার সনে কর্‌লে বিহার,
সে হারে নাই তুমিই হার্,
না দিলে চিন্তামণি-হার,
চিন্তামণি যার গলে॥ (ঙ)

বৃন্দে দূতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা।

বৃন্দে দূতীর বচনে, পদ্মলোচন-লোচনে,
ধারা বহে ধারাধর সম।
অকুল গণিয়া অতি, ব্যাকুল গোলোক-পতি,
কন বৃন্দে! উপায় কর মম॥ ৫২
না হয় ধরি রাধার পায়, ঘুচাবে না কি অনুপায়!
বড় যাতনা তনু পায়, চল গো সখি! চল।
দিবে উত্তর রাধিকে, হ'য়ে উত্তরসাধিকে,
তোমরা মাত্র এ দিকে, দুটা কথা ব'লো॥ ৫৩
বৃন্দে বলে,—কুমন্ত্রণা, করো না,—হবে যন্ত্রণা।
এক্ষণে রক্ষা হবে না, যে আগুন জ্বেলেছে।

গিয়া নিশি-প্রভাতে, পারিবে না নিভাতে,
কেবল শত্রু-সভাতে, হাসিবে শত্রু পাছে ॥ ৫৪
উদয় ক'রে দিনমণি, এসেছ হে গুণমণি !
এখন আর কি সে রমণী, ভুলাতে পারো ছলে ?
যদি কিছু কাল অগ্রসূচী, আসিতে হে জলদ-রুচি !
অরুচির মুখেতে রুচি, ঘটাতাম কৌশলে ॥ ৫৫
এখন তো শীঘ্র প্রণয়, হবে না,—হবার নয়,
ন্যূনকল্প আট নয় দিন্-তো ক্ষান্ত থাকি !
যে দুঃখ পেয়েছ বক্ষে, ঘুচাতে আঁধার কৃষ্ণ-পক্ষে,
কথা হবে না রক্ষে, মিছে বাঞ্ছা রাখ ॥ ৫৬
শুন হে সাধনের ধন ! এখন আর মিথ্যা সাধন !
মিছে করিবে সম্বোধন, কাল গত হয়েছে।
মানে না, হে কালাচাঁদ ! তরঙ্গে বালির বাঁধ,
বামনে ধরিতে চাঁদ, বাঞ্ছা করা মিছে ॥ ৫৭
পাবে যাতনা গেলে পরে, কোপ হয়েছে কালোপরে,
যাবে কিছু কাল পরে, রবে না হে সখা !
তুমি যদি দণ্ড চারি, মধ্যে হও দণ্ডধারী,
আমিত ঘটাতে নারি, প্যারী সঙ্গে দেখা ॥ ৫৮
কি করিব তোমার ফলে; মর্ম্ম-পীড়া কর্ম্ম-ফলে !
যা হউক বঁধু ! তোমায় ফলে, নির্ব্বোধ গণেছি।

ক'রে লাভ লোহা কিঞ্চিৎ, কাঞ্চনে হ'লে বঞ্চিত,
এমন পাপ সঞ্চিত, কেন কর্‌লে ছি ছি ॥ ৫৯
ত্যেজে রাধার কুঞ্জবন, কপালে এত বিড়ম্বন!
কার কথা ক'রে স্মরণ, ছার প্রেমে মজিলে!
ভুঞ্জে সুখ এক দণ্ড, সে যে যেন যমদণ্ড!
এমন কার্য্যে উদ্দণ্ড, কেন হয়েছিলে ॥ ৬০
তুমি রুদ্র-আরাধিত কৃষ্ণ, তোমার এমন ক্ষুদ্র দৃষ্ট,
রাধার সনে হৃদ্য নষ্ট, কর্‌লে বুঝেছি হে।
ওহে শ্যাম কমলাক্ষি! দাড়িম্ব দূরেতে রাখি,
মাখাল লয়ে মাখামাখি, রাখালেই করে হে ॥ ৬১
এখন কচ্চো যে বাসনা, মিথ্যা হবে উপাসনা,
ভাবো যারে—তার ভাবনা, ভাবিতে হয় অগ্র।
করি উদ্যোগ ভেঙ্গেছ ঘর, যোগাযোগ হওয়া দুষ্কর,
ভোগ বিনা রোগীর জ্বর, যাবে কেন শীঘ্র ॥ ৬২
তাতে ঘটেছে যে রস-যোগ, পাক বিনা যাবে না রোগ,
পুষ্টি নাড়ীতে মুষ্টি-যোগ, কর্‌লে কি গুণ ধরে?
এ রসে হে শ্যামধন! যেওনা রাধার অঙ্গন,
দিন আষ্টেক লঙ্ঘন, দিলে যদি সারে ॥ ৬৩
কাল্, বাতিকে নাড়ী ছিল বক্র, আজি নাহি বাতিকে ঐক্য,
কেবল দেখছি কফাধিক্য, তাতে হয়েছে মোহ।

বলছ দহে অঙ্গ-গ্রহ, কি করিব—তোমার গ্রহ!
এ গ্রহ করিলে সংগ্রহ, ত্যেজে রাধার গৃহ ॥ ৬৪
ক'রো না অন্য আহার মাত্র, আজি হে নন্দের পুত্র!
কেবল তুলসীপত্র, ব্যবস্থা তোমাকে।
ব'লে এই ভক্তি-বাণী, চক্রপাণির ধরি পাণি,
বলে বৃন্দে বিনোদিনী, বিনয়-পূর্ব্বকে ॥ ৬৫
তোমায়, যত বলি যতনের ধন! কিন্তু তোমার অযতন,
শুনিয়ে হৃদয়ে যাতন,—তার বাড়া কি আছে?
রাধার মান দুর্জ্জয়, যেও না,—হবে না জয়,
কেবল হবে পরাজয়, মান হারাবে পাছে ॥ ৬৬

সুরট—কাওয়ালী।

না রহিবে মান,—সে মানে।
ফিরে যাও হে কৃষ্ণ! নিজ মানে মানে।
না হেরি নয়নে কভু সে মান-সমান মান,
রাখিতে মান, মানা যদি হে মানো, সে মান বিদ্যমান,—
গেলে হবে হত-মান, মানসে রতন জ্ঞান, মানে মানে ॥(চ)

বৃন্দে বলে, ওহে কেশব! বনে এক দিন গোপী সব,
তব লাগি করে উৎসব, পুষ্প-চয়ন করি।

নারদের সঙ্গে, সখা! দৈবে বন-মধ্যে দেখা,
মুনির কথা মনে লেখা, করিলাম আজি হরি॥ ৬৭
হেসে বলিল তপোধন, হরি নন্দ-নন্দন,
তোমরা কি পূজা-বন্দন, করিলে গোপাঙ্গনা?
তারে নিগুর্ণ বাখানে বিজ্ঞ, অমানুষ অযোগ্য,
হেন জন-চরণ-যুগ্ম, কি জন্য অর্চ্চনা॥ ৬৮
তখন আমরা ব্রজ-রমণী, ভাবিলাম হে চিন্তামণি!
জন্ম-ক্ষেপা নারদ মুনি, ব'লে বল্‌লাম মন্দ।
আজি ব্রহ্মজ্ঞান হলো তাঁহারে, হরি! তোমার ব্যবহারে,
কণ্টক,—ভক্তির দ্বারে, পড়িল হে গোবিন্দ॥ ৬৯
তুমি নিগুর্ণ না হ'বে যদি, এমন নিগুর্ণ-ব্যাধি,
এ আগুণ হে গুণনিধি! গুণ থাকিলে জ্বলে।
তোমার মানুষের কর্ম্ম কৈ, অমানুষ তোমারে কই।
অযোগ্য আর তোমা বই, কেউ নাই ভূতলে॥ ৭০
চিন্তামণি কন অমনি, শুন হে ব্রজরমণি!
নারদ জ্ঞানীর শিরোমণি, বলেছেন যোগ্য।
আমি ত মানুষ নই, আমার যোগ্য আমি বই,—
কেউ নাই,—সেই হলাম সই! অমানুষ অযোগ্য॥ ৭১
আমি হে পুরুষোত্তম, সত্ত্ব রজ আর তম,
ত্রিগুণ অতীত মম, গুণ বেদে ধ্বনি।

মুনি জানিয়া চিকণ, আমারে নির্গুণ কন,
ত্রিগুণের গুণ-বর্ণন, শুন বৃন্দে ধনি ॥ ৭২
যাদের আশ্রয় সত্ত্ব, তাহাদেরই ক্রিয়া সত্য,
সংকর্ম্মের পায় সত্ত্ব, সত্বরেতে তরে।
রজোগুণ-বিশিষ্ট লোক, সুখাকাঙ্ক্ষী দুঃখ-শোক—
ভোগ করে পুণ্যপাতক, সংসার ভিতরে ॥ ৭৩
যাহার আশ্রয় তম, ত্যাজ্য তার সব উত্তম,
দস্যুকর্ম্মে প্রিয়তম, সে নর নারকী।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, রিপুতে মাতি সমূহ,
দস্যুকর্ম্ম মুহুর্মুহু, সে করে হে সখি ॥ ৭৪
বৃন্দে বলে,—তম গুণ, তবে তোমাতে দ্বিগুণ,
আমরা তো সকল গুণ, জানি হে গুণমণি!
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,—যুক্ত যেমন তব দেহ,
এমন আছে অন্য কেহ, নাহি দেখি শুনি ॥ ৭৫
ইন্দ্রিয়-দোষেতে কান্ত! তুমি যেমন কীর্ত্তিমন্ত,
ও বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত, না দেখি সংসারে।
লোকলজ্জা পরিহরি, ব্রজাঙ্গনার বসন হরি,
বৃক্ষেতে উঠেছ হরি! এমন কি আর কেউ পারে ॥ ৭৬
ক্রোধ যেমন তব চিত্তে, এত ক্রোধ কে পারে করতে,
স্ত্রীহত্যে গোহত্যে, গোকুলে হ'য়ে গেল।

লোভী যেমন তুমি কৃষ্ণ! এমন নাই কেহ অপকৃষ্ট,
রাখালের খাও উচ্ছিষ্ট, মিষ্ট হলেই হলো॥ ৭৭
গোপীর ঘরে যে সব কাণ্ড, ক্ষীর খেয়ে ভাঙ্গ ভাণ্ড,
ব্যবহার ব্রহ্মাণ্ড, হ'য়ে গেছে রাষ্ট্র।
পাক করিলেন গর্গ মুনি, লোভেতে না বর্গ মানি,
অগ্রভাগ খাও আপনি, করি ধর্ম্ম নষ্ট॥ ৭৮
তোমার তুল্য মোহই বা কার, বংশধর ষাটি হাজার,
পুত্র মরে সগর রাজার, শোক-সাগরে ডুবলো—না ম'রে।
একটা নারীর মানে এত শোক, শোক হলো প্রাণ-নাশক,
ছি ছি হাসিবে শত্রু-লোক, সূত্র শুনিলে পরে॥ ৭৯

সুরট—কাওয়ালী।

হে মদন-মোহন! এমন মোহ কার্!
অধিনী রমণী রাধার মানের দায়,
মানে না নয়নে শতধার॥
এত বিষন্ন কেন, যেমন আসন্ন, দীন দুঃখে;—
প্রসন্ন-বিহীন, শশি-বদন, শ্রীহীন হ'য়েছ শ্রীমধুসূদন!
আছ মরমে মরণ সম, সরমে দাসীর সনে—
এ হেন আলাপ কেবল, প্রলাপ তোমার॥ (ছ)

বিনয়ে বৃন্দের প্রতি কহিছেন কৃষ্ণ।
অন্য কথা ত্যজ, সখি! সহে না আর কষ্ট ॥ ৮০
যাই—যা হবে, তুমি একবার সঙ্গে আমার তিষ্ঠ।
ধ'রে পায়, ঘুচাব মান, এই করেছি ইষ্ট ॥ ৮১
বৃন্দে বলে, ছি ছি! একি বাঞ্ছা অপকৃষ্ট!
এই যে বল্‌লে, কৃষ্ণ! তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ! ৮২
মহীতলে মহিমে এখনি এবে নষ্ট!
ছি ছি নাথ! তুমি এমন আচরণ-ভ্রষ্ট ॥ ৮৩
নারীর মানে কেঁদে, যায় বা নয়নের দৃষ্ট।
দৃষ্টে কারু দেখি নাই এমন অদৃষ্ট ॥ ৮৪
তুমি বল্‌লে, আমায় ভজে নারদ বশিষ্ঠ।
এত হীন হবে কেন,—যে হেন বিশিষ্ট ॥ ৮৫
কৃষ্ণ কন, বিশিষ্টের এই তিন রটে।
ছোট বই বড় হয় না, কাহারো নিকটে ॥ ৮৬
লোকের কাছে তুচ্ছ হলেই, উচ্চ পদ পায়।
আপনাকে ভাবিলে উচ্চ, তুচ্ছ হ'য়ে যায় ॥ ৮৭
এই কি হীন কর্ম্ম,—রাধার চরণ শিরে ধরা?
অনন্ত রূপেতে, বৃন্দে! আমার শিরে,—ধরা ॥ ৮৮
হীন কর্ম্মে আমার, বৃন্দে! হীনতা কি রটে!
ছিদামের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, শ্রেষ্ঠ পদ ঘটে ॥ ৮৯

পতিতেরে দিয়ে স্থান, পেয়েছি পৌরুষ।
চণ্ডালে বলিয়ে মিতে, ত্রিজগতে যশ ॥ ৯০

আলিয়া— একতালা ৫০

সেই ত আমি জগত-মান্য হই !
কে নয় আশ্রিত চরণে, হীন আচরণে,
জগতের জীব ঝোরে মম গুণে,—
গোলোক ত্যেজে এসে বৃন্দাবনে,
বৃন্দে ! নন্দের বাধা মাথায় বই ॥
জান না হে বৃন্দে গোকুল-রমণি !
আমি চিন্তামণি, আমায় চিন্তে মুনি,
সুর-মণির শিরোমণি,—
হ'য়ে, ভৃগু-মুনির পদ হৃদে লই ॥ (জ)

বৃন্দে বলে ওহে হরি ! যদি তুচ্ছেরে আদর করি,—
উচ্চ-পদ হয়েছে তোমার।
তবে দাসীর কথা দয়াময় ! তুচ্ছ ক'রে যাওয়া নয়,
গেলে মান বাঁচান হবে ভার ॥ ৯১
কৃষ্ণ কন, তবে যাই বৃন্দে ! বৃন্দে কহে গোবিন্দে,
এসো গো তবে, বিলম্ব কিসের তরে।

শুনিয়া গোবিন্দ যান, পথে গিয়া করেন অনুমান,
'এসো গো' বল্‌লে বৃন্দে ! কেন মোরে ॥ ৯২
পুনঃ ফিরে গিয়া বৃন্দেরে কন, মৃদু ভাষে—ভাসে বদন,—
নয়নের নীরে।
"এসো গো" বল্‌লে—সেই ত আশা,
পূরাইতে পার আশা !
প্রাণের আশা নৈলে যায় দূরে ॥ ৯৩
কহে কথা বৃন্দে শুনে, যাই বল্‌লে কেউ বন্ধু-জনে,
বিদায় দেয় 'এসো'-বচনে,
আবার এলে কও কি স্বপন দেখে !
বোঝ নাই হে রসরায় ! যেতে বলেছি ইশারায়,
জেতে রহিত করি নাই হে তোমাকে ॥ ৯৪
শুনে কেঁদে শ্যামরায়, চলিলেন পুনরায়,
পথে পুনঃ করেন মন্ত্রণা।
জেতে রহিত করিনে, বল্‌লে কিসের কারণে,
ফিরে গিয়ে উচিত তত্ত্ব জানা ॥ ৯৫
আবার গিয়ে কন হরি, তুমি যে বল্‌লে সহচরি !
জেতে রহিত করিনে, সে কি তাহা শুনি।
সে কথা রহিল কই ! আমি জেতে রহিত হই,
জাতি কুল আমার কমলিনী ॥ ৯৬

যদি রহিত না কর জেতে, তবে কেন বল যেতে,
শুনে বৃন্দে, নিন্দা করি বলে।
যারা করে গোচারণ, তাদের অম্মনি আচরণ !
পূর্ব্বে বল্‌লে উত্তরেতে চলে ॥ ৯৭
ঘরে আর কি আমার কায নাই !
তোমার কাযে কায-কামাই,—
আর আমি অধিক ভুগ্‌তে নারি।
শুনে কন ব্রজরাজ, ঘরের কাযে কি কায !
পরের কায-টাই, পরের কাযে ধরি ॥ ৯৮
দূতী কয় শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে, যদি ঘরের কায নাই ব্যাখ্যে,
তবে মিছে তোমার পক্ষে রই !
তোমাতে প্রাণ-সমর্পণ, এ দাসীর আর কে আপন,
আছে হে গোবিন্দ ! তোমা বই ॥ ৯৯
তুমি কি আমার পর ? তোমা ভিন্ন পরাৎপর !
অপর সকলি পর বটে।
হইল শ্রীমুখের অনুমতি,
আর, তোমার কাযে রাখি না মতি,
বলো না কিছু আমার নিকটে ॥ ১০০
আর কেন কর মিনতি, তব চরণে করি প্রণতি,
পথ দেখ,—দাঁড়িয়ে কেন পথে ?

শুনে কৃষ্ণ যান ত্বরা, জল-ধরের জল-ধারা,—
নিবারণ না হয় নয়ন-পথে ॥ ১০১
পুনঃ এসে কন কমল-আঁখি, পথ দেখিতে বল্‌লে সখি!
তবে আমি পথ দেখিতে পারি!
যাব পথে কি প্রকার, দেখ্‌ছি ভুবন অন্ধকার!
নয়নের বারিধারা নিবারি ॥ ১০২

ললিত—ঝাঁপতাল।

কি রূপে পথ দেখি, তার পথ বলা মত বটে।
নয়ন-জলে পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে ॥
কি কাল-পথ-ভ্রমে চন্দ্রাবলী-কুঞ্জ-পথে গেলাম,
আমি আর হেরিব না সে মুখ, সুখ-পন্থা হারাইলাম,
প্রাণ-সংহারের পথ ঘটিল নিকটে।
আমার করিলি কি গতি, বিধি!
যে পথে মম গতি-বিধি, করি কি বিধি,—
সে পথে আজি কণ্টক ঘটে;—
কুপথে পড়িলে অন্ধ, তারে পথ দেখাতে হয়,
তাহে বৃন্দে হে! তোমার সনে নহে পথের পরিচয়,
দোসর হয়ে সোসর, সখি! কর সঙ্কটে ॥ (ঝ)

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার চরণ ধারণ।

করুণাময় মুখে ধনী, করুণাময় বচন শুনি,
করুণা জন্মিল কলেবরে।
শ্রীগোবিন্দে সহ করি, যায় বৃন্দে সহচরী,
যথায় কিশোরী মানভরে॥ ১০৩
দেখে মানের আড়ম্বর, পদে ধরেন পীতাম্বর,
পীতাম্বর গলে দিয়ে যতনে।
তবু না দেন ভঙ্গ মানে, না চান ত্রিভঙ্গ-পানে,
বামা হয়ে ত্যজেন বাম চরণে॥ ১০৪
কৃষ্ণ-ধনের অপমান, নিরখিয়ে বিদ্যমান,
অপ্রমাণ ক্রোধে বৃন্দে বলে।
যার মানে জগতে মান, তার উপরে এত মান,
মাণিক ফেলে জলে॥ ১০৫
হয়ে গোপকন্যে তোরা যত, মান্ধাতার বেটার এত,—
মান ছিল না!—মাগো! একি মান?
মান্ মূর্ত্তি করিয়ে, মাধবের মান হরিয়ে,
ব্রজময় করেছ ম্রিয়মাণ॥ ১০৬
মানে কেবল যাবে মান্, রবে না মান বর্ত্তমান,
চির দিন এ মান থাকে তো মানি।

যখন মানাস্তে জ্বলিছে দেহ,   মান-পত্র দিয়া দাহ,—
নিবারণ করো গো কমলিনি ॥ ১০৭
কিছু না সয় অতিশয় সর্ব্ব কর্ম্ম দূষ্য।
অতিশয় সাহসে মদনও হন ভস্ম ॥ ১০৮
অতিশয় ভারি হলে, রসাতল বিশ্ব।
অতিশয় প্রজার পাপে পৃথিবী হরে শস্য ॥ ১০৯
অতিশয় দর্পে লঙ্কায় হত হয় দশাস্য।
অতিশয় হাস্য হ'লে, রোদন অবশ্য ॥ ১১০
অতিশয় সন্তানে সগর-বংশ শূন্য।
অতিশয় গৌরবে গরুড়ের দর্প চূর্ণ ॥ ১১১
অতিশয় দানে বলির অপমান পূর্ণ।
অতিশয় মানে তোমার হবে মান শূন্য ॥ ১১২

খাম্বাজ—একতালা।

ছি! তোর মানের মান কি এত।
করলি সাধের শ্যামের মান হত ॥
যে গোবিন্দ-পদ, আপদের আপদ,
শঙ্করের সদা-সম্পদ, পদে যার ব্রহ্ম-পদ,
ঘটে,—সে তোর পদে প'ড়ে পদচ্যুত ॥

যে মাধব মুনিগণের শিরোমণি,
কণ্ঠ-ভূষণ তোমার নীলকান্ত-মণি,
রমণীর দায়ে সে মণি অমনি,
মণিহারা ফণীর মত॥ (ঐ)

মান-সাগরে মান-ভরে ভাসেন কমলিনী।
ত্যজিলেন নীলকমল অঙ্গে কমলনয়নী॥ ১১৩
কাতর কমলাকান্ত হৃদয়-কমলে।
রতন-কমল ভাসে, কমলাক্ষির জলে॥ ১১৪
রাধার শোকে রাধকুণ্ডের ধারে যান ত্বরায়।
পতিতপাবন হন পতিত ধরায়॥ ১১৫

* * *

রাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চিত্রা সখীর সাক্ষাৎ।

ভূতলে ভুবনের পতি নয়ন মুদিয়ে।
দৈবে চিত্রে সখী যায় সেই পথ দিয়ে॥ ১১৬
বিচিত্র দেখিয়া চিত্তে, চিত্রে চমৎকার।
ঘুচাইতে নারে চিত্রে, চিত্তের বিকার॥ ১১৭
চিত্রে কিছু স্থির করিবারে নারে।
চিত্রের পুতলি প্রায় চিত্রে চিতে হেরে॥ ১১৮

চিত্র বিচিত্র রেখা হেরি শ্যাম-গাত্রে।
জগতের চিত্ত-হরে সুধাতেছে চিত্রে॥ ১১৯
অন্য চিন্তা ঘুচাও, নাথ! করি চিত্ত শান্ত।
উচিত,—চিত্রেরে বলা চিত্তের বৃত্তান্ত॥ ১২০
ধরায় ব্যাকুল-চিত্ত কি পাপের তরে?
এমন প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, কে দিয়াছে তোমারে॥ ১২১
কালি ছিলাম মথুরার দিকে, না পাইয়া পার।
কিছু জানি না, ব্রজনাথ! ব্রজের সমাচার॥ ১২২
মরে যাই! সাধনের ধন! ধূলায় পড়ে সে কি?
বল হে মাধব! তোমার মা মরেছে না কি॥ ১২৩
সুবল-কুশল কিছু বল হে! করি দ্বন্দ্ব—
বলেছে কি গোবিন্দ! তোমায় নন্দ কিছু মন্দ॥ ১২৪
তার বাধা ব'য়ে, লয়ে যেতে দিয়েছিলে কি বাধা?
কি না, মান ক'রে ত্যজেছে তোমায়,
তোমার মনোমোহিনী রাধা॥ ১২৫
কহে গোকুল-রমণী, প্রাণ-চিন্তামণি!
কি জন্য অমনি, হয়েছ গুণমণি!
হারায়ে যেন মণি, বিব্রত হয় ফণী,
কেন প'ড়ে অবনী, চুরি ক'রে নবনী,
খেয়েছ, তাই নন্দরাণী, বলেছে কি মন্দবাণী?

কি গোকুলের গোপিনী, কি জানি কোন্ পাপিনী,
হয়ে কাল-সাপিনী, বলেছে কোন বাণী,
স্কন্ধে তুষ্ট বাণী, ধরে কার না জানি,
কি ভুবন-বন্দিনী, বৃকভানু-নন্দিনী,
তোমার প্রেমাধিনী, অসাধ্য-সাধিনী,
প্যারী বিনোদিনী, হরি-পরিবাদিনী,
মান করেছেন তিনি,
যে ধনে তুমি ধনী, হারায়ে সেই ধনী,
ত্যজে বংশীধ্বনি, পড়েছ ধরণী ॥ ১২৬

অহং—একতালা।

কর এ কি রঙ্গ !
ধরা-শয়নে, ধারা নয়নে,—
আজি এমন কেন, রসভঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ !
কি লাগি উদাসী,—বল না দাসীরে,
বিগলিত কেন শিখিপুচ্ছ শিরে,—
শোভে কি হে শ্যাম-অঙ্গ !
বংশীধর ! কেন বংশী ধরণীতে,—
ত্যেজে রাধা-গুণ-প্রসঙ্গ ॥
কেন না হেরি কেশব, প্রাণাধিক-রব,
সখা হে ! সখা-সঙ্গ !

কি লাগি খেদিত, না হয় বিদিত,

কি ভাব উদিত, কেন হে মুদিত,—

ক'রে যুগল অপাঙ্গ॥

কিসে মর্ম্মে ব্যথা, কও না ডাকিলে কথা!

মাধব। আমি কি হে বৈরঙ্গ॥ (ট)

শ্রীরাধিকার নিকট চিত্রা সখীর গমন।

না কন কথা পরাৎপর, সখীরে লাগে ফাঁফর,

তার পর অপর বচনে।

শুনিলেন বি-বরণ, রাই-বিরহে শ্যাম-বরণ,

বিবরণ হয়ে ধরাসনে॥ ১২৭

অমনি করতে বিধান, রাই-সন্নিধানে যান,

বলে, চিত্রে এ আর কেমন!

কি করেছ মরি হায়! রাই শ্যামধনে বুঝি হারায়,

শ্যাম গেলে কিসের বৃন্দাবন॥ ১২৮

কেঁদে কেঁদে চক্ষে জল, পড়েছে মরি কি জঞ্জাল!

চক্ষু হারায় বুঝি হরি!

যদি হৃদয়ে গিয়া হও উদয়, রাই! তুমি তার চন্দ্রোদয়,

খাটে না অন্য চন্দ্রোদয়ের বড়ি॥ ১২৯

ব্যাধির চিকিৎসা।

কারু বাক্যে না দেয় সায়, বুঝি কণ্ঠ,—পিপাসায়,

রোধ হয়েছে,—বিরহ-কফজ্বরে।

বিনে তব প্রেমবারি, সে তৃষ্ণা কিসে নিবারি!

দেহ শীঘ্র সেই জল,—কফ-জ্বরে॥ ১৬০

পীতবাস বড় তাপিত, দেখিলাম উদর স্ফীত,

উদরী,—সন্দেহ তাতে নাই!

হয় বা বঁধুর প্রাণদণ্ড, পথ্য তাতে মান-খণ্ড,

হয়েছে,—ওগো রাই॥ ১৬১

আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র মান চূর্ণ ক'রে,

অগ্রে দাও,—আর কথা পশ্চাতে।

দেখিলাম তোমার শ্যামবরণ, হয়েছেন পাণ্ডু-বরণ,

যে বর্ণ ঘটায় সর্পাঘাতে॥ ১৬২

দংশিয়াছে যেই ফণী, মণি-মন্ত্রে চিন্তামণি,—

সে বিষে নিস্তার নাহি পান।

তবে প্রেমামৃত পান,—বিনে কৃষ্ণ প্রাণ পান,—

এমন তো করিনে অনুমান॥ ১৬৩

রাগেশ্রী—কাওয়ালী।

সে বিনে শ্যাম কিসে তরে!
রাধে! আজি গো ধরেছে তব শ্রীধরে,—
তব বিচ্ছেদ-বিষধরে॥
বুঝি হারায় জীবন, সাধের ব্রজের জীবন,
হেরি তার আকার দেখে এলাম আমি,
শ্যাম-অঙ্গে যে বিকার হলো,—
গোকুলে অন্ধকার, বিনে তব অঙ্গীকার,
আর সাধ্য কার, সে বিকার প্রতিকার করে॥ (ঠ)

শ্রীকৃষ্ণের যোগি-বেশ ধারণ।

হেথা কিঞ্চিৎ পরে চেতন, পাইয়ে নীলরতন,
অমনি করিয়ে যতন, যান বৃন্দে-পাশে।
হতে হলো উদ্যোগী, আমারে সাজাও যোগী,
বাঁচাও হয়ে মনোযোগী, মনের হুতাশে॥ ১৩৪
বলিবো গিয়া প্রেমদারে, থাকি তীর্থ হরিদ্বারে,
ছল করে কুঞ্জের দ্বারে, লব দান মান-ভিক্ষা হে।
শুনে বৃন্দে উঠে শিহরি, বলে,—কি বল্‌লে হরি!
দেহ হৈতে প্রাণ হরি, লও যে কথায় হে॥ ১৩৫

কেমনে কক্ষে দেই বাকল, মনে কর্‌তে প্রাণ বিকল,
দাসী হতে এ সকল, কেমনে শোভা পায় হে।
যে গলে মালতীর হার, পরিয়ে করি পরিহার!
ম'রে যাই কেমনে হাড়,-মালা দিব গলায় হে॥ ১৩৬
যাতে মগ্ন গোকুলবাসী, কর-শোভাকর মোহন-বাঁশী,
বাঁশীর ধ্বনি ভাল বাসি, দাসী হয়েছি যায় হে।
তাতে সাজাব শিঙ্গা ডম্বুরে, ডাকিবে তুমি শম্ভুরে,
থাকিবে দুঃখ সম্বরে, কেমনে গোপীকায় হে॥ ১৩৭
শুনে কেমন করে বক্ষ, করে দিব রুদ্রাক্ষ!
ধুতুরা করিতে ভক্ষ্য, দিব শ্যাম! তোমায় হে।
আমাদের পরমার্থ, ঘুচাইবে পদ্মনেত্র!
চন্দন তুলসীপত্র, লবে না আজি পায় হে॥ ১৩৮
কি অশুভ চন্দ্র, তব হে গোকুলচন্দ্র!
পদ-নখে পতিত চন্দ্র, যার হায় হায় হে!
চাঁদকে দিব কপালে তুলে, চাঁদ তো হবে কপালে,
এত ভোগ তব কপালে, ছিল শ্যাম-রায় হে॥ ১৩৯
কি কথা বল্‌লে দাসীরে, কি বলিবে ব্রজবাসীরে,
কি শোভা শিখি-পুচ্ছ-শিরে, রাধা-নাম লেখায় হে।
তাতে দিলে জটাভার, কে লবে এমন ভার!
এত নয় ভাল ব্যাভার, ভার হলো আমায় হে॥ ১৪০

অলকা-তিলকাবৃত, শ্রীঅঙ্গ কত শোভিত !
মুছাতে মন তাপিত, মরি মমতায় হে !
এ সব কর্ম্ম দুষ্যত, অপরাধ ঘটিবে শত,
আর এক কর্ম্ম বিশেষত, দাসীর করা দায় হে ॥ ১৪১

খট্ট—একতালা।

যাতে ক্ষীর সর, হে গোকুলেশ্বর ! নন্দরাণী দেয় আনন্দে।
আমি দাসী হ'য়ে এমন দুষ্কর্ম্ম করিব কিরূপ,
ওহে বিশ্বরূপ ! দিব ভস্ম মেখে তোমার বদন-চন্দ্রে ॥
আমি তোমার, হে গোবিন্দ গোলোকবাসি !
চরম-কালের ধন ঐ চরণ ভাল বাসি,
বৃন্দাবনে বৃন্দে তোমারই দাসী,
দিতে চন্দন তুলসী, পদারবিন্দে ॥
তুমি হে গোবিন্দ ! যশোমতীর কোলে,
যে মুখ-মণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ড দেখালে,
পুনর্জ্জন্ম-নাস্তি যে মুখ হেরিলে,
জীবের মুক্তি ঘটে ভবের ফান্দে ॥ (ভ)

শুনে কন বৃন্দেরে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে।
সাজাও যোগী, দহে প্রাণ, সহে না অপেক্ষে ॥ ১৪২

বিষ-দান বিধান, দূতি! নাই বটে ত্রৈলোক্যে।
বিকার-কালেতে দিলে হয় প্রাণ-রক্ষে ॥ ১৪৩
শুনে বৃন্দে পাষাণ বাঁধিয়া নিজ বক্ষে।
পরায় ত্রৈলোক্য-নাথে ব্যাঘ্রছাল কক্ষে ॥ ১৪৪
ছল ক'রে হরিতে যান, রাধার সমক্ষে।
মাধব মদনকুঞ্জে মান মনোদুঃখে ॥ ১৪৫
পথ-মাঝে বিশখা সখী দেখে পদ্মচক্ষে।
ত্রিভঙ্গেরে রঙ্গিনী কহিছে ব্যঙ্গ-বাক্যে ॥ ১৪৬
যোগী কি উদ্যোগী?—কোন কার্য্য উপলক্ষে।
চেন-চেন করিছে যেন চক্ষেতে নিরীক্ষে ॥ ১৪৭
তুমি সেই নও, আসিয়ে এক দিন, কমলিনীর বিপক্ষে।
বসন লয়ে উঠেছিলে কদম্বের বৃক্ষে ॥ ১৪৮
ধর্ম্ম-হীনে যোগ-ধর্ম্ম কে দিয়েছে শিক্ষে।
তোমার কপট-সকল হে হয়েছে পরীক্ষে ॥ ১৪৯
কেহ নাই আর ভণ্ডযোগী তোমার অপেক্ষে।
এক মন্ত্র ত্যাগ ক'রে, আর মন্ত্র দীক্ষে ॥ ১৫০
মুক্ত-পুরুষ হয়ে, জানাও লোকের কাছে ব্যাখ্যে।
নিকটে তোমার সংসার জানে সুর যক্ষে ॥ ১৫১
তোমার দোষ নাই হে! এত পরিবার যে রক্ষে।
তার কি আর চলে, ক'রে এক বাড়ীতে ভিক্ষে ॥ ১৫২

কিন্তু ঘুচিল সব পরিবার একবারকার দুর্ভিক্ষে।
ছেড়েছেন লক্ষ্মী অনাচার-উপলক্ষে॥ ১৫৩
ব্যঙ্গ ত্যজি ভক্তি-ছলে সুধায় গোপকে।
হরি হে! এমন কর্ম্ম করলে কোন্ ব্যাপিকে॥ ১৫৪
আবার কোন্ ছার-কপালী ছাই দিয়েছে মেখে।
ছাই দিয়ে কি তোমার অঙ্গের জ্যোতি রাখ্‌বে ঢেকে॥ ১৫৫
সখা হে! গরুড়ের পাখা ঢাকিতে পারে কি কাকে।
বজ্রাঘাতের ঘোর শব্দ,—ঢাকে কখন ঢাকে॥ ১৫৬
জগবন্ধু! তুমিই জগতের আচ্ছাদক।
তোমারি ঢাকেতে ঢাকে ভূলোক ভবলোক॥ ১৫৭
তোমারি ঢাকেতে আছে পাতাল স্বর্গ-ভূমি।
ব্রহ্মা-পুরন্দর-শিবকে ঢেকে রেখেছ তুমি॥ ১৫৮
ছি ছি কি লজ্জার কথা,—ভয় নাই কি নিন্দে।
তোমায় ঢাকৃতে সাধ করেছেন গোপী-রমণী-বৃন্দে॥ ১৫৯
হাস্য কথা,—ভস্মেতে ঢাকিবেন কাল-শশী।
আকাশে বসন দিয়া, দিনে করিবেন নিশি॥ ১৬০
সর্প-দর্প ঢাকিতে বাসনা ভেক-দলে।
দাবানল নিবাতে বাঞ্ছা কুশাগ্রের জলে॥ ১৬১
তোমারে ঢাকিতে নাথ! কি অন্যের অধিকারো।
মায়া ক'রে আপনারে আপনি ঢাকৃতে পারো॥ ১৬২

তা তো হয় নাই, চিহ্ন আছে নানামতে।
ভুলেছ সকল মায়া, রাধার মায়াতে॥ ১৬৩
বিশেষ, গোপী প্রতি, চক্রপাণি! চক্র করা ভার।
শ্রীঅঙ্গের বক্রভাব চিহ্ন গোপীকার॥ ১৬৪
কিছু অগোচর গোপীর নাই হে চিন্তামণি!
হৃদয়ে ভাবি তিলে তিলে, তিলটী শুদ্ধ চিনি॥ ১৬৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সুধু ঢাকে রজত-বরণে! হে ত্রিভঙ্গ! রঙ্গ কর কেনে॥
চিন্‌তে পেরেছি, ভব-চিন্তাহারি!
অপাঙ্গে দেখে বাঁকা অপাঙ্গ,
তব ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চরণে॥
দুঃখে নয়ন-সলিল হৃদয়ে পতন,
হৃদয়ের ভস্ম হয়েছে মোচন,
ঐ যে দেখা, যায় হে সখা! ভৃগু মুনির পদ-রেখা,
যায় কি রাখা গোপিকারে গোপনে॥ (ঢ)

যোগি-বেশে শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুঞ্জে গমন—যুগল-মিলন।

সঙ্গে ল'য়ে শ্যাম-সখা, আনন্দে ভুলে বিশখা,
কাব্য দেখিবারে সাধ মনে।

সাজাইয়া যোগি-বেশ, চলে বৃন্দে হয় প্রবেশ,—

অগ্রে গিয়া প্যারী-কুঞ্জবনে ॥ ১৬৬

দ্বারে কৃষ্ণ উপনীত, যেমন যোগীর নীত,

রাম-রাম শব্দ অবিরত।

শুনে স্বর্ণ-কটরায়, তণ্ডুল ল'য়ে ত্বরায়,

বৃন্দে বহির্দ্বারে যায় দ্রুত ॥ ১৬৭

কহিছেন শ্রীনিবাস, রাজনন্দিনীর বাস,

এসেছি হে সেই ভিক্ষার তরে!

প্রতিজ্ঞা করেন রাই, তবে আজি ভিক্ষা চাই,

না দেন,—যাইব অন্য দ্বারে ॥ ১৬৮

শুনে বৃন্দে রসিকতা, বলে, আই মা! সে কি কথা!

এ কথায় তো গৃহী অপারক।

অতিথির ধর্ম্ম নয়, ধন্না দিয়ে ভিক্ষা লয়,—

জন্মে ইথে উভয়ের নরক ॥ ১৬৯

কথা হচ্চে ব্যতিক্রম, ঘরে নাই পুরুষোত্তম,

পুরুষ থাক্‌লে হতো একটা যুক্তি।

তুমি যদি রাধাকে বল, যোগিনী হয়ে সঙ্গে চল,

সতীর কেমনে হবে শক্তি ॥ ১৭০

এমন পাঠ তো কোন কালে পড়ে না যোগীতে।

তত্ত্ব-কথায় মত্ত যোগী, যোগীর পাঠ গীতে ॥ ১৭১

তারা তো সংসারের জ্বালা এড়ায় ভূমিতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভিক্ষা কেন যাবে মাগিতে॥ ১৭২
তাদের পরিণাম-চিন্তা, মত্ত হরিনাম-সঙ্গীতে।
কুপথে না যায়, না মিশায় কু-সঙ্গীতে॥ ১৭৩
তোমাকে যোগীর মত লাগে না কিছু আকার-ইঙ্গিতে।
কেমন-কেমন লাগিছে যেন নয়ন-ভঙ্গিতে॥ ১৭৪
তখন বৃন্দে গিয়ে কয় রাধায়, কি মন্ত্রণা এ বিধায়,
হবে রাই! বিপাক-পরিপাকে।
নাম বটে প্রাণাধিক, ধর্ম্ম হয়েছেন ততোধিক,
সে ধর্ম্ম যায় অতিথি-বৈমুখে॥ ১৭৫
তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, কি জানি হবে দুষ্কর,
না জানি কি চায় ভিক্ষা-ছলে।
এসেছে কি কাল অতিথ, আর করা নয় কালাতীত,
কালাচাঁদকে ডাক্‌তে হয় এ কালে॥ ১৭৬
বৃন্দের প্রতি অনুমতি, অমনি দেন শ্রীমতী,
শ্রীপতিরে আনিবার তরে।
বৃন্দে ক'রে অন্বেষণ, বলে রাই! পীতবসন,—
পেলেম না তিন ভুবন-ভিতরে॥ ১৭৭
অদর্শন জন্য হরি, কাঁপে অঙ্গ থর-হরি,
হরিল চেতন হরি-শোকে।

মাধবের অন্বেষণে, বসিলেন যোগাসনে,—
বিশ্বজনবন্দিনী রাধিকে ॥ ১৭৮
দেখেন যোগি-বেশ ধরি, যোগীন্দ্র-বন্দিত হরি,
দ্বারে আমার মান-ভিক্ষার তরে।
চক্ষু করি উন্মীলন, অমনি বাঞ্ছা মিলন,—
হরে মন হেরে মনোহরে ॥ ১৭৯
কাঁদেন মান পরিহরি, শ্রীমান্ কৃষ্ণেরে হেরি,
বি-মান ঘুচিল মনোমাঝে।
রত্ন-সিংহাসনে শ্যামে, বসায়ে বৈসেন বামে,
কি আনন্দময় হয় ব্রজে ॥ ১৮০

কং

লা —কতালা।

কি শোভা রে কুঞ্জে রা[illegible]-শ্রীগোবিন্দ।
নবঘন-পাশে যেন উদয় হলো রাকাচন্দ্র ॥
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ।
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ ॥
ডাকিছেন সুধাংশুমুখী, শ্যাম এলো, আয় শ্যামা সখি!
শ্যাম,—শোকে অসুখী হ'য়ে, বলিছি তোয় মন্দ।
ডাকেন শুকে, নাচ রে সুখে! সুখের সময় কি আর সন্ধ!
মধুকর ধ্বনি ক'রে, পান করে মকরন্দ ॥ (ণ)

শ্রীশ্রীরাধার মানভঞ্জন ও বিদেশিনী হইয়া মিলন।

পায়ে ধরিয়াও শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাকে শ্রীমতীর নিকট যাইতে বলিতেছেন,—
অভিপ্রায়,—বৃন্দা শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিয়া দিবেন।

ক'র্‌তে রাধার মানভঙ্গ, নিজ মান ত্যজে ত্রিভঙ্গ,
ধরেন পায়,—উপায়-শূন্য দেখি।
কেঁদে বৃন্দাবন-পতি, যান য[illegible] দূতী,
কহেন,—কি [illegible]র বল স[illegible] ॥ ১
পেলেম না সে প্রেমদায়, পায়ে ধর্‌লাম প্রেম-দায়,
এমন দায় জন্মে হয় নাই!
প্যারী বিনে প্রাণ পারিনে রাখ্‌তে,
গৌণ করো না প্রাণ থাক্‌তে,
হে বৃন্দে! যদি প্রাণ পাই ॥ ২
বৃন্দে বলে, সে কি কথা! সাধনের ধন তুমি যথা,—
মান হারিয়ে কেঁদে এলে শ্রীকান্ত!

(হাঁ হে,) তোমা হতে কি আমি মানী ?
ও কথা কি আমি মানি ?
আমার মান রেখে রাই মানে হবেন ক্ষান্ত ॥ ৩

শ্রীরাধার যে অদ্য মান, যে যাবে তাঁর বিদ্যমান,
সদ্য মান অমনি তার যাবে।
যান যদি পুরোহিত, হবেন যেতে-মাত্র জেতে রহিত,
গুরু গেলে পর গুরুদণ্ড হবে ॥ ৪

রাধে যেরূপ আছেন কুপিতে,এখন সেখানে গেলে পিতে,
পিতৃপিণ্ড দেন বুঝি অমনি।
যদি মাতা গিয়া দেন উপদেশ, মাতার মাথার কেশ,
মুড়াইয়া দেন কমলিনী ॥ ৫

এখন সেখানে গেলে জ্যেঠা, অপমানের শেষ যেটা,—
জ্যেঠার ভাগ্যে ঘটে অনায়াসে।
মান থাকে না গেলে পিসির, মাসীর থাকে না শির,
এ দাসীর থাকিবে মান কিসে ॥ ৬

বিরহ-জ্বালা ক'রে সহ্য, থাকো দুদিন হয়ে ধৈর্য্য,
কদিন থাকিবে মান ক'রে মানিনী।
তপ্ত জলে পোড়ে না ঘর, জলে কি পচে পাথর,
কাতর হইও না গুণমণি ॥ ৭

এ কথা শুনিয়ে তখন, বৃন্দেরে বিনয়ে কন,
আঁখির জলে ভেসে কমল-আঁখি।
দুদিন থাক্‌তে বলিছো, সই। থাকিবার লক্ষণ কই!
ওহে সখি! আমিতো বলি থাকি॥ ৮

সুরট-মল্লার—যৎ।

বল বৃন্দে হে! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ!
সখি হা-রাই ব'লে হারাই জীবন, দাঁড়াই কার কাছে সই!
আর সহে না বিচ্ছেদ-ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রসময়ী!
বৃন্দে হে! কোন প্রকারে, বাঁচাও এ বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখাতে পথ অন্ধকারে, কে আছে আর তোমা বই॥
ওহে, রাই-কুঞ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি,
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, লয়ে গেল মোরে সই!
যার নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি,
যার জন্য গোলোক ত্যজি, নন্দের বাধা মাথায় বই॥ (ক)

বৃন্দে বলে, হে শ্যামরায়! বিচ্ছেদে লোক প্রাণ হারায়,
এ কথা শুনি নাই কোন কালে।

কাল্ যখন হে ব্রজেশ্বর! হেনেছিলে বিচ্ছেদ-শর,
কমলিনীর হৃদয়-কমলে ॥ ৯

এখন ত তোমার দশ— ইন্দ্রিয় রয়েছে বশ,
দাঁড়িয়ে কথা কহিছো বংশীধারী!
রাধার প্রাণটা কণ্ঠায় উঠেছিল, হেমাঙ্গী হিমাঙ্গী হলো,
ভুলেছিল জ্ঞান,—মূলে ছিল না নাড়ী ॥ ১০

আমরা কিরূপে বিপদে তরি, ডেকে আনিলাম ধন্বন্তরি,
তিনি বিধিমতে দিলেন ঔষধি।
অপার দেখিয়ে রোগ, শেষে হলেন অপরাগ,
বৈতরণী করতে দেন বিধি ॥ ১১

শয্যা হইতে রাইকে তুলে, রেখেছিলাম তুলসী-মূলে,
মরিবার কথা ছিল তখনি।
অতেব, বিচ্ছেদে কেউ মরে না নাথ!
যখন শ্যাম-বিরহ-সন্নিপাত,
সামলে উঠেছেন কমলিনী ॥ ১২

এই কথা ব'লে গোবিন্দে, ঈষৎ হাসিলেন বৃন্দে,
কৃষ্ণ কন শুন রসময়ি!
এমন সময়ে যে হাসিলে, সই! আমি কেমনে পরাণে সই,
প্রেমের বিষয় যে সই করলে সই ॥ ১৩

শুনি দূতী কন কান্তে,হাঁ হে! তুমি কি আমারে বল কাঁদতে,
কাঁদে,—যাদের ঘটে থাকে না বুদ্ধি।
কেঁদে কেবল রিপু হাসায়, দুঃখ যায় না— চক্ষু যায়,
কাঁদিলে কেবল কান্নার হয় বৃদ্ধি॥ ১৪
বলেছেন তা সদানন্দ, যার শরীরে সদানন্দ,
আনন্দ-নগরে অন্তে যায়।
যে কেঁদে কেঁদে কাটায় কাল, তার থাকে না পরকাল,
অন্ত-কালে কালে ধরে তায়॥ ১৫
আমরা কি ধন-শোকে কাঁদিব কানাই!
যে ধন ধনপতির ভাণ্ডারে নাই,
যে ধন এখন নাই রত্নাকরে।
যে ধন ধ্যানে পান না হর, বিধি-হরের মনোহর,
আট প্রহর বিরাজেন আমাদের ঘরে॥ ১৬
গোপীদের সুখ দেখে শোকে, সদাশিব রন সদাসুখে,
মুখ দেখাতে নারেন চতুর্ম্মুখ।
আমরা, সাধে কি হাসি হে নাগর!
উথলে উঠেছে সুখের সাগর,
আমাদের গায়ে ধরে না,—গাঁয়ে ধরে না সুখ॥১৭
ছিল অঙ্গ-দেবী দাঁড়িয়ে তথা, হেসে শ্যামকে বল্‌ছে কথা,
এখন হাসি উচিত নয় কর্ম্ম।

কিন্তু আমরা, নব-যৌবন যত নারী,
আমরা হাসি রাখ্‌তে নারি,
হাসিটে কেবল যৌবনের ধর্ম্ম ॥ ১৮
আপনার অঙ্গ আপনি দেখে, ওহে বন্ধু! কোথা থেকে,—
পোড়া-কপালে হাসি এসে ধরে।
হাসির জন্যে শক্র হাসে, যষ্টি দিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে,
পতি কত প্রহার করেছেন ঘরে ॥ ১৯
ননদিনী ক'রে রাগ, ক'রে দিয়েছেন পৃষ্ঠে দাগ,
তবু ত হাসি ভুলিতে নারিলাম।
বয়েস-দোষে সহজে হাসি, তাতে যুটিল তোমার বাঁশী,
ভাসাভাসি তাই হলো হে শ্যাম ॥ ২০
এই রূপে হতেছে রস, দূতী কিন্তু মনে বিরস,
রসময়ের অসময় জেনে।
কর্‌তে রাইকে অনুযোগ, মান ভেঙ্গে কর্‌তে যোগ,
সেই সুযোগে চলেন কুঞ্জবনে ॥ ২১

* * *

কালো-রূপে শ্রীমতীর ক্রোধ।

হেথা কেঁদে আসিছে শ্যামা সখী, বৃন্দে পথমধ্যে দেখি,
বলে,—শ্যামা! কাঁদছিস কেন সই!

শ্যামা বলে, ওগো বৃন্দে! শ্রীরাধার পদারবিন্দে,
আমি ত কোন অপরাধী নই ॥ ২২
দ্বেষ করে আজি কালোর উপরে,
কালো-রূপ না চক্ষে হেরে,
দেশ-ছাড়া করে দিয়েছেন দেশের কালো।
ছিল কালো কোকিল পিঞ্জরে, কুঞ্জরগামিনী তারে,—
কুঞ্জের বাহির ক'রে দিল ॥ ২৩
ছিল যত ভৃঙ্গকুল, তারা, না পেয়ে অনুকূলে কুল,
হয়ে আকুল গোকুল ছাড়ে তারা।
শ্যামাঙ্গিনী সখী দেখে, কত মন্দ ব'লে আমাকে,
চন্দ্রমুখী কর্‌লে চরণ-ছাড়া ॥ ২৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

নারী—শ্যামা অঙ্গ যার, সে ত সামান্যে ধনী।
শ্যামা যেমন দৈত্যকুলে বামা,
তেম্‌নি শ্যামারে হলেন আজি শ্যাম-মোহিনী ॥
প্যারী জ্বেলে দিল যে অনল চিতে,
ওগো বৃন্দে! আমার বাসনা—নাই,
তা জানাই,—কুঞ্জে গেলাম না বঞ্চিতে,
অমূল্য ধন রাধার চরণে বঞ্চিত,—হলাম সজনী ॥

অঙ্গ দেখে আমার সদা অঙ্গ জ্বলে,
চল্‌লাম আমি দিতে কালো জলে,
সই! কত সই,—
আমি গৌরাঙ্গী হইলে, দাসী ব'লে,
চরণ-কমলে স্থান দিতেন রাই-কমলিনী ॥ (খ)

কালো-রূপ মন্দ কি ভাল।

যে নারীদের কালো-বরণ, তাদের কেন হয় না মরণ,
সংসারেতে কি সুখেতে থাকে!
তাদের মা বাপে মরে ভাবিয়ে,
কালো মেয়ে কেউ করে না বিয়ে,
ঘুষ না দিলে ভাগ্যবন্ত লোকে ॥ ২৫
কেউ লয় না সমাদরে, অল্প দরে অনাদরে,
কলে কৌশলে বিকায় কালো।
ঘৃণা ক'রে কেউ দেখে না চক্ষে,
এই ভূলোকে কালো-গুলোকে,
কাল্ হয়ে বিধাতা গড়েছিল ॥ ২৬
তবে, যারা জেতে হীন হীনগোত্র, অথবা প্রাচীন পাত্র,
তারাই মাত্র কালো-মেয়ে লয়।

তারা যায় না সুখের পক্ষে, কোন রূপে বংশ-রক্ষে,
কালো গৌর একটা হ'লিই হয়॥ ২৭

দুখের কথা বলিব কায়, দেখিলে নারীর কালো গায়,
মুখ বাঁকায় সবাই ব্যঙ্গ করি।
কালো মেয়েটা কর্‌লে বরণ, অপমানটা অসাধারণ,
আমার ঘটেছে তেমন, শুন গো সহচরি॥ ২৮

শ্যামা বল্‌ছে হয়ে কাতরা, শ্যামার অঙ্গ ধ'রে ত্বরা,
লোচন মুছান বস্ত্রে করি।
দম্ভ করি কহে বৃন্দে, কালো মেয়েকে করে নিন্দে,
কার বাপের সাধ্য সহচরি॥ ২৯

গোরোরি গৌরব করে লোকে,
কালো কি পথে পড়ে থাকে।
বিচার কর্‌লে কালোর গৌরব বেশী।
যে বোঝে—সে গুণ গায়, গহনা মানায় কালো গায়,
কালো মেয়ে যেন মুক্তকেশী॥ ৩০

পতি বড় থাকেন তৃপ্ত, শ্যামাঙ্গিনী শীতে তপ্ত,
গ্রীষ্মেতে শীতল হয় অতি।
শুনেছি বৈদ্যের ধামে, শ্যামাঙ্গিনী নারীর ঘামে,
হিমসাগর তৈলের উৎপত্তি॥ ৩১

কালো কালো যত যুবতী, তাদের মুখের জ্যোতি,
চিরকালটা এক ভাবেতেই রয়।
অর্থাৎ তাদের মুখ পাকে না, গৌরাঙ্গদের তা থাকে না,
যৌবন গেলেই, বদন বিগড়ে যায়॥ ৩২
কালো কালো বৈষ্ণবী গুলি, তাদের নাকে রসকলি,
মানায় যেমন,—গোরোতে তা হয় না!
সর্ব্বদা দেখিলে কালো, চক্ষের জ্যোতি থাকে ভাল,
কালো কেশ নইলে শোভা পায় না॥ ৩৩
কালো বিধাতার ভাল সৃষ্টি,
কালো কোকিলের স্বর মিষ্টি,
বৃষ্টি হয় না—কালো মেঘ বিনে।
কালো তারা যার নাই লো সখি!
সে ধনীর নাম বিড়াল-চোখী,
গোরো হলেও সুখ থাকে না মনে॥ ৩৪
কালি দিয়ে পুরাণ-লেখা, সকলি তো কালি-মাখা,
যন্ত্রপুষ্প কালো অপরাজিতে।
নয়নের ভূষণ কাজল, জলের ব্যাখ্যা কালো জল,
কালো কমলে দেবী বড় তুষ্টিতে॥ ৩৫
দাঁতির ব্যাখ্যা মিশকালি, যাতে তুষ্ট হন কালী,
কালো ইক্ষুর গুণ লিখেছেন বৈদ্য।

আর এক দেখ কালোর মান, মহাকালের বিদ্যমান,
কালো রূপেতে তিনি বড় বাধ্য॥ ৩৬

বাগেশ্বরী-বাহার—কাওয়ালী।

সই! কালো-রূপে সদা হরের মন হরে।
প্রাণ-সই রে! গৌরাঙ্গী হ'য়ে যখন, হরের ভবনে রন,
হররাণী পূজা করেন হরে,—
আবার শ্যামাঙ্গী যখন, তখন হরের হৃদে বিহরে॥
রাধার হরে মনের কালো, কালো-নিধি চিকণ চির-কাল,
কালো,—কাল নিবারণ করে॥
ধিক ধিক ধিক জ্ঞানে, ধিক সে মানীর মানে,—
ধিক প্রাণে ধিক তার অন্তরে,—
কালো-মাণিক ত্যজিয়ে রাধে,
মান লয়ে কাল-হরে॥ (গ)

বৃন্দার রাই-কুঞ্জে গমন,—শ্রীমতীকে ভং'সনা,—শ্রীমতীর উত্তর।

শ্যামা সখীরে প্রবোধিয়ে, রাগে শঙ্কা তেয়াগিয়ে,
বৃন্দে দূতী রাইকে গিয়ে, কন কুঞ্জ-বনে।
ওগো রাধে! কর শ্রবণ, হায় কি হলো বিড়ম্বন!
বৃন্দাবনটা করলি বন, বনমালি-বিহনে॥ ৩৭

ব্রহ্মা যাঁরে ধ্যানে না পায় সে ধন যে ধরে তোর পায়,
এত মান কি শোভা পায় ?—অধিক মান বটে !
অধিক কিছু ভাল নয়, অধিক উচ্চে পতন হয়,
যার যখন অধিক হয়, তাতেই বিঘ্ন ঘটে। ৩৮
রাবণ মলো অধিক ধূমে, কুম্ভকর্ণ অধিক ঘুমে,
বিচ্ছেদ হয় অধিক প্রেমে, গর্ব্ব হয় অধিক ধন পেয়ে।
অধিক রাগে বিষপান, অধিক লোভে হনূমান,
লঙ্কাতে প্রাণ হারান, শ্রীরামের ফল খেয়ে॥ ৩৯
অধিকের দোষ শুন বলি, অধিক দান করে বলি,
বামন রূপে তারে ছলি, পাঠান পাতালপুরী।
অধিক ঋণ শোধ হয় না, অধিক ঝগড়ায় ঘর রয় না,
অধিক পাপে ভর সয় না, শুন রাজকুমারি ! ॥ ৪০
এই কথা শুনিয়ে ত্বরা, বৃন্দেরে কন হয়ে কাতরা,
সখি ! মান যাবে গো বল্‌লি তোরা,
মান কি আমার আছে !
যখন ভূপালের মেয়ে হয়ে,
একজন গোপ-রাখাল গোপাল ল'য়ে,
মজেছিলাম কপাল খেয়ে, তখনি মান গেছে॥ ৪১
এ রাধা র পরিহরি, মান যথা সুখ পান হরি,
কপট পায়ে ধরা-ধরি, তা'তে প্রাণ জুড়ায় না।

মুড়িয়ে মাথা গড়িয়ে পড়া, গল্লা কেটে পায়ে ধরা,
অমন-ধারা আদর করা, কমলিনী আর চায় না ॥ ৪২
তবে মলাম আমি ঐ দুঃখে, দাসী হয়ে দোষ ভিক্ষে,
ক'রে তোরা কৃষ্ণ-পক্ষে, সবাই গেলি সখি!
শুনি দূতী কন বাক্য, কৃষ্ণপক্ষ আর তোমার পক্ষ,—
এখন দুই পক্ষই যে কৃষ্ণপক্ষ,—
আমরা এখন যে পক্ষেই থাকি ॥ ৪৩

খাম্বাজ—একতালা।

যদি কিশোরি!
তোমার গোকুল-চাঁদের উদয় ঘুচিল হৃদে।
কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে তুমি থাকিলে রাধে॥
চল্‌লাম আমরা,—যে পথে যান মধুসূদন,
শুনিব না তোর রোদন, মানিব না তোর বেদন,—
থাকিব না তোর সদন, কৃষ্ণত্যাগীর বদন,—
দেখ্‌তে নিষেধ আছে,—পুরাণে বেদে॥
কাল যাঁরে চিন্তা করেন চির কাল,
চিন্তিলে সে কালো, যায় অন্তরের কালো,

যায় নিবারণ কাল, হারালি সে কালো,
কাল মানে আমার সে কালাচাঁদে ॥ (ঘ)

বৃন্দে যত নিন্দে-ছন্দে, রাধার বলে রাধাকে বলে,
শ্রবণে শুনিয়ে দূতীর উক্তি।
কুরঙ্গীনয়নী কন, কু-রঙ্গ করে এখন,—
মোর সঙ্গে কার এত শক্তি ॥ ৪৪
কৃষ্ণ সঙ্গে ভাঙ্গিলে সখ্য, আমার হবে কৃষ্ণপক্ষ,
কৃষ্ণ ভ্রষ্ট তো হ'তে মোর হবে।
ব'লে চক্ষু রক্তাকার, যেন প্রলয়ের আকার,
ভয়ে অমনি শবাকার সবে ॥ ৪৫

* * *

বৃন্দা,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া শ্রীরাধার বার্ত্তা কহিতেছে ;—

গলবস্ত্র যুগ্ম করে, দূতী কত স্তুতি করে,
প্রণমিয়ে মাগিয়ে বিদায়।
ছিলেন পতিত-পাবন যথা, পতিত হইয়ে তথা,
দূতী গিয়ে সংবাদ জানায় ॥ ৪৬
ওহে গা তোল গোকুলপতি! একে হলো আর উৎপত্তি,
তোমার দশা যা হবার তাই হলো।

এখন রসাতল যায় পৃথ্বী, রাই হয়েছেন কালীমূর্ত্তি,
গোকুল আকুল,—কুল কিসে রয় বল ॥ ৪৭
যদি বল, ওহে হরি! কালী যে তিনি দিগম্বরী,
সেরূপ কিরূপ ধরেন কিশোরী!
শুন ওহে পীতাম্বর! ত্যাজ্য করি পীতাম্বর,
দাঁড়িয়ে আছেন হয়ে দিগম্বরী ॥ ৪৮
যদি বল শ্যাম! নয়ন-তারা, তারার যে তিনটি তারা,
তিন চক্ষু রাধার কি বল।
হরি! তোমার উপরে রুক্ষ, কপালে উঠেছে চক্ষু,
তাইতে রাধা ত্রিনয়নী হলো। ॥ ৪৯
যদি বল, কাল-কামিনী, বলি গ্রহণ করেন তিনি,
কমলিনী বলি পান কি করি!
রাধার কাছে হে বনমালি! অনেক দেখিলাম বলি,
যত বলি কাটেন ব্রজেশ্বরী ॥ ৫০
যদি আর এক কথা কও আমাকে, কালীর হাতে মুণ্ড থাকে
রাধার সেরূপ ঘটেছে প্রকারেতে।
অতুল্য ধন,—তুমি নাথ। ছিলে রাধার হস্তগত,
এখন তোমায় হারিয়ে, মুণ্ড হয়েছে হাতে ॥ ৫১
যদি বল গুণমণি! চতুর্ভুজা কাল-কামিনী,
কমলিনী হয়েছেন তাই রাগে।

আর কি রাধার সে দিন আছে,
এখন মান ক'রে দুই হাত বেড়েছে,
কে দাঁড়াবে ভয়ঙ্করীর আগে ॥ ৫২
যদি বল হে বনমালি! পাষাণ-নন্দিনী কালী,
সে তুলনা ধরেছি রাধাকে।
না হলে পাষাণ-কুমারী, এ ধন পাসরি প্যারী,
কেমনে জীবন ধরে থাকে ॥ ৫৩
যদি বল কালশশি! কালীর হাতে থাকে অসি,
অসি কিরূপ ধরেন প্রেয়সী।
প্যারী স্বীয় ধরিতেন তোমায় তখন,
অ-স্বীয় ধরেছেন এখন,
ব্রজনাথ কম্পিত ব্রজবাসী ॥ ৫৪

—— ——

ললিত—একতালা।

দেখ্লাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে! শ্যামা প্রায়,
অসি-ধরা,—ধরা যায় রসাতলে!
(একবার,) তুমি হে শ্রীধর! হয়ে গঙ্গাধর,
ধর-গে রাই-চরণ হৃদি-কমলে ॥
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব,
অকালে ভয়ে গুর্ব্বিণী প্রসব,

সংসারবাসী সব, শঙ্কায় সবে শব, সব যায় হে,—
এখন তুমি হে কেশব ! সব না হ'লে ॥ (ঙ)

বৃন্দার মুখে শ্রীমতীর অটুট মানের কথা শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—'তবে আমি সন্ন্যাসী হইব।'

শুনে কচ্ছেন বনবালী, তবে, দেখ্‌তে আর যাব না কালী,
মাখ্‌তে আর যাব না কালি গালে !
রাধার প্রেমে দণ্ডবত, দণ্ডগ্রহণ হলো মত,
এই দণ্ডেই কাশী যাব চলে ॥ ৫৫
বৃন্দে বলে,—হে জ্ঞানশূন্য ! তাতো হয় না ব্রাহ্মণ-ভিন্ন,
বঁধু হে ! তোমার দ্বিজচিহ্ন কই ?
গোপের ছেলে হয় না দণ্ডী, চণ্ডালে পড়ে না চণ্ডী,
কিছু জান না গোচারণ বই ॥ ৫৬
শ্যাম কন,—চেননা তুমি, শ্যাম-বেদী শ্যাম শর্ম্মা আমি,
দ্বিজ-চিহ্ন বুকে দেখ হে ধনি।
আমার কাছে কেবা মান্য,
আমার কাছে কোন্ ব্রাহ্মণ গণ্য,
আমি বিষ্ণুঠাকুর বামুনের শিরোমণি ॥ ৫৭
বৃন্দে বলে তবে কই, বঁধু হে ! তোমার পৈতে কই ?
কৃষ্ণ কন,—পৈতে রাখ্‌লে থাকে না ভক্তের মান।

এসে প্রেমের দায়ে ব্রজ-ভূমি, নন্দের বাধা বৈতে আমি,

পৈতে পুড়িয়ে হয়েছি ভগবান ॥ ৫৮

বৃন্দে বলে,—হে কেশব। ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম সব,

সন্ধ্যা-গায়ত্রী কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

কৃষ্ণ কন,—গোলোকের কর্ত্রী,

যিনি রাধা, তিনি গায়ত্রী,

রাধা না ব'লে, আমিতো জল খাইনে ॥ ৫৯

বৃন্দে কয়,—বেদ তো জান, কৃষ্ণ কন,—জান্‌ব না কেন ?

বৃন্দে বলে,—বেদ জানিলে পরে।

এত ভোগ কি হতো কপালে ?

বেদ না জেনে বেদনা পেলে !

বেদ-বহির্ভূত কর্ম্ম ক'রে ॥ ৬০

তোমার যে ব্রাহ্মণ-দেহ, শুনে বড় সন্দেহ,

কৃষ্ণ কন, সন্দ ত্যজ মনে।

হয়ে আমি সন্ন্যাসী, এ জনমের মতন আসি,

ফলে আর রব না বৃন্দাবনে ॥ ৬১

বৃন্দে বলে,—হে গোকুলেশ। নাই তোমার বুদ্ধির লেশ,

বৃন্দাবন কিরূপে ত্যজিবে ?

যেখানে দাঁড়াবে তুমি, সেই-ই বৃন্দাবন-ভূমি,

এই বৃন্দাবন বন হবে ॥ ৬২

তুমি যাবে—তোমার বাঁশী যাবে,
যে দেশে বাঁশী বাজাবে,
দাসী হবে দেশের রাজকন্যে।
তোমার অভাব কিসের আছে ?
কেবল, তুমি অভাব সবার কাছে!
জগৎ অভিলাষী তোমার জন্যে ॥ ৬৩
আমাদের, আর এক কথা হলো স্মরণ,
শুন ওহে শ্যামবরণ!
নারদ-মুখে শুনেছি ব্রজধামে।
কাশী কাঞ্চী দেশাশ্রম, কেন করিবে পরিশ্রম ?
সব আশ্রম তব পদাশ্রমে ॥ ৬৪
তুমি যাবে কি বৈদ্যনাথ ? তব চরণে বাধ্য,—নাথ!
বৈদ্যনাথ আছেন চিরদিন।
হরি! যাবে কি হরিদ্বারে ? সদা-বন্দী হরি-দ্বারে,—
ব্রহ্মা আদি হইয়ে অধীন ॥ ৬৫
মুক্তি-বাঞ্ছা করি মনে, সবে যায় তীর্থ ভ্রমণে,
তুমি যাবে কোন্ তীর্থালয় ?
জটা ক'রে চাঁচর কেশ, ভস্মে ভূষিত হৃষীকেশ,
কেন ভুগ্‌বে এত ক্লেশ, সব তীর্থ তব চরণে হয় ॥ ৬৬

সিন্ধু-খাম্বাজ আড়া।

তা কি নাই বঁধু মনে! যাবে তুমি কোন্ তীর্থ ভ্রমণে!
সর্ব্ব তীর্থময়ী গঙ্গা,—উদ্ভবা তব চরণে॥
বঁধু হে! কি জন্যে যাবে সাগরে, গয়া-গমন কিসের তরে!
ঐ চরণ তো গয়াসুরের শিরে, ভব-নিস্তারণে॥
বঁধু হে, যাবে কাশীতে, কোন্ পুণ্য প্রকাশিতে,
কি অধর্ম্ম বিনাশিতে, হয়েছে মনে;—
শ্যাম! তোমার ঐ চরণ কাশী, কাশীকান্ত অভিলাষী,
দাও হে গোলকবাসি! সদা বাঞ্ছা-ফল সেই পঞ্চাননে॥(চ)

ললিত—কাওয়ালী।

মরি হায় হায়! শুনে হাসি পায়!
কাশী যাবে কাল-শশি! ভস্ম-রাশি মেখে গায়॥
বঁধু হে! যাবে কাশীতে, কি বল্‌বে কাশীবাসীতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়।
হে কৃষ্ণ! এ কষ্ট সবে হে কেমনে,
কি বালাই, মুখে ছাই, চন্দ্রবদনে!—
ত্যজে বাঁশী, ও শ্যামশশি! ধর্‌বে নাকি দণ্ড,
ভাসিবে নয়ন-নীরে,—হাসিবে ব্রহ্মাণ্ড,
পীতাম্বর! ত্যজে পীতাম্বর, বাঘাম্বর কি শোভা পায়॥(ছ)

বৃন্দে বলে, ওহে কানাই ! হচ্ছে বড় অন্যাই,
এতক্ষণ বলি নাই, তোমারে কিছু আমি।
নাথের কাছে বাড়াতে মান, রমণী করেছে মান,
এখন, করে চল্‌লে হতমান, এই ত রসিক তুমি ॥৬৭
রমণীর আর আছে কি ধন ! মান বিনে, হে প্রাণমোহন।
মানে ম'জে মান-রতন, ত্যজেছেন কিশোরী।
যে দুঃখ দিয়েছ তাঁরে, কল্যকার ব্যবহারে,
কর্‌লে সে মান কর্‌তে পারে, তাতে সে রাজকুমারী ॥ ৬৮
আমাদের মনের নাই হে অগোচর, যা করেছ মনোচোর
কিছু নাই জ্ঞান-গোচর, চোর হয়ে জোর কর !
তুমি দোষী পদে পদে, এখন, পদে পদে ভো'গ বিপদে
একবার ধরেছ পদে, আবার গিয়ে ধর ॥ ৬৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণের যোগি-বেশ ধারণ।

কৃষ্ণ বলেন, ধর্‌লে পায়, সে মান কি ক্ষান্ত পায় !
শত বার ধর্‌লে পায়, সু-উপায় না হবে !
বরং তোমরা হয়ে উদ্যোগী, আমারে সাজাও যোগী,
মানিনীর মান-ভিক্ষা মাগি !—
শুনি দূতী সাজান মাধবে ॥ ৭০

পরাইছেন বাঘাম্বর, সাজাইছেন দিগম্বর,
নীলকমল-কলেবর, ভস্ম দিয়ে ঢাকে।
ছদ্মবেশ পদ্ম-আঁখি, যান যথা পদ্মমুখী,
ললিতে পথমধ্যে দেখি, কহিছে কৌতুকে॥ ৭১
কে হে তুমি যোগিবর! মদনের মনোহর!
তুমি কি কৈলাসের হর! কিবা অন্য ঋষি!
তোমার দুইটী নয়ন দেখে,—যোগি!
আমার নয়ন-দুটি হলো যোগী,
জীবন বৈরাগ্য-উদ্যোগী, অন্তর উদাসী॥ ৭২
যথার্থ-রূপ যোগী যারা, সদানন্দে ভাসে তারা,
তোমার দুটী নয়ন-তারা, বিরসেতে ভাসে।
যদি বল যোগিগণ, যত-ক্ষণ যোগে রন,
তখনি সদানন্দ হন, কৃষ্ণ-প্রেমরসে॥ ৭৩
ওহে! তুমি ত নয় সে সব যোগী,
তুমি কোন যোগের যোগে উদ্যোগী,
কিম্বা কারু প্রেমে অনুরাগী,
বিবেচনায় বৈরাগী দেখ্‌তে পাই।
কত দিন হে এ সন্ন্যাস! কোথায় যাবে—কোথায় বাস?
আমাদিগে আভাস, একটু বল্‌লে ক্ষতি নাই॥ ৭৪

আলিয়া—একতালা।

প্রেমের অঙ্গে সঙ্গে ছিল তোমার যোগ,—যোগি ! যে ধন!
বুঝি যোগ ভেঙ্গেছে তাইতে রোদন !
অযোগেতে যাত্রা ক'রে, যোগের প্রণয় ভাঙ্গিল যখন ;—
এখন, হয় না যোগ আর যোগে-যাগে,
বিনা যোগমায়াকে সাধন ॥
যুগল ভেঙ্গে পাগল হ'য়ে, জান যদি জ্বলবে জীবন !
এখন যোগ জানে, যোগিনী যারা,
যাও না কেন তাদের সদন ॥ (জ)

এইরূপ ললিতে ভাষে, রসময়কে রসাভাসে,
রসের ব্যঙ্গ শুনিয়ে তখন।
নাই কিছু উত্তরমুখে, দাঁড়িয়েছিলেন উত্তর-মুখে,
অমনি ফিরান দক্ষিণে বদন ॥ ৭৫
আবার চলে গোপীর সখা, পথে বিশাখার সঙ্গে দেখা,
যোগীরবেশ দেখিয়ে ছলে বলে।
আহা মরি কি যোগি-বেশ। কি অপরূপ রূপের শেষ!
এমন যোগী দেখি নাই ভূ-তলে ॥ ৭৬
কোথায় তোমার জন্মভূমি, আপন ইচ্ছাতে তুমি,
হয়েছ যোগী,—কিম্বা কারু দায় !

কদ্দিনকার এ বৈরাগ, কাশী কিম্বা পৈরাগ,
এত দিন ছিলে হে কোথায়॥ ৭৭
সত্য কথা দাসীরে কবে, বৃন্দাবনে এসেছ কবে,
কোন্ তীর্থে যাবে ইহার পর।
শুনি কন চিন্তামণি, চিন্‌তে কি পার নাই ধনি!
আমি ত নই নূতন যোগিবর॥ ৭৮
নানা তীর্থ ভ্রমিয়াছি, ইদানি বৃন্দাবনে আছি,
দ্বাদশ বৎসর প্রায় গত।
ভ্রমি ব্রজের দ্বার দ্বার, কত কব গুণ যশোদার,
স্নেহ করে সন্তানের মত॥ ৭৯
গোপি! তোমাদের বলি স্পষ্ট, ইদানি কিছু মনঃকষ্ট,
আমার হয়েছে বৃন্দাবনে।
অনাদর হচ্ছে ক্রমে, ভুগ্‌ছি এখন ভগ্ন প্রেমে,
ভদ্র নাই,—থাকিব না এখানে॥ ৮০
এক স্থলে অধিক দিন, থাক্‌তে হলেই আদর-হীন,—
হতে পারে,—ব্যাভারে জানা যায়।
গুরু গেলে শিষ্য-ধাম, দুই এক দিন ধূমধাম,
আদরে সবাই অধরামৃত খায়॥ ৮১
আবার, অধিক দিন থাক্‌লে পরে, সেই মুক্তিদাতার উপরে,
ভক্তি হরে,—মনে মনে বিরত।

অধিক দিন থাক্‌লে গাজন, কেবা করিত শিবের ভজন,
সে গাজনে সন্ন্যাসী কি হ'ত ॥ ৮২
দেখ, জামাই গেলে শ্বশুরবাড়ী,
তিন দিন আদর বাড়াবাড়ি,
বিশেষ, যদি হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী।
মোণ্ডা ছানা জলপানে, এলাচ লবঙ্গ পানে,
জামাই পানে সকলের সুদৃষ্টি ॥ ৮৩
আর, অধিক দিন কর্‌লে বাস, নাম হয় তার অন্নদাস,
উপহাস প্রতিবাসীতে করে।
শ্বশুরের মন হয় বিরস, শ্যালী শ্যালাজে করে না রস,
শয়ন ভোজন কেবল অনাদরে ॥ ৮৪
অতএব এক স্থলে, অধিক দিন থাকতে হ'লে,
ঢাকে না গা,—থাকে না কারো মান।
আমি, দিনেক দুদিন আছি মাত্র, ত্বরায় তুলিব গাত্র,
মনে মনে করেছি বিধান ॥ ৮৫

আলিয়া—একতালা।

ব্রজে রব না আর কই তোমায়।
ভ্রমণ কর্‌লেম অনেক তীর্থ, সকলি অনিত্য,
করি নাই জনক জননীর তত্ত্ব,—

তাঁদের দর্শনার্থ, জন্মভূমি-তীর্থ
যাব একবার মথুরায় ॥
বলেছিলেন আমায় সনকাদি যোগী,
পিতৃ-সত্ত্বে তীর্থ ভ্রমণ কিসের লাগি,
ঘরে ব'সে নর সর্ব্বতীর্থভোগী,—
জনক-জননীর সেবায় ॥ (ঝ)

যোগিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কমলিনী-কুঞ্জে যাত্রা।

সখীর কাছে হ'য়ে বিদায়, স্মরণ ক'রে প্রমোদায়,
প্রেম-দায় ঝুরিছে দুটি আঁখি।
ধারণ করি যোগিবেশ, অমনি গিয়ে হন প্রবেশ,
কমলিনীর কুঞ্জে কমল-আঁখি ॥ ৮৬
দ্বারে দেখি জটাধারী, অষ্ট সখী শ্রীরাধারি,
প্রণাম করিয়ে সবে বলে।
কও প্রভু! কি প্রয়োজন, আজ্ঞা হ'লে আয়োজন,—
করি আমরা রমণী সকলে ॥ ৮৭
শুনে কন কেশব যোগী, অন্য কোন উদ্যোগী,
হতে হবে না আমার নিমিত্তে।
নানা তীর্থ ক'রে ভ্রমণ, চরম তীর্থ রাই-চরণ,—
দেখতে এলাম বৃন্দাবন তীর্থে ॥ ৮৮

আমার বাসনার ধন দরশনে,
বাসনা তোমাদের সনে,—
গোপি! একবার অন্তঃপুরে যাই।
শুনে হেসে কয় চিত্রে, অসম্ভব আশা চিত্তে,
এ যে উন্মাদ-লক্ষণ দেখ্‌তে পাই॥ ৮৯
যারা সামান্য রাজা এ মহীতে,
কোন যোগী না পারে কহিতে,
রাজ-দুহিতে দেখিব অন্তঃপুরে।
যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, হরি-প্রিয়ে রাই-কিশোরী,
আছেন চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচরে॥ ৯০
সে অগম্য স্থান ব্রহ্মার, নারদাদি শর্ম্মার,
অধিকার নাইক দরশনে।
মহাযোগী বঞ্চিত যথা, তুমি যোগি!—যাবে তথা!
এ যে চাঁদ-ধরা সাধ বামনের মনে॥ ৯১
আর এক কথা কই তোমারে, ত্রেতাযুগ অবধি করে,
যোগীরে বিশ্বাস করে না কোন জনে।
যোগী বড় অবিশ্বাসী, শ্রীরাম যখন বনবাসী,
হরে সীতা পঞ্চবটী বনে॥ ৯২

সুরট-মল্লার—তেতালা।

যোগি ! ঐখানে হবে বসিতে।

কুঞ্জে পাবে না প্রবেশিতে, এম্‌নি ছদ্মযোগি-বেশে,

রাবণ এসে, বনে হরির হরিল সীতে॥

আজ্ঞা হ'লে আনি,—যদি ভিক্ষা লন,

কিম্বা হয় যদি পদ-প্রক্ষালন,

জাহ্নবীর জল, যে বাঞ্ছা সকল, এনে দেয় দাসীতে॥

দেখ্‌ছি তোমায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর,

যোগিবর ! তুমি তুল্য দিগম্বর,

দিতে পার বর, ক্রোধ হলে পর, পার জীবন নাশিতে॥

তোমায় ভয় করিনে যোগি !

ভ'জে রাই হয়েছি ভয়-ত্যাগী,

যমের ভয় করে না ওহে যোগি !

ভাগীরথী-তীর-বাসীতে॥ (ঞ)

———

তোমায় মনে কিছু হলো না ভ্রান্ত, অনন্ত ভুবনের কান্ত,

তাঁর ভার্য্যা আছেন অন্তঃপুরে।

তুমি দেখ্‌তে চাও পুরুষ হ'য়ে,

আমরা অনেক ভেবে আছি স'য়ে,

অদ্য রাগ সম্বরণ ক'রে॥ ৯৩

আজি পূর্ণিমার তিথিটে অতি,—পুণ্যতিথি তায় অতিথি,
অতিথের দোষ ক্ষমা করতে হয়।
যোগী বলে,—ভাব বুঝিতে নারি,
হাঁহে সখি! রাধা কি নারী?
এ কথাতো বেদের লিখন নয়॥ ৯৪
বিশেষ, বৈরাগী আমি, অতি নিষ্ঠা নিষ্কামী,
শুকদেবের তুল্য জ্ঞান ধরি।
মান কিম্বা অপমান, আমার কাছে সব সমান,
ভাব রাধার বিদ্যমান, যা করেন কিশোরী॥ ৯৫
গোপী বলে তুমি যেমন, তোমার যেমন পবিত্র মন,
আঁখির ভাবে বুঝেছি সন্ন্যাসি!
যোগি হে! করে যে সুন্দরী, মনো-চোরের মন চুরি,
আমরা সেই রাই-কিশোরীর দাসী॥ ৯৬
বেণেয় যেমন চেনে সোণা, রসিক চেনে রসিক জনা,
নেয়ে যেমন চেনে গাঙ্গের বারি।
বাতিক কিম্বা কফের যোগ,
বৈদ্য যেমন চেনেন রোগ,
আমরা তেম্‌নি চোর চিন্‌তে পারি॥ ৯৭
তুমি নারীর জন্য দেশান্তরী, তোমার রোগ ধন্বন্তরি,—
কি করিবেন!—নাড়ী কিবল আমরাই বুঝেছি স্পষ্ট।

তোমার নারী কুপিতে যেই দিন,
সেই দিন তোমার নাড়ী ক্ষীণ,
নারী-সোহাগে নাড়ী তোমার পুষ্ট॥ ৯৮
নারী তোমার গলার হার, সেই দিন তোমার অনাহার,—
যে দিন নাই নারী-সনে বিহার।
তোমার চিত্ত নারীর গুণ গায়, এখনও নারীর গন্ধ গায়,—
বাতাস আসিছে এক এক বার॥ ৯৯
সখী-বাক্যে নিরুত্তর, হয়ে চলেন সত্বর,
বৃন্দেরে কহেন কমল-আঁখি।
ধরিয়ে পুরুষ-বেশ, রাই-কুঞ্জে হতে প্রবেশ,
অসাধ্য হইল প্রাণসখি! ১০০
সাজ্‌ব আমি নারী-দেহ, নারীর ভূষণ আনি দেহ,
সই হে! আর সইতে নারি প্রাণে।
নারীর নিকটে যেতে, অনাসে পারে নারী জেতে,
নারী না হলে, নারি যেতে সেখানে॥ ১০১
শুনি বৃন্দে উঠে শিহরি, বলে, হে হরি! হরি হরি!
মরি হে গুমরি কোথা যাব!
কত কোটি অধর্ম্মের ফলে, নারীর জন্ম মহীতলে,
সেই নারী আজি তোমারে সাজাব॥ ১০২

* * *

নারী-জন্মের দুঃখ।

ওহে ব্রজ-নারীর জীবন! নারীর দুঃখ কর শ্রবণ,
যত যাতনা দেখিছ নিজ চক্ষে।
বঁধু হে! জগতের নরে, পুত্র-জন্ত কামনা করে,
কন্যা হলে মরে মনোদুঃখে ॥ ১০৩
বাল্য হতে পর-বাসে, প্রাণ দগ্ধ পর-বশে,
রমণীর যাতনা বঁধু! হদ্দ।
দুঃখের দশা দশ বৎসরে, ঘোমটা দিয়ে শ্বশুর-ঘরে,
পক্ষী যেমন পিঞ্জরেতে বদ্ধ ॥ ১০৪
কারু পতি কানা খোঁড়া, কারু বা সতীন পোড়া,
কারু পতি বা নয় বশীভূত।
কারু পতি অন্ন-হুড়, কোন যুবতীর পতি বুড়,
মনাগুনে মন পোড়ে তার কত ॥ ১০৫
কেউ বিধবা হয় বাল্য দশায়,
ছাই পড়ে সব সুখের আশায়!
পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ।
মরণ বিনে ঘরে বাস, মাসে মাসে দুটো উপবাস,
পোড়া-কপালে নারীর এইতো সুখ ॥ ১০৬
নারীকে বিধি নারে দেখ্‌তে পুরুষের পিতা থাক্‌তে,
মায়ের পিণ্ড গয়ায় দিতে নাই।

নারীর মান্য আছে কোথায়, পরশুরাম বাপের কথায়,
মায়ের মুণ্ড কাটে হে কানাই॥ ১০৭
আবার কুলীন ব্রাহ্মণের যত নারী,
এদের দুঃখ বলিতে নারি,
যদি বিয়ে হয় পুনঃ-বিয়ের পরে।
সে,—উদ্দেশ নাই কোন্ দেশ, পতি যেন সন্দেশ,
দৈবে যদি এসেন দয়া ক'রে॥ ১০৮
আবার, শ্বশুরের কসুর পেলে, ষোড়শী যুবতী ফেলে,
রাত্রে এসে প্রভাতে যান চলে।
কুলীনের যুবতীগণ, তারা যমের জন্যে যৌবন,—
ধারণ করে হৃদয়-কমলে॥ ১০৯
মিথ্যা নারীর কাল গত, চিনির বলদের মত,
বুকে বোঝা বইতে হয় হে শ্যাম!
অন্যকে দান করলে পরে, কলঙ্ক হয় ঘরে-পরে,
রটে কুল-কলঙ্কিনী নাম॥ ১১০
অতএব পুরুষ যদি দরিদ্র হয়, রাজরাণী তার তুল্য নয়,
তবু নারীকে পরাধিনী কই।
ওহে বঁধু ধিক্ ধিক্, নারীর জীবনে ধিক্,
প্রাণ কাঁদে হে প্রাণাধিক!
এমন নারী তোমায় সাজাতে পারি কই॥ ১১১

বেহাগ—যৎ।

বঁধু হে! পরাধিনী! নারীর বেশ তোমারে।
পরাতে পরাণ-বঁধু! পরাণ বিদরে॥
পর-পরাধিনীর তুঃখ জানাতাম তোমারে,—
পরাতাম,—পরাণ-বঁধু! পর হলে পরে॥
পর নও পরম সখা! তুমি ইহ-পরে।
গোপীগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ-উপরে॥
রমণী-রঞ্জন প্রাণবঁধু হে!
তোমারে, রমণী সহিত সুরমণি সাধ করে;—
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে;—
বঁধু! হতে চাও রমণী-দাসী রমণীর তরে॥ (ট)

নারী-জন্মের সুখ।

কহিছেন চিন্তামণি, পুরুষের সার-ধন রমণী,
রমণী তুঃখিনী নয়,—জেন।
পুরুষেতে যেমন সুখী,— আমায় দিয়ে দেখ না সখি!
হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন॥ ১১২
নারীর নাই কোন ভার, ভারের মধ্যে বদন ভার,—
দেখ্‌লে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।

আসল করেন ঘরকন্না, দেনা-পাওনার কথা কন্ না,
জ্বালার মূল হ'য়ে জ্বালা সন্ না,
যত জ্বালা পুরুষের মাথায়॥ ১১৩

পুরুষ কর্‌লে দান কি যাগ, নারী পান তার পুণ্য-ভাগ,
পাপ কর্‌লে সে ভাগ এড়ান।
পুরুষের ভারি মরণ, অপকর্ম্ম অপহরণ,
নারীর কেবল কথায় কথায় মান॥ ১১৪

সখি হে! নারীর সুখ জানাই, ঋণ নাই—প্রবাস নাই,
দ্বিগুণ আহার,—ছয় গুণ শক্তি বলে।
বুদ্ধি নারীর চারি গুণ, পুরুষের মুখে আগুন,
প'ড়ে শুনে শেষে নারীর বুদ্ধে চলে॥ ১১৫

যে পুরুষ বয়েস ভেটিয়ে, বুড় বয়সে করে বিয়ে,
সে নারীর সুখ নারি হে কহিতে।
পতির ঘরে এসেন তিনি, যেন পতিত-পাবনী,
গতিহীনের বংশ উদ্ধারিতে॥ ১১৬

গা-খানি তাঁর আদর-মাখা, রোদন কিংবা বদন বাঁকা,
দেখ্‌লে পতির প্রাণ শুকিয়ে যায়।
মাটিতে তিনি দেন না চরণ, শাশুড়ী ননদের মরণ!
চিরকাল মন যুগিয়ে কাল কাটায়॥ ১১৭

করেন না কোন গৃহ-কায, আদ্-ঘোমটা দিয়ে লাজ !

বল্‌লে,—রেগে হন খরতর।

স্বামীকে সেজে দেন্ না পাণ, সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যান,

ডাকিলে বলে,—ডেক্‌রা কেন মর ॥ ১১৮

দেশের ব্যাভার দেখে কই, রমণী দুঃখিনী কৈ !

আমায় নারী সাজাও ত্বরা করি।

বৃন্দে বলে,—বেশ বেশ, এসো সাজাই নারী-বেশ,

হরি হে ! তোমার দুঃখ পরিহরি ॥ ১১৯

* * *

বৃন্দা,—শ্রীকৃষ্ণকে বিদেশিনী-নারী-বেশে সাজাইতেছেন ;—

তখন পীতাম্বরে পীতাম্বরী, পরাইছে ত্বরা করি,

অলক্ত পরায় দুটি পদে।

নহে খর্ব্ব নহে উচ্চ, বসনে গড়িয়ে কুচ,

বন্ধন করিয়ে দিল হৃদে ॥ ১২০

কিছু গায়—কিছু পায়, কিছু দিল নাসিকায়,

আনি দূতী স্বর্ণ-আভরণ।

সাজাইছে শ্যামকায়, শ্রবণ দুটি ঝুম্‌কায়,

চম্‌কায় দেখলে মুনির মন ॥ ১২১

* * *

বিদেশিনীরূপে শ্রীকৃষ্ণের রাই-কুঞ্জে গমন।

তখন সুরমুনির শিরোমণি, বীণা করে—হ'য়ে রমণী,
অমনি যান যথা রাজকুমারী।
আবার বিপদ পায় পায়, পথে চলিতে দেখ্‌তে পায়,
নারীর বেশধারী বংশীধারী ॥ ১২২
সুধাচ্ছে ব্রজ-গোপিনী, কে হে তুমি সুরূপিণি!
দেখি একবার আমাদের পানে ফের।
এমন শ্রী-তো কালো-বরণে, দেখি নাই শ্রীবৃন্দাবনে,
আমাদের যে শ্রীধর-তুল্য শ্রী ধর ॥ ১২৩
অভিনব রঙ্গিণী, সঙ্গে নাই সঙ্গিনী,
একাকিনী ফির্‌ছ কি সাহসে!
কুল-কন্যা এমন ক'রে, কে কোথা ভ্রমণ করে?
অপযশ যে ঘট্‌বে অনায়াসে ॥ ১২৪
আমরা, মনে করি অনুমান, পিতা মাতা নাই বর্ত্তমান,
হতমান তাইতে হলো বটে।
স্বামী বুঝি লোকান্তর, স্বামী বেঁচে থাক্‌লে পর,
এমন মেয়ের কি এমন বিপদ ঘটে ॥ ১২৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কে ধনি! তুই ভ্রমিস গোকুলে।
অকুলে হয়েছিস্ আকুল,
কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে॥
বয়েস দেখে—দেখে আকার,
অসতী তো হয় না বিচার,
কিবল যৌবনের সঞ্চার, হয়েছে হৃদয়-কমলে।
হয় নাই রস রস-বোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পিরীতের স্বাদ,
দাশরথি তা কি বলে॥ (ঠ)

— ——

কহিছেন বিদেশিনী, পিক-নিন্দিত-ভাষিণী,
দুঃখের কথা বল্‌তে বুক ফাটে।
আছেন কান্ত বর্ত্তমান, কিন্তু বড় অপমান,—
সদা আমার তাঁহার নিকটে ১২৬
আমার একটী কুস্বভাব, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ভাব,
যদি আমি কারু বাড়ী গিয়ে।
হাসি বসি এক দণ্ড, তবেই তিনি দেন দণ্ড,
দণ্ড—যমদণ্ডকে জিনিয়ে॥ ১২৭

স্বামী-সুখে বঞ্চিতে হ'য়ে—ঘরে বঞ্চিতে—
না পেরে,—হয় বিরাগ অন্তরে।
কর্‌ব আমি তীর্থ-ভ্রমণ, যেন ভবে এসে আর এমন,
যন্ত্রণা না হয় জন্মান্তরে॥ ১২৮
তাতেই করে ধরেছি বীণে, এই বীণা-অবলম্বনে,
সদা কামনা,—হরি-গুণ গাই।
এই বীণাকে করি হাতে, গিয়েছিলাম জগন্নাথে,
কারু সনে যেতে আমি না চাই॥ ১২৯
সাগর-সঙ্গম দিয়ে, কালীঘাটে কালী বন্দিয়ে,
ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া আসি।
কালি এসেছি ব্রজধামে, দেখিব যুগল রাধা-শ্যামে,
এর পর যাইব আমি কাশী॥ ১৩০
ললিতে বলে,—বীণে-ধরা! একাকিনী ফিরিছ ধরা,
যৌবনেতে ভরা অঙ্গ-খানি।
সেই দিন পাইবে টের, যে দিন কালো লম্পটের,
সঙ্গে দেখা হবে লো রঙ্গিণি॥ ১৩১
যৌবন ধরিয়ে গায়, যুবতী যথা-তথা যায়,
ওমা মরি! তার কি ধর্ম্ম থাকে?
মৃগীর প্রায় যুবতী যত, পুরুষ ব্যাধের মত,
একবার চক্ষে দেখ্‌লে পর কি রাখে॥ ১৩২

বিদেশিনী কন শুনে, ও কথা আমি শুনিনে,
পুরুষে কি নারী মজাতে পারে ?
বল্‌ সাজে কি নারীর উপরে, নারী না মজিলে পরে,
নারিকেল কি খেতে পারে বানরে॥ ১৩৩
ধর্ম্মে মতি থাকে যার, ধর্ম্ম—ধর্ম্ম রাখে তার,
বেদ-পুরাণে আছে তার প্রমাণ।
লয়ে একাকিনী মৃত পতি, বনে ছিল সাবিত্রী সতী,
সাধ্য কি তার যম নিকটে যান॥ ১৩৪
নলরাজার কামিনী, রূপে শত সৌদামিনী,
জান্‌ত না সে বিনে নলের সেবা।
জ্বেলে দিয়ে দুঃখানল, বনে ফেলে গেল নল,
তার ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌লে কেবা॥ ১৩৫
ললিতে বলে,—মিথ্যা নয়, বল্‌লে যা তা চিত্তে লয়,
কিন্তু সে সব অন্য-দেশ-পক্ষে।
শুন নাই কি ধনি! শ্রবণে, সতীর বিপদ বৃন্দাবনে!
এখানে হয় না ধর্ম্মে ধর্ম্ম-রক্ষে॥ ১৩৬
আমরা যত কুল-কামিনী, ভজিতাম কুলকুণ্ডলিনী,
স্বামীকে ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে থাকি।
ঘুচালে সে ধর্ম্ম সব, যশোদার সুত কেশব,
বাজিয়ে বাঁশী—দেখিয়ে বাঁকা আঁখি॥ ১৩৭

তুমি এখন পড় নাই ফাঁদে! দেখ নাই প্রাণ-ধরা চাঁদে,
　　শুন নাই মধুর বংশীধ্বনি!
কাশী যাওয়া ক'র্‌ছ মত, ঘুচে যাবে জনমের মত,
　　নন্দের সুত লাগ্‌বে যখন ধনি॥ ১৩৮

বিভাস—একতালা।

আর কি থাকে কুল, এসেছ গোকুল,
　　ডুবাইতে কুল, অকূল সাগরে!
একবার দেখ্‌লে কালো-শশী, আর কি যাবি কাশী,
　　দাসী হবে বাঁশী শুন্‌লে পরে॥
আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস,
অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস,
স্বামী-সহ বাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো!—
শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে॥
বংশীরবে সতীর সতীত্ব-দমন,—
হ'রে লয় সতীর পতি প্রতি মন,
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজোন, বেগে ধায় গো!—
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে॥ (ড)

এই কথা শুনিবামাত্র, প্রেমে পুলকিত-গাত্র,
বিদেশিনী কয়,—গোপি শুন!
বিধি কি পূরাবেন সাধ, দিয়ে কৃষ্ণের অপবাদ!
তাতে আমার সতীত্ব যাবে কেন॥ ১৩৯
সতী যে পতির সেবা করে, কৃষ্ণের কৃপা হ'বার তরে,
আর এক কথা শুন বিধির বেদ।
কৃষ্ণ-প্রেমে যে মজিল, নিজ পতি কৈ ত্যজিল!
পতি আর কৃষ্ণে কিবা ভেদ॥ ১৪০

* * *

এখনকার রমণীগণের পতিভক্তি কিরূপ?

এইরূপে ললিতার কাছে, শ্রীকৃষ্ণের হচ্ছে উক্তি।
কিন্তু কলিযুগের রমণী যত, সবাই নহে অনুগত,
ইহাদের পতিকে নাই ভক্তি॥ ১৪১
এখনকার যে সব ভার্য্যে, ঘরে থাকেন সৌভার্গ্যে,
সেই পতিদের বাপের ভাগ্য অতি।
পতিকে না থাকুক টান, পর-পতি না ঘটান,
সেই নারীকে জেন পরম সতী॥ ১৪২
পতির চরণ সেবা করা, পতিকে পরম গুরু ধরা,
সে সব আইন হয়ে গিয়েছে বন্ধ।

এখন দেশের এই বিচার, দিয়ে ষোড়শ উপচার,
পূজিতে হয় নারীর চরণপদ্ম ॥ ১৪৩
নইলে হয়না অনুগ্রহ, কলির পুরুষের গ্রহ,
গ্রহ-ফেরে গৃহ-অভিলাষী।
গৃহিণীতে কি সুখ-ভোগ, গৃহিণী যেন গ্রহিণী রোগ,
তবু তো কেউ হয় না সন্ন্যাসী ॥ ১৪৪

* * *

ললিতার সহিত বিদেশিনী-বেশী শ্রীকৃষ্ণের কথা।

এত বল্‌লাম কলির আচার, পরে শুন সমাচার,
বিদেশী কন,—ওহে গোপ-ললনা!
কৃষ্ণ যে জগতের স্বামী, জগৎ-ছাড়া নইতো আমি,
অতে মজিলে কুল তো যাবে না ॥ ১৪৫
তোমরা বল্‌লে যাবে কুল, এটা তোমাদের বুঝ্‌বার ভুল,
গোকুল-পতিকে ভজে কুল মজাবো!
বরং ছিল না কুল—ছিল অকুল, শ্যাম যদি হন অনুকুল,
তবে আমি অকুলে কূল পাব ॥ ১৪৬
কৃষ্ণ যদি ভালবাসে, কাজ কি আমার কাশীবাসে!
কৃত্তিবাসের কাছে কি ফল আছে?
কর তোমরা আশীর্ব্বাদ, ঘটুক হরি-পরিবাদ,
পূরুক সাধ—ধরুক ফল এই গাছে ॥ ১৪৭

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

(আমার) বিধি কি সাধ করিবে পূরণ।
অসাধনে পাব সাধনের ধন,—
পতি হবেন কৃষ্ণ পতিতপাবন॥
কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যদি হতে পারি আমি,—
তবে অন্তে পাব রাই-চরণ॥
ওহে নারী-পুরুষ উভয়েরি পতি দয়াময়,
শুধু রমণীর নয়,—
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপতির হন পতি,
দিবাপতির পতি সেই পতিতপাবন॥ (চ)

ললিতে বলিছে ত্বরা, বিধুমুখি বিম্বাধরা!
তবেই তুমি পড়িলে ধরা, আমাদের কাছে।
ক'রে কৃষ্ণ-উপাসনা, রাই-চরণ কর বাসনা,
রাই রাই সদা ঘোষণা, ভাবেই জানা গেছে॥ ১৪৮

* * *

"বিদেশিনী"বেশী শ্রীকৃষ্ণ রাই-কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত; বিশাখা তাঁহাকে কুঞ্জে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

কথার না উত্তর দিয়ে, রাইকুঞ্জে উত্তরিয়ে,
দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়ে, আছেন বিদেশিনী।

নারীর বেশ হরিকে দেখে, হরিল মন দূরে থেকে,
বিশাখা এসে সম্মুখে, জিজ্ঞাসেন অমনি ॥ ১৪৯
কে তুমি নীলবরণি! কার সুতা—কোকিল-ধ্বনি!
তুমি কার ঘরণী বলতো!
কওনা প্রয়োজন থাকে, বিরলে গিয়ে কও আমাকে,
সংপ্রতি রাই-কুঞ্জ থেকে চলতো ॥ ১৫০
প্যারী আছেন ঘোর মানেতে,
আর যেওনা দ্বার-পানেতে,
থাকো না হয় এই খানেই থাকতো।
যাবে যদি মান বাঁচিয়ে, তারা ঢাক—আঁখি মুদিয়ে,
কালোরূপটী বসন দিয়ে ঢাকতো ॥ ১৫১
বীণায় যদি বল হরি, যদি শুনতে পান প্যারী,
লবেন তোমার প্রাণ হরি ত্বরিত।
আমাদের কথা না শুনে, যদি বাজাইবি বীণে,
প্রাণে মরিবি ও নবীনে! চকিত ॥ ১৫২
যেখানে কৃষ্ণের প্রিয়ে, যেওনা ও দিক্ দিয়ে!
কথাটা মনে ঠিক দিয়ে গণতো।
বৃন্দাবন-বিলাসিনী, কালো দেখিলে প্রাণনাশিনী,
তাইতেই বলি, বিদেশিনি! আমাদের কথা শুনতো ॥ ১৫৩

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা মরি, যামুনে গো, কুঞ্জে কালো-বরণি।
কোনরূপে ত্রাণ পাবিনে,
প্যারী কালোরূপের প্রতি কালরূপিণী॥
ও সব-রঙ্গিণি শ্যামাঙ্গিনি ধনি!
তুইত নস্ অতি সামান্যা রমণী,—বই—তোরে কই!
জানি হন হত-মানিনী, এখন কমলিনী-(র),
কুঞ্জে গেলে কালী কালকামিনী॥
কালাচাঁদের উপর মান ক'রে ধনী,
কালো দেখ্‌লে যেন কাল-ভুজঙ্গিনী, রাই! বলি তাই,—
ছিল শ্যামাঙ্গিনী সখী, তারে চন্দ্রমুখী,
দিলেন কুঞ্জের বাহির ক'রে অমনি॥ (ণ)

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-আকাঙ্ক্ষা; বিদেশিনীর রাই-কুঞ্জে প্রবেশ।

হেথায় রাধার মানভঙ্গ, নিকটে নাই ত্রিভঙ্গ,
অন্ধকার দেখি চন্দ্রমুখী।
দূতীরে কন করি রোদন, নাই গো আমার শ্যামধন,
শ্যামা-ধনের ধন গো সখি॥ ১৫৪
এনে দে মোর শ্রীগোবিন্দে, নইলে মরেছি গো বৃন্দে!
ললিতে! নলিনাক্ষ দে আনিয়ে।

কোথা গেলি গো অঙ্গদেবি! তুই কি আমার অঙ্গ দিবি,
অকূলে শ্যাম-অঙ্গ এনে দিয়ে॥ ১৫৫
চিত্রে গো! বাঁচিনে আর তো, অন্ধকার ক'রে চিত্ত,
কোথা আমার চিত্তহর হরি!
বাঁচিনে বিনে প্রাণ-হরি, লয় যে আমার প্রাণ হরি!
হরির বিচ্ছেদ-বিষহরি॥ ১৫৬
মরি মরি ওগো বিশাখা! বাঁচিনে বিহনে সখা,
একবার তোরা এনে দে মোর শ্যামে।
এবার বঁধুরে দেখ্‌লে সখিরে! চরণ ধ'রে করিব কিরে,
আর মান কর্‌ব না জনমে॥ ১৫৭
বিশাখা বলে,—কেন রোদন, সাধে সাধে সাধনের ধন,
বিসর্জ্জন দিয়ে মান-সাগরে!
এখন বল্‌ছ প্রাণ হারাই, প্রাণ কি তোমার আছে রাই?
কাল্‌তো প্রাণ ত্যজেছ মান ক'রে॥ ১৫৮
হরির উপরে হলে রিপু, যেন হিরণ্য-কশিপু,
হরি হরি! হরির কি দিন গেছে!
তোমার দ্বেষ দেখে হরি, গেছেন দেশ পরিহরি,
এদেশে উদ্দেশ করা মিছে॥ ১৫৯
ওগো ব্রজ-বিলাসিনি! এসেছে এক বিদেশিনী,
সুধামুখী—সুধালে হয় তাকে।

দেশ-বিদেশ করে ভ্রমণ, ধনী!—তোমার কৃষ্ণধন,
যদি কোন দেশে দেখে থাকে॥ ১৬০
কিন্তু শ্যামতুল্য শ্যাম দেহ, তাইতে আন্‌তে সন্দেহ,
কর কালোর উপরে কোপ শুনে।
আজ্ঞা দিলে আন্‌তে পারি, শুনিয়ে কহেন প্যারী,
অবিলম্বে আন তারে এখানে। ১৬১
আজ্ঞা পেয়ে যান ত্বরা, রাই নিকটে বীণা-ধরা,
এক দৃষ্টে দেখেন কমলিনী।
দেখেন হরি-অভেদ, হরিল হরির খেদ,
হরিষে কন হরি-সোহাগিনী॥ ১৬২
বল্ দেখি গো বিদেশিনি! ছিলে কার গৃহবাসিনী,
উদাসিনী কে তোরে করিল।
কেন ধর্‌ছ এমন সাজে, সুন্দরি!—সংসার মাঝে,
কে তোমার আছে আমায় বল॥ ১৬৩
বিদেশিনী বলে,—রাই! আর আমার কেহ নাই!
ব্যভিচারিণী ব'লে ত্যজেছেন স্বামী।
কারে কই—কি সুখ জীবনে, বাস করিতে বৃন্দাবনে
বাসনা মনে ক'রে এসেছি আমি॥ ১৬৪
বিদেশিনীর কষ্ট শুনি, কেঁদে কন কৃষ্ণরাণী,
কি শুনি গো আহা মরে যাই!

তোর পতির কপাল মন্দ, বুঝি তার দু-নয়ন অন্ধ,
তোর নয়ন—সে নয়নে দেখে নাই ॥ ১৬৫
মরি মরি কি অপমান! মাণিকের থাকে না মান,
ওলো ধনি! অন্ধের নিকটে।
অন্ধের কাছে কন্দর্প— রূপের থাকে না দর্প,
দর্পণের দর্প চূর্ণ ঘটে ॥ ১৬৬
নবীন নীরদ জিনি, জিনি নীলপদ্ম যিনি,
তোর পতি,—দেখি নাই রূপ এমন!
যদি চক্ষে দেখ্‌তে পেতো তোকে,
তবে তুলে রাখ্‌তো মস্তকে,
শিব রেখেছেন ভাগীরথীকে যেমন ॥ ১৬৭
ধনি! তুমি নও রমণী, চিন্তা মনে করি এমনি,
তুমি আমার চিন্তামণি হবে।
শ্যাম-তুল্য শ্যাম-কায়, তা নইলে কি রাই বিকায়?—
হেন রূপ কি ভবে আর সম্ভবে ॥ ১৬৮

ললিত-ভৈঁরো—একতালা।

এমন কালোরূপ নাই আর সংসারের মাঝে অন্য।
নাই আর এমন, বাঁকা নয়ন,
আমার বাঁকা সখা ভিন্ন ॥

অন্য রবে আর মজিনে, আমরা শ্যামের বাঁশী বিনে,—
তেম্নি তোমার বীণে শুনে, দেহ অবসন্ন ॥
যা ভাবিয়ে, বসন দিয়ে,
হৃদয় করেছ আচ্ছন্ন ;—
তবু দেখা যায় লো ধনি ! ভৃগুমুনির পদচিহ্ন ॥
কালো রূপে, নয়ন সঁপে,
নয়ন-মন হ'ল ধন্য ;—
দাশরথি কয় শ্রীমতি ! হরি,—নারী তব জন্য ॥ (ত)

যুগল মিলন।

ছদ্মবেশ পদ্ম-আঁখি, প্রকাশ পেয়ে পদ্মমুখী,
আনন্দের আর সীমা নাই অন্তরে।
যেমন সুদরিদ্র পায় ধন, অন্ধ যেমন পায় নয়ন,
জীবন পায় মৃত কলেবরে ॥ ১৬৯
হারিয়ে যেমন মাথার মণি, ফিরে শিরে পায় ফণী,
তেম্নি প্যারী পেয়ে চিন্তামণি।
মগ্না গদগদ ভাবে, হরিকে কন নারী-ভাবে,
কৌতুক করিয়ে কমলিনী ॥ ১৭০
ও নবীনে বীণেধারিণি ! তোর পতি যে ব্যভিচারিণী—
বলে তোকে—কথা নয় এ মিথ্যে ॥

স্বামী না হয় করেছে হেলা, এ নব যৌবনের বেলা,

একাকিনী নারী বেড়ায় কি তীর্থে॥ ১৭১

হও যদি অসতী নারী, তবে কাছে রাখ্‌তে নারি,

ধনি লো! আমার ধর্ম্মের ঘরকন্না।

ভাবটি তোমার ভাল নয়, ভাব করতে ভাবনা হয়,

বৃন্দে বলে,—ক্ষমা দে মা আর না॥ ১৭২

নারীর ভূষণ ক'রে দূর, অমনি দূতী শ্যামবঁধূর—

মস্তকে চূড়া—হস্তে দেয় বাঁশী॥

কেঁদে বলে,—গো রাজকুমারি!

আমরা নই গো শ্যামের—হই তোমারি,

প্যারি! আমরা যুগল-প্রেমের দাসী॥ ১৭৩

হেসে চন্দ্রমুখী কন, হবেনা বিনে চন্দ্রায়ণ,

গঙ্গাজলে অভিষেক চাই।

স্তুতি ক'রে দূতী বলে, তিন দিন আজি নয়নের জলে,

শ্যামের অভিষেক হচ্ছে রাই॥ ১৭৪

যদি তুমি কর উক্ত, ও জলে হবে না মুক্ত,

চক্ষের জল অশুদ্ধ মানি॥

শ্যামের চক্ষের জল যদি অশুদ্ধ, গঙ্গাজল কিসে শুদ্ধ!

"গঙ্গা তো ঐ চরণে জানি॥ ১৭৫

যাঁরে ভগীরথ আনিল ধরা, ত্রিলোক পবিত্র-করা,
পতিত-উদ্ধারিণী ভাগীরথী।
যাঁর চরণের জলের এত ফল, সেই মাধবের চক্ষের জল,—
ইথে কি শুচি হন্‌না শ্রীপতি॥ ১৭৬
অমনি প্যারী উল্লাসিতে, চন্দনাক্ত তুলসীতে,
অতুল্য ধন চরণ পূজা করি।
প্রাণকে দিয়ে দক্ষিণে, শ্যামে রেখে দক্ষিণে,
বামে দাঁড়াইলেন ব্রজেশ্বরী॥ ১৭৭

বিভাস—একতালা।

মরি, কিবা শোভা ব্রজধামে—
শ্যামের বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
যত ললিতা আদি সঙ্গিনী,—
যুগল-রূপ হেরে, যুগল আঁখি ঝোরে,
এরা যুগল প্রেমের পাগলিনী।
আনন্দে প্রেমানন্দে, ডাকেন গোকুলচন্দ্রে,
পেয়ে চন্দ্রাননী,—আমার শ্যাম এসেছেন কুঞ্জে,
কোথা রইলি,—আমার সাধের শ্যামা সখী শ্যামাঙ্গিনী॥

বলেন প্যারী,—আমার গোবিন্দ সদয়,
করুণা-হৃদয়, হৃদয়ে উদয়,
দুঃখ তাপ দূরে গেল সমুদয়, দেখিয়ে ধনী,—
ওহে মধুকর! গুণ-গুণ ধ্বনি কর,
এলো আমার গুণমণি,—
ও কোকিল! আমার পোহাল কুহু-নিশি,
এখন কর কুহু-কুহু-ধ্বনি ॥ (গ)

অক্রুর-সংবাদ।

নারদ মুনির আত্ম-তত্ত্ব-চিন্তা।

ব্রহ্মার সুত নারদ, ঘটে যায় ঘোর বিরোধ,
তারি করতে অনুরোধ, সর্ব্বদা ভ্রমণ।
গোকুল হ'তে গুণালয়, আসেন যাতে কংসালয়,—
সেই উদ্যোগে মুনির আগমন ॥ ১
নিজ বিপদ-বিনাশনে, ভজিতে বিপদ-বিনাশনে,
পথে যুক্তি বীণা-সনে, করেন করে তুলি।
ভোলে হরি যাতেতাতে, আমি থাকি মত্ততাতে,
তুমি হও না মত্ত তা'তে, তত্ত্ব-কথা ভুলি ॥ ২

তোমায় ধরেছি নবীনে, তোমার ভরসা বিনে,
অন্তরঙ্গ তোমা বিনে, আর কেহ নাই।
তোমারি প্রতি প্রীতনিধি, ভজি কৃষ্ণ গুণনিধি,
অপার ভব-জলধি, পার কর রে ভাই ॥ ৩
কেন রে মিছে কাল যায়, ভজেন মহাকাল যা'য়,
যায় ভজনের কাল যায়, ধর তাঁর পায়।
পদ্মনাভ না ভজিয়ে, নাই কিছু লাভ জীয়ে,
সে নামেতে না মজিয়ে, নাম যে ডুবে যায় ॥ ৪
ভজ কান্ত রাধিকার, বল্‌বো তোয় কি অধিক আর,
যদি যাবে না কালের অধিকার,
তবে বীণা!—ভজ সেই বীণাধরা-কান্তে।
ডাক,—থেকে থেকে মোর করে করে,
তবে কোন্ বেটা বল্ করে, তা হ'লে কাল করে করে,
পারে কি সে বাঁধ্‌তে ॥ ৫
বলনা! যদি ঔষধি চাও হতে কালজয়ী,
তবে শুন বিবরণ, কাল-নিবারণ,
ঔষধি তোরে কই।
যেমন সুপুত্রেতে দুঃখ-নিবারণ, রোগ-নিবারণ বৈদ্য।
গান-নিবারণ গোল যেমন, জ্ঞান-নিবারণ মদ্য ॥ ৬
ঘরে পরিতাপ-নিবারণ,—যার প্রিয়বাদী জায়া।

দাপ-নিবারণ গরুড় যেমন, তাপ-নিবারণ ছায়া ॥ ৭
মূর্খ লোকের রাগ-নিবারণ, গাজা চরস গুলি।
স্তুতিবাক্যে রাগ-নিবারণ, বাঘ-নিবারণ গুলি ॥ ৮
দক্ষিণে বাতাস মেঘ-নিবারণ করে তন্ন তন্ন।
দ্বিধা নিবারণ পরম জ্ঞানী, ক্ষুধা-নিবারণ অন্ন ॥ ৯
অম্বল ভোজনে দেয়, ঝাল নিবারণ করি।
সকল জঞ্জাল-নিবারণ জল, কাল-নিবারণ হরি ॥ ১০
কংস-ধ্বংস-মন্ত্রণায় মথুরায় গমন।
এ দেহটা মথুরা যদি ভাব আমার মন ॥ ১১
মতি! তোমার দেহ-মথুরা অতি অধমপুর।
মথুরায় বরং একজন আছে রে! অক্রূর ॥ ১২
তোমার মথুরা কেবল কুক্কুরের পুরী।
এ পুরী পবিত্র করা উচিত সবাকারি ॥ ১৩
কংস আছেন, কুব্জা আছেন, আছেন দেবকী বন্ধনে।
নিজ উপায় কর এনে নন্দের নন্দনে ॥ ১৪

সুরট—কাওয়ালী।

চল রে মানস! রস-শ্রীবৃন্দাবনে।
অনন্ত ভয় এড়াবে, কৃতান্ত দূরে যাবে,
নিতান্ত স্থান পাবে, শ্রীকান্ত-চরণে ॥

সদত কলুষ-কংস করে জ্বালাতন, চল ওরে মন!
তায় করিতে দমন, আন গে হৃদয়-মধুপুরে মধুসূদনে।
তোমার বুদ্ধি যে কুরূপা, বাঁকা কুব্জা-স্বরূপা,
বুদ্ধি কুব্জারে রাখ কেন শ্রীহীনে,—
শ্রী পায় সে শ্রীনাথ-আগমনে ;—
কুমতি-রজক নাশ হবে রে ত্বরায়,
হৃদয়-মথুরায়, আন গে শ্যামরায়,
জীবাত্মা দেবকীরে কর মুক্ত বন্ধনে ॥ (ক)

নারদের কংসরাজ-সভায় গমন ;—ধনুর্যজ্ঞের প্রস্তাব।

যথায় কংস রাজন, পাত্র-মিত্র বহুজন,
মুনি গিয়ে কহিছেন তথা।
আমি কেন ভাবি বাপু রে! তুমি ত বসে আছ পুরে,—
নিশ্চিন্ত,—সে কেমন কথা ॥ ১৫
গোকুলে শত্রু প্রবল, দিনে দিনে তার বাড়িছে বল,
অনবরত খেয়ে ঘৃত মাখন।
ইন্দ্র-দর্প দিয়ে দূরে, নাম রেখেছে ব্রজপুরে,
বাম করে ধরে গোবর্দ্ধন ॥ ১৬
বল্‌লে হেসে পড় ঢলে, গোয়ালার শিশু বলে,
শিশুর হাতে আশু কিন্তু ঠেক্‌বে।

বলে গিয়েছি অনেক দিন, আমি ব্রাহ্মণ অতি দীন,
দীনের কথা দিন দুই বই দেখিবে॥ ১৭
তখন কংসের জন্মিল ভয়, বলে প্রভু! কর অভয়,
দায়-মুক্তির যুক্তি কিবা করি।
মুনি কন,—এই কথা যোগ্য, কর ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ,
নিমন্ত্রিয়ে এনে বধ হরি॥ ১৮
তখনি কংস রাজন, করে যজ্ঞের আয়োজন,
নানা স্থানে পাঠাইল পত্র।
সুধান যতেক বীরে, গোকুলে তোরা কে যাবি রে!
আনিতে নন্দের দুটি পুত্র॥ ১৯

* * *

কংসরাজ-সভায় অক্রূর।

সবাই বলে অক্রূর, লোকটা বড় অ-ক্রূর,
গুণযুক্ত জ্ঞানযুক্ত নিযুক্ত ভজনে।
শুন ওহে ভাল যুক্ত এই যুক্তি উপযুক্ত,
তাহাকে পাঠাতে বৃন্দাবনে॥ ২০
তখন চরে দিল সমাচার, শুনি সানন্দে করে বিচার,
অক্রূর বৈষ্ণব-শিরোমণি।
আমি কি পাব দরশন, কমলার কণ্ঠভূষণ,
ভব-চিন্তাহারী চিন্তামণি॥ ২১

আবার ভাবে পরিণাম, আমার মুখে হরিনাম,—
বিচ্ছেদ হবে না এক দণ্ড।
কংস কাছে যাই কিরূপ, হরিনামে সে হয় বিরূপ,
তখনি করিবে প্রাণদণ্ড ॥ ২২
করিতে হলো চাতুরী, নতুবা কিরূপে তরি,
কৃষ্ণদ্বেষী পাষণ্ডের পাশে।
আমি বলিব বনমালী, সে বলিবে বল্‌ছে কালী,
এক শব্দে দুই অর্থ প্রকাশে ॥ ২৩
প্রকাশি যে কবিশক্তি, হরিগুণে মিশায়ে শক্তি,
ভক্তিযোগে সেই গানটি গান।
লইয়া গোকুলের পত্র, বসে আছেন কংস যত্র,
আনন্দে অক্রূর তথা যান ॥ ২৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

অপরূপ রূপ কেশবে কে শবে।
দেখ রে তারা, এমন ধারা,
কালোরূপ কি আছে ভবে ॥
আমরি কি প্রেমভরে, সদানন্দ হৃদে ধরে,
ঐ রমণী মন হরে, যে ভজে সে মুক্ত ভবে।

মা-বারি-মৃত্তিকা মাখ, মাধবে দাঁড়ায়ে দেখ,
দিন সব হরিতে থাক,
নইলে মা দুখ আবার দিবে ॥ (খ)

কৃষ্ণ কালী এক যোগ, দুই অর্থে মনঃ-সংযোগ,
কংসের হলনা গীত শুনি।
এক অক্ষর হরিগুণ, শুনি রাগে হয় আগুণ,
কহিছে অক্রূরের প্রতি বাণী ॥ ২৫
ওরে বেটা দুরাচার! এ তো ভারি অত্যাচার,
নিত্য আমার বৃত্তিভোগ কর।
আমারি সঙ্গে বিপক্ষতা, আমারি বিপক্ষ-কথা,
সম্মুখ আসিয়া ব্যাখ্যা কর ॥ ২৬
সে কেমন,—
ব্যভিচারিণী নারী যত, হয় না পতির প্রতি রত,
অবিরত পতির খায় পরে।
পতির কুশল নাই বাসনা, ভুলিয়ে লয়ে রূপা সোণা,
উপপতির উপাসনা করে ॥ ২৭
ছল করে তেল দিয়ে পায়, সদা পতিকে গহনা চায়,
গহনা লহনা আদায় করা।

পতি হন পতিত তায়, রাগ করে ত,—বেরিয়ে যায়,
শত্রু-ভয়ে ত্যাগ করে রাগ করা॥ ২৮
আমি ত মথুরার স্বামী, সবারে অন্ন যোগাই আমি,
নেমকহারামি সকল বেটাই করে !
কিছু নাই মোর অগোচর, কোন বেটা বলে চোর,
কেউ বা বলে গো-চোর, গিয়ে অগোচরে॥ ২৯
সকল বেটারাই বেতন-ভুক, দেখ্‌তে নারে আমার মুখ,
মুখের কাছে এসে করে চাতুরী !
জানায় পিরীত গলায় গলায়, কিন্তু বেটারা তলায় তলায়,
জ্বালায় আমাকে আমি বুঝতে পারি॥ ৩০
সূক্ষ্ম বিচার কেউ না করে, যত মুর্খ বেটারা আমার ঘরে,
ভিক্ষা ক'রে গালি দিয়ে যায়, দুঃখে কি প্রাণ বাঁচে !
উদ্ধবকে জানা আছে,
সে বেটা কাছে কথা কয় কাচে-কাচে,
আমার মন্দ গায়, তখনি নাচে গিয়ে নাচে॥ ৩১
তখন অক্রূর বলেন হরি ! আমি অতি দীন।
দীনবন্ধু নামটি তোমার শুনি চিরদিন॥ ৩২
নামের শুনি ব্যাখ্যে, দেখিনে চক্ষে, ঐ দুঃখে কই।
হরি হে ! বন্ধুর কার্য্য তুমি কর্‌লে কই॥ ৩৩

অহং—একতালা।

দীনবন্ধু! আমার সেই দিনে হে দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি।
কে পার কর্‌বে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে,
যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়িব হে আমি॥
হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ,
শঠের প্রেমে পাছে না হবে প্রেমী,—
কিন্তু ও দীননাথ! তুমি নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, নিত্য-বস্তু,
তোমার শঠ সরল সমান সংসারস্বামি!॥
যদি তুমি হে মাধব! হও দীন-বান্ধব,
হতে হবে সে দিন অগ্রগামী।
একবার সেই দিনে হে! দাশরথি যে দিন পড়বে ধরায়,—
শমন যা করবে, তা তুমি জান অন্তর্যামী (গ)

———

তখন অক্রূর বলে মহাশয়, আমি গান করেছি কালীবিষয়,
বিষয়-জ্ঞান আছে আমার, মূর্খ নই হেন!
নন্দের গোপাল সে যে, গোপের ছেলে গোপাল ব্রজে,
আমি তার নাম করিব কেন॥ ৩৪
তখন কংসের ঘুচিল রাগ, বলছে করি অনুরাগ,
তাই ত বলি ঘটে বুদ্ধি আছে।

কি কথা কোথাকার হরি, শঙ্করীর ধ্যান করি,
মায়ের ছেলে থাক্‌বে মায়ের কাছে ॥ ৩৫
হরির জীবন হরি,— যত মূর্খ বেটাদের 'হরি হরি',
ঘুচিয়ে দিব এই করেছি তন্ত্র।
এত বলি অক্রূর-করে, কংস সমর্পণ করে,
গোকুলের নিমন্ত্রণ-পত্র ॥ ৩৬

* * *

কংসের নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া, অক্রূরের নন্দালয় যাত্রা ;—
'কৃষ্ণ-বলরাম যুগল রূপ দর্শন।

পত্র পেয়ে পত্রপাঠ, ভবে পরমাত্ম-হা[illegible],
অক্রূর উদয় নন্দালয়ে।
যত্নে দিয়ে রত্নাসন, নন্দ করে সম্ভাষণ,
এসো এসো বস ভাই!—বলিয়ে ॥ ৩৭
রামের গলে শ্যামের কর, শ্যামের গলে হলধর,—
কর দিয়ে,—আনন্দ-ভরে যান!
ভেয়ে ভেয়ে যুগল রূপ, অপরূপ কি বিশ্বরূপ!
সেরূপ অক্রূর দেখ্‌তে পান ॥ ৩৮

——

ললিত—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন অক্রূর,—রূপে রাম যেন রজত-গিরি!
বামে হেরিয়ে নীলগিরি, নয়ন-মন নিল হরি॥
হীরক-মণি মানহত; রামের অঙ্গে শোভা কত,
তাহে মিলিত মরকত,—নিন্দিত রূপ-মাধুরী।
অক্রূর বাম নয়নে দেখেন রাম, দক্ষিণ নয়নে শ্যাম,
এক আঁখিতে দুই দেখিতে না পেয়ে আঁখিতে বারি,—
দাশরথি কয় ওরে নেত্র! রাম-শ্যাম অভেদ-গাত্র,
যাঁরে দেখ দেখ রে মাত্র, দুই কই রে একই হরি॥ (ঘ)

অক্রূর কর্তৃক নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদান।

অক্রূর দিলেন পাতি, নন্দ নিলেন হস্ত পাতি,
কে পড়িবে,—পড়িলেন সঙ্কটে।
ভাবেন করি হেঁট মাথা, আমায় ত গণেশের মাতা,—
গণেশ-আঁকড়ি দেন নাইক পেটে॥ ৩৯
বাঁচাতে আপন পাড়া, করে খুন সীমানা ছাড়া,
দেন পত্র উপানন্দের হাতে।
উপানন্দ কেঁদে কয়, দাদার এমন কর্ম্ম নয়,
মর্ম্মপীড়া ছোট ভাইকে দিতে॥ ৪০

জানেন ত আমি গাইমাই, পাঁচ বৎসরের বেলায় গাই—
দিয়াছেন ভাই, তাই চরাই গোঠে।
দোহন করিয়ে গাই, লোকের বাড়ী দুগ্ধ যোগাই,
আর কেবল যাই মথুরার হাটে॥ ৪১
বলাই বলে,—কি জ্বালাই হল,কোথা থেকে বালাই এলো,
শীঘ্র চরণ চালাই তবে পালাই কিছু কাল।
বিরলে লয়ে শ্রীগোবিন্দ, উপায় সুধান নন্দ,
বল বাপু কি হবে গোপাল॥ ৪২
হেসে হেসে কন গোপাল, আমাদের সব এক-কপাল,
সরস্বতী সমান সবারি ঘটে।
সদা তোমার কড়ি কড়ি, কারু দিলে না হাতে খড়ি,
হাতে নড়ি দিয়ে পাঠাও গোঠে॥ ৪৩
মা তো বলেছিল লিখিতে, তুমি দিলে গরু রাখিতে,
বাপের কথা বই মায়ের কথা শোনে কোন্ জনা!
দশরথের বাক্যে রাম, বনে যান গুণধাম,
মানেন নাই তো কৌশল্যার মানা॥ ৪৪
তবু তোমাকে লুকিয়ে তাতা! লিখেছিলাম তাল-পাতা,
শিখেছিলাম কিরি-মিরি-গিরি।
যেই শিখেছিলাম গিরি, তাইতে গিরি ধারণ করি,
তা নৈলে কি ধর্‌তে পারতাম গিরি॥ ৪৫

ছিল একজন ব্রজধামে, আত্মারাম ঘোষ নামে,
পত্র লয়ে নন্দ তথা গেল।
খুলিয়া পত্রের খাম, বলে,—পড় বাবা আত্মারাম!
রাজা কংস কি কথা লিখিল॥ ৪৬
আত্মারামের সেই কথায়, আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়!
হেন কালে এলেন গর্গ মুনি।
কহিছেন পড়ি পত্র, গোকুলের গোপ মাত্র,
নিমন্ত্রণ করেছে নৃপমণি॥ ৪৭
সহ কৃষ্ণ বলভদ্র, তার বাড়ী যাওয়া ভদ্র,
ভদ্র ব'লে করেছে গণন।
এই কথা শুনিয়া নন্দ, মনেতে বড় আনন্দ,
নন্দন দুটিকে ডেকে কন॥ ৪৮
পর ধূতি কর কোঁচা, ধড়া চূড়া ছাড় বাছা!
যেতে হবে সে ধরাপতি-গোচরে।
ফেলো শিঙ্গা ফেলো বাঁশী, হবে লোক-হাসাহাসি,
এ বেশে সেখানে গেলে পরে॥ ৪৯
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, নন্দ করেন আয়োজন,
নানা ধন কংসে ভেট দিতে।
ব্রজে ধ্বনি হয় অমনি, লয়ে রাম-চিন্তামণি,
নন্দ যাবেন মথুরায় প্রভাতে॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবেন শুনিয়া নন্দরাণীর কাতরতা,—
নন্দকে নিষেধ।

অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনিয়া উড়িল প্রাণী,
ছাড়িল নিশ্বাস অতি দীর্ঘ।
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, আসিয়া নন্দ-নিকটে,
মুক্তকেশী হয়ে কয় শীঘ্র॥ ৫১
বলে,—নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছো, তুমি যাও কর্ত্তা আছ!
ভেট দিতে একাকী কংস-ভূপে।
পেয়ে নিধি হারাইওনা, তার কাছে লয়ে যেওনা,
আমার দুধের গোপালে কোনরূপে॥ ৫২

ললিত-ভৈরোঁ—একতালা।

যেও না হে নন্দ! প্রাণ-গোপাল লয়ে সঙ্গে।
অযতনে নীল-রতনে কেন হারাবে তরঙ্গে॥
কাল হয়ে কালালয়ে, যাবে লয়ে কাল-অঙ্গে!
এ ধন,—করেছ কি পণ, সমর্পণ কাল-ভুজঙ্গে॥
জন্মাবধি সে পাপ-জীবন, বধিতে গোপালের জীবন,
দূত পাঠায় বৃন্দাবন, তাকি দেখ নাই অপাঙ্গে,—
হয় না ত্রাস, যাও তার বাস, কি বিশ্বাস সে বৈরঙ্গে,
সাধ ক'রে ব্যাধ-করে সঁপে দিও না বিহঙ্গে॥ (৬)

শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ সাজাইবেন বলিয়া, কমলিনীর কুসুমহার-গ্রন্থন।

কৃষ্ণ-অঙ্গ কমলিনী, সাজাবেন সুরূপিণী,
মালিনী আনিয়ে দিচ্ছে ফুল।
নানাবিধ সৌগন্ধ, গন্ধরাজ রজনীগন্ধ,
যে গন্ধে গোবিন্দ অনুকূল ॥ ৫৩

চম্পক বক বকুলে, গাঁথে মালা কুন্দফুলে,
প্রসন্ন হইয়া হেমবর্ণা।
মাঝে মাঝে দেন তত্র, তুলে তুলসীর পত্র,
তা নইলে নন্দের পুত্র লন না ॥ ৫৪

যোগ-বলে রাজবালা, সামান্য ফুলের মালা,
পরাণের পরাণ কৃষ্ণে পরাণ কি জন্যে।
মুক্তি-জন্য মুক্তাহার, শক্তি আছে দিতে তাঁহার,
তিনি তো বটেন রাজকন্যে ॥ ৫৫

ফুল দেন তার আছে কারণ, শুন কই তার বিবরণ,
ফল-আকাঙ্ক্ষা জগতে যারা করে।
তারাই চেষ্টা করে ফুল, ফুল হয়েছে ফলের মূল,
ফুল না দিলে ফল কখন ধরে ॥ ৫৬

তুলসী সহিত প্যারী, ফুল লয়ে সার সার।
পরমানন্দে গাঁথিছেন হরির ব্যবহার-হার ॥ ৫৭

বিলম্ব দেখিয়া প্যারী, উঠিয়া দেখেন বার বার।
মনোহরের প্রতি মনটা হচ্ছে ভার ভার ॥ ৫৮
দুখ পেয়ে মুখে বল্‌ছেন,—দেখ্‌ব না মুখ আর তার!
মুখের কথায় কি হচ্ছে, প্রাণ কর্‌ছে ছাড়্-ছাড়্ ॥ ৫৯
সুধান কৃষ্ণতত্ত্ব-কথা, দেখা পাচ্ছেন যার-যার।
সাহস আছে?—অন্য নারীর সহিত,ব্যাভার ভার-ভার ॥৬০
দাসখত বিকায়ে গেছে, শুধ্‌তে রাধার ধার ধার।
লম্পট-স্বভাব তবু বেড়ান লোকের দ্বার দ্বার ॥ ৬১
হেন কালে বৃন্দে দূতী শুনিলা ত্বরায়।
বৃন্দাবন-চন্দ্র হরি চল্‌লেন মথুরায় ॥ ৬২

* * *

বৃন্দা।—কমলিনীর নিকট আসিয়া বলিতেছেন,—তোমার নীলমণি ত মথুরা চলিলেন, কার জন্য আর হার গাঁথিতেছ?

যেই মাত্র শুন্‌লেন,—চলিলেন জীবের জীবন।
অমনি জীবন উঠিল কণ্ঠে, বাঞ্ছা জীবনে জীবন ॥ ৬৩
বৃন্দে বলে, চল গো জীবনে সঁপি কায়।
মৃতকায় হ'য়ে যায় বল্‌তে রাধিকায় ॥ ৬৪
কহে গিয়ে, নিকট হয়ে, ক'রে ক্রন্দনের ধ্বনি।
কার জন্যে আর হার গাঁথ ওলো ধনি! ॥ ৬৫

অহং—একতালা।

প্যারি! কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার হার—কিশোরি! আরাধনের ধন তোমার চিন্তামণি,
সে হার হারালে, হা রাই! কি শুন নাই শ্রবণে॥
একজন অক্রূর নামে সে যে, সাধুর মূর্ত্তি সেজে,
কংসের দূত এসেছে বৃন্দাবনে, দস্যুবৃত্তি ক'রে,—
হ'রে লয়ে যায় তোমার সর্ব্বস্ব-ধন,—
আমরা দেখে এলাম,—রথে তুলেছে রতনে॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা-কথায় জটিলা কুটিলার আনন্দ।

গোকুলে হইল রব, ঘুচায়ে গোপীর গৌরব,
গোবিন্দ-গমন মথুরায়।
নগরে হইল গোল, সুখেতে বাজায় বগোল,
জটিলে কুটিলে জুটে তায়॥ ৬৬
বলে, কংস অনেক দিন অবধি,মনে করেছে পেলেই বধি,
ছল ক'রে দূত পাঠায়ে দিয়ে, যুত কর্‌তে নার্‌লে।
নন্দ বুঝ্‌তে পারে নাই, সঙ্গে লয়ে যাবে কানাই,
এইবার ছা—ফাঁকি দিয়ে বারি কর্‌লে॥ ৬৭
বাঁচি এখন শুন্‌তে পেলে; যজ্ঞকুণ্ডে দিয়েছে ফেলে,
কালামুখো কালাকে কংস বলে!

আমরা কালি দিব পীরকে শিন্নি, পাপিনী নন্দের গিন্নি,
কাঁদে যেন 'বাছা বাছা' ব'লে ॥ ৬৮
ওর বেটা মজায় কুল, বলিতে গেলে করে তুল,
গরব শুনে এসে গা-টা অম্নি ঘোরে।
ধন হয়েছে—হয়েছে সুত, হাটে গিয়ে বেচিতো সুতো,
সে সব কথা এখন গিয়েছে দূরে ॥ ৬৯
সকল জানি উহার ভর্ত্তা, নন্দ হয়েছে গাঁয়ের কর্ত্তা,
পৌষ মাসে পাঁচটা উপোস—ছিল অন্নহুড়ো।
খাটিতো মজুর কাটিতো নাড়া,তার মেগের যে নথ-নাড়া,
সইতে হলো ঐ দুঃখ বড় ॥ ৭০
এখন ভাঙ্গ্‌ল কপাল, গেলেন গোপাল,—
কাল বিকালে যাবে গো-পাল,অতিশয়টা রয়না চিরস্থাই।
অতিশয় ক'রে দর্প, শিবের কাছে কন্দর্প,
কোপ-নয়নে হয়ে গেলেন ছাই ॥ ৭১
অতিশয় বাড়িল রাবণ, বাটীতে খাটিতো ইন্দ্র পবন,
শেষে তারে বানরে মারে লাথি।
অতিশয় দর্প ক'রে, হরি হর ভিন্ন ক'রে,
কাশীতে কত ব্যাসের দুর্গতি ॥ ৭২
বৈকুণ্ঠ-নাথের রিপু, হ'য়ে হিরণ্যকশিপু,
অতিশয় সকলি বাড়াবাড়ি।

হয়ে নৃসিংহ-অবতার, নখ দিয়ে পেট চিরে তার,
সন্ধ্যাকালে বার করিলেন নাড়ী ॥ ৭৩
এই রূপেতে মায়ে-ঝিয়ে, কত ভাবে রাগে মজিয়ে,
হেথা শুন যে দশা রাধায়।
কেন হার গাঁথ ব'লে, সখী যখন গিয়ে বলে,
কৃষ্ণ তোমার যান মথুরায় ॥ ৭৪

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথায়,—কমলিনী কাতরা।

প্রবেশ হ'তে কর্ণে কথা, শুকায় অম্‌নি স্বর্ণলতা,
নাসা-মূলে নিশ্বাস নাশিল।
রসনা হইল নীল, দশনে লাগিল খিল,
দশেন্দ্রিয় অবশ হইল ॥ ৭৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

যাবেন কৃষ্ণ মথুরা,—শুনি।
চৈতন্য হারায়ে ভূমে পড়েন চৈতন্য-রূপিণী ॥
হারাইলাম ব'লে নাথে, হাতের মালা রইল হাতে,
আগন্তুক জ্বর-সন্নিপাতে, পাত হলো যেন পরাণী।
যত সখা-সখী দুঃখে ভাসিল,—
অমনি জীবন ধ্বংসিল, বক্ষে তক্ষক দংশিল,
চক্ষের তারা স্থির অমনি ॥ (ছ)

রাধিকার কি প্রকার অবস্থা,—

রাইকে দেখে অচেতন, দ্বিগুণ হলো জ্বালাতন,
বলে,—শূন্য হলো ব্রজধাম।
আছেন আঁখি মুদিয়ে, জাগান ঔষধি দিয়ে,
কর্ণমূলে ব'লে কৃষ্ণের নাম॥ ৭৬

* * *

অক্রূরকে ব্রজ গোপিনীগণের ভৎসনা।

বিরহে না রহে কায়, সঙ্গে লয়ে রাধিকায়,
গোপিনী তাপিনী হ'য়ে চলে।
যথা ল'য়ে শ্রীহরি, অক্রুর করে শ্রীহরি,
রথচক্র ধরি গোপী বলে॥ ৭৭
শোন রে অক্রূর! তোরে বলি,
তুই, গায়ে দিয়েছিস্ নামাবলী,
যোগীর বেশ—দেখ্তে বেশ বটে।
ব্রজের মাটি মাখা গায়, রসনা হরি-গুণ গায়,
মাথাটী মানায় বটে জটে॥ ৭৮
কপালে হরি-মন্দিরে, বসি হরি-মন্দিরে,
তুই জপ ক'রে থাকিস্ নাকি!
গায়ে লিখেছিস্ রাধা-কৃষ্ণ, আই মা ছি ছি! রাধাকৃষ্ণ
ও গুলো সব চুরি করিবার ফাঁকি॥ ৭৯

তোর মত এমন চোর! নয়নের অগোচর,—
চোর তো চুরি লুকায়ে ক'রে থাকে।
তোমার তো নাই লুকোচুরি, দিয়ে অবলার গলায় ছুরি,
ব'লে কয়ে দেখিয়ে ব্রজের লোকে॥ ৮০
এক্ষণেতে মহাশয়! চোরের বৃদ্ধি অতিশয়,
পূর্ব্বে রাজা শূলে দিতেন চোরে।
এখন ধর্‌লে কিসের দায়, পরম সুখে খেতে পায়,
বালাখানায় শুতে পায়, দিতে পারিলে জরিমানা,
খাটুনি মানা করে॥ ৮১
অমাবস্যে দুপর রেতে, চুরি করে চোর জেতে,
যোগে-যাগে যদি ধর্‌তে পারি।
হাকিম বলে,—সাক্ষী কই? তখন সাক্ষী কারে কই!
ফৈরাদীর হয় উল্‌টো কসুর, চোরের বাড়ে জারী॥ ৮২
চোর বেটারা ফুকিয়ে বাটী, লয়ে যায় সব ঘটী বাটী,
রাজার ভয়ে থাকি ছাপিয়ে সে কথাটী।
ছাপালে কিছু রেয়াতি বটে, না ছাপ্‌লেই ছাপিয়ে উঠে,
দারোগা গিয়ে কাঁপিয়ে দেন মাটি॥ ৮৩
একে তো হলো দফা রফা,
আবার দারোগার সঙ্গে কর রফা,—
কড়ি দিয়ে—নইলে দ্বিগুণ ফন্দী।

ফৈরাদীকে ফেলে ফেরে, মূলটো ছেড়ে তুলটো করে,
লিখিয়ে দেয় উল্‌টো জবানবন্দী ॥ ৮৪
চোর,—জরির জুতো দিয়ে পায়, শাটিনের আংরাখা গায়,
গাঁয়ে বেড়ায় চলে।
লোকের এখন এম্‌নি ভয়, চোরকে দেখেই বল্‌তে হয়,
দাদা-মহাশয়! কোথায় গিয়েছিলে ॥ ৮৫
থাকুক রহস্য-কথা, হেথায় অক্রূর যথা,
গোপিকা কয় করিয়ে ভৎর্সনা।
চুরি তো আছে বিশেষ, তুই কর্‌লি চুরির শেষ!
রত্ন-চুরির কি পাপ জান না ॥ ৮৬
ওরে, ব্রহ্মহত্যা আদি মদ্য, রত্ন চুরি তারি মধ্য,
মহাপাপী বলেন মুনি সবে।
এর শাস্তি নিঃসন্ধ, হয় কুষ্ঠ অথবা অন্ধ,
জন্ম জন্ম ভুগিতে হয় ভবে ॥ ৮৭
তুই যদি বলিস্‌—রত্ন কৈ? রত্নকে কি রত্ন কই!
এর কাছে কি মণি মুক্তা সোণা।
যদি এ সোণার হয় অধিকার, তবে সোণার বাসনা কার,
মুক্ত কি ছার মুক্ত জন্য, ইহারি উপাসনা ॥ ৮৮
অশীতি-রতি প্রমাণ সোণা, চুরি করে যেই জনা,
মহাপাপ—তার গতি নাই ভবে।

অতুল্য অমূল্য মণি, রাধার ধন চিন্তামণি,
চুরি কর্‌লে তোর কি গতি হবে ॥ ৮৯

আলিয়া—একতালা।

হরির তুলনা নিধি কোথায়!
পরশ-মণির গুণে, লোহা স্বর্ণ জানিস মনে,
চিনিস্‌নে আমার চিন্তামণি ধনে,
যার চরণাম্বুজ-রেণু-পরশনে,
পাষাণ মানব-দেহ পায় ॥
সুর মুনি বাঞ্ছা করে যে মণিরে,
হরের মনোহর মণি হরণ করে,—
অক্রূর মুনি! ব্রজরমণীরে, কর্‌লি মণিহারা ফণী প্রায়।
লক্ষ্মী বলেছিলেন কৃষ্ণের চরণ ধরি,—
স্ত্রীধন কিঞ্চিৎ আমায় দাও যদি হে হরি!
রাঙ্গাচরণ দুটি অধিকার করি, এ রত্ন অন্যে না পায় ॥ (জ)

রত্ন-চোর বলে গোপী, অক্রূরকে বলে পাপী,
অক্রূর বলে, ওরে গোপী! শোন।
পরের ধন যে লয় হরি, তার বিচার করেন হরি,
বিচার-কর্ত্তাই উনি জেনো ॥ ৯০

ওগো বৃন্দে! ওগো রাই! চোর কেবল তোমরাই,
জগতের ধন হরি—তা কি জানি না?
তোমরা আট জনাতে আটক রাখি,
জগতকে দিয়েছ ফাঁকি,
সেটা কি তোমাদের ভাল বিবেচনা॥ ৯১
দয়া হয় না কিঞ্চিৎ, একবারেতে বঞ্চিৎ,
জগতে করেছ জগৎনিধি।
সহজে না দিলে ছেড়ে, সহজেতেই লই কেড়ে,
ধনে আছে গো ধনী জগতে ফরিয়াদি॥ ৯২
অনন্ত-কোটি জীবের বংশে, অংশী কৃষ্ণধনের অংশে,
যোগ ক'রে ভোগ করিতেছ সবাই।
তোমাদিগে ক'রে ক্ষুণ্ণ, অবলার লইতে মন্যু,
অংশ লইতে আমি আসি নাই॥ ৯৩
(তবে আমার কি জন্যে আসা,—তা শুন)।
মথুরায় কংস-রাজন্, করেছেন যজ্ঞের আয়োজন,
ব'সে আছেন—সকল আয়োজন পূর্ণ।
একবার গোকুল পরিহরি, গেলে যজ্ঞেশ্বর হরি,
তবে তাঁর যজ্ঞ হয় পূর্ণ॥ ৯৪
যদি কোন গৃহস্থ কোন গ্রামে, সেবা করে শালগ্রামে,
সেত নিজ মুক্তির কারণ।

নাই বিষ্ণু যার ঘরে,　　লয়ে গিয়ে সেই ঠাকুরে,

দশে করে যজ্ঞ সমাপন ॥ ৯৫

সেই মথুরার পাপ-নগরে,　নাই বিষ্ণু কারু ঘরে,

তাইতে আজ্ঞা দিলেন কংস-রায় ।

আছেন গোকুলে কৃষ্ণ গোপালয়ে,

গোকুল হতে এসো লয়ে, যাও অক্রুর ! রথ লয়ে ত্বরায় ॥

পরিণামে কি দোষ ধরে, ঠাকুর লইতে কে মানা করে !

আর গোপী কিসের জন্য ভাব !

হলে যজ্ঞ সমাপন,　সেখানে রাখা নাই মন,

কালি আমি ফিরে দিয়া যাব ॥ ৯৭

গোপী বলে,—শোন রে কই, এখন পাঠাতে পারি কৈ ?

আমরা করেছি কৃষ্ণ-প্রেমের ব্রত ।

হৃদয় যজ্ঞ-বেদীর পরে,　বসিয়ে কিবল বংশীধরে,

আয়োজন করেছি দ্রব্য যত ॥ ৯৮

যখন না থাকে ক্রিয়া নিজ ঘরে, তখন ল'য়ে যায় পরে,

ক্ষতি নাই যান যথা-তথা !

আমাদের ক'রে ব্রত-ভঙ্গ,　অকালে ল'য়ে ত্রিভঙ্গ,

তুই যে যাবি—এ কেমন কথা ॥ ৯৯

ভেঙ্গে তাই বল রে বল,　কংসের প্রবল বল,

বল যদি বলে যাও রে ল'য়ে ।

ক্ষণেক তবে রাখ হরি, এখনি ব্রত সাঙ্গ করি,
আহুতি-দক্ষিণে আদি দিয়ে॥ ১০০

খাম্বাজ—পোস্তা।

আমরা আছি রে অক্রূর! কৃষ্ণপ্রেমের যজ্ঞে ব্রতী।
যজ্ঞ সব পূর্ণ করি, প্রাণকে দিয়ে পূর্ণাহুতি॥
অজ্ঞান অবলার ব্রত, বৈগুণ্য হলো কত,
রাঙ্গা পায় ধ'রে তা তো, সঁপি রে গোবিন্দ প্রতি।
একবার গোপিকার কারণ, ধৌত করি রাঙ্গা চরণ,
শান্তিজল দিয়ে দুঃখের, শান্তি ক'রে যান শ্রীপতি॥ (ঝ)

ব্রজ-গোপিনীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ।

গোপী কয় অক্রূর! তুই একবার অ-ক্রূর,—
হলে—গোপীর সাঙ্গ হয় ব্রত।
ক্ষণেক তবে রাখ কৃষ্ণ, রাই সঙ্গে দেখি কৃষ্ণ,
পূরাই ইষ্ট জনমের মত॥ ১০১
হলে পর গোপিকান্ত, তবে লয়ে গোপী-কান্ত,—
যেয়ো অক্রূর!—নতুবা মানিব না।
ছেড়ে দিব না চক্রধরে, এত বলি চক্র ধরে,
চক্র করি যত ব্রজাঙ্গনা॥ ১০২

কেহ বা গিয়া অশ্বের, রজ্জু ধ'রে,—বিশ্বের
পতিকে দিব না ছেড়ে,—বলে।
কেউ গিয়ে কয়—ধরি হয়, ছাড়ি—যদি বিচার হয়,
নৈলে দেখি, কেমনে হয় চলে॥ ১০৩
শ্রীরাধার কিঙ্করী, দূতী কয় বিনয় করি,
করে ধরি যত গোপীগণে।
কি জন্য ধরেছ রথ, রথ ধ'রে কি মনোরথ—
পূর্ণ হবে,—তাই ভেবেছ মনে॥ ১০৪
উপরোধ কর কার, কে করিবে উপকার,
সাধো কারে,—সাধ্য নাই কারো।
অক্রুর লয়ে যায় কেশব, চিতে ভাব মিথ্যা সব,
ছাড় ছাড় রথচক্র ছাড়॥ ১০৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কেন চক্র ধরো সকলে।
ঐ চক্রে কি যায় গো! রথ, জান না কার চক্রে চলে॥
ভেবেছ রথ টান্‌ছে বাজী,
সই! তোরে কই, বাজি কই, ও কেবল বাজি!
আজি আমাদের সুখের বাজি,
সাঙ্গ হলো এ গোকুলে॥

হয় ধর, হয় হ'তে কি হয়, এ দশা যা হ'তে হয়!
আগে তা বুঝিতে হয়,—
হয় ছেড়ে সকলে, হয় প্রাণ জলে, না হয় দাও অনলে॥
কেন কও সব কুভারতী, সারথিরে বল সই! অসার অতি,—
কি করিবে সারথি এর মূল রথী—দাশরথি বলে॥ (ঐ)

— —

তবু রথ-চক্র ধরি রইল চন্দ্রাবলী।
বৃন্দে বলে, কেন চক্র ধর চন্দ্রাবলী॥ ১০৬
রথ ধ'রে, অক্রূর ধ'রে, রাখ্‌তে হবে কেশব;
কোন্ কর্ম্ম কর্‌তে পারে?—সখি! ওরা কে সব॥১০৭
ওরা কি সখি! লয়ে যেতে পারে গো কালোরূপ!
আমাদের কালোরূপ হয়েছে কাল-রূপ॥ ১০৮
যে আমাদের বল-বুদ্ধি জ্ঞান-মন হরে।
বলতো দুটো দুঃখের কথা, বল মনোহরে॥ ১০৯
চিত্রে বলে,—কি কর্‌লে হে রাধার প্রাণ-হরি!
কি দোষেতে চল্‌লে বঁধু! রাধার প্রাণ হরি॥ ১১০
যদি সাঙ্গ কর ব্রজের লীলা শ্রীরাধারমণ!
তবে কেন বাঁশীতে হ'রে নিলে রাধার মন॥ ১১১
রাখ্‌বে না গোকুল যদি জান গিরিধর!
তবে সে দিন গোকুল রাখ্‌লে, কেন গিরি ধর॥ ১১২

ব্রজগোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা প্রদান,—
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন।

রাই কন, জন্মের মতন এই বুঝি শ্রীহরি।
প্রবোধিয়া রাইকে তখন কহেন শ্রীহরি॥ ১১৩
গত মাত্র আমি তত্র, শত্রু বিনাশিব।
সন্ধ নাই, চন্দ্রমুখি ! সত্য কাল আসিব॥ ১১৪

* * *

রথেও যমুনার জলে-অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন।

মধুর বাক্যে মধুসূদন তোষেন শ্রীমতীরে !
ত্বরান্বিত উপনীত যমুনার তীরে॥ ১১৫
অক্রূর যমুনায় গিয়ে করে অবগাহন।
মস্তক ডুবায়ে জলমধ্যে মগ্ন হন॥ ১১৬
ভক্ত-প্রেমে বশীভূত হ'য়ে বিশ্বরূপ।
জলমধ্যে অক্রূরে দেখান অপরূপ রূপ॥ ১১৭

ললিত—কাওয়ালী।

দেখে জীবনে, জীবের জীবনে,
চতুর্ভুজ অনন্ত গুণধারী অনন্তাসনে॥
নীর হতে তুলে শির, না ধরে নয়নে নীর,
রাম-সঙ্গে জগন্নাথে, দেখে রথারোহণে॥

স্তব করেন বিধি-ভব, বলেন ওহে ভব-ধব !
মাধব দীনবান্ধব ! পাব কি স্থান চরণে ॥ (ট)

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মথুরায় কংস-রজকের হাতে মাথা কাটা।

পুনরায়, যদুরায়, রথে আরোহণ।
ত্বরান্বিত, উপনীত, মথুরাতে হন ॥ ১১৮
মথুরায়ে, কংসরায়ে, ভেট দিবার তরে।
রাম-কেশবে, আর আর সবে, রেখে স্থানান্তরে ॥১১৯
নিশিযোগে, নিদ্রাযোগে, হরি রন কপটে।
দীননাথ,—দিননাথ-উদয়-কালে উঠে ॥ ১২০
কন দাদায়, বিষম দায়, শুভ্র বস্ত্র নাই।
কেমন ক'রে, ধড়া পরে, রাজসভাতে যাই ॥ ১২১
ধরিয়ে এ বেশ, হলে প্রবেশ, হারা হব গৌরবে।
হাসিবে সব, লাজে শব,—তুল্য হতে হবে ॥ ১২২
গোকুল ছাড়ি, রথ নিবারি, ভাবেন বস্ত্র-দায়।
হেন কালে কংসরজক রাজ-সভাতে যায় ॥ ১২৩

কন বিপদ-ভঞ্জক, ভুবন-রঞ্জক,
দাঁড়া দাঁড়া রে রজক ! দিস্‌নে বেটা ভঙ্গ !
তুই আমার নহিস্ পর, সকলি আমার—না ভাব্‌লে পর,
আমি যে তোর নই কো পর, এত আমার রঙ্গ ॥ ১২৪

বস্ত্র দে রে খানকতক, নইলে হব প্রাণঘাতক.
সটাসনে রে ঘোর পাতক, মোর কথা না শুনে।
শুনে রজক উষ্মায়, করে সায় কটু ভাষায়,
শমন-পুরে যাবার আশায়, আসা বুঝি এক্ষণে॥ ১২৫

ওরে কানাই! জানি তোমাকে,
জানি তোমার যশোদা মাকে,

বিদ্যা বুদ্ধি কিছু আমাকে, বলিতে হবে না!
সঙ্গে লয়ে দাদা রাম, গরু চরাও অবিরাম,
পিতা তোমার নন্দরাম, বাথানে যার থানা॥ ১২৬
আছে ত বিষয় কিঞ্চিৎ, তাতে তোমরা বঞ্চিত,
জেতের যেমন লাঞ্ছিত, তাই সকলি আছে।
কিছু নাইত সুখ-নামা, খাটিস্ লোকের পয়নামা,
পাড়ায় পাড়ায় তোর মা, অদ্যাপি ঘোল বেচে॥ ১২৭
রাজভোগ ল'য়ে বাস, যাই আমি রাজার বাস,
যমের কেন উপবাস, তোদের রেখে মর্ত্ত্যে।
ওরে নন্দের অঙ্গজ! ব্যাং হয়ে চাও ধর্‌তে গজ!
ষাট্ টাকা সাটীনের গজ, সাধ করেছ পর্‌তে॥ ১২৮
এই যে বারাণসে চাদর, তোর বাপ জানে না এর কদর!

চাদরের কত হবে আদর,
তুমি যখন গায়ে দিয়ে বস্‌বে!

এই যে জরি দিয়া জড়ান বুক, তুমি পর্‌বে এত বুক!
রাজা শুন্‌লে তিন চাবুক, সেই নন্দের পিঠে কস্‌বে ॥১২৯
ব্যাভার করেন নরবর, অমূল্য অম্বর,
তুমি পরিবে বর্ব্বর! এত গরবের কথা?
যাঁরে পূজেন ব্রহ্মা—শঙ্করে, রজক অমান্য করে,
কোপে কৃষ্ণ তখনি করে, কাটিলেন তার মাথা ॥ ১৩০
দূত গিয়ে দ্রুতগতি, রাজারে জানায় শীঘ্রগতি,
প্রাণ বাঁচবার অসঙ্গতি, অদ্য মথুরাতে।
ওহে মহারাজ! পৃথিবীর,—মাঝে কি আছে এমন বীর,
করে কাটে রজকের শির, অসির কর্ম্ম হাতে ॥ ১৩১
অক্রূরকে দিয়ে রথ, এনে যেমন মনোরথ,
পূর্ণ হ'ল না, হাসে ভারত! হায় হায় কি হ'ল।
মাগিতে পুত্রের বর, বর না হতে নরবর!
তোমার সুখের সরোবর, আজি শুকাইল ॥ ১৩২

অহং—একতালা।

কালো-রূপ ওহে ভূপ! কাল্‌-রূপ কে এলো!
এ কি শক্তি বালকেরো, মহারাজ! তব রজকেরো,—
হস্ত দিয়ে মস্তক কাটিল ॥

মহারাজ হে! তোমার দিন আজি ভাল নয়,
কাল নিকট হ'ল তব ধ্বংসকারী বংশীধারী যে এলো॥
কি রূপ আহা মরি মরি, মোহন বংশীধারী,
রূপে মনের অন্ধকার হরিল,—
জ্ঞান হয় হে মনে, সে যে মানব নয়, ওহে দানব-রায়।
সদানন্দের নিধি নন্দের ভবনে ছিল॥ (ঠ)

———

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বস্ত্র-পরিধান।

রজকে বধি পীতাম্বর, পীতাম্বর নীলাম্বর,
নীলাম্বর বেছে বেছে লন।
কিরূপে হয় পরিধান, সন্ধানেতে হরি ধান,
হেন কালে দৈবের ঘটন॥ ১৩৩
হরির দৃষ্টি হল বাঁয়, পথে যায় তন্তুবায়,
বলেন তারে,—যা রে বস্ত্র পরিয়ে।
তাঁতি বলে, হে বংশীবদন!
তুমি দীন হীনকে দিও না বেদন,
আমার দিন যাচ্ছে, হাট যাচ্ছে ফুরিয়ে॥ ১৩৪
পরের প'ড়েন পরের টানা, আমায় যে ধরে পথে টানা,
একি প্রভু! উচিত হে তব?

হাট গেলে না পাব সূত, তবেই আমায় মেলে আশু তো,
হাটটী গেলেই সুতাসুত, কালি কিসে বাঁচাব ॥ ১৩৫

কন দুঃখ-নিবারণ, শোন্ শোন্ পরা বসন,
পাঠাব তোরে বৈকুণ্ঠপুরী।
তাঁতি বলে,—সে কত দূর, দূরে গেলে যায় দুঃখ দূর,
তা হলে পর দূরকে স্বীকার করি ॥ ১৩৬

বৈকুণ্ঠ তালুক কা'র, সেখানে তোমার অধিকার—
আছে—কিছু ইজারা কি পত্তনি ?
শুন শুন কালবরণ! এখানে অপেক্ষা অসাধারণ—
বৈকুণ্ঠের সুখ কি,—তাই শুনি ॥ ১৩৭

হরি কন, দুঃখের তাপ এড়াবি,
দুই হাত আছে চারি হাত পাবি,
তাঁতি বলে, ভাল কথা নয় এ-তো।
যদি দুই হাত বাড়িলে বাড়িত মান,
তবে দুই-পেয়েদের বিদ্যমান,
চারি-পেয়েদের কত মান হ'তো ॥ ১৩৮

আমি তাঁত ফেলে যাই তব কথাতে,
যাই যদি সুখ পাই হে তাতে,
দুই দিগ্-হারা হব এই চিন্তে।

হরি কন, তোর কর্ম্ম-সূত্র,—কেটেছে আর হাটে সূত্র,—
কিনিতে হবে না, হবে না তাঁত বুন্‌তে। ১৩৯
চল রে এ তাঁত উঠায়ে, দিব ভাল তাঁত যুটায়ে,—
দিব, যে তাঁত সদা বাঞ্ছিত যোগীতে।
বুনতে হতো অম্বর, বুনবি তথায় পীতাম্বর,
বার বার তোর আর হবে না ভুগিতে ॥ ১৪০

খাম্বাজ—পোস্তা।

জগতের তাঁতকে পাবি, এ তাঁত হতে সে তাঁত ভাল।
বার বার আর এসে ধরায়, টানা-কাড়ার ফল কি বল ॥
কলুষ-আগুণের তাঁতে, জ্বালাতন ছিলি তা'তে,
তাঁতি! তোর কপালগুণে, সে আগুণের তাত জুড়াল ॥(ড)

কংস-দাসী কুব্জা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দন-দান;
শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শে কুরূপা কুব্জার রূপ-মাধুরী।

বসন প'রে বনমালী, বনমালা পরিতে মালী,—
তত্ত্ব ক'রে—যান তার পুরী।
নানা ফুলের মালা করে, ধরি সেই মালা-করে,
গলে হরি পরেন দুঃখ হরি ॥ ১৪১

শ্রীনন্দের নন্দন, গায়ে মাখিতে চন্দন,
মনে মনে হন অভিলাষী।
হেন কালে রাজ-সভায়, চন্দন লয়ে দিতে যায়,
কুরূপা কুব্‌জা কংসের দাসী ॥ ১৪২
তার মূর্ত্তি দেখে কানাই, একটী দন্ত নাক্‌টি নাই,
কান নাই,—কানাই ভাবেন এ কি !
পেট্‌টা ভাঙ্গা আট্টা বেঁক, ঠিক যেন গাঙ্গের ঢেঁক,
উচ্চ কপাল,—তাতে কুঠুরে-চোখী ॥ ১৪৩
গলে গণ্ড—গালে আব, দেখিয়ে মুখের ভাব,
বনে যায় বানরী মুখ ঢেকে !
গায়ে লোম যেন উল্লুক, স্তন-শূন্য শুক্‌নো বুক,
চলে যেতে বুকেতে মুখ ঠেকে ॥ ১৪৪
খুঁড়িয়ে গমন খড়ম-পেয়ে, শমন বলে,—এমন মেয়ে,-
আমার বাড়ী কেউ এনো না ভাই !
মশকের মতন গাত্র, কন্যা-সহ যোগ্য পাত্র,
ঘটকে ঘটাতে পারে নাই ॥ ১৪৫
তার মাথাময় সকলি টাক্, ডাকটী যেন দাঁড়কাক,
স্থান নাই বলিতে একটু ভাল।
যে দিন রূপটী গড়ে তার, সে দিন বুঝি বিধাতার,
বড় ব্যস্ত—বাপের শ্রাদ্ধ ছিল ॥ ১৪৬

আড়ানা-বাহার—কাওয়ালী

ভুবনে দেখি নাই আমি রূপ এমন।
আ মরি, সুন্দরি! লয়ে বাটিতে চন্দন,
কার বাটিতে কর গমন॥
ভুবনমোহন আমার রূপ হে!
আমি ত্রিভঙ্গ হরি, রূপে মুনির মন হরি,
ধনি! তুমি যে হরিলে সেই মুনির মনোহরের মন;—
অনঙ্গ এলো আমার অঙ্গে,
হেরি তোর অঙ্গ খানি, প্রেম-তরঙ্গে ধনি!
ডুবে মরি, দাও তরী, নইলে তরিব কেমনে॥ (ঢ)

———

হরি ডাকিছেন কুব্‌জায়, কুব্‌জাকে তা কে বুঝায়,
ব্যঙ্গ-কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে।
মনের দুঃখে একাকী, যায় বসনে মুখ ঢাকি,
একবার দেখেনা মুখ তুলে॥ ১৪৭
বলিছে কত দুঃখ পেয়ে, ওরে ছোঁড়ারা অল্‌পেয়ে,
তোদের জ্বালায় কি করি তাই বল!
জলে যাব কি খাব বিষ, তাই করিব—যা বলিস্‌,
পথে আর হয় না চলাচল॥ ১৪৮

কুরূপা কুব্‌জা আছি, আপনার ঘরে আপনি আছি,
যেচে গিয়া কার্ গায়ে পড়েছি ?
'গ্রহণ কর এই কুবুজায়' ব'লে ধরেছি কার পায় ?
নিরুপায়—করিব কিরে ছিছি ॥ ১৪৯
তোরা জান্‌বি জান্‌লে টের, তাইতে দিয়ে গাঁয়ের টের,
নিত্য আমি রাজার বাটীতে যাই।
ঘাটে-পড়ারা পড়ে থাকিস্ ঘাটে, নাইতে যাইনে বাঁধা ঘাটে
নিত্য নিত্য আঘাটেতে নাই ॥ ১৫০
বাঞ্ছা করি মনে মনে, লুকিয়ে থাকি কোণে কোণে,
চলে না তাতে—কেউ নাই জগতে।
বিধি করেছেন একাকিনী, আমি একা বেচি—একা কিনি,
হাটে ঘাটে মাঠে হয় যেতে ॥ ১৫১
বয়েস আমার তের চৌদ্দ, তা নৈলে পোনের হদ্দ,
বিধির পাকে যৌবনেতে বুড়ী।
বেড়াতে কারু বাড়ী যাইনে, মুখ পাইনে—সুখ পাইনে,
মুচ্‌কে হাসে যত ফচ্‌কে ছুঁড়ী ॥ ১৫২
বিধি বেটার মাথা খাক্, নির্ব্বংশ হয়ে যাক্,
সত্যপীরে সিন্নি দিই তবে।
সেইত কর্‌লে এত গোল, নৈলে কেন গণ্ডগোল,—
লোকের সঙ্গে আমায় কর্‌তে হবে ॥ ১৫৩

খাম্বাজ—একতালা।

বিধির কপালে আগুন, আমার মনের আগুন,
দিয়েছে জ্বেলে।
পোড়ার উপর পোড়া, পোড়া-কপালেরা!
তোরা কেন দিস, তায় আহুতি ঢেলে॥
আমি কুরূপিণী,—আছি খাঁদা বোঁচা,
গায়ে পড়ি নাই কারু দেখে লম্বা কোঁচা,
আমায় দেখে অমনি নিত্য করে খাঁচা,
যত সর্ব্বনাশীদের ছেলে ;—
আমি পথে চলি বসনে মুখ ঢেকে,
অল্‌পেয়েরা যেন খবর পেয়ে থাকে,
যে দুঃখ দেয় আমাকে, বল্‌ব দুখ আর কাকে,
কাকে লাগে যেমন পেঁচাকে পেলে॥ (৭)

তখন কমল হস্ত দিয়া গায়, রূপটী কমলার প্রায়,
করি, কুবুজার পূরান বাসনা।
কুরূপা ছিল রমণী, পরশে পরশমণি,
লোহা হ'য়ে যায় যেন সোণা॥ ১৫৪

* * *

কংস-বধ ;—দেবকীর বন্ধন-মোচন।

প্রসন্ন হয়ে কুবুজায়, রূপ যৌবন দিয়ে তায়,
তদন্তে গেলেন কংসপুরী।
ছিল যত দ্বারপাল, তাদের পক্ষে হয়ে কাল,
চাণূর আদি বধ করি করী ॥ ১৫৫
অনেকের প্রাণ হরণ, করিলেন সঙ্কর্ষণ,
কৃষ্ণ কেশ আকর্ষণ, করি কংসাসুরে।
বজ্র মুষ্টি মুখে মারি, কাল হয়ে কালবারী,
কংসেরে পাঠান যমপুরে ॥ ১৫৬
আনন্দিত দেবগণ, করেন পুষ্প বরিষণ,
শমন বলে,—শমন আমার গেল!
কুবের বরুণ হুতাশন, ইন্দ্র চন্দ্র আদি পবন,
সকলের হর্ষ মনে হ'ল ॥ ১৫৭
তখন জগতের ঘুচায়ে ত্রাস, মুখে মৃদু মন্দ হাস,
চলিলেন পীতবাস, জননী বিদ্যমান।
আছেন যেই কারাগারে, বন্ধন মুক্তি করিবারে,
তথাকারে যান ভগবান্ ॥ ১৫৮
ঘরে গিয়ে দুঃখ-নিবারণ, ঘন ঘন শ্যামবরণ,
মা বলিয়া করিছেন ধ্বনি।

অমৃত-সমান ধ্বনি, শুনিতে পায় দেবকী ধনী,
অমৃতে সিঞ্চিল যেন প্রাণী ॥ ১৫৯
বসুদেবে কন দেবকী, মোরে সদয় আজি দেব কি ?
সেবকী ভেবে কি দয়া হ'ল !
ওহে নাথ ! মনে হয়, এ দুর্দ্দশা কর্‌তে লয়,
গোপালয় হ'তে গোপাল এলো ॥ ১৬০

ঝিঁঝিট—একতালা।

বাছা ! কে তুই ডাকিলি রে, দুঃখিনীরে মা ব'লে।
তুই কি আমার সে নীল-রতন এলি,
যারে কংস-ভয়ে রেখেছিলাম গোকুলে ॥
আমি দশ মাস দশ দিন তোরে, গর্ভে ধারণ ক'রে,
সঁপেছিলাম শত্রু-দায় যশোদায় ;—
এখন মা ব'লে তার ইষ্ট, পূরালি কি রে কৃষ্ণ !
আমি, পেয়ে হারালেম তোয় ভূমিষ্ঠ-কালে।
শুনিলাম নাকি হাঁরে ! কিঞ্চিৎ ননীর তরে,
যশোদা বন্ধন করে, তোর কমল-করে রে !
(গোপাল রে !)
আমার বুকে পাষাণ—তায়, কি দুঃখ রে তনয় !
তোর দুঃখ শুনে যে দুখ, (আমার) হৃদ্‌-কমলে ॥ (ত)

অক্রূর-সংবাদ।

(২)

অক্রূরের বৃন্দাবন যাত্রা,—পথে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার

চলিলেন অক্রূর, রাজা কংসাসুর—
আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে।
উৎকণ্ঠিত-মতি, বৈকুণ্ঠের পতি,
জানিলেন মনে মনে॥ ১

লইয়া গোধন, গোধূলি যখন,
আইসেন নন্দালয়।
পথে অক্রূর মুনি, সঙ্গে চিন্তামণি,
উভয়ে মিলন হয়॥ ২

শিবের সম্পদ, হেরি হরিপদ,
অক্রূর হরিষ মনে।
দেখি অপরূপ, বিশ্বরূপ-রূপ,
জীবন সফল গণে॥ ৩

তাহে গোষ্ঠবেশ, তরুণ বয়েস,
তরুমূলে রাম-কানু।
তরুণ অরুণ, জিনিয়া চরণ,
তরুণীমোহন তনু॥ ৪

কটিতটে ধড়া, কোটি চন্দ্রে ঘেরা,—
যেন কালো মেঘে আসি।
কলেবর বঙ্ক, শিরে শিখিপক্ষ,
অকলঙ্ক কালো শশী ॥ ৫
ডাকেন বনমালী, হিঙ্গুলি পিউলি!
ধবলি শ্যামলি আয়!
করেতে পাঁচনী, লইয়া চিন্তামণি,
সুরভির পিছে ধায় ॥ ৬

* * *

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন দেখিয়া, ভগবদ্‌ভক্ত অক্রূরের মনঃকষ্ট,—নন্দকে উদ্দেশ্যে ভৎসনা।

ভাবিছে অক্রূর নন্দ বড় ক্রূর,
দয়াহীন কলেবরে।
যাহার বালক, গোলোক-পালক,
গোচারণে দেয় তারে ॥ ৭
হয় না প্রাণে সহ্য, আছে তো ঐশ্বর্য্য,
দিয়ে বিধি প্রতিকূল!
দুগ্ধপোষ্য হরি, করে বনচারী,
অধম গোপের কুল ॥ ৮

অক্রুর বলিছে, ঠাকুর! তুমি এত অযত্নে বৃন্দাবনে বাস করো কি জন্যে?
তুমি যে কি বস্তু,—নন্দ তোমার কি যত্ন জানিবে?

যেমন অন্ধ, হস্তে রত্ন পেলে, যত্ন নাহি করে।
অতিথির নাহিক যত্ন, কৃপণ ধনীর ঘরে॥ ৯
শুকপক্ষী যত্ন করি, ব্যাধ কখনো রাখে?
বিদ্যাহীনের কাছে কি পুস্তকের যত্ন থাকে॥ ১০
অসতী না করে যত্ন, পতি-রত্ন-ধনে।
বিজ্ঞ লোক দেখি, যত্ন করে না অজ্ঞানে॥ ১১
দেব-দ্রব্য বলি কখনো, যত্ন করে শিশু?
মুক্তাহার যত্ন করি, গলায় পরে পশু॥ ১২
নির্গুণী-নিকটে নাই গুণীর যতন।
মানীর না করে যত্ন, অহঙ্কারী জন॥ ১৩
তুমি ভবসিন্ধু-ত্রাণকর্ত্তা ভবারাধ্য ধন।
নন্দ কি জানিবে হরি! তোমার যতন॥ ১৪

খট্‌ভৈরবী—যৎ।

হরি! এতো অযতনে ব্রজে কেনে।
হয়ে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি ধেনু রাখ বনে॥

এ ধন কি চিনিবে নন্দ, গোচারণে দেয় গোবিন্দ,
জানিতে কি পারে অন্ধ, কি গুণ দর্পণে ॥
কমলা-সেবিত তব, যে চরণ, হে মাধব !
বনে কুশাঙ্কুর সব বাজে সে চরণে ॥ (ক)

বসুদেব-দেবকীর কষ্টের কথা অক্রূর—শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন।

অক্রূর কহিছে, যে দুখে দহিছে,
তব জনক জননী।
দুর্গতি হেরে, পাষাণ বিদরে,
প্রাণী দেখিলে ছাড়ে প্রাণী ॥ ১৫
আশা ক্ষান্ত নয়, আসিবে তনয়,—
আশায় জীবন রাখে।
হৃদয়ে পাষাণ, ওষ্ঠাগত প্রাণ।
তবু কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥ ১৬

* * *

মথুরায় যাইতে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ।

শুনে দুঃখ মা-পিতার, চক্ষে বহে শতধার,
কৃষ্ণ-কন,—শুন হে অক্রূর !

দেহ নন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভাতে করিব গমন,
করিতে তাঁহাদের দুঃখ দূর ॥ ১৭

* * *

অক্রুর,—নন্দকে কংসের ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

তখন দ্রুত গিয়ে নন্দপুর, নিমন্ত্রণ দেয় অক্রূর,
রাজা কংস ধনুর্যজ্ঞ করে।
সহ কৃষ্ণ বলরাম, যেতে হবে কংসধাম,
ব্রজবাসিগণ সঙ্গে ক'রে ॥ ১৮
কাতরে কহিছে নন্দ, লয়ে যাইতে প্রাণগোবিন্দ,
মনে সন্দ—কহিলাম সার।
অন্ধের নয়ন-ধন, আমার এই কৃষ্ণ-ধন—
নিধন-আকাঙ্ক্ষা—সে রাজার ॥ ১৯
অক্রূর কহিছে,—অতি, ভ্রান্ত তুমি গোপপতি!
জান না,—গোলোক-পতি ঘরে।
জগদীশ জনক-ছলে, তোমায় ছলে শিশু-ছলে,
যোগীন্দ্র যাহারে ধ্যান করে ॥ ২০
শত্রুভাব করে কংস, অমনি হইবে ধ্বংস,
সবংশেতে ত্যজিবে জীবন।
যজ্ঞেশ্বরে নষ্ট করে, যোগ্যতা কি যজ্ঞ ক'রে,
অযোগ্য ভাবনা অকারণ ॥ ২১

কংসের ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া, নন্দরাণী কাতরা।

অক্রূর-বচনে নন্দ, ত্যজিলেন মনঃসন্দ,
ব্রজ নিমন্ত্রিল একদণ্ডে।
অন্তঃপুরে নন্দরাণী, শুনি কৃষ্ণের যাত্রাবাণী,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে॥ ২২
সঙ্গি-হারা পথি যেমন, ঘটে ঘোর বিবন্ধ।
পুস্তক-হারা বিপ্র যেমন, যষ্টি-হারা অন্ধ॥ ২৩
বৎসহারা গাভী যেমন, ঊর্দ্ধ মুখে ধ্বনি।
মণি-হারা ফণী প্রায় এসে নন্দরাণী॥ ২৪
বলে,—হেদেরে অবোধ ছেলে! দুরাত্মা কংস-বধের ছলে,
ভুলে নাকি মথুরাতে যাবি?
নন্দেরে কি কব হায়! বৃদ্ধ-দশায় বুদ্ধি যায়,
আজন্ম কি আমারে কাঁদাবি॥ ২৫
সেই পূতনা আদি বৎসাসুর, তারি রাজা কংসাসুর,
সে নিষ্ঠুর-হাতে কেন যাইস্?
এবার লয়ে নিজ কোটে, ফেলিবে ঘোর সঙ্কটে,
যাস্‌নে রে,—মায়ের মাথা খাইস্॥ ২৬

নন্দরাণী গোপালকে প্রবোধ-বাক্যে বলিতেছেন,—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠেকা।

যেও না প্রাণ-গোপাল ! মধু-ভুবনে রে !
দেখিলাম অমঙ্গল—গত রজনী-স্বপনে রে।
যেন প্রাণ হ'তে কে নিল নীল-রতনে রে !
ওরে মাখনচোরা ! গোধন-কি-রাখোয়ারা !
এ ধন কি বিদায় দিয়ে প্রাণ ধৈর্য্য মানে রে !
নীলমণি ! তোর মোহন-বেণু না শুনিয়ে শ্রবণে রে।
বনে চরিবে না ধবলী,—মরিবে পরাণে রে ॥ (খ)

সুখ-স্বপ্ন-ভঙ্গে,—নিদ্রা ও নয়নের প্রতি শ্রীরাধিকার ক্রোধোক্তি।

হেথায় মদন-কুঞ্জে প্রভাত যামিনী।
শয্যা শূন্য হেরিয়ে অধৈর্য্যা কমলিনী ॥ ২৭
পলকে বিচ্ছেদ হয় শতযুগ-জ্ঞান।
'কোথা কৃষ্ণ' বলি রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ ২৮
নিদ্রা প্রতি কহেন রাধে, আমারে কি অপরাধে,
অচৈতন্য করিলি নিশি-শেষে !
আমি করি নাই তোয় আকিঞ্চন,তুই জ্বালালি কি কারণ
কৃষ্ণ-সঙ্গে ছিলাম রঙ্গ-রসে ॥ ২৯

কুসুম-শয্যাতে রাখি, কালিয়ে কুসুম-আঁখি,
কুসুম-নূপুর বন্ধুর দিতেছি চরণে।
গাঁথিয়া কুসুম-হার, কণ্ঠমাঝে দিলাম তাঁর,
কদম্ব-কুসুম দিলাম কাণে॥ ৩০
ওরে, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, নিরন্তর ধ্যান করে,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি হরি।
কোন্ তুচ্ছ ব্রহ্মপদ, এর বাড়া সুখ-সম্পদ,
তাঁর সঙ্গে পরিহাস করি॥ ৩১
এ সুখ-সম্পদ ছেড়ে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে,
হব কি আমি নিদ্রা-অভিলাষী!
হৃৎকমলে অধিষ্ঠান, ভবারাধ্য ভগবান্,
গরল করিব পান, ত্যজে সুধারাশি॥ ৩২
সোহাগের তরণী-মাঝে, রেখে প্রাণ-ব্রজরাজে,
আনন্দ-সাগরে করি খেলা।
ওরে নিদ্রা! তুই আসিয়ে, দুর্যোগ-পবন হ'য়ে,
ডুবায়ে দিলি রসের ভেলা॥ ৩৩
চতুর্দ্দশ বর্ষ তোরে, লক্ষ্মণ যে ত্যজ্য করে,
তাতে সহ্য করি, ছিলে কি প্রকার।
তার কাছে না যেতিস্ ভয়ে, আমায় কি অবলা পেয়ে,
প্রাণদণ্ড করিলি,—দুরাচার॥ ৩৪

খট্ট-ভৈরবী—একতালা।

ওরে নিদ্রে! কেন অঙ্গে এলি!
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হরি নিলি আমায় ক'রে অচেতন,
অমূল্য রতন সে নীলরতন,
সদা সাধে যাঁরে সনক সনাতন,
ব্রহ্ম-সনাতন কারে বিলালি॥
হৃদি-পদ্মাসন, করি অন্বেষণ,
পাইনে দরশন, সে পীতবসন,
ওরে নিদ্রে! শোন, ক'রে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ-হুতাশন, তুই জ্বেলে দিলি॥ (গ)

খঞ্জন-নয়নযুগে অশ্রুধারা বয়।
গঞ্জনা-বাক্যেতে রাধে নয়ন প্রতি কয়॥ ৩৫
ওরে নয়ন! আমার সাধনের ধন কৃষ্ণধন চিরধন!
পেয়েছিলাম,—ভক্তিসাগর করিয়ে সিঞ্চন॥ ৩৬
অবলার ধন,—বহু বিঘ্ন, সদা চৌর্য্য-ভয়!
তাইতে বান্ধব-নিকটে এ ধন রাখ্‌তে সন্দ হয়॥ ৩৭

আমি যত্নে সে ধন রেখেছিলাম হৃদয়-মন্দিরে।
শ্রীহরি-প্রহরী,—নয়ন! রাখিলাম তোমারে॥ ৩৮
তুই রক্ষক,—ভক্ষক হ'য়ে, রাধায় করিলি সারা।
নয়ন মুদে হারালি, নয়ন! শ্যাম নয়নের তারা॥ ৩৯

খট্ট-ভৈরবী—একতালা।

নয়ন! কে নিলে রে হরি হরি!
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,
ছিলি রে নয়ন! দিয়ে প্রহরী॥
কি কাল নিদ্রে এসেছিল তোর!
কাল পেয়ে ঘরে এলো কালচোর,
নয়ন-অগোচর, কর্‌লে মনোচোর,
মরি রে, সে চোর কেমনে ধরি॥ (ঘ)

তখন, নয়ন প্রতি কহেন শ্রীমতী বহু খেদ-বাণী।
কুঞ্জের বাহিরে যান কুঞ্জর-গামিনী॥ ৪০
নয়নে গলিত ধারা, বিগলিত-কেশী।
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-রাহুগ্রস্তা রাধে পূর্ণশশী॥ ৪১
অসম্বরা নীলাম্বরা,—দুবাহু পশারি।
জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণতত্ত্ব,—যথা শুকশারি॥ ৪২

ওরে পক্ষি ! তোরা বলিলিনে বা বিপক্ষ হইয়ে !
কিন্তু গেছে বংশীধারী—বংশীবট-মূল দিয়ে ॥ ৪৩
সাপক্ষ-হীন হলো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনে মরি !
ওরে পক্ষি ! কৃষ্ণ-পক্ষ-নিশি,—দিনে হেরি ॥ ৪৪
মোর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তোরা দুই জনে।
উভয় পক্ষে সম ভক্তি, ছিল জানি মনে ॥ ৪৫
তোরে বলি গেছে কৃষ্ণ,—পক্ষি-নাথ-নাথ।
না বলিয়ে, পক্ষি ! বুঝি করিলি পক্ষপাত ॥ ৪৬

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

বল দেখি রে শুক শারি ! তোরা তো কুঞ্জে ছিলি।
কোন্ পথে গেল রে আমার, মনোচোরা বনমালী ॥
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি।
অন্তরে ছিল রে অন্তর্যামী সে চিন্তামণি।
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি ॥
ওরে শুক ! আমার আজি কি হইল, সুখ-সম্পদ ঘুচিল,
সুখসাগর শুকাইল, দুঃখ কারে বলি !
সুখে ছিলাম শুক ! ল'য়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী,
হৃৎপিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাকি,—
কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা রাধা বুলি ! ॥ (ঙ)

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন-বার্ত্তা শুনিয়া কুটিলার কিরূপ আহ্লাদ ;—

যেমন প্রবাসী পতি ঘরে আইলে, যুবতীর আহ্লাদ ঘটে।
বন্দিয়ানের আহ্লাদ, যে দিন পায়ের বেড়ি কাটে॥ ৪৭
বন্ধ্যা নারীর আহ্লাদ, যেমন হঠাৎ গর্ভ হ'লে।
অগ্রদানীর আহ্লাদ হয়, বুড়ো ধনী ম'লে॥ ৪৮
তিন-পুরুষে পিরিলি যেমন, জাতি পেয়ে আহ্লাদ মনে।
জ্বরো রোগীর আহ্লাদ যেমন, অন্ন-পথ্যের দিনে॥ ৪৯
দারোগার আহ্লাদ,করিলে কোথাও ডাকাইত গ্রেপ্তারি।
খেলোয়াড়ের আহ্লাদ, যেমন পাশাতে পড়িলে আড়ি॥৫০
দরিদ্রের আহ্লাদ, কোথাও হঠাৎ ধন পেলে।
পেটুকের আহ্লাদ, ফলারের কোথাও নিমন্ত্রণ হ'লে॥ ৫১

* * *

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথায় জটিলা-কুটিলার
মহানন্দ,—কথা-বার্ত্তা।

কৃষ্ণের যাত্রা শুনে মথুরায়, আহ্লাদে প্রফুল্ল-কায়,
কুটিলে গিয়ে জটিলেরে কয়।
বলে,গোকুলে হৈল কিসের গোল,শুনিস্ নাই মা! সুমঙ্গল,
নন্দের বেটা গোকুল-ছাড়া হয়॥ ৫২
কংস-রাজার এসে দূত, লয়ে যায় নন্দসুত,
যজ্ঞছলে করিবে দর্প চূর।

ভালই হইল—ঘুচিল দায়, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায়,
বৃন্দাবনের বালাই হ'ল দূর ॥ ৫৩
হেসে হেসে কুটিলে কয়, এমন আহ্লাদ হবার নয়,
আজি কি আহ্লাদের দিন মরি !
একি আহ্লাদ বল্ মা হেঁটে ! আহ্লাদে গা শিউরে ওঠে,
আহ্লাদের ভরেতে হইলাম ভারি ॥ ৫৪
কোথা থেকে আহ্লাদ জুটিল, আহ্লাদে পেট ফেটে উঠিল !
আহ্লাদ যে ধরে না মা ! আর ঘরে ॥ ৫৫
ঘিরেছে আহ্লাদ গা-টা-ময়, এত আহ্লাদ ভাল ত নয় !
সামালিতে না পার্‌লে পরে, আহ্লাদী লোক মরে ॥ ৫৬
জটিলে বলে মরি মরি, আয় মা একবার কোলে করি,
ফিরে বল কি কথা শুনালি।
খুব খুব খুব হয়েছে, চারি যুগ যে ধর্ম্ম আছে,
কালুটে আমার কুলে দিয়েছে কালি ॥ ৫৭
কংস রাজা আছে খাপা, যাবা মাত্র সার্‌বে দফা,
দস্যু কেবল দশ দিন কাল বাঁচে।
সেই মরিবে অল্পেয়ে, কেবল আমার মাথাটা খেয়ে,
রাখিল খোঁটা যত শত্রুর কাছে ॥ ৫৮
হে কুটিলে ! সত্য বটে ? তোর কথায় যে সন্দ ঘটে !
বলি, ঠাট্‌কি মেয়ে ঠাট করিয়া কয় ॥

কুটিলে বলে, আ মর মাগি ! মিথ্যা বল্‌ব কিসের লাগি ?
আমার কথা তোর—কথাই যেন নয় ॥ ৫৯
যখন, বয়স কাঁচা তখন কথা কাঁচা,
বয়স-কালে নাই সে সব ধাঁচা,
এখনি আমি দেখে এসেছি পথে।
কি বলিস্ মা আই আই ! দুটি চক্ষের মাথা খাই,
দুটি ভাই উঠেছে গিয়া রথে ॥ ৬০
তখন জটিলে বলে,—যা মা তবে,
দেখ্‌গে পাছে প্রমাদ হবে !
তোদের কমলিনী সঙ্গে পাছে যায়।
ভিন্ন গাঁয়ে জানে না কেউ, গাঁয়ে মরে গাঁয়ের ঢেউ,
গেলে রাষ্ট্র হবে মথুরায় ॥ ৬১
নন্দের বেটা ম'লে পরে, পাপ গেলে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে,
সোণার বউকে নিয়ে করিব ঘর।
গঙ্গা নাওয়ায়ে করাব দিব্য, খাওয়ায়ে দিব পঞ্চগব্য,
রাম বল মন !—ঘাম দিয়ে গেল জ্বর ॥ ৬২
সাধ ক'রে দিয়েছি বিয়ে, ঘর করি নাই বৌকে নিয়ে,
মনের দুখে হইয়াছি মাটি।
ফিরে করিব সতী-সাধ্বী, মন্দ বলে কার সাধ্যি,
পুড়িয়ে সোণা ফিরে করিব খাঁটি ॥ ৬৩

পথে কুটিলার সহিত কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা কমলিনীর সাক্ষাৎকার।
শ্রীরাধার সহিত কুটিলার কথা।

তখন জটিলের বাক্যমতে, দ্রুত কুটিলে যায় পথে,
সাবধান করিতে রাধায়।
দেখে পথে রাধা চন্দ্রমুখী, হারিয়ে বাঁকা পঙ্কজ-আঁখি,
চক্ষুনীরে বক্ষঃ ভাসি যায়॥ ৬৪
কুটিলেরে চক্ষে হেরে, পড়ে রাই ধরণী-পরে,
ছিন্নমূল তরুবর প্রায়।
বলে ননদি! শুন শুন, এই জন্মের মত দেখাশুন,
শ্যাম গেলে—প্রাণ ত্যজিব যমুনায়॥ ৬৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ঐ দেখ! মধুসূদন মধুপুরে যায়!
তুমি যে বর মাগ, ননদি! বিধির পায়॥
ঘুচাইতে মোর মনের কালি,
আয়ান-ভয়ে যে হয় কালী,
আমার সে দিয়ে অন্তরে কালী, আজি লুকায়॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী আমি আজি হৈলাম,
ব্রজের অকলঙ্ক কালাচাঁদকে হারাইলাম,

এত দিন যে ননদিনি ! বল্‌তিস্ মিছে কলঙ্কিনী,
আমার সে কলঙ্ক—আভরণ হৈত গায় ॥ (চ)

—

শত্রু-লোকের বিপদ দেখে, মনে সুখী হয় সর্ব্ব লোকে,
কিন্তু মুখে ডুটো আল্‌গা প্রবোধ বলে।
কুটিলের ঘটিল তাই, বলে, আহা মরে যাই !
আঙ্গুল দিয়ে ভাস্‌ল চক্ষের জলে ॥ ৬৬
বলে, শুনিলাম বটে মথুরায় গেল, দোষে-গুণে ছিল ভালো,
বৃন্দাবনে ছিলো না কোন ভয়।
এখন, বয়স হয়েছে বুদ্ধি পেলে, থাক্‌বে কেন পরের ছেলে
শুনেছি, তার তো যশোদা মা নয় ॥ ৬৭
যা হোক মেনে, রাধা ! শোন,
আজি আমার কি করিছে মন !
মনে করি, সেই রূপটী চিকণ-কালো।
আমি কত বলেছি মন্দ, এক দিন করে নাই দ্বন্দ্ব,
নন্দের বেটার মনটী ছিলো ভালো ॥ ৬৮
সকলি ভালো রূপে গুণে, একটু দোষ ঘর-মজানে,
তাতেও নিন্দে করিনে, তাহা সকল ঘরে আছে।
কিন্তু একটা কথা শুনে, বড় ঘৃণা হতেছে মনে,
তোদের উলঙ্গী করে উঠেছিলো গিয়ে গাছে ॥ ৬৯

তুই যা করিস্ সে যা করুক, যা হবার হয়েছে মরুক,
কোঁচলের আগুণ—ফেলিব তোকে কোথা ?
কাঁদিস্‌নে আর ঘরে আয় ! ঘরকন্না কর বজায়,
পরকে যতন করা কেবল বৃথা ॥ ৭০
আজি হৈতে দে নাকে খত, ছাড়া হ'স্ নে দাদার মত,
পাপ-কর্ম্মে দেখিলি কত জ্বালা !
ফলিয়ে তোদের পাপ যেমন, জন্মের মত জ্বলিয়ে মন,
ফেলিয়ে দুঃখে পালিয়ে গেল কালা ॥ ৭১
কুটিলের বাক্য-ছলে, বৃন্দেরে রাই কেঁদে বলে,
হাঁগো সখি ! একি দায়ের উপর দায় ।
আবার কুটিলে কেন দেয় ধন্না, করিতে বলে ঘরকন্না,
প্রাণ ল'য়ে মোর প্রাণবঁধু পলায় ॥ ৭২

* * *

কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মাদিনা রাই,—পথে শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক দেখিতে পাইয়াছেন।

তখন অবজ্ঞে করিয়ে তায়, মণিহারা ফণী প্রায়,
উন্মাদিনী হয়ে রাধে যায় ।
অঙ্গে ধূলি ছিন্ন-ভিন্ন, দৈবে কৃষ্ণের পদচিহ্ন,
পথ-মধ্যে দেখিবারে পায় ॥ ৭৩
ধরি সেই চিহ্ন-পদে, বলে—ফেলিস্ কি বিপদে !
ও-পদে নই দোষী জানি মনে ।

ওরে কৃষ্ণের পদ ! বলো, আমার তো ঐ পদ বল,
কেন ঘুচিল সে সম্বল, দিলি রে প্রবল জ্বালা কেনে ॥ ৭৪
তুই তো রাধার মূলাধার, অকূল-মাঝে কর্ণধার,
গোকুল-মাঝে তোরি ধার, ধারি বংশীধারী তাতো জানে।
সংসার ক'রে অসার,
তোরে করেছি পসার, ব্যক্ত আছে ত্রিসংসার,
তবে এতো দুর্দ্দশার,—ভোগ হয় রে কেনে ॥ ৭৫
আমি তোমায় ভজি রাত্র দিবে, তুমি যে এত দুঃখ দিবে,
দেখিয়ে চক্ষু মুদিবে, বধিবে বাদ সাধিবে,
স্বপনে না জানি।
না জানি এর সবিশেষ, গত রজনীর শেষ,
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-শেষ, দংশিয়ে মোর ধ্বংসিবে পরাণী ॥ ৭৬

* * *

ওরে পদাঙ্ক ! আমি তোর আশ্রিত,—কেমন ;—

কমলার আশ্রিত দরিদ্র যেমন থাকে চিরদিন।
বন-আশ্রিত পশু যেমন জল-আশ্রিত মীন ॥ ৭৭
গহ্বর-আশ্রিত ফণী, পাপ-আশ্রিত শনি।
যোগ-আশ্রিত মুনি, সাধু-আশ্রিত ঋণী,
চন্দ্র-আশ্রিত চকোরিণী ॥ ৭৮

তরু-আশ্রিত পক্ষ, তেমনি কৃষ্ণ-পদাশ্রিত আমি,
বিদিত ত্রৈলোক্য ॥ ৭৯

এই কথায় গোপীর নয়ন-জলে পদাঙ্ক লোপ পাইল; তাহা দেখিয়া, রাধিকা ধরা-শয্যাগতা হইলেন।

* * *

গোপিকাগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র ধারণ।

তখন ধরাধরি রাধিকায়, যায় যত গোপিকায়,
যথায় জলদকায় রথে।
রথচক্র ধরি নারী, বলে, শ্যাম! আর রইতে নারি,
ত্যজিব প্রাণ রথের চক্রেতে ॥ ৮০
কহিছে গোপীর কুল, কূল দিয়ে হও প্রতিকূল,
গোকুলে আকুল করি যাবে।
বি-কূলে আকুল করি, দুকূল মজাবে হরি,
অকূল পাথারে প্রাণ যাবে ॥ ৮১
এই যে নিকুঞ্জবন, তোমা ভিন্ন হবে বন,
ঘোর বন হইবে ভবন।
জীবনে জীবন দবে, ভূষণ দূষণ হবে,
বসন কে করিবে শাসন ॥ ৮২
এই যে গলার হার, করি শত্রু-ব্যবহার,
প্রহার করিবে অবিরত।

বিহার-বঞ্চিত হ'লে, নিরাহার হয়ে কালে,
সংহার হইব, ওহে নাথ ॥ ৮৩
টঙ্কারিয়ে ফুল-বাণ, হানিবেক ফুল-বাণ,
সে বাণ নির্ব্বাণ করা দায়।
কোকিল করিবে দাখিল খুন, ভ্রমর করিবে গুন্ গুন্,
দ্বিগুণ আগুন দিবে গায় ॥ ৮৪
পাতকী চাতকীচয়, স্ত্রীঘাতকী অতিশয়,
তমালে কি সামালে এ দায়!
তোমায় বলিব কি শ্যাম অধিকান্ত,
এবার তোমা বিনে গোপীকান্ত!
গোপিকান্ত হ'ল শ্যামরায় ॥ ৮৫

* * *

চিত্রা সখী অক্রূরকে তিরস্কার করিতেছে ;—

তখন চিত্রে কয় অক্রূর প্রতি রাগেতে প্রচুর।
হাঁ রে! তোর কে রাখে অক্রূর নাম?—তুই তো অতি ক্রূর

অক্রূর বলি কা'কে,—যার শরীরে ক্রূরতা না থাকে। তুই অত্যন্ত ক্রূর ; যদি তোর অক্রূর নাম হয়, তবে তোর পূর্ব্বভাগে যে অ আছে, ওটা দোষভুক্ত অ। কেন না,—

অজ্ঞানের মত কর্ম্ম দেখি রে অদ্ভুত।
অর্থলোভে হয়ে এলি অসুরের দূত ॥ ৮৭

অজা হয়ে করিস্ অশ্ব-সম অহঙ্কার।
অবলা বধিয়ে করিস্ অধর্ম্ম-সঞ্চার ॥ ৮৮
অনায়াসে অটল-বিহারী হরি হরিলি।
অসময়ে অবলারে অনাথিনী করিলি ॥ ৮৯
ঐ অভয়-চরণ বিনে অবলার অবলম্ব নাই।
অজলে অস্থলে ফেলিস্ অসাধ্য তোর নাই ॥ ৯০
তোর, অপকর্ম্মের কেউ অন্ত পায়না, অন্তঃশিলে বয়।
তুই অধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, অজামিল অত নয় ॥ ৯১
অপযশ অপমান হয় অলঙ্কার তোকে।
অধম হয়েছিস্ অতি অরাজকে থেকে ॥ ৯২

* * *

চিত্রা সখী পুনর্ব্বার ভৎসনা-বাক্যে বলিতেছে,—

তুই ভণ্ড-ঋষি পণ্ড, কেবল ধরেছিস্ জপের মালা।
গণ্ডমূর্খের কাণ্ড তোর, দণ্ড করিস্ অবলা ॥ ৯৩
কপালে দিয়ে, হরি-মন্দিরে, নারীর মন্দিরে চুরি।
তোর জপ-তপ, বুঝিলাম বাপু! গলায় দিতে পার ছুরি ॥
অঙ্গে ছাবা, যেখানে যাবা, ভুলিয়ে খাবার ঘটা।
ভেক বিনে ত, ভিক মিলে না, ঠিক বুঝেছি সেটা ৯৫
তোমার লম্বা দাড়ি; জটাধারী, কপট জারিজুরি।
হরি হরি শব্দ কেবল, পরের দ্রব্য হরি ॥ ৯৬

সাক্ষী তার, ঐ রাধার, হরি হরিয়ে চল্‌লি !
আজ তাকাতি, দিনে ডাকাতি,—
হয় নাই,— তা কর্‌লি ॥ ৯৭
দেখি অঙ্গের সৌষ্ঠব, পরম বৈষ্ণব,—
জ্ঞান করে সব লোকে।
কিন্তু চোরের ঘেটেল, বদ্ধ লেঠেল,
হদ্দ বুঝ্‌লাম তোকে ॥ ৯৮
তুই বিড়াল-তপস্বী, বিরলে বসি,—
মন্ত্রণা তোর কত।
নাই দয়া মায়া, করিস্ মায়া,
মহীরাবণের মত ॥ ৯৯
তোর, নামাবলী গায়, না দিলে কি নয়,
কায কি কৌপীন ডুরি ?
বুঝেছি ওজন, ভোজনে পোক্ত,
ভজনের দফায় ডুরি ॥ ১০০
তখন বৃন্দে বলে, ওগো চিত্রে ! চিত্তে নাই কি ভয় ?
পড়িলে বিপদ, বিপক্ষের পদ,—
ধ'রে সাধিতে হয় ॥ ১০১
তোমার অকৌশল, হলাহল,
বাক্য শুনে মুখে।

তিলেক থাকিত, শ্যামকে রাখিত,
তাও বুঝি না রাখে॥ ১০২
ঢালো ভূমে অন্ন, কিসের জন্য,
চোরের উপর রাগ!
বরং দুটো মিষ্ট, কথায় তুষ্ট,—
করি,—কৃষ্ণধনকে মাগ॥ ১০৩
তখন চিত্রে বলে, আর কি ফলে,
আশাবৃক্ষের ফল!
ওগো বৃন্দে! আমি বুঝেচি অসার, ঘুচেছে পশার,
দশম দশার এ ফল॥ ১০৪
ইষ্টদেবতা তুষ্ট নাই, সাধ্‌ব কি অক্রূরে।
মিছে সাধ্‌ব, মুষ্টিযোগে কুষ্ঠ কখন সারে?॥ ১০৫
মর্ম্মের কথা বলি, সখি! ধর্ম্মজ্ঞানী জনে।
জোর বিনে, সই! চোর কখন ধর্ম্মশাস্ত্র মানে॥ ১০৬
এখন চল্‌ল হরি, পরিহরি, তুলে গোকুলের খেলা।
ঐহিকের সুখ, ক্ষান্ত করি, প্রাণ ত্যজ এই বেলা॥ ১০৭
জগতে কে রাখিবে, দিলে জগদীশ যাতনা।
পায়ে ধরিব, মিছে করিব, নরের উপাসনা॥ ১০৮

খাম্বাজ—পোস্ত।।

করিলে মনুষ্য-সাধন, যায় কি বেদন মনোদুখ।
আমি জানি, ওগো বৃন্দে! গোবিন্দ যাঁর বৈমুখ।।
নামে যার বিপত্তি হরে, মধুসূদন রথোপরে,
সই! এখনও যদি বিপত্তি ঘটায়, কি করিবে চতুর্ম্মুখ।
রাধার দুঃখ যাবে দূরে, শ্যাম কি থাকিবেন ব্রজপুরে,
বুঝ না সই! ব্যবহারে, শ্যামের কি কৌতুক।।
যে রাধার মান দেখে হরি, অধৈর্য্য চরণে ধরি,
সই! এখন চরণ ধরে সেই কিশোরী,
তথাচ শ্যাম অধোমুখ।। (ছ)

গোপিকাগণকে শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা প্রদান।

গোপিকার দুঃখ দেখি, সজল কমল-আঁখি,
প্রবোধিয়ে কন অতি দৈন্যে।
অচিরাতে আসিব সই! কি ধন কিশোরী বই,
অমঙ্গল রোদন কি জন্যে।। ১০৯

এ কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিতেছেন,—

কৃষ্ণ হে! তোমার অমঙ্গল হবে না। যদি বল অমঙ্গল হবে না কিসে,— দেখ, বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ, ইত্যাদি দেখিলে যাত্রা সফল হয়, প্রকারে তাবৎ ঘটিয়াছে,—

বৃন্দা,—কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বিরহ-বিধুরা ব্রজ-গোপী-
গণের অবস্থা জানাইতেছেন।

তখন বৃন্দে বলে করি ছল, হবে না শ্যাম অমঙ্গল,
স্থমঙ্গল ঘটেছে তোমায়।
দক্ষিণে গো দেখ সুখে, নন্দের ধেনু ঊর্দ্ধ মুখে,
একদৃষ্টে রথপানে চায়॥ ১১০
হরি বিনে আমরা রমণী, যেমন চঞ্চলা হরিণী,
মৃগ তায় কর নিরীক্ষণ।
যাত্রাকালে দেখ্‌লে গুণ, দক্ষিণে থাকিলে আগুন,
জ্বলিছে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-হুতাশন॥ ১১১
বাম ভাগে ঐ দেখ হরি! গোপিকার নয়নের বারি,
পূর্ণ ঘটে বাঞ্ছা পূর্ণ ঘটে।
পশু-পক্ষী কাঁদিছে সবে, তারি মধ্যে আছে শিবে,
বামে শিবে দেখিলে সফল ঘটে॥ ১১২
ওহে কৃষ্ণ বিশ্বরূপি! আমরা যত ব্রজগোপী,
বাম ভাগে প্রাণ ত্যজ্য করি সবে।
স্ববামেতে শব হেরে, সব দুঃখ যাবে দূরে,
মধুপুরে রাজ্যপদ পাবে॥ ১১৩
কিন্তু এক নিবেদন, শুন হে মধুসূদন!
ব্রজ-বধুর হর দুঃখ,—হরি!

কোমলাঙ্গ তব কৃষ্ণ, দেখ্‌ছি বড় পাবে কষ্ট,
কাষ্ঠ-রথে আরোহণ করি ॥ ১১৪
আমরা দাসী, তাইতে জানি, নিদ্রা হয় না গুণমণি !
দুগ্ধ-ফেন-নিন্দিত শয্যায়।
কাষ্ঠে উপবিষ্ট হরি ! বেদনা হইবে মরি !
বেদনা দিও না গোপিকায় ॥ ১১৫
রাজনন্দিনী কমলিনী, তার যে কোমল তনুখানি,
মনোরথে রথী তুমি তায় সখা !
সজ্জা কি সেই রথোপরে ! ধ্বজার উপরে উড়ে,—
ব্রজ-গোপীর কলঙ্ক-পতাকা ॥ ১১৬
আজি যেন নিগ্রহ-হরি,—তোমারে বিগ্রহ করি,
যত্নে তুলিতাম সেই রথে।
আমরা যত ব্রজ-নারী, দিয়ে তাতে মনো-ডুরি,
সদা রথ টানি ভক্তি পথে ॥ ১১৭
কি জানিবে বিশ্বকর্ম্মা, অগোচর শিবব্রহ্মা,
কি রত্নে নির্ম্মাণ রথখানি।
ত্যজিয়ে এমন রথ, কিসে পূরাও মনোরথ,
কাষ্ঠ-রথে চড়ি চিন্তামণি ॥ ১১৮

অতএব, ঠাকুর ! তুমি শ্রীরাধিকার মনোরথের সারথি হইয়া, কাষ্ঠরথে আরোহণ করিয়া, মথুরা গমন করিও না। যদি নিতান্তই

তোমার মথুরাগমন করিতে ইচ্ছা হয়, তবে তরণীযোগে গমন কর; যদি বলো, তরণী পাওয়া যায় কোথা, তাহার বৃত্তান্ত শুন ;—

বেহাগ—কাওয়ালী।

রাধানাথ! যেও না হে রথ-আরোহণে।
হবে তোমার শ্রীঅঙ্গে বেদনা, তরি-আরোহণে,—
সুখে যাও মধুভুবনে॥
অক্রুর কাণ্ডারী হবে,—মিলিবে দুজনে॥
যদি বল বারি বিনে, তরি যায় কেমনে!
গোপীর নয়নজলে সিন্ধু-তরি ভাসাও হে যতনে।
যদি বলো হরি! তরি বাহে কোন্ জনে?
তুমি হে ভবকাণ্ডারী বিদিত ভুবনে॥
যদি বল তরণী নাহিক বৃন্দাবনে।
আমরা গোপের তরুণী, এই তো ভাসালে তুফানে॥ (জ)

রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মথুরা যাত্রা—পথে রথোপরে এবং যমুনার জলে অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন।

অক্রুর চালায় রথ, গমন পবনবৎ,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে গোপীগণ!

..সিব আসিব ধ্বনি, করিলেন চিন্তামণি,
সেই আশায় রাখিল জীবন ॥ ১১৯
..রাম শ্রীগোবিন্দ, সহ নন্দ উপানন্দ,
উপনীত যমুনার তীরে।
..থে হইতে নামি সবে, গোপমাত্র মহোৎসবে,
স্নানাদি তর্পণ তথা করে ॥ ১২০
..অক্রূর ব্যাকুল মনে, বলে,—জলে মগ্ন হই কেমনে,
ত্যেজে কৃষ্ণের রূপদরশন।
..নস্নায়ী হ'য়ে জলে, যায় ভাসি চক্ষের জলে,
তারাকারা ধারা বরিষণ ॥ ১২১
..খিয়া ভক্তের মন, ভক্ত-মনোরঞ্জন,
পূর্ণ করেন ভক্তের অভিলাষ।
..লমধ্যে গিয়ে হরি, ত্রিভঙ্গ মাধুরী ধরি,
অক্রূরে সদয় পীতবাস॥ ১২২
..লে হৈতে মাথা তুলি, রথে দেখে বনমালী,
পুনঃ দেখে জলের ভিতরে।
..ষ্ণের করুণা দেখি, অক্রূর সজল-আঁখি,
করুণা-বচনে স্তব করে ॥ ১২৩

অক্রূর জলমধ্যে মগ্ন হইয়া, কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার রথে ..রূপ দেখিয়া বলিছেন ;—ঠাকুর ! তুমি এরূপ প্রকারে ভক্তের মান ..রাখিতে, 'ভক্তাধীন গোবিন্দ' তোমাকে কেহ বলিত না।

ললিত—যৎ।

তুমি ভক্তাধীন চিরদিন বেদে বলে।
দিয়ে জলে দেখা জলদবরণ! ভক্তের সাধ পূরালে॥
দেখা দিলে প্রহ্লাদেরে স্ফটিক-স্তম্ভ-মাঝারে।
বামনরূপে অদিতির অন্তরে দেখা দিলে॥ (ঝ)

* * *

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরা-প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসের কারাগারে দেবকীর বন্ধন মোচন।

স্নানাদি তর্পণ তথা সমাপন করি।
দ্রুতগতি যায় সবে পুনঃ রথে চড়ি॥ ১২৪
পুরে প্রবেশিয়ে সবে নামিলেক ধরা।
অক্রূর সংবাদ কংসে কহিলেক ত্বরা॥ ১২৫
কৃষ্ণ-বলরামে নন্দ করি সাবধান।
কংসালয়ে গোপগণ রহে স্থানে স্থান॥ ১২৬
নিশিযোগে যোগেন্দ্র-বন্দিত জগন্ময়।
দেবকীর কারাগার-মন্দিরে উদয়॥ ১২৭
দেখিয়া দুর্দ্দশাপন্ন অবসন্ন হরি।
চক্ষে ধার তারাকার কারাগার হেরি॥ ১২৮
কৃপাসিন্ধুর শোকসিন্ধু উঠে উথলিয়া।
ঘন ঘন ঘনশ্যাম ডাকেন মা বলিয়া॥ ১২৯

মাধবের জননী-বাক্য শুনে মধুর-ধ্বনি।
মৃত্যুদেহে দেবকীর সঞ্চারিল প্রাণী ॥ ১৩০

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

দেবকীর দৈব-দুঃখ নাশিতে এত কালে।
কে ডাক মা বলি, বুঝি কৃষ্ণধন আমার এলে ॥
এলি তো দুঃখিনীর দুঃখ দেখ রে যদুনন্দন!
করেছে নিদয় কংস কর-চরণে বন্ধন,—
চক্ষেতে হের রে গোপাল! বক্ষেতে শিলে ॥
তোরে রেখে যশোদা-ভবনে, তোর আসার আশা-পবনে,
আছি রে জীবনে, গোপাল! এতো দুঃখানলে;—
একি অসম্ভব শুনি নারদের মুখে আমি,
ভবের বন্ধন-মুক্তি-কারণ, বাছা! তুমি,
তবে বন্ধন-দশাতে কেন মায়ে দুঃখ দিলে ॥
বাছা! বধি জননী জনক, ব্রজে কি সুখজনক,
জানি রে যাদব! যত যতনে ছিলে;—
জানে কে সন্তানের মায়া, না ধরিলে উদরে,
কিঞ্চিৎ নবনী-তরে, ধবলী-পুচ্ছ-ডোরে,
বান্ধিলে যশোদা কর-কমল-যুগলে ॥ (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস-রজকের হাতে মাথা কাটা।

নিশিযোগে দেবকীর বন্ধন মুক্ত করি।
প্রভাতে উঠিয়া বলরামকে কহেন হরি॥ ১৩১
কংস-সভাসদ মাত্র সবগুলি ভদ্র।
ইহার ভদ্র উপায় বলো কিছু, দাদা বলভদ্র॥ ১৩২
আমাদের পরনে ধড়া, মাথায় চূড়া, ভদ্রতা ভাব কৈ।
নব্য-বয়েস বটি কিন্তু সভ্য ভব্য নই॥ ১৩৩
কিছু বস্ত্র পেলে, পরে গেলে, ভ্রম থাকে সভাতে।
বলাই বলে, ভাই! পেলে বস্ত্র পরিবে কিরূপেতে॥
হেন সময় কংসের রজক আইল তথায়।
কংস-বস্ত্র বস্তা বেঁধে রাস্তা বয়ে যায়॥ ১৩৫
দেখে কৃষ্ণ ডাকেন তাকে হেলাইয়া হস্ত।
আমরা দুটী ভাই, সভায় যাই, চারিখানি চাই বস্ত্র॥
হয়ে খাপা, বলিছে ধোপা, দেই বস্ত্র রহিস্।
জাতি গোয়ালা, মাথা পেয়ালা, যা-ইচ্ছে তাই কহিস্॥

আমি দিনে তিনবার, হয়ে নদী-পার,
গোকুলে গিয়া থাকি।
তোর বাপের খপর, কাপড় চোপড়,—
পরার বেওরা রাখি॥ ১৩৮

দিয়ে মার্গে ধড়ি, হাতে নড়ি,
বাথানে চরায় গাই।
তুই রাখাল হ'য়ে, চাইস্ রাজবস্ত্র,
তোর চক্ষের পরদা নাই॥ ১৩৯
এ কাশ্মীরি শাল, রেসমী রুমাল,
মখমল আদি কত।
মলমলের থান, চাদর ক'খান,
টাকা তোলা ইহার সুত॥ ১৪০
এ চাপকান কাবা, তোর নন্দ বাবা,
দেখে কখন থাকিবে ?
ইহার নাম জানিস্‌নে, দাম শুনে তোর—
দাঁতকপাটী লাগিবে॥ ১৪১
তখন কোপে কৃষ্ণ, কাঁপে ওষ্ঠ, শুনে রজকের কথা।
করাঘাতে, তৎক্ষণাতে, কাটেন তার মাথা॥ ১৪২
মথুরায় সব, হ'ল কলরব, বলে ভাই কি নেটা।
প্রাণবাঁচা দায়, হলো মথুরায়, হাতে মাথা কাটা॥ ১৪৩
যত প্রজায়, বলে গে রাজায়, ভয়ে সরে না রা।
করিছো কি কাজ, মরি মহারাজ! হা মা কা॥ ১৪৪

প্রজা-সকলে ভয়ে ব্যস্ত হইয়া রাজার নিকটেতে গিয়া বলিতেছে,—হা মা কা;—হাতের হা, মাথার মা, কাটার কা।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কে এলো বালক দুটী, করেতে রজক কাটি,
বলে তোদের বধিব রাজা কংস।
হবে না মঙ্গল, রাজা! রবে না তব বংশ॥
সংসার-অসুর-নরে, আশু বিনাশিতে পারে,
শিশু যদি করে কিছু কোপাংশ।
তুমি জান তার পরিচয়, সামান্য মানুষ নয়,
শত ইন্দ্র এলে বুঝি না হয় শতাংশ॥
রূপ অতি মনোহর, নিন্দি কালো জলধর,
চরণ-নখরে পড়ে সুধাংশু।
আমি মনে অনুমান করি, ভূভার-হরণে হরি,
অরি-ভাবে এলেন তোমায় করিতে ধ্বংস॥ (ট)

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বস্ত্র পরিধান।
তন্তুবায়ের পরমা গতি লাভ।

তখন রজকেরে নষ্ট করি কৃষ্ণ মন-সুখে।
বেছে বেছে লন বস্ত্র পরম কৌতুকে॥ ১৪৫
হৃষ্টমতি, বলাই প্রতি, বলেন মাধব।
দাদা! বসন-ভূষণ, কিসের অনাটন, আমি থাকিতে তব

বলরাম, বলেন শ্যাম, বলি ভাই ! তোমাকে।
দস্যুবৃত্তি করিতে পারিলে, কিসের অভাব থাকে ॥ ১৪৭
তখন ভাবেন হরি, কিরূপে পরি, সভ্য বস্ত্রগুলি।
তারি পরিধান-সুসন্ধান, করেন বনমালী ॥ ১৪৮
হেন সময়, তন্তুবায় যায়, মথুরার দিকে।
হেলায়ে কর, বংশীধর, ঘন ডাকিছেন তাকে ॥ ১৪৯
দেখে তাঁতি, পবন-গতি হাট পানেতে হাঁটে।
বলে, রাখ ব্রহ্মময়ি ! সেই বটে ঐ, হাতে মাথা কাটে ॥
তখন তাড়িয়ে হরি, তাঁতিকে ধরি, বলেন,—বস্ত্র পরা।
ভয়ে ক্রন্দন ;—তাঁতির নন্দন, হয়েছে আধমরা ॥ ১৫১
বলে, কি কর ! রাস্তা ছাড়, কাজ কি দুঃখ দিয়ে।
দিওনা জ্বালা, গিয়েছে বেলা,
আমার সূতোহাট গেলো ব'য়ে ॥ ১৫২
কন নারায়ণ, পরাও বসন, বন্দী হইলাম সত্যে।
বাক্য আমার, তোকে কখন আর, হবে না হাট করিতে ॥
তাঁতি বলিলে, কৃতার্থ করিলে, আমার হাটটী বন্ধ করো।
তবেই আমার, কাচ্চা বাচ্চা গুলির,
দফা তিন দিনেতেই সারো ॥ ১৫৪
কৃষ্ণ বলেন, তোকে আমি বৈকুণ্ঠে পাঠাব।
তাঁতি বলে, কৃতার্থ করিলে, তোমার হুকুমেই যাবো ॥

আমি ঘর ফেলিয়ে, একলা গিয়ে, রই।
আমার অপোষ্যগুলিন মরুক দিন আষ্টেক বই ॥ ১৫৬
কৃষ্ণ বলেন, একলা যদি না পারিস্ গে রহিতে।
পাঠিয়ে দিব, বৈকুণ্ঠে তোর স্বপরিবার সহিতে ॥ ১৫৭
বলিছে তাঁতি, নাইকো ক্ষতি, তবে একদিন যাই।
সেটা চলা-বলার, জায়গা কেমন, সেটা শুনিতে চাই ॥১৫৮
কৃষ্ণ হে! বসত করিবার জায়গা, যেখানে অসৎ লোক না রয়
রাজার সুখ থাকে, মহাল হাজা শুকা না হয় ॥ ১৫৯
ফল কথা কও, আর গুলা সব হোক্‌গে যেমন-তেমন।
তোমাদের বৈকুণ্ঠে সূতো সস্তা কেমন ? ॥ .৬০
তখন কন কৃষ্ণ, বাক্য মিষ্ট, পরম সুখে রবি।
গত-মাত্রে সবে তোরা চতুর্ভুজ হবি ॥ ১৬১
তাঁতি বলিছে, হবে হবে, তবে কিছু ফলিবে।
তবে আমার একলা হ'তেই, দুখান তাঁত চলিবে ॥ ১৬২
বলিছে তাঁতি, নাহিক ক্ষতি, চলো সেখানে যাই।
এসো দুটি ভাই, বস্ত্র পরাই, বিলম্বে কাজ নাই ॥ ১৬৩
বিষ্ণু-গাত্র, স্পর্শমাত্র, দিব্যজ্ঞান ধরে।
ধরি পায়, তন্তুবায়, নানা স্তব করে ॥ ১৬৪

ছায়ানট—কাওয়ালী।

গোবিন্দ গুণধাম ! কে জানে তোমার মায়া।
হর হর, হরারাধ্য হরি ! ধন-জন-মায়া ॥
দীন হীন ভ্রান্ত পামরে দেহ পদছায়া।
দারাদি তনয়, কেহ নয়, এ মিছে প্রণয়,—
দীনে রক্ষ তুমি মোক্ষধাম হে ! শ্যাম হে !
শিবের সম্পদ পদ, প্রদানে হর বিপদ,
নিরাশ্রয়ে নিরাপদ কর হে নীরদ-কায়া ! ॥ (ঠ)

মথুরা-কামিনীগণের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-দর্শন।

দিব্য বস্ত্র পরি হরি, সেই স্থান পরিহরি,
মালাকার-ভবনে গমন।
সে দিলে পুষ্পের হার, বাসনা পূর্ণ তাহার,
করিলেন ব্রহ্ম সনাতন ॥ ১৬৫
গোকুলের গোকুলচন্দ্র, নিরখি মলিন চন্দ্র,
কোটি-চন্দ্র-নিন্দিত রূপ ধরে।
তাহে ভূষণ বনমালা, ত্রিভুবন করেছে আলা,
নিরখিয়ে মন্মথ-মনোহরে ॥ ১৬৬
যত কুলকন্যা মথুরার, দিয়ে গবাক্ষের দ্বার,
কৃষ্ণ-রূপখানি দৃষ্ট করে।

হেরি কান্তি নবঘন, চক্ষে ধারা ঘন ঘন,
উন্মাদিনী হয় পরস্পরে ॥ ১৬৭

ঝিঁঝিট-অহং—যং।

ও কে যায় গো কালো মেঘের বরণ-
কালো রতন রমণীরঞ্জন।
মোহন করে মোহন বাঁশী, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
সই! আবার কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন-খঞ্জন॥
নিরখি বিদরে প্রাণী, ঘেমেছে চাঁদবদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ গো;—
বিধি আমায় সদয় হ'ত
কুলের শঙ্কা না থাকিত সই!
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়ে ও বিধু-বদন॥ (ভ)

মথুরার রাজপথে কংস-দাসী কুব্জা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দনদান,—
কুরূপা কুব্জাকে শ্রীকৃষ্ণ,—সুরূপা করিলেন।

হেথা চন্দন হাতে, রাজ-সভাতে, যায় কংসের দাসী।
হদ্দ মজা, নাম কুব্জা, মুখে মধুর হাসি॥ ১৬৮

অগ্রে-পৃষ্ঠে টিপি-টাপা আট দিকে আট বেঁক।
পেটটী ডোঙ্গা, শতেক ভাঙ্গা, যেন গাঙ্গের টেঁক॥ ১৬৯
ঠিক তাল-পারাটি, বড় ঠেঁটী, দেখিলে ভয় লাগে।
তায় ভীষণ ভাষা, বৃদ্ধ-দশা, নব অনুরাগে॥ ১৭০
তাতে কোটরে চক্ষু, অতি সূক্ষ্ম, করিছে মিটমিটী।
হঠাৎ তারে, দেখিলে পরে, সদ্য দাঁতকপাটী॥ ১৭১
নাই নারীর চিহ্ন, স্তন বিভিন্ন, কি বিধাতার গতি।
চাই ভুরুর ভঙ্গে, নাকের সঙ্গে, ফারখতা ফারখতি॥ ১৭২
দেখিতে শুলুক, কদর্য্য মুখ, বুকময় খাল ডোবা।
তাকে দৃষ্ট করি, বলেন হরি, এটা কে রে বাবা!॥ ১৭৩
কৃষ্ণরূপে, রসকূপে, মন গিয়েছে ভুলে।

হলো, চলিতে অচল, ভাবে ঢলঢল,

পড়িছে ঢ'লে ঢ'লে॥ ১৭৪

বলে, আ-মরে যাই! লইয়ে বালাই, কি রূপের মাধুরী!
রূপের সাগর, গুণের নাগর, এই বুঝি সেই হরি॥ ১৭৫
আমার ইচ্ছে করে, শ্যাম-নাগরে, রাখি হৃদিপরে।

শ্যাম ত্রিলোকস্বামী, কুব্জা আমি,

স্পর্শিবে কি মোরে॥ ১৭৬

বুঝে কুব্জার আশয়, রসের বিষয়, ব্যঙ্গ করি হরি।
কন দূরে থেকে, কুব্জায় ডেকে, কোথা যাও সুন্দরি!॥ ১৭৭

কৃষ্ণ 'সুন্দরী সুন্দরী' বলিয়া ডাকিবামাত্র কুব্জা অভিমানিনী হইয়া বলিতেছে যে, ঠাকুর! আমাকে কুৎসিতা রমণী দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন কেন?

খাম্বাজ—খেমটা।

কুৎসিতের বেশ দেখে, শ্যাম!
ঠেস্ করে কি কও আমাকে।
ভালো নই, কমল-আঁখি!
হাঁ হে! সুন্দরী কি সবাই থাকে॥
এমন নয় যে গায় পড়েছি
তোমার রূপ দেখে,—
আমার এই রূপটি দেখে,
থাকি চুপটি ক'রে মনের সুখে॥ (ঢ)

তখন কৃষ্ণ-বোলে, কুব্জা বলে, আপনারে না সুজ।
নিজে অষ্ট-ভঙ্গ, বঙ্কিমাঙ্গ, আমি বা কোন্ কুঁজো॥ ১৭৮
কিবে রূপের শ্রী, আহা মরি, ভ্রমর বরং ভালো!
নব-কাদম্বিনী,-বরণ জিনি, এমনি আন্ধার কালো॥ ১৭৯
এ কি গোকুল পেলে, ফেরে ফেলে, যা হবার তাই হবে।
লয়ে গোপনে, নারীগণে, রসের কথা কবে॥ ১৮০

এ নয় তেমন সহর, যে করিবে নহর, লয়ে কুলাঙ্গনা।
বড় বিষম এ ঠাঁই, ঘুষ কারু নাই, কংস-রাজার থানা॥১৮১
তখন মিষ্ট বোলে, কৃষ্ণ বলে, কংসেরে না ডরি।
আমার কি দোষ পেয়ে, রুষ্টা হয়ে, ভৎর্স লো সুন্দরি! ॥
তব দিব্য কান্তি, দেখি ভ্রান্তি, জন্মিল মোর মনে।
কিবে কালো ধলো, সেই তো ভালো, লাগে যা নয়নে ॥
তুমি শীঘ্র আসি, কংস-দাসি! পরাহ চন্দন।
তোরে সুন্দরাঙ্গী, করিব আমি, করিলাম এই পণ ॥ ১৮৪
তখন দিয়ে চন্দনাঙ্গে, অবশ অঙ্গে, কুব্জা পড়ে ট'লে।
অমনি হরি, কুঁজীকে ধরি, ধাক্কা দিলেন ছলে ॥ ১৮৫
ছিল ঢিপি-ঢাপা, ফুলো ফাঁপা, কুঁজকুজাদি করি।
সকল গেল, দেখিতে হ'ল, অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ১৮৬
দেখি আপন অঙ্গ, অবশ-অঙ্গ, কুব্জা কেঁদে বলে।
যদি দয়া করি, ওহে হরি! যৌবন-তরি দিলে ॥ ১৮৭
তাই ভাব্‌ছি মনে, নাবিক বিনে, কে চালাবে তরি।
পাছে ঘোর তুফানে, ধনে প্রাণে, ডুবে আমি মরি ॥১৮৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংসবধ,—ব্রজধামে রাধাশ্যাম-মিলন।

পশ্চাৎ পূরাব আশ, আশ্বাসিয়ে পীতবাস,
কংস বিনাশিতে শীঘ্র যান।

হেরে কৃষ্ণ-পদদ্বয়, খঞ্জ পদ প্রাপ্ত হয়,
অন্ধেরে দিলেন চক্ষু-দান ॥ ১৮৯
সমরে বিজয়ী হয়ে, দ্বারে হস্তী বিনাশিয়ে,
কংস-সভায় হৈলেন উপনীত।
পরস্পর নর-নারী, শ্রীকৃষ্ণরূপ দৃষ্ট করি,
স্বভাবেতে হইল মোহিত ॥ ১৯০
রমণীগণের মন, দেখে, কামরূপী নারায়ণ,
ঋষিগণে দেখে যজ্ঞেশ্বর।
ভোজবংশে দেখে হরি, কুলের দেবতা করি,
ভক্তে দেখে বিষ্ণু পরাৎপর ॥ ১৯১
ব্রজ-রাখালের চিত্ত,—আমাদের রাখাল মিত্র,
নন্দ দেখে আমার গোপাল।
পণ্ডিতে বিরাট্ ভাবে, পুত্রভাব বসুদেবে,
কংস দেখে,—আইল মোর কাল ॥ ১৯২
দেখিয়ে প্রলয়-অংশ, মার্ মার্ করে কংস,
রাম-কৃষ্ণ হন্যতাং বলে।
ক্রোধে ব্রহ্ম সনাতন, করিছেন নির্যাতন,
কেশে ধরি বসে বক্ষঃস্থলে ॥ ১৯৩
বক্ষে বিশ্বম্ভর হরি, রাম রাম শব্দ করি,
রাজা কংস ত্যজিল জীবন।

আনন্দ অমরবর্গে, পুষ্পবৃষ্টি হয় স্বর্গে,
করে কংস বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ১৯৪
ভাগবতে লেখে স্পষ্ট, পূর্ণব্রহ্ম-রূপ কৃষ্ণ,
অবিচ্ছেদ সদা বৃন্দাবনে।
অংশরূপ ধরি হরি, বধেন দেবের অরি,
অবতার ভূভার-হরণে ॥ ১৯৫
গোকুলে গোকুলপতি, পরিত্যজ্য করি তথি,
পাদমেকং ন গচ্ছতি, আছে এই বাক্য।
বিহরে যুগলরূপ, শ্রীরাধিকা-বিশ্বরূপ,
ভাবিলে ভাবুকে পায় মোক্ষ ॥ ১৯৬

সুরট—যৎ।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে।
রাধা কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদেরি বামে ॥
কিবা নিন্দি কালো জলধর, রূপ রাধার বংশীধর,
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলো ব্রজধামে।
পূরাইতে মন-সাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদগাদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে ॥ (৭)

মাথুর।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ।

রাধার মানে হারিয়ে মান, বিরহানলে ভগবান্,
রাধার কাছে লইয়া বিদায়।
সজল-জলদ কায়, বলেন,—দুঃখ জানাব কায়,
শতবার ধরিলাম দুটী পায়॥ ১
এতেক ভাবিয়ে হরি, বৃন্দাবন পরিহরি,
মধুপুরী করেন গমন।
গোকুলে কৃষ্ণ-অদর্শন, জ্বেলে বিচ্ছেদ-হুতাশন,
গিয়েছেন পীতবসন, ত্যজিয়ে মূলাসন॥ ২
মথুরাতে পেয়ে রাজত্ব, ভুলিয়ে সকল তত্ত্ব,
প্রবর্ত্ত হয়েছেন কুব্জা-প্রেমে।
দাসীরে করি রাজমহিষী, রত্নাসনে কালোশশী,
বসিয়ে,—পিরীত ভাসাভাসি, হচ্ছে ক্রমে ক্রমে॥ ৩
হেথায় রাধার মানভঙ্গ, না হেরিয়ে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ,
বনদগ্ধা কুরঙ্গীর প্রায়।
বলে, দেও হে কৃষ্ণ! দরশন, জগত-জীবন! রাখ জীবন,
নিরুপায়ে তুমি হে উপায়॥ ৪

ভাসালে বিচ্ছেদ-নীরে, কি দোষে হে দুঃখিনীরে,

তোমা বিনে কে করিবে রক্ষে।

আমার জীবন হরি, কোথায় রহিলে হরি!

কে হলো বিপক্ষ আমার, হ'লে কার্ পক্ষে ॥ ৫

হয়ে অতি শোকাকুল, বলেন, কে কুলাবে কূল,

প্রতিকূল আমায় বিধাতা।

বলেছিলে হে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ! তোমায় আমায় এক-অঙ্গ,

সে কথা রহিল এখন কোথা ॥ ৬

কি বলিব অধিক আর, গেল বুঝি অধিকার,

এত বলি করেন রোদন।

আবার কহেন পরে, প্রাণধন কি নিল পরে?

আর কি পাব গো সে রতন ॥ ৭

সাধনের ধন গুণনিধি, দিয়ে হ'রে নিল বিধি,

নিরবধি ভাসি দুঃখ-নীরে।

শুন বলি চন্দ্রাবলি! মনের কথা কারে বলি,

না ব'লে বা থাকি কেমন ক'রে ॥ ৮

কোথা গো সখি চিত্ররেখা! চিত্রপটে লিখে দেখা,

তবু একবার হরিকে নেহারি।

শ্যাম সখি! তোয় বলি শোন,তোর শ্যামের মতন শ্যাম-বরণ,

একবার লয়ে আয় গো নীলবরণ, গোবর্দ্ধনধারী ॥ ৯

কোথা গেলি গো বিশখা! হলি বুঝি গো বি-সখা,
তুই কি আমার সখার সঙ্গী হলি!
বল দেখি গো বৃন্দে দূতি!
কোথা গোলোকের গোকুলপতি,
জগতের পতি বনমালী॥ ১০

কেন দিদি! অকস্মাৎ, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বজ্রাঘাত,
আঘাত হইল মোর শিরে।
এত বলি করেন রোদন, ভেসে যায় শ্রীবৃন্দাবন,
কমলিনীর কমল-আঁখির নীরে॥ ১১

খট্টভৈরবী—একতালা।

মনের বিষাদে, কাঁদেন শ্রীরাধে,
বলেন,—কোথা আছ প্রাণ-কৃষ্ণ!
(ব'ধে রাধার প্রাণ) কেন দীননাথ! হেন বজ্রাঘাত,
আবার কোথা গেলে কার পূরাতে ইষ্ট॥
একে তো ননদী বাঘিনীর প্রায়,
প্রবল শত্রু আমার ফেরে পায় পায়,
না দেখি উপায়, একি অদৃষ্ট!

এখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল,
মন্থনেতে সুধা উঠিল গরল,
জীবন ধারণ বিফল কেবল,
তা হ'তে এখন মরণ শ্রেষ্ঠ ॥ (ক)

বলেন,—কোথা হে কৃষ্ণ গুণনিধি ! ব'লে কাঁদেন নিরবধি,
হায়। বিধি কি করিলে ব'লে।
করাঘাত করেন শিরে, কে নিল নীলবরণে হ'রে,
হরি-শোক যাবেনা—না ম'লে ॥ ১২
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দাবানল, ক্রমেতে হলো প্রবল,
বল বুদ্ধি করিল দাহন।
কেবল রহিল শোক, যাতে হয় প্রাণনাশক,
সে শোক না হয় নিবারণ ॥ ১৩
এত বলি পড়ে ধরায়, বৃন্দে দূতী আসি ত্বরায়,
উঠ ব'লে শ্রীরাধায়, অনেক বুঝায় !
রাধে বলে,—হও ক্ষান্ত, হইও নাকো এত ভ্রান্ত,
তব কান্ত আনিব ত্বরায় ॥ ১৪
বৃন্দে দেয় প্রবোধ-জল, নিভাতে বিচ্ছেদানল,
সে জল নিষ্ফল হয় সব।

বরং বিচ্ছেদ-আগুণ, বিগুণ হ'য়ে হয় দ্বিগুণ,
দেখে সখী জীয়ন্তে সবে শব ॥ ১৫
দেখে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিষধরে, দংশেছে রাই-কলেবরে,
একেবারে নীলবর্ণ তনু।
যে বর্ণ না হ'তো বর্ণ, দেখিতে হইত স্বর্ণ,সে বর্ণ হলো বিবর্ণ,
মেঘে যেন আচ্ছাদিল ভানু ॥ ১৬
আনে নানা মহৌষধি, যতেক সৃজিল বিধি,
নিরবধি করিল শুশ্রূষা।
তাতে না হয় নিবারণ, ক্রমে বিষ-উদ্দীপন,
সখীগণ হইল নৈরাশা ॥ ১৭
হেমকান্তি নীলবরণ, হৃদে ভাবি নীলবরণ,
বিবরণ বুঝিতে কে বা পারে!
দেখে কহে সখীগণ, জীবনে কি প্রয়োজন,
রাধার জীবন যমুনা-জীবন-পারে ॥ ১৮

খাম্বাজ—একতালা।

রাধার জীবন হরি, হরি গেছেন মথুরায়, সে নীরদ-কায়।
উপায় কি করি, রাইকিশোরী, কিসে রক্ষা পায় ॥
হয়েছেন চৈতন্য-হারা, স্থির হয়েছে নয়ন-তারা,
কি করিবে বৈদ্য যারা, কি ঔষধি দিবে তায়।

এ রোগের আর নাইকো বিধি,
অন্য কোন মহৌষধি,
বিনে কৃষ্ণ গুণনিধি, কে বাঁচাবে রাধিকায় ॥ (খ)

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দা দূতীর গমন।

তখন কর্ণে শুনায় কৃষ্ণ-নাম, শ্রীমতিকে অবিরাম,
শুনিয়ে চৈতন্য পান কিশোরী।
দেখে তুষ্ট গোপীগণ, বলে তোমার কৃষ্ণধন,—
এনে দিব ভয় কি ব্রজেশ্বরি! ॥ ১৯
প্রবোধবাক্য কহে বৃন্দে, মধুপুরে শ্রীগোবিন্দে,
আন্‌তে আমি চলিলাম তবে।
যাব হরির অন্বেষণে, দেখা হয় যদি অন্য সনে,
মন্দ লোকে অন্য যাহা কবে ॥ ২০
এত বলি চলে বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে,
শ্রীরাধার বৃত্তান্ত সব কইতে।
মনে ভাবে রাজ-বালা, দারুণ বিচ্ছেদ-জ্বালা,
প্রাণেতে কি পারে আর সইতে ॥ ২১
গিয়ে যমুনার ধারে, ভাবে কেমনে যাব পারে,
পারের মূল্য কোথা পাব কড়ি।

একে তো তুফান ভারি, যমুনা নদীর বারি,
তরি বিনে কেমনে বা তরি ॥ ২২
এত ভাবি উঠিল নায়, পারে গিয়ে নেয়ে পয়সা চায়,
বৃন্দে বলে পয়সা কিসের পাবি ?
কুল-কামিনী তুলেছিস্ নায়,
এই তো তোর এক অন্যায়,
বল্‌লে পরে অন্যায়, হরিণ-বাড়ী যাবি ॥ ২৩
শুনি উষ্মা করে নাবিক, বলে,—বেটী তো বড় রসিক,
বলিব আর কি অধিক, কত জানেন ছলা।
ওরে বেটী গোয়ালার মেয়ে! যা আমার পয়সা দিয়ে,
রেখে দিগে তোর যত ছলা ॥ ২৪
বেটীদিগে চেনা ভার হয়ে যায় নিত্য পার,
গোপিনীদের কীর্ত্তি আমি জানি।
ওদের চিনিত কেবল নন্দের বেটা,
সেই তো লাগিয়ে ন্যাটা,
ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে ইদানী ॥ ২৫
সে-ই বেটীদের দিত ফাকি, দেখিয়ে দুটি বাঁকা আঁখি,
চিন্‌ত ওদের,—জান্‌ত সে ফিকির।
বনে ডেকে লয়ে যেতো, জাতি কুল সব লুটে নিতো,
মজা করে খেতে পেতো, ছানা মাখন ক্ষীর ॥ ২৬

আমিও হচ্ছি নায়ের মাঝি, জানি অনেক কারসাজি,
আমার কাছে ভারি-ভুরি খাটিবে না।
ভুলিব না তোর চক্ষু-ঠারায়,
এ তো ঘোল বেচা নয় পাড়ায় পাড়ায়,
ও সব ভেল্কী এখানে সাজিবে না ॥ ২৭

খাম্বাজ—পোস্তা।

ও রঙ্গের রঙ্গী যারা, তারাই করে রং বাসনা।
আমি ও-অনেক্ জানি, ও-রসে আর নাই বাসনা ॥
যাদের সব টেড়ি-কাটা, ইষ্টকিং আঁটা-পা—
পোশাক কাটা, তাদের কর উপাসনা।
যদি পাও বঙ্গদেশী, লাভালাভ হবে বেশী,
কর্‌লে পর কসাকসি, তবেই মিলিবে রূপা সোণা ॥ (গ)

বৃন্দে বলে, নিন্দে করিস্, হাঁরে বেটা পাজি!
কুট্‌নির ছেলে, পাট্‌নি তুই, গুজরা ঘাটের সাজি ॥ ২৮
বেটার বড় বুক বেড়েছে, যা নয় তাই বলে।
ঘুচাব আজি রসিকতা, রসি লাগাব গলে ॥ ২৯

পথে লুটো মালামাল, জান না আছে দায়মাল ?
একবারে পয়মাল করিব।
দিবা-নিশি মরিস্ খেটে, বেড়াস্ লোকের আমানি চেটে,
ফেলিব তোর মাথা কেটে,
যেমন শূকর, তেম্‌নি খেটে মারিব ॥ ৩০
বৃন্দে দূতীর গালি খেয়ে, ভয়ে পলাইল নেয়ে,
বৃন্দে উপনীত মথুরায়।
অন্তরে জানিলেন হরি, উদ্ধবে কন ত্বরা করি,
বৃন্দেরে আন গে রাজ-সভায় ॥ ৩১
বৃন্দে যথা দাঁড়াইয়ে, উদ্ধব তথায় গিয়ে,
কহিছেন মিষ্ট মিষ্ট কথা।
ডাকিছেন তোমারে কৃষ্ণ, ত্রিজগতে যিনি শ্রেষ্ঠ,
চল হে পূরিবে ইষ্ট, কৃষ্ণচন্দ্র যথা ॥ ৩২

* * *

মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দাদূতী শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের অবস্থা বলিতেছেন।

শুনিয়ে উদ্ধব-বাণী, একাকিনী গেল ধনী,
মথুরার রাজধানী, হেতু,—চিন্তামণি-দরশন।
নিরখিয়ে জলধরে, আঁখিতে না জল ধরে,
বংশীধরে করে নিবেদন ॥ ৩৩

আমি বৃন্দে সহচরী, শ্রীরাধিকার কিঙ্করী,
সুগোচর কর হে হরি! অগোচর তোমার কি আছে?
তোমার জন্যে কিশোরীর, হয়েছে যে কি শরীর,
বলিতে পারিনে হরি!—
প্যারী তোমার আছে কি মরিছে॥ ৩৪
পত্রে বুঝি আছে লেখা, একবার তোমায় চক্ষের দেখা,
দেখিবেন কমলিনী।
তোমার জন্যে আছে প্রাণ, কৃপা ক'রে ভগবান্!
রাখ হে দাসীর মান, ব্রজে চল শ্যাম গুণমণি!॥ ৩৫
তোমার আর যত গোপী সব,
কেবল মাত্র দেখি শব,
অসম্ভব শুনহ শ্রবণে।
নাহি পক্ষ-জন-রব, কোকিলের কুহু-রব,
নাহি শুনি হে মাধব! তরু-লতাগণ সব,—
শুকাল বৃন্দাবনে॥ ৩৬
ছিল রসময় শ্রীবৃন্দাবন, সব শূন্য হয়েছে এখন,
তাল-বন তমাল-বন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
সে বন হয়েছে, বনমালি! তোমার বিহনে।
সব বৃক্ষ-শাখা নম্রমান, নহে কথা অপ্রমাণ,
ভগবান্! দেখ গে নয়নে॥ ৩৭

এখন আর কিছু নাই হে সুখ, রোদন করে শারী শুক,
সর্ব্বদা অসুখ, তাদের মনে।
পুষ্পের সৌরভ নাই, মধুর গৌরব নাই,
মধুহীন হয়েছে তোমার মধুর বৃন্দাবনে॥ ৩৮
অলিকুল ত্যজেছে পদ্ম, মুদিত হয়ে আছে পদ্ম,
স্থলপদ্ম জলপদ্ম, রোদন করেন স্বর্ণপদ্ম,
নীলপদ্ম বিনে।
শুন ওহে কালোশশি! ব্রজে উদয় হ'ত শশী,
দিবানিশি রাইশশী, মলিন এক্ষণে॥ ৩৯

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

শুন হে মাধব! ব্রজে নাই উৎসব,
বলে,—কোথা গেল প্রাণ-কৃষ্ণ।
বহে চক্ষে শতধার,—ব্রজ-গোপিকার,
সবে শবাকার, সদা নিরানন্দময়, একি অদৃষ্ট!
তোমার সাধের বৃন্দাবন হয়েছে বন,
নাই হে আর তেমন, তোমার থাকিলে মন,
হ'তো না কষ্ট।
ব্রজনাথ! ব্রজের শুন সমাচার,—

তুমি হে শ্রীরাধার ছিলে মূলাধার,
বিচ্ছেদ-বিকার জন্মেছে রাধার,
হয় প্রতিকার, তুমি যদি নাথ! কর হে দৃষ্ট॥ (ঘ)

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভং সনা।

একবার ব্রজে চল হে দয়াময়! ব্রজের দুঃখ সমুদয়,
দেখিবে নয়নে।
তুমি একবার গেলে চিন্তামণি! জীবন পায় অনেক প্রাণী,
মধুর নাম কৃষ্ণ-ধ্বনি, শুনিলে শ্রবণে॥ ৪০
তবে না যাও যদি পেয়ে রাজ্য, বেড়ে থাকে কিছু মাৎসর্য্য,
আশ্চর্য্য নয় হে! তোমার পক্ষে।
মোক্ষ জন্মে যে পদে, ভাবিলে তুচ্ছ ব্রহ্মপদে,
ভুল্‌লে তুচ্ছ রাজ্য-পদে, সঁপেছ মন কুব্জা-পদে,
বুড়ী কি সুন্দরী হলো, কিশোরী অপেক্ষে॥ ৪১
ত্যজ্য করে বৃন্দাবন, কুব্জার কুঁজ দেখে এখন,
ভুলেছ হে রাধারমণ! কুব্জামোহন হয়েছ এক্ষণে।
রাধার হৃদিপদ্মাসন,—ত্যজ্য করে পীতবসন!
বসেছ হে রত্ন-সিংহাসনে॥ ৪২
তুমি শুক-শারী ত্যজ্য করি, পুষিলে দাঁড়কাক।
দুর্গোৎসবে শাঁখের বাদ্য, ধোবার নাটে ঢাক॥ ৪৩

বারাণসী ত্যজ্য করি, ব্যাস-কাশীতে বাস।
ঘৃত খেতে রাজী হও না, কাঁজী-ভোজন বার মাস॥ ৪৩
তুমি ত্যজিলে হীরে, কালো জীরে যত্ন কর্‌লে অতি।
ফেলে মুক্তামণি, চিন্তামণি! রতিতে হলো রতি॥ ৪৪
বিদ্যাধরী ত্যজ্য করি, নিলে কাঠকুড়নী।
জান কত খেলা, ভাসালে ভেলা, ত্যজিয়ে তরণী॥ ৪৫
ক্ষীর ছানা তা রোচে না, নাল্‌তে-শাকে রুচি।
গেল দ্বিজের মান বিদ্যমান, মান্যমান্‌ মুচি॥ ৪৬
হয় না জীবন-রক্ষা, পান না ভিক্ষা, যিনি দীক্ষাদাতা।
আর কাজ কি কথায়, মরি হায় হায়!
কুট্‌নীর মাথায় ছাতা॥ ৪৭
লয়ে গঙ্গাজল, বিল্বদল, পূজিলে তুমি চেড়ী।
হাতীশালে, এত কালে, পুষিলে তুম্ব ভেড়ী॥ ৪৮
ত্যজে পদ্মমধু, ওহে বঁধু! বসিলে শীমুল-ফুলে।
দিলে কালি, বনমালি! অলি-কুলের কুলে॥ ৪৯
তোমার বুদ্ধি নাই, হে কানাই!
জানিলাম হে এত দিনে,
দিয়ে কড়ি, ডুবিলে হরি। পরের বুদ্ধি শুনে॥ ৫০
জানি নন্দলাল! চিরকাল, তোমার যে সব কর্ম্ম।
তুমি নারী-হত্যা পার করতে, নাইক ধর্ম্মাধর্ম্ম॥ ৫১

ওহে গোকুলপতি! এ দুর্গতি তোমার ভাগ্যে ছিল।
যার নাম কুব্জা, কুঁজের বোঝা, সে বামে বসিল॥ ৫২

আলিয়া—ঠেকা।

তোমার এই কি ছিল হে কপালে লিখন।
শ্রীমধুসূদন! বিপত্তিভঞ্জন নামে বিপদ হলো ঘটন॥
স্বর্ণ-সরোজিনী যিনি, প্রেমময়ী প্রেমাধিনী,
তাঁরে ত্যজে চিন্তামণি, কুব্জাতে হইল মন॥
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়াফুলে বসে উড়ে,
শেষ কালে যায় পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে রয় জীবন॥
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুল্‌লে তুচ্ছ রাজ্যপদে,
ধর্‌লে কুব্জা-দাসীর পদে, করিতে তার মান-হরণ॥ (৬)

আর এক কথা কর শ্রবণ, বলি যে তোমার কাছে।
পেয়ে রাজত্ব, হয়েছ মত্ত, প্রভুত্ব কি আছে॥ ৫৩
রাজার যে রীতি নীতি আগে জান্‌তে হয়।
এতো বাথানে গিয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, গরু চরান নয়॥ ৫৪
তোমার যত বিদ্যা-বুদ্ধি, জানি সমুদাই।
মিথ্যা বলা, আঙ্ক-ফলা,—পেটে তোমার নাই॥ ৫৫

হবে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিচার কর্‌তে, সাজিবে না হে ফাঁকি।
এ তো ব্রজাঙ্গনা, ভুলান নয়, দেখিয়ে বাঁকা আঁখি ॥ ৫৬
বড় শক্ত কথা, প্রজা রাখা, এর মন্ত্রী ভাল চাই।
সে সকল চিহ্ন তোমার কিছু মাত্র নাই ॥ ৫৭
কেবল কুব্জী আছে, বামে ব'সে, হয়ে পাটেশ্বরী।
মতি-হারে, বাঁশের গুঁজি, দেখে লাজে মরি ॥ ৫৮
তুমি শক্র-গণ্য, মহামান্য, হও চক্রপাণি!
মথুরায় এসে করলে শেষে, মেথ্‌রাণীকে রাণী ॥ ৫৯
মণিকোটা ত্যজ্য ক'রে, মান্য করলে গোফা।
এখন করলে বেশ, বাঁধিলে কেশ, ছেঁড়া চুলে খোঁপা ॥ ৬০
তুমি গোলোকপতি, যদুপতি, ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
তুমি রাজা, তোমার প্রজা, পশুপতি প্রভৃতি ॥ ৬১
তোমার পাটেশ্বরী, রাইকিশোরী, কনক-বরণী।
নব-মেঘের কোলে যেমন, স্থির সৌদামিনী ॥ ৬২
ত্রিভুবনের রাজা হয়ে, এ রাজ্যে প্রবর্ত্ত।
শ্রীরাধারে ত্যজ্য করি কুব্জার প্রেমে মত্ত ॥ ৬৩

ভৈরবী—একতালা।

তোমার, এ কেমন অদৃষ্ট, ছি ছি হে শ্রীকৃষ্ণ!
এত কষ্ট তোমার ছিল কপালে ॥

ত্যজে রাধিকায়, মজিলে কুব্জায়,

দেখিয়ে লজ্জায় মরি সকলে।

যাঁর পদসেবা করেন ব্রহ্মা-শশধর,

শ্মশানে বসি ভাবেন শঙ্কর,

যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, পরম ঈশ্বর, বেদে কয় হে!

এখন কুব্জা-ঈশ্বর হ'লে হে কালে॥ (চ)

তুমি ব'ধে এলে রাধার প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ-বাণ,

ভগবান্! কেমন বিবেচনা।

তোমার দয়াময় নাম রাখিল কে? তুমি অতি নির্দ্দয় হে!

শ্রীকান্ত! নিতান্ত গেল জানা॥ ৬৪

[illegible] তব পদাশ্রয়, তারে কর নিরাশ্রয়,

নীরদবরণ-শরণ যে লয়েছে।

তোমাকে হে ভগবান্! বলি দিল সর্ব্বস্ব দান,

তবু হয়ে অপমান, পাতালে গিয়েছে॥ ৬৫

আর এক কথা বলি তোমারে, ত্রেতাযুগে রাম-অবতারে,

বিনা দোষে বালি-রাজে বধিলে।

[illegible]বা তব বিবেচনা, বল ওহে কেলেসোণা।

দোষ গুণ কিছু নাহি ধরিলে॥ ৬৬

[illegible]র্ভবতী সীতা সতী, বনে দিলে রঘুপতি!

দোষ গুণ না ক'রে বিচার।
তব ভক্ত ছিল তরণি, বধিলে তারে গুণমণি!
তব লীলা, চিন্তামণি! বুঝা অতি ভার ॥ ৬৭
তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু নাই, বুঝা গেল, হে কানাই!
বিশেষতঃ নাই হে দয়া মায়া।
তোমার বিদ্যা নাস্তি, বুদ্ধি নাস্তি,
নাস্তি তোমার কায়া ॥ ৬৮
তোমার গুণ নাস্তি, রূপ নাস্তি,
নাস্তি তোমার মূল।
তোমার জাতি নাস্তি, যাতনা নাস্তি,
নাস্তি তোমার কুল ॥ ৬৯
যদি ভাব অসম্ভব, শুন হে কেশব!
একে একে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিচ্চি সব ॥ ৭০
তোমার ধর্ম্ম নাস্তি, কর্ম্ম দেখ মনেতে ভাবিয়ে।
বৃন্দের ধর্ম্ম নষ্ট করলে, শঙ্খাসুর হয়ে ॥ ৭১
কায়া নাস্তি,—আছে তোমার পুরাণে লিখন।
নিরাকার ব্রহ্ম তুমি নিত্য নিরঞ্জন ॥ ৭২
তোমার কর্ম্ম নাস্তি, দেখ হরি! মনেতে ভাবিয়ে।
ইচ্ছায় সকলি কর, ক্ষীরোদেতে শুয়ে ॥ ৭৩
তোমার বিদ্যা নাস্তি, ব্রজপুরে জানে সর্ব্বজনে।

নৈলে কেন গোপের সঙ্গে, গরু চরাবে বনে ॥ ৭৪
কু-ঘটনা ঘটে কি কখন, বুদ্ধি থাকিলে চিতে ?
মায়ামৃগ ধরিতে গিয়ে, হারাইলে সীতে ॥ ৭৫
মায়া নাস্তি, কৃষ্ণ! তোমার হইল প্রকাশ।
মধুপুরী এলে, করি রাধার সর্ব্বনাশ ॥ ৭৬

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

ব'ধে রাধার প্রাণ, এলে কালাচাঁদ!
বল এ তোমার কোন্ ধর্ম্ম!
কেঁদে কেঁদে নন্দ, হইল হে অন্ধ,
কে করে গোবিন্দ! এমন কর্ম্ম ॥
তোমার মাতা যশোমতী,
কি কব দুর্গতি, ওহে যদুপতি! পতিত-পাবন!
ওহে তব সঙ্গিগণে, তব অদর্শনে,
ধরাসনে তারা করিয়া শয়ন ॥
বহে চক্ষে বারিধারা, বলিতেছে তা'রা,
বলেছিলে,—ছাড়া হব না আজন্ম ॥ (ছ)

তোমায় ব'লে আর জানাব কি, তুমি কিছু জান না কি?
শ্রীহরি! তোমারে ছি! তোমার জন্যে রাধে বিনোদিনী।

হইল শ্যাম-কলঙ্কিণী, অকলঙ্ক-শশী ধনী,
তুমি সে চিন্তা করলে না চিন্তামণি ! ॥ ৭৭

তুমি হে সাধনের ধন ! তারা-আরাধনের ধন,—
কৃষ্ণ-ধন তোমায় হ'য়ে ছাড়া।

শ্রীরাধা মনের দুঃখে, করাঘাত করেন বক্ষে,
চক্ষে বহে তারাকারা ধারা ॥ ৭৮

তুমি মান্যমান্ হে যার মানে, সে ধনী আজি মরে প্রাণে,
পদে ধ'রে ভেঙ্গেছ যার মান হে !

যে মানেতে হয়ে দীক্ষে, যোগী হ'য়ে লও মানভিক্ষে,
সেই মানিনীর এত অপমান হে ॥ ৭৯

নূতন জিনিসের বড় আদর।

সে সব দিন গিয়েছ ভুলে, মনে থাকে না পুরাতন হ'লে,
নূতন রাজা হয়েছ নূতন রাজ্যে।

ধরেছ এখন নূতন বেশ, নূতন ছত্র হৃষীকেশ !
নূতন রসিক !—পেয়েছ নূতন ভার্য্যে ॥ ৮০

নূতন পিরীত ভাল হে বঁধু ! অতি মিষ্টি নূতন মধু,
শুনতে ভাল নিত্য নূতন কথা।

পরিতে ভাল নূতন বস্ত্র, কর্ম্মে ভাল নূতন অস্ত্র,
দেখতে ভাল নূতন ছত্র, বৃক্ষের নূতন পাতা ॥ ৮১

ভাল নূতন কুটুম্বিতে, আদর থাকে নূতন স্ত্রীতে,
নূতন জিনিস ভাল হয় দেখ্‌তে।
অতি উত্তম নূতন ঘর, নূতন বরের হয় আদর,
নূতন সরিষের তৈল ভাল মাখ্‌তে॥ ৮২
শয়নে ভাল নূতন শয্যা, মন খুসি হয় নূতন ভার্য্যা,
নূতন দ্রব্য খেতে লাগে মিষ্ট!
তাইতে এখন নূতন প্রেমে মজেছ হে কৃষ্ণ!॥ ৮৩

ললিত—পোস্তা।

এখন নূতন পিরীতে যতন বেড়েছে।
তুমি বাঁকা, কুজ্জা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে॥
তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুজ্জী তেম্‌নি কোঠরচ'খী,
খাঁদা নাকে ঝুম্‌কো নলক দুলিয়েছে।
সকলি নিন্দে, যেন সারিঙ্গে,
মাথার ফাঁকে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে॥
ভাল ভাল গহনা-গাঁটা,
তাতে আবার ডায়মন-কাটা,—
প'রে কেমন কুজ্জাবুড়ী সেজেছে!
কিবা রূপসী, রাজমহিষী,
ঠিক যেন রাহু আসি, কালশশী গিলেছে॥ (ঞ্চ)

নূতন জিনিসের অনেক দোষ।

করিছ এ ঘর নূতন নূতন, নূতনের গুণ সকলি বিগুণ,
নূতন বেগুন খেতে লাগে না মিষ্ট।
নূতন জলে কফের বৃদ্ধি, নূতন ঘোড়া কার সাধ্যি,—
বশ করে শীঘ্র ক'রে ॥ ৮৪
নূতন পিরীতে হলে বিচ্ছেদ, একবারে হয় মর্ম্মচ্ছেদ,
লাগে না যোড়া নূতন পিরীত ভাঙ্গিলে।
নূতন জ্বরে বিকার হলে, বাঁচে না ধন্বন্তরি এলে,
নূতন মাঝি ভাবে—বাতাস উঠ্‌লে ॥ ৮৫
মোট আনা দায় নূতন মুটে-(য়ে), অসুখ হয় নূতন গুড়ে,
পাক পায় না নূতন চেলের অন্ন।
উপকারী নয় নূতন সিদ্ধি, নূতন গুড়ে পিত্তবৃদ্ধি,
নূতন বুদ্ধি হলে মান উচ্ছন্ন ॥ ৮৬
শাসিত হওয়া ভার নূতন রাজ্যে,
বশ হওয়া ভার নূতন ভার্য্যে,
জিনিস্ বিকায় না গেলে নূতন হাটে।
মিষ্টি হয় না নূতন কুল, নূতন মুহুরির ঠিকে ভুল,
নূতন কথা থাকে না নারীর পেটে ॥ ৮৭
যোগ জানে না নূতন যোগী, আহার পায় না নূতন রোগী,
নূতন শোক প্রাণনাশক হয়।

মান রাখে না নূতন ধনী, দায়মাল হয় নূতন খুনি,
গুণমণি ! নিত্যে নূতন কীর্ত্তি ভাল নয় ॥ ৮৮

—

ললিত-বসন্ত——আড়খেমটা।

ওহে বঁধু হে ! নূতন পিরীতে করে জ্বালাতন।
সদা ভার, মন তাহার, কিছু যায় না বোঝা,
তার কি বোঝা !—হয় না সোজা বাঁকা মন ॥
ভাল নয় হে নূতন কীর্ত্তি, ঘটে বিপদ নিত্যি নিত্যি,
নূতন বিচ্ছেদে করে মান-হরণ।
ব'লে থাকে অনেক লোক, নূতন পিরীত ভাংলে শোক,
মানের নাশক হয় আগে ধ'রে চরণ ॥
লজ্জা ভয় সমুদয়ে, সব ডুবিয়ে দয়ে,
তারে লয়ে, শেষে করে প্রাণ হরণ ॥ (ঝ)

—

পুরাতন জিনিষের অনেক সুখ।

ওহে ! পুরাণো পিরীত রাখাটা উচিত,
কাযে লাগে এক দিন।
সে পিরীত যায় না কভু,
ছাড়লে তবু, ভাবে সেই দিন ॥ ৮৯

অতেব, সব ভাল হয় পুরাতন হলে,
পুরাতন কথাকে পুরাণ বলে,
পুরাতন পুরুষ তুমি হে ভগবান্।
পুরাতন লোকের কথা মান্য, পুরাতন চেলে বাড়ে অন্ন,
পুরাতন কুষ্মাণ্ড-খণ্ড অমৃত-সমান ॥ ৯০
পুরাতন জ্বরে পায় পথ্য, বিশ্বাসী হয় পূরাতন ভৃত্য,
পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষ নষ্ট করে।
পুরাতন গুড়ে পিত্তি নাশে, পুরাতন তেঁতুল কাস নাশে,
পুরাতন সিদ্ধি অগ্নিমান্দ্য হরে ॥ ৯১
পুরাতন রতন পরিপাটী, পুরাতন টাকার রূপা খাঁটি,
পুরাতন সোণা মাথার মণি,—
পুরাতন পিরীত সু-রীত হয় হে শ্যাম! ॥ ৯২
পুরাতন প্রেম পরেশ-তুল্য, পুরাতনের কি আছে মূল্য,
পুরাতন পিরীত ভাঙ্গিলে যায় হে গড়া।
দেখ দেখ শ্যাম! মনে বুঝে,
পুরাতন পিরীত মেলে না খুঁজে,
পিরীত আছে কি পুরাতনের বাড়া ॥ ৯৩
ঔষধে লাগে পুরাতন কাঁজি,
দরকারী হয় পুরাতন পাঁজি,
পুরাতন দ্রব্যের গুণ লিখেছেন অতি।

যদি নূতন দেখে মন ভুলেছে, আমাদের বড়াই আছে,
তবু কুবুজী হতে অতি রূপবতী ॥ ৯৪
না হয় কুব্জাকে হে সঙ্গে করি,
বৃন্দাবনে চল হরি! দুঃখিতা না হবেন প্যারী,
যত দুঃখ ওর মুখ দেখ্‌লে যাবে।
নন্দের আনন্দ হবে, উলু দিয়ে বৌ ঘরে লবে,
কৌতুক করি নাই, যৌতুক কত পাবে ॥ ৯৫
ছল করি কহে বৃন্দে, তাতে যদি নাথ! ঘটে নিন্দে,
তবে না হয় মথুরাতেই থাক।
চিন্তে কি হে প্রাণ-সখা! দেখে যাব চক্ষের দেখা,
তুমি মনে রাখো বা না রাখো ॥ ৯৬
কিন্তু, না গেলে শ্যাম! বৃন্দাবনে, দ্বন্দ্ব ঘটিবে রাধার সনে,
গেলে তোমার নূতন প্রেম চটে।
বল হে শ্যাম! হবে কার, উপায় কিছু দেখিনে আর,
পড়েছ তুমি উভয় সঙ্কটে ॥ ৯৭

ইমন—পোস্তা।

বল্ল, দুদিক কেমনে রাখিবে কানাই! শুনি তাই।
দুই গুরুতে হলে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই ॥

দু-রাজার প্রজাদের মন্দ, দু-দল হলে বাধে দ্বন্দ্ব,
দুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না,—
ওহে প্রাণাধিক! বলিব কি অধিক,
তার সাক্ষী সুরধুনী দেখ্‌তে পাই॥
ওহে, দু পা দিলে দুই তরিতে,
বল, কেমনে পারে তরিতে,
কোনরূপেতে তরিতে পারে না,—
উভয় বিদ্যমান, রাখ্‌বে কার মান,
বল হে গোবিন্দ! আমি মনের সন্দ মিটিয়ে যাই॥ (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণ,—বৃন্দাকে বলিতেছেন,—আমি শ্রীরাধা বই আর জানি না।

কৃষ্ণ কন, প্রাণসখি! কি কাজ করিলে।
রাধার বিচ্ছেদানলে জীবন বধিলে॥ ৯৮
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম ভূতলে পড়িল।
গরুড়ের ভরে যেন সুমেরু ভাঙ্গিল॥ ৯৯
কাতর হইয়ে অতি কাঁদিয়ে আকুল।
বলেন, এ তরঙ্গে ব্রজেশ্বরী যদি দেন কূল॥ ১০০
কৃষ্ণ কন, হলো ভার জীবন-ধারণ।
জলে স্থলে রাধারূপ করি দরশন॥ ১০১

বৃন্দে বলে, বিশ্বরূপ ! এ যে কথা অপরূপ,
কেমনে তুমি দেখ রাধিকারে।
শুন শুন হে মাধব ! আমি তোমার জানি সব,
কেন মিছে ভুলাও আমারে॥ ১০২
কৃষ্ণ কন, শুন সখি ! মিথ্যা কথায় ফল আছে কি,
কেন কব প্রবঞ্চনা-বাক্য।
যে যার থাকে অন্তরে, সে যদি থাকে অন্তরে,
তা ব'লে কি যায় তার সখ্য ?॥ ১০৩
তবে শুন ওহে ! রাধাপদ কোকনদ-সম দেখি জলে।
সে পদ্ম হেরিলে আমার হৃদপদ্ম জ্বলে॥ ১০৪.
রাধানেত্র সম নেত্র ধরয়ে কুরঙ্গ,
সে নেত্র হেরি, মম নেত্র, করয়ে কু-রঙ্গ॥ ১০৫
স্বর্ণ-চম্পক হেরি রাধার সু-বর্ণ।
সে সোহাগে সদ্য গলে এমন স্বর্ণ॥ ১০৬
বৃন্দে বলে, ভগবান্ তব সম নাই !
তোমার বিচ্ছেদ বড়,—এ বড় বালাই॥ ১০৭

বড়র বড় দোষ।

বড়তে বিপদ বড়, শুন চক্রপাণি !।
বড় হলে বড় জ্বালা বিধিমতে জানি॥ ১০৮,

দেখ, বড় যোদ্ধা শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুই ভাই।
ভবানী করিল ধ্বংস, বংশে কেহ নাই॥ ১০৯
বড় যজ্ঞে দক্ষ রাজা পান বড় কষ্ট।
বড় শোকে দশরথের প্রাণ হ'ল নষ্ট॥ ১১০
বড় বীর হনূমান্ সদাই বিস্মৃতি।
বড় মায়া কালনিমের বড়ই দুর্গতি॥ ১১১
বড় দর্প গরুড়ের দর্পচূর্ণ হ'ল।
বড় রূপে শশধরের কলঙ্ক জন্মিল॥ ১১২
বড় দর্পে রাবণের হইল নিধন।
বড়-দানে বলি রাজার পাতালে গমন॥ ১১৩
বড় প্রেম ক'রো না হে ত্রিভঙ্গ কানাই!।
বড় প্রেমে বড় জ্বালা, বড়তে কার্য্য নাই॥ ১১৪

ইমন—পোস্তা।

ওহে কালাচাঁদ! বড় পিরীতি বড় ভাল নয়।
বড় প্রেমে বড় জ্বালা, হয় না তাতে সুখোদয়॥
বড় গাছে বড় ঝড়, বড়ই বড় দুষ্কর,
বড় হ'য়ে ছোট হলে অপমান,—
বড় লবণাক্ত সিন্ধুনীর, অতি বড় সুগভীর,
বড় বীর, শুম্ভ বীর, রণেতে হইল ক্ষয়॥

দেখ বড় আশা করি, কালনিমে পাকায় দড়ি,
ভাগ ক'রে লব ব'লে লঙ্কাখান,—
শেষে হনূর করে, যমঘরে, গেল সেই দুরাশয় ॥ (ট)

শ্রীরাধাই—শ্রীকৃষ্ণের মূলাধার।

কৃষ্ণ কন,—প্রাণসখি! কেমনে জীবন রাখি,
শ্রীমতীরে নাহি দেখি, জীবন-সংশয়।
এ বিরহ-দাবানল, মানে না প্রবোধ-জল,
দিবা-নিশি বিদরে হৃদয় ॥ ১১৫
ওহে বৃন্দে! শুন সার, রাধা আমার মূলাধার,
সদা আমি জপি রাধা রাধা।
রাধার লাগি সহচরি! গোলোকধাম ত্যজ্য করি,
ব্রজে হয়ে নরহরি, বহিলাম শিরে নন্দের বাধা ॥১১৬
রাধা আমার মূল মন্ত্র, পূজা করি রাধামন্ত্র,
রাধাতন্ত্রের লিপি-অনুসারে।
সে রাধার অদর্শনে, প্রাণে বাঁচি কেমনে,
সে উপায় বলহ আমারে ॥ ১১৭
রাধা আমার কুল মান, রাধা ধ্যান, রাধা জ্ঞান,
বাঁশীতে রাধার গুণ, গাই দিবা নিশি।

মন-হৃৎপদ্মাসনে, মানস-রস-বৃন্দাবনে,
উদয় আসি হন রাইশশী॥ ১১৮
রাধা ছাড়া কখন নই, জানি নে রাধার চরণ বই,
অন্য নাম শুনিনে শ্রবণে।
ডুবেছি রাধা-রসকূপে, রাধা বিনে কোন রূপে,
অন্য রূপ লাগে না নয়নে॥ ১১৯
বল্‌লে বৃন্দে সহচরি! 'ব্রজে এক বার চল হরি!'
কি সুখে আর যাব বৃন্দাবনে।
সুখ নাই হে! দুঃখ সদা, বইতে হয় নন্দের বাধা,
শ্রীরাধা তো তা ভাবে না মনে॥ ১২০
মা বাপে না আদর করে, ননী খেলে বাঁধে করে,
গোষ্ঠেতে চরাতে দেয় ধেনু।
গরু চরিয়ে হলো না বিদ্যে! একটী কেবল সুখের মধ্যে,
রাধা ব'লে বাজাই মোহন বেণু॥ ১২১
শুন দূতি! তাদের গর্ব্ব, রাখালের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য,
'খা রে' বলে দেন যশোমতী।
কি বলিব অধিক আর, দুঃখের সব সমাচার,
ওহে সখি! ব্রজে আমার হয়েছে দুর্গতি॥ ১২২
বলিছ তুমি বার বার, ব্রজে চল একবার,
প্যারী তোমায় দেখিবেন চক্ষের দেখা।

আমি কি রাধার রাখিনে মান, দেখ হে সখি! বিদ্যমান,
মস্তকে রাধার নাম লেখা ॥ ১২৩
মানময়ী করিলে মান, পদে ধরে ভেঙ্গেছি মান,
হ'তে হয় যে অপমান, তা আমার হয়েছে।
তব প্রেমের অনুরাগী, হইয়ে বিরাগী যোগী,
ভেঙ্গেছি মান ভিক্ষা মাগি,
সকলে জেনেছে ॥ ১২৪

* * *

ভক্তের ভগবান্।

তুমি বল্‌লে পেয়ে রাজ্য, বেড়েছে কিছু মাৎসর্য্য,
দূতি! এটা আশ্চর্য্য তো নয়।
পুরাণেতে আছে ব্যক্ত, প্রাণ যদি চায় ভক্ত,
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে হয় ॥ ১২৫
দেখ, ভক্তজন্য যুগে যুগে হ'য়ে অবতার।
ভূ-ভার হরিয়ে করি, জীবের উদ্ধার ॥ ১২৬
ছিল মহাপাপী রত্নাকর, কর্ম্ম তার অতি দুষ্কর,
উক্তি করি, একবার করিল শরণ।
জপিয়ে আমার নাম, পূর্ণ হ'লো মনস্কাম,
বাল্মীক হইল নাম, গাইল রামায়ণ ॥ ১২৭

মম ভক্ত প্রহ্লাদে, রাখিলাম কত বিপদে,
শুন দূতি ! বলি সে বৃত্তান্ত ।
প্রহ্লাদেরে বধিবারে, যুক্তি করে বারে বারে,
কিছুতে না হলো প্রাণ-অন্ত ॥ ১২৮
ফেলে দিলে সিন্ধু-নীরে, গুণসিন্ধু ব'লে আমারে,
একবার করেছিল স্মরণ ।
জলে না ডুবিল কায়, নামের ফলে রক্ষা পায়,
স্বচক্ষে তা দেখে সর্ব্বজন ॥ ১২৯
আনি এক মত্ত করী, প্রহ্লাদে বন্ধন করি,
ফেলে দিল করি-পদতলে ।
মম ভক্ত জানি করি, রাখে তারে পৃষ্ঠোপরি,
তাও দৃষ্টি করিল সকলে ॥ ১৩০
খেতে দিল সর্পবিষ, প্রহ্লাদ বলে,—জগদীশ !
এই বার রক্ষে কর প্রাণ ।
কালকূট বিষ বেষ্টি, আমি দিলাম কৃপাদৃষ্টি,
হইল বিষ,—অমৃত-সমান ॥ ১৩১
শেষে ফেল্‌লে বহ্নিতে, মম নাম বর্ণিতে,
অম্‌নি বহ্নি হইল শীতল ।
অঙ্গে করে অস্ত্রাঘাত, সে অস্ত্র হইল নিপাত,
মন্ত্রীর মন্ত্রণা হ'ল নিষ্ফল ॥ ১৩২

মহাপাপী অজামিল, তারে না ভাবিলাম ভিন,
ডেকেছিল একবার আমায়।
তাহারে করিলাম মুক্ত, এ কথা জগতে ব্যক্ত,
বিমানে বৈকুণ্ঠে চ'লে যায় ॥ ১৩৩
যে জন হয় ভক্তিমান্, তারে মেলে ভগবান্,
তুষ্ট হন মনে আপনার।
আছে বুদ্ধি জ্ঞান তব, অধিক আর কিবা কব,
ভক্তি হয় সকলেরি সার ॥ ১৩৪

ভৈরবী—ঠেকা।

শুন দূতি! দিলাম তোমায় পরিচয়
আছে শিবের উক্তি, সাধুর যুক্তি, ভক্তির কাছে মুক্তি নয়।
লেখা আছে তন্ত্রসারে, ভক্তি সার ভবসংসারে,
মন্ত্রেতে কি কার্য্য করে, হরে মাত্র পাপচয়,—
আছে ধূপ দীপ নৈবেদ্য, গন্ধ পুষ্প যথাসাধ্য,
সে সাধনা ভক্তিসাধ্য সমুদয় ॥
মন-তন্ত্র-সার, জিহ্বা যন্ত্র তার,
মন্ত্রেতে ভক্তিতে যুক্তি হলেই, ঘটে ফলোদয় ॥ (ঠ)

ভক্তি করি যে আমারে ডাকে একবার।
মনের মানস পূর্ণ করি আমি তার॥ ১৩৫
মহারাসে গোপিকার পূরাইলাম ইষ্ট।
ঘরে ঘরে হইলাম, ষোড়শত অষ্ট॥ ১৩৬
শুন শুন ওহে দূতি! বলি হে তোমায়।
স্ত্রীরত্নের তুল্য রত্ন, কোন রত্ন নয়॥ ১৩৭
কুবুজাকে দেখে তোমার হ'লো না প্রবৃত্তি।
শত শত থাকিলে, তবু আশা না হয় নিবৃত্তি॥ ১৩৮
দেখ, দশানন বঞ্চিল ল'য়ে দশ হাজার নারী।
রম্ভারে হরিল তবু, বলাৎকার করি॥ ১৩৯
সাতাইশ রমণী দেখ, চন্দ্র দেবতার।
তার মধ্যে নয় জন, অতি দুরাচার॥ ১৪০
তা বলে ত চন্দ্রদেব, করেন নাই ত্যাগ।
কুবুজার উপর তোমার এত কেন রাগ॥ ১৪১
বৃন্দে বলে, ক্ষান্ত হও জ্বালিওনা শ্রীহরি!
এখন, আমার সঙ্গে, ব্রজপুরে, কর হে শ্রীহরি॥ ১৪২
চল চল কালো-বরণ! করো না আর রঙ্গ!
না গেলে, বাধিবে গোল, শুন হে জলদাঙ্গ॥ ১৪৩
দাস-খত লেখা আছে, তোমার হাতের সই।
ধ'রে লয়ে যেতে আজ্ঞা, দিয়াছেন রসময়ী॥ ১৪৪

ক'রে ডিক্রীজারী, ঘুচাব জারী, পলাবে তুমি কোথা।
হাতে লাগাব রসি, কাল-শশি! ঘুচাব রসিকতা॥ ১৪৫
শুনিয়ে সখীর বাণী, হাসিয়ে কন চিন্তামণি,
ওহে সখি! আবার বাঁধিবে কবে?
আমি রাধার প্রেমে প্রেমাধীন, বাঁধিতে কেন হবে॥ ১৪৬
এখন চল ব্রজে যাই, কেমন আছে—দেখিগে রাই,
হৃদে আমার জাগিছে রাধার রূপ।
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী,
এক অঙ্গ,—বিচ্ছেদ কিরূপ॥ ১৪৭
কি বলিব অধিক আর, তোমরা সঙ্গী রাধিকার,
তোমরা আমার রাধার তুল্য ব্যক্তি।
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক! কি বলিব হে! আর অধিক,
ঐ চরণে থাকে যেন ভক্তি॥ ১৪৮

* * *

শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-যাত্রা।

তখন, গোকুলে যেতে করেন যাত্রা,
ব্রজগোপী সব শুনিয়ে বার্ত্তা,
দাঁড়িয়ে আছে যমুনার ধারে।
চাতকিনী যেন সব, পাইয়ে মেঘের রব,
তেমতি দেখিছে বারে বারে॥ ১৪৯

কক্ষে ল'য়ে জলাধার, দেখিছে ভব-কর্ণধার,
হেন কালে জগত-জীবন।
প্রকাশিলা অরবিন্দ, এলেন গোকুলচন্দ্র,
পার হ'য়ে যমুনা-জীবন॥ ১৫০

সুরট—পোস্তা।

গেল সব নিরানন্দ, কি আনন্দ মরি মরি!
গোকুলে ধরে না সুখ, দেখিয়ে গোলোকের হরি॥
প্রকাশিল অরবিন্দ, উদয় হলেন গোকুলচন্দ্র,
লজ্জাতে গগনচন্দ্র, শরণ নিলেন নখোপরি।
পশু পক্ষ আদি যে সব, তাদের মুখে ছিল না রব,
তারা দেখিয়ে কেশব, উঠে বসে বৃক্ষোপরি॥ (ড)

শ্রীকৃষ্ণের রাই-কুঞ্জে গমন।

তখন সখী-সঙ্গে চিন্তামণি, গেলেন যথা বিনোদিনী,
ধরাসনে করিয়া শয়ন।
দেখিয়ে—কহেন হরি, উঠ উঠ প্রাণেশ্বরি!
মরি মরি! একি অলক্ষণ॥ ১৫১
কর হে রাধে! বিঘ্ন-শান্তি, ঘুচাও মনের ভ্রান্তি,
এত ভ্রান্ত হ'লে কি কারণ?

তুমি আমি এক-অঙ্গ, কেন কর রস-ভঙ্গ,
শুন শুন করি নিবেদন॥ ১৫২
তুমি সর্ব্বমতে সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্ব-জীবের অধিষ্ঠাত্রী,
তুমি রাই! অনন্ত-রূপিণী।
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মমান্যা, পরমপ্রকৃতি ধন্যা,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী॥ ১৫৩
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তমঃ রজ গুণ সত্ত্ব,
প্রকারেতে প্রকাশিলা লীলা।
স্বর্গে মন্দাকিনী হ'লে ভোগবতী রসাতলে,
গঙ্গারূপে ধরাতে আইলা॥ ১৫৪
রাক্ষসে করিলে ধ্বংস, সীতারূপে অবতংস,
ত্রেতাযুগে অযোধ্যাতে গিয়ে।
শতস্কন্ধ-সংগ্রামে, তুমি বাঁচাইলে রামে,
অসিধরা তারা-মূর্ত্তি হয়ে॥ ১৫৫
অপার মহিমা তব, ভাবেতে আসক্ত ভব,
ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে।
মহাবিষ্ণু করি কোলে, ভাসিয়ে ক্ষীরোদ-জলে,
তুমি রাই! বটপত্ররূপে॥ ১৫৬
ধন্য এই বৃন্দারণ্যা, গোপনে গোপের কন্যা,
প্রকাশিলা রাধে! ব্রহ্মময়ি।

আমি হে বৈকুণ্ঠপুরী, আসিয়াছি পরিহরি,
তোমার লাগি—নন্দের বাধা বই ॥ ১৫১
তব প্রেমে অনুরাগী, সেজেছি পরম যোগী,
তব লাগি নিকুঞ্জ-কাননে।
কল্পনা—এই কল্পতরু, ভাবিয়ে পরম-গুরু,—
কৃষ্ণনাম লিখেছি চরণে ॥ ১৫৮
প্রকাশিয়ে হৃৎপদ্ম, সে পদ্মে চরণপদ্ম,
মিলিয়ে ত্রিভঙ্গ-অঙ্গ হই।
অন্তরেতে রাধা রাধা, আছি তব প্রেমে বাঁধা,
তিলার্দ্ধও তোমা ছাড়া নই ॥ ১৫৯

ভৈরবী—ঠেকা।

রাধে! উঠ উঠ একি অলক্ষণ।
ধরণীতে তুমি ধন্যা, ধরাশয্যা কি কারণ ॥
তুমি আমি এক-অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ,
মিছে কেন কর রঙ্গ, কর চক্ষু-উন্মীলন ॥
শুন মন নিবেদন, তুমি হে! মম জীবন,
জীবন ত্যজিয়ে মীন, বাঁচে আর কতক্ষণ ॥ (ঢ)

যুগল-মিলন।

প্যারী বলে,—প্রাণনাথ! কথায় কর অশ্রুপাত,
বজ্রাঘাত কর ব্যাভারেতে।
তোমার ও সব মায়াবীতে, ভোলেন প্রজাপতির পিতে,
কোন্ বিচিত্র নারী ভুলাইতে॥ ১৬০
না বুঝে হে বংশীধারি! তব সঙ্গে প্রেম করি,
মনে করি কখন কি হয়!
যাবে যাও হে মধুপুরী, তাহে নাহি খেদ করি,
অবলার প্রাণে সব সয়॥ ১৬১
জ্বলিতেছি বিরহানলে, কি করে প্রবোধ-জলে,
এ অনল জলে কি নিভায়!
যাহার জনম জ্বলে, কি তার করিবে জলে,
মরি মরি! জ্বলে প্রাণ যায়॥ ১৬২
তোমার বিচ্ছেদে শ্যাম! উপায় কি করি।
উন্মত্ত হইল আমার মন-মত্তকরী॥ ১৬৩
বিরহ-কেশরী হেরে পলায় বারণ।
প্রবোধ-অঙ্কুশাঘাতে না মানে বারণ॥ ১৬৪
দুরন্ত মাতঙ্গ-মন ভ্রমিতেছে ধরা।
ধৈর্য্যরূপ মাহুতেরে নাহি দেয় ধরা॥ ১৬৫
ওহে শ্যাম-রায়! তুমি ধর্ম্ম পাল্লে বেস!

তোমার বিরহে আমার অস্থিচর্ম্ম শেষ॥ ১৬৬
যেমন ইন্দ্রের হইল শেষ, ক্ষতাঙ্গ শরীর।
সিন্ধুর হইল শেষ, লবণাম্বু নীর॥ ১৬৭
চন্দ্রের হইল শেষ, কলঙ্ক-ঘোষণা।
অহল্যার হইল শেষ, অসতীত্বর্পণা॥ ১৬৮
পরশুরামের হলো শেষ, স্বর্গপথ গেল।
যজ্ঞ শেষ, দক্ষরাজার ছাগমুণ্ড হ'ল॥ ১৬৯
সূর্পণখার হ'ল শেষ, নাসিকা-ছেদন।
সীতার হইল শেষ, পাতালে গমন॥ ১৭০
তেমতি বিশেষ, প্রেমের শেষ, আমি না চাই।
রেখো শেষ, হৃষীকেশ! শেষ যেন তোমায় পাই ১৭১
এইরূপে কথা হয় শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
হেন কালে উপনীত সখী-সহ বৃন্দে॥ ১৭২
সখী সম্বোধিয়ে রাধে কহেন বচন।
শুনিয়ে সখীরে সব সহাস্য-বদন॥ ১৭৩
বৃন্দে বলে, একি ভ্রান্ত ব্রহ্মময়ী রাই!
রাধাকৃষ্ণ এক-দেহ,—কিছু ভিন্ন নাই॥ ১৭৪
বৃন্দের প্রবোধ-বাক্যে আনন্দিত মনে।
শ্যাম-বিনোদিনী বিরাজেন সিংহাসনে॥ ১৭৫

খট্‌-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

শোভা দেখি বাণীর নাই বাণী।
নীলাম্বুজ-বামে রাধে—স্বর্ণ-সরোজিনী জিনি॥
বাঁকা দুটি পদ্ম-আঁখি, রাকাচন্দ্র পদ্মমুখী,
রাধাকৃষ্ণ চক্ষে দেখি, লাজে লুকায় সৌদামিনী॥
পদ্ম-জ্ঞান করি রাধাকে, ধায় অলি ঝাঁকে ঝাঁকে,
এ কথা আর বলিব কা'কে, যেন কমলে কামিনী॥(ণ)

মাথুর ;—অর্থাৎ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা।

বৃন্দা-দূতীর মথুরা-যাত্রা,—যমুনা-তটে নাবিকের
সহিত পারের কড়ি লইয়া গোলযোগ।

মথুরায় কুব্জাসনে, ভূষিত রাজভূষণে,
ত্রিভঙ্গ রাজ-সিংহাসনে রাজত্ব-শাসনে।
হেথায় ব্রজে কিশোরী ধরাসনে,—দগ্ধা মন-হুতাশনে,
প্রবর্ত্তা প্রাণ-নাশনে, নিষেধ না শোনে॥ ১
না হেরি পীতবসনে, অচলাঙ্গ অনশনে,
আদর-শূন্য অদর্শনে, আদরিণী কিশোরী।

হইয়ে সুখ-বঞ্চিতে, মরণ ভাল বাঞ্ছিতে,
চিতে সাজাইতে কন, বৃন্দের কর ধরি ॥ ২
শুনে বৃন্দে গোপিনীর, না ধরে নয়নে নীর,
ধ'রে কৃষ্ণমোহিনীর চরণারবিন্দে।
বচন জিনি সুধায়, প্রবোধিয়ে শ্রীরাধায়,
বৃন্দে মথুরায় ধায়, আনিতে গোবিন্দে ॥ ৩
কত ভাব্য ভাবনায়, দ্রুত গিয়া যমুনায়,
চড়ি নাবিকের নায়, যমুনা উত্তরে।
না দিয়ে পারের মূল্য, ধেয়ে ব্রজাঙ্গনা চল্‌লো,
নেয়ে রাগে অগ্নি-তুল্য, ধরায় উঠে ধরে ॥ ৪
হয়ে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ধরিয়ে দূতীর কর,
বলে বেটি ! বার্ কর্, পয়সা কোন্ খানে।
এ কিরূপ সুরূপিণি ! বেহায়া বেটি গোপিনি !
পার হ'য়ে যাবি পাপিনি ! তাই ভেবেছিস্ মনে ॥
গোলে মিশিয়ে গেলে কি হয় ? ঘোলে জল মিশানো নয়!
রঙ্গ-গুলো সমুদয়, দেখ্‌ছি ব'সে হেলে।
ঘুচিয়ে দিয়ে সকল বোল, লুটে-পুটে খেতো সম্বল,
বেটীদিগে চিন্‌ত কেবল, নন্দঘোষের ছেলে ॥ ৬
দেখায়ে ভঙ্গি আঁখির, থামকা খাইত ক্ষীর,
সে বড় জান্‌ত ফিকির, আন্‌ত বঁনে ডাকি।

ভাল ছিল তার মরদানি, পথে লুঠ্‌তো হয়ে দানী,
কুল মজায়ে সে এদানি, দিয়ে গিয়েছে ফাঁকি ॥ ৭
শুনে বৃন্দে কুবচন, ঝর ঝর করি ঝরে লোচন,
বলে, কর রে কর-মোচন, কেন রে করে ধর্‌লি।
মূল্য চা'স্‌ বারে বারে, ও মা মরি! মা রে মা রে!
অবোধ নেয়ে! তুই আমারে, কৈরে পার্‌ কর্‌লি ॥ ৮
না ক'রে পার্‌ বলিস্‌ পার, এ কোন্‌ তোর ব্যাপার!
আমি দেখ্‌ছি অপার, পার্‌ হয়েছি কৈ।
যে পারে আছি—সেই পারে, কে পার করিতে পারে,
পারো যদি পার করিবারে, পারের কথা কৈ ॥ ৯

অহং—একতালা।

ওরে! পারের কর্ত্তা হরি, পারে আন্‌তে পারি,
পাব রে কাণ্ডারি! পার সে-কালে।
এখন কৈ রে পার হয়েছি, এই তো আমি আছি,
কৃষ্ণ বিনে অপার সিন্ধু-কূলে।
তোর তরিতে উঠে, কৈ তরি সঙ্কটে!
দেহ উঠ্‌লো তটে, প্রাণ যে জলে ;—
হাঁ রে! কে দেয় এমন তরি, কৃষ্ণ-শোকে তরি,
কে আছে কাণ্ডারী, এই ভূতলে ॥

যার, এপার ওপার তুল্য, এমন পারের মূল্য,
অবোধ নেয়ে! আমায় চাস্ কি ব'লে,—
অন্তরে কাণ্ডারী, বিচ্ছেদ-সাগর-বারি,—
ডুবে মরি সে তরঙ্গ-জলে ;—
গোপী পার পেয়েছে জেনো
পারত্রিকের ধন, কৃষ্ণধন,—
প্রাণে প্রাপ্ত হলে॥ (ক)

মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দার প্রবেশ।

ক্ষান্ত করি কর্ণধারে, ভাসে চক্ষু শতধারে,
বৃন্দে উপনীত মথুরায়।
অন্ত জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত-গুণবিশিষ্ট,
উদ্ধবে পাঠান ইসারায়॥ ১০
যথা বৃন্দে সকাতরা, উদ্ধব আসিয়ে ত্বরা,
কৃষ্ণসখা— কন মিষ্ট কথা।
ডাকিছেন তোমায় ব'লে হরি, যতনে যাতনা হরি,
আনিলেন শ্রীগোবিন্দ যথা॥ ১১
হরি-চরণারবিন্দে, প্রণতি করিয়ে বৃন্দে,
ছলে বলে, ওহে পঙ্কজ-আঁখি!
মিছে গোকুল পরিহরি, কি দেখিতে এলাম,—হরি!
যা গোকুলে তাই মথুরায় দেখি॥ ১২

বৃন্দা বলিতেছে,—কি দেখিতে আমি মথুরায় এলাম!
গোকুলেও যাহা, এখানেও ত তাহাই দেখিতেছি!
সে কেমন,—

মথুরায় কাল রাজা হয়েছ গুণমণি।
গোকুলেও কাল্ রাজা হয়েছে এদানি॥ ১৩
মথুরা তোমার দেশ হয়েছে, বিদেশ জ্ঞান নাই।
গোকুলেও তোমার দ্বেষ হয়েছে, তুল্য দুই ঠাঞি॥ ১৪
মথুরায় সব কৃষ্ণ পেয়েছে, হৃষ্ট হয়েছে অতি।
গোকুলেও সব কৃষ্ণ পেয়েছে, তুল্য দুই বসতি॥ ১৫
আর দেখেছি,—মথুরাতে কংসের ঘরণী।
'কৃষ্ণ রে কি কর্‌লি!' ব'লে কাঁদছে রাজরাণী॥ ১৬
গোকুলেও রাণী কাঁদ্‌ছে,—'কৃষ্ণ! গেলি রে কি ব'লে!'
আমি কি অপরূপ দেখ্‌তে এলেম এ মধুমণ্ডলে॥ ১৭
আর দেখ্‌ছি মথুরায়,—দীন নাই হে শ্যাম!
গোকুলেও আর দিন নাই হে, তুল্য দুই ধাম॥ ১৮
উভয় স্থানে তুল্য ভাব, হরি! কিছু বুঝেছ ভাব?
এ ভাব বুঝিতে বিদ্যা কিছু চাই।
সে দফাতে নবডঙ্ক, পেট চিরিলে নাই অঙ্ক,
জানি হে বঙ্ক! জানি সমুদাই॥ ১৯

তুমি বাথানের প্রধান ছাত্র, সরস্বতীর বরপুত্র,
গোপাল ! গো-পালে থাক সদা।
নানা শাস্ত্রে অধ্যাপক, শিক্ষাগুরু অতি-ব্যাপক,
ঘরে পণ্ডিত হলধর দাদা॥ ২০
এক কড়াতে একটা জাম, চারিটা জামের বল্‌তে দাম,
সামলাতে পার না শ্যাম ! গা-ময় ঘাম—দাঁতকপাটি লাগে
কেবল গরুর করিতে যত্ন, সে বিষয়ে ন্যায়রত্ন,
গো-চিকিৎসায় কে দাঁড়াবে আগে॥ ২১
ভবে বিধাতা দিলে বিষয়, মহামূর্খ হন মহাশয়,
মহামহিম,—মহালক্ষ্মীর বলে।
মূর্খের কাছে মান রক্ষে, ঘরে পরে হাসে পরোক্ষে,
শরীরেতে বিদ্যা না থাকিলে॥ ২২
রহস্য ত্যজিয়ে বৃন্দে, পুনঃ কয় পদারবিন্দে,
ওহে নাথ ! করো না কিছু মনে।
উভয় স্থানে যে দিন নাই, তদন্ত বলি কানাই !
দীন বলি শ্যাম ! অর্থহীন জনে॥ ২৩
মথুরায় আসিয়ে হরি, দীনের দৈন্যদশা হেরি,
সকলকে করেছো ভাগ্যবন্ত।
গোকুলে যে দিন নাই, চরণ ধরে জানাই,
শুন দীননাথ ! সে দিনের বৃত্তান্ত॥ ২৪

গোকুলে আর দিন নাই।—

আলিয়া—একতালা।

নাথ! গোকুলে আর দিন নাই!
যে দিন আইল অক্রূর মুনি, নিদয় গুণমণি,
ব্রজে আর উদয় হয় না দিনমণি,
আমরা জানি, কি দিন-যামিনী,
কেবল অন্ধকারে, হে কানাই॥
তারা-আরাধনের ধন হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা!
তারায় বহে তারাকারা ধারা,
তারায় তারা দেখি সর্ব্বদাই।
মনে ক'র্‌লাম একবার দেখি রাধিকারে,
আছে কি ম'লো রাই বিচ্ছেদ-বিকারে,
দেখা হলো না শ্যাম! অন্ধকারে,
আমরা অন্ধের মত পথ হারাই॥ (খ)

কৃষ্ণ কন,—কি চমৎকার! শুনিয়া জন্মে বিকার,
বল্‌লে,—গোকুল অন্ধকার দিনে।
এ যে বাক্য অবিহিত, সূর্য্যের উদয় রহিত,—
কি হেতু হইল বৃন্দাবনে॥ ২৫

দূতী কয় রাধারমণ ! সূর্য্যের সুত শমন,—
গোকুল এখন তারি অধিকার।
পুত্রে দিযে ব্রজরাজ্য, অবকাশ পেয়ে সূর্য্য,
প্রকাশ নাহিক ব্রজে আর ॥ ২৬
ব্রজে পেয়ে কাল বরণ, কাল করে কাল-হরণ,
অকালে কালপ্রাপ্ত প্রায় হলো।
জমা নাই তার যমালয়, প্রায় যায় হে যমালয়,
শ্যামালয় সামান্য হোতে গেলো ॥ ২৭
তবে যদি বল নিদয় ! ব্রজে আছে তো চন্দ্রোদয়,
তাতেও হয় তো অন্ধকার হীন।
রাইচন্দ্র শ্যামচন্দ্র, যুগলচন্দ্র হেরি চন্দ্র,
ব্রজের উদয় ছেড়েছে অনেক দিন ॥ ২৮
কৃষ্ণ কন দূতীর কাছে, রাইচাঁদতো ব্রজে আছে,
যে চাঁদ চাঁদের দর্প নাশে।
যাতে মম হৃদি-তিমিরান্ত, রাইচাঁদের গুণানন্ত,
যে চাঁদের গুণ চন্দ্রচুড় ভাষে ॥ ২৯
দূতী বলে বিনয়হস্ত, রাইচাঁদ যে রাহুগ্রস্ত !
নতুবা আন্ধার হতো কি ভগবান্ !
ছিল রাই-চাঁদ চাঁদের শ্রেষ্ঠ, শ্যামচাঁদ ! দিয়েছো কষ্ট,
চাঁদ ক'রেছো চাঁদের অপমান ॥ ৩০

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তব বিচ্ছেদ রাহু দেখিলাম।
প্যারী-পূর্ণচাঁদকে গ্রাসিল হে শ্যাম! ॥
রাহু গ্রাসি সুধাকরে, নবদণ্ড স্থিতি করে,
পূর্ব্বাপরে জানি আমরা সবে,—
শ্যাম! তোমার রাহু কেন নবদণ্ডে যাবে,
প্রাণদণ্ড করা আছে মনস্কাম ॥
যে হ'তে করেছ গ্রাস, শশীরো নাহি প্রকাশ,
অবকাশ দুঃখে আর দেখিনে,
ওহে গোবিন্দ! প্যারী-চন্দ্র বিনে,
ঘোর অন্ধকার হ'লো ব্রজধাম ॥ (৭)

নূতন বস্তুর অনেক দোষ।

ছলে কয় বৃন্দে ধনী, কৃষ্ণ! তুমি নূতন ধনী,
তাইতে উচিত ব'লতে হয় ভয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান, কভু রয় না মানীর মান,
নূতন কিছুই প্রশংসিত নয়। ৩১
নূতন চা'লে অগ্নি নষ্ট, নূতন রাজ্যে শাসন কষ্ট,
নূতন ভার্য্যে পতির বশ হয় না।

নূতন বয়েসে ধরে না জপ, নূতন জলে ধরে কফ,
নূতন হাঁড়িতে তৈল সয় না॥ ৩২
গুণ করে না নূতন সিদ্ধি, নূতন গুড়ে পিত্ত-বৃদ্ধি,
নূতন বালকে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা, নূতন বৈরাগী মুখচোরা,
সদর হ'তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না॥ ৩৩
নূতন শোক প্রাণনাশক, নূতন বৈদ্য ভয়ানক,
নূতন গৃহস্থের সকল দ্রব্য রয় না।
নূতন ধ'নে দুর্গন্ধ, নূতন জলে আহার বন্ধ,
নূতন পিরীত ভাঙ্গিলে প্রাণে সয় না॥ ৩৪
নূতন ইক্ষুর নাই মিষ্টি, নূতন মেঘে শিলাবৃষ্টি,
নূতন হাটে যত যায় বিকায় না।
ওহে নিদয় কৃষ্ণধন! যে পায় নূতন ধন,
অহঙ্কারে সে চোখে দেখ্‌তে পায় না॥ ৩৫

* * *

বৃন্দা বলিতেছেন,—হে শ্রীহরি! তুমি এক জনের নয়ন হরণ করিয়া আর একজনকে দিয়াছ! তোমার এ কেমন-দান?

কিন্তু হারায় মান হারাবে গোপী, দুটো কথা বলি তথাপি,
অবিচার কথা সয় না প্রাণে।

এ দেশের লোকে হে বঁধু! ঘোর চোরকে বলে সাধু,
নিম্‌কে স্বাদু ব'লে গুণ বাখানে ॥ ৩৬
মথুরায় শুনিলাম, কল্পতরু তোমার নাম,
সকলে বল্‌ছে—কৃষ্ণ বড় দাতা।
কারু ক'রে সর্ব্বনাশ, কারু বাড়ালে উল্লাস,
ছি ছি নাথ! দানের ব্যাখ্যা বৃথা ॥ ৩৭
কংসেরে করি নিধন, উগ্রসেনে দিয়েছো ধন,
ছিল দরিদ্র,—আশু হলো সে ধনী।
বল্‌ছে উগ্রসেনের নারী, কৃষ্ণ তোর গুণ বল্‌তে নারি,
চিরজীবী হওরে চিন্তামণি! ॥ ৩৮
আবার কংস-ভার্য্যা তোমার মামী, হারায়ে আপন স্বামী,
বল্‌ছে কৃষ্ণ বড় কষ্টে রও।
শোকেতে ক'রে আচ্ছন্ন, আমায় যেমন কর্‌লে ছন্ন,
প্রাতঃবাক্যে উচ্ছন্ন হও ॥ ৩৯
মধুর বৃন্দাবনের মধু, মধুপুরে বিলালে বঁধু!
কারু কেটে হাত—কারে চতুর্ভুজ।
ব্রজে চন্দ্রমুখী রাধিকে, শোকে কুব্জা ক'রে তাকে,
কুব্জার ঘুচায়ে দিলে কুঁজ ॥ ৪০
ব্রজে সঙ্গী রাখাল যারা, থাক্‌তে পদ পদহারা,
তব শোকে উঠিতে নাই শক্তি।

হেথায়, খঞ্জকে দিলে চরণ, ওহে জলদবরণ !
সকলে করিছে গুণের উক্তি ॥ ৪১
ব্রজে বিচ্ছেদ-কারাগারে, বন্দী কোরে যশোদারে,
দৈবকীকে বাঁচা'লে সে দুঃখে।
অন্ধকে নয়ন দান, করেছো হে ভগবান !
ছি ছি নাথ ! এ দানের কি ব্যাখ্যে ॥ ৪২

খট্-ভৈরবী—একতালা।

এ সব কেমন দান, তোমার কি বিধান,
আমায় বল বল হে গোবিন্দ !
এসে মধুপুরে, তুমি দিয়েছো হে ত্রিনয়নের-ধন !
অন্ধের নয়ন,—কিন্তু ব্রজে কর্‌লে নন্দের নয়ন অন্ধ ॥
কারু বা অকার্য্য, কারু বা সাহায্য,
কারে কর ত্যজ্য, কারে কর পূজ্য, এ বড় আশ্চর্য্য,—
কারু ঘরে চৌর্য্য, কারে দেও ঐশ্বর্য্য, এ রীত মন্দ ॥ (ঘ)

শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রজধামের ছল-নিন্দা।

বৃন্দে বলে প্রাণাধিক্ ! ব'ল না হে আর অধিক,
গত কর্ম্মের অনুশোচনা নাই।

এখন বল বল কালো-বরণ ! ব্রজে যাবার বিবরণ,
শ্রীমুখে তাই শুনে প্রাণ যুড়াই ॥ ৪৩
কি বলে বৃন্দে-সুন্দরী, আমোদ শুনিতে হরি,
ছলে কন ব্রজের করি নিন্দে ।
দুঃখের হয়েছে শেষ, সব জান সবিশেষ,
কি সুখে আর ব্রজে যাই হে বৃন্দে ! ॥ ৪৪
সুখ নাই যাতনা বই, নন্দের বাধা মাথায় বই,
অতুল ঐশ্বর্য্য যার দেখি ।
সে দেয় মোরে গোচারণে, অবাক্ হয়েছি আচরণে,
উচ্চারণে ঘৃণা হয় হে সখি ! ॥ ৪৫
নবনীর তরে করে, মা হ'য়ে বন্ধন করে,
এমন দুষ্করে কে বাস করে।
রাখালের দেখেছো ভব্য, উচ্ছিষ্ট ক'রে দ্রব্য,
খা রে কানাই ! ব'লে দেয় মোর করে ॥ ৪৬
এ সব যন্ত্রণা সই ! কেবল রাধার জন্য সই,
কমলিনী তা বোঝেন না হৃদে ।
তিলে তিলে ক'রে মান, ঘুচায় আমার মান,
ধর্‌তে হয় পদে পদে পদে ॥ ৪৭
ধরিলে নারীর পায়, পূর্ব্ব পুণ্য নষ্ট পায়,
শুধিয়ে দেখো পণ্ডিতের কাছে।

যদি, পাপে পেয়েছি পরিত্রাণ, মানে মানে পেয়েছি মান,
ব্রজে যাওয়া আর কি ফল আছে ॥ ৪৮
শুনে কয় বৃন্দে গোপিনী, হয়ে অগ্নিস্বরূপিণী,
ওহে রাখাল ! বল কি হয়ে মত্ত ?
রাধার চরণ ধ'রে পুণ্য, তোমার হয়েছে শূন্য,
জ্ঞানশূন্য !—জান না রাধার তত্ত্ব ॥ ৪৯
ওহে অবোধ চিন্তামণি ! রাই যদি হ'তো রমণী,
তবে চরণ ধরায় পুণ্য যেতো।
পুণ্য গেলেই হ'তো পাপ, হ'তো তাপ,—যেতো প্রতাপ,
তবে তোমার এমন উদয় কি হ'তো ? ॥ ৫০
রাধার চরণ ধরি, পূর্ব্ব পাপে মুক্ত—হরি !
হয়েছো তুমি জানে জগজ্জনে।
কেমন বিপদে ছিলে, কি সম্পদ আশু পেলে,
এ পদ তোমার রাই-পদের গুণে ॥ ৫১

আলিয়া—একতালা।

ব্রজে চতুষ্পদ, চরানো বিপদ, সে দায় ত্রাণ হয়েছো
ধ'রে রাধার পদ, ওহে রাধানাথ !
এসে মাতুলপুরে অতুল পদ পেয়েছো ॥

যে পদ আপদের আপদ, সদাশিবের সম্পদ,
ওহে! যে পদে জীবের মোক্ষপদ, সেই পদ ধরেছো।
রাধার পদের পদার্থ, ভাবের ভাবার্থ,
তুমি বই আর কে জানে হে তত্ত্ব,
ব্রহ্মজ্ঞানে ধর্‌লে পদ, বাঁশীতে গান কর্‌লে পদ,
সে কিশোরীর পদে বন্দী, তুমি পদে পদে আছো॥ (৬)

বৃন্দা বলিতেছেন,—শ্রীরাধার নিকট তুমি যে দাস-খত লিখিয়া দিয়াছ,
তাহা শুধিবার জন্য তোমাকে বৃন্দাবন যাইতে হইবে,—
এই দেখ সেই দাস-খত।

বৃন্দে কয় রাধারমণ! গোকুলে কর্‌তে গমন,
নাই হে! মন বুঝিলাম অন্তরে।
তা করিবে কি পীতবসন! মহাজনের আকর্ষণ,
তোলো গা তোলো—অলসে কি করে॥ ৫২
সাক্ষী চন্দ্র দিনমণি, লিখে দিয়েছো গুণমণি!
দাসত্ব-খৎ রাধার নিকটে।
এই দেখ মোর হাতে খত, তোমারি হাতের দস্তখত,
ঢেরা-সই বটে কি না বটে॥ ৫৩
খতে বন্ধক রেখেছো মনে, ভক্তি রেখেছো সুদের তনে,
পরিশোধের উপায় ছিল না, বিনে রাধার কৃপা।

তোমায় মুক্ত কর্‌তে চিন্তামণি ! কৃপা করি কমলিনী,

আজ্ঞা দিয়েছিলেন একটা রফা ॥ ৫৪

তুমি মুক্ত হ'তে ঋণে বন্দী, করেছিলে কিস্তিবন্দী,

মাসে মাসে ধর্‌বে রাই-চরণে।

দিয়ে পরিশোধ এক কিস্তি, দেখা শুনা আর নাস্তি,

পালিয়ে এসেছ—জ্বলিয়ে মহাজনে ॥ ৫৫

ওহে শ্রীনন্দ-নন্দন ! হবে যে কর-বন্ধন,

রাইরাজাকে তুমি কি জান না ?

এখন মানে মানে থাকে মান, রাধায় কি অনুমান,

করেছো মনে, তাই আমায় বল না ? ॥ ৫৬

পরজ—একতালা।

দেখো কি জোর রাই রাজারি।

কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গিব জারি, যখন হবে ডিক্রিজারী।

ভাঙ্গিবে কপাল কুবুজারি ॥

ল'য়ে সাধের কুবুজাকে,যাবে পালিয়ে কোন্ রাজার মুলুকে,

সকল রাজ্যের রাজা আমার, গোকুলে রাই রাজকুমারী ॥

যখন তোমার বাঁধিব করে,

দুঃখ-বারণ ! কে তা বারণ করে,

বারণ ধর্‌লে মক্ষিকারে, কে উদ্ধারে বংশীধারি ! (চ)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—এ দাসখত জাল,—এ লেখা আমার নহে।

বৃন্দের শুনি বচন, হাসিয়ে পদ্মলোচন,
কহেন করিয়া রসিকতা।
যা ধারিতাম শ্রীরাধার, পরিশোধ ক'রে সে ধার,
সে খতের ফেঁড়েছি আমি মাথা ॥ ৫৭
লোকত ধর্ম্মত নিন্দে, কি দেখাবে ওহে বৃন্দে!
ও জালখত,—তোমার হাতের সই।
পাপ নাই, কি জন্যে ঠেকি, দুর্গা বল ছি ছি সখি!
এ খতে মোর দস্তখত কই? ॥ ৫৮
এ লেখা যে অতি মন্দ, আমার লেখা দীর্ঘছন্দ,
মোর লেখা নয়,—লেখার কথা বলি।
বৃন্দে কয় পেয়ে ছন্দ, তোমার যে লেখা দীর্ঘছন্দ,
সে কথা নয় মিথ্যা বনমালি! ॥ ৫৯
যে কলম ধরিতে হাতে, লিখ্‌তে যে পোড়োদের সাথে,
যে পাঠশালে থাক্‌তে অবিশ্রাম।
তোমার বলাই দাদা সরকার, সর্দ্দার পোড়ো তুমি তার,
তোমার নীচে শ্রীদাম আর সুদাম ॥ ৬০
গোষ্ঠে গিয়েছো ঘরে এসেছো, আনাগোনা ঘ লিখেছো,
লিখ্‌তে আবেশ অমন কারু কি আছে?

লিখে লিখে ওহে ত্রিভঙ্গ! কালী লেগে কালো অঙ্গ,
খড়ি পেতে পেতে, তিন ঠাঁই বেঁকেছে॥ ৬১
তুমি যেমন বিদ্যাবন্ত, লেখা পড়ায় মূর্ত্তিমন্ত,
জানি, কান্ত! জানি আমরা সব।
এক দিন রাধার মানে, লেখাপড়া বিদ্যমানে,
যৎকিঞ্চিৎ দেখেছি কেশব!॥ ৬২
ধরে নাপ্‌তিনীর বেশ, মদন-কুঞ্জে হয়ে প্রবেশ,
কমলিনীর কমল-চরণে।
অলক্ত পরাতে শ্যাম, লিখেছিলে কৃষ্ণ-নাম,
সে তোমার গুণ, কি পায়ের গুণ, কে জানে?॥ ৬৩
আবার জালখত বলিলে হাতে,
শুনে যে প্রাণ যায় জ্বালাতে,
আমরাই মাত্র জালে ত্রাণ পাই।
বন্দী হয়ে তোমারি জালে, জীব ঘুরে মর্‌ছে জঞ্জালে,
তোমার উপর জাল করায় কায নাই॥ ৬৪
যদি জোর ক'রে কও পেয়ে যোত্র,
মানিনে ও সব খতপত্র,
কিসের লেখা?—লেখাতেই কি হয়!—
ও কথা রবেনা সখা, আর কারু নয় তোমারি লেখা,
যা লিখেছো খণ্ডিবার নয়॥ ৬৫

তোমার লেখার দায়, সংসারের সমুদায়,
জীবের হ'তেছে ভোগাভোগ।
কারু হচ্ছে পঞ্চামৃত, কেউ হচ্ছে জীবন্মৃত,
অন্নাভাবে সদা প্রাণ-বিয়োগ ॥ ৬৬
তব লেখাতে গোবিন্দ! শুক্রাচার্য্য হন অন্ধ,
ইন্দ্রের অঙ্গেতে জন্মে যোনি।
হরিশ্চন্দ্র বরাহ পালে, নলরাজা অশ্বশালে,
তোমার লেখাতে চিন্তামণি! ॥ ৬৭
দান দিয়ে বন্ধন বলি, মাণ্ডব্যের হ'লো শূলী,
বশিষ্ঠের শত-সুত-নিধন।
কুলকন্যা ব্রজে বসতি, আমাদের যে এ দুর্গতি,
ওহে কৃষ্ণ! তোমারি লিখন ॥ ৬৮

অহং—একতালা।

এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে,
আমরা কুলের কুলবালা।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছো, অবলায় বধেছো,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ-জ্বালা ॥
তোমারি লিখন মাত্র, কারু স্বর্ণ-ছত্র,
কারু শিরে বজ্র দেও হে কালা!

ঘটে যা দিয়েছো লিখে, কারু অট্টালিকে,
কারু পক্ষে মাধব! বৃক্ষের তলা॥
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ! সেই ত রসভঙ্গ,
সাঙ্গ হ'লো তোমার সঙ্গে খেলা।
তোমার লেখায় আসি, তোমারি বামে বসি,
কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা।
রাজকন্যে কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী,
নীলমণি ছিল যার কণ্ঠমালা॥ (ছ)

বৃন্দা বলিতেছেন,—তুমি স্বয়ং ভগবান্;
তোমাকেও কিন্তু অনেক ভোগ ভুগিতে হয়।

যদি বল হে ব্রজের স্বামি! না হয় খত লিখেছি আমি,
লেখার ভোগে নিজে আমি ভুগিনে।
লিখি জীবের ভাগ্যে যে লিখন, খণ্ডিবে না তা কখন,
কর্ম্মভোগ ভুগিবে জীবগণে॥ ৬৯
সেটা মিথ্যা হে কানাই! কর্ম্মভোগ যে তোমার নাই,
এ ভোগায় ভুলিনে ভগবান্!
প্রত্যক্ষেতে দেখ্ছি ভোগ,
ভোগ দেখে মোর প্রাণ-বিয়োগ,
এ ভোগ তোমায় কোন্ বিধি ভোগান॥ ৭০

কুরূপা কংসের দাসী, এর পিরীতে মন উদাসী,
একি হে! লোক—হাসাহাসি তব।
বামে বসায়ে সিংহাসনে, রহস্য উহারি সনে,
এ কপালের ভোগ নয়?—মাধব! ॥ ৭১
তুমি হয়েছ হে বংশীধর! রাহুগ্রস্ত শশধর,
দুঃখ দেখে বিদরে আমার বুক।
দিয়েছো নীলরত্নমালা, কালামুখীর কণ্ঠে কালা,
কালাচাঁদ! তোমার কালা মুখ ॥ ৭২
তুমি কোন্ রাজ্যে ছিলে ধনী,তোমার রাণী সে কোন্ ধনী,
যে ধনীর নামেতে বংশীধ্বনি?
রূপেতে হরে যামিনী, কামনার ধন যে কামিনী,
শোভে যেন মেঘে সৌদামিনী ॥ ৭৩
শ্রীহরি! তার শ্রী হরি, গোকুলে ক'রে শ্রীহরি,
ছি ছি হরি! মজিলে কার সনে।
কোথা দ্বিজরাজ অতি ভদ্র, একবারে কি নমঃশূদ্র,
এত ক্ষুদ্র হৈলে কি কারণে? ॥ ৭৪
বামভাগে যা দেখি শ্যাম! এ তোমার বিধি বাম,
এমন রূপের নারী কি পাওয়া যায়?
রূপ দেখে বিশ্বরূপি! লজ্জায় লুকায় রূপী,
দেখে ভেক ভেকিয়ে যায় ॥ ৭৫

নাক দেখে লুকায় পেঁচা, নয়নের দেখে ধাঁচা,
বিড়াল বিরলে কাঁদে ব'সে।
ধনীর ধ্বনি শ্রবণ করি, গাধা হ'লো দেশান্তরী,
মেঘের সঙ্গেতে ধ্বনি মেশে॥ ৭৬
দুটী কাণ দেখে কানাই, হাতীর খাতির নাই,
কাননে লুকায় মনো-দুঃখে।
জো নাই করিতে জোর, চরণ দেখে মাণিকযোড়,
উড়ে গিয়েছে উ'ড়ের মুলুকে॥ ৭৭
কিবা অঙ্গের হাব-ভাব, পেটে পিঠে একটী ভাব,
এই ভাবে কি এত ভাব ঘটে?
দেখি ভাব-শুদ্ধ ভাব, একি ভাবের প্রাদুর্ভাব,
ভাব দেখে যে ভাব-ভক্তি চটে॥ ৭৮
ওহে রাখাল! জ্ঞান ভাব, এ নয় তোমার ভদ্র ভাব,
যেমন উপর-ভাব হয় হে!
তোমারে দুঃখের ভাগী, করেছে নাথ! এই অভাগী,
এ আবার কপালের ভোগ নয় হে? ৭৯

আলিয়া—কাওয়ালী।

এসব কপালে লিখন, তোমার হে কানাই!
করবে কি?—সাধ্য নাই॥

লোহায় জড়িত হেম, চাঁদের সঙ্গে রাহুর প্রেম,
শ্যামাঙ্গে কুব্জা মিশেছে তাই।
এই কি তোমার কুব্জা সুন্দরী হে!
এ নিন্দে রূপসী অঞ্জনাকে ধরি হে!
বড়াই বরং রূপের মাধুরী হে!
এই কি তোমার করে মনোচুরি হে?
পৃষ্ঠে কুঁজ দৃষ্ট ক'রে, হৃষ্ট হয়ে তিষ্ঠ ঘরে,
মিষ্ট কথা ইষ্ট আলাপন সদাই॥ (জ)

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজের রূপই রূপের সার।

আর এক কথা কর শ্রবণ, ত্যজে মধুর বৃন্দাবন,
মনে করেছো হয়েছি ভাগ্যবন্ত।
তুমি কাঙ্গালের শিরোমণি, হয়েছো হে চিন্তামণি!
ভাব তো কিছু বোঝা নাই তদন্ত॥ ৮০
রাজার মূল রাজলক্ষ্মী, লক্ষ্মীই রাজার উপলক্ষী,
মূল কই ঘরেতে গুণধাম।
ঘর নাই তার উত্তর দ্বারী, ভূমি নাই তার জমিদারী,
বিদ্যা নাই তার ভট্টাচার্য্য নাম॥ ৮১
মাথা নাই তার মাথা ধরে, ভক্তি নাই যার ঘরে,
মুক্ত-পুরুষ নাম তার কিরূপ?

ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাম দাতাকর্ণ,
সেইরূপ তোমার হে বিশ্বরূপ ! ॥ ৮২
যার মূল মন্ত্র মনে নাই, সে জন কি কানাই !
সিদ্ধপুরুষ নাম ধরে ধরায় ?
লক্ষ্মীহত হয়ে, গোপাল ! নাম ধর হে মহীপাল,
কি দেখে মহিমা লোকে গায় ? ॥ ৮৩
লক্ষ্মী গেলেই বুদ্ধি যায় মান যায়,—কর্ম্ম বেজায়,
কুবুজায় নহে কেন পিরীতি ?
তুমি রাজা ছিলে গোকুলে হরি ! রাণী রাই রাজরাজেশ্বরী
প্রজা ছিলেন প্রজাপতি প্রভৃতি ॥ ৮৪
মথুরায় যে অধিকার, এ কেবল মনোবিকার,
যেমন স্বপ্নে রাজা বাতিকে জানায় ।
যেমন মাদক দ্রব্য ক'রে ভোজন, মনে মনে হ'য়ে রাজন,
আপনি হাসে আপনি নাচে গায় ॥ ৮৫
তুমি সেই ভূপতি মথুরায়, হয়েছো হে শ্যামরায় !
দুঃখেতে ভাবিছ সুখভোগ ।
তুমি দুঃখীর হয়েছো শেষ, সবে জেনেছে সবিশেষ,
বায়ুগ্রস্ত বোঝে না নিজ রোগ ॥ ৮৬

খাম্বাজ—পোস্তা।

ঘরে নাই লক্ষ্মী,—
তুমি দুঃখী বই নাথ কিসের সুখী।
হরের আরাধ্য ধন রাই, হারিয়েছো হে পদ্ম-আঁখি ! ॥
যদি কও চিন্তামণি ! লক্ষ্মী আমার কুব্জা ধনী,
লোকে কয় ভেকবদনী, তুমিই বল পদ্মমুখী ॥ (ঝ)

খাম্বাজ—পোস্তা।

এই কি সব বৈভব, ঘরে লক্ষ্মী কই হে তব ?
তব দুঃখে পশু পক্ষী কাঁদে লক্ষ্মীবল্লভ ! ॥
হরারাধ্য রাই-লক্ষ্মী হারিয়েছো, হে মাধব !
যদি বল হে চিন্তামণি ! লক্ষ্মী আমার কুব্জাধনী,
জগতে বলে ভেকবদনী, তুমি পদ্মমুখী ভাব ॥ (ঞ)

ওহে পক্ষিনাথ-নাথো ! তোমায় হে লক্ষ্মী হত,
ধরেছি তোমারে পরম দুঃখী।
তুমি যদি বল কানাই। লক্ষ্মীর তো হাত পা নাই,
পুরুষের সম্ভ্রমটাই লক্ষ্মী ॥ ৮৭
তোমার এ যে সম্ভ্রম, মন হয় মনের ভ্রম,
অভ্রম হয়েছো ত্রিভুবনে।

মথুরাতে কএক জন, রাজন ব'লে পূজন,
করে মাত্র,—আর মানে কোন্ জনে ॥ ৮৮
এই তোমার রাজবেশ, হৃদয়-মাঝে প্রবেশ,
হয় না, কারু, লয় না স্মরণাদি।
ইন্দ্র আদি দিক্পাল, এ রূপ ভজে না গোপাল!
বিধি এ রূপ করেছেন অবিধি ॥ ৮৯
সুর কি নর কিন্নর, বসু আদি বৈশ্বানর,
এ রূপে বিরূপ ত্রিভুবন।
শশধর কি বিষধর, লয়কর্ত্তা গঙ্গাধর,
লয় না কেহ এ রূপে স্মরণ ॥ ৯০
পৃথিবীতে যত দেবালয়, এ ভাব তোমার কে বা লয়?
ব্রজের ভাবটী প্রকাশ করে জানি।
যশোদা সাজাতো অঙ্গ, সেই সাধকের সাধনের অঙ্গ,
অনঙ্গ-মোহন অঙ্গখানি ॥ ৯১
সেই যে ত্রিভঙ্গ-ভাব, সেই ভাবে সবারি ভাব,
ভেবে,—ভব রয়েছেন ভুলে।
ব্রহ্মাদি যাহার প্রজা, সে জন কেমন রাজা,
সেই রাজা তুমি ছিলে গোকুলে ॥ ৯২
অন্তরে বুঝ নাই অন্ত, হয়েছে তোমার সর্ব্বস্বান্ত,
ভ্রান্ত কান্ত! জ্ঞান্‌তো তোমার নাই।

শুনে কথা কৃষ্ণ কন এ কথা নহে চিকণ,
এ কি অপরূপ শুন্‌তে পাই ॥ ৯৩
ব্রজে যারে করেছো দৃষ্ট, আমি মথুরায় সেই কৃষ্ণ,
উৎকৃষ্ট না হইলাম কিসে ?
বৃন্দে কন, ওহে কৃষ্ণ ! ব্রজে ছিলে জগতের ইষ্ট,
মান-ভ্রষ্ট হ'লো স্থান-দোষে ॥ ৯৪
যেমন ভগীরথ-খাতে থাকিলে বারি,
সেই বারি পাপ-নিবারী,
গঙ্গা ব'লে পূজে সুরাসুরে।
কূপ-মধ্যে সেই জল, প্রবেশিলে কি থাকে বল ?
অসীম মহিমে যায় দূরে ॥ ৯৫
যদি কুস্থানে তুলসী-বৃক্ষ, থাকে হে পুণ্ডরীকাক্ষ !
সে তুলসী কে তোলে ভূতলে।
শূদ্রের বাড়ী দেবরাজ, থাকেন যখন হে ব্রজরাজ !
দ্বিজ প্রণাম করে না সে কালে ॥ ৯৬
যবনালয়ে থাকিলে ঘৃত, ল'য়ে কে করে যজ্ঞব্রত,
গব্য কেবল গোপ-গৃহে গ্রাহ্য।
যদি কুল-কন্যা যুবতীকে, নিশিতে কেউ শ্মশানে দেখে,
সে নারী পতির হয় ত্যজ্য ॥ ৯৭

* * *

তোমার এই রাজবেশে জগতের দ্বেষ।

যার, চোরের সঙ্গে কুটুম্বিতে, সদা যায় চোরের বাড়ীতে,
সাধু হ'য়ে সে পড়েন বন্দিশালে।
সেই কৃষ্ণ বট তুমি, ত্যজে রাধার কুঞ্জভূমি,
স্থান-দোষে নাথ! অপবিত্র হ'লে॥ ৯৮
বিশেষ, তোমার এই রাজবেশ, এ বেশে জগতের দ্বেষ,
কোন্ দেশে কে উপদেশ লয়।
রাজ-আভরণ রাজছত্র, রাজ-বসনে ঢাকা গাত্র,
দেখে হয় না প্রেমের উদয়॥ ৯৯
এ রূপে মজে না মন, ওহে মন্মথমোহন!
মন হ'লো মোর শত মণ ভারী।
বিকিয়েছিলাম বিনি মূলে, কি রূপ কদম্ব-মূলে,
দেখিয়েছিলে ওহে বংশীধারি!॥ ১০০

আলিয়া—কাওয়ালী।

প্রেমের উদয় করে না বিনে ব্রজের রূপ।
ব্রজনাথ! কই স্বরূপ॥
সেই যে নবীন জলধর, দ্বিভুজ মুরলী-ধর,
গঙ্গাধর-ভাব্য যে রূপ অপরূপ॥

অলকা-তিলকযুক্ত কায় হে,
যে রূপ চিন্তিলে নাথ ! শমন লুকায় হে,
জীবের গমন স্বর্গাদি সকায় হে,
ভক্তের হাটে যে রূপ বিকায় হে,
রাজসিংহাসনোপরি, আছ রাজভূষণ পরি,
এ নয় সুদৃশ্য, ওহে বিশ্বরূপ ! ॥ (ট)

বৃন্দে কন,—পদ্মনেত্র ! আনি নাই আমি খতপত্র,
ছল মাত্র যেন সমুদায়।
ব'ল্‌লাম কত রসাভাষে, পাসকথা তোমার পাশে,
এখন, সার তত্ত্ব জানাই কানাই ! ॥ ১০১
রাধার প্রতিজ্ঞা বলবর্ত্ত, দেহ করিবেন পরিবর্ত্ত,
ব'সে আছেন চিতা সজ্জা করি।
শুনে তাঁর বন্ধু বান্ধব, ব্রজে সব গেছে মাধব !
তোমায় আন্‌তে পাঠালেন কিশোরী ॥ ১০২
কথাটা নাথ ! কর গ্রহ, ধনাদি রাধার সংগ্রহ,
যে কিছু আছে হে ভগবান্ !
যে ধনের যেই পাত্র, লিখে ইচ্ছা-দান-পত্র,
নিদান-কালে দিতেছেন দান ॥ ১০৩

বিদ্যা নিলেন সরস্বতী, বুদ্ধি নিলেন বৃহস্পতি,
ধরাকে দিয়েছেন ধৈর্য্য-শক্তি।
কেবল, নিজ সঙ্গে মান যাবে, জ্ঞান দিয়েছেন শুকদেবে,
নারদকে দিয়েছেন কৃষ্ণভক্তি ॥ ১০৪
নয়নে এসেছি দেখে, নয়নের ভঙ্গি রাধিকে,
হরিণীকে দিয়েছেন হে হরি!
গমনের গৌরবের অংশ, কিছু পেয়েছে রাজহংস,
কিছু দিয়েছেন করীকে কৃপা করি ॥ ১০৫
কণ্ঠের মধুর ধ্বনি, কোকিলকে দিয়েছেন ধনী,
শতদলকে দিয়েছেন সৌরভ।
চন্দ্রকে অঙ্গের জ্যোতি, দিয়েছেন গুণবতী,
গণপতিকে দিয়েছেন গৌরব ॥ ১০৬
কটিদেশের কোটি ব্যাখ্যে, সিংহকে দিয়েছেন ভিক্ষে,
প্রতাপ দিয়েছেন দিবাকরে।
যে ধন অতি প্রশংসার, শুন ওহে সারাৎসার!
সার ধন রেখেছেন তোমার তরে ॥ ১০৭

ভেঁরো—একতালা।

চল চল চঞ্চলপদে নাথ! চল হে বৃন্দারণ্যে।
বিতরণ করে প্যারী নিধনকালে আর অন্য ধন,

ওহে কৃষ্ণধন ! কেবল জীবন রেখেছেন তোমার জন্যে ॥
চল চল ওহে জীবন রাধার !
একবার সে যমুনা-জীবন-পার,
জীবনের জীবনকান্তে জীবনান্তে,ডেকেছে রাজার কন্যে ॥
বলেন প্যারী,—"এখন কৃষ্ণ-শোকানলে,
বেঁচে আছেন কৃষ্ণ-নামৌষধি-বলে,
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে,
নাথ ! কে আছে আর তোমা ভিন্নে,—
বিলম্ব করো না ওহে রসময় !
কিশোরীর এখন বড় অসময়,
এ সংসার সব বিষময়, ওহে বিশ্বময় !
মনের কথা তোমা বিনে কে জানে অন্যে ॥ (ঠ)

বৃন্দা,—শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

চল চল কালোবরণ ! কালবিলম্ব কি কারণ,
অনিত্য কথায় ক'রে রঙ্গ।
ওহে পঙ্কজ-আঁখি বঙ্ক ! তোমারি লভ্যের অঙ্ক,
জলে জল বাধিল জলদাঙ্গ ! ॥ ১০৮
যখন ধনভাগ্য পায় পুরুষে, পায় পায় ধন পায় সে ব'সে,
কোথাকার ধন কোথা এসে পড়ে।

কপালের বশ হয়ে বিধি, বিধিমত করিয়া নিধি,
এনে দেন আপনি মাথায় ক'রে ॥ ১০৯
ধন হয় না অন্বেষণে, ধন হয় না অধ্যয়নে,
ধন ধন করিলে কি ধন ঘটে ?
পণ্ডিতের উপবাস, মূর্খের অট্টালিকায় বাস,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন বটে ॥ ১১০
তুমি হে গোকুলেশ্বর ! ব্রজে দ্বাদশ বৎসর,
রাহুর দশায় কত ভোগ ভুগ্‌লে।
এখন হে কুব্জাপতি ! একাদশ বৃহস্পতি,
এ দশা কেবল দশার কালে ॥ ১১১
নৈলে তুমি যারে ক'র্‌ছো নিধন,
সে চায় তোমায় দিতে ধন, একি ধন-ভাগ্য ? গুণমণি !
চল একবার বৃন্দাবন, এখনি এসো,—কতক্ষণ !
রাণীকে সুধাও কি বলেন বা উনি ॥ ১১২
কি হয় উহাঁর মতি, হয় কি না হয় অনুমতি,
কি জানি নাথ ! তোমারি বা কি মতি ?
না দেখে যদি কুব্জায়, তিল-মধ্যে প্রাণ যায়,
ও সঙ্গে যায়, তাতেই বা কি ক্ষতি ? ॥ ১১৩
আর কুব্জায় ল'য়ে ব্রজে বাস, কর যদি হে পীতবাস !
তবে যে উভয় পক্ষে রক্ষে হয়।

যদি বিবেচনা হয় বিহিত, রাধার জীবন-ত্যাগ রহিত,
আমি গিয়ে করি হে দয়াময় ! ॥ ১১৪
হবে না হয় তুজনা নারী, রাখ্‌বে মন তু-জনারি,
বাধা তায় দিবে না রাধা সতী।
দেখে পুরুষের পরম দোষ, মনে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ,
সতী ত্যাগ করে না নিজ পতি ॥ ১১৫
যদি বল হে গুণমণি ! অবলা অভিমানিনী,
কুজ্জা আমার নূতন প্রেয়সী।
কার সনে হবে ঐক্যতা, সবাই করিবে বিপক্ষতা,
তোমরা তো রাধার কেনা দাসী ॥ ১১৬
কার সঙ্গে হবে ভাব, ওর সেখানে লোকাভাব,
কাঁদাবে সবে কুমন্ত্রণা করি।
নব্য বয়সের রসিকে, প্রাণ-তুল্য প্রেয়সীকে,
নিরানন্দে ভাসাইতে নারি ॥ ১১৭
তা ভেবো না গুণধাম ! তোমারি ত সে ব্রজধাম,
তারাই তারা,—তুমি তথাকার চন্দ্র।
তুমি দিবে চাঁদ যার করে, তায় কে নিরানন্দ করে,
বাম যারে শ্যাম ! সেই তো নিরানন্দ ॥ ১১৮

———

পরজ—একতালা।

কুব্জা প্রাণের প্রেয়সী, কাঁদ্‌বে কেন কালোশশি।
তার কি নিরানন্দ থাকে, গোবিন্দ যার হৃদয়-বাসী।
মিলিয়ে দিব বৃন্দাবনে, যত এক-বয়সী নারীর সনে,
জটিলে মা সেই হবে ওর, বড়াই হবে দেখনহাসি॥ (ভ)

কাব্য শুনি কমলাক্ষ, বৃন্দেরে কহেন বাক্য,
নারি সই দু-নারী স্বীকার কর্‌তে।
চরণ দিলে দুই তরিতে, কেমন বিপদ হয় তরিতে,
তরঙ্গে তাহারে হয় মর্‌তে॥ ১১৯
দুই গুরু—সমূহ দোষ, উভয়ে সদা অসন্তোষ,
দুই ব্যবস্থায় ক্রিয়া হয় মন্দ।
দুই রাজার হইলে গ্রাম, প্রজার কষ্ট অবিশ্রাম,
দু-দলী গ্রামেতে সদাই দ্বন্দ্ব॥ ১২০
অশেষ যন্ত্রণা ভোগে, দুই সন্তান এক যোগে,
জন্মে যদি পোয়াতীর উদরে।
দুই মনেতে নাই মুক্তি, এক মুখেতে দুই উক্তি,—
কর্‌লে,—তারে রাজা দণ্ড করে॥ ১২১
দুই ধর্ম্ম আচরণে, গতি পায় না কোন জনে,
দুকুল হারায় দুপথগামী।

দুই বৈদ্য গেল্লে ঘরে, যুক্তি করতে রোগী মরে,
দুই নারীতে মত করিনে আমি ॥ ১২২
বৃন্দে বলে প্রাণাধিক ! ধিক্ তোমারে ধিক্ ধিক্,
স্ত্রীরত্ন-তুলনা রত্ন আছে কি দয়াময় ?
তোমার দুই নারী নাই প্রবৃত্তি, রসিক হ'লে খেদ-নিবৃত্তি,
শত স্ত্রী হইলে নাহি হয় ॥ ১২৩
দশ হাজার রমণী-সঙ্গে, দশানন বঞ্চিল রঙ্গে,
কুন্তী মাদ্রী পাণ্ডুর দুই নারী।
অদিতি কদ্রু বিনতা, সঙ্গে ত্রয়োদশ বনিতা,
কশ্যপ আছেন বংশীধারি ! ॥ ১২৪
অগ্নি আছেন শীতল সদা, দুই ভার্য্যা স্বাহা স্বধা,—
সঙ্গে—রস-রঙ্গে অবিশ্রাম।
লইয়া সাতাশ ভার্য্যে, চন্দ্র আছেন সৌভার্য্যে,
এক এক-ভার্য্যার গুণ শুন হে শ্যাম ! ॥ ১২৫
ভরণী ঘরণী ঘরে, কত কষ্ট দেন নরে,
জগৎ জ্বালায় যার জ্বলে।
আর তার আর্দ্রা ধনী, প্রাণিগণের মহাপ্রাণী,
টানাটানি করেন জ্বরের কালে। ১২৬
যে জন চলে মঘায়, রাখে কিম্বা বাঘে খায়,
মঘায় ভোগায় নানাভোগে।

দুর্গা ব'লে দিলে সাড়া, মানেন না উত্তরাষাঢ়া,
উত্তরভাদ্র—যাত্রায় কি রোগে ॥ ১২৭
বিশাখা মাগী বিষে ভরা, বিষাদ ঘটায় ত্বরা,
বিড়ম্বনা করে বিবিধ কার্য্যে।
এরা চাঁদেতে লাগায় গ্রহণ, চাঁদকে করায় চান্দ্রায়ণ।
তবু চাঁদের কত মন, লইয়ে পাপিনী ন-টা ভার্য্যে ॥ ১২৮
দুই ভার্য্যে শিবের শ্যাম! তরঙ্গিনী একজনার নাম,
এক জনার নাম করালবদনী কালী।
তোমার এই যে দুই নারী, যেমন কুব্জা তেমনি প্যারী,
এরা মাটির মেয়ে, খাঁটী সোণাতে তৌলি ॥ ১২৯

খাম্বাজ— কাওয়ালী।

কে রমণী মহাকালের ঘরে!
অসিখণ্ড বামার বাম করে॥
পরবাসে স্ববাসে কি কাননবাসে,
লাজ নাহি বাসে, বামা তেয়াগিয়ে বাসে,—
কৃত্তিবাসের হৃদে বাস করে॥
শিরে তরঙ্গিণীর কত তরঙ্গ, তাই শিবের রসরঙ্গ,
স্বপত্নী-সহিত দ্বন্দ্ব, নিরখিয়ে সদানন্দ,
ভাসিছেন সদানন্দ-সাগরে॥ (ঢ)

যুগল-মিলন।

কৃষ্ণ কহিছেন শেষ, সখি! সে শুন বিশেষ,
মধুর বৃন্দাবন ত্যজ্য করি।
এক পদ নাহি গমন, করিতে কংস-দমন,
অংশরূপে এলাম কংসপুরী ॥ ১৩০
আমি গোলোক পরিহরি, গোকুলে এসে বিহরি,
গোকুল আমার গোলোকের স্বরূপ।
কমলিনী কমলাক্ষী, তিনি গোলোকের লক্ষ্মী,
এক-অঙ্গ,—বিচ্ছেদ কিরূপ ॥ ১৩১
তোমরা সঙ্গিনী রাধার, সেই গোলোকের পরিবার,
সেই বিরজা এখন যমুনা।
স্বপনে বিচ্ছেদ দেখি, মথুরায় এসেছ সখি!
বিধির বিপাকে বিড়ম্বনা ॥ ১৩২
নাই ব্রজে প্রমাদ,—বৃন্দে! দেখগে সবে প্রেমানন্দে;
শুনে বৃন্দে শ্রীমুখের উক্তি।
ভেবেছিল নৈরাকার, দেহ ছিল শবাকার,
অমনি জন্মিল দেহে শক্তি ॥ ১৩৩
শোক সন্তাপ পাসরে, প্রণমিয়া যজ্ঞেশ্বরে,
সত্বরে উত্তরে বৃন্দাবনে।

দেখে গোকুলে সেই উৎসব, রাখাল-সঙ্গে সেই কেশব,
সেই গোধন লইয়ে গোবর্দ্ধনে ॥ ১৩৪
সেই কুসুমের সৌরভ, সেই গোপিকার গৌরব,
সেই মধুর রব কর্‌তেছে কোকিলে।
পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ, লোকে যেমন বিস্মরণ,
তেমনি বৃন্দে গেল বিচ্ছেদ ভুলে ॥ ১৩৫
রাই কোথা ব'লে সুধায়, দেখিতে রাধায় ধায়,
উপনীতা মদন-কুঞ্জবনে।
দানবারি দুঃখ-নিবারী, দেখে বৃন্দের বহে বারি,
অনিবারি যুগল নয়নে ॥ ১৩৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি শোভা কমলিনী শ্যাম সনে।
যেন সৌদামিনী জড়িত ঘনে।
দেখে রজনী বাসরে, ভৃঙ্গ ডাকে ব্রজেশ্বরে,
পদ ঘনাইয়ে গুণ গুণ স্বরে,
হেরে যুগলরূপ কিশোরী-কিশোরে,
কোকিল পঞ্চমস্বরে ডাকে সঘনে ॥ (ণ)

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-লীলা অর্থাৎ দূতীসংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার খেদ।

কৃষ্ণ গোকুলবাসীরে ফেলে, বিরহ-সমুদ্রজলে,
আরোহণ করি রথোপরে।
বলভদ্রে সঙ্গে ল'য়ে, যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে,
অবতীর্ণ হইল মধুপুরে॥ ১
হরি, দুরাত্মা কংস বধিয়ে, উগ্রসেনে প্রবোধিয়ে,
রাজ্য দিয়ে দ্বারকাতে যান।
হেথায় ব্যাকুল গোকুলবাসী, দিনে কৃষ্ণপক্ষ-নিশি,
বিনে কৃষ্ণ ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ ২
সব শূন্য জ্ঞানোদয়, দ্বাদশ-অরুণোদয়,
হেন তাপে বৃন্দাবন জ্বলে।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব'লে খেদে, অষ্টসখী-মধ্যে রাধে,
অষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত ভূমিতলে॥ ৩

খাম্বাজ—যৎ।

কে সজনি! কৃষ্ণ-নাম শুনালি আমার শ্রবণে।
আবার কি জন্যে ঔষধি পাপ-জীবনে॥

পাব না পাব না হরি, বৃথা সে ভাবনা করি,
প্রাণান্ত হইলে এখন বাঁচি গো প্রাণে।
মরণে ছিল বাসনা, তাহাতো এখন হ'লো না,
মরণ-হরণ কৃষ্ণ-নামের গুণে॥ (ক)

বলে,—চিতে-সজ্জা কর সই! কিম্বা জলশায়ী হই,
কত সই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা।
বনদগ্ধা মৃগী প্রায়, মন-দগ্ধা দগ্ধ কায়,
বলি কা'য় করি কি মন্ত্রণা॥ ৪
কি সুখে বাঁচিব ধনি! রাধে কৃষ্ণধনে ধনী,—
এই ধ্বনি ছিল বৃন্দাবনে।
আমায়, কে দিল অভিসম্পাত, ঘুচিল সুখ-সম্পদ,
পদচ্যুত,—অচ্যুত বিহনে॥ ৫
আমার প্রাণের কি প্রয়োজন, সে প্রিয় ভাব যখন,
ঘুচাইল সে প্রিয় মাধব।
করিতে বিরহ-শান্তি, ভেবে জলধর-কান্তি,
জলদগ্নি-মধ্যে প্রবেশিব॥ ৬

খট্‌-ভৈরবী—একতালা।

সই! কে যাবে মধুভুবনে।
মৃতদেহে আর, জীবন রাধার,—
কে দিবে এনে, সই! মধুসূদনে॥

প্রাণ দহে কৃষ্ণ-বিরহ-তপন,
কে মোর আপন, করে প্রাণপণ,
ক'রে নিরূপণ দুঃখের আলাপন,
কে জানাবে গিয়ে হরির চরণে॥

ঘুচাইল বিধি সুখের বিহার,
হ'রে নিল নীলরতনের হার,
শমন-সমান বিরহ-প্রহার,
বল কত আর সহে পরাণে॥

জেনে এস, সখি! রাখিতে গোকুল,
কত দিনে হরি হবেন অনুকূল,
দাশরথি দীনে কবে দিবে কূল,
গোকুলচন্দ্র ভব-তুফানে॥ (খ)

বৃন্দার উক্তি।

পরজ—আড়া।

কেন রত্নময়ি রাই! ত্য'জে রত্নাসন।
নাই ভূষণ, তোর আসন ধরাসন।
কেঁদ না রাই! এনে দিব সে পীতবসন॥ (গ)

শ্রীরাধিকাকে বৃন্দার সান্ত্বনা।

ওগো এ কেমন ধারা, নয়নেতে ধারা,
ধরাসনে কেন রাধিকে?
কেন হও দুর্ভরসা, একি ঘোর দুর্দ্দশা,
দু-দিন দুর্দ্দিন দেখে॥ ৭
দিয়ে নয়ন-প্রহরী, রেখেছিলে হরি,
সে হরি হরিল চোরে।
আমি যমুনা তরিব, সে চোরে ধরিব,
সে ধন এনে দিব তোরে॥ ৮
হবে সুদিন প্রভাত, পাবে দিননাথ,
এ দিন কি কখন রয়?
রাধে! অতি দীনহীন, পায় শুভদিন,
চিরদিন সমান নয়॥ ৯

তোমার গোবিন্দ আসিবে, বিবন্ধ নাশিবে,
ভাসিবে মনের সুখে।
আর ঢেল না অঙ্গ, দেখে তরঙ্গ,
রঙ্গময়ি রাধিকে! ॥ ১০
আমি করি তোরে মানা, রাধে! আর ভেব না,
ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে।
যে জন ভাবনাতে ভোর, ভাবনার সাগর,
ভাবনাতে ভাসায় তারে ॥ ১১
তোমার, ভেবে নিশিদিন, তনু হৈল ক্ষীণ,
প্রাণ হারাইবে পাছে।
এমন অনেকের হয়, তোমা ব'লে নয়,
জন্মিলে যাতনা আছে ॥ ১২
কভু সুখ শরীরে, কভু দুঃখনীরে,
নিরাপদে যায় না জন্ম।
ঘটে সকলের আপদ, আপদ সম্পদ,
সংসার-ধর্ম্মের কর্ম্ম ॥ ১৩
তখন, ধরিয়ে পদারবিন্দে, বিনয়ে কহিছে বৃন্দে,
শ্রীগোবিন্দে এনে দিব ব্রজে।
শুন রাধে! সারোদ্ধার, করিব বিপদোদ্ধার,
বিপদনাশিনী-পদ পূ'জে ॥ ১৪

বিনা দৈব-আরাধন, না হয় কার্য্য-সাধন,
অকালে বোধন করি রাম।
দেবী পূ'জে হরষিতে, উদ্ধার করিল সীতে,
রাবণে অসিতে হৈল বাম॥ ১৫
পূজিব কালীর কায়, কৃপাময়ীর কৃপায়,
অনুপায় দূরে যায় জানি।
ভ্রূভঙ্গে চাহিলে তারা, ত্রিভঙ্গ আসিবে ত্বরা,
কাতরা হয়ো না কমলিনি!॥ ১৬
কালী হ'লে অনুকূল, অকূলে পাইবে কূল,
প্রতিকূল রবে না শ্রীহরি।
ঘুচাবে মনের কালি, কৈলাস-বাসিনী কালী,
ঐ মানস কর গো কিশোরি!॥ ১৭

* * *

শ্রীরাধিকা ও বৃন্দার শ্যামা-পূজা।

তখন করিবারে ব্রজে গতি, করে বৃন্দে সুসঙ্গতি,
দ্রুতগতি যায় ব্রজাঙ্গনা।
পূজা ক'রে শুভঙ্করী, ঘট-মধ্যে ঘটা করি,
ঘটে যার অঘট ঘটনা॥ ১৮
বিধিমতে আনে দ্রব্য, পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য,
পঞ্চশাখা পঞ্চম রতন।

পঞ্চদীপ আনে ত্বরা, পূজিতে পঞ্চত্বহরা,
পঞ্চদেব অগ্রে আবাহন ॥ ১৯
রক্ত কোকনদ জবা, কুসুম সুন্দর-শোভা,
সিন্দূর চন্দন যত্নে নিল।
আনি জাহ্নবীর নীর, ভক্তিভাবে ভবানীর,
পদাম্বুজে অর্পণ করিল ॥ ২০
উপচার নাহি সংখ্য, বস্ত্র আভরণ শঙ্খ,
সঙ্কটনাশিনী-সন্নিকটে।
দিয়ে চরণে কুসুমাঞ্জলি, ক'রে গোপী কৃতাঞ্জলি,
বলে উমে! উদ্ধার উৎকটে ॥ ২১
ওগো মা ত্রিপুরেশ্বরি! হে শিবে! হে শুভঙ্করি!
অশুভনাশিনী বেদে বলে।
দেহি দুর্গে! কৃষ্ণধন, হর বিচ্ছেদ-বেদন,
নিবেদন চরণ-কমলে ॥ ২২

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সঙ্কটহরা শিবে শ্যামা! শ্যাম কবে আসিবে!
গোকুল-অন্ধকার কবে নাশিবে।
গোপিকা সুখে ভাসিবে, সে নীলমাধব কি প্রকাশিবে,
নির্দয় গোবিন্দ রাধায় ভাল বাসিবে ॥

তুমি কৃষ্ণপ্রদায়িনী, দিয়ে হর হররাণি!
দত্তাপহারিণী ব'লে লোকে দুষিবে।
গোপীর প্রতি রাগ সম্বর, দেহি দুর্গে! পীতাম্বর,
না দিলে নিতান্ত রাধা ডুবে মরিবে॥ (ঘ)

তখন ব্রহ্মময়ী রাধিকার, মর্ম্ম বুঝে সাধ্য কার,
দুটী চক্ষে শতধারা বহে।
হয়ে অতি ম্রিয়মাণ, বলে, রাখ দুর্গে! রাখ মান,
দহে প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে॥ ২৩
তব আশ্রিত গোপিনী, শুন গো বিশ্বব্যাপিনি!
বিশ্বম্ভরে! হর কেন তবে।
কর শত্রু-পরাভব, ঝটিতে প্রসন্না ভব,
অসম্ভব এত কি সম্ভবে?॥ ২৪
চরণে মিনতি করি, ক্ষম দোষ ক্ষেমঙ্করি!
অক্ষম-অধম-দুঃখহরা।
কৃপাঙ্কুরু হে ত্রিপুরে! প্রাণকৃষ্ণ মধুপুরে,
দহে প্রাণ!—দেহি দুর্গে! ত্বরা॥ ২৫
ত্রাহি মে, হে ভীমে! হে উমে! কৃষ্ণ দেহি মে॥ ২৬
ওমা কিঞ্চিৎ কর কৃপা, কঙ্কালী কালস্বরূপা!
ত্বং কালী কপালমালিকে।।

কৈবল্য-বিধায়িনি ! কৌমারি ! হে কল্যাণি !

কল্যাণ দেহি মে কালি কালিকে ! ॥ ২৭

মা চণ্ডমুণ্ড-দমনি ! চন্দ্রচূড়-রমণি !

চণ্ডনায়িকে ! চণ্ডিকে ! ।

ভ্রমরি ! ভ্রমর-হরা, অসিতে ! অসিধরা,

অমর-আপদ-খণ্ডিকে ! ॥ ২৮

হরি-হীন দুর্গতি, হর গো হৈমবতি !

হের গো হেরম্ব-জননি !

অর্পণা অন্নপূর্ণা ! হে দুর্গে ! হেমবর্ণা,

হের মে হরি-ভক্তি-দায়িনি ! ২৯

ব্রহ্মাণী বিশ্বেশ্বরী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,

বিষয়-বাসনা-বারিণী ।

শঙ্কর-সীমন্তিনী, সর্ব্বাপদ-হন্তিনী,

সর্ব্বসিদ্ধিকারিণী ॥ ৩০

অপরা পরাৎপরা, শঙ্করী সারাৎসারা,

সংসারার্ণব-তারিণী ।

হে গিরিশ-গৃহিণি ! গদাধর-রমণি !

গোপীরে গোবিন্দদায়িনী ॥ ৩১

আশুতোষ-রমণী, আশু দুঃখ-ভঞ্জিনী,

অশুভ-নাশিনী অম্বিকে ! ।

বারাহি ! বিরূপাক্ষী, বৈষ্ণবী বিশালাক্ষী,
বিমলা বিপদ-ভঞ্জিকে ॥ ৩২
ত্বং বিষ্ণু হর বিধি, সাগর সঙ্গম আদি,
স্থাবর জঙ্গমাদি জানি।
ত্বমর্থ ত্বং সমর্থ, হে দুর্গে ! সর্ব্বতীর্থ,
ত্বং নিত্য নিত্যানন্দ-রূপিণী ॥ ৩৩
ত্বং দিবে ত্বংহি রাত্রি, সৃজন-লয়কর্ত্রী,
স্বর্গাদি রসাতল মহী।
অজ্ঞান দাশরথি, করে মা ! এ আরতী,
ত্বং পদে রতি মতি দেহি ॥ ৩৪

বৃন্দার মথুরা-যাত্রা।

তখন যোড়করে, স্তব করে, গোকুল-কামিনী।
স্তবে তুষ্টা, কৃপা-দৃষ্টা, হইলা ভবানী ॥ ৩৫
দিলা বর, পীতাম্বর, আসিবে গোকুলে।
শুন বার্ত্তা, কর যাত্রা, সে মধুমণ্ডলে ॥ ৩৬
শুভদাত্রী, শিবকর্ত্রী, কন দৈববাণী।
বৃন্দে বলে, দৈব-বলে, দুঃখ হরে জানি ॥ ৩৭
দৈববাণী হৈতে পাব দৈবকী-নন্দনে।
গেল শাস্তি, দুঃখ নাস্তি, হৈল এত দিনে ॥ ৩৮

বৃন্দা দূতী, করে স্তুতি, বুঝায়ে রাধারে।
সকাতরা, হয়ে ত্বরা, উদয় মধুপুরে ॥ ৩৯
দুঃখানলে, শুষ্ক তনু, হেলে পড়ে বায়।
মুক্তকেশী, ছিন্নবেশী, অতি জীর্ণ কায় ॥ ৪০
পীতাম্বর-শোকেতে অম্বর অসম্বরা।
প্রেম-বিরহে, চক্ষে বহে, তারাকারা ধারা ॥ ৪১
যেন মণিহারা ফণী, উন্মাদিনী ধনী।
চিন্তা করে,—কিরূপে পাইব চিন্তামণি ॥ ৪২
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে, কৃষ্ণ ! কোথায় রহিলে।
কোথা হে ! গোপীর প্রাণ দহিলে দহিলে ॥ ৪৩
বৃক্ষমূলে শোকাকুলে চক্ষে বহে বারি।
আন্‌তে বারি আইল যত মথুরা-নাগরী ॥ ৪৪
নারীগণে দেখি বৃন্দে কান্দিয়া বিকল।
বলে, কে তোরা গো দুঃখিনীর উপায় কিছু বল ॥ ৪৫

———

সুরট—যৎ।

তোমরা কেউ দেখেছ নয়নে,—
সেই রাধার নয়নাঞ্জন নবজলদ-বরণে।
তাঁর পরিধান পীতবসন, করে বংশী নিদর্শন,
আসি ব'লে অদর্শন, হৈল বৃন্দাবনে ॥

শুন গো সজনি! শুন, না পেলে তার অন্বেষণ,
জীবন ত্যজিবে রাধে, যমুনার জীবনে॥
তার কমল যুগল কর, কমলিনী-মধুকর,
নিন্দে কোটি সুধাকর, চরণ-কিরণে,—
যে চরণে ভাগীরথী, বঞ্চিত হয় দাশরথি,
সে হরির চরণে॥ (৬)

রমণীর দুঃখে কাঁদে রমণী সকলে।
সন্নিধান সন্ধান জানায় সে সকলে॥ ৪৬
বৃন্দে আগমন মনে জানিয়ে মাধবে।
নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন উদ্ধবে॥ ৪৭
উদ্ধব বৃন্দের অতি সম্মান করিল।
সভা করি দ্রুত গিয়ে সভায় আনিল॥ ৪৮
হৃষীকেশ-রাজবেশ দেখে ব্রজাঙ্গনা।
নির্ভয় নির্দ্দয় বলি করিছে ভৎর্সনা॥ ৪৯

খট্-ভৈরবী—একতালা।

হরি! প্যারী প'ড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ! কি সুখে বিরাজ—
কর তুমি রাজ-সিংহাসনে॥

সুবর্ণ-বরণী রাজকুমারীর, কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবরণ শরীর,
কব কি যাতনা তব কিশোরীর,
আছ কি শরীর বেঁধে পাষাণে॥
নব নব নারী করিছে সোহাগ,
রাগে মরি তব দেখে নব রাগ,
কিসের রঙ্গরাগ, কিসের অনুরাগ,
সকলি বিরাগ, কিশোরী বিনে॥ (চ)

—একতালা।

কেমন ধর্ম্ম তোমার শ্যাম! ভাবি নিশি-দিন।
দিননাথ! যারে দাও শুভদিন,
তারে দীনের অধীন ক'রে,
আবার কাঁদাও চিরদিন॥ (ছ)

মথুরার রাজ-সভায় বৃন্দার গমন,—শ্রীকৃষ্ণের নিকট
শ্রীরাধিকার অবস্থা বর্ণনা।

আমি গোকুলবাসিনী, পরদুঃখে দুঃখিনী,
বৃন্দে গোপরমণী।

পাছে না পার চিন্‌তে, মনে কত ঘোর চিন্তে,

হয় হে চিন্তামণি ! ॥ ৫০

ওহে গোপের গোবিন্দ ! গোকুলের চন্দ্র !

উদয় মধুপুরে আসি ।

নাই সাধন ভজন, উন্মাদ-লক্ষণ,

ব্রজনাথ বিনে ব্রজবাসী ॥ ৫১

তোমায় করি মিনতি, কমলিনীর প্রতি,

কঠিনতা ভাব ছাড় ।

রাধার ওষ্ঠাগত প্রাণ, করিতেছে আনচান,

কাতরা হয়েছে বড় ॥ ৫২

সে স্থবর্ণ-বরণী, বিবর্ণ-ধারিণী,

অধৈর্য্যা ধরণী পরে !

কাঁদে সোণার ভ্রমরী, গুমরি গুমরি,

গুণ্ গুণ্ গুণ্ স্বরে ॥ ৫৩

আছ কুব্জার রঙ্গে, রস-প্রসঙ্গে,

বল্‌তে শুন্‌তে লাজ ।

এত নিন্দের অঙ্ক, এমন কলঙ্ক,

রেখ না বঙ্করাজ ! ॥ ৫৪

তোমার লাবণ্য হেরি, কাঁদে নীলগিরি,

নবঘন লুকা'ল লাজে ।

ওহে বিনে রাই-রূপে, এ রূপে কিরূপে,
কুরূপা কুব্জা সাজে ॥ ৫৫
তোমার লাবণ্য ভাবিয়া, অঙ্গনে বসিয়া,
কাঁদিতেছে অঙ্গদেবী।
উঠে অশক্ত চলিতে, কেঁদে বলে ললিতে,
কে তোরা মথুরা যাবি। ৫৬
সব ছিন্ন ভিন্ন, হ'ল তোমা ভিন্ন,
গোকুলের চিহ্ন নাই।
যত বৃক্ষের শাখা, শুকাইল সখা।
বিশাখা বলে, বিষ খাই ॥ ৫৭
আর কুঞ্জেতে গুঞ্জে না, ভ্রমরা ভ্রমরী,
মরি মরি মনোদুঃখে।
সদা দুবাহু পসারি, কাঁদে শুক শারী,
যতেক লোকেতে দেখে ॥ ৫৮
কেঁদে শারী বলে,—শুক! মনে নাহি সুখ,
কি সুখেতে নৃত্য করি।
কেহ গেল না আনতে, মধুর বসন্তে,
মধুসূদনে মধুপুরী ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধামে আগমন,—যুগল মিলন।

বৃন্দেরে প্রবোধিয়া কহেন শ্রীহরি।
বিবন্ধে পড়িয়া, বৃন্দে! আছি মধুপুরী॥ ৬০
অভিশাপ জন্যে দুঃখ পায় জগজ্জন।
মুনির শাপে জয় বিজয়, রাক্ষসকুলে জন্ম হয়,
কুম্ভকর্ণ আর দশানন॥ ৬১
মুনিপুত্র-শাপে হয় পরীক্ষিতের নিধন।
পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়, শাপ কভু মিথ্যা নয়,
সত্য সত্য বেদের বচন॥ ৬২
দূতী কহে,—রসময়! ও কথা হে এ সময়,
ভাল নাহি লাগে তোমার মুখে।
ব্রজে চল একটীবার, বিলম্ব ক'রো না আর,
দেখ্‌বে রাধা আছেন কি দুখে॥ ৬৩
দূতী-বাক্যে দুঃখিত হইয়া দয়াময়।
নিদয় শরীরে হৈল প্রেমের উদয়॥ ৬৪
ভাবিয়া ব্রজের ভাব অন্তর অধৈর্য্য।
ভক্ত জন্য সিংহাসন করিলেন ত্যজ্য॥ ৬৫
ব্রজের বেশ হৃষীকেশ ধরিয়া সানন্দ।
গোকুলে উদয় হরি গোকুলের চন্দ্র॥ ৬৬

নিকুঞ্জেতে যুগল-মিলন হৈল আসি।
মৃত্যুদেহে জীবন পাইল ব্রজবাসী ॥ ৬৭
নন্দালয় নিরানন্দ হইল বিমুখ।
দুবাহু পসারি সুখে নাচে শারী শুক ॥ ৬৮
রাখাল পাইল প্রাণ, হেরি গোবিন্দেরে।
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হ'লো, গোপীর মন্দিরে ॥ ৬৯
কোকিল ললিত গায়, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, গুঞ্জরে, কুঞ্জে অলি ॥ ৭০

সুরট—যৎ।

বিরাজে ব্রজে রাধাশ্যামে।
রাধে কোটিচন্দ্র সাজে, কালো জলদের বামে ॥
কিবা ত্রিভুবন-মনোহর, রূপ রাধা-বংশীধর,
নিরখিতে গঙ্গাধর, এলেন ব্রজধামে।
পূরাইতে মনসাধ, ভাবে ব্রহ্মা গদ-গদ,
পূজিল গোবিন্দ-পদ, চন্দন-কুসুমে ॥ (জ)

নন্দ-বিদায়।

—•◇•—

কংসের কারাগারে দেবকীর বিলাপ।

অক্রূর সহিত হরি, ব্রজপুর পরিহরি,
কংসরাজ্য মধুপুরী, মধ্যে উপনীত।
ধ্বংস করি কংসেরে, গিয়ে দেখেন কারাগারে,
বসুদেব দেবকীরে, পাষাণে পীড়িত ॥ ১
দেখেন কাঁদিছে বসু, বলে, কোথা রে অমূল্য বসু!
কৃষ্ণ! তোমার ইষ্ট এই কি মনে!
হাঁরে, সমুদ্র থাকিতে করে, গেল জীবন জীবনেয় তরে,
জীবনের জীবন হাঁরে! তাও কি সয় জীবনে? ॥ ২
তুমি নন্দন থাক্‌তে হরি, বন্ধনে প্রাণ পরিহরি,
তুই এসে এই মধুপুরী, আছ রে নিশ্চিন্ত।
শুনেছি কথা সম্পষ্ট, কংস তো হয়েছে নষ্ট,
তবে কেন রে প্রাণকৃষ্ণ! আমাদের প্রাণান্ত ॥ ৩
এই দেখ জননী তোর, তোর শোকে সদা কাতর,
অন্তরে যাতনা নিরন্তর।
একে তো প্রস্তর-ক্লেশ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ,
পুত্র হ'য়ে অবশেষ, তুই হলি প্রস্তর ॥ ৪

তখন দেখিছেন দেবকীপুত্র, দেবকী পাষাণ-গাত্র,
অস্থিচর্ম্ম অস্তি মাত্র, প্রাণ মাত্র বাকী।
দুনয়নে বহে নীর, শোকে গোবিন্দ-জননীর,
নিরন্তর নীরযুক্ত আঁখি ॥ ৫
কাঁদে কেবল কৃষ্ণ ব'লে, দুঃখে বক্ষের পাষাণ গলে,
পাষাণ-হৃদয় ছেলে, কোথা রে গোবিন্দ!
তোর শোকে প্রাণ-অবসান, তাতে বক্ষে এই পাষাণ,
সাধ্য কার খণ্ডান বিধির নির্ব্বন্ধ ॥ ৬

সুরট-মল্লার—তেতালা।

শমন-সঙ্কটে তরি কেমনে।
ও মন পাতকি!—ভাব কি মনে,
কিসে হবে রে বিশ্বাস,এ বি-শ্বাস বিনাশ,—জীবনে
ভেবে দেখ মন! মনে, একবার ভবে আগমনে,
আমি বলিতে বলেছি রাধারমণে,—
তুই এসে ধরণীতলে, ছজন কুজনে ভুলে,
বিজনে সে জনে তো পূজিলিনে॥
এখন কি করি কি দিবা কর,
ভয়ঙ্কর দিবাকর,—সুত-বিহিত ভব-বন্ধনে।

আশা-কুবৃত্তি হ'তে; যদি নিবৃত্তি হ'তে,
তবে প্রবৃত্তি হ'তো হরির চরণে॥
জঠরে যন্ত্রণা-পেয়ে, জঠর কঠোর-দায়ে,
অযতনে হারালি সে রতনে।
ভেবে অহং কার, যদি অহঙ্কার-হত-চিত,
হ'তে চিত, তবে, ভব-পারে ভাবি কেনে॥ (ক)

ঝিঁঝিট—একতালা।

দুখে গেল রে জীবন! ওরে দুখিনীর জীবন!!
পাষাণ-ভরে আমার হৃদয় কাতর,
কোথায় পাষাণ-হৃদয় নিদয় বারিদ-বরণ!॥
কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে,
গর্ভে ধারণ করেছিলাম আমি তোরে।—বাপ! একি তাপ,
একবার জীবনান্তকালে, মাকে দেখা দিলে,
দুঃখের বেলায় তবু যুড়াতো জীবন॥
কংস-ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি,
সদানন্দ-হৃদয়-ধনে প্রাণে ফাঁকি,
হায়! একি দায়! কেবল জঠরে যন্ত্রণা,
দিলি কেলেসোণা, আমার ক্লেশ না হ'লো নিবারণ॥ (খ)

শ্রীকৃষ্ণের নিকট জনৈক দ্বারীর কর্ম্ম-প্রার্থনা।

দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন হরি, হেন কালে এক বৃদ্ধ দ্বারী,
পদ্মনেত্রে প্রণতি করি, দিতেছে পরিচয়।
বলে, হে ভূলোক-ভর্ত্তা! তুমি তো ত্রিলোকের কর্ত্তা,
জানে কি সামান্য লোকে মহিমার নিশ্চয়॥ ৭
ওহে কৃষ্ণ কংসারি! কৃতান্ত-ভয়ান্তকারি!
আমি কংসের নিযুক্ত দ্বারী, আছি হে বহুকাল।
এখন তো বয়সের শেষ, অঙ্গে শক্তি নাই বিশেষ,
সংসারটা তাতে বিশেষ, ঘটেছে জঞ্জাল॥ ৮
শুনিলাম, এখন তোমার রাজ্য,তোমারি হাতে কর্ম্ম-কার্য্য,
তুমি তো সমস্ত দেশের কর্ত্তা সর্ব্বময়।
নিবেদন করিয়ে রাখি, কর নির্ব্বেদন নীরজ-আঁখি!
কর্ম্মক্ষেত্রে ভাল কর্ম্ম, দিয়ে ব্রহ্মময়॥ ৯
শুনে হরি বলেন, ওহে দ্বারি! এখন আমি ব্যস্ত ভারি,
অন্য কথা কহিতে আমার অবকাশ নাই।
লোকটী তুমি ভাল হে দ্বারি! তোমার ভাল করতে পারি,
আপাতক তো আমার হাতে কর্ম্ম কার্য্য নাই॥ ১০
তোমার কর্ম্ম যেমন হয় না কেন,
আর নাই তোর ভাবনা কোন,
কিছু কাল কর কাল-যাপন, অন্য কারাগারে।

দ্বারি ! লোকটা তুমি উপযুক্ত, তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত,
ফল তোরে দেবই দেব ক'রে ॥ ১১
ফলের কথা শুনিবা মাত্রে, অনিবার বারি নেত্রে,
দ্বারী অমনি পদ্মনেত্র-যুগলে,—
বলে, কর্ম্ম চেয়েছি ব্রহ্মময় ! ফল দিবার তো কথা নয়,
হাঁ হে, কর্ম্মফল তো ফলে ফল্‌লেই ফলে ॥ ১২
কৈ করুণা করুণা-সিন্ধু ! কাতর জনের বন্ধু !—
ফলে আমার কাতর অন্তরে।
কি বল্‌লে হে বৈকুণ্ঠ-নিধি ! শেষে কর্‌লে এই বিধি,
আবার বল্‌লে কেন যেতে অন্য কারাগারে ॥ ১৩

খাম্বাজ—পোস্তা।

কারাগার হ'তে আবার, বল্‌লে কারাগারে যেতে।
গেলে সেই কারাগারে, কার-আগারে হবে যেতে।
জন্ম-কারাগারেতে, কর্ম্ম-কারাগারেতে,
ব্রহ্ম-কারাগার হ'তে পাঠাবে কারাগারেতে ॥ (গ)

দেবকী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

আবার দেখিছেন হরি, দেবকী শোক-পরিহরি,
হরি প্রতি ভক্তি করি কয়।

বলে,—হে গোলোকের স্বামি! ত্রিলোক রাখিতে তুমি,
ভূলোকেতে হইলে উদয় ॥ ১৪
হাঁহে, ধরায় এত কে ভাগ্য ধরে, তোমারে উদরে ধরে,
ব্রহ্মাণ্ড তব উদরে, ওহে ব্রহ্মময়!।
তবে কেন বৈকুণ্ঠনাথ! করিতে বৈরঙ্গ পাত,
বৈমুখ হইলা দয়াময়। ॥ ১৫
হাঁহে! তুমিই তো জগতে জনক,তোমার যে জননী-জনক,
সেটা কেবল ভ্রমজনক মাত্র।
তুমি বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন, চিরকালের চিরন্তন,
তোমায় চিন্তা করেছিলাম, তাইতে বলে দেবকীর পুত্র॥১৬
কেবল জগতের রিপু নাশিতে, নিজ কীর্ত্তি প্রকাশিতে,
তুমিই সীতে, তুমিই অসিতে, তুমিই রবি-ভৈরবী।
তুমিই গোকুল প্রকাশিলে, তুমিই অগ্নি তুমিই শিলে,
তুমিই তো করেছ শিলে অহল্যা মানবী ॥ ১৭
এইরূপে কত প্রকারে, দেবকী যত স্তুতি করে,
দ্বারে দাঁড়ায়ে দেখেন মাধব।
তখন তুষ্ট হয়ে অন্তর্যামী, অনন্ত ভুবনের স্বামী,
রাম সহ হ'লেন দেবকীর অন্তরে উদ্ভব ॥ ১৮
ত্যজিয়ে বাৎসল্য-ভাবে, দেবকী দেখে ভক্তিভাবে,
স্বয়ম্ভুরূপ হৃদয়-মন্দিরে।

দে'খে নাই সুখের বিরাম, কৃষ্ণ-সহ বলরাম,
যুগলের যুগল রূপ হেরে ॥ ১৯

সুরট—ঝাঁপতাল।

দেখিছেন দেবকী চিতে, রামকৃষ্ণ-যুগলেতে,
অমরপুর-বন্দিত রজতমণি মরকত।
ইন্দ্রনীল-নিন্দিত, নীল-নলিনী-দলগত,—
জল-জলদ-রুচি-রুচির হরি-হর যেন মিলিত ॥
কিবা শিঙ্গা-শোভিত রাম-কর, বাঁশীতে শোভে শ্যাম-কর,
রেবতী-মনোরমণ রাম, রাধামোহন রাধানাথ,—
দাশরথি কয় ও দেবকি! ও রূপের তুলনা দিব কি?
শুক নারদ যাতে বিবেকী,
বিধি আদি যাতে মোহিত ॥ (ঘ)

চিত্ত-মাঝে নিত্য-রূপ দেখিছেন দেবকী।
করেন মায়ায় বদ্ধ, মায়াময়, মা বলিয়া ডাকি ॥ ২০
ভ্রান্ত গিয়ে অন্তরেতে উদয় হ'লো আসি।
ডাকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জগৎকান্তে নয়ন-জলে ভাসি ॥ ২১
বলে, কংস-ভয়ে নন্দালয়ে তোমাকে রেখে এসে।
ও নীলকান্ত! জীবনান্ত হয় আমাদের শেষে ॥ ২২

ওরে, তোর শোকে কি, আর বুকে কি, এ যন্ত্রণা সয় রে ?
দিলে কত কষ্ট, কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ! কংস দুরাশয় রে ॥ ২৩
দে রে বন্ধন খুলে, বদন তুলে, দেখি চাঁদ-বদন রে।
হর হৃদয়ের বেদন, হৃদয়ের ধন ! দূরে যাক রোদন রে ২৪
ওরে, ঐ তোর জনক, দুঃখ-জনক, বক্ষ-মাঝে শিলে !
হয়ে তুমি পুত্র, সেই কুপুত্র, শত্রু ত নাশিলে ॥ ২৫
একবার এসেছ যদি, ও নীল-নিধি ! নিকটে এসো মোর।
দেখে মায়ের দুঃখ, হয়েছে সুখ, ও মোর সন্তান পামর !॥
হ'বে প্রাণ-হারা,—যাতনা হারা, নিধিকে নিরখিলে।
হবে সুস্থ দেহ সজীব, জীবের জীবকে পেলে কোলে ॥ ২৭
একবার মা বোলে ডাক রে কৃষ্ণ ! কষ্ট যাক্ দূরে।
কর বক্ষ রক্ষে, ব্যাখ্যে তোমার থাক্‌বে মধুপুরে ॥ ২৮

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় আয় কোলে, ডাক মা ব'লে রে।
ভূমিষ্ঠ অবধি কৃষ্ণ ! হারাই হারাধন তোরে ॥
আয় হেরি হারাণে-সোণা !—
এই দেখ বুকে, ও তোর শোকের উপর যাতনা,
পাষাণ তুলে বাঁচাও ও নীল-বরণ !
পাষাণ-জ্বালা জননীরে।

ঐ দেখ কাঁদিছে বসু, আয় কোথা রে,—
দেখা দে রে অমূল্য বসু।
বধিলে বধ রে—ও মাধব! আসি কংসাসুরে ॥ (৬)

নন্দরাজের বিলাপ।

মুক্ত করি বসুদেব দেবকীর বন্ধন।
বিনয়ে করিয়ে হরি চরণ-বন্দন ॥ ২৯
প্রবোধ-বাক্যে বুঝা'য়ে বসুদেব দেবকীকে।
মথুরা হইতে বিদায় করিতে নন্দকে ॥ ৩০
বলরামকে বলেন দাদা! বল গে বসুদেবে!
নন্দকে বিদায় করা তাহারি সম্ভবে ॥ ৩১
নন্দ তো জানে না কৃষ্ণ, পুত্র নয় আমার।
আমি জানায়েছি, পিতা নন্দই আমার ॥ ৩২
যে কার্য্যে এসেছি আমি অবনীমণ্ডলে।
কার্য্য-সাধন হয় না আমার, নন্দালয়ে গেলে ॥ ৩৩
শত্রু-বিনাশন-সূত্রে সংসারেতে আসা।
ভক্তের পূরাতে আশা, নন্দালয়ে বাসা ॥ ৩৪
আমার কাছে পিতা মাতা ভাই খুড়া জেঠা।
সকলি সমান, আমি যখন হই যেটা ॥ ৩৫

এইরূপ কহিছেন হরি, কিন্তু নয়নে বারি অনিবারি,
জগতের বিপদ-বারী, বারিদ-বরণ।
হরি এমনি ভক্তের বাঁধা, ভক্তের রয়েছেন বাধা,
ভক্তের হাতে পড়েছেন বাঁধা, যে রাধারমণ॥ ৩৬
ওকে মুক্তি জন্য ভক্ত ভাবে, পুত্রভাবে নন্দ ভাবে,
ভুলে আছেন সেই ভাবে, ভক্তিপ্রিয় মাধব।
নন্দের বাৎসল্য ভাবে, কৈবল্যের কর্ত্তা-ভাবে,
সে ভাব দেখিলে ভবের, ভাবের উদ্ভব॥ ৩৭
তখন এই কথা শুনিবামাত্র, রেবতীর প্রিয়-পাত্র,
বসুদেবের নিকটে গিয়া কন।
শুনিয়ে সমস্ত বাক্য, হয়ে বসুদেব সজলাক্ষ,
করেন নন্দের নিকটে গমন॥ ৩৮
গিয়ে বসু কন বাণী, পিতা সত্য বট মানি,
আমি তো কেবল উপলক্ষ মাত্র।
তোমার স্নেহে প্রতিপালন, তোমারি গৃহেতে রন,
তোমার এখন পরম প্রিয়পাত্র॥ ৩৯
কিন্তু মূলসূত্র শুন হে নন্দ! পুত্র নন কারো গোবিন্দ,
উঁহার পুত্র পরিবার জগৎসংসার।
কিছু নাই ওঁর অগোচরে, উনিই কর্ত্তা চরাচরে,
উনিই সার, উনিই অসার, উনিই সারাৎসার॥ ৪০

অবনীর উদ্ধার জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,
দেবকীর গর্ভে নারায়ণ।
কি কব তাঁহার তত্ত্ব, ভব যাঁর ভাবে মত্ত,
বিরিঞ্চি যাঁর বাঞ্ছিত চরণ ॥ ৪১
অতএব শুন ভাই নন্দ! তোমারি তো ছেলে গোবিন্দ,
বৃথা কি দেবকী তবে গর্ভ-জ্বালাটা ভুগ্‌বে?
এখন দুদিন এখানে রাখ, আর ত কেউ লবেনা ক,
তোমার গোপাল তোমারি থাক্‌বে ॥ ৪২

* * *

বসুদেবের এই বাক্য শুনিয়া, নন্দের চিত্ত তখন কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়া দেখ,—

এই কথা শুনিবামাত্র, স-নীর ত্রিনেত্র-নেত্র,
দেবরাজকে বজ্র সম লাগে।
শুনে মুখ তোলে না চতুর্ম্মুখ, বশিষ্ঠাদি বৈমুখ,
বাণী হারায়ে বাগ্‌বাদিনী, অবাক হলেন আগে ॥৪৩
শুনে এই সকল পরিচয়, নন্দ অমনি দণ্ড ছয়,
কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না মাংসপিণ্ডের মত।
মৃতদেহ ছিল প'ড়ে, কৃষ্ণ-নাম কর্ণ-কুহরে,
শুনায় তখন ইষ্ট মন্ত্রের মত ॥ ৪৪

কৃষ্ণ-নামের মহিমা এত, ছিল মহীতে প'ড়ে মোহিত,
গোপাল গোপাল ব'লে, অমনি কেঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
আবার বলে হে বসুদেব! তোমারে কি জন্যে দেব,
আমার প্রাণের গোপাল গুণেশ্বরে॥ ৪৫

ললিত-ভৈরবী—একতালা।

ও বসুদেব! তোর সঙ্গে প্রাণ-গোপালের কি সম্বন্ধ।
তাই ভেবে কি আমায় ফাঁকি দিয়ে, রাখ্‌বে গোবিন্দ॥
হায় কি কপাল, হারাই গোপাল, বিধি ঘটালে বিবন্ধ।
ত্রাণ কিসে পাই, মান কিসে পাই,
উপায় কিরে উপানন্দ॥
কেঁদে নন্দ চেতন-হারা, হারায়ে নয়নের তারা,
ছিদাম আদি যত তারা, সবে নিরানন্দ।
যে ধন হরের হৃদয়-পরে, সদা করে রে আনন্দ,
সে ধন বিদায় দেয় কেমনে নিদয়-হৃদয় নন্দ॥ (চ)

তখন চৈতন্য পাইয়ে নন্দ কাঁদে বার বার।
বলে, কোথা রে গোকুলের চাঁদ! দেখা দে একবার॥ ৪৬
বলে ও বসুদেব! হৃদয়-বস্তু তোমারে কেন দিব।
কেন দেবের দুর্ল্লভ দ্রব্য দেবকীরে দিব॥ ৪৭

যখন যশোদা ক'রেছিল মানা,
তা না শুনিয়ে তাহারে নামা,—
কপাল খেয়ে—করেছিলাম ব্যঙ্গ।
এনে ব্যাধের করে সঁপে দিলাম সাধের বিহঙ্গ॥ ৪৮
হায়! দুঃখে পড়েছে আমার মানের মাতঙ্গ।
কেন সুখের সমুদ্রে উঠে হে আজ শোকের তরঙ্গ॥ ৪৯
কি কলঙ্ক ঘটালেন মহেশের মহিষী।
সিংহ-শিশু কেড়ে লয়, মা! মহিষের মহিষী॥ ৫০
ও বসুদেব! এ চাতুরী শিখেছ কোথায় হে?
জ্বলে অঙ্গ জ্বলে তোমার কথার ব্যাভারে হে॥ ৫১
আমার উঠেছে দুঃখের নদী মাথায় মাথায় হে!
আমার চিন্তামণি কি তোমার ছেলে,
কেবল তোমারি কথায় হে॥ ৫২
তুমি মূল সূত্র ব'লে, পুত্র তোমার ত নয় হে।
হাঁহে, মূলের কথা বল্‌লে,—পুত্র তোমার তনয় হে॥ ৫৩
আবার বল্‌লে, তোমারি পুত্র, কেবল উপলক্ষ আমি।
আমায় প্রত্যক্ষ হইতে আবার লক্ষ্য কিসের তুমি॥ ৫৪
সদানন্দ জানেন, কৃষ্ণ নন্দের তনয় হে।
বসুদেব! বলিলে, কৃষ্ণ নন্দের ত নয় হে॥ ৫৫

নাই—অবিচার—দেশে বিচার, হায়! কি কর্‌লে শ্যামা।
হেদে, পরের ছেলেকে ছেলে বলে,
বেটা ছেলেধরার মামা॥ ৫৬
নন্দে দিলে গোবিন্দ ধন, মা সদানন্দরাণি!
কেন হর মা! হররমা! সদানন্দ নন্দরাণীর! ৫৭
এখন এ বিপদ উদ্ধার মা বিপদবিনাশিনি!
একবার হরি বল মন! হরি-স্মৃতি,—বিপদ্‌-বিনাশিনী॥৫৮
সঙ্কটে করুণা কর মা শঙ্করি!
যেন সন্তান হারায় না তোমার কিঙ্কর-কিঙ্করী॥৫৯

খট্‌-ভৈরবী—এক

মা! আজি কর ত্রাণ, কাতর সন্তান,
বড় বিপদে প'ড়ে ঈশানী।
যে ধন সাধন ক'রে তোরে, পেয়েছিলাম ঘরে,
কৃষ্ণধন অমূল্য রতন, নিল যজ্ঞস্থলে আমার সে নীলমণি।
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হ'য়ে হারা,
যে নন্দন নন্দরাণীর নয়ন-তারা,
ত্রিনয়নী ত্রিনয়নের নয়ন-তারা,
আমার নয়নতারার তারা তারিণী।

এ ধন নিধন হ'য়ে কি ধন ল'য়ে যাব,
গোধন চরাইতে এ ধন কোথা পাব,
কি ধন দিয়ে যশোদারে বুঝাইব,
তারিণি গো! তার নিধন প্রাণী ॥ (ছ)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজ-রাখালগণের বিলাপ।

তখন তারা বলে কাঁদে নন্দ, হারা হয়ে প্রাণ-গোবিন্দ,
ধরায় প'ড়ে ধূলায় ধূসর।
বলে, ওরে প্রাণাধিক! আমার প্রাণে ধিক্ ধিক্,
কেন আর আমি অধিক, তোর শোকে কাতর ॥ ৬০
হাঁরে! তুই যে নস্ সন্তান, পেলাম আমি সে সন্ধান,
বসু-শোক-সন্ধান, পূরিয়ে হৃদয় বিদরে।
তুমি কি জন্যে যাবে না ব্রজে,
ওরে গোপাল! গো-পাল ত্যজে,
রবে মথুরার ভূপাল-মন্দিরে ॥ ৬১
তোরে কে শিখালে এ মন্ত্রণা, এমন গনন তোর ছিল না
বল্ না, এটা কার ছলনা, তা আমার সঙ্গে কেন?
আমি বা কাহার লক্ষ্য, সবে মাত্র উপলক্ষ,
তুমি রে কুমার নীলরতন! ॥ ৬২

তায় কত বিপদ ঘটালে বিধি,
এই বালকটীতে মোর বাল্যাবধি,
সংসারের সকল লোকের দৃষ্টি।
ভবে আর তো লোকের ছেলে আছে,
কেউ তো যায় না তাদের কাছে,
আমার ছেলেটী কেবল সকলের লাগে মিষ্টি॥ ৬৩
সংসার সমুদ্র-মাঝে, সাগর-সিঞ্চিত ও-যে,
নীলকান্ত হ'তেও আমার নীলকান্ত বড়।
গেলে সে ধন বিলায়ে পরে,
প্রাণ কি রবে দেহ-পরে!
ঘরে পরে গঞ্জনা হবে যে বড়॥ ৬৪
মথুরায় তো অনেক দিন, এসেছ রে প্রাণ-গোবিন!
আর এখানে অধিক দিন, থাকার এই তো ফল রে!
আমি এমন দেশ ত দেখি নাই হরি! চল শীঘ্র পরিহরি,
পরের বস্তু লয় যে হরি, কি অধর্ম্মের ফল রে॥ ৬৫
হরি! আর যাবে না বৃন্দাবনে, উপানন্দ মুখে তা শুনে,
ছিদাম আদি রাখালগণে, প্রাণান্ত প্রমাদ গণে,
করিতেছে রোদন।
কেবল শব্দ হাহাকার, যেন প্রলয়ের আকার,
অমনি সবে শবাকার, ভূতলে পতন॥ ৬৬

কেউ বা উঠে কারে ধরে, কেউ উঠে কাহার করে,
কর দিয়ে কত প্রকারে, করিতেছে করুণা।
কেউ কেঁদে কয় ও সুবল! শুনে সংবাদ শুকাল বোল,
সত্য ক'রে বল্ কৃষ্ণ! বল্,—কেন যাবে না॥ ৬৭

কেউ কেঁদে কয় ও কানাই!
ব্রজবালকের আর কেউ নাই,
তুমি ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন মধুর বৃন্দাবন বন রে।
আমাদের দেহ মাত্র প্রাণ তুমি,
প্রাণাধিক রাখালের স্বামী,

বল কি দোষে যাবে না তুমি, নন্দের ভবন রে॥ ৬৮
কেঁদে ছিদাম বলে হে সখা,! তুমি বৃক্ষ আমরা শাখা,
তোমায় না পাইলে দেখা, রাখাল কিসে বাঁচে।
এদের, কল তুমি কৌশল তুমি, এদের সকলি তুমি,
তোমার কৌশল-শৃঙ্খলে এরা যখন বেঁচে আছে॥ ৬৯
ওরে ইন্দ্র-বৃষ্টি দাবানল, কে তাহে বাঁচাবে বল্,
বল কেবা ধরিবে গিরি, ও ভাই গিরিধর রে!
বল কি জন্যে যাবিনে ব্রজে, ব্রজনাথ! তুই ব্রজ ত্যজে,
কোন্ রাজার রাজ্যে এখন, ধর্‌বি ধরাধর রে?॥ ৭০
তুমি ব্রজে যদি আর না যাও কানু! তোমার ধেনু বেণু,
সে রুণু-ঝুনু, সুমধুর শব্দটী এখন কাদের নফর হবে?।

হাঁরে কানাই ! কি তোর জ্ঞান নাই ?
যাদের তুমি-ভিন্ন জ্ঞান নাই,
এখন তোমাকে হারায়ে তারা কার কাছে দাঁড়াবে ? ॥ ৭১

জঙ্গলা—একতালা।

ওরে ভাই কানাই !
শুন্‌লাম তুই নাকি আর যাবিনে বৃন্দাবনে।
ও তোর ধেনু কে চরাবে, বেণু কে বাজাবে,
কে বাঁচাবে বনে সে বিষ-জীবনে ॥
আমরা ছিদামাদি যত, তোর অনুগত,
ও ভাই কানু ! তা তো জান তো মনে।
ছি ভাই ! ভাঙ্গ্‌লে কেন, ওহে রাখালরাজ !
ব্রজের ধূলা খেলা (ছি ভাই ভাঙ্গ্‌লে কেন)
(আর তো হবে না) (হ'লো এ জন্মের মত)
বল কি অপরাধ হ'লো তোর রাঙ্গা চরণে ॥ (জ)

আবার কেঁদে ছিদাম, বলে, গোবিন্দ গুণধাম !
কি জন্যে রে ব্রজধাম, পরিহরিলে হরি ! ।
আমরা স্বপ্নেও শুনি নাই তা তো, তুমি নও নন্দের সুত,
তুমি ভূলোকের হরি নও, হাঁরে গোলোকের হরি ॥ ৭২

হাঁরে! তোমারে কি ভাবেন হর, হররাণীর মনোহর
হাঁরে! বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত তবে কি তুমি?
হাঁরে! বেদে কি তোমারি ব্যাখ্যে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে,
অন্তরে কি তুমিই অন্তর্যামী? ॥ ৭৩
যদি মোক্ষ জন্য তোমারে ভাবে,
তবে কেন ভাই সখ্যভাবে
দুঃখ দাও রে ভবের দুঃখহারি!
আমরা একটা কথা সুধাই তোরে,
ভবের লোক যে প'ড়ে কাতরে, ব্যগ্র-চিত্ত বারে বারে,
ডাকে সখা বিপদ্-তারণ হরি ॥ ৭৪
হাঁরে! ও রাখালের অঞ্জন। তবে বিপদভঞ্জন,—
তুমিই কি নিরঞ্জন, অসুর-দর্পহারী ॥ ৭৫
তবে আমরা করেছি কি রে, বাহিরে রাখিয়ে হীরে,
জীরের করেছি যত্নের চূড়ান্ত।
ব্রহ্মবস্তু পাইয়ে করে, কেউ কি রাখে অনাদরে,
কৌস্তুভ-শোভিত-হারে ও গোলোকের কান্ত। ॥৭৬
হাঁ ভাই! তুমিই ত জগতে শ্রেষ্ঠ,তোমার মুখে যে উচ্ছিষ্ট,
উন্মত্ত হয়ে,—কৃষ্ণ। দিয়েছি বারে বারে।
কর সে সকল দোষের শান্তি,ভ্রান্তি-মোচন। যদিও ভ্রান্তি—
জন্য গণ্য হ'লেও হ'তে পারে ॥ ৭৭

ওরে মুক্তি-কল্পতরু! তোয় ভুলে, কদম্ব-তরুর তলে,
কত যে কৌতুক-ছলে, মন্দ বলেছি গোবিন্দ!।
কিন্তু তোমারি চরণাশ্রিত, ছিদামাদি আমরা যত,
এত তো জানিনে ভাল মন্দ ॥ ৭৮
যে তুমি নও রাখালেশ্বর তুমি নিখিল-অখিলেশ্বর,
তোমার অবনীর নবনী-সর, শুধু নয় পিপাসা।
হাঁ ভাই! গোষ্ঠে গোচারণ-কালে,
কত অপরাধ তোর চরণতলে,
করেছি ভাই! তাই এলে চ'লে,
ভেঙ্গে আমাদের বৃন্দাবনের বাসা ॥ ৭৯
এইরূপে কাঁদে তখন, ছিদাম আদি রাখালগণ,
ধরাতলে প'ড়ে সবে রসাতলে যায়।
কাঁদে আর এদিকে উপানন্দ, উপায়ান্ত কাঁদিছে নন্দ,
বলে কোথা রে প্রাণ-গোবিন্দ! প্রাণ যায় প্রাণ যায় ॥ ৮০
দেখে বসুদেব বলে এ কি!
আমি একটী কথা বলেছি তা কি,—
সত্য?—তার কার্য্য জান আগে।
একি নন্দের মমতা রে, এত ত নাই মম তারে,
কোথা কৃষ্ণ!—শমতা রে, কর তোর পিতা নন্দে আগে ॥

ও সে, কার মায়াতে নন্দ কাঁদে,
মহামায়া যাঁর মায়ার ফাঁদে,
যাঁর মায়ায় যশোদা বাঁধে,
যাঁর মায়ায় যিনি নন্দের বাধা, মাথায় ক'রে বন।
যাঁর মায়াতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, যাঁর মায়ায় যিনি নন্দালয়,
তাঁরি মায়ায় কাঁদে রাখালগণ ॥ ৮২
বসুদেব বলেন কৃষ্ণ! তুমিই ত জগতের শ্রেষ্ঠ,
কারাগার-বন্ধন-কষ্ট, আমাদের ক'রে দূর।
এখন সৃষ্টি-স্থিতি হয় যে লয়,
তুমি নয় কিছু দিন নন্দালয়,—
থাকগে গিয়ে সে-ই বা কত দূর ॥ ৮৩
তোমায় যেরূপ নন্দের স্নেহ, জগতে কার সাধ্য কেহ,—
বুঝাইতে পারে এসে পারুক।
আমিত পার্‌লাম না বাপু! এ কষ্টের হাটে গুণ্‌তে হাপু,
এখন এখান হ'তে পালাই, আমার প্রাণটা তো যুড়াক্ ৮৪
হরি বিপদের মধুসূদন, বিপদ দেখিয়ে তখন,
নন্দের কোলেতে আসি অমনি উদয়।
এমনি কৃষ্ণের মায়া, ছিল যার চিত্তে যত মায়া,
অমনি করিয়ে মায়া, হরিলেন মায়াময়॥ ৮৫

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

বসিলেন কোলেতে হরি নন্দের হরিতে মায়া।
ধরিলেন শ্রীগোবিন্দ মোহিতে মোহিনী-মায়া॥
যে মায়ায় মোহিত আছে বিধি-পঞ্চানন,
যে মায়ায় মোহিত জীবের মহীতে ভ্রমণ,
যে মায়ায় যোগীন্দ্র-ইন্দ্র-মোহ মোহমায়া।
জ্ঞান-সৌদামিনী নন্দের উদয় অন্তরে,
বলে, রে গোবিন্দ! তুমি থাক মধুপুরে,
নন্দে ত্যজি সদানন্দে রবি রে সাদরে,
বারেক দিওরে দেখা, গিয়ে যশোদারে,
ত্যজিব যখন আমরা জীবন-মায়া॥ (ঝ)

নন্দের কোলে নীলমণি ;—নন্দের দিব্যজ্ঞান লাভ।

তখন, অম্নি কৃষ্ণের মায়ায় ভুলে, নন্দন করিয়ে কোলে,
বন্দন করিয়ে নন্দ বলে।
ওহে ত্রিলোকের ত্রিতাপহারি! ত্রিপুরারির হৃদয়-বিহারি!
তোমারি কৃপায় তুমি ছিলে গোকুলে॥ ৮৬
তুমি ত ত্রিলোকের পিতা, আবার আমায় ব'লেছিলে পিতা,
তুমিই তো তাপিত করলে হরি!

আবার মায়ারূপী তুমি হরি ! তোমারি যে মায়াপুরী,
তোমারি অযোধ্যা কাঞ্চী, দ্বারকা মথুরাপুরী ॥ ৮৭
একবার জীবনান্তে মহীমাঝে, দিলে দরশন মহিমা যে,
থাক্‌বে বহুকাল হে !
ওহে কৃতান্তভয়-অন্তকারি ! অন্তকালে ভয় তাহারি,
ওহে হরি ! কাল বেটা যে পরকালের কাল হে ॥৮৮
তখন হরি দেখ্‌লেন্ হলোনা কিছু,
করেন আকর্ষণ আর কিছু,
চিত্ত উহাদের নিত্যানন্দময়।
অম্‌নি শোক গেল দূরে, হলো উদয় হৃদয়-মন্দিরে,
নন্দের আনন্দ অতিশয় ॥ ৮৯
তখন উপানন্দে ডাকিয়ে বলে, আর কেন চল গোকুলে,
গোপকুলে সংবাদ জানাও।
হরি ঘটালেন বিবন্ধ, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে নন্দ,
কেঁদে বলে উপানন্দ, কেন মায়ায় পতিত হও ॥ ৯০
নন্দের বিদায়-কালে, হরি আবার গিয়ে বসিলেন কোলে,
বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে করিয়ে সান্ত্বনা।
দিলেন পিতাকে পীতাম্বর, কতকগুলি অম্বর,
শোক-সম্বরণ-হেতু, আভরণ নানা ॥ ৯১

* * *

যমুনাতীরে সমাগত নন্দ উপানন্দ ও ব্রজ-রাখালগণের

শ্রীকৃষ্ণ-জন্য খেদ।

তখন ভূলোকে গোলকের হরি, গোপকুল পরিহরি,
আসিয়ে মথুরাপুরী, থাকেন শ্রীনিবাস।
হেথায় আনন্দ ত্যজিয়ে নন্দ, সঙ্গে ল'য়ে উপানন্দ,
চিত্তে নিত্য নিরানন্দ, ত্যজিলেন প্রবাস-বাস॥ ৯২
ছিদাম আদি রাখালগণে, শমনে সামান্য গণে,
ঘৃণায় শমন-ভবনে, করিল গমন মন।
বলে, রাখালের জীবন হরি! রাখালে কেন পরিহরি,
থাকিলে হরি ল'য়ে জীবন-মন॥ ৯৩
তখন দিনমণি-সুতার তীরে, গিয়ে ব্রজবাসীরে,
করাঘাত করিয়ে শিরে, হারায়ে কেশবে সবে।
হরি যে করেছিলেন মায়া,
আবার পরিহরিলেন সেই মায়া,
এম্নি যে কৃষ্ণের মায়া, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ মহামায়া,
হলো মহীতে মোহিত সবে॥ ৯৪
অম্নি কেঁদে উঠে নন্দ, বলে ওরে উপানন্দ,
হারায়ে প্রাণ-গোবিন্দ, প্রাণ কিসে রবে!
এলাম্ কৃষ্ণধন দিয়ে বিদায়, এখন গিয়ে যশোদায়,
কি ধন দিয়ে কি ব'লে বুঝাবে॥ ৯৫

তখন এইরূপে কত প্রকারে, বিলাপ করিয়ে পরে,
যমুনার তীরে নীরে, কাতর হ'য়ে নন্দরায়।
অমনি হাহাকার শব্দ মুখে, কেউ কাঁদে উর্দ্ধমুখে,
কেউ বা দুঃখে পতিত ধরায়॥ ৯৬
তখন ছিদাম কাঁদিয়ে কয়, ভাই কানাই রে! এ সময়,
একবার এসে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে!
যার বাধা বয়েছো মাথায় ক'রে,
আজ সেই পিতা তোর কোথায় প'ড়ে,
হাঁরে পিতৃহত্যা হ'লে পরে, তুমি কিসের সন্তান রে॥ ৯৭

সুরট-মল্লার—একতালা।

কোথায় রহিলি রহিলি সুত!
রাখালের জীবন নন্দসুত!
ও তোর শোকে রে গোবিন্দ!
নিরানন্দ নন্দ, জীবনে জীবন্মৃত।
জীর্ণ শীর্ণ দেহে শূন্য হিতাহিত,
নয়নাম্বুজ নয়নাম্বু-যুত,
পুত্র হ'য়ে কর্‌লে হিতে বিপরীত,
পিতায় ক'রে তাপিত।

তপন-তনয়া-তীরে-নীরে তোর,
কাঁদে পিতা নন্দ শোকেতে কাতর,
কভু কান্দে ভূমিতে, কভু বা ত্যজিতে—
জীবনে জীবনোদ্যত।
একবার পরকালের কালে দরশন,
দে রে আসি কৃষ্ণ! পরকালের ধন!
বারি দেরে মুখে বারিদ-বরণ!
মরণ-কালে যা হিত॥ (ঐ)

শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোমতীর বিলাপ।

তখন অরুণ-তনয়া-তীরে, একত্রে ব্রজ-বসতিরে,
দারুণ কাতর হেরে, নন্দের কর্ণ-কুহরে,
করে কৃষ্ণ-নামের ধ্বনি।
তখন হরিনামামৃত-পানে, নন্দ প্রায় ত মৃত প্রাণে,
জ্ঞান প্রাপ্ত হইল অমনি॥ ৯৮
তখন নন্দ বলে,—উপানন্দ! হারা হ'য়ে প্রাণ-গোবিন্দ,
যশোদার নিকটে এখন কেমন ক'রে যাব।
তুমি হও হে অগ্রগামী, এই কদম্ব-তরুর তলে আমি,
কিছুকাল থাকি,—তবে বিলম্বেতে যাব॥ ৯৯
আবার কেঁদে বলে দারুণ বিধি!

এই কি তোর উচিত বিধি,
আমার হৃদয়ের নিধি, কে হরিয়ে লয়!
তখন অমনি ব্রজরাখাল সহ, উপানন্দ নিরুৎসাহ,—
চিত্তে চলে নন্দের আলয়॥ ১০০
দেখে ক্ষীর সর নবনী করে, 'আয় গোপাল' এই শব্দ করে
দ্বারে দাঁড়ায়ে নন্দ-মনোরমার।
উপানন্দে দেখিয়া কন, তোমরা এলে কতক্ষণ,
কৈ কত দূরে সে প্রাণধন, কৃষ্ণধন আমার॥ ১০১
দেখে বিরস তোমাদের মুখ, নীরস তরুর তুল্য,—বুক—
ফেটে আমার উঠিল উপানন্দ।
তোরা হয়ে এলি নিরানন্দ, বল্ কোথায় নৃপতি নন্দ,
হাঁরে যশোমতীর অমূল্য মতি কোথায় সে গোবিন্দ॥ ১০২
সত্য ক'রে বল ছিদাম! আমার কৃষ্ণ-বলরাম,
ব্রজধাম এলো কি না এলো।
আমি তবে রাখিব প্রাণ, নৈলে করি বিষ পান,
কৃষ্ণ-শোকে মিথ্যা প্রাণ, রাখায় ফল কি বলো॥ ১০৩
অমনি আঁখি ছল-ছল, প্রাণ-পাখিটী চঞ্চল,—
দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে হলো যশোদার।
রাণী কণ্ঠের নীল-মুক্ত-শোকে, মুক্তকণ্ঠে ডাকে কৃষ্ণকে,
অমনি ধরায় প'ড়ে ধূলা মাখে, চক্ষে শতধার॥ ১০৪

ক্ষণেক চৈতন্য নাই, ক্ষণেক বলে,—এলি কানাই !
এইরূপ কাঁদয়ে বার বার।
হেন কালে আসি নন্দ, বলে কোথায় আয় গোবিন্দ !
তোর শোকে তুনয়ন অন্ধ, দেখা দে একবার ॥ ১০৫
তখন কৃষ্ণশূন্য নন্দরাণী, শুনে ত্রিগুণ কাতরা রাণী,
বলে নন্দ নৃপমণি ! অমৃত ত্যজিয়ে এলে জলে।
তুমি রতন-হারা হয়ে সাগরে, ঘরে এসে অঞ্চলে গিরে
দিয়ে এখন অভাগীরে, ছলে বুঝাতে এলে ॥ ১০৬
তখন নন্দ বলে অভাগিনি ! তুই না চিনে কহিলি চিনি,
না চিনিলি পাইয়ে চিন্তামণি।
সে যে বসুদেব-দেবকী-সুত, তবে কেন তার করে সুত,
বাঁধিলি বলিয়ে সুত, ফণীকে খাওয়ালি ত ঘৃত,
বলিয়ে নীলমণি ॥ ১০৭
অতএব সে নয় সামান্য রাণী, তা হ'তেই ভবানী বাণী,
ভবের আরাধ্য তিনি, জীবের অন্তর।
অবনীর হরিতে ভার, অবনীতে অবতার,
এখন কর্ত্তা হয়েছেন মথুরার,কংসেরে পাঠায়ে লোকান্তর।
তখন নেত্রে বহে শতধার, কৃষ্ণ-শোকে যশোদার,
নন্দবাক্য শুনিয়ে কত মন্দভাষে ভাষে।

বলে ছিছি নন্দ! ধিক ধিক, দিলে যাতনা প্রাণাধিক,
কারে বিলায়ে প্রাণাধিক, প্রাণ ধরেছ কিসে॥ ১০৯
তোমায় কংসের আলয়ে যেতে নীলমণিকে লয়ে যেতে,
কত বারণ করেছি ও হে প্রমত্তবারণ!
যেমন তোমার চিত্ত ক্রূর, তেমনি তোমার সে অক্রূর,
যা হ'তে আর নাই ক্রূর, এই অর্থে নাম অক্রূর,
নৈলে কি হয় এত ক্রূর, অক্রূর কখন॥ ১১০
তখন লয়ে গেলে করিয়ে জোর, সঙ্গে আমার মাখন-চোর
এসে চোর হ'য়ে যে করছ জোর, ওহে নন্দরায়।

আমায় ছলে কলে বুঝাতে এলে,
করে ছল-ছল আঁখিযুগলে,
ছি ছি নন্দ! প্রাণ যে জ্বলে,
তোমার প্রবোধ-বচনে হায় হায়॥ ১১১

জঙ্গলা—একতালা।

প্রাণ যায় নন্দরায়!—প্রবোধ বচনে।
ছি ছি! ধিক্ জীবনে,—
জীবন হারায়ে, জীবন লয়ে, এলে ছিছি! ধিক্ জীবনে,
জীবন দিতে কি পার নাই যমুনার জীবনে।

আমার নীলকান্তমণি, মণির শিরোমণি,
নৃপমণি ! লয়ে গেলে বা কেনে,—
বল কোন্ পরাণে, রেখে এলে নাথ ! অনাথিনীর ধনে,
বল কোন্ পরাণে, আজি খোয়াইলে অমূল্য রতনে ॥ (ট)

তখন নন্দ বলে, ও অভাগিনি ! পুত্র নয় তব নীলমণি,
তবে যদি আমার কথা না মানি, তারে পুত্র-ভাবেই ভাব।
তা হ'লেও যে তোমার ঘরে, কিঞ্চিৎ নবনীর তরে,
নাইক আর কোন প্রকারে, আসার সম্ভব ॥ ১১২
দেখ দরিদ্রে পায় উচ্চপদ, তুচ্ছ করে ব্রহ্মপদ,
পদে পদে বিপদ ঘটায়।
সামান্য নদীতে তরঙ্গ হলে, ভাঙ্গে দুকূল অবহেলে,
একূল ওকূল সকলি ডুবায় ॥ ১১৩
গোপাল গোয়ালার ছেলে, গিয়ে কংস-বধের ছলে,
মথুরার অতুল সম্পদ হলো তার।
গোয়ালা ব'লে আর নাইক রুচি,সে মুচি হ'য়ে হয়েছে শুচি,
কৃষ্ণ তোমার কৃষ্ণ ভজেছে, সেথায় পেতেছে পসার ॥ ১১৪
ধর এই নাও ধড়া চূড়া বেণু,আর ভানু-কন্যার তীরে কানু,
তোমার নবলক্ষ ধেনু, পাল্‌বে না আর গোষ্ঠে।

আর কি বাধা সে মাথায় করে !—তার কথার ব্যথার ভরে,
প্রাণ কি আছে দেহ-পরে, সেই নিদয় হৃদয়ের তরে,
কাতর হৃদয় আমার বিদরিয়ে উঠে ॥ ১১৫

তখন নন্দ-বাক্য শুনে রাণীর, দু-নয়নে বহে নীর,
নীরদ-বরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা।
কেবল কাঁদে আর বলে হায় হায় !
আয় রে কৃষ্ণ ! প্রাণ যায় !
একবার এসে দেখা দেরে ও নবনী-চোরা ॥ ১১৬

তুমি যে দিন হতে ব্রজপুরী, পরিহরি গিয়াছ হরি !
প্রাণ হরি মথুরামণ্ডলে রে।
গোপাল তোমার অদর্শন-ব্যাধি, সেই অবধি নিরবধি,
আমার প্রবেশ করেছে হৃদি,
দেখ গো-কুলে গোকুল আদি,
অকূলে আকুল রে ॥ ১১৭

আমি কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিলাম যুগ্ম-করে,
তাইতে কি শোক-রত্নাকরে, ডুবালি আমাকে।
তবে কি জন্যে রে কমল-আঁখি।
তোরে আঁখিতে আঁখিতে রাখি,
নবনী ক্ষীর দিতাম চন্দ্রমুখে ॥ ১১৮

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

হায় কি এতকাল,—
বৃথা তোর যতনে দেহ পতন করিলাম আমি।
কেন কি দোষে নীলমণি!
ত্যজিয়ে জননী, দেশান্তরী হ'লে, বল রে তুমি॥
গোপাল ভিন্ন, ছিন্ন ভিন্ন বৃন্দারণ্য,
তোমা-শূন্য দেহে রয়েছি আমি,—
আরতো কেউ ডাকে না—ও গোপালের মা!
(তোমার গোপাল কোথায় ব'লে)
পথের কাঙ্গালিনী মত পথে পথে ভ্রমি॥ (ঠ)

উদ্ধব-সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার বিলাপ।

কংস ধ্বংস জন্য হরি, ব্রজপুরী পরিহরি,
মধুপুরী করি শ্রীহরি, ব্রহ্ম সনাতন।
নিস্তার করিতে সুরে, বিনাশ করি কংসাসুরে,
করেন মুক্ত দেবকীরে, কারাগার বন্ধন॥ ১
কুব্জা সনে সিংহাসনে, ভূষিত হয়ে রাজভূষণে,
আছেন রাজত্ব-শাসনে, ত্রিভঙ্গ মুরারি।
হেথা গোকুলে হরি-অদর্শনে, পতিত হয়ে ধরাসনে,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-হুতাশনে, দগ্ধ হন কিশোরী॥ ২
হেরে, গোকুলে কৃষ্ণ-শূন্য, দশ দিক্ হেরি শূন্য,
বাহ্যজ্ঞান হলো শূন্য, যেন উন্মাদিনী।
শ্যাম-বিরহ নিবারিতে, বৃন্দে আদি সঙ্গিনী॥ ৩
নয়নে না জল ধরে, গগনে হেরে জলধরে,
বলে, আমায় ঐ জলধরে এনে দে সখি।
এইরূপ নিকুঞ্জ-বনে, কুঞ্জরগামিনী কৃষ্ণ বিনে,
অচৈতন্য ধরাসনে, পড়েন চন্দ্রমুখী॥ ৪

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

কৃষ্ণ-শূন্য হেরি গোকুলে।
চৈতন্যরূপিণী পড়েন অচৈতন্য ধরাতলে॥
দেখে বৃন্দে আসি ধরে, বাক্য না সরে অধরে,
জলদের জল ঝরে, জল ঝরে আঁখি-যুগলে।
এ বিকার নির্ব্বিকার, কে করে বিনে নির্ব্বিকার,
আছে আর সাধ্য কার, অধিকার এ ভূমণ্ডলে॥ (ক)

দে'খে প্যারীর জ্ঞানশূন্য, হ'লো বৃন্দের জ্ঞান শূন্য,
বলে,—আজ হ'লো শূন্য, বৃন্দারণ্য-পুরী।
ধরায় রাই অচৈতন্য, করিবারে সচৈতন্য,
শুনায় চৈতন্য-রূপ কর্ণে মন্ত্র হরি॥ ৫
মহৌষধি নাম শুনিবামাত্র, উন্মীলন করিয়ে নেত্র,
বলেন আমার কমল-নেত্র, কই বৃন্দে!—কই।
কোথা গেলি রে বিশখা! বাঁচিনে হয়ে বি-সখা,
আনি আমার সে সখা, বাঁচাও যদি সই!॥ ৬
ও ললিতে! অঙ্গদেবি! তোরা আমার অঙ্গ দিবি,
বলেছিলি আনিয়ে গোকুলে।
সে কথা হলো অনেক দিন,সে দিনের আর বাকী ক'দিন,
আন্‌বি বুঝি সেই দিন, জীবনান্ত হ'লে॥ ৭

কাঁদিব কত নিশি দিন, জ্ঞান নাই মোর নিশি দিন,
হবে কি আর সে দিন, সুদিন রাধার।
অক্রুর হরিল যে দিন, সে দিন ফুরাল দিন,
ক'রে দীন,—দীনবন্ধু গিয়েছে আমার ॥ ৮
হরি,—ব'লে গিয়াছে আস্‌ব কাল, কাল হলো কত কাল,
সে কাল হয়ে মোর কাল-ভুজঙ্গ রূপ।
দংশিল আসিয়ে বক্ষে, রাধার জীবন হবে রক্ষে,
মহৌষধি আর নাই ত্রৈলোক্যে, বিনা বিশ্বরূপ ॥ ৯

ললিত—একতালা।

সই! কি হলো হলো, বক্ষেতে দংশিল,
শ্যাম-বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ।
সে বিষে কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার,
রাধার মূলাধার বিনে বাঁকা ত্রিভঙ্গ ॥
এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়,
বিষেতে আচ্ছন্ন হলো অঙ্গময়,—আর কি দুঃখ সয়,
ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো,—
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ॥ (খ)

মাধবের আদেশে উদ্ধবের ব্রজ-যাত্রা।

এইরূপ শ্রীরাধার, নয়নে বহে শতধার,
দেখে কাতর রাধায়, বৃন্দে কেঁদে কয়।
কর দুঃখ সম্বরণ, নবঘন-শ্যামবরণ,
আনিয়ে মিলাইব রাই তোমায়॥ ১০
বৃন্দে ভাবি হৃদে শ্রীহরি, আনিবারে শ্রীহরি,
করিছেন শ্রীহরি, এমন সময়।
হেথা অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত গুণ-বিশিষ্ট,
জগতের দুরদৃষ্ট, হরি জগৎময়॥ ১১
কাতরে কন মাধব, শুন হে সখা উদ্ধব।
আছি হয়ে মথুরার ধব, ব'সে সিংহাসনে।
পেয়ে এ বৈভব সব, তিলার্দ্ধ নাই উৎসব,
ব্রজের বসতি সব, না হেরে নয়নে॥ ১২
অবিলম্বে পদব্রজে, গমন করিয়ে ব্রজে,
আসি ব্রজের কুশল ক'বে।
ব'লে চক্ষে শতধার, ভব-নদীর কর্ণধার,
সংবাদ লইতে রাধার, পাঠান উদ্ধবে॥ ১৩
উদ্ধব প্রণমিয়া কৃষ্ণ-পদে, হৃদে দেখে দৃষ্ট মুদে,
ভবের ইষ্ট, গোলোকবিহারী।

দিননাথ-সুতার জলে, পার হ'য়ে ভাসে নয়ন-জলে,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অনলে জ্বলে, বৃন্দাবনপুরী ॥ ১৪
দাঁড়ায়ে যমুনার কূলে, দেখেন উদ্ধব গোকুলে,
ব্রজ-বসতি সব।
বৃক্ষের শুকায়েছে পল্লব, বিনা ব্রজের ব্রজ-বল্লভ,
পশুপক্ষী নীরব সব, না হেরে কেশব ॥ ১৫

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আসি দেখিছেন উদ্ধব ছিন্ন-ভিন্ন ব্রজ-মণ্ডলে।
হেরি কৃষ্ণশূন্য অচৈতন্য, পড়ে সব ধরাতলে ॥
ভ্রমে না ভ্রমর সব, কুসুমাদি কমলে নাহি রব,
হয়ে নীরব কোকিল কাঁদে তমালে,—
না শুনিয়ে মধুর বেণু, কাঁদে ধেনু সকলে,—
যমুনা হইয়েছে প্রবল, গোপিকার নয়ন-জলে ॥ (গ)

শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে শ্রীবৃন্দাবন ছিন্ন-ভিন্ন।

দেখে উদ্ধব দীনবান্ধব-ভিন্ন ছিন্ন-ভিন্ন।
আছে গোকুলে শোকাকুলে সকলে জীর্ণ শীর্ণ ॥ ১৬
নাই গোপিকার গৌরব, কুসুমের সৌরভ,
অলি বসে না কমলে।
শুষ্ক কলেবর, নীরব পিকবর, কাঁদে বসে তমালে ॥ ১৭

ব্রজের শ্রী হরি, লয়ে শ্রীহরি, করেছেন শ্রীহরি, মধুপুরে।
বিনা সে কেশব, সবে যেন শব, হয়ে আছে ব্রজপুরে ॥১৮
পণ্ডিত বিহনে যেমন, সভার শোভা নাই।
দিনমণি ভিন্ন যেন, দিনের শোভা নাই ॥ ১৯
রাজ্যের শোভা নাই যেমন, নরপতি বিনে।
ব্রাহ্মণের শোভা হয় না, যজ্ঞোপবীত বিহনে ॥ ২০
সরোবর কি শোভা পায় সলিল যদি না থাকে ?
বিদ্যাহীন পুরুষের শোভা নাই যেমন ভূলোকে ॥ ২১
দেবী না থাকিলে যেমন, মণ্ডপের শোভা হয় না।
সুপুত্র বিনে যেমন, বংশের শোভা রয় না ॥ ২২
নিশির শোভা হয় না যেমন, শশধর বিনে।
তেম্‌নি বৃন্দাবনচন্দ্র ভিন্ন, শোভা নাই বৃন্দাবনে ॥ ২৩
আছেন দাঁড়ায়ে উদ্ধব, যেথানে মাধব,
থাকিতেন মাধবীতলে।
দেখে দ্রুতগামিনী, এক কামিনী,
গিয়ে কমলিনীকে বলে ॥ ২৪
প'ড়ে কেন ধরাতল, বাঁধ গো কুন্তল,
গা তোল গা-তোল প্যারি !
"আর কেন গো কাতর, দেখে এলাম তোর,
এসেছে মনোচোর হরি ॥ ২৫

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রাই! চল চল যাই সকলে।
হরিতে দুঃখার্ণব, এসেছেন শ্রীমাধব,
দেখিলাম, দাঁড়ায়ে আছেন মাধবী-তরুর তলে॥
শোক সম্বর গো প্যারি! অম্বর সম্বর,
বিগলিত কুন্তলে কেন প'ড়ে ধরাতলে॥ (ঘ)

পরম-ভাগবত উদ্ধব-আগমনে বৃন্দাবনের প্রফুল্লতা।

উদ্ধবে মাধবে প্রভেদ, অবয়ব নাই ভেদাভেদ,
যেন ব্রজের হরি ব্রজে দেখে উদয়।
হয় নব-শাখা তরুবরে, সলিল পূর্ণ সরোবরে,
করে রব পিকবরে, যেন বসন্ত সময়॥ ২৬
বসে অলিদলে শতদলে সুখে, নৃত্য করে শারী শুকে,
পশু পক্ষী সকলে সুখে, করে রব গৌরবে।
যেন হলো কৃষ্ণের আগমন, প্রফুল্লিত সকলের মন,
মোহিত হলো বৃন্দাবন, ফুলের সৌরভে॥ ২৭
হেথায় ছিলেন রাই ধরাতলে, গোপিনী যখন ধ'রে তুলে,
বলে,—মাধবীতরুর তলে, দেখে এলাম কেশব।
শুনে রাধার নয়ন ভাসে, কত মিনতি-ভাষে ভাষে,
কায কি আর ও সম্ভাষে, ভাষে আর সবে॥ ২৮

আর পাব কি দীনবান্ধবে, ক'রে দীন বান্ধবে,
গি'য়ে ব'ধে মথুরার ধবে, পেয়েছেন বৈভব।
লয়ে ব্রজের শ্রী হরি, করেছে শ্রীহরি,
আর কি আমার শ্রীহরি, আসার সম্ভব॥ ২৯
বলে, রাই নয়ন গলে, শুনে গোপী কর-যুগলে,
বসন গলে দিয়ে বলে সত্য।
প্রবঞ্চনা করি নাই, গোকুলে এসেছেন কানাই,
বৃন্দাবন অসুখী নাই, সেইরূপ চিত্ত মত্ত॥ ৩০
হরি দিয়েছেন ব্রজের গৌরব, হয়েছে ফুলের সৌরভ,
পশু পক্ষী করিছে রব, নীরব গোকুলে নাই।
রাই দেখে-শুনে গোকুলের ভাব, ভাবের কিছু অনুভাব,
ভব-ভাবিনী ভাবেন এ ভাব, কি ভাব দেখ্‌তে পাই॥৩১
এক ভাবেন এসে নাই শ্যাম, আবার ভাবেন ঘনশ্যাম,
ব্রজধাম না এলে,—এ সব কি শুনি!
এত ভাবি অন্তরে, বৃন্দেরে কন সকাতরে,
চল যাই সত্বরে, হেরি গো চিন্তামণি॥ ৩২

সুরট—ঝাঁপতাল।

হরি হেরিতে হরি-সোহাগিনী, চঞ্চল চরণে চলে।
যেন মত্তা মাতঙ্গিনী এই ভূমণ্ডলে॥

গগন হ'তে শশী যেন উদয় আসি ভূতলে,
সখীগণ যেন তারা, ঘেরিল তারা সকলে ;—
হৃদে কাতরা, গমনে ত্বরা, ভাসে আঁখি-তারা জলে॥
রাধার চরণতল-কিরণ, যেন তরুণ অরুণ,
নখে দশখণ্ড শশী আছে পদ-কমলে,—
দাশরথি কহিছে যখন মুদিব আঁখি-যুগলে,
হৃদয়-পদ্মে যেন দেখি ও-পাদপদ্ম-যুগলে,
তবে কি আর ভয় ভবে কালে সে কালে॥ (ঙ)

শ্রীরাধিকার মাধবী তরুতলে গমন।

কুঞ্জ হ'তে যান যখন কুঞ্জরগামিনী।
ভূমে উদয় হয় যেন শত সৌদামিনী॥ ৩৩
হরির ধ্বনি ক'রে সব ধনী,, হরি যায় দেখিতে।
সঙ্গে সঙ্গিনী শ্যাম-সোহাগিনী, প্রেম-ধারা আঁখিতে॥ ৩৪
নাই বিশ্রাম রাধার, ভব—মূলাধার, দেখিবার জন্যে।
ভানু-শশি-বন্দিনী,ভানুজ-ভয়হারিণী, বৃকভানু-রাজকন্যে॥
ভবের সম্পদ, যে যুগল পদ, কুশাঙ্কুর বাজে সে পদে।
করেছিলেন পূজ্যমান,সেধে ভগবান, ধরেছিলেন যে পদে॥
হ'তেছে নির্গত, বিন্দুরক্ত, যেন অলক্ত শোভা পায় প্যাঁয়।
সেই শ্রীহরি ভিন্ন, যেন ছিন্ন, প্রমদায় প্রেম-দায়॥ ৩৭

নাই সুমধুর হাস্য, মলিন আস্য,
রাহু যেন শশধরে ধরে।
দেখেন,—দাঁড়ায়ে উদ্ধব, বলেন,—এ নয় মাধব,
এরে কি শ্রীধরে ধরে॥ ৩৮
কেন সখি! উৎসব, ব'লে ঐ কেশব!
প্যারীর তত বারি নয়ন-যুগলে গলে।
দেখে রাধার ভাব, না বুঝে সে ভাব,
শাসিল প্রবলে বলে॥ ৩৯
হরি ছিলেন প্রতিকূল, হলেন অনুকূল,
আজ যদি গোকুলে।
হলো যে মঙ্গল, কেন অমঙ্গল,—
বারি-নয়ন-যুগলে গলে॥ ৪০
শুনে ক'ন প্যারী, কৈ মধুপুরী—
এসেছেন পরিহরি হরি।
সেই অবয়ব, এত নয় মাধব,
দেখে ওরে গুমরি মরি॥ ৪১

ভৈঁরো-ললিত—একতালা।

কও কিরূপ ঐ বিশ্বরূপ, আছে সে রূপের বিভিন্ন।
শ্রীধরের শ্রী ধরে,—ধরায় ধরে কি, সই! অন্য॥

সে রূপ হেরে, মনকে ঘিরে, সখি! করে গো আচ্ছন্ন;
চিন্তামণির হৃদে শোভে ভৃগুমণির পদচিহ্ন॥ (চ)

উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা।

তখন, শুনি বাক্য কিশোরীর, বৃন্দের শিহরিল শরীর,
নিরখিল শ্যাম সে ত নয়!
মনেতে বিচার করি, শ্রীরাধার কিঙ্করী,
বিনয় করি উদ্ধবেরে কয়॥ ৪২
কে তুমি কোথায় ধাম, এসেছ হে ব্রজধাম,
রাধার গুণধাম অবয়ব সব।
ক'রে তোমার দৃশ্য রূপ, ঠিক যেন হে বিশ্বরূপ,
কিন্তু নও কেশব॥ ৪৩
শুনিয়ে কন উদ্ধব, মাধব নই আমি উদ্ধব,
পাঠালেন জগতের ধব, আমারে গোকুলে।
কেমন আছেন ব্রজবসতি, সঙ্গিনী আদি রাধাসতী,
মগ্ন আছেন শ্রীপতি, সদা শোকাকুলে॥ ৪৪
বৃন্দে, শুনিয়ে উদ্ধবের বচন, বারি-পূরিত দু-নয়ন,
বলে, প্যারীকে কি পদ্মলোচন করেছেন মনে।
দেখ, ব্রজের বসতি সব, ছিন্ন ভিন্ন যেন শব,
হ'য়ে আছি সবে শব, সেই কেশব বিনে॥ ৪৫

ক'রে গিয়াছেন যে দুর্দ্দশা, দেখ উদ্ধব! ব্রজের দশা,
দশম দশা হ'তে রাধার কত দশা হলো।
দীনবন্ধু ক'রে দীন, গিয়েছেন যেই দিন,
অন্ধকার নিশি দিন, সুদিন ফুরাল ॥ ৪৬

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হেরি অন্ধকার, হে উদ্ধব! ব্রজের ধব মাধব বিনে।
অক্রুর হরে লয় যে দিন দীনবন্ধুকে,
দিন গেছে সে দিন, নিশি দিন হয়েছে আজি দীনে॥
তারানাথের নয়নতারা, হারায়ে কাতরা,
গোপদারা সবে বৃন্দাবনে,—গেছে নয়নতারা,
তাবার তারাকারা ধারা, তারা-আরাধনের ধনে
না হেরে নয়নে॥ (ছ)

শুনে উদ্ধব কন যেমন রাই, মাধব কাতর ঐ ধারাই,
'রাই রাই' ভিন্ন নাই মুখে।
কমল-নেত্রে শতধার, ভব-নদীর কর্ণধার,
মগ্ন আছেন শ্রীরাধার,—বিচ্ছেদেতে দুঃখে ॥ ৪৭
শুনে বৃন্দে বলে, শ্যামসখা! হায়া হয়ে শ্যামসখা,
ললিতে আদি বিশখা, আছি সকলে ক্ষুণ্ণ।

জ্ঞান নাই মোদের পূর্ব্বোত্তর, না করিলে উত্তর,
প্রত্যুত্তরে হই কই উত্তীর্ণ ॥ ৪৮
ব্রজে পাঠান তোমায় অসম্ভব, যা পেয়েছেন বৈভব,
রাজরাণীও সম্ভব, হয়েছে মনোমত।
তাঁর গোকুলের সংবাদ লওয়া,
রোগীর যেমন ঔষধ খাওয়া,
বেগারের পুণ্যে গঙ্গায় নাওয়া, মনে নয় সম্মত ॥ ৪৯
কংসেরে করি নিধন, পেয়েছেন রাজ্যধন,
কৃষ্ণধন আর কি গোধন, চরাবেন গোকুলে!
যা হউক একটী শুধাই উদ্ধব! বিচারপতি কেমন মাধব,
হয়েছেন মথুরার ধব, শুনি সে সকলে ॥ ৫০
বিদ্যা বুদ্ধি জানি সকল, লেখা পড়ায় যেমন দখল,
জিজ্ঞাসিলে কথা, ককিয়ে ককিয়ে উঠে শ্যাম।
ছিল রাখাল লয়ে গলাগলি, সরস্বতীর সঙ্গে দলাদলি,
ও বিষয়টা গালাগালি, বিদ্যায় গুণধাম ॥ ৫১
লোকের শৈশব কালে হাতে খড়ি,
তাঁর হাতেতে পাঁচন-বাড়ী,
দিয়াছিল তাই বাড়াবাড়ি, কেবল গরুর জানেন ভাল যত্ন।
কর্‌ছেন গোঠে মাঠে হাঁটাহাটি, বাথানে তাঁর চতুষ্পাঠী,
গোচিকিৎসায় পরিপাটী, ঐ বিদ্যার ন্যায়রত্ন ॥ ৫২

শ্রীরাধার মানে দাসত্ব-খত, শ্যাম তায় দস্তখত,
কর্‌তে কত নাকে খত, দিয়েছেন কুঞ্জবনে।
যদি এখন হয়েছেন ধনী, কি ক'রে চালান রাজধানী,
কেমন বিচার করেন শুনি, ব'সে সিংহাসনে॥ ৫৩

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শুনি কি বিচার কর্‌লেন শ্রীহরি।
তবে কোন বিচারে মরে কিশোরী।
অচৈতন্য জ্ঞান-শূন্য, দিবা শর্ব্বরী॥
এই কি তার হ'লো বিচার,
গোকুলে করিলেন প্রচার,
সঁপিলাম মন কুলাচার পরিহরি!
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যার ক'রে যায় ভৃত্যাচার,
সে বিচার-পতির একি অবিচার,
হলো রাধার কি পাপাচার, তার উপরে অত্যাচার,
কৃপণাচার কর্‌লেন ব্রজে কুঞ্জবিহারী॥ (জ)

আবার নিন্দে শ্রীগোবিন্দে, কহেন উদ্ধবে বৃন্দে,
হরির করিলে নিন্দে, অধোগতি হয়।

যে করেছেন শ্রীনিবাস, নিন্দিলে হয় নরকে বাস,
কিন্তু 'দোষা-বাচ্যা গুরোরপি' শাস্ত্র-মতে কয় ॥ ৫৪
বৃকভানু রাজার কন্যে, জগৎপূজ্যা ত্রিলোক-মান্যে,
তারে ক'রে দিলে দৈন্যে, কুব্জার প্রেমে বাঁধা।
যে রাধার জন্যে হরি, গোলোকপুরী পরিহরি,
ব্রজে হয়ে নরহরি, নন্দের বয়েছেন বাধা ॥ ৫৫
নামে যাঁর বিপদ হরে, যে নাম কর্ণ-কুহরে,
শুনিলে জীবের দুঃখ হরে, ভব-নদীর কূলে।
যাঁর বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চরণ, যাঁর পদ করিয়ে স্মরণ,
কাল করছেন কাল-হরণ, শ্মশানে বিহ্বলে ॥ ৫৬
দেখ ত্রিলোক-পবিত্রকারিণী, যমালয়-গমন-বারিণী,
সুরধুনী যে পদে জন্মেছে।
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ, তুচ্ছ হয় এ সম্পদ,
এ সব পদ, জ্ঞান হয় আপদ,—
শ্যাম-পদের কাছে ॥ ৫৭
দেখ ব্রত যাগ যজ্ঞ ক'রে, ফল যাঁরে সমর্পণ করে,
সে যদি নীচ কর্ম্ম করে, তারে বলিতে কি দোষ?
যখন ছিলেন শ্যাম ব্রজধামে,
রাই থাকিতেন শ্যামের বামে,
ভক্তের মনে কোন ক্রমে, হ'ত না অসন্তোষ ॥ ৫৮

ধরায় দেবালয় করে যারা, ব্রজের ভাব ঠিক করে তারা,

কুব্জা কৃষ্ণ কোন ভক্তেরা,

স্থাপিত ক'রেছে কি কোন দেশে।

দিয়ে রাধা-লক্ষ্মী বন-বাস, কোন লাজেতে শ্রীনিবাস,

কুব্জায় লয়ে কচ্ছেন বাস, রাষ্ট্র দেশ বিদেশে ॥ ৫৯

সুরট—কাওয়ালী।

ও ভাবে কি হয় ভক্তের মোহিত মন!

সে যে ভাব, সব অভাব, এখন কি ভাবে—

কুব্জার ভাবে আছে মন্মথমোহন ॥

ব্রজের ভাবটী কেবল ভক্তের হাটে বিকায়,

যে ভাব ভাবিলে শঙ্কায় শমন অন্তরে গে লুকায়,

ভবের ভাবনা যায়, জীবের সকায়—

গোলোকেতে হয় গমন ॥ (ঝ)

বৃন্দে যত প্রবলে বলে, শুনে উদ্ধব কাতরে বলে,

ভক্তাধীন তাঁয় বেদে বলে, জানত সহচরি!

তিনি ভক্তি পান যার তার, কি রাজার কি প্রজার,

শুধু নয় কুব্জার, প্রেমে বাঁধা হরি ॥ ৬০

ভক্তজন্য বিশ্বরূপ, ধরায় ধরেন নানা রূপ

বরাহ-আদি নৃসিংহরূপ, হইয়ে বামন।
হেথা নন্দের বাধা লয়েছেন শিরে, সে রাধারমণ॥ ৬১
তাই করেছিল ভক্তি-সাধন, তাতেই বটে ভবারাধ্য ধন,
বাধ্য হ'য়ে দিয়েছেন বন্ধন, কুব্জার প্রেম-ডোরে।
শুনে বৃন্দে বলে,—উদ্ধব! তাতেই দীনবান্ধব,
হয়েছেন কুব্জার ধব, গিয়ে মধুপুরে॥ ৬২
কিছু যা ছিল অন্তরে ভক্তি, শুনে জন্মিল অভক্তি,
উক্তি বেদের—ভক্তিপ্রিয় মাধব বটে।
এ যে শুধু নয় তার ভক্তিভাব, তার স্বভাবগুণে অনুভাব,
দেখে ভাবের প্রাদুর্ভাব, ভাব-ভক্তি চটে॥ ৬৩
যদিও ছিলেন পরম পবিত্র, স্থান-বিশেষে অপবিত্র—
রয়েছেন ত্রিলোক-পবিত্র, ত্রিলোচনের ধন।
যখন ব্রজে ছিলেন নিরঞ্জন, ভবের কালভঞ্জন,
ভবের ভবারাধ্য ধন॥ ৬৪
যদি ভগীরথ-খাদে থাকে বারি, সেই বারি কলুষ-নিবারী,
স্পর্শ মাত্র করিলে বারি, সবারি পাপ-ক্ষয়।
সেই বারি কোন রূপে, প্রবেশ যদি হয় কূপে,
পরশ করিলে কোন রূপে, মান্য নাহি হয়॥ ৬৫
হরি যারে তোলেন শিরে, সেই অতুল্য তুলসীরে,
ক'রে সচন্দন মুনি ঋষিরে, ইষ্ট সাধন করে।

যদি সেই তুলসী যবনে তুলে, অপবিত্র ব'লে ভূতলে,
টেনে ফেলে দেয় কেউ না তুলে, বিষ্ণুর মন্দিরে ॥ ৬৬

খাম্বাজ—পোস্তা।

দেখে সেই হরির ভক্তি, হরিভক্তি যায় চটে।
ত্যজিয়ে পদ্মের মধু মনঃপূত হ'ল চিটে ॥
কুরূপা কংসের দাসী, তাতে তার মন উদাসী,
লক্ষ্মী যার চিরদাসী, থাক্‌তে চরণের নিকটে ॥ (ঐ)

উদ্ধবের নন্দালয়ে গমন।

শুনে উদ্ধব বলে, ব্রজের প্রতি, আছে ব্রজনাথের প্রীতি,
এথা তোমরা সম্প্রতি, কর ধৈর্য্যাবলম্বন।
ব্রজপুরী পরিহরি, তিলার্দ্ধ নন শ্রীহরি,
পাদমেকং ন গচ্ছতি, ছাড়া নন বৃন্দাবন ॥ ৬৭
তখন গোপীগণে আশ্বাসিয়ে, নয়ন-জলে ভাসিয়ে,
নন্দালয়ে প্রবেশিয়ে, দেখিছেন উদ্ধব।
কাঁদিছেন উপানন্দ, অন্ধ হ'য়ে আছেন নন্দ,
ঘটাইয়ে ঘোর বিবন্ধ, গিয়েছেন মাধব ॥ ৬৮
আবার দেখেন নন্দরাণীর, দু-নয়নে বহিছে নীর,
নীরদবরণ নীলমণির, শোকে সকাতরা।

কিবল! বলে, কি এলি গোপাল,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রে গোপাল!
আবার দেখেন প'ড়ে গোপাল, ঊর্দ্ধমুখে তারা॥ ৬৯
শ্রীদাম-আদি রাখাল সব, প্রাণবিহীন যেন শব,
কেবল ডাকে এলি কেশব, সবারি শবাকার।
দেখিয়া ব্রজের ভাব, যে দশা বিনা কেশব,
যত ব্রজবাসী সব, করে হাহাকার॥ ৭০
তখন ধীরে ধীরে যান উদ্ধব, দেখে যশোদা বলে।
এলি মাধব, তোর শোকে গোকুলের সব, প'ড়ে ধরাতলে।
যেন মৃত দেহে পেয়ে পরাণী, মাধব ব'লে উদ্ধবে রাণী,
কোলে করি, আয় নীলমণি! ডাক দেখি মা ব'লে॥ ৭১

ঝিঁঝিট—মধ্যমান-ঠেকা।

যদি এলি গোপাল! আয় কোলে করি।
অভাগিনী জননীরে কেমনে ছিলে পাসরি॥
অন্ধ হ'য়ে আছ নন্দ, ঐ দেখ প'ড়ে উপানন্দ,
তোর শোকে গোবিন্দ আমার, নিরানন্দ নন্দপুরী॥ (ট)

উদ্ধবের মথুরা-যাত্রা।

তখন কেঁদে কয় উদ্ধব, মাধব নই—আমি উদ্ধব,
মাধব-দাস বাস মথুরাতে।
দিয়েছেন অনুমতি বিপদবারী, তত্ত্ব লতে তোমা সবারি,
শুনি রাণীর নয়নে বারি, পতিত ধরাতে ॥ ৭২
পরে চৈতন্য পাইয়ে রাণীর, অনিবার নয়নে নীর,
বলে, তুই এলি নীলমণির, জননীর তত্ত্ব নিতে
এই যে ছিল বৃন্দাবন, কেবল মাত্র আছে জীবন,
হারা হয়ে জীবনের জীবন, প'ড়ে ধরণীতে ॥ ৭৩
ঐ দেখ পড়ে উপানন্দ, অন্ধ হয়ে আছেন নন্দ,
সকলেতেই নিরানন্দ, স্পন্দন রহিতে।
ছিদামাদি রাখালগণে, জ্ঞানশূন্য অঙ্গনে,
প'ড়ে সব গোধনগণে, প্রমাদ গণিতে ॥ ৭৪
নাহি খায় তৃণ জল, নয়নে ঝরিছে জল,
জলদ-বরণ বিনে জল, কেউ দেয় নাই মুখে।
উঠিবার ক্ষমতা নাই, কার দেহে মমতা নাই,
কে মমতা করে এমন নাই,
কানাই বিনে এ দুঃখে ॥ ৭৫
না হয় অক্রূর তারে হরিল, সে কেমনে পাসরিল,
জনক জননী বধ করিল, পাষাণ-হৃদয় ছেলে।

পেয়েছে রাজ্য মধুপুর, সেই বা পথ কতদূর,
কেমনে নিষ্ঠুর ক্রূর, মায়ে রয়েছে ভুলে ॥ ৭৬

খাম্বাজ—যৎ।

আর কত দিন, মায়ার অধীন, হয়ে রব বৃন্দাবনে।
কেঁদে গেছে নয়ন-তারা, সেই অন্ধের নয়ন-তারা,
হারা হ'য়ে তারা-আরাধনের ধনে ॥
যায় বিদরিয়ে হিয়ে, সে চাঁদবদন চাহিয়ে,
কে দিবে ক্ষীর সর নবনী ;—
ক্ষুধার সময় হ'লে, সহিতে নারে ভাসে নয়ন-জলে
বেদন অন্যে কি জানিবে, এই—অভাগিনী বিনে ॥ (ঠ)

এইরূপ নন্দরাণীর, নয়নে বহিছে নীর,
চিন্তামণির শোকের কারণ হ'য়ে।
কভু বক্ষে হানে কর, কভু প্রসারি দুই কর,
কভু কয় যোড় কর,—ধর নবনী কর পাতিয়ে ॥ ৭৭
হারা হয়েছে বাহ্য জ্ঞান, দেখি উদ্ধব বিধি-বিধান,
প্রবোধ বচনে শান্ত করি।
প্রণমিয়ে যশোদায়, গোকুল হ'তে বিদায়,
হয়ে গিয়ে মথুরায়, হরিকে প্রণাম করি ॥ ৭৮

বলে, হে ত্রিলোকের নাথ! গোকুল ক'রে অনাথ,
শ্রীনাথ বিহনে তারা সব।
প্রাণ মাত্র আছে দেহ, যদি দরশন দেহ,
থাকে—দেহ হয়েছে শব কেশব! ॥ ৭৯

আলিয়া—মধ্যমান।

কি দেখিলাম কেশব! ব্রজবাসী সব,
শবপ্রায় সব প'ড়ে ধরাসনে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান-বিভিন্ন তোমা ভিন্ন,
হয়ে আছে বৃন্দাবনে॥
গোকুল আকুল গোকুলচন্দ্র হয়ে হারা,
শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা!
তারায় বহে যারা, তারাকারা ধারা,
জ্ঞান নাই আর,—বাঁচে কত তারা,
নয়ন-তারা বিনে॥
মা যশোদা সদা করে লয়ে সর,
ডাকেন গোপাল গোপাল ক'রে উচ্চৈঃস্বর,
একবার গুণেশ্বর, হয় না অবসর,
আসিবার রে! ধর ধর সর তোর দিই চন্দ্রাননে॥(৮০)

রুক্মিণী-হরণ।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্য নারদ মুনির আগমন।

লেপন সর্ব্বকায়, গঙ্গা-মৃত্তিকায়,
স্মরিয়া শ্রীরাধা-রমণ।
শ্যাম জলদ-কায়, দেখিতে দ্বারকায়,
নারদ ঋষির গমন ॥ ১
লোক রাগাইতে, দ্বন্দ্ব লাগাইতে,
দণ্ডে শত দেশে যান।
বাজায়ে দোকাটি, গমন একাটি,
দ্বারকায় অধিষ্ঠান ॥ ২
প্রণমিল মুনি, প্রভু চিন্তামণি,—
চরণ-সরোজে আসি।
মুনি আগমনে, আনন্দিত মনে,
সহ কৃষ্ণ পুরবাসী ॥ ৩
হেরি দ্বারকার, পুরী চমৎকার,
নির্ম্মাণ মণি-মাণিকে।
মুনি কন,—এ সব, কেন হে কেশব!
কার জন্যে অট্টালিকে ॥ ৪

গ্রহরূপী হরি, অনুগ্রহ করি,
কর নিবেদন গ্রহ।
গৃহে নাই ভার্য্যে, আছ কি সৌভার্য্যে,
যথারণ্য তথা গৃহ ॥ ৫
ভক্তি নাই তার ভজন, অগ্নি নাই তার ভোজন,
শক্তি নাই তার রাগ।
মান নাই তার সজ্জা, জাতি নাই তার লজ্জা,
ঘৃত নাই তার যাগ ॥ ৬
পক্ষী নাই তার খাচা, সুখ নাই তার বাঁচা,
প্রাণ নাই তার দেহ।
দ্রব্য নাই তার যাচা, রূপ নাই তার নাচা,
গৃহী নয় তার গৃহ ॥ ৭
শীঘ্র হয়ে কৃতী, কর হে নিষ্কৃতি,
প্রকৃতি আন হে বামে।
যুগল মিলন, রূপ অতুলন,
হেরিব দ্বারকাধামে ॥ ৮
কর মনোযোগ, করি যোগাযোগ,
তবে শুভযোগ জানি।
শুনে মনঃপ্রীতি, নারদের প্রতি,
শ্রীপতি কহেন বাণী ॥ ৯

হৈল প্রয়োজন, কর আয়োজন,
সর্ব্বজন ইহা বলে।
শুনি মুনিবর, প্রভু পীতাম্বর,—
পদে প্রণমিয়ে চলে॥ ১০

* * *

কৃষ্ণ-বিবাহের আয়োজন জন্যে নারদমুনির যাত্রা,—
বীণায় হরিগুণ গান।

সাজিল মুনি সত্বরে, কৃষ্ণ-বিবাহের তরে,
তুলে পঞ্চস্বরে বীণার তান।
দীনের দিন রাখ রে বীণে! দিন গেল রে দিনে দিনে!
এত বলি বীণাকে বুঝান॥ ১১
তোর জোরে যমে ভাবি নে, তো বিনে নাই বন্ধু, বীণে!
বিনে সুখে, সুখে কাল কাটাই রে।
যা করেছ ভাই নবীনে, এখন প্রবীণে বীণে,
কৃষ্ণ বিনে আর মুক্তি নাই রে॥ ১২
তন্ত্র মত কর তন্ত্র, যন্ত্রণা ঘুচাও যন্ত্র!
দেহযন্ত্রে যন্ত্রী যেই জন।
গুন্ গুন্ তুলিয়ে তান, তারি গুণ করো গান,
কি গুণ অনিত্য আলাপন॥ ১৩

বীণা! জানো বহু রাগিণী রাগ, যে রাগে থাকে বিরাগ,
তায় কি প্রয়োজন রে।
সেই রাগে তো অনুরাগ, যে রাগে ঘটে বৈরাগ,
প্রয়াগ-গমনে বাঞ্ছা মন রে ॥ ১৪
গেলো দিন তো নবরাগে, কামাদি বিপক্ষ-রাগে,
রাগে রাগে আছেন দয়াময় রে।
চলো রাগ আলাপন করি, যে রাগ তুলিলে হরির,—
রাগ-ভঞ্জন হয় রে ॥ ১৫
মূল কথা শুন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে,
মূল-তান আলাপ কর ভাই রে।
চলো সিন্ধু আলাপিয়ে, কৃপাসিন্ধুর নাম দিয়ে,
ভবসিন্ধু পার যাহাতে পাই রে ॥ ১৬
চলো কল্যাণ আলাপ করি, যাতে কল্যাণ করেন হরি,
কল্যাণ,—গমন-অন্তে হয় রে।
জপ জয় জয় জলদকান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী,
করো অন্তে যমকে পরাজয় রে ॥ ১৭
মল্লারে আইসে জল, মেঘের জলে কি ফল!
কৃষ্ণগুণ গাও রে মল্লারেতে।
যেন হৃদয়-মাঝারে হন, উদয় কৃষ্ণ নবঘন,
প্রেম-জল ঝরে নয়ন-পথে ॥ ১৮

চলো অহং ছাড়ি অহং আলাপি,
বলো, 'কৃষ্ণ! অহং পাপী'!
কাতর অহং কুরু মোরে ত্রাণ।
শুনে বীণা বিনাইয়ে, ক অক্ষর বর্ণাইয়ে,
কাতরে কৃষ্ণের গুণ গান॥ ১৯

সুরট—ঝাঁপতাল।

কিং ভবে, কমলাকান্ত! কালান্তে কাল-করে।
কুরু করুণা,—কাতর কিঙ্করে,—কৃষ্ণ কংসারে!
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত পাতকিকুল-নিস্তারে।
কেশব করুণাসিন্ধু কলি-কলুষ-সংহারে॥
ওহে কুলবিহীন-কুল! কুলকামিনী-কুলহর কান্তে!
কালীয়-ফণী-কাল, কালবরণ! কাল-নিবারে!
কম্পে কায়া কামাদি কজন কুজন ব্যবহারে।
কাতরোঽহং রক্ষ, কমলাক্ষ! দাশরথি রে॥ (ক)

নারদ-মুনির বিদর্ভ নগরে গমন।

চলেন মুনি চিন্তামণি-গুণগান ক'রে।
ভীষ্মক ভূপতি-রাজ্যে বিদর্ভ নগরে॥ ২০

সভায় সবার মধ্যে ভূপতি বিহরে।
শুনিল ঐ কৃষ্ণ-নাম শ্রবণ-কুহরে॥ ২১
রাজা বলে, যদি ঐ কৃষ্ণ আমায় কৃপাদৃষ্টে চান।
আমার রুক্মিণী কন্যা, তাঁরে করি দান॥ ২২
অন্তঃপুরে রুক্মিণী শুনিয়ে ঐ ধ্বনি।
মুনির বীণা শুনি যেন মণিহারা ফণী॥ ২৩
অমনি রমণী মধ্যে হলেন অধরা।
তারাকারা ধারায় ভাসিল নয়ন-তারা॥ ২৪
ধনীর দূরে গেল অঙ্গরাগ, প্রেমে অঙ্গ ঢল ঢল।
চঞ্চল চকিত মন, দুটী চক্ষু ছল ছল॥ ২৫
ভাবেন সতী, কৃষ্ণ পতি, যদি আমার ঘটে।
জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, তবে আমার বটে॥ ২৬
ফলিবে কি অদৃষ্টে আমার, মিলিবে কৃষ্ণ-করে কর
পিতা কি আমারে আনি দিবেন পীতাম্বর॥ ২৭
কি হৈল কি হৈল, সখি! হায় কোথা যাব।
প্রাণ হারাইলাম সখি! প্রাণ কোথায় পাব॥ ২৮

ঝিঁঝিট—যৎ।

মধুর কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই!
গেলো প্রাণ তো গৃহের প্রান্তভাগে—
আমি ত আর আমার নই॥
নাম শুনে যার আঁখি ঝোরে,
বিধি যদি মিলায় তারে, সই—গো।
রাখি হৃদয়-মাঝারে তারে, রাঙ্গা পায়ের দাসী হই॥
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট,—
সই গো! আমায় দিয়ে কৃষ্ণ—মনোভীষ্ট,
পূরাবেন কি ব্রহ্মময়ী! (খ)

——

নারদমুনির রুক্মিণী-দর্শন; ষটকালী।

দ্রুতগতি দেবঋষি, রাজার সভায় আসি,
আশীর্ব্বাদ করেন রাজনে।
ভীষ্মক মানিয়া ভাগ্য, যত্নে দিয়া পাদ্য অর্ঘ,
প্রণাম করিল শ্রীচরণে॥ ২৯
মুনি কন, নৃপমণি,! তব তনয়া রুক্মিণী,
রূপের তুলনা ভগবতী।

যদি, রাখ বাক্য নৃপবর! এ কন্যার যোগ্য বর,
যজ্ঞেশ্বর দ্বারকার পতি॥ ৩০
পাত্র বুঝে কন্যা দিবা, কিং ধনে কিং কুলেন বা,
পাত্র-দোষে শ্রেয় নহে কাজ।
আছে ত্রিভুবন দেখা মম, সুপাত্র নাই তাঁর সম,
পুরুষেষু বিষ্ণু মহারাজ॥ ৩১
শুনিয়ে মুনির বাক্য, অমনি হইল ঐক্য,
ভাবিছেন ভুপতি অন্তরেতে।
করেছিলাম যে বাসনা, সে বাসনা শবাসনা,
পূর্ণ করি দিলেন হাতে হাতে॥ ৩২
এত কৃত পুণ্য ছিল, বিধি কি বিক্রীত * হৈল,
আমার নিকটে ** আহা মরি!
রাখ বাক্য মুনিরাজ! কি কাজ আর কালব্যাজ,
বাসনা পূরাও শীঘ্র করি॥ ৩৩
তখন শুভ লগ্ন শুভ বারে, রুক্মিণীরে দেখিবারে,
অন্তঃপুরে নারদের গমন।
সাজাইতে রাজকন্যা, এলো যত কুলকন্যা,
নগরবাসিনী নারীগণ॥ ৩৪

---

* বিক্রীত পাঠান্তর—সদয়। ** নিকটে পাঠান্তর—অদষ্টে।

আসিয়া নর-সুন্দরী, সুন্দর সুচিত্র করি,
অলক্ত পরায় রাঙ্গা পায়।
নখচন্দ্র কাটে যার, যেন শশী পূর্ণিমার!
খণ্ড খণ্ড পড়িছে ধরায়॥ ৩৫
মায়ে দিল হরিদ্রা গায়, মালিনী মালা যোগায়,
খোঁপায় চাঁপায় ঘেরে সখী।
যথাযোগ্য সাজায় গাত্র, কজ্জলে উজ্জ্বল নেত্র,
সিঁতায় সিন্দূর মাত্র বাকী॥ ৩৬
এক ধনী করি প্রবেশ, বিনাইয়া বেণী বেশ,
হৃষীকেশ-রাণীর কেশ বান্ধে।
লক্ষ্মীর সুসজ্জা দেখি, দ্বিলক্ষ যোজনে থাকি,
সরমে শরচ্চন্দ্র কান্দে॥ ৩৭
সখীগণ সঙ্গে করি, গমন নিন্দিত-করী,
হরিষে হরি স্মরণ করিয়া।
ভীষ্মক-রাজনন্দিনী, বিশ্বজন-বন্দিনী,
দেখা দেন নারদেরে গিয়া॥ ৩৮
নারদ বলে দিব্য বর্ণ, দিব্য নাসা দিব্য কর্ণ,
সুবর্ণপ্রতিমা ত্রিলোকধন্যা।
কোমল কক্ষ কোমল বক্ষ, দীর্ঘকেশী কমলাক্ষ,
লক্ষ্মীর লক্ষণা বটে কন্যা॥ ৩৯

লোমশী উচ-কপালী মেয়ে, খড়্গ-নাসা খড়ম-পেয়ে,—
হৈলে পতির অমঙ্গল ঘটে।
তা নয় ইহাঁরে ধরি, মেয়ে ত্রিলোকসুন্দরী,
বাহ্য লক্ষণ সকলি ভালো বটে॥ ৪০
একবার হাঁ কর'মা, চন্দ্রমুখি!
তোমার দন্তের তদন্ত দেখি,—
তবে নারদ ক্ষান্ত হইতে পারে।
শুনি লক্ষ্মী করেন হাস্য, নারদের হৈল দৃশ্য,
দেখি দন্তে মুক্তাহার হারে॥ ৪১
রমণী-মাঝে নারদ কয়, মেয়ের কিছু মন্দ নয়,
কিন্তু একটী বলি তোমাদের কাছে।
সকলি ভালো চলিলাম দেখে,
কিছু কিছু মা লক্ষ্মীকে—
চঞ্চলা চঞ্চলা ভাব লাগে॥ ৪২
ইনি স্থির হবেন না একঠাঁই, সকলকে দয়া সমান নাই,
কারে দিবেন দুঃখ, কারে অতুল প্রতাপ।
ইহাঁর পাত্র যেমন কৃপাসিন্ধু, জগতে নাম জগবন্ধু,
রূপ কব কি কামদেবের বাপ॥ ৪৩
যা হোক নারদ কয় শেষ, মেয়ে সুন্দরীর শেষ,
বিশেষ দেখি নে হেন মেয়ে।

এই মাসের প্রথম কি শেষ, শুভ কর্ম্ম হবে শেষ,
বিশেষ জানাই কৃষ্ণে গিয়ে॥ ৪৪
বুঝে পাইলে ঘটকালী, ঘটাতে পারি আজি কালি,
স্থির করি নাই—স্থির ক'রে যাই।
চাই তিন-শ হাতি ন-শ ঘোড়া, মাণিক চাই এগার ঘড়া,
কথায় হবে না লেখা পড়া চাই॥ ৪৫
রমণীগণ বলে, ঘটক! তায় কিছু রবে না আটক,
সৎপাত্রে দিতে কি রাজা ভাবে!
পাত্র যেমন পাবেন পণ, ঘটকের আছে নিরূপণ,
দশ-অংশের এক অংশ পাবে॥ ৪৬
হাসি রমণীগণ কয়, পাত্র তোমার কেডা হয়,
নারদ বলে,—লেঠা বাধালে বড়।
মিথ্যা কাজ কি বলি খাঁটি, এখানকার বেহাই বটি,
কোটে পেয়েছো যা হয় তাই করো॥ ৪৭
রমণীগণ কয় হাসি হাসি,
আমরা সবাই মেয়ের মাসী,
তবে, বেহাই! কেমন বটেন গৃহিণী।
তোমার পক্কদাড়ি পায়ে ঝোলে,
ইহাই দেখে কি বেহানী ভুলে?
যদি ভুলেন তবে তাঁকে ধন্যি॥ ৪৮

নারদ বলেন, কে কি কয়, বয়স তো আমার অধিক নয়,

বাবা হয়েছেন—তার-পরেতে হই।

লেখাতে বয়স অতি কমি, মহাপ্রলয় দেখেছি আমি,

কবার বা বড় জোর আশী নব্বই ॥ ৪৯

যেবার বটপত্রে হরি ভাসে,

তার ফিরে বার বৈশাখ মাসে,

জন্ম আমার হয় মহীতলে।

বয়স তাকিতে পারে না অন্য পরে,

কৈলাসেতে গেলে পরে,

মা আমাকে কালিকার ছেলে বলে ॥ ৫০

এক চতুরা নারী কয়,হাঁ হে! কালিকার ছেলে কে বা নয়,

কালিকার পেটে জন্মেন সবাই।

ও সব ফাঁকি-জুকি করিলে, কালিকার সম্বন্ধ ধরিলে,

মা হন ভগিনী, পিতা হন ভাই ॥ ৫১

এইরূপে হয় কত, রসাভাস উভয়ত,

নারীগণে গেল নিজালয়।

দেখি কন্যা দেব-ঋষি, রাজার সভায় আসি,

করেন শুভ সম্বন্ধ-নির্ণয় ॥ ৫২

জগতে হৈল সমাচার, স্ত্রীগণে মঙ্গলাচার,

করে কন্যা লয়ে অন্তঃপুরে।

পর দিন হৈলে প্রভাত, আনন্দে আইবড় ভাত,
যত্নে রাণী দেন রুক্মিণীরে ॥ ৫৩
প্রতিবাসী নারীগণে, ডাকে যাকে জনে জনে,
দণ্ডে শতবার খান লক্ষ্মী।
যে ডাকে—তার বাড়ী যান, রাখেন সবারি মান,
না গেলে কেহ পাছে হয় দুঃখী ॥ ৫৪
একজন দ্বিজ-রমণী, প্রাচীনা অতি দুঃখিনী,
চিরদিন ভিক্ষাজীবী স্বামী।
রুক্মিণীর নিকটে আসি, বলে,—নয়ন-জলে ভাসি,
শুন মাগো! দুর্ভাগিণী আমি ॥ ৫৫
কপালে নাহিক ভদ্র, পতি অতি সুদরিদ্র,
পড়েছি মা! বিধির বিড়ম্বনে।
কপালে যা কখন নাই, মনে আজি করেছি তাই,
যদি মা! তোর দয়া হয় গো মনে ॥ ৫৬

খাম্বাজ—যৎ।

বলিতে তো পারিনে মাগো! যাও যদি দয়া ক'রে
অতি দরিদ্র দ্বিজরমণী, কাঙ্গালিনীর মন্দিরে ॥
আমি দৈন্য দ্বিজনারী, মা! তুমি রাজকুমারী,
দয়া কি তোর হবে, লক্ষ্মী! লক্ষ্মীহীন দ্বিজবরে।

রুক্মিণি! তোয় বলিবো বলে,
এনেছি মা! কালি বিকালে,
ক্ষীর সর মিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ, ভিক্ষা করি নগরে॥ (গ)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে,—
শুনিয়া রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মীর ক্রোধ।

রুক্মী আদি নামে চারি পুত্র ভূপতির।
কৃষ্ণ সঙ্গে সম্বন্ধ শুনিয়া রুক্মিণীর॥ ৫৭
রুক্মী অতি দুঃখী হয়ে, ঐক্যে চারি ভাই।
বলে, ধিক্ ধিক্ এর বাড়া কি, অধিক লজ্জা নাই॥ ৫৮
আছে, জগৎমান্য, অগ্রগণ্য, বহু নরপতি।
শিশুপাল ভূপাল, ভূমান্য মহামতি॥ ৫৯
প্রতাপে সিন্ধু, জরাসন্ধ, তারে দিলেও সাজে।
পিতা আমার ভগিনীকে ফেলিবেন জলসিন্ধু-মাঝে॥ ৬০
অতি অপকৃষ্ট নাম কৃষ্ণ, জাতিভ্রষ্ট জানি!
জন্ম দেবকীর গর্ভে, পালে নন্দরাণী॥ ৬১
তার বাপ মা থাকে, পড়ে পাকে, বাঁধা কংসালয়।
কথা জগতে ঘোষে, নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় বয়॥ ৬২
অতি কুসন্ধানে, কুল-মজানে, অতি কদাচারী।
কুহক দিয়ে, বারি করিছে, আয়ান ঘোষের নারী! ৬৩

তার বাড়া কি, ঘোর পাতকী, আছে পদে পদে।
করে কীর্ত্তি, দস্যুবৃত্তি, মাতুল কংসে ব'ধে ॥ ৬৪
সহস্র দোষ ঢাকে, যদি বিদ্যা দেখিতে পাই।
তাতে নবডঙ্ক, বঙ্কর পেটে আঙ্ক-ফলাও নাই ॥ ৬৫
কিছু জানিনে গন্ধ, এ সম্বন্ধ, কালি ঘটেছে আসি।
বাধালে কাণ্ড, লণ্ডভণ্ড, নারুদে ভণ্ড ঋষি ॥ ৬৬
দেবতার যেমন রূপ তেমনি গুণ, তেমনি বাহন ঢেঁকি।
নারুদে বেটা, হদ্দ ঠেঁটা, মুনির মধ্যে মেকি ॥ ৬৭
বেটা মিথ্যাবাদী, কপালযুড়ে গঙ্গা মাটীর ফোঁটা।
ঠকের ধোঁকায় ঠেকি, পিতা কি কুলে রাখিবেন খোঁটা ॥
পিতা আমার বাধাতে চান, ভারি কুটুম্বিতে।
রাম যেমন করেছিলেন, চণ্ডালের সঙ্গে মিতে ॥ ৬৯
না জেনে তত্ত্ব, করেছেন পত্র, এ কথা কেহ রাখে।
কপালে অগ্নি, তাকে ভগিনী, দিলে কি বিষয় থাকে ॥৭০
পিতা মিলন করিবেন খুব।
যেন গঙ্গায় মিশাবেন কূপ ॥ ৭১

এ তো ভালো মিলন বটে,—যেমন—

এক মোহর আর এক বটে, বাবলা আর বটে।
শ্যালে আর চটে, রামকুঁড়ে আর মঠে ॥ ৭২

সুজন আর শঠে, চন্দন আর সিমুল কাঠে।
খাটুলি ছাপর খাটে, সানকি আর টাটে ॥ ৭৩
চামর আর পাটে, কুলীন ব্রাহ্মণ আর ভাটে।
মজলিসে আর মাঠে, পরম যোগী আর কুটে ॥ ৭৪
আসল আর ঝুঁটে, ঐরাবত আর উটে।
দেওয়ান আর মুটে, আনারসে আর ফুটে ॥ ৭৫
চাঁদি আর নোড়ে, সাধু আর চোরে।
সোণা আর সীসে, অমৃত আর বিষে ॥ ৭৬
রোহিত আর পাঁকালে, সিংহ আর শৃগালে।
দালিম আর মাখালে, রাজা আর রাখালে ॥ ৭৭

* * *

রুক্মিণী-স্বয়ংবরের জন্য বহু নৃপতির নিকট রুক্ম প্রভৃতি কর্তৃক নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ।

বৃদ্ধ দশায় বুদ্ধি যায়, জ্ঞান থাকে না জায়-বেজায়,
যায় প্রাণ তথাচ না শুনিব।
আমরা হয়েছি উপযুক্ত, যাকে দেওয়া উপযুক্ত,
গুণযুক্ত দেখে ভগিনী দিব ॥ ৭৮
তখন চারি সহোদরে পরে, পরস্পর যুক্তি ক'রে,
সর্ব্বত্র পাঠায় অনুচর

কৃষ্ণ প্রতি করি দ্বেষ, নিমন্ত্রিল নানা দেশ,
লিখি রুক্মিণীর স্বয়ংবর ॥ ৭৯
শুনিয়ে সাজিয়ে বর, আইল বহু নৃপবর,
বর মাগি বরদার পদতলে।
দবিড় দ্রাবিড় সৌরাষ্ট্র সর্ব্বত্রে হলো রাষ্ট্র,
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ চলে ॥ ৮০
উথলিল প্রেমসিন্ধু, সসৈন্যে যায় জরাসন্ধ,
স্মরণ করিয়া হরগৌরী।
হাতেতে বান্ধিয়া সূত, যায় দমঘোষ-সুত,
শিশুপাল দুষ্ট কৃষ্ণ-বৈরী ॥ ৮১
ষাটি লক্ষ কিংবা আশী, উদয় হইল আসি,—
রাজগণ বিদর্ভ নগরে।
কৃষ্ণ সঙ্গে শত্রুবাদ, শুনিয়ে হেন সংবাদ,
লক্ষ্মী মনোদুঃখী অন্তঃপুরে ॥ ৮২
কৃষ্ণ বলি রুক্মিণীর, চক্ষে বহে প্রেমনীর,
ভাবেন সতী কি হয় ললাটে!
মানসে ডাকেন সতী, কোথা হে ত্রৈলোক্যপতি!
জগদীশ! মাম্ রক্ষ এ সঙ্কটে ॥ ৮৩

* * *

শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র প্রেরণ।

নিকটে দেখিয়া সতী, সুদরিদ্র ভাব অতি,
প্রাচীন ব্রাহ্মণ এক জন।
যত্নে কর ধরি তার, করিয়া দুঃখ-বিস্তার,
কহেন বেদন নিবেদন ॥ ৮৪
শুন ওহে দ্বিজরাজ! যথা কৃষ্ণ ব্রজরাজ,
বিরাজে দ্বারকাপুরী মধ্যে।
রাখিতে মোরে সঙ্কটে, যেতে হবে তাঁর নিকটে,
ত্বরায় গমন যথাসাধ্যে ॥ ৮৫
রাখ যদি এই দায়, তোমারে দারিদ্র্য-দায়,
মুক্ত আমি করিব আনায়াসে।
ধর ধর ধর পত্র, প্রাণ আমার পদ্মপত্র-
জলবৎ থাকিল কৃষ্ণের আশে ॥ ৮৬

খাম্বাজ—যৎ।

যাও হে দ্বিজ! যাও হে একবার কৃষ্ণ কাছে দ্বারকায়।
এই রুক্মিণী দুঃখিনীর দুঃখ বলো কৃষ্ণের রাঙ্গাপায় ॥
বলো সে শ্যাম নবঘনে, কৃষ্ণ! তোমার অদর্শনে,
প্রেমাধিনী চাতকিনী রুক্মিণী প্রাণ হারায় ॥ (ঘ)

সখীগণ রুক্মিণীকে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে নিষেধ করিতেছে।

অন্তঃপুরে পূর্ণ দুঃখী, দরিদ্র দশাতে লক্ষ্মী,
ভাবিছেন কৃষ্ণধন বিনে।
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রব, কেবল কৃষ্ণ-গৌরব,
শুনিয়ে কহিছে সখীগণে ॥ ৮৭

কি করো গো ঠাকুরাণী! আছেন রাজা আছেন রাণী,
উপযুক্ত সহোদরগণ গো।
দেখি পাত্র কুল মান, তোমারে করিবেন দান,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ',—তোমার একি পণ গো ॥ ৮৮

লোকে শুনে ব্যঙ্গ করে, তাইতে ধরি দুটি করে,
বারংবার করি তোমায় বারণ গো।
কাজ কি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বরে, যাতে তুমি সুখে রবে,
তেমনি বরে হইবে মিলন গো ॥ ৮৯

কেন করো কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হৈতে উৎকৃষ্ট,
এসেছে নগরে কত জন গো।
লাজের কথা আই আই! আইবুড়তে যেন আই!
ছি ছি মেনে! এ আর কেমন গো ॥ ৯০

বয়স্ তো তোমার বড় নয়, যদি হয় বড় নয়,
হয় নয় শিখেছ এমন গো!

আই মা! বসি মায়ের কোলে, বিয়ের কথা ঝিয়ে তোলে,
শিকায় তোলে ভ্রাতার বচন গো॥ ৯১
হয় যদি ভালো কপাল, ঠাকুর-জামাই শিশুপাল,—
ভূপাল সঙ্গে হইবে বরণ গো।
ধনে যক্ষ রূপে কাম, আমাদের মনস্কাম,
সেই বরে হয় সংঘটন গো॥ ৯২
রূপ গুণ তার আছে শুনা, গজদন্তে মিলিবে সোণা,
উপাসনা করি ধরি চরণ গো!
কৃষ্ণকথা আর তুলো না, কৃষ্ণ নহে তার তুলনা,
দেখো না আর দিনেতে স্বপন গো॥ ৯৩
থাকিবে তোমার কথা, সে ত কেবল কথার কথা,
কৃষ্ণকথা করো না আলাপন গো।
মন্দ কেবল হবে পরে, সুখ পাবে না বাপের ঘরে,
ভাঙ্গিলে পরে সহোদরের মন গো॥ ৯৪
লক্ষ্মী কন, কি বল সই! হব কি আমি জল-সই,
তোলো কি শিশুপালের বচন গো!
শুনিয়ে কি ছার রূপ ধন, আমায় করিবে সম্বোধন,
না পাইলে কৃষ্ণধন আমার নিধন গো॥ ৯৫
তারেঁ করি আরাধন, সেই আমার সাধনের ধন,
যে ধন ধরে গিরি গোবর্দ্ধন গো।

সে বিনে সব অসাধন, লব সেই অমূল্য ধন,
মরি কিংবা মন্ত্রের সাধন গো॥ ৯৬
পদ্মের গতি যেমন জল, জল বিনে জ্বলে কমল,
কমলের জীবন জীবন গো।
দীনের গতি যেমন দাতা, দুঃখী পুত্রের গতি মাতা,
সতীর গতি পতি-রত্ন-ধন গো॥ ৯৭
শস্যের গতি যেমন বৃষ্টি, অন্ধজনের গতি যষ্টি,
দৃষ্টিহীনের যষ্টি তো নয়ন গো।
রথীর গতি হয় সারথি, নিরাশ্রয় জনার গতি,
জগন্মধ্যে জগদীশ যেমন গো॥ ৯৮
গৃহীর গতি অর্থ মূল, যোগীর গতি বৃক্ষমূল,
সংসার অসার সদা মন গো!
মীনের গতি যেমন বারি, তরির গতি কাণ্ডারী,
আমার গতি তেমনি হরি, নন্দের নন্দন গো॥ ৯৯

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমার পতি তো সেই পতিতপাবন।
কৃষ্ণ গতিহীনের গতি,—সে জীবের জীবন॥
সে ভিন্ন জানিনে মনে, জন্মে জন্মে সেই চরণে,
আমার ধন প্রাণ কুল মান সমর্পণ!

আমার সহোদর কাল হলো, সই! আমায়,
অতি শিশুবুদ্ধি শিশুপালকে দিতে চায়,—
আজি না দেখা দিলে হরি, তেজিব প্রাণগো সহচরি!
হৃদে চিন্তা করি, চিন্তামণির শ্রীচরণ ॥ (৬)

ফিরে সখী বলে, যোড়কর, হেঁগো! তুমি যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর,
কালো কি গৌর,—দেখি নাই এক দিন।
করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবিরত, কৃষ্ণপক্ষের শশী মত,
করিলে তনু দিনে দিনে ক্ষীণ ॥ ১০০
গৌরাঙ্গ কি শ্যামরূপ, তোমায় মজালে কিরূপ,
স্বপ্নে কি দেখেছ, ঠাকুরাণি!
বলো দেখি তার বিবরণ, স্বর্ণ-কান্তি বি-বরণ,—
যার জন্যে করিলে গো আপনি ॥ ১০১
শুনিতে চাই সকল বিষয়, কেমন বয়স, কেমন বিষয়,—
রূপ-গুণ তার কও করি প্রকাশ।
শুনি নাই তার নামের ধ্বনি, ও রাজনন্দিনী ধনি!
আমাদের যে সকলি আকাশ ॥ ১০২

রুক্মিণী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন।

লক্ষ্মী কন কি অপরূপ, কিরূপে বর্ণিব রূপ,
চিন্তার অগোচর চিন্তামণি।
অঙ্ঘ্রি তল অতুলনা, শিশুবুদ্ধি যত জনা,
শিশু-ভানু তুলনা দেয় সজনি ! ॥ ১০৩
অভিমান করি মানসে, জলে রক্তোৎপল ভাসে,
সরোজ শরণাগত চরণ-সরোজে।
ঘনাইয়া এসে ঘন, দেখি কান্তি নবঘন,
ঘন ঘন গগনে গরজে ॥ ১০৪
দেখি ক্ষীণ কটি তাঁর, করি কোটি নমস্কার,
কোটি রাজ্য ছাড়ি তায়, কেশরী যায় দুখে।
কটিতটে পীতাম্বর, ঈষদ্বঙ্ক কলেবর,
মুনিবর-পদচিহ্ন বুকে ॥ ১০৫
হেরি মোহন বংশীধর, সশঙ্কিত শশধর,
পদনখাশ্রিত শশী আসি।
ভবকর্ত্রী ভাগীরথী, চরণে যার উৎপত্তি,
কমলা কমলপদ-দাসী ॥ ১০৬
হেরি সেরূপ ত্রিভঙ্গ, কুলবতীর কুলভঙ্গ,
মুনির মনোমোহন মাধুরী।

হেন রূপ আছে কোথায়, তুলনা করিব তায়,
অতুল্য তুলনা তুল্য হরি ॥ ১০৭

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

পতি আমার বিশ্বরূপ, নাই স্বরূপ, তাঁর রূপ,
অপরূপ গো সই !
দেই কি তুলনা,—হরির তুলনা নাই হরি বই ॥
বলি, সেরূপ কি বর্ণিব, যদি সদয় হন মাধব,
এনে রূপ দেখাব; আমি, যদি কৃষ্ণের দাসী হই ॥ (চ)

রুক্মিণীর পত্র লইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গমন।

হেথায় রুক্মিণীর পত্র লয়ে, ব্রাহ্মণ দুঃখিত হয়ে,
যাত্রা করে দ্বারকা-গমনে।
যাইতে মনঃপূত নয়, না গেলে ঘুচে প্রণয়,
যায় আর ভাবে মনে মনে ॥ ১০৮
বলে, লেখা করি দেখেছি অঙ্ক, লাভের বিষয় নবডঙ্ক,
প্রাচীন কায়া তাতে নানা রোগ।
অবলার কথা ধরিলাম, কোন্ দেশে বা মরিতে চলিলাম,
কপালে কি এত কর্ম্মভোগ ॥ ১০৯

রাজার মেয়ের এমনি গুণ, ভালো করুন বা না করুন,
না গেলে পর মন্দ করিবেন রাগে।
উনি বলেছেন পাবে অশ্ব, আমি দেখিছি পাব ভস্ম,
পোড়া কপাল যোড়া কখন লাগে? ॥ ১১০
দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ, তাঁরে আমি করি দৃষ্ট,—
দিব পত্র, ওরে আমার দশা!
অতি দীন হীন দরিদ্র বেশ, কেমনে করিব প্রবেশ,
যেমন যাওয়া, তেমনি ফিরে আসা ॥ ১১১
ভাগ্যবন্ত লোক যারা, অর্থ পেয়ে মত্ত তারা,
কাঙ্গাল দেখে বেঁকে বসে জানি।
দেখেছি আমি দিব্য চক্ষে, লাভে হৈতে কামাই ভিক্ষে,
পোহাইল আজি কি কাল-রজনী ॥ ১১২
ভেবে কিছু পাইনে কূল, সকলি হইল ভণ্ডুল,
এক সের তণ্ডুল নাই বাসে।
নিত্য নিত্য করি ভিক্ষা, তবে হয় প্রাণরক্ষা,
ব্রাহ্মণীটী মরিবে উপবাসে ॥ ১১৩
যা হোক যা করেন দুর্গে, যা হবার তাই হবে ভাগ্যে,
উপসর্গে ভোগি কিছু দিন।
জিজ্ঞাসিতে জিজ্ঞাসিতে, দ্বারকার রাজপথে,
উপনীত ব্রাহ্মণ প্রবীণ ॥ ১১৪

দেখে দ্বিজ দিবারাত্রি, যাইছে অগণন যাত্রী,
কৃষ্ণ-দরশনে দ্বারকায়।
অতি দৈন্য আতুর অন্ধ, মুখেতে বলে গোবিন্দ,
প্রেমানন্দে পুলকিত-কায় ॥ ১১৫
মগ্ন হয়ে প্রেমভরে, ডাকিছে পথে পরস্পরে,
কে যাবিরে ভবসিন্ধু-পার।
আয় রে করি ঐকান্ত, দ্বারকায় দ্বারকা-কান্ত,
অবতীর্ণ ভবকর্ণধার ॥ ১১৬
অগণন পথিগণ মনের উল্লাসে।
দর্শনের পূর্ব্বে যায় হাস্য পরিহাসে ॥ ১১৭
হেরি, সজল-জলদকান্তি ভ্রান্তি দূরে গেলো।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ নয়নে হেরিলো ॥ ১১৮
প্রেমে পুলকিত চক্ষে বহে শতধার।
কেঁদে পথিগণ ফিরে এসে পুনর্ব্বার ॥ ১১৯
বৃদ্ধ যদি সুধায়, ভাই! কাঁদ কি কারণ?
তারা বলে, গিয়েছিলাম কৃষ্ণ-দরশন ॥ ১২০
দ্বিজ বলে,—হেসে গেলে, শেষে চক্ষের জল।
আহা মরি! কৃষ্ণ-দর্শনের এই কি ফল ॥ ১২১
অঙ্গে ধূলী, কতগুলি দেখেছি ভূমে পাড়ি।
দ্বারিগণে গায়েতে মেরেছে বেত্র বাড়ি ॥ ১২২

অর্থলোভে, সকলি ডোবে, মানের গোড়ায় ছাই।
নিয়ে মহাপ্রাণী,টানাটানি, শেষে এই ঘটে রে ভাই॥
গিয়েছিলে অর্থলোভে, তার হলো খুব স্বার্থ।
ধরি চুলে, ভূমে ফেলে, বুঝিয়ে দিয়েছে অর্থ॥ ১২৪
দেখেছি ব্যাভার, আমিও আবার, যাই তাদের কাছে।
আমার কপালে, বৃদ্ধকালে, অপমৃত্যু আছে॥ ১২৫
লয়ে যাইতেছি রুক্মিণীর পত্র,—কৃষ্ণে কে বলিবে?
আমার হাতে থাকিবে লিখন, কপালের লিখন ফলিবে॥

* * *

রুক্মিণীর পত্রবাহী দরিদ্র ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত;—
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহূত।

এইরূপে করি বিপ্র বিধিমত ভয়।
দ্বারকানাথের দ্বারের নিকটে উদয়॥ ১২৭
যমসম দ্বারের রক্ষকগণ দেখি।
দুর্গম জানিয়া দুর্ভাবনা দূরে থাকি॥ ১২৮
বৃক্ষমূলে বসি, ভয়ে মূলমন্ত্র জপে।
করি অপার হইয়া পার, বেপার কিরূপে॥ ১২৯
দেখিয়া দ্বারীরে আজ্ঞা দিলেন দয়াময়।
বৃক্ষমূলে বসি বিপ্র, আনহ আলয়॥ ১৩০

যজ্ঞেশ্বরের আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে দ্বারী যায়।
ব্রহ্মণ্যদেবের আজ্ঞা ব্রাহ্মণে জানায়॥ ১৩১
ভাগ ফিরা তোমারি জনুয়া-ধারি! আব ক্যা হিঁয়া রহেনা।
কৃষ্ণজী বোলায়নে তোম্‌কো জল্‌দি হজুর জানা॥ ১৩২
কেঁপে দ্বিজ বলে, বাবা! হাম হুঁই ক্যা করেঙ্গে।
দ্বারী বলে, বাত্‌ রাখ্‌দেও, পাকড়্‌কে লে যাঙ্গে॥ ১৩৩
তোম্‌ছে হাম্‌ছে বাত নাহি হায়, কেস্তরে মেই ছোড়ে।
জগদীশ্‌নে হুকুম কিয়া, আও বে রাস্তা থোড়ে॥ ১৩৪
দ্বিজ বলে, ছোড়্‌দে বাবা ক্যা কিয়া মেই গুণা।
ক্যা তেরা বাপ ফিকির কর্‌কে, ফকিরকো দুখ্‌ দেনা॥
কহ যাকে কৃষ্ণজীকো, বুড্‌ঢা হুঁয়াছে ভাগা।
আশীষ করেগা বাবা, রামজী কল্যাণ করেগা॥ ১৩৬
পুনর্ব্বার আসি এক অন্য দ্বারী কয়।
ওহে দ্বিজ এখন বিলম্ব কেন হয়॥ ১৩৭
তোমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ দুরদৃষ্টহারী।
না ডাকিতে,—যাঁর আশ্রিত ব্রহ্মা ত্রিপুরারি॥১৩৮
ব্রাহ্মণের হৈল ব্রহ্মভাবের উদ্ভব।
বলে, আমারে ডাকিছেন কৃষ্ণ এ নহে সম্ভব॥১৩৯
শুনেছি বিরিঞ্চি-হর-বাঞ্ছিত সে কৃষ্ণ।
অগণ্য অধমে করিবেন কৃপাদৃষ্ট?॥ ১৪০

ক্রিয়া নাই তার ধর্ম্ম, বীজ নাই তার জন্ম, অসম্ভব শুনি।
জন্ম হয় নাই মৃত্যু হ'লো,
পীরিত নাই তার বিচ্ছেদ এলো,
জীব নাই তার প্রাণী ॥ ১৪১
মেঘ নাই তার বর্ষে জল, বৃক্ষ নাই তার ফলিল ফল,
এ কথা বিফল!
ধান নাই তার হ'লো চিড়ে, শিরো নাস্তি শিরঃপীড়ে,
বুদ্ধি নাই তার বল ॥ ১৪২
ব্যক্তি নাই তার উক্তি করিলে,
ভক্তি নাই তার মুক্তি পেলে,
কথা যুক্তি নয়।
কৃষ্ণ ডাকিছেন এ নিগুর্ণে,
বোবায় বলে—কালায় শুনে,
একি সম্ভব হয়? ॥ ১৪৩

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

দীন হীন গতিহীন অতি দীন,
এ দীনের সে দিন কি হবে!
দ্বারী রে! দ্বারকাকান্ত কৃষ্ণ আমায় ডাকিবে ॥

আমি তো ডাকি নাই তারে,
একবার কৃষ্ণ বলি দিনান্তরে,
ডাকিলে—ডাকিয়ে স্থান দিতেন পদ-পল্লবে।
গতি নাই করিলে বিচার, তবে দাশরথি পার,
পতিতপাবন কৃষ্ণনাম-গুণে সম্ভবে॥ (ছ)

— — —

শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমাদর।

সঙ্গে করি দ্বিজবর, যথা প্রভু পীতাম্বর,
দ্বারী লয়ে গেল শীঘ্রগতি।
ছিলেন রত্নসিংহাসনে, দ্বিজে হেরি ধরাসনে,
বসিলেন বৈকুণ্ঠের পতি॥ ১৪৪
বিধির বিধাতা হরি, বিধিমতে যত্ন করি,
দ্বিজেরে দিলেন রত্নাসন।
যজ্ঞেশ্বর যথাযোগ্যে তুষিলেন পাদ্য অর্ঘ্যে,
পত্র-পাঠে চিত্ত উচাটন॥ ১৪৫
বিদর্ভ গমন জন্যে সাজ—আজ্ঞা দিয়ে সৈন্যে,
দ্বিজে লয়ে যান অন্তঃপুরে।
আনয়ন করেন শীঘ্র, নানা উপাদেয় দ্রব্য,
ভোজন করান দ্বিজবরে॥ ১৪৬

স্বর্ণথালে অন্ন পোরা, নানা ব্যঞ্জন কটরা,
পঞ্চামৃত দধি ঘৃত তায়।
পরিবেশন পরিপাটী, পায়সান্ন বাটী বাটী,
হরি-পুরে হরিষে দ্বিজ খায়॥ ১৪৭
নানা দ্রব্য থরে থরে, খেতে দ্বিজ ভেবে মরে,
বলে, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা খাব পাছে।
খেয়ে তিন মালসা ক্ষীর-সর, বলে হে গোকুলেশ্বর!
খিন্ন শরীর জীর্ণ না হয় পাছে॥ ১৪৮
সকল দ্রব্যই ঘৃতপক্ব, পেটে পাছে না হয় পক্ব,
লোভে খেয়ে কি শেষে পড়িব পাকে?
ওহে কৃষ্ণ মহাশয়! অগ্নিমান্দ্য অতিশয়,
এতো সয় অভ্যাস যদি থাকে॥ ১৪৯
আপনি আদর করেন কি উদরমরা,তৈলপক্ব তিলের বড়া,
গুরুপাক পায়স মাংস মীন।
দিচ্ছেন আপনি, খাচ্ছি কেঁপে, কালি মরিব উদর ফেঁপে,
সাহস করিতে নারি,—নাড়ী ক্ষীণ॥ ১৫০
তুমি খাও খাও নাগালে ধম্মা, শর্ম্মা কিন্তু ভয়ে খান্ না,
খেতে কিন্তু সকলগুলি পারি।
খেয়ে কি আপনাকে খাব, আত্মহত্যার পাতকী হব,
শুনি হাসি কন বংশীধারী॥ ১৫১

আনন্দে করো ভোজন, জপিয়ে জয় জনার্দ্দন,
ক্ষুণ্ণ রেখো না, পূর্ণ করিয়া খাবে।
পূর্ণব্রহ্মের কথা ধরি, খায় দ্বিজ উদর পূরি,
খায় খায় তবু মনে ভাবে॥ ১৫২
একবার একবার খায় না ভরে, আবার লোভে মনে করে,
খেলাম না হয় জন্মের মত খাই।
খেলাম খেলাম খেয়ে মরি, মহাপ্রাণীকে শীতল করি,
একবার বই ত দুবার মরণ নাই॥ ১৫৩
জিজ্ঞাসেন নন্দ-নন্দন, কেমন বটে রন্ধন,
সুপকার তো সুপক্ক ক'রেছে।
দ্বিজ বলে করি তাক, শাক বড় হয়েছে পাক,
সব হারি হয়েছে শাকের কাছে॥ ১৫৪
বলিছে করি নির্ঘণ্ট, আশ্চর্য্য হয়েছে ঘণ্ট,—
কচু-শাকের ওহে হরি!
চিনি গোল্লা মিছরি মিছে, ফাঁকে ফাঁকে সব শাকের নীচে
কি সৃষ্টি করেছেন শাকম্ভরী॥ ১৫৫
জন্মে যাহা খাই নাই কভু, প্রচুর খাওয়ালে প্রভু!
কিন্তু খুব ভোজনটা হ'লো এখানে।
ক্ষীর ক্ষীরসে কেবল পোষক, বাড়ার ভাগ কি আবশ্যক!
নালিতের শাক, চালিতের অম্বল যেখানে॥ ১৫৬

খায় দ্বিজ উদর পূরি, রুচিপূর্ব্বক পূরি কচুরি,
ধরে না তবু পোরে না আত্তি মন।
ঊর্দ্ধশ্বাস উপজিল, উদরীর মত উদর হৈল,
উ'ঠে শেষে সাধ্য কি আচমন॥ ১৫৭
ওজন-ছাড়া ভোজন করি, দ্বিজ বলে,—মরিলাম হরি!
সহ্য হয় না শয্যা কই হে শোব।
দ্বিজেরে দেখিয়া ব্যস্ত, দ্বিজ-হস্তে নিজ হস্ত,—
দিয়ে অমনি উঠান মাধব॥ ১৫৮
রত্ন-পালঙ্ক-উপরে, ইষ্ট-সম সমাদরে,
শয়ন করান কৃষ্ণ দ্বিজে।
দ্বিজের যাতে প্রবৃত্তি, গোবিন্দ আজ্ঞানুবর্ত্তী,
অনাহারী হয়ে আছেন নিজে॥ ১৫৯
ভূতলে ব্রাহ্মণ ধন্য, হইলেন জগৎমান্য,
কি মান্য বাড়ান ভগবান্।
তেজেতে কম্পিত ভানু, ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু,
দ্বিজের বদনে কৃষ্ণ খান॥ ১৬০

* * *

ব্রাহ্মণের প্রাধান্য।

যাগ যজ্ঞ কি পূজন, বিনে বাহ্মণ-ভোজন,
ক্রিয়া সিদ্ধ নহে বেদের বাণী।

ব্রাহ্মণে যা কর দান, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা পান,
কৈলাসেতে পান শূলপাণি ॥ ১৬১
ব্রাহ্মণে যা বলে—ফলে, চতুর্ব্বর্গ হৈলে ফলে,
ব্রহ্মবাক্যে কে পারে রাখিতে ?
ব্রহ্মশাপে হয় ধ্বংস, সগর-ভূপতি-বংশ,
তক্ষকে দংশিল পরীক্ষিতে ॥ ১৬২
ব্রাহ্মণের পদাম্বুজে, ব্রাহ্মণের পদরজে,
যে মত্ত,—সে ধন্য মর্ত্ত্যলোকে।
পুত্রবৃদ্ধি শত্রুক্ষয়, মহাব্যাধি নষ্ট হয়,
ভূদেব-ব্রাহ্মণ-পাদোদকে ॥ ১৬৩
এখন বলে সর্ব্ব জনে, সে কাল নাহি ব্রাহ্মণে,
কলির ব্রাহ্মণ তেজোহীন।
চারি যুগ দেখ সূর্য্য, সমান তেজ সমান পূজ্য,
কলি বলি সূর্য্য নহে ক্ষীণ ॥ ১৬৪
চারি যুগ আছে তুল্য, স্বর্ণের সমান মূল্য,
যত্নে লয় পাইলে স্বর্ণচূর্ণ।
অনল নহে শীতল, শুকায় কি সাগরের জল,
চারি যুগ জলধি জলে পূর্ণ ॥ ১৬৫
চারি যুগ সমান দর্প, ধরিয়াছে-কাল-সর্প,
ভুজঙ্গ না ছাড়িয়াছে বিষ।

করিলে বিহিত অনুমান, এইরূপ ব্রাহ্মণ-মান,
চারি যুগ রেখেছেন জগদীশ ॥ ১৬৬
এখন কেবল কলি ব'লে, কিঞ্চিৎ কালেতে ফলে,
ব্রহ্মমনু্য ব্রহ্ম-আশীর্ব্বাদ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে, যতেক পাষণ্ড লোকে,
ব্রাহ্মণের সঙ্গে করে বাদ ॥ ১৬৭

* * *

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদসেবা।

অপর শুন বৃত্তান্ত, হেথায় দ্বারকাকান্ত,
দ্বিজসেবায় আছেন উল্লাসে।
বাড়াতে ব্রাহ্মণ-মান্য, চরণ-সেবার জন্য,
বসিলেন দ্বিজ-পদপাশে ॥ ১৬৮
এসেছেন কত পথ চলি, বেদনা হয়েছে বলি',
ভক্তি-ভাবে হ'লেন গদগদ।
'বেদনা ঘুচাই দূরে, বলি'—তুলি নিলেন উরে,
প্রবীণ দ্বিজের দুটি পদ ॥ ১৬৯

ঝিঁঝিট—যৎ।

কমলা-সেবিত যাঁর কমল-চরণ।
দিয়ে কমল হস্ত করেন হরি, ব্রাহ্মণের পদ-সেবন ॥

ভাবিলে যাঁহার পদ তুচ্ছজ্ঞান ব্রহ্মপদ, হয় রে—
দিলেন ব্রাহ্মণে কি পদ, ভৃগুপদ হৃদয়ে ধারণ॥ (জ)

শ্রীহরির ঐশ্বর্য্য-দর্শনে ব্রাহ্মণের লোভ।

দরিদ্র দ্বিজের নাই সুখের অভাব।
পদ্মহস্তে পদসেবা করেন পদ্মনাভ॥ ১৭০
পদ্ম-আঁখির মর্দ্দনেতে হদ্দ নিদ্রা হ'লো।
হয়ে একটি কাতি, পোহায় রাতি, পাশটি না ফিরিল॥১৭১
পর দিন উঠিয়া দ্বিজ বসিয়া সভায়।
কৃষ্ণ-অট্টালিকা পানে একদৃষ্টে চায়॥ ১৭২
দ্বিজ বলে,—ধন্য ধন্য দ্বারকার কান্ত।
ভগবান্ করেছেন কৃষ্ণে ভারি ভাগ্যবন্ত॥ ১৭৩
চিন্তামণির মণি-মন্দির মুনির মনঃপ্রীত।
কত চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত মণিতে রচিত॥ ১৭৪
সুধাকর-কর নিন্দি করে কি উজ্জ্বল।
কুহু-নিশিতে দিনপ্রায় দ্বারকামণ্ডল॥ ১৭৫
কত হীরে চিরে ঘেরেছেন দ্বারের চৌকাঠ।
গজমতিতে গজগিরি স্বর্ণের কপাট॥ ১৭৬
প্রাচীর প্রবল উচ্চ রতনে রচিত।
পরশ ছাউনি তাতে প্রবালের ভিত॥ ১৭৭

সুমেরু সমান উচ্চ অতি বহ্বারম্ভ।
ফণি-শিরোমণিতে মণ্ডিত যত স্তম্ভ ॥ ১৭৮
দ্বিজ বলে এক এক মাণিক, সাত রাজার ধন।
ইহার স্তম্ভ বেড়া মানিক ঘেরা, এ আর কেমন ॥ ১৭৯
আপশোষে আকুল দ্বিজ—বলে—আহা মরে যাই।
কপালের ফাঁকটা বোজে,—ইহার একটা যদি পাই ॥১৮০
আড়ে আড়ে চান দ্বিজ নাড়ে দিয়ে হস্ত।
অঙ্গময় ঘর্ম্ম বয় লোভে শশব্যস্ত ॥ ১৮১
ছাড়াতে অশক্ত হ'লো রক্ত দুই কর।
জো দিয়ে যোড়ান মাণিক ছাড়ান দুষ্কর ॥ .৮২
শ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত দ্বিজ কপালে ঘা মারে।
বলে, সকলি ভগবানের হাত, আপন হাতে কি করে ॥১৮৩
এইরূপে দীন দ্বিজ কিছু দিন তথা।
মনে ভাবে, শুনিনে কিছু দেওয়া থোয়ার কথা ॥ ১৮৪
ভক্তিভাবে খাওয়ান শোয়ান,—বচন যেন মধু।
ফলে বা না ফলে কৃষ্ণ বিদায় করেন বা শুধু ॥ ১৮৫
ভাবনার বিষয় নয়,—কপাল-গুণে ডরাই।
ইহার সূত্র তোলে—উত্তরসাধক লোক একটী নাই ॥১৮৬
হেথায় হরিতে রুক্মিণী হরি উৎকণ্ঠিত অতি।
আজ্ঞা দিলেন,—শীঘ্র রথ সাজা রে সারথি ॥ ১৮৭

সৈন্য সঙ্গে নাই, অন্য জনে না জানান।
না জানেন বলরাম এ সব সন্ধান ॥ ১৮৮
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কন ব্রহ্ম-সনাতন।
শীঘ্র আসি কর দ্বিজ ! রথে আরোহণ ॥ ১৮৯
পদব্রজে পথশ্রান্তে কেন দুঃখ পাবে।
দণ্ড-মধ্যে আনন্দে আপন ঘরে যাবে ॥ ১৯০
দ্বিজ ভাবে মনে মনে রথে না হয় যাই।
ভেবেছিলাম মনে যেটা, কপালে ঘটিল তাই ॥ ১৯১
নগদ অঙ্ক আঁকিয়েছিলাম, আর তবে হ'লো না !
সে কি একটী সিকি পাইনে, এ কি বিবেচনা ॥ ১৯২
লক্ষণেতে ভেবেছিলাম লক্ষ টাকা পাব।
শেষে একটী পাই পাইনে, ভাই রে ! কোথা যাব ॥ ১৯৩
ইনি আত্মসুখের সুখী হয়ে, বলিলেন রথে উঠ।
মিষ্ট-ভাষী কৃষ্ণ,—ইহাঁর দৃষ্টি অতি ছোট ॥ ১৯৪
অতি শক্ত-শরীর, ভক্ত-বিটেল, কথায় করুণা প্রকাশ।
আহ্লাদে আমাকে আকাশে তুলিলেন,
শেষে সকলি আকাশ ॥ ৯৫
ইনি পরকে দিবেন কি,
আপনি বা কোন্ সুখ-ভোগে থাকেন।
আতর কিন্‌তে কাতর,—গায়ে কাষ্ঠ ঘ'ষে মাখেন ॥ ১৯৬

এক, দরিদ্রের মতন, হরিদ্রে মাখা, বস্ত্র প্রতিদিন।
আহারের দোষে কৃষ্ণবর্ণ, মাজাখানি ক্ষীণ॥ ১৯৭
বলিব কি দেখে শুনে, পড়েছি আমি ধন্দে।
ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই, বলরাম—লাঙ্গল তার স্কন্ধে॥ ১৯৮
দেবালয় বিপ্রসেবা নাহি দেখিতে পাই।
কৃষ্ণ যেন অহংব্রহ্ম, ইহাঁর ধর্ম্মকর্ম্ম নাই॥ ১৯৯

* * *

শ্রীকৃষ্ণ সহ রথারোহণে দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিদর্ভ-যাত্রা।

যা হ'বার তাই হবে, ব'লে চক্ষে জল পড়ে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দ্বিজ রথে গিয়া চড়ে॥ ২০০
পবন-বেগেতে রথ গগনে উঠিল।
কম্পে কায় ব্রাহ্মণের পরাণ উড়িল॥ ২০১
কেঁদে বলে, তুমি রথ আনিলে কোথায়?
ওহে কৃষ্ণ অবশেষে প্রাণটা বুঝি যায়॥ ২০২
ওহে কৃষ্ণ! ম'লাম ম'লাম, নাই—আমি গিয়েচি।
আমার রথ-আরোহণ, মত্ হ'লোনা, পথ পেলে বাঁচি ২০৩
যে আশাতে আসা, তার তো ফল ফলিল বড়।
অধিকন্তু কেন প্রভু! আর ব্রহ্ম-হত্যাটা কর॥ ২০৪
নামিয়ে দাও হে, নাম করিব, ব্রহ্ম-স্থাপন হয়।
হেসে কৃষ্ণ বলেন, চক্ষু মুদিলে যাবে ভয়॥ ২০৫

ভয়ে কাষ্ঠ হয়ে, দ্বিজ রথ-কাষ্ঠ ধরে।
শশব্যস্ত হয়ে, ছত্র জলপাত্র পড়ে॥ ২০৬
আবার বলে, ওহে কৃষ্ণ! হায় হায় কি করিলে!
ধর্ম্ম খেয়ে তুমি আমাকে জন্মের মতন সারিলে॥ ২০৭
আমার ঘটী গেলো হে, ঘটিল বিপদ,
একি কপালের লিখন।
ছাতি গেলো হে ছাতি ফাটে, মৃত্যু ভালো এখন॥ ২০৮
তুমি নিরাশ্রয়ের গতি শুনে, তোমার আশ্রয় ধরিলাম।
একি ভরণী যাত্রায় এসে, দুখের তরণী বোঝাই করিলাম॥
যোগীর ধন কোশাকুশী আর কুশাসন।
রাজার ধন রাজ্যপাট, বেশ্যার যৌবন॥ ২১০
চোরের ধন সাহস, যেমন গণকের ধন পাঁজি।
আমার সবে ধন,দ্বারকাকান্ত! ঐ ঘটিটী পুঁজি॥২১১

খাম্বাজ—পোস্তা।

ওহে দ্বারকাকান্ত! সর্ব্বস্বান্ত আমার হলো।
সবে ধন জলপাত্র, তাল-পত্র-ছত্র গেলো॥
শুনে নাম কৃষ্ণ দাতা, কষ্টেতে এসেছি হেথা,
তুমি কি করিবে, কৃষ্ণ! ফলিল মোর অদৃষ্ট-ফলো!

কিঞ্চিৎ ধন পাবো ব'লে, সঞ্চিত ধন চলিলাম ফেলে,
ব্রাহ্মণী সুধাইলে, কি বলিবো তাই আমায় বলো ॥ (ঝ)

কৃষ্ণ কন আর কেঁদো না, মিথ্যা আর অনুশোচনা,
করা যাবে বিবেচনা, দেখো হে দ্বিজ! বলিলাম।
ভাবিতেছে ব্রাহ্মণ, তুমি বিবেচনাতে বিলক্ষণ,
তার তো আমি সুলক্ষণ; দেখে শুনেই চলিলাম ॥ ২১২

ভাবে দ্বিজ কত-মত, নিকট হইল পথ,
বিদর্ভ নগরে রথ, সত্বরে উত্তরে।
ব্রাহ্মণের করে ধরি, নামাইয়া দেন হরি,
যথায় ব্রাহ্মণপুরী, নগর-উত্তরে ॥ ২১৩

* * *

বিদর্ভ-নগরে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ—ও স্বীয় কুটীরের
পরিবর্তে অট্টালিকা দর্শন।

নিকটে হয়ে উদয়, দ্বিজ দেখে নিজালয়,
সব অট্টালিকাময়, কৃপাদৃষ্টে কৃপাময় চেয়েছেন আপনি
দ্বিজ নাহি বুঝে অন্ত, বলে—এ সব অট্টালিকা-তন্ত্র,
করেছে কোন্ ভাগ্যবন্ত, ভেঙ্গেছে আমার কুঁড়েখানি ॥
উহু উহু মরি মরি! জ্বলে প্রাণ দেই গলে ছুরি,
হরি হরি! কি দিলে হরি! আমারে এত শাস্তি।

উপলক্ষ ছিল মাত্র, সবে-ধন এক জলপাত্র,
আর তালপত্র-ছত্র, তালপত্রের কুঁড়েখানিও নাস্তি ॥ ২১৫
দাঁড়াই এখন কার ঘরে, দরিদ্র দেখিলে পরে,
অবহেলা করে পরে, কেহ নাই ত্রিভুবনে।
এতো কি ছিল ললাটে, শয়ন বৃক্ষ-নিকটে,
জল খেতে হ'লো ঘাটে, জলপাত্র বিনে ॥ ২১৬
আগে পারিলে জানিতে, হ'তো না এত কাঁদিতে,
ফলিতো কিছু গেলে আনিতে, রাজা শিশুপালে।
কোথাকার কৃপণ কৃষ্ণ, আনিতে গিয়ে এত কষ্ট,
ধন প্রাণ স্থানভ্রষ্ট, আমার কপালে ॥ ২১৭
ব্রাহ্মণী গেলো কোথায়, হায় হায়! না হেরি তায়,
মম মৃত্যু মমতায়, হ'লো রে বিধাতা!
বিধি কি আনিলি ভারতে, বিধিমতে দুঃখ দিতে,
বিধি! কি তোর সঙ্গেতে, এত বিপক্ষতা ॥ ২১৮
হেথায় অট্টালিকা মধ্যে থাকি, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে দেখি,
বলে দাসি! দেখ দেখি, শুভদিন উদয় গো।
ছিন্ন-ছাড়া জীর্ণ অতি, ঐ আমার প্রাচীন পতি,
চিহ্ন আছে জীর্ণ ধূতি, ভিন্ন অন্য নয় গো ॥ ২১৯
যত্নে ব্রাহ্মণী পরে, রত্ন-ভূষণ অঙ্গে পরে,
সখী সঙ্গে সমাদরে, চলিল পতি আনিতে।

করি বৃক্ষমূলে আগমন, বসনে ঢাকি বদন,
ধরিয়ে দুটি চরণ, প্রণমিল কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ২২০
দ্বিজ ভাবে, ইনি নন সামান্যে, সুর নর কি নাগ-কন্যে,
আমি বা কিসের জন্যে, ইহাঁর প্রণাম লই।
দ্বিজ অমনি ভূমে পড়ি,বলে আমিও তোমাকে প্রণাম করি,
কে তুমি রাজরাজেশ্বরি! আমারে কৃপা কর কৃপাময়ি ॥২২১
ব্রাহ্মণী কয় হয়ে রুক্ষ, আইমা! ছি ছি একি দুঃখ,
একবারে খেয়েছিস্ চক্ষু, ও পোড়াকপা'লে!
দ্বিজ বলে—কি ফেরে পড়িলাম,কেন মা,আমি কি করিলাম!
তোমারে কি কটু বলিলাম, কেন ফেলো জঞ্জালে ॥ ২২২
ব্রাহ্মণী কহিছে শেষে, ধিক্ ধিক্ আ মর্ মিন্‌সে!
কতদিন ছিলিনে দেশে, সব গিয়েছিস্ ভুলে।
দ্বিজ বলে সে আর কেমন, কার পত্নী তুমি বা কোন্,
কোন্ বেটা অব্রাহ্মণ, দেখেছে কোন্ কালে ॥ ২২৩
একেতো বিপাকে পড়েছি, বিধির সঙ্গে বাদ করেছি,
বাঁচা মিথ্যে প্রাণে মরেছি, কাঁদি বৃক্ষতলে।
আবার তুমি বুঝি মা রাজকন্যে! রাজদৈবে ফেলিবার জন্যে
খেতে মাথা এলে এখানে, পরাণে বুঝি মেলে ॥ ২২৪
মিছে দ্বন্দ্বে নাইকো গুণ, থাকে দোষ মাপ করুন,
ফিরে ঘরে যাও ঠাকরুণ! ফেলেন না বিপত্তে।

আপনি এসেছেন বৃক্ষতলে, কর্ত্তামহাশয় দেখ্‌তে পেলে,
এইখানে আমাকে ফেলে, করিবেন ব্রহ্মহত্যে ॥ ২২৫
দ্বিজনারী বৃক্ষতলায়, বিশেষ বারতা জানায়,
অতুল ঐশ্বর্য্য তোমায়, দিয়েছেন গোবিন্দ।
শুনি হৈল জ্ঞানের উদয়, আনন্দে প্রফুল্ল-হৃদয়,
ভেবেছিলাম কৃষ্ণ নিদয়, তবে কি আমার ধন্দ ॥ ২২৬
পাইয়া অতুল ধন, সহ ভার্য্যা ব্রাহ্মণ,
সৌভার্য্যে কাল-যাপন, করে ক্রিয়া-কর্ম্মে !
হেথায় কৃষ্ণের লাগি, রুক্মিণীর মন বিবাগী,
সুখ সাধ সর্ব্বত্যাগী, কত ভয় জন্মে ॥ ২২৭
সহোদর সহ বাদ, সাধে বা ঘটে বিষাদ,
ঘটে বা ঘটে প্রমাদ, মনে কত ঘটে।
করে বাদ বহু ভুপাল, আইল দুষ্ট শিশুপাল,
রক্ষ নাথ হে গোপাল ! দাসীরে সঙ্কটে ॥ ২২৮

বারোঙা—যৎ।

পড়ি বিপত্তি-সাগরে, ডাকি তোমারে,
ওহে জগবন্ধু ! রক্ষাংকুরু রুক্মিণী দাসীরে।
একবার দেখা দাও হে তুমি, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
অনন্তরূপ অন্তর্যামী, দাসী-অন্তঃপুরে ॥

ত্বৎপদে সঁপেছি প্রাণ, রাখ প্রাণ রাখ মান,
অভয় পদপ্রান্তে স্থান, দাও দাশরথিরে ॥ (ঐ)

বলরামের বিদর্ভ-নগরে গমন ।

হেথায় ত্যেজিয়া দ্বারকাধাম, এসেন নবঘনশ্যাম,
শুনিলেন বলরাম, পশ্চাৎ এ কথা ।
দোসর হ'তে গোবিন্দে, লাঙ্গল ধরিয়া স্কন্ধে,
আনন্দে বলাই যান তথা ॥ ২২৯
ভাবিলেন বলভদ্র, ভায়া বড় অভদ্র,
একা যান শত্রু-মাঝে তিনি ।
জরাসন্ধ শিশুপাল, ভেয়ের আমার চিরকাল,
দুবেটা পরম শ জানি ॥ ২৩০
কোন স্থানে যান না ডেকে, ভায়ার নির্ব্বুদ্ধি দেখে,
মনে মনে বড় দুঃখ হয় ।
ঝগড়া করিতে সদাই আত্তি, চিরকাল দৌরাত্ম্য,
নিত্য নিত্য নূতন কীর্ত্তি,ভালো তো এসব নয় ॥২৩১
মরণ বাঁচন নাহিকো জ্ঞান, কালীদহে গিয়ে ঝম্প দেন,
বাদ করেন গে ইন্দ্ররাজার সনে ।
সদাই ফেরেন শত্রু-হাতে, আমি ফিরি সাথে সাথে,
বাঁচেন কেবল এই বলাই-দাদার গুণে ॥ ২৩২

মানেন না তো কোন কালে, জ্যেষ্ঠ ভাইকে শ্রেষ্ঠ ব'লে,
আত্মবুদ্ধি শুভ তার সদা।
সম্পদ সময়ে তার, অন্য সৈন্য সমিব্‌ভার,
বিপদ কালেতে কেবল দাদা॥ ২৩৩
আপনি হয়েছেন যোগ্য, আমাকে ভাবেন অবিজ্ঞ,
একটী কথা সুধান না বিরলে।
এই যে গেলেন বিদর্ভে, আপন মনের গর্ব্বে,
ইহাতে সঙ্কট যদি ফলে॥ ২৩৪
একবার একবার মনে রাগি,বলি—ফিরিবনা আর তার লাগি'
মন বোঝে না,—পড়েছি মায়া-ফাঁদে।
সে যেন মোর এক কায়া, কনিষ্ঠ ভেয়ের মায়া,
পাসরিতে নারি প্রাণ কাঁদে॥ ২৩৫
সে রাখুক বা না রাখুক মান, কৃষ্ণ যে আমার প্রাণ,
সর্ব্বদা কল্যাণ বাঞ্ছা করি।
চিরকাল বালক ধরিব, তার দোষ কি মনে করিব?
ছোট বই তো বড় নয় সে হরি॥ ২৩৬
আপনি মান পাই না পাই, ভেয়ের মঙ্গল চাই,
এত বলি ত্যজে নিজ ধাম।
করিতে কৃষ্ণের হিত, ত্বরান্বিত উপনীত,
বিদর্ভনগরে বলরাম॥ ২৩৭

হেথায় হয়ে অগ্রগামী, এসেন ত্রৈলোক্য-স্বামী,
গোবিন্দ আনন্দ শূন্য-ভরে।
অন্তঃপুরে উর্দ্ধমুখী, দেখেন সুধাংশুমুখী,
রুক্মিণী—গোবিন্দ রথোপরে ॥ ২৩৮
দেখে ভবের কর্ণধার, দুই চক্ষে শতধার,
বলেন, তোমরা হের হের সই গো!
পূজে চণ্ডী পড়িলো ফুল, চণ্ডী আমায় অনুকূল,
খণ্ডিল মনের শূল, চণ্ডীসাধনের ধন ঐ গো ॥২৩৯

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

সখি! ঐ দেখ, মোর শ্যাম-নবঘনে, উদয় গগনে।
এলেন আমার জগবন্ধু রথ-আরোহণে ॥
ঐ পদে রেখেছে মতি, ব্রহ্মা ইন্দ্র পশুপতি,
ভবভার্য্যা ভাগীরথীর জন্ম ঐ চরণে।
গলে বনফুল-হার, শিরে শিখিপুচ্ছ যার,
দ্বিভুজ মুরলীধর, পীতবাস পরণে ॥ (ট)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছে শুনিয়া
সমাগত ভূপতিগণের ক্রোধ—কোলাহল।

হেথা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে, আসি বহু নৃপবরে,
সজ্জা করি সবাই কয় সভাতে।
ভূপতির কি দুরদৃষ্ট! মানস করেছেন কৃষ্ণ,—
গোপের নন্দনে কন্যা দিতে॥ ২৪০
রুক্মী তবে কিসের জন্য, আনিল করি নিমন্ত্রণ,
অপমান করিতে রাজগণে।
আমাদের হয়েছে বিমর্ষ, ইহাদের বাপে-ঝিয়ে পরামর্শ,
উভয়ের মন দেবকী-নন্দনে॥ ২৪১

ইহাদের বিবেচনা কেমন?—

রাজা, দালিম ফেলে নালিম খান,
ব্রাহ্মণ ফেলে মুচিকে দান,
ভালো ত বিবেচনা!
বিবেচনা হ'লো কোন্ দেশী, বাপকে রেখে উপ্‌বাসী,
বেহাইকে ক্ষীর ছেনা॥ ২৪২
বিবেচনাকে ধন্যি ধন্যি, গঙ্গা ফেলে পুষ্করিণী,
স্নান করেন রে ভাই!
একি বিবেচনা করিলেন রাজা, ঘরে এনে লক্ষ রাজা,
কোটালের দোহাই॥ ২৪৩

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, খাঁচায় পোষেন কাক।
ঘণ্টা নেড়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজাতে ঢাক ॥ ২৪৪

সিদ্ধিযোগ ত্যাগ করি, ভরণী মঘায় যাত্রা।
চৌত্রিশ অক্ষর খালি রেখে, "ধ"য়ের মাথায় মাত্রা ॥ ২৪৫

ফেলে হীরে বাঁধিলেন জীরে,
সোণা বাইরে আঁচলে গিরে,
এ দেশে লোক থাকে !
ঘোড়া ফেলে জয়পতাকা ছাগলের মস্তকে ॥ ২৪৬

ব্রাহ্মণ প্রতি করি কোপ, সভাসদ সদ্গোপ !—
নইলে মান্য কৃষ্ণ !
জাহাজ ডুবিয়ে ডোঙ্গায় চড়া,
জিলিপি ফেলে তালের বড়া,
জ্ঞান করেছেন মিষ্ট ॥ ২৪৭

আরগিণেতে মন ভুল্‌লো না, মন ভুলেছে চরকা।
শালকে রেখে যবে-স্ববে, চটে দিয়েছেন মার্‌কা ॥ ২৪৮

সার-চন্দন ফেলে মান্য, শিমুলের কাঠ।
উঠানে বসান অধ্যাপককে, ভাটকে দিয়েছেন খাট ॥২৪৯

মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, জলে ডুবিয়ে শ্যামা।
রূপোকে রেখে কূপোর মধ্যে, কাগজে বেঁধেছেন তামা ॥

যজ্ঞের ঘৃত-অগ্রভাগ খায় যেমন শৃগালে।
রুক্মিণীকে দিতে চান, নন্দের বেটা রাখালে ॥ ২৫১

* * *

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী-হরণ ; রুক্মী প্রভৃতির যুদ্ধ-চেষ্টা।

যতেক রাজার দল, সবে করে কোলাহল,
হলাহল উঠিছে মনোরাগে।
আছে ক্রোধে চারি রাজসুত, আসিয়া জনেক দূত,
কহিতে লাগিল রাজার আগে ॥ ২৫২
ধনুকে সন্ধান পুরে, রুক্মিণীর অন্তঃপুরে,
ছিলাম আমরা রক্ষার কারণে।
শূন্যভরে আসি হরি, রাজার নন্দিনী হরি,
রথে চড়ি উঠিলো গগনে ॥ ২৫৩
যুদ্ধ করি কোন ক্রমে, পারি নাই তার পরাক্রমে,
হারি মেনে এসেছি মহারাজ!
যায় নাহিকো বহু দূর, নিকটে আছে নিষ্ঠুর,
ধরেন তো করেন না কালব্যাজ ॥ ২৫৪
শুনি রুক্মী উঠিল দ্রুত, জ্বলন্ত অনলে ঘৃত,
যেন দিল ঢালি।
বলে বেটারা দূর দূর, ভালো বাঁচালি অন্তঃপুর,
হস্ত কামড়ায় দিয়ে গালি ॥ ২৫৫

রাগে হয়ে জ্ঞানশূন্য, বলে ধর ধর ধর সৈন্য,
কি আর দেখ রে যায় দর্প!
হবে জগতে কলঙ্কধ্বনি, ভেকে চুরি করে মণি,
ঠেলিয়ে ফেলায়ে কালসর্প॥ ২৫৬
ক্রোধে চারি সহোদর, বলে সৈন্য ধর ধর,
বংশীধারী শূন্যপথে যায় রে!
হাতে লয়ে নানা অস্ত্র, সবে হয়ে শশব্যস্ত,
গেলো গেলো হায় হায় হায় রে॥ ২৫৭

সুরট—কাওয়ালী।

ঐ যায় রুক্মিণী লয়ে রথোপরে।
আরে ধর্ ধর্ ধর্ দ্রুত মার্ মার্
দুরাচার কৃষ্ণ গোপ-কুমারে॥
অতি অগণ্য ও যে ব্রজে গোপাল—
গো-রাখাল চিরকাল রে!
ব্রজ-গোপিনী সকলে, ও রাখালে ভুলে,
রাজকুমারী কি সাজে সে বরে?॥ (ঠ)

অবাক হয়ে রাজগণ, সবাই দুঃখে মগন,
বলে, পণ্ড হ'লো এ সব মন্ত্রণা।

জরাসন্ধ সুধায় দূতে, বেষ্টিত দেবকী-সুতে,
কে কে আছে কতগুলি সেনা ॥ ২৫৮
দূত বলে, মহাশয়! বহু সেনা তার সঙ্গে নয়,
কিন্তু তার কাজ কি সেনা সাথে?
বাইরে ডাক্‌ছে বলরাম, " ভয় কি রে ভাই ঘনশ্যাম!
নূতন এক লাঙ্গল লয়ে হাতে ॥ ২৫৯
জরাসন্ধ বলে দ্বন্দ, এসেছেন সেই বলভদ্র,
ভদ্রলোক তার কাছে না যান।
নাই অন্য অস্ত্রে শিক্ষা, কেবল লাঙ্গলে দীক্ষা,
তাইতে ইন্দ্র প্রাণ ভিক্ষা চান ॥ ২৬০
কৃষ্ণকে করেছি ক্ষান্ত, বটি তা হ'তে আমি বলবন্ত,
কিন্তু আমি পারি নাই বলার বলে।
কাতর দেখে করে না দয়া, নাইকো বলার বলা কওয়া,
অকস্মাৎ লাঙ্গল লাগায় গলে ॥ ২৬১
একদিন আমায় যুদ্ধস্থলে, দিয়েছিলো সেই হলটা গলে
অদ্যাপি বেদনা স্কন্ধে আছে।
নাম শুনে তার কাঁপে অঙ্গ, আমিতো ভাই! দিলাম ভঙ্গ,
হার মেনেছি হলধরের কাছে ॥ ২৬২

* * *

নারদ-কর্ত্তৃক শিশুপালকে পরামর্শ প্রদান।

এইরূপে রাজন কয়, নারদ মুনি হেন সময়,
রাজসভা মধ্যে উপনীত!
কহেন,—শুন শিশুপাল! তুমি মান্য মহীপাল,
কহিব তোমার কিছু হিত॥ ২৬৩
হাতে বেঁধে এলে সুত, সে আনন্দ নন্দসুত,—
ঘুচালে তোমার, ওহে ভূপ!
হাসিবে বিপক্ষ নরে, এ বেশে এক্ষণে ঘরে,
লজ্জা খেয়ে যাইরে কিরূপ॥ ২৬৪
আমি একটী যুক্তি বলি ভাই! ভক্তি হয় তো কর তাই,
যাউক প্রাণ—মানকে হাতে রেখো।
যাও ঘরে ডুলিতে চ'ড়ে, বস্ত্র-আচ্ছাদন ক'রে,
কিছু কাল অন্তঃপুরে থেকো॥ ২৬৫
এ কথাটা পুরাণা হবে, নগরে দেখা দিও তবে,
শিশুপাল বলে,—কথা বটে।
করিতে হ'লো এই কার্য্য, বৃদ্ধস্য বচন গ্রাহ্য,
বলিয়ে ডুলিতে গিয়ে উঠে॥ ২৬৬

* * *

ডুলি চড়িয়া শিশুপালের নগরে প্রবেশ।

শিশুপালে মন্ত্রণা দিয়ে, নারদ তবে দ্রুত গিয়ে,
উদয় শিশুপালের নগরে।
ঘরে ঘরে বাদ্যকরে, মুনি অনুমতি করে,
সাজ সাজ সকলে শীঘ্র ক'রে ॥ ২৬৭
শুনে যত বাদ্যকর, সকলে হয়ে সত্বর,
পথে গিয়ে বাজায় রাজার আগে।
যায় নিয়ে জয়ঢাক ঢোল, নগরে বিষম গোল,
শুনে শব্দ পঞ্চগ্রাম জাগে ॥ ২৬৮
শিশুপাল কয়, এ কিরূপ! ওরে বেটারা চুপ চুপ!
একি লজ্জা!—পড়িলাম সঙ্কটে।
মুনি বলেন, বলিল রাজা, বাজা বেটারা বাজা বাজা,
কামাই দিস্‌নে গাঁয়ের নিকটে ॥ ২৬৯
শুনিয়ে মুনির সাড়া, কন্ কন্ বাজিছে কাড়া,
টং টং বাজে টিকরা দড়।
দুই পাশেতে থাক থাক, বাজে বাঘ-লেঙ্গুড়ে ঢাক,
দগড়ে নগর করিছে জড় ॥ ২৭০
দম্ফেতে বাজায় দম্প, ঝমঝমী জগঝম্প,
ভূমিকম্প বাদ্য-শব্দ করে।
ধাঁতিং তা বাজে মাদল, ভোঁ ভোঁ শিঙ্গের বোল,
জাঁক করি বাঁক বাজে পঞ্চম স্বরে ॥ ২৭১

বাজে যত বাদ্য নামা, ধি ধি বাজিছে দামামা,
ধূ ধূ ভেরীর শব্দ ভাল।
বিদায় করিছেন বলি'রাজা, যায় যত ইংরাজী বাজা,
ডবলা বাঁশী তবলা করতাল্ ॥ ২৭২
প্রধান প্রধান যত ঢুলী, আহ্লাদে যায় ঢুলি ঢুলি,
নূতন নূতন রঙ্গের হাত বাজায়ে।
একবার কাছ ঘুনিয়ে যায়, ছক্কা দিয়ে শিরোপা চায়,
বলে,—ছাড়িনে মহারাজার বিয়ে ॥ ২৭৩
চুপ চুপ ধুমকি সাজে, ধুমকিটি ধুমকিটি ধেলাং বাজে,
বারণ করিলে দ্বিগুণ বেড়ে উঠে।
শিশুপাল যেন হয়েছে চোর,
বলে বিয়ে নয়, আজি মৃত্যু মোর।
এতো কি সাজা—রাজার আপন কোটে ॥ ২৭৪
নগরে শুনিয়া রব, শিশুপালের ভগিনী সব,
আনন্দে মগনা হয়ে চলে।
মঙ্গলাচরণ জন্যে, ডাকে যত কুলকন্যে,
সমাদর করিয়া সবে বলে ॥ ২৭৫
হ'লো কি শুভদিন আজি লো।
ঐ বাজিলো ঐ বাজিলো,
দাদার বিয়ের বাজনা আহা মরি!।

আয় লো ধনি !—আয় লো মণি। মতিদিদি মনোমোহিনি!
মঙ্গলা মাসি !—মুঞ্জরি মাধুরি ! ॥ ২৭৬
আয় লো হীরে। আয় লো ধীরে।
আসিছে দাদা গাঁটা ফিরে,
আয় লো রাসু রঙ্গিণি ! বামৃনি !
আয় লো জয়া জগদম্বা ! নিয়ে পান-গুয়ো রম্ভা,
সাধের বউকে উলিয়ে ঘরে আনি ॥ ২৭৭
কোথা গেলি লো তারামালিনি !
শীঘ্র দে লো পিঁড়িতে এলোনি,
ঐ দেখ্‌ সিকিতে আলোচালি।
মেনেছিলাম সত্যপীরে, পীর মেনে চেয়েছেন ফিরে,
ঠাড়ো গুয়োপান দিতে হবে কালি ॥ ২৭৮
নগরের যত নাগরী, "বৌ দেখি বৌ দেখি" করি,—
নগরের বাহিরে যায় হেঁটে।
শিশুপালের ভগিনী গিয়ে, ডুলির আচ্ছাদন তুলিয়ে,
'আই মা ! বলি' দন্তে জিহ্বা কাটে ॥ ২৭৯
নারীগণকে বলিছে এসে, আয়লো মজার বৌ দেখ্‌সে !
জন্মেতো দেখি নাই হেন বউ !
লাজের কথা কারে ক'ব, ও মা আমি কোথা যাব !
বিয়ের ক'নের গোঁপ দেখেছো কেউ ? ॥ ২৮০

খাম্বাজ - আড়খেম্‌টা।

ছি ছি আই আই ! বলিবো কায় !
মরি লজ্জায় ! শিশুপেলে ছারকপালের—
কারখানা কেউ দেখ্‌সে আয় ॥
লজ্জা নাই পাষাণ-বুকো, মর্ মর্ মর্ কালামুখো !
ছি ছি মুড়িয়ে মাথা, ঘোল ঢেলে তায়,
গোল ক'রে কেউ ঢোল বাজায় ॥ (ভ)

———

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মীর যুদ্ধ ;

রুক্মীর বন্ধন ও মুক্তিলাভ।

হরিয়ে রুক্মিণী হরি ত্বরায় গমন রথে !
রুক্মিণীর সহোদর-সহ যুদ্ধ পথে ॥ ২৮১
ভগবানের বাণে বাণে প্রাণে কাতর হয়ে।
রুক্মী হয়ে দুঃখী,—বাঞ্ছা যায় পলাইয়ে ॥ ২৮২
পলায় পাছে, পরাভব দেখিয়ে পরাৎপর।
ক্রোধে শীঘ্র তোলেন তারে রথের উপর ॥ ২৮৩
কত মন্দ বলেন, তারে নন্দের নন্দন।
রথ-কাষ্ঠে রাখেন, করি নিগূঢ় বন্ধন ॥ ২৮৪

বলরাম বলেন হেসে, খুব করেছো ভাই!
নূতন কুটুম্ব হ'লে, তার এমনি আদর চাই ॥ ২৮৫
মরি ধন্য ধন্য, গণ্য পুণ্য মান্য বাড়াইলে!
একি সভ্য ভব্য দিব্য নব্য কাব্য দেখাইলে ॥ ২৮৬
করি দ্বন্দ্ব ছন্দ, মন্দ বলো, সম্বন্ধ মান না।
বলো, বেটা সেটা ঠেঁটা, এটা কেটা তা জান না ॥২৮৭
ভায়া! দয়া মায়া হায়া—কায়া মধ্যে নাই।
ধরো শ্বশুর-শিশুর কসুর, ওটা শিশুর বুদ্ধি ভাই!
এখন ভার্য্যে রাজ্যে পূজ্যে,
ভার্য্যার ভেয়ের এ কি কও হে!
তুমি ভূলোক-ভবলোক-গোলোক-পালক,—
শ্যালক-পালক নও হে ॥ ২৮৯
বলরামের বাক্যেতে লজ্জিত কমলচক্ষু।
রুক্মিণী দুঃখিত,—দেখি সহোদরের দুঃখু। ২৯০
তুণ্ডে ধরি হৃষীকেশ, তার কেশ মুড়াইয়া।
দূর হ রে দুর্ভাগা! বলি, দিলেন তাড়াইয়া ॥ ২৯১

* * *

রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ।

রথে মনোরথ পূর্ণ—পূর্ণব্রহ্মময়।
লক্ষ্মী ল'য়ে ঐক্য হয়ে দ্বারকায় উদয় ॥ ২৯২

লক্ষ্মী-নারায়ণ-মিলন।

বিধিমতে বিবাহ নির্ব্বাহ হয় পরে।
হৃদয়ে দ্বারকাবাসীর আনন্দ না ধরে॥ ২৯৩
হেরিয়ে যুগল-কান্তি, ভ্রান্তি গেলো দূরে।
জয় জয় শব্দ হয়, চিন্তামণি-পুরে॥ ২৯৪

বেহাগ—যৎ।

কি শোভা শ্যাম-বামে সাজিল রুক্মিণী।
যেন রে জলদে সৌদামিনী॥
শুভ দরশনে আগমন শুকমুনি।
সুরগণ সহ শুভাগমন সুরমণি॥
সুত সঙ্গে শুভদা সহিত শূলপাণি।
এলেন সুধাকর-সহ সূর্য্য, শুভবার্ত্তা শুনি॥ (ঢ)

সত্যভামার ব্রত।

সত্যভামার অভিমান ; শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মানভঞ্জন।

নারদ গিয়া ইন্দ্রালয়ে, পারিজাত পুষ্প লয়ে,
সে স্থান হতে প্রস্থান করেন ঋষি।
বীণায় কৃষ্ণ গুণ ল'য়ে, দিলেন কৃষ্ণ-গুণালয়ে,
দ্বারকা নগরে আশু আসি॥ ১
হেরে পুষ্প সুবাসিত, হরপূজ্য হরষিত,
তুষিলেন মধুর সম্ভাষে।
সেই পুষ্পে হৃষীকেশ, সাজান রুক্মিণীর কেশ,
বিচিত্র-বিউনি কেশ-পাশে॥ ২
লক্ষ্মী-নারায়ণ-পদে, প্রণাম করি প্রমোদে,
জানেন মুনি কি সুখ ঘটেছে।
বাধাব আজি অতুল দ্বন্দ্ব, ইথে কিছু নাই সন্দ,
অন্তরে অতুল আনন্দ, দেন তথ্য সত্যভামার কাছে॥৩
ছিছি মা! শ্রীনাথের কৃত্য, দেখে জ্বলে গেল চিত্ত,
বিচিত্র গুণ তাঁর এত জানিনে।
শুনিলে শোকে হবি কাতরা, যৌথিকে প্রেয়সী তোরা,
মন বাঁধা তাঁর রুক্মিণীর মনে॥ ৪

পুষ্প আনিলাম গিয়ে স্বর্গ, ছি ছি একি উপসর্গ !

আমি ভাবিলাম,—তোমায় দিবেন হরি।

ত্যজে তোমা হেন প্রেয়সীরে, দিলেন রুক্মিণীর শিরে !

হরি কি করিলেন হরি হরি ॥ ৫

বলি চলে যান মুনি, সত্যভামা হয়ে মৌনী,

অমনি বসিলেন অভিমানে।

করিতে মান-ভঞ্জন, হরি বিপদ-ভঞ্জন,

যান সত্যভামা-বিদ্যমানে ॥ ৬

একেবারে বাক্য-রোধ, না রাখেন অনুরোধ,

নাই উত্তর,—শুনে বাক্য শত।

কৃতাঞ্জলি বিদ্যমান, হরি হয়ে ম্রিয়মাণ,

রাখিতে মান বাড়ান মান কত ॥ ৭

কে করিল হে অপমান, একি মান অপ্রমাণ,

মানে যে মান রাখ না সুন্দরি !

মনে রৈল মনের কথা, বলনা কি মনোব্যথা ?

না শুনে যে মনস্তাপে মরি ॥ ৮

তখন অধোমুখে কন ধনী, করিয়ে গুণ গুণ ধ্বনি,

যাও যাও, যে ঘরে সুখের বাস।

বুঝেছি ভাল-বাসাবাসি, কেন শত্রু-হাসাহাসি,—

করিতে আর এস্থানেতে আশা ॥ ৯

হয়েছে কপাল পোড়া, পোড়ার উপর দৃষ্টিপোড়া,
একি পোড়া!—এত দেও জ্বালা।
বুঝেছি তোমার ভাব-ভক্তি, আর কেন হে ভাবের উক্তি?
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা॥ ১০
ভেবেছিলাম আছ বন্দী, করেছিলে সত্যে বন্দী,
মরিতে তেঁই দিয়াছিলাম মন।
সদরে আদরের কথা, বিরলে গিয়ে বিপক্ষতা,
এমন প্রিয় জনে কি প্রয়োজন॥ ১১
সম্মুখে সুন্দর সাধু, যেন সুধা বর্ষে বিধু,
বনে ব্যাঘ্র—মনে তা জানিনে।
ছি ছি যেনে আর এসো না, কাণ কাটে হে যেই সোণা,
সেই সোণা বাসনা আর করিনে॥ ১২
অবলা পেয়ে কর হেলা, বারণ করেছি বার-বেলা,
বার বার দিও না কথা খণ্ডি।
মুখে মধু অন্তরে বিষ, তুমি উনিশ আমি বিশ,
ও বিষয় বুঝিবার ভুষণ্ডী॥ ১৩
করিতে কত রঙ্গ—পেয়ে, গোকুলে গোয়ালার মেয়ে,
আমরা তেমন নই হে অবোধ নারী।
যে মজিয়ে যাবে বাজিয়ে বাঁশী, নষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ-হাসি,
দৃষ্টিমাত্র আমি বুঝিতে পারি॥ ১৪

কাঁদ-কেতো আর কপট কান্না, যে ঘরেতে ঘর-কন্না,
ভাব গিয়ে সেই ঘরের ভাবনা !
যদি কাঁদ্‌তে এসেছ শুনিতে পায়, ওহে কান্ত। ধরি পায়,
কাঁদিতে হবে, জানিতে কি পার না॥ ১৫
তখন বুঝি সত্যভামার মন, ইন্দ্রপুরে করি গমন,
হরি পারিজাত পুষ্প হরি।
করি সেই ফুল-বাগান, ধনীর মন যোগান,
সুন্দর আনন্দিত হলেন হরি॥ ১৬
এক দিন পুনর্ব্বার, মিছে দ্বন্দ্ব বাধাবার,
চেষ্টায় নারদ তথা যান।
বর্ণনা করি জ-কার, নিত্য বস্তু নিরাকার,
নির্গুণ জমার গুণ গান॥ ১৭

সুরট—যৎ।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু জগজ্জীবন।
জপে গুণ যোগীন্দ্র-আদি যতনে যারে যোগিগণ।
যজ্ঞেশ্বর যাদব জয় যশোদানন্দন।
যদুকুলোদ্ভব জলদবর্ণ জনরঞ্জন॥
তুমি জীবের জীব আত্মরূপ, ত্বং যজ্ঞ তুমি জপ,
যন্ত্রি-জন-যন্ত্র যম-যন্ত্রণা-নিবারণ॥

জগত-আরাধ্য, জগদাদ্য জগন্মোহন।
এই জঘন্য দাশরথিরে তার হে জগত্তারণ॥ (ক)

নারদকর্তৃক সত্যভামাকে পুণ্যক-ব্রত-অনুষ্ঠানের পরামর্শ দান।

আনন্দ-হৃদয়, মুনির উদয়, যথা নারী সত্যভামা।
গিয়া সন্নিধান, সুধান বিধান, সুমঙ্গল বল গো মা॥ ১৮
সত্যভামা কন, শুন তপোধন! হরি পারিজাত হরি।
আমারে উদ্যান, করিলেন দান, অনেক মিনতি করি॥১৯
আমারি কেশব, মিথ্যা আর সব, আমার আমার করে।
কহেন নারদ, ঘটিবে বিরোধ, বলিনে তাহারি তরে॥ ২০
তোমার ভবন, পারিজাত বন, সৃজন করেন আনি।
তাইতে ভাব মোর, হরির গুমর, জাননা তুমি জননি। ॥২১
হৈল অনুমান, তুমি কেঁদে মান, বাড়ালে জানিবে তাকি।
বলিলে মরিবে ফুলে, যা পেয়েছ তুমি ফুলে,
ফলে কিন্তু তুমি ফাঁকি॥ ২২
অবলা বলিয়ে, বাড়ান ছলিয়ে, বলি দুটো কথা মিষ্টি।
তুমি মন পাবে?—হরির পাবে পাবে, সকলি কুয়ের সৃষ্টি॥২৩
অন্তরের অন্তরা, জানিস কি মা! তোরা,
কপট কথায় রাজী।

নাই লেশ মমতার, তোর প্রতি তাঁর,
ভালবাসা ভোজ-বাজী ॥ ২৪
জানি তাঁর পণ, করি সংগোপন,
আমারে না কন কি।
মন লয়েছে কিনি, কেবল রুক্মিণী,
ভীষ্মক রাজার ঝি ॥ ২৫
শুনি ধনী কন, দুখেতে—চিকণ,—
স্বরেতে মন বিরসে।
কহ দেখি মুনি! পতি চিন্তামণি,
কিরূপে রাখিব বশে ॥ ২৬
মুনি কন শেষ, শুনহ বিশেষ,
করতে পার যদি দ্রুত।
আছে একটা রূপ, অতি অপরূপ,
পুণ্যক নামেতে ব্রত ॥ ২৭
সে ব্রতের বিধি, লিখেছেন বিধি,
দক্ষিণায় পতি-দান।
আছে ব্যবস্থায়, পুন লবে তায়,
স্বর্ণেতে করি সমান ॥ ২৮
হইলে সঙ্গতি, হতে পারে গতি,
পতি রয় তার কেনা।

শুনি কন ধনী, পিতা পূর্ণ ধনী,
মুনি ! কি তুমি জান না ॥ ২৯
যতেক বাসনা, দিতে পারি সোণা,
পর্ব্বত প্রমাণ করি।
এ নহে বিস্তর, হন মনোহর,—
বড় মণ দুই ভারি ॥ ৩০
তখন করি সেই ব্রত, নারদ মুনি বিব্রত,
কহেন করি চাতুরী।
দেহ মা ! দক্ষিণে, আমারে এক্ষণে,
যাইতে হবে সুর-পুরী ॥ ৩১

* * *

সত্যভামার পুণ্যক ব্রত।

কিসে অপ্রতুল, বলিয়ে অতুল,
আনন্দে রাজার সুতা।
কৃষ্ণে সমতুল, করিবারে তুল,
তখনি আনেন তথা ॥ ৩২
মহা পরাক্রম, করিয়া বিক্রম,
ভীম বৈসে তুল ধরি।
এক দিকে ভর, করেন বিশ্বম্ভর,
বিশ্বম্ভর রূপ ধরি ॥ ৩৩

রাজার নন্দিনী, সত্যভামা ধনী,
গদ্‌গদ—ভ্রমে ভুলে।
করি আকিঞ্চন, আনিয়া কাঞ্চন,
দিতেছেন তুলে তুলে ॥ ৩৪
যতেক তাঁহার, স্বর্ণসীঁতি হার,
স্বর্ণ চম্পকের কলি।
স্বর্ণ-ভূষণ মাত্র, স্বর্ণ-বারি-পাত্র,
কর্ণসাজ স্বর্ণগুলি ॥ ৩৫
কনকের তরে, জনকের ঘরে,
জনেক ধনী পাঠায়।
তার যত স্বর্ণ, ছিল নানা বর্ণ,
সে দিল কন্যার দায় ॥ ৩৬
আশী মণ কি শত, করি পরিমিত,
স্বর্ণ দেন তুলোপরি।
ভাবিয়ে বিষণ্ণ, ফুরাইল স্বর্ণ,
প্রসন্ন না হন হরি ॥ ৩৭
পড়িয়া সঙ্কটে, নারদ-নিকটে,
লজ্জায় কহেন ধনী।
স্বর্ণ ভিন্ন নিধি, থাকে যদি বিধি,
বিধিমতে দেই এখনি ॥ ৩৮

কহেন নারদ, স্বর্ণে যদি শোধ,
না পার,—যা পার তাই।
শীঘ্র আনি দেহ, নাহিক সন্দেহ,
অভাবেতে দূষ্য নাই॥ ৩৯
মুনির উত্তর, শুনিয়া সত্বর,
সত্যভামা অকাতরে।
কর্‌তে পতি মুক্ত, আনি মণি মুক্ত,
অমনি দেন তুলোপরে॥ ৪০
রত্ন যে প্রধান, সব হলো প্রদান,
ভাবেন রাজার মেয়ে।
শেষে দেন রামা, কাঁসা দস্তা তামা,
মুনির অনুমতি পেয়ে॥ ৪১
ব্যস্ত হয়ে দায়, বস্ত্র সমুদায়,
দেন এক বস্ত্র পরি।
প্রতিজ্ঞা—কনক, শেষেতে চণক,
যব গম আদি করি॥ ৪২
তথাচ তুলনা, হরির হলো না,
হরিষে বিষাদ সতী।
লাজে তৃণ হেন, হইয়া কাঁদেন,
বলে,—হারাইলাম পতি॥ ৪৩

মুনি কন, মা গো! তুমি বিদায় মাগো,
আমিও বিদায় হই।
ফিরে নে জননি! হীরা মুক্তা মণি,
চিন্তামণি আমি লই॥ ৪৪

* * *

নারদ,—ভারবাহী মুটেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতেছেন।

গা তোল হে কৃষ্ণ! আর কেন তিষ্ঠ,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি মোর হলো।
আমার এক লোক, ছিল আবশ্যক,
ভাল হৈল সঙ্গে চল॥ ৪৫
নানা স্থানে যাই, নানা দ্রব্য পাই,
বইতে লজ্জা পাই আমি।
দিলাম সেই ভার, তুমি লবে ভার,
ভার বইতে ভাল তুমি॥ ৪৬
ওহে জলদ-কায়া! দ্বারকার মায়া,
ত্যজ আর মিছে কাঁদ।
ব্রতের সামিগ্র, কাচা পাতো শীঘ্র,
আলোচালি কলা বাঁধো॥ ৪৭
কি দেখ কি ভাব! দ্বারকার ভাব,
পাবে না মোর নিকটে।

ছিলে যে গোলোকে, এসেছ ভূলোকে,
জন্মিলে যাতনা ঘটে ॥ ৪৮
মোর তরু-তলে বাস, ওহে পীতবাস!
উপবাস প্রায় থাকি।
কি শীত বরষা, ভোঁজন ভরসা,
হরি! মোর হরীতকী ॥ ৪৯
কপালে লিখন, কি জানি কখন,
কার ভাগ্যে কিবা ঘটে।
জনম বৈরাগ্য, যেমন হতভাগ্য,
হরি কিনা তার মুটে ॥ ৫০
তুমি জীবের কপালে, লেখ জন্ম-কালে,
সুখ দুঃখ ভোগ যথা।
তোমার কপালে, এ লেখা লিখিলে,
হরি হে! কোন্ বিধাতা ॥ ৫১
তখন ভূমে পড়ি রামা, কাঁদে সত্যভামা,
বলে, কি হলোরে হায়!
করি দক্ষিণান্ত, হইল সর্ব্বস্বান্ত,
কৃষ্ণ লয়ে মুনি যায় ॥ ৫২
কিবা অশীতি-পর, পঞ্চম বৎসর,
বালকাদি পুরে যত।

মুখে হাহাকার, ধ্বনি সবাকার,
দ্রুত যায় যথা ব্রত ॥ ৫৩
শুনি অমঙ্গল, যদুবংশে গোল,
মহাপ্রলয়ের ধারা।
কেহ মূর্চ্ছাগত, উন্মাদের মত,
পথে পড়ি জ্ঞানহারা ॥ ৫৪
ষোড়শ শত অষ্ট, নারী—শুনে কৃষ্ণ,
ঐ লয়ে যায় ঋষি।
বাস না সম্বরে, দেখ্‌তে পীতাম্বরে,
এলো সব এলোকেশী ॥ ৫৫
পড়িয়ে ভূতলে, নয়ন উথলে,
কেঁদে বলে যত রামা।
ছার ব্রত-দায়, কার ধন কা'য়,
দিলি তুই সত্যভামা ॥ ৫৬
দ্বারকা-জীবন, এ তিন ভুবন,—
জীবন জগতময়।
জগত সংসার, জীবের অধিকার,
কৃষ্ণ তোর স্নধু নয় ॥ ৫৭

———

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

কি ব্রত করিলি বল, ফলিল ফল একি ফল,
প্রতিফল তোমায়।
দক্ষিণাতে সাধনের ধন কৃষ্ণধন দিলি বিদায়॥
তোরে ধিক্ তোর ব্রতে ধিক্, আছে কি ধন আর অধিক,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-পতি পতি তোর মন যোগায়॥
তোরে বিড়ম্বিল বিধি, প্রাক্তনে নাই প্রাপ্ত নিধি,
কপাল যার মন্দ, শ্রীগোবিন্দ-চরণ সে কি পায়॥ (খ)

কুবেরের ভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন আনয়নের জন্য যদুবংশীয়গণের চর প্রেরণ।

যদুবংশে একযোগ, সকলে হয়ে সংযোগ,
যার ঘরে ছিল যত রত্ন।
শুনিয়া মুনির পণ, সবে করি প্রাণপণ,
সমর্পণ করে করি যত্ন॥ ৫৮
করি দিল আয়োজন, গিরি তুল্য করি ধন,
গিরিধারী তুল্য নাহি ঘটে।
যদুবংশে কহে মুনি! ক্ষণেক রাখ চিন্তামণি,
আনি ধন কুবের-নিকটে॥ ৫৯

বলে পাঠাইল চরে, ধনপতি-গোচরে,
চরে গিয়া জানায় তারে ত্বরা।
কুবের করিয়া তুচ্ছ, কহে কত বাক্য উচ্চ,
বড় উচ্চ পদ পেয়েছে তারা ॥ ৬০
শুনি নাই যে এমন কার, চমৎকার অহঙ্কার,
শিবের ধনেতে লোভ করে।
কিছু তো বুঝে না সূক্ষ্ম, কতকগুলা গণ্ডমূর্খ,
জন্মেছেন সেই যদুনাথের ঘরে ॥ ৬১
ভব মোর ভবকাণ্ডারী, আমারে করি ভাণ্ডারী,
রেখেছেন ধনের রক্ষাতে।
অগোচরে দিলে পরে, আমারে বধিবেন পরে,
নীলকণ্ঠ ব্যয়কুণ্ঠ তাতে ॥ ৬২
অতুল ধনে যেন দরিদ্র, না ভাঙ্গান এক মুদ্র,
অতি-ক্ষুদ্র-মতে চলেন তিনি।
ঘরেতে ঘরণী তাঁর, জগদম্বা মা আমার,
দেন না তাঁরে অলঙ্কার একখানি ॥ ৬৩
ভাণ্ডারেতে পট্টবাস, তা না পরি কৃত্তিবাস,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম নিত্য পরিধান ॥
একটিবার মনে হলে, মণি-মন্দির হয় হেলে,
তা না করি শ্মশানেতে স্থান ॥ ৬৪

এমন জনার ধন, দিয়ে কি হব নিধন,
এমন অনুরোধ ভাল নয়।
আমি ত হইব ধ্বংস, হবে ধ্বংস যদুবংশ,
কোপাংশ হরের যদি হয়॥ ৬৫
কৃষ্ণ হয়েছেন সম্পন্ন, বিষয় করেছেন উৎপন্ন,
বংশ করেছেন ছাপ্পান্ন কোটি।
অধিক কিছু ভাল নয়, একবারেতে হবে লয়,
আজি বা কি করেন ধূর্জ্জটি॥ ৬৬
অনেক খরিদদারে কসে হাট,
অনেক পড়োতে হয় না পাঠ,
অনেকের মৃত্যু হয় অনেক লোভে।
অনেক পরিবারে ঘটে কষ্ট, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
অনেক যাত্রী উঠিলে তরি ডোবে॥ ৬৭
অনেক আশাতে হয় ফক্কি, অনেক কোঁদলে ছাড়ে লক্ষ্মী,
অনেক আদরে অহঙ্কার বাড়ে।
অনেক নারীতে যায় ধর্ম্ম, অনেক মন্ত্রীতে খায় কর্ম্ম,
অনেক জ্বালেতে পাকে পাক পড়ে॥ ৬৮

* * *

কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যদুবংশীয়গণের যাত্রা।

ক্রোধে কুবের অনুচিত, কহিলেন যথোচিত,
দূত গিয়া কয় দ্বারকায়।
শুনি যক্ষের বাক্য-শূল, কুপিল কৃষ্ণের কুল,
হয়ে ব্যস্ত হস্ত কামড়ায়॥ ৬৯
নহে সহ্য এক দণ্ড, কুবেরে করিতে দণ্ড,
সাজিল প্রচণ্ড হরি-সুতে।
পিতা যাদের দর্পহারী, তাদের সঙ্গে দর্প করি,
বেটা মোর অমান্য করে দূতে॥ ৭০
বেটারে ধরেছে কাল, ভরসা করে মহাকাল,
এ সব কটু বলে তারি বলে।
আজি রণে হ'লে প্রবর্ত্ত, শিবের যাবে শিবত্ব,
কৈলাস পাঠাব রসাতলে॥ ৭১

টৌরী—কাওয়ালী।

সাজিল কংস-রিপু-বংশ সমরে।
সসৈন্য শিবের কুবের কাঁপে ডরে॥
বিপক্ষ ত্রৈলোক্য-নাথ-সুত যারে রে।
করে কে রক্ষে সে যক্ষে ত্রৈলোক্যের মাঝারে॥

যাঁরে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ভজে,
তাঁর তনয় ত নয় সামান্য,
অমান্য কে করে, কে পারে,
দাশরথি পড়েছে কি একান্ত ঘোরে রে,
যাবে একান্ত নিতান্ত কৃতান্তেরি নগরে ॥ (গ)

বাজে বাদ্য সাজে সৈন্য, কুবের দমন জন্য,
গমন করিছে হরি-পুত্র।
হ'য়ে যক্ষপুরে উপনীত, কহে, হেঁরে দুর্নীত!
ভাবনা কি, কি হবে দশা অত্র ॥ ৭২
এখন করিবে কার আরাধন. নিধন ক'রে লব ধন,
বাঁচাতে ধন হবি ভুবন-ছাড়া।
এ বড় আশ্চর্য্য মজা, হয়ে একটি ক্ষুদ্র অজা,
সিংহের কাছেতে শিং নাড়া ॥ ৭৩
করি উষ্মা অতিরেক, হাতীকে লাথি মারে ভেক,
বিড়াল বধিতে যুক্তি ইন্দুর যুটে।
এত নয় ভারি সঙ্কট, যেমন লক্ষপতির সঙ্গে যোট,
প্রাণপণে দেয় তিন পণের মুটে ॥ ৭৪
আমরা জয়ী পৃথিবীতে, ব্রহ্মসনাতন পিতে,
মাতা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ম দুই।

জীবের গতি চিন্তামণি, তোদের শিবের শিরোমণি,
দাসানুদাসের মধ্যে তুই ॥ ৭৫
বাসনা থাকে মরণ, মোদের সঙ্গে কর রণ,
নইলে পালা প্রাণ-শঙ্কা রেখে।
ডেকে আন্ তোর গঙ্গাধরে, দেখ্ব কেমন বল ধরে,
হল-ধরের শিষ্য যাউক দেখে ॥ ৭৬
অক্ষম জনার রঙ্গ ঘরে, বসি ঘোর তরঙ্গ করে,
ধরিলেই প'ড়ে খান খাবি।
করেছিলি ত বড় রাগ, রাখ না তার অনুরাগ,
রাগ দেখে ছাগ পশুর প্রায় পলাবি ॥ ৭৭
মূর্খ লোকের এই কর্ম্ম, রাখ্তে মান থাকে না ধর্ম্ম,
সে কর্ম্ম সহজে নাহি চলে।
বিহিত করিলে বিধিমতে, সাজা দিলে যায় সোজা পথে,
কিল খেয়ে দাখিল খুন হ'লে ॥ ৭৮
বিরলে বসি বীরপণা, এমন বীরের বিড়ম্বনা,
কেন বা করিস্ বিরস বদন-খানা।
মেরে মালসাট হেরে যাচ্ছ, কেড়ে ধন নিলে ছেড়ে দিচ্ছ,
বেঁড়ে লেজ নেড়ে কেন নড় না ॥ ৭৯

* * *

ভীত কুবের কর্ত্তৃক মহাদেবের শরণ-গ্রহণ।

কুচক্র দেখে কুবের, শরণ লইতে শিবের,
ত্যজে ধন রাখিতে জীবন।
সদলে যায় যক্ষ-পতি, যথায় দক্ষ-সুতা-পতি,
ত্রৈলোক্য-পতি ত্রিলোচন ॥ ৮০
কম্পান্বিত কলেবর, বলে ওহে দিগম্বর!
পীতাম্বর-পুত্র আসি পুরে।
হরে ধন বাঁধে কর, কাতর তব কিঙ্কর,
শঙ্কর! সঙ্কটে রক্ষ মোরে ॥ ৮১

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কি দেখ হে ত্রিলোচন! ত্রিলোক-দুঃখ-মোচন!
তব ধন হরিল হরি-বংশে।
তারা কি হে তারাপতি। আছে সে ধন-অংশে ॥
ভেবে মরি ওহে ভব! হইল একি অসম্ভব,
ভেবে আছি,—ভুজঙ্গ অঙ্গে দংশে।
ওহে ভব-কর্ণধার! কি ধার হরির ধার,
সুত তাঁর মম জীবন ধ্বংসে ॥

ভাবে না কি হবে পরে, পরম যতন ক'রে,
পরম পাতক যে পর হিংসে,—নাথ।
কেন হেন প্রলয়, তব ধন অন্যে লয়,
সৃষ্টি লয় হয় প্রভু! তব কোপাংশে॥ (ঘ)

কুবেরে অভয় দেন অভয়ার পতি।
স্থির ভব, কন ভব, উল্লসিত-মতি॥ ৮২
জাননা কুবের! তুমি হরির পরিচয়।
মম গুরু কল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময়॥ ৮৩
কিঞ্চিৎ-সঞ্চিত-ধন-বঞ্চিত যে জন্য।
হলো ইষ্ট পর্য্যাপ্ত, মম প্রাক্তন অতি ধন্য॥ ৮৪
কত পুণ্য-জন্য আমি হয়েছি কৃতার্থ।
প্রেমানন্দে সদানন্দ করিছেন নৃত্য॥ ৮৫

* * *

কুবেরের ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য রত্ন গ্রহণের পর,
শ্রীকৃষ্ণের-পুত্রগণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন।

কুবেরের, ভাণ্ডারের, অসংখ্য রতন।
হরিয়া হরিষে যায় হরি-পুত্রগণ॥ ৮৬
দ্বারকায়, দ্রুত যায়, আনন্দে সকলে।
করি যত্ন, যত রত্ন, তুলে দেয় তুলে॥ ৮৭

কোন রূপে বিশ্বরূপের তুল্য না হইল।
যদুকুল, প্রাণাকুল, সঙ্কট গণিল॥ ৮৮
কি অদৃষ্ট হায়! কৃষ্ণ হারাইলাম বলিয়া।
কেঁদে ব্যস্ত, হয় সমস্ত, শিরে হস্ত দিয়া॥ ৮৯
কৃষ্ণ-নারী, সারি সারি, আছে কৃষ্ণে ঘেরে।
সবে বলে, কেন গো না দেখি রুক্মিণীরে॥ ৯০
তিনি কিসের দুঃখী, স্বয়ং লক্ষ্মী, অন্তর-যামিনী।
আছেন ইষ্ট-মনে, কৃষ্ণ-ধ্যানে, কৃষ্ণের কামিনী॥ ৯১
নয়ন মুদে, দেখ্‌ছেন হৃদে, দ্বারকায় বিপত্ত।
শ্যামকে আমার তুলে দিলে, সামান্য সম্পত্ত॥ ৯২
সবে বলে রুক্মিণীরে, দে গো সম্যাচার।
যায় কৃষ্ণ, কি অদৃষ্ট, দেখ্‌বে না একবার॥ ৯৩
যদি যাবার বেলা, রাজ-বালা! না দেখে মরিবে।
এ বিচ্ছেদ, জন্ম-খেদ, মর্ম্মে তাঁর রবে॥ ৯৪
যত রমণী, যায় অম্‌নি, তাঁর অন্তঃপুরে।
চক্ষে ধারা, তারাকারা, কহে রুক্মিণীরে॥ ৯৫

খট্-ভৈরবী—ঠেকা।

ও রাজ-নন্দিনি! ত্রিলোক-বন্দিনি!
পেয়েছ মা! কিছু কি শুন্‌তে।

ছলে নারদ মুনি, ভুলায়ে রমণী,
নিল মা তোর নীলকান্তে ॥
জন্মজন্মান্তর, ভেবে নিরন্তর,
পেয়েছিলে গো মা শ্রীকান্তে,—
ওমা পতিব্রতা! সকল হল বৃথা,
চিন্তামণি-পদ-চিন্তে ॥ (ঙ)

রুক্মিণী অন্তরে হাসি, কহেন যেন উদাসী,
সত্যভামা সর্ব্বনাশী, কি করেছে হায় গো।
করি সকলের সর্ব্বস্বান্ত, ধন-প্রাণ দ্বারকা-কান্ত,
করেছে ব্রতে দক্ষিণান্ত, দিয়াছে বিদায় গো ॥ ৯৬
প্রাণ তো হবে না রক্ষে, সবে না সবে না বক্ষে,
কেমনে দেখিব চক্ষে, কৃষ্ণ আমার যায় গো।
আমার সঙ্গে কেবল অঙ্গ আছে, আর সব ত্রিভঙ্গ-কাছে,
ধন প্রাণ মন রয়েছে, কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় গো ॥ ৯৭
অবিচার কি প্রাণে সয়, জগতের সে জগন্ময়,
একা কৃষ্ণ তার নয়, কি বলি বিলায় গো।
ষোড়শত অষ্ট নারী, কৃষ্ণধনের অধিকারী,
সবাই অংশী বংশীধারী, দিব কেন তায় গো ॥ ৯৮

চল ফিরাব কমল-আঁখি, কে লয় তার সাধ্য বা কি,
পরকে কাঁদায় সখি ! মিছে পরের দায় গো।
হবে বলি ক্রিয়া নষ্ট, অনেকেরে দিয়ে কষ্ট,
পরে দিয়া পরের কৃষ্ণ, সে কেন কাঁদায় গো॥ ৯৯
সঙ্গেতে যত রমণী, রমণীর শিরোমণি,
যান যথা চিন্তামণি, সবে দেখ্‌তে পায় গো।
লক্ষ্মীরে দেখি আগত, শত্রুভাব করি হত,
হইতে শরণাগত, সত্যভামা ধায় গো॥ ১০০
কহে কাতর হইয়া সজলাক্ষী, দিদি ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী,
মোর দোষে পশু পক্ষী, কাঁদিছে দ্বারকায় গো।
করি যদি কোনরূপ, রাখিতে পার বিশ্বরূপ,
সকলে মোরে বিরূপ, এ কলঙ্ক গায় গো॥ ১০১
করিতে চিন্তামণি মুক্ত, দিলাম কত মণি মুক্ত,
লোকের কাছে পাইনে মুখ ত, একি অনুপায় গো।
এখন শ্যাম রাখ মান রাখ যদি, আমি তোমার নিরবধি,
দাসী হয়ে জন্মাবধি, রব রাঙ্গা পায় গো॥ ১০২
সপত্নী করিছে স্তব, এত বড় অসম্ভব,
করুণা হলো উদ্ভব, সুখে লক্ষ্মী কন গো।
থাক থাক কি বাহুল্য, করিব কৃষ্ণ-আনুকল্য,
কি ধনে করেছ তুল্য, তোমরা—ছি কেমন গো॥ ১০৩

কর তুল্য সামান্য জ্ঞানে, শ্যামধন সামান্য ধনে,
অমান্য করেছ কেনে, জগত-মান্য ধন গো।
কি ছার ফণীর মণি, তিনি মণির শিরোমণি,
অচিন্ত্য রূপ চিন্তামণি, সামান্য ধন নয় গো॥ ১০৪
তুল্‌বে আমার শ্যামচাঁদে, যেমন মক্ষিকাতে সাগর বাঁধে,
বামন যেমন চাঁদে, ধরিতে আশা মন গো।
এ কেমন বাসনা সই লো! পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে শৈল,
কব কি প্রাণেতে সইল, বড় বিড়ম্বন গো॥ ১০৫
কি ধন আছে রত্নাকরে, শ্যাম-ধনে সমান করে,
যে ধন ধরেছে গিরি গোবর্দ্ধন গো।
বালকের মত খেলা, ত্রিলোকের নাথকে তোলা,
জানিস্‌নে তোরা অবলা, এ ধন কি ধন গো॥ ১০৬
আর হ'য়ে দুঃখে কাতরা, কাঁদিস্‌নে রমণী তোরা,
যা বলি সকলে ত্বরা, কর আয়োজন গো।
মুনির যেমন পণ, করি শীঘ্র সমর্পণ,
ত্বরায় তোরা কর গমন, তুলসী-কাননে গো॥ ১০৭

ঝিঁঝিট—যৎ।

বিশ্বম্ভরের কত ভার, আজি তাই দেখি আনগো সখি!
তোরা তুলে কেউ তুলসী আন, কৃষ্ণনাম তায় দিব লিখি॥

শ্যামকে আজি করি সামান্য, বাড়াব তুলসীর মান্য,
সই গো,—করি দর্পহারীর দর্পচূর্ণ,
জগতে এ নাম রাখি ॥ (চ)

তুল-মধ্যে কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসীপত্র-প্রদান।

তুলিয়া তুলসী-পত্র, সখী আনি দিল তত্র,
কমল করে লন কমলাক্ষী।
পূর্ণ হেতু মনস্কাম, তার মধ্যে কৃষ্ণনাম,
স্বহস্তে লিখেন স্বয়ং লক্ষ্মী ॥ ১০৮
হস্তে করি লয়ে সাধ্বে, তুলে দেন তুলমধ্যে,
তুলসীর তুলনা কি সংসারে!
ত্রিলোক-পতি তিল-মধ্যে, অমনি উঠেন ঊর্দ্ধে,
তুলসী রহিল ভূমি-পরে ॥ ১০৯
সবে বলে ধন্যা ধন্যা, ভীষ্মক-রাজার কন্যা,
অবতীর্ণা লক্ষ্মী-অংশ মেয়ে।
আনন্দ দ্বারকাবর্গ, সহ নারী বন্ধুবর্গ,
হাতে স্বর্গ পায় কৃষ্ণ পেয়ে ॥ ১১০
কৃষ্ণের রমণী মাত্র, লয়ে সেই তুলসীপত্র,
মুনিরে কহিছে ব্যঙ্গ-ছলে।

তোমার কৃষ্ণ-তুল্য ধন, এই লও হে তপোধন!
কাণে গুঁজে স্বস্থানে যাও চলে ॥ ১১১
পর্ব্বত-প্রমাণ রত্ন, দিলাম করিয়ে যত্ন,
তখনি নিলে পেতে অনায়াসে।
এখন, অমনি দিতে হৈল কৃষ্ণ, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,
বলি রমণী ঢ'লে পড়ে হেসে ॥ ১১২
করি গেলে ভারি যোত্র, কালো তুলসীর পত্র,
চিরকাল কাল কাটাবে সুখে।
কুবেরের ধন বসে পেলে, তা নিলে না ছারকপালে!
যেমন কপাল, ছাই পড়িল মুখে ॥ ১১৩
দরিদ্র লগ্নেতে জন্ম, বামুনে কপালের কর্ম্ম,
হবে কেন ঐশ্বর্য্য নিধি।
কপালেতে ঢেঁকী চড়া, উহার কেন, সই! হবে পোড়া,
অবিচার করবেন কেন বিধি ॥ ১১৪
ছি ক'রে ত্যজিলে সৃষ্টি, মুষ্টি ভিক্ষা বড় মিষ্টি,
এক দিন পান, এক দিন উপবাস।
এত কেন হবে লাভ, ডেকরার সদা ঝকড়া স্বভাব,
ঝকুড়োর ঘরে লক্ষ্মীর হয় না বাস ॥ ১১৫
চারি পয়সা হইলে দণ্ড, লোকে কেঁদে চারি দণ্ড,
সারা দিনটা আপসোসে বাঁচে না।

এত ধন হারালে পেয়ে, পাষাণবুকো অল্পেয়ে
এখনো যে বুক ফেটে মলো না॥ ১১৬
কিছু বুদ্ধি নাইক ঘটে, দিদি! ওটা পাগলই বটে,
দেখনা ছি ছি! এখনো যে হাসে।
বিষয়-জ্ঞান নাই কিসের বিজ্ঞ, ঐ মিন্‌সে করে যজ্ঞ,
কেমন করি সভাতে বসে॥ ১১৭
যেমন গুণ তেমনি রূপের ঘটা, কটা কটা জটা ক'টা,
দাড়ির ভাব দেখ্‌লে ছেলে, দাঁড়িয়ে হাসে হর্ষে।
বাহন ঢেঁকি—বুদ্ধি ঢেঁকি, আমি ত দেখি নাই সখি!
পোড়াকপালে এমন ভারতবর্ষে॥ ১১৮

* * *

তুলসীর মাহাত্ম্য।

নারদের বিরাগ-দেহ, বলে কি গঞ্জনা দেহ,
হেঁ গো মা! কৃষ্ণের প্রিয়ে যত।
তোদিগে শিখাব অর্থ, শ্যাম হতে কি আছে অর্থ!
পরম যোগী পরমার্থে রত॥ ১১৯
এই পাগল-বেশে দেশে দেশে, করি সঞ্চয় নানা ক্লেশে,
দেখ্‌ছি মা! হৃদয়-ভাণ্ডারে।
অসাধ্য সাধনের ধন, হরি বিপদভঞ্জন,
করি যাব যুগযুগান্তরে॥ ১২০

প্রত্যক্ষ দেখি যে ভ্রান্ত, না বুঝি তুলসীর অন্ত,
কর ব্যঙ্গ ত্রিভঙ্গ-অঙ্গনা!
হরি যার নিকটে তুচ্ছ, মরি কি মহিমা উচ্চ,
ত্রিলোকে নাই তুলসীর তুলনা॥ ১২১
আমি ত্যজিয়ে অতুল অর্থ, নিলাম এই তুলসী পত্র,
ব্রহ্মাণ্ড পড়েছে মোর করে।
এ ধন করিলে পরিবর্ত্ত, শিবের লব শিবত্ব,
ব্রহ্মা দেন ব্রহ্মপদ ছেড়ে॥ ১২২

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

এই তুলসী যদি কৃষ্ণের চরণপদ্মে প্রদান করি।
তবে জন্মের মত তোদের চিন্তামণি-ধনকে কিন্‌তে পারি॥
লক্ষ্মীকান্তের তুল্য ক'রে,
যে ধন মা! লক্ষ্মী দিলেন আমারে,
আমার অলক্ষ্মী কি থাক্‌বে ঘরে, ওরে অবোধ নারি!॥
প্রাপ্ত হলেম যে সম্পদ, এর কাছে কি ব্রহ্মা-পদ,
দিয়ে অভয়পদ, নিরাপদ, আমারে করিবেন হরি॥ (ছ)

সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্পচূর্ণ।

সত্যভামা, সুদর্শনচক্র এবং গরুড়ের দর্প ;
নীলপদ্ম আনিতে গরুড়ের গমন।

দর্প ঘটে যার, রাজা কি প্রজার,
নর কিম্বা সুরাসুর।
গোলোক-বিহারী, হরি দর্পহারী,
সে দর্প করেন চূর ॥ ১.
করেন নারীগণ সহ, দ্বারকায় উৎসাহ,
যদুবংশ-চূড়ামণি।
ভাবে সত্যভামা, কে আমার সমা—
শ্যামাঙ্গের সোহাগিনী ॥ ২
অন্যান্য নারীগণে, গোবিন্দকে মনে গণে,
আমার বাঁধা মাধব।
যে কাজে যান চলি, আমি যদি বলি,
জলধর জলে ডোব ॥ ৩
তাতেই হন রত, আমার অবিরত,
দিয়েছেন মনে মান।

আমার কথা হ'লে, ভাসেন কুতূহলে,
আমি তাঁর যেন প্রাণ ॥ ৪
কৃষ্ণ মোর ঋণী, এমন আদরিণী,
তারিণী করেন হেন কারে।
অন্য নারীর প্রতি, নাহি কৃষ্ণের প্রীতি,
যান ধর্ম্মরক্ষার তরে ॥ ৫
বাঁধা মোর প্রাণে, সদা মোর পানে,
বাঁকা নয়নের তারা।
আমি করিলে মান, কেঁদে ম্রিয়মাণ,
ভয়ে ভগবান সারা ॥ ৬
দিবানিশি আমি, গরবেতে ঘামি,
রইতে নারি রত্ন-ঘরে।
পরশ-রতনে, পরশ করিনে,
চরণে ঠেলেছি তারে ॥ ৭
কি কৃষ্ণের চক্র, সুদর্শন-চক্র,
ঐ মত গর্ব্ব মনে।
থাকি কৃষ্ণের হাতে, কেবা মোর সাতে,
লাগে এই ত্রিভুবনে ॥ ৮
ইন্দ্র শশধরে, কেবা মোরে ধরে,
গঙ্গাধরে নাহি ধরি।

ব্রহ্মা ক্রোধ-মুখে, ছুটিলে সম্মুখে,
কেটে খণ্ড খণ্ড করি ॥ ৯
ভব-কর্ণধার, দিলেন হেন ধার,
এ ধারে না ধরে মলা।
পারি, করিতে দমন, করি যদি মন,
শমনের কাটি গলা ॥ ১০
শুন শাস্ত্র যথা, গৌরবের কথা,
গরুড়ের যে প্রকার।
আমি হেন বীর, স্বর্গ পৃথিবীর,
মাঝে আছে কেবা আর ॥ ১১
ফেল্‌তে পারি বলে, সাগরের জলে,
সুমেরুকে পৃষ্ঠে করি।
কেবল শ্রীগোবিন্দে, রাখি নিজ স্কন্ধে,
অন্য স্কন্ধে গিয়া চড়ি ॥ ১২
এ তিন জনের, গরব মনের,
হরিতে হরি হরিষে।
গরুড়ে কহেন, আর তোমা হেন,
কেবা আছে মম পাশে ॥ ১৩
কর আয়োজন, মম প্রয়োজন,
নীলপদ্ম দেহ আনি।

প্রভু যজ্ঞেশ্বর,—আজ্ঞা খগেশ্বর,—
পেয়ে কহে, ভাগ্য মানি ॥ ১৪
এ কোন জঘন্য, কার্য্যে জন্য, জগন্মান্য !
দাসানুদাসে স্মরণ।
আনি এক পল,—মধ্যে নীলোৎপল,
দিব হে নীলবরণ! ১৫
করি বিনতা-নন্দন, বিনয়ে বন্দন,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদে।
প্রেমে পূর্ণ-কায়, কৃষ্ণ-গুণ গায়,
গমন করে আমোদে ॥ ১৬

টৌরী—কাওয়ালী।

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,—
নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরে রে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে ॥
মন! কিমর্থে এ মর্ত্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্ত্তি দুর্ব্বৃত্তি করিলি!—কি হবে রে ॥
উচিত এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে।
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত! সে নিত্য পদ ভেবে ॥ (ক)

হনুমান কর্ত্তৃক গরুড়ের পথ-রোধ।

পেয়ে কৃষ্ণের অনুমতি, কৃষ্ণ-পদে রেখে মতি,
চলে পক্ষ নীলপদ্মারণ্য।
কি ছার পবন-গতি, যায় হেন দ্রুত-গতি,
অগতির গতির আজ্ঞা জন্য॥ ১৭

ঘন ঘন শব্দ ডাকে, দিবাকর কর ঢাকে,
দুই পাখা ঘেরিল গগনে।
দম্ফে ধরা কম্পে ঘন, বাসুকীর অসুখী মন,
অনন্তের অনন্ত ভয় মনে॥ ১৮

নানা বন তেয়াগিয়ে, খগেন্দ্র উদয় গিয়ে,
কদলী কানন মধ্যভাগে।
যথা বীর হনূমন্ত, পরম-জ্ঞানে জ্ঞানবন্ত,
রামচন্দ্র জপিছেন যোগে॥ ১৯

জিনিয়া রাবণ-রাজ্য, উদ্ধারিয়া রাম-কার্য্য,
স্বকার্য্য-সাধনে বসি বনে।
হৃদে চিন্তে নারায়ণ, পরম বস্তু নারায়ণ,
বাহ্যজ্ঞান-বর্জ্জিত সাধনে॥ ২০

পথ-মধ্যে আছে বসি, গরুড় নিকটে আসি,
পথ না পেয়ে রাগেতে জ্বলিছে।

কোন্ বস্তু হনূমান, না পেয়ে তার অনুমান,
অপমান বাক্য-গুলো বলিছে ॥ ২১

* * *

হনূমান গরুড়ের বাগ্‌যুদ্ধ।

হেদে রে বনের পশু! ছাড়্‌বি রাস্তা কি কাল পরশু,
দণ্ড তুই ডাক্‌ছি তোর নিকটে।
জগতে দেখিনে এমন আর, এ যে বুদ্ধি চমৎকার,
প্রতিকার করিতে হৈল বটে ॥ ২২
কোন বানরে দিলে তাড়া, হ'য়ে বুঝি পাল-ছাড়া,
হতবুদ্ধি হয়েছিস্ রে হনূ!
পথ যুড়েছিস্ লেঙ্গুড় পেতে, আরে ম'লো কি উৎপেতে!
পাইনে যেতে মাথায় উঠ্‌ল ভানু ॥ ২৩
ছাড় রে বানর! পথ ছাড়, প্রাণ করিছে ছাড়্ ছাড়্,
প্রাণ-কৃষ্ণের পূজার বেলা যায় ব'য়ে।
অপরাহ্ন হৈলে পর, পূজা হবে না পরাৎপর,
জলে কি ফেলিব পুষ্প ল'য়ে ॥ ২৪
হাজার ডাকে দেন না উত্তর, বসেছেন যেন রাজপুত্তুর,
কর্ম্মসূত্রে জন্ম বানর-কুলে।
ঘেরেছিস্ জমী একটা কুড়ো, এখন বল্‌ছি লেঙ্গুড় কুড়ো,
মারি নাইকো কৃষ্ণের জীব বোলে ॥ ২৫

খাম্বাজ—যৎ।

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলেন, পদ্মবনে আমি যাব।
আনিয়ে নীলপদ্ম, সে নীলপদ্মের চরণ-পদ্মে দিব ॥
হয় না হরির কার্য্য-সিদ্ধি, কিসে তোর এত বৃদ্ধি,
মলো রে বানরে-বুদ্ধি, হরির দোহাই তুচ্ছ তব। (খ)

পবন-পুত্র যোগাসনে, পক্ষি-বাক্য নাহি শুনে,
পক্ষী ক্রোধ-হুতাশনে, কহে রুক্ষ ভাষে।
আরে খেলে কচুপোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া,
মনোদুঃখে মুখপোড়া, কি আনন্দে ভাসে ॥ ২৬
আমি কৃষ্ণের অনুচর, যাঁরে চিন্তে চরাচর,
গণ্ডমূর্খ বনচর, বল্‌লে ত বুঝে না।
ডালে বসি কাল কাটে, মুক্তা দিলে দাঁতে কাটে,
জল দিলে পর শুষ্ক কাঠে, ফল কভু ফলে না ॥ ২৭
করেছিস্ কার্ বলে বল, ওরে বানর! বল্‌রে বল,
আমি গরুড় মহাবল, কিছু শঙ্কা নাস্তি।
জিনি যেন বসেছিস্ কোট, মর ভেড়ে মরকোট,
কল্যাণ চাস্ ত এখনি ওঠ, নইলে পেলি শাস্তি ॥ ২৮
কিসে ধর্ম্ম মোক্ষ ফল, জানিস্‌নে কোন ফলাফল,
বনে বসে খাস্ ফল, কেবল কর্ম্মফলে।

কিছু নাই তোর প্রশংসার, এলি কেবল এ সংসার,
করে গেলি পেট্‌টি সার, পরাৎপর ভুলে ॥ ২৯
তথ্য শুন সত্য বলি, বেন্ধেছি আমি দৈত্য বলি,
গজকচ্ছপেরে তুলি, নিলাম ওষ্ঠে করি।
যুদ্ধে জিনি পুরন্দরে, প্রবেশিয়ে তার অন্দরে,
হায় কি মনের আনন্দ রে! সুধা এনেছি হরি ॥ ৩০
আমি গরুড় দিগ্বিজয়, সবে মেনেছে পরাজয়,
মৃত্যুঞ্জয় না পান জয়, করিলে হেলায় যুদ্ধ।
চাই ত করি সৃষ্টি লয়, যমকে পাঠাই যমালয়,
তোকে কি মোর মনে লয়, পশু একটী ক্ষুদ্র ॥ ৩১
সহায় কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, গোষ্পদ জ্ঞান করি সিন্ধু,
সদাই আমার সুখসিন্ধু, মধ্যে ভাসে মন।
এলে ইন্দ্রের ঐরাবত, জ্ঞান করি পতঙ্গবৎ,
সিন্ধু আদি পর্ব্বত, জ্ঞান করেছি তৃণ ॥ ৩২
কে মোর দর্পেতে লাগে, অনন্ত বাসুকী নাগে,
সে ত মোর আহারে লাগে, খেয়ে থাকি সর্প।
কারে মানিনে ভুবনময়, মানি কৃষ্ণ জগন্ময়,
অন্য আমার মান্য নয়, ধরি অতি কল্প ॥ ৩৩
মনে করেছিলাম এটা, মারিব না বানরের ছা-টা,
র্ম্ম রাখিতে কর্ম্মে লেঠা, কি করে এ পাপে।

গরুড় করি অহঙ্কার, ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার,
শুনে শব্দ লঙ্কার, রাক্ষসগণ কাঁপে ॥ ৩৪
শুনে শব্দ রঙ্গ ভঙ্গ, হনূমানের ধ্যান ভঙ্গ,
অসময়ে রাম রস-ভঙ্গ, বল্‌ছে অভিমানে।
ভক্তিরূপ রজ্জু দিয়ে, কত যত্নে মন বাঁধিয়ে,
বসেছি নয়ন মুদিয়ে, ধ্যান ভাঙ্গিলি কেনে ॥ ৩৫

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

শুন রে বিহঙ্গ! তুই কি ধ্যান করি,
ধ্যান ভাঙ্গতে এলি।
ছিল হৃদকমলে কমললোচন,
রামকে আমার ভুলিয়ে দিলি ॥
পক্ষি রে! কি করি বল,হলেম অচল নাই অঙ্গে বল,
ছিল হৃদে বল, দুর্ব্বলের বল বনমালী।
মনে প্রাণে ঐক্য ছিল, রাম মোর সাপক্ষ ছিল,
কেন পক্ষী তুই বিপক্ষ হ'য়ে,
আমার মোক্ষধন হারালি ॥ (গ)

গরুড় কয় ক'রে ব্যঙ্গ, করেছি তোর ধ্যান ভঙ্গ,
তাইতে কাঁদিছ ওরে আমার দশা।

আমি দিব তা কিসের চিন্তা, নয়ন মুদে তোমার চিন্তা,
আমড়া জাম কুমড়া আর শশা ॥ ৩৬
হিংস্রক লোকের চিন্তা যেমন, সদাই পরের মন্দ।
ঠকের চিন্তা, পরে পরে সদাই লাগে দ্বন্দ্ব ॥ ৩৭
সাধুর চিন্তা, পরকাল—পর-উপকার করা ॥
চোরের চিন্তা, পরম সুখে পরের ধন হরা ॥ ৩৮
দরিদ্রের চিন্তা, প্রাতে উঠে ভাবে কি রূপেতে ছল্‌ব।
কলির চিন্তা, কি রূপে জীবের ধর্ম্ম কর্ম্ম খাব ॥ ৩৯
মুনির চিন্তা, চিন্তামণি,—নাই অন্য আশা।
নিষ্কর্ম্মা লোকের চিন্তা, তাস আর পাশা ॥ ৪০
বৈদ্যের চিন্তা, সন্নিপাত যোগায় গেঁটে গেঁটে।
পেটুকের চিন্তা, দশে পাঁচে পাকা-ফলার ঘটে ॥ ৪১
ধনীর চিন্তা, ধন ধন নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা ॥ ৪২
গৃহস্থের চিন্তা, বজায় করিতে চারি চালের ঠাট্‌টা।
শিশুর চিন্তা সদাই মা'কে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা ॥ ৪৩
মরি মরি আহা রে, পেট ভরে না আহারে,
ঐ দুঃখে সদাই থাক ক্ষুণ্ণ।
হনূ! আমার সঙ্গে যাস্, জগন্নাথের প্রসাদ খাস্,
যত চাস্ পাবি পরিপূর্ণ ॥ ৪৪

চল রে কৃষ্ণের পুরী, খাওয়াব পূরি উদর পূরি,
কিসের চিন্তা চিন্তামণির ঘরে।
যাঁর ঘরে ঘরণী লক্ষ্মী, তোর মত তিন লক্ষি,
বানরের পেট বাল্যভোগেই ভরে॥ ৪৫
খাও আশী কি শত মণ; তোর মনের সংখ্যা যত মণ,
মনোহরের মন তাতে সন্তুষ্ট।
প্রভুর কি প্রসাদের গুণ, শরীর হবে তোর তিন গুণ,
তিন দিনে তোর কান্তি হবে পুষ্ট॥ ৪৬
ফুল্‌বে কাড়া ফুলিবে বুক, ফরসা হবে পোড়ামুখ,
ঘৃত ছেনা মাখন ভোজন কর্‌তে।
হবে চিকণ বুদ্ধি শরীর মোটা, বানর একটা হবি গোটা,
আঁক্‌ড়ে লাঙ্গূল পার্‌বে না কেও ধর্‌তে॥ ৪৭
নানা রকম আছে প্রসাদ, যার মনে হয় যে দিন যে সাধ,
ইচ্ছা ভোজন ইচ্ছাময়ের ঘরে।
অনেক দ্রব্য ঘৃতপক্ক, একটা শঙ্কা তোর পক্ষ,
ঘৃত ভোজনে লোমের হানি করে॥ ৪৮
তাতেই তোর হানি কি বল,যায় যাবে লোম বাড়িবে বল,
লোম গেলে বানুরে গঠন সার্‌বে।
ঘৃতাদি ভোজনের রসে, কৃষ্ণ করেন লেঙ্গূড়টী খসে,
তবে মনুষ্যের দলে বসিতে পার্‌বে॥ ৪৯

থাক্‌বে না বান্দুরে বুদ্ধি, আমি লেখাব আঙ্ক সিদ্ধি,
পড়িলে কভু মূর্খ কেহ থাকে।
যদি পড়াই তোরে শব্দ মন্তু, আমি করিতে পারি হনূ!
তিন দিনেতে তর্কবাগীশ তোকে॥ ৫০

* * * *

গরুড়কে হনূমানের ভৎর্সনা।

হেসে বলিছে হনূমান, আপনি আপনার মান,
বাড়ালে কি বাড়ে।
শাস্ত্র কভু মিথ্যা নয়, যোগীর বুদ্ধির ভ্রম হয়,
মৃত্যু যখন চাপেন গিয়ে ঘাড়ে॥ ৫১
রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে উড়নপেকে,
রাম বল মন! রামের কি এত সৃষ্টি।
জগৎকর্ত্তা জগদীশ, মিথ্যা তার দোহাই দিস্,
তোর প্রতি কৃষ্ণের নাই দৃষ্টি॥ ৫২
কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর মরণ-পাখা,
পাখা নেড়ে পাকাম করিস পাখি!
ওরে কৃষ্ণের বুল্‌বুলি! পড়েছিস্ তুই কত বুলি!
কি বোল তোর আছে বল্‌ দেখি॥ ৫৩
দূরে থেকে বল্‌ছিস্ দূর, ওরে গরুড় দূর দূর!
কাছে ঘনিয়ে আয় না গরব কর্‌তে।

যদি ক'ড়ে লাঙ্গুলে ডেনা নাড়ি, পট্ করে বাহির হবে নাড়ি
নাড়িনে বলি—নাহক জীব হত্যে॥ ৫৪
গগনে দুট পাখা মেলে, স্বর্গে ইন্দ্র চন্দ্রে মেলে,
গজ কচ্ছপ পেয়েছিলে খেতে।
মোর কাছে তবে কেন ধন্না, কচি ছেলের মত কান্না,
লেঙ্গূড় নেড়ে পদ্মবনে যেতে॥ ৫৫
কাজ কি একটা ভারি তুলে, পারিস্ যদি লেঙ্গূড় তুলে,
সরোবরে সরোজ আনিতে যা না।
বটি রাম নামেতে বৈরাগী, মধ্যে মধ্যে যখন রাগি,
ব্রহ্মা সাধিলে শর্ম্মার রাগ পড়ে না॥ ৫৬
আমি বিজয়ী হয়েছি বিশ্ব, বিশ্বম্ভরের প্রধান শিষ্য,
চিন্তা করে যদি আমাকে চিন্‌তে।
এখন আছিস্ মায়ের গর্ভে, ফেটে মরিস্ মেটে গর্ব্বে,
যৎকিঞ্চিৎ জানালে পারিস্ জান্‌তে॥ ৫৭
ও আমার দুর্দ্দশা! শুন নাই দশাননের দশা,
ইন্দ্র যার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী।
আমি গিয়ে তার ঘাড়ে চ'ড়ে, দাঁত ভেঙ্গেছি চ'ড়ে চ'ড়ে
ব্যক্ত আছে চরাচরে, আমার দৌরাত্মি॥ ৫৮
ওরে মূর্খ! তা জান কি, আমার মা যে মা-জানকী,
যাঁর গুণ জানে না পঞ্চবক্তে।

যার পতি রঘুবর, মা মোরে দিয়াছেন বর,
নাস্তি মরণ—আছি মরণ দেখ্‌তে ॥ ৫৯
আমি জানি ওরে ষোল আনা, তোকে দিয়ে পদ্ম আনা
পদ্মআঁখির সেটা নয় হৃদয়ে।
হরি যদি করিতেন স্মরণ,
আমি গিয়ে তাঁর নিতাম শরণ,
কোটি পদ্ম রাঙ্গা চরণে দিয়ে ॥ ৬০
তুই কি হরির একলা চর, তাঁর চর এই চরাচর,
কে নয় চর তাঁহার গোচর।
তোমারে বলেছেন আন্‌তে সরোজ,
সরোজ-আঁখির এত কি গরোজ,
আমি কি পরম বস্তু হরির পর ॥ ৬১
আমাকে ক'রে সব-বর্জ্জিত, নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত,
করেছেন বৈকুণ্ঠপতি রাম।
আজ্ঞা দিলে কিঙ্করে, বান্ধি গিয়ে ব্রহ্মার করে,
শিবকে আনি সহ-কৈলাস-ধাম ॥ ৬২
তুই বলছিস্ পশু পশু, রাগিনে বলি বুদ্ধি শিশু,
কুকুরের প্রতি তুলসীর হয় কি রাগ।
যদি বালকে বাপান্ত করে, জ্ঞানবন্তে কি তা ধরে!
তবে জ্ঞানীর কিসের অনুরাগ ॥ ৬৩

বিশেষ আছে সম্বন্ধ, করিতে নারি তোর মন্দ,
তুই কনিষ্ঠ এক ইষ্ট-সাধনে।
শিশুতে আমাকে পশু ভাবে, রামকে ভাবি পশু-ভাবে,
বীর-ভাবেতে বসি এই বনে॥ ৬৪

খটভৈরবী—পোস্তা।

পশু নই আমি রে তোর জ্যেষ্ঠ হই রে কৃষ্ণবাহন!
হাঁরে! পশু পায় কি পশুপতির আরাধ্য ধন॥
তুই যে কৃষ্ণে অনুগত, আমি সেই রামে রত,
ওরে শ্রীনাথ-জানকীনাথ অভেদ-জীবন॥ (ঘ)

হনুমানের ভং সনা-বাক্যে গরুড়ের উত্তর।

থাকে বৃক্ষের ডালে পাতায়, মোর সনে সম্বন্ধ পাতায়,
আহা মরি! রস নয়নে খাট।
কথা জানিস্ বহুরূপী, ক্যা বাৎ কহ বানররূপী!
তুমি আমার দাদার যোগ্য বট॥ ৬৫
লোকে তোরে বলে কপি, কিন্তু নয় তোর ধাতটা কফী,
খালি বাতিক-বৃদ্ধি গেল জানা।
আমি তোমার কনিষ্ঠ, এক ঘরে তেঁই ঘনিষ্ঠ,
এক সূর্য্যে রৌদ্র পোহাই রে দুজনা॥ ৬৬

আমি থাকি হরিদ্বারে, তুমি রও কিষ্কিন্ধ্যা-পুরে,
আমার পাখা, তোমার গায়ে লোম।
আমার চিন্তা মোক্ষ ফল, তোমার চিন্তা মোচাফল,
দাদা! তুমি কেবল খাবার যম ॥ ৬৭
ব্যঙ্গ-ছলে গরুড় কয়, পরিচয় ত বলিতে হয়,
দাদা মহাশয়! নমস্কার হই।
দেখা হইল ভাল ভাল, ছেলে পিলে ত আছে ভাল,
কোথা গেল বড়বৌ ঠাকুরাণী কই ॥ ৬৮
আসা যাওয়া নাই অনেক দিন,
সেই দেখা আজ বৎসর তিন,
তুমি ব্যস্ত আমিও ব্যস্ত যেমন।
ব্যবসা কার্য্যের প্রতুল ত বটে, পাতা কেমন অশ্বথ বটে,
আম্রবাগানে মুকুল ধরছে কেমন ॥ ৬৯
কোথা গেল অঞ্জনা মাসী, এখানে রন্ ত বারমাসই,
বোন্‌পোর বাড়ী দোষ কি দুদিন গেলে।
কার সনে বা সাক্ষাৎ ঘটে, অঙ্গদ দাদার মঙ্গল ত বটে,
সুগ্রীব মামার কটী এখন ছেলে ॥ ৭০

* * *

গরুড়ের বাক্যে হনূমানের ক্রোধ—গরুড়-নির্য্যাতন।

ক্রোধে পবনপুত্র বলে, সবাই আছেন সুমঙ্গলে,
তোমার কল্যাণে আর বিনতা-মাসীর পুণ্যে।
এক খবর এসেছে আমার কাছে,
যম-রাজার কিছু খেদ আছে,
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যে॥ ৭১
ভাল ত জ্বালা মেলি পুড়িয়ে, উড়ে আসিস্ ফর্‌ফরিয়ে,
হুস্ হুস্ করি খেদাইবো বা কত।
আছে তোর ঐ বিদ্যে, পাছে রামের নৈবেদ্যে,
ঠোকর দিয়ে সকলি করিস্ হত॥ ৭২
রামের ভোগ রামশালী, ছাড়িয়ে দিলাম আতপচালি,
একপাশে তাই খুঁটে খুঁটে খাগা।
এক টিপুনে যাস্ মারা, লোকে বল্‌বে পাখিমারা,
ঐ ভয় করেছি হতভাগা॥ ৭৩
দেখে তোমার দুর্ম্মতি, আমাকে দিয়াছেন অনুমতি,
চক্ষুলজ্জায় হরি দেন নাই শাস্তি।
ক'রেছ মনে পাপ প্রচুর, এসো করি দর্প চূর,
আমার কাছে চক্ষুলজ্জা নাস্তি॥ ৭৪
জ্ঞান নাই তোর এক তোলা, ক্ষণ্ না দেখে পদ্ম তোলা,
গুরুবারের বারবেলা মান না।

বলে হনুমান,—মারিব কি, প্রকাশ ক'রে নিজ মূর্ত্তি,
মুচড়ে ধরে গরুড় পক্ষীর ডেনা॥ ৭৫
রাখে বাম বগলে পুরে, গরুড় বলে, মলেম বাপ্‌রে,
ত্রাহি ত্রাহি কণ্ঠাগত প্রাণ।
নিজ হস্তে পদ্ম তুলে, রামজয় রামজয় শব্দ তুলে,
দ্বারকা যাত্রা করেন হনূমান॥ ৭৬
মাঝে মাঝে দেন অন্তরটিপ্পি,
গরুড় কাঁপিছে মরণ-কাঁপনি,
কেঁদে বলিছে গেলাম গেলাম যাই রে।
দিওনা চাপন আর জিয়াদা,তনু গেল গো হনূমান দাদা!
মাঝে মাঝে আল্‌গা দিও ভাই রে॥ ৭৭
দাদা তোমার দয়া নাই, আমি যে তোমার ছোট ভাই,
বলেছি দুটো বুদ্ধি কি মোর ঘটে?
রুদ্র মারিবেন ক্ষুদ্র পাখী, তাতে তোমার পৌরষ বা কি,
যোগ্য হইলে মারা যোগ্য বটে॥ ৭৮
ছিল আমার কত মান, করিলে হদ্দ হতমান,
সূত্র শুনিলে শত্রু উঠ্‌বে নেচে।
দাদা! তোমাকে হারি মানিলাম,
তুমি জানিলে আর আমি জানিলাম,
আর যেন ব'লো না কার কাছে॥ ৭৯

তোমার হাতে আমার কষ্ট,
এ কথা যেন না জানেন কৃষ্ণ,
হনূমান কন, তাঁর অগোচর কুত্র।
আগে জানেন সেই লক্ষ্মী-পতি,
তিনি দিয়াছেন এ দুর্গতি,
আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র॥ ৮০
গরুড় বলে, গো দাদা রুদ্র! দেখিবে কৃষ্ণের সভাশুদ্ধ,
সেইটে হবে বড় বিড়ম্বনা।
জানিলাম না হয় তিন জনায়, তবু বাচিব গঞ্জনায়,
গঞ্জ—গোলায় গোল যেন করো না॥ ৮১
হনূমান কহেন ওরে মুর্খ! নৈলে কেন তোর এত দুঃখ,
সূক্ষ্ম বুঝ না, চক্ষু থাকিতে অন্ধ।
কৃষ্ণ জীবের ঘটে ঘটে, হরি জানিলেই জগতে রটে,
বিশেষ, ঢাকে না যে কথাটা মন্দ॥ ৮২
গরুড় বলে, হায় হায়! কি কাল নিশি পোহায়,
এখন দাদা! ভরসা তোমার কৃপা।
লয়ে যেওনা—হয়ত ছাড়, নৈলে দাদা চেপে মার,
চাই ভিক্ষা দুই দফার এক দফা॥ ৮৩
বিপদে প'ড়ে খগপতি, বলে, কোথা হে লক্ষ্মীপতি!
দাসের দুর্গতি হেন যাতে।

তোমার গর্ব্বে করি গর্ব্ব, তুমি কৈলে এত খর্ব্ব,
মান ঘুচালে হনূমানের হাতে ॥ ৮৪

খট্‌ভৈরবী—পোস্তা।

কোথা হে মধুসূদন! আজি বিপত্তে রক্ষা কর।
আমি আর না মনে করিব কৃষ্ণ! আমি বড় ॥
হে দুর্গে! হে বগলে! হনূমান রাখিল বগলে,
ওমা লজ্জানিবারিণি! আমার লজ্জা হর।
কোথা হে পশুপতি! পশুর হাতে এ দুর্গতি,
প্রভু! বাচাও কিম্বা মৃত্যুঞ্জয়।
আজি আমার মৃত্যু কর ॥ (ঙ)

গরুড়কে বগলে লইয়া, হনূমান দ্বারকায় আসিতেছে।
শ্রীকৃষ্ণ,—সত্যভামাকে সীতা সাজিতে বলিতেছেন।

রেখে বগলে পাখী, বাজায়ে বগল, হনূমান আনন্দে।
চলে নীলপদ্ম লয়ে ভেট দিতে গোবিন্দে ॥ ৮৫
ভক্ত-জন্য অবতীর্ণ ভবে বিশ্বরূপ।
চিন্তামণির চিন্তা মনে সাজিতে রামরূপ ॥ ৮৬

প্রাণসমা, সত্যভামা, কোথা গেলে সুন্দরি !
আর দেখ কি সাজ জানকি। আমি রামরূপ ধরি ॥ ৮৭
কোথা দাদা রাম ! আমি হই রাম, অনুজ হয়ে ধর ছত্র।
কি দেখ আর, আসিছে আমার ; ভক্ত পবনপুত্র ॥ ৮৮
অন্য রূপে, কোন রূপে, হের্‌বে না সে চক্ষে।
দেখে রামময়, জগতময়, রামমন্ত্রে দীক্ষে ॥ ৮৯
তথ্য শুনে সত্যভামা, ভাবে—গেল মান আজি।
লোকে লজ্জা মুখে লজ্জা, করি বল্‌ছেন—সাজি ॥ ৯০
হলো মিথ্যা সাজা, দিলেন সাজা, হরি হয়ে মোর কাল।
গরব গেল, সতিনী-গুলো, হাস্‌বে চিরকাল ॥ ৯১
যোড়শত অষ্টরমণী কৃষ্ণের সকলে আইল ধেয়ে।
চিনিনে তোমা, সত্যভামা, বট সামান্যা মেয়ে ॥ ৯২
আজি হলধর আর শ্যাম হলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অপরূপ দেখিতে রূপ সাজিল ত্রিভুবন ॥ ৯৩
লয়ে স্বগণ-সহিতে, রামরূপ দেখিতে, সাজেন শূলপাণি।
বৃষে চড়ি বামে করি, বিশ্বের জননী ॥ ৯৪

* * *

সত্যভামা,—সীতা সাজিতে পারিলেন না—রুক্মিণী সাজিলেন।

করেন হরিধ্বনি, শুনি সত্যভামা ধনী, আড়চক্ষে চান রামে।
বাঁধিয়ে কেশ, বিনাইয়ে বেশ, বস্‌তে গেলেন বামে ॥৯৫

বল্‌ছেন হরি, হরি হরি! এই কি তুমি সীতে!
ওরে কপাল! বলিয়ে গোপাল,
লাগিলেন হাসিতে ॥ ৯৬
নাই গৌণকল্প, অতি অল্প, আস্‌ছে হনূমান্‌।
না হইয়া সীতে, কোথা বসিতে—এলে ঘুচাতে মান ॥৯৭
হব বলে, তাল ধরিলে, শেষ কালে নট।
হ'লনা হ'লনা, সীতার তুলনা,
এখান হইতে উঠ ॥ ৯৮
বলে হরি, ত্বরা করি, ডাকেন রুক্মিণীরে।
কোথা লক্ষ্মি! কমলাক্ষি! মোরে দুঃখী করে ॥ ৯৯
তোমা ভিন্ন, জগতে অন্য, নাই যে আমার গতি।
তুমি হও মম শক্তি আদ্যাশক্তি সতি! ॥ ১০০
সিংহ-বামে শোভা কি পায় শৃগাল রমণী?
তুমি থাক্‌তে, মোর তক্তে, সত্যভামা ধনী ॥ ১০১
তখন পীত-বসন, আকর্ষণ, বুঝি রাজসুতা।
যান সম্মুখে, হাস্যমুখে, ভীষ্মক-দুহিতা ॥ ১০২
হেরে লক্ষ্মীর বদন, মধুসূদন, মধুর বাক্যে কন।
মম কামনা, উভয়ে জানা, বিলম্ব কি কারণ ॥ ১০৩

* * *

শ্রীকৃষ্ণের রামরূপ-ধারণ,—হনূমানের আগমন,—সুদর্শন চক্র কর্ত্তৃক হনূমানের পথ-রোধ।

সিংহাসনে রামরূপ, হয়ে বসিলেন বিশ্বরূপ,
রুক্মিণী বামেতে হন সীতে।
হনূমান ত্বরান্বিত, দ্বারকায় উপনীত,
দ্বন্দ্ব ঘটে পুরে প্রবেশিতে ॥ ১০৪

যাঁরে করি দরশন, দর্প করি সুদর্শন,
বলে রে বানর! কোথা যাবি?
রেগে বলে হনূমান, দেখ্‌ছি করে অনুমান,
গরুড়ের মত মান পাবি ॥ ১০৫

সুদর্শন চক্র,—হনূমানের গাত্রলোম কাটিতে অক্ষম,—চক্রের দর্পচূর্ণ।

শুনরে সুদর্শন চক্র! সকলি প্রভুর চক্র,
চক্রি-চূড়ামণি তিনি জগতে।
তাঁরি ঘুরণে মরিছ ঘুরে, ভাষায় বলে ভবঘুরে,
ঘুরে ঘুরে পড়িলে আমার হাতে ॥ ১০৬

আমি যখন হইলাম বক্র, স্বর্গ হতে এলে শঙ্খ-চক্র,
তোরে করিতে নারে রক্ষে।

মনে করেছিস্ বড় ধার, ধারের কি তুই ধারিস্ ধার,
ভব-কর্ণধার আমার পক্ষে ॥ ১০৭
শুনেছি বড় পরাক্রম, আমার অঙ্গের একটি লোম,
কাটিতে পারিস্ তবে ধার ধরি!
বাড়িয়ে দিলাম হয়ত কাট্ নইলে দ্বারের ছাড় কপাট্,
শ্রীপাদপদ্মে পদ্ম প্রদান করি ॥ ১০৮
মিথ্যা নহে শুন শুন, ওরে চক্র সুদর্শন!
যম করেছেন আকর্ষণ তোরে।
কেন মরিছ ঘুরি ঘুরি, অঙ্গুলে হও অঙ্গুরি,
বলি—অঙ্গুল মধ্যে দেন পুরে ॥ ১০৯

হনুমান কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পদপূজা।

করি চক্র-দর্প চূর্ণ, হরিষে হয়ে পরিপূর্ণ,
যায় পূর্ণব্রহ্ম দরশনে।
দেখে অনাথের নাথ, রত্নাধিক রঘুনাথ,
বসিয়াছেন রত্নসিংহাসনে ॥ ১১০
করে লয়ে নীল পদ্ম, পুলকিত হৃদ্‌পদ্ম,
চরণপদ্ম নিকটেতে রাখি।
গললগ্নী-কৃতবাসে, স্তব করে পীতবাসে,
প্রেমাম্বুতে ঝরে দুটী আঁখি ॥ ১১১

তব তত্ত্বে শিবোন্মত্তং, কিং জানামি তন্মহত্তং,
প্রভো! ত্বং ত্রিজগতে ত্রাণ-জন্য।
ভানুবংশোদ্ভব তবু, পয়োধি-ত্রাণকর্ত্তা প্রভু,
দশরথাত্মজ! কুরু মে ধন্য॥ ১১২
শবাকার হয়ে ভুমে, প্রণাম করিছে রামে,
ধূলিতে ধুসর হনূমন্ত।
কর দুঃখ মোচন, অকিঞ্চনের আকিঞ্চন,
গৃহাণং কমল কমলাকান্ত। ১১৩
পূজিতে রঘুনন্দন, আনে সুগন্ধি চন্দন,
জহ্নুসুতা জল যত্নে দিল।
পুলকিত হৃদপদ্ম, করে নিল নীলপদ্ম,
চরণপদ্মে অর্পণ করিল॥ ১১৪

———

জয়জয়ন্তী—যৎ।

অদ্যমে সফলং জন্ম, অদ্যমে সফলা ক্রিয়া।
তোমার কমলা-সেবিত চরণকমলে নীলকমল দিয়া॥
কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য, বুঝি ছিল মম পরিপূর্ণ,
ওহে পূর্ণব্রহ্ম! সাধ পূর্ণ, করিলে তল্লাগিয়া।
ধন্যোহহং ধন্য মে আঁখি, বামাক্ষে রামরূপ দেখি,
আমার অপরাক্ষে ধন্য, হেরি মা জানকী রাম-প্রিয়া॥ (চ)

সত্যভামার অপমান।

লজ্জা পেয়ে সত্যভামা বেড়ায় বদন ঢেকে।
সরম দিয়ে সতীকে যত সতীনে কয় রুখে॥ ১১৫
শ্যামসোহাগী হবি বলে, শ্যামের বামে বসে।
একবারেতে এ জন্মের মত গেলি বসে॥ ১১৬
কেহ বলে মা, কেমন মেয়ে আই আই মা ছি-টে।
শুনে লোকে দিবে গায় গোবর-গোলার ছিটে॥ ১১৭
আমের ডাল ভেঙ্গে গেলি, জানায়ে সতী সাধ্বী।
আগুণ দেখে বস্‌লি বেঁকে, তোর নাই অসাধ্যি॥ ১১৮
মানে মানে মান রাখিতে অনেক করিল মানা।
সাধের কাজল পর্‌তে গিয়ে, হয়ে এলি কাণা ১১৯
বাপের কালে জানিনে মাগো, কেমন মূর্ত্তি সীতে।
তুই সাজ্‌বি শুনে আমরা কেঁপে মরিছিলাম শীতে ১২০
শক্তি হবে না এমন কাযে, কি জন্যে সাজা।
স্বপন দেখে গেলি যেমন, তেমন পেলি সাজা॥ ১২১
এখন মেনে বেঁচে আছিস, লাজের মাথা খেয়ে।
আমরা হলে তখনি মরিতাম অম্‌নি বিষ খেয়ে॥ ১২২
মনে করেছিস্, আমাকে বড় ভাল বাসেন শ্যামসুন্দর
তাওত মেনে পরিচয় পেয়ে এলি সুন্দর॥ ১২৩

আমরা বুঝি, মরণ ভাল হতমানের পূর্ব্বে।
রাষ্ট হয়েছে লাজের কথা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্বে॥ ১২৪
কোন্ সাহসে বসতে গেলি করে দৌড়াদৌড়ি।
তোর সজ্জা, বলা লজ্জা, ছি ছি গলায় দে দড়ি॥ ১২৫
কালের স্বরূপ পোহাল রাত্রি, তোর কি কুদিন এলো।
বাঁধলি কেশ, ধরলি বেশ, সকলি শেষ এলো॥ ১২৬
মৃত্যুসমা হয়ে কায়, অমনি গিয়ে লুকায়,
সত্যভামার দুর্গতি অকথ্য।
হয়ে গেল হতমান, পরে বীর হনূমান,
কৃষ্ণে কি সুধান শুন তথ্য॥ ১২৭

* * *

শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে হনূমানের নিবেদন।

যত কৃষ্ণের রমণী মণ্ডল, আলো করেছে ভূমণ্ডল,
ষোড়শত অষ্ট নারীমালা।
সুধান বীর রঘুবীরে, প্রভু হে! তব শিবিরে,
এ সব কাহার কুলবালা॥ ১২৮
কহিছেন চিন্তামণি, এ সব মম রমণী,
তোমার বিমাতা মাত্র সবে।
জানায়ে আপন নাম, সকলে কর প্রণাম,
আশীর্ব্বাদ করিলে ভাল হবে॥ ১২৯

হনূমান কহেন শ্রীহরি! আজ্ঞা হয়ত করি শ্রীহরি,
এখানে থাক্‌লে এখনি হব নষ্ট।
এক বিমাতার জন্যে হরি, চৌদ্দবৎসর দেশান্তরী,
আমার ভাগ্যে ষোড়শত অষ্ট॥ ১৩০

ভজি মা জানকীর পদ, অন্তে বাঁধা মোক্ষপদ,
এ সব আপদ কেন করেছ জড়।
কোন্ দিনে গোল বাধবে ঘরে,
দিন কতক কাল গেলে পরে,
দীনবন্ধু দুঃখ পাবে বড়॥ ১৩১

যে হতে অযোধ্যা ছাড়ি, প্রভু হয়েছেন বনচারী,
বিমাতায় বিমত মোর তখনি।
বড় দুঃখেতে জানাই, ইচ্ছাময়! মোর ইচ্ছা নাই,
রাখ্‌তে ঘরে জননীর সতিনী॥ ১৩২

প্রভু! যদি মনে লয়, ইহাদিগে যমালয়,
পাঠায়ে করি মার আপদের অন্ত।
তব সাধ পূরে না লক্ষ্মী পেয়ে, যত লক্ষ্মী-ছাড়ার মেয়ে,
পুরে কেন পূরেছ লক্ষ্মীকান্ত॥ .৩৩

আমি জানিনে ইহার সম্বন্ধ, কে করে বিয়ের সম্বন্ধ,
এ সব মন্দ মন্দলোকেই করে।

এক নারীতে শুভ যোগ, দুই জন হলেই গোলযোগ,
তুমি নারীর হাট বসালে ঘরে ॥ ১৩৪
হস্তেতে ধরেছি সাট্, আজ্ঞা হয়ত ভাঙ্গি হাট্,
আপনি বল্‌ছেন, এদের প্রণাম কর।
প্রণাম করা শ্রম পরবাদ, বিমাতার আশীর্ব্বাদ,
মনে মনে বলেন, শীঘ্র মর ॥ ১৩৫

* * *

হনূমানের বগল হইতে গরুড়ের মুক্তিলাভ।

তখন গরুড়ের দেখি দুর্গতি, কন দুর্গতির-গতি,
ছাড় ওটাকে, দেহ প্রাণ ভিক্ষে।
হনূমান কন, একি দুঃখ, এই কি প্রভুর পড়া শুক,
সুসঙ্গে এমন্ কেন শিক্ষে ॥ ১৩৬
এ নয় দাসের উপযুক্ত, তাহাতে এর উপযুক্ত,
সাজা দিয়াছি দেখে কর্ম্মের দাঁড়া।
বলি ছেড়ে দিল পক্ষে, পক্ষী বলে, মোর পক্ষে,—
গেল একটা মরণান্ত ফাঁড়া ॥ ১৩৭
উড়ে যায় আর চায় পাছে, ভাবে আবার ধরে পাছে,
শ্রমে পড়ে ডেনা বয়ে ঘর্ম্ম!
বলে, বাঁচিলাম রাম রাম! বড় দায় হৈল আরাম,
আজি আমি পেয়েছি পুনর্জ্জন্ম ॥ ১৩৮

আমিত পাপে পরিপূর্ণ, পিতা মাতার ছিল পুণ্য,
এ সঙ্কটে তেঁই বাঁচে প্রাণী।
কৃষ্ণকে যে পৃষ্ঠে বই, জানিনে কৃষ্ণের চরণ বই,
দুঃখ দিবার মূল দেখিলাম তিনি॥ ১৩৯
তখন লজ্জাযুক্ত সুদর্শন, প্রভুরে করি দর্শন,
হনূমান চক্র তেয়াগিয়া।
পবন গতির প্রায়, পবননন্দন যায়,
চরণ-পঙ্কজে প্রণমিয়া॥ ১৪০
করি সুসিদ্ধ মানস-কার্য্য, রামরূপ করি ত্যজ্য,
তদন্তরে কৃষ্ণরূপ ধরি।
বামে লয়ে রুক্মিণীরে, ভাসেন প্রেমসিন্ধুনীরে,
কৃপাসিন্ধু রত্নাসনোপরি॥ ১৪১

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

মাধবের নিন্দি নীলাঞ্জন নীরদবরণ।
তাহে কমলা, স্থির চপলা, বামে শ্যামেরি ভূষণ॥
নীলকান্ত মরে ত্রাসে, নীলাম্বুজ নীরে ভাসে,
হেরি কৃষ্ণরূপ, অভিমানে বিমানে রন নবঘন॥ (ছ)

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ।

মহাভারতের গুণ-ব্যাখ্যা।

ভারতের সভাপর্ব্ব, ভারত-মধ্যে অপূর্ব্ব,
শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব, খর্ব্ব,—ব্যাস-বাণী।
রাজসূয়-বিবরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
যাতে লজ্জা-নিবারণ, করেন চিন্তামণি॥ ১
ধন্য সতী সত্যবতী, রত্নগর্ভা গুণবতী,
জন্মেন অগতির গতি, যে ধনীর উদরে।
যিনি রচিয়ে পুরাণ, জীবের বাঞ্ছা পূরাণ,
কাতরে ত্বরা তরাণ, সঙ্কট-সাগরে॥ ২
দ্বৈপায়ন তপোধন, যাঁর বাক্যে মোক্ষধন,
পায় জীব হয়ে নিধন, এ নয় অন্যথা।
তাঁরি করুণা-আশায়, তাঁরি চরণ ভরসায়,
কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে ভাষায়, কই ভারতের কথা॥ ৩

সুরট্‌—যৎ।

যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়,
জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে।

শুনরে জীব! যাবে চিন্তে, যাবে চিন্তামণি-পুরে॥
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে,
তার ভার কি পার হ'তে, ভূভার-হারী ভার হরে॥ (ক)

ভব মধ্যে এই ভারত, সুধা-মাখা বাক্য-রত,
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণে।
অভক্তে না রস পান, তাদের পক্ষে বিষপান,
কষ্ট পান—কৃষ্ণ-নাম যেখানে॥ ৪
ইথে চাই ভদ্রতাই, ভাব চাই ভাবুক চাই,
ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি চাই ইহাতে।
ভক্তিশূন্য কলেবর, দিগম্বর কি পীতাম্বর,
মানে না সে বর্ব্বর, ভাগবত ভারতে॥ ৫

* * *

ভক্তির প্রাধান্য বর্ণন—দরিদ্র ব্রাহ্মণের আখ্যান।

ভক্তিতে না করলে আবাদ, ভূমিতে শস্য ফলে না।
ভক্তিতে না পড়ালে পাখী, কখন কৃষ্ণ বলে না॥ ৬
ভক্তিতে না শুন্‌লে কৃষ্ণ-কথা, নয়ন গলে না।
ভক্তিতে না ডাকিলে, ভগবানের আসন টলে না॥
ভক্তিতে না যোগালে মন, শ্রদ্ধাতে মন সরে না।
ভক্তিতে না পড়িলে চণ্ডী, কখন বিপদ হরে না॥ ৮

ভক্তি ভিন্ন জগন্নাথ, দেখ্‌লে জীব তরে না।
ভক্তিতে না খেলে ঔষধ, ঔষধে গুণ ধরে না॥ ৯
ভক্তি কেমন বস্তু তার, কই শুন করি বিস্তার,
বিবেকী দীন বিপ্র একজন।
নিত্যরূপ জলদকায়, দরশনে দ্বারকায়,
ত্যজে ভবন করেছেন গমন॥ ১০
মন-প্রতি অনুযোগ, করি শিক্ষা দিচ্ছেন যোগ,
বলেন মন! কর মনোযোগ।
মম বাঞ্ছা ব'লে হরি, এ সংসারে কাল হরি,
তোরি দোষে ঘটিল দুর্য্যোগ॥ ১১
অপরূপ ভাবি তাই, কেন কর শত্রুতাই,
আমারি দেহেতে বাস করি।
আমি বলি,—হরি বল, তুই আমার হরিলি বল,
দুর্ব্বল করিলি হরি হরি!॥ ১২
কাল হয়ে কালদণ্ড, আগত করিতে দণ্ড,
নিস্তার কে করে তার করে।
তুই আমার হলি কাল, নৈলে কি করিত কাল!
কালরূপ চিন্তিলে অন্তরে॥ ১৩
গেল প্রায় সব দিবস, এখন হইবে বশ,
যদি চিন্তা কর হরিচরণ।

ভজিয়ে নন্দকুমার, শেষে যদি ঘটে আমার,
মধুর রসেতে সমর্পণ ॥ ১৪
কিন্তু মিথ্যা তোর উপাসনা, মন! তোর মনোবাসনা
আমারে সঁপিতে কাল-করে।
অন্ত নিকটে উদয়, অন্তরে পাইয়া ভয়,
দ্বিজবর কহিছে অন্তরে॥ ১৫

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এই ছিল কি মন রে! তোর মনে।
আমারে মজালি মন, না ভজে রাধারমণে॥
তুই আমার আমি তার, তোর সনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখ্‌লি কেন, আমার মন্মথমোহনে।
যারে চিন্তে বিধি হরে, না চিন্তিয়ে চিন্তা হ'রে,
তুই আমায় ডুবালি অন্তে চিন্তাসাগর-জীবনে॥ (খ)

মনে অনুযোগ করি, ব্রাহ্মণ হেরিতে হরি,
দ্বারকায় সত্বরে উত্তরে।
যথায় অমাত্য সনে, যদুনাথ রাজসিংহাসনে,
দ্বিজ গিয়া রূপ দরশন করে॥ ১৬

যেমন করে পায় মোক্ষপদ, বন্দিয়ে গোবিন্দ পদ,
কাতর বচনে দ্বিজ কয়।
পেয়েছি অনেক কষ্ট, অদ্য এ দীনের ইষ্ট,
পূরাও ওহে কৃষ্ণ দয়াময়॥ ১৭
শুনেছি কমলাকান্ত!' তব তুল্য ভাগ্যবন্ত,
অনন্ত ভুবন মধ্যে নাই।
রত্নাকর সুধাকর, ইন্দ্র আদি কিঙ্কর,
পদাশ্রিত শঙ্কর সদাই॥ ১৮
কমলা-সেবিত পদ, তুলনাহীন সম্পদ,
চতুর্ব্বর্গ পদের অধিপতি।
ওহে প্রভু বিশ্বরূপ! বিশ্বমাঝে তদ্রূপ,
আমি একটি দরিদ্রের পতি॥ ১৯
ভাগ্যবন্তগণ-কাছে, কেহ যদি কোন কাচ কাচে,
অর্থাৎ ভাঁড়ামি ক'রে যায়।
ধনীর আছে ব্যবহার, তারে কিছু পুরস্কার,
ধন দ্বারা করেন ত্বরায়॥ ২০
আমি আশি লক্ষবার, আসি যাই প্রভু তোমার,—
নিকটেতে নানা বেশ ধরি।
কৈ কখন হরিতে কষ্ট, হল না করুণা-দৃষ্ট,
কেন হে করুণাসিন্ধু হরি? ২১

বিতরণ কর্‌লে ধন, ধনের হবে নিধন,
এরূপ ধনের পতি নহ !
দেন যদি জলসিন্ধু, কুশাগ্রে হে জলবিন্দু,
সিন্ধুর কি হানি তাতে কহ ॥ ২২
সে কি প্রভু। এ কি পণ, কর্‌তে নারি নিরূপণ,
এমন কৃপণ-ভাব ছাড়।
প্রকাশ ভুবনময়, নাম কৃষ্ণ দয়াময়,
কৈ তুমি দয়ার ধার ধারো ॥ ২৩
রাজ্য পদ হস্তী হয়, কটাক্ষ প্রদানে হয়,
বামনে ধরাতে পার ইন্দু।
দীন-দৈন্য-শূন্য জন্য, এ কথা সামান্য গণ্য,
ওহে পূর্ণরূপ কৃপাসিন্ধু ॥ ২৪
যদি কিছু বিতরণ, জন্য হে ভবতারণ !
না হয় চিত্ত, ভব-চিত্তহারি।
মম এই নিবেদন, তৎপদে—মধুসূদন !
যদি তাই কর দুঃখ-নিবারি ॥ ২৫

আলিয়া—কাওয়ালী।

দীননাথ! হবে দীন-দুঃখ নাশিতে—ত্রাসিতে তুষিতে।
হয় দেহ শ্রীপদ, না হয় ব'লো এ আমোদ,—
আমি দেখ্‌বো না তোর,—আর হবে না আসিতে॥
আর যাতনা সহে না সদায় হে,
ঘুচাও যদ্যপি নাথ! যাতায়াত-দায় হে,
হই জনমের মতন বিদায় হে,
নৈলে তো দায় রবে সমুদায় হে,
না হয় ভবে জন্ম-মরণ,—দুঃখের তরু,—অসিতবরণ!
যদি ছেদ কর কৃপা-অসিতে॥ (গ)

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-গমন।

দ্বিজেরে বাঞ্ছিত বর, দিলেন প্রভু পীতাম্বর,
হেনকালে উপনীত নারদ।
কর-যোড় করি বিনয়, কহেন ব্রহ্মা-তনয়,
বন্দি হর-বন্দিত শ্রীপদ॥ ২৬
শুন প্রভু! নিবেদন, জগজ্জন জনার্দ্দন!
এলাম আমি যুধিষ্ঠিরের জন্য।
রাজসূয় যজ্ঞ-কারণ, বাঞ্ছা তার,—ভবতারণ!
যে যজ্ঞ জগতে অগ্রগণ্য॥ ২৭

করেছে অযোগ্য সাধ, ওহে হরি,—তৎপ্রসাদ,
বিনা সাধ পূর্ণ কেবা করে।
তুমি মাত্র সঙ্গতি, বিপদ-সম্পদে গতি,
পাণ্ডবের সখা কয় সংসারে ॥ ২৮
তুমি বল তুমি সম্বল, ভরসার ধন তুমি কেবল,
তারা প্রবল তোমারি সম্ভ্রমে।
মুনি-বাক্যে দিয়ে কর্ণ, সজল জলদ-বর্ণ,
সজল লোচন হন প্রেমে ॥ ২৯
সর্ব্ব কর্ম্ম হলো রোধ, পাণ্ডবের অনুরোধ,
বলবান করেন ভগবান্।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ জন্য, করে করি পাঞ্চজন্য,
হস্তিনায় গমন-বিধান ॥ ৩০
অন্তরে হয়ে আকুল, ডাকেন যত যদুকুল,
কুলবতী সহিত সঙ্গে করি।
কেউ যায় বাজীবাহনে, কেউ বা হস্তি-আরোহণে,
হস্তিনায় উপনীত শ্রীহরি ॥ ৩১
হেথা পাণ্ডব আছে অন্তরে, সখার তরে কাতরে,
হেরিয়ে হরি হরিল দুঃখ সব।
ছলে কন ধর্ম্মতনয়, প্রণয়ের ভাব এ তোর নয়,
পাণ্ডবের গতি তুমি কেশব ॥ ৩২

সুরট—ঝাঁপতাল।

হরি হেরি হরিল দুঃখ, বলে ধর্ম্মরাজন্।
এত কেন বিলম্ব তব, বল হে দুঃখভঞ্জন॥
তোমা বিনে কে আছে আর, পাণ্ডবের মূলাধার,
বিপদকালে কর্ণধার, বিদিত কথা জগজ্জন!
তুমি বুদ্ধি তুমি বল, তব করুণা সম্বল,
তব বলে প্রবল আমি, রিপুবল-বিনাশন!
ঘন আশে চাতকী থাকে, যেমন ঘন ঘন ডাকে,
তব আশাতে আমি তেমনি আছি ওহে নবঘন! (ঘ)

রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন; শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক
ব্রাহ্মণ-পদসেবার ভার গ্রহণ।

তখন শুনে যজ্ঞের উত্থাপন, হরি কন,—এ কঠিন পণ,
যজ্ঞ ত নয় যোগ্য অন্য প্রতি।
তুমি বট যোগ্যতাপন্ন, হবে যজ্ঞ সম্পন্ন,
আমার ইথে সম্পূর্ণ পিরীতি॥ ৩৩
পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র, দানে ইন্দ্র রূপে চন্দ্র,
এই যজ্ঞ করেছিলেন তিনি।
সপ্ত দ্বীপ নিমন্ত্রিয়ে, নির্ব্বাহ করেন ক্রিয়ে,
দেবতার আগমন হয় নাই জানি॥ ৩৪

তা হতে তোমার যজ্ঞ, হবে প্রশংসার যোগ্য,
তুমি বল পৃথিবী পাতাল স্বর্গে।
আসিবেন তব গোচর, চর্ম্মচক্ষের অগোচর,
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেববর্গে॥ ৩৫
ডাকিয়ে যত নিজ জন, কিঁ কি কর্ম্মে নিয়োজন,
কর রাজন!—যাতে যে বলবান।
শুভাশুভ সুবিচার্য্য, বসে করুন দ্রোণাচার্য্য,
কৃপাচার্য্য দ্বিজে দিউন দান॥ ৩৬
তিন জন সভা-সাজনে, জনেক রাজ-সম্ভাষণে,
দুঃশাসনে ভার দেহ ভোজ্য।
রাখ্‌তে ধন দিতে ধন, ভাণ্ডারেতে দুর্য্যোধন,
থাকিলে হইবে ভাল কার্য্য॥ ৩৭
তোমায় লজ্জা দিবার তরে, দান দিবে সে অকাতরে,
শত্রু লোক থাকা ভাল ভাণ্ডারে।
চিন্তা কি হে নৃপবর! হবে তব শাপে বর,
তব ধন কি ফুরাইতে পারে॥ ৩৮
যার ঘরে এই পীতবাস, রজনী-বাসর-বাস,
কমলা অধিনী তব বাসে।
হরমোহিনী হেমবর্ণা, আসিবেন অন্নপূর্ণা,
পুরে তব পুণ্যের প্রকাশে॥ ৩৯

অপামর সাধারণে, স্তব ক'রে ধন-বিতরণে,
বিদুরকে দাও বিদুর বড় প্রেমী।
আজ্ঞা দিউন আমার তরে, বাসনা আছে অন্তরে,
দ্বিজপদ ধৌত করিব আমি ॥ ৪০
কতগুণ দ্বিজের পায়, আমা বই কে তত্ত্ব পায়।
যে ভজে দ্বিজের পদারবিন্দ।
ব্রহ্মণ্যদেব-কৃপায়, তার থাকে না অনুপায়,
পায় পায় সে পায় পরমানন্দ ॥ ৪১
এইরূপে কৃপানিধান, করেন যজ্ঞের বিধান,
স্থানে স্থানে সঁপিলেন সকলে।
জগৎ আগমন সমস্ত, ইন্দ্র আদি ইন্দ্রপ্রস্থ,
অধিষ্ঠান হইলেন সকলে ॥ ৪২
হয়ে শ্রান্ত-কলেবর, এসেন যত দ্বিজবর,
পীতাম্বর পরম যতনে।
ভৃঙ্গারে লইয়া বারি, ডাকিছেন হরি বিপদবারী,
এই আসুন বসুন সিংহাসনে ॥ ৪৩

ললিত-ঝিঁঝিট—একতালা।

যত্নে জলদবরণ, করেন দ্বিজের চরণ,—
প্রক্ষালন—প্রেমের জন্যে।

যাঁর পদ-অভিলাষী, মেখে ভস্মরাশি, ঈশান সন্ন্যাসী,
যাঁর দিবানিশি, চরণ-সেবার দাসী,
লক্ষ্মী গোলোক-মান্যে ॥
ভজেন যাঁর চরণপদ্ম পদ্মযোনি,
নরকার্ণবে তরিতে তরণী,
যে পায় নরকান্তকারিণী, ত্রিলোক তারিণী,
জন্ম নিলেন সুরধুনী ত্রিলোক-ধন্যে ॥ (৬)

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

পাণ্ডুসুতের ভবন, আগমন ভুবন,
পাইয়া যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
আইল ভূপতিবর্গ, সঙ্গে করি বন্ধুবর্গ,
কলরবে পুরী পরিপূর্ণ ॥ ৪৪
প্রজাগণ নানা জাতি, লয়ে দ্রব্য নানা জাতি,
ভেট দেয় আসি নৃপবরে।
আহ্লাদে হয়ে মগন, অগণন মুনিগণ,
আসি সবে আশীর্ব্বাদ করে ॥ ৪৫
ভৃগু সনক সনাতন, শাতাতপ তপোধন,
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট মুনিবর।

সঙ্গে করি শিষ্যবর্গ, এলেন মহামুনি গর্গ,
মুনিবর্গ মাঝে বিজ্ঞবর ॥ ৪৬
অন্তরে অনন্ত সুখ, আগমন করেন শুক,
দেখেন ভুবন মাত্র ব্রহ্ম।
এলেন মুনি দ্বৈপায়ন, পরাৎপর-পরায়ণ,
পরাপর পরা ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ॥ ৪৭
সাটি হাজার সঙ্গে শিষ্য, জ্বলদগ্নি প্রায় দৃশ্য,
দুর্ব্বাসা উদয় ত্বরান্বিত।
গহন কানন-বাসী, দেবল প্রবল ঋষি,
আসি সভা-মধ্যে উপনীত ॥ ৪৮
ঘোর ভক্ত বাতাহারী, কপিল কৌপিনধারী,
বিপিন ত্যজিয়ে অধিষ্ঠান।
আনন্দে নারদ যান, বীণা যন্ত্রে তুলে তান,
যন্ত্রণাহারীর গুণ গান ॥ ৪৯

সুরট—ধামাল।

ভজ পরমাদরে মন! পরমার্থের কারণ,
পরমাত্মা-রূপ পরমব্রহ্ম পরদেব হরি।
পরম-যোগি-পূজিত সদা পরম সঙ্কটহারী ॥

পরম শিব রূপে পরম পুরুষ শিরোবিহারী।
চরমে হরি পরম-দাতা, পরম-পদ-দানকারী॥
পরমাণু-নিন্দিত পরম সূক্ষ্ম কলেবর-ধারী।
পরমেশ পরমারাধ্য পরমায়ু-রূপধারী।
পরদ দীন দাশরথির পরম দুঃখ-নিবারী॥ (চ)

শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য-দানের প্রস্তাব।

সুর নর কিন্নরাদি সভায় আগত।
যথাযোগ্য স্থানে বসি সমাদর কত॥ ৫০
যজ্ঞ পূর্ণ,—পাণ্ডব প্রেমেতে পুলকিত।
শান্তিবারি দেন সবারি গাত্রে পুরোহিত॥ ৫১
তখন চক্র করি চক্র ক'রে শিশুপালে বধ্যে।
বসিলেন ত্রৈলোক্যনাথ লক্ষ রাজার মধ্যে॥ ৫২
যজ্ঞ সাঙ্গ পর পূর্ব্বাপর আছে এক বিধান।
যিনি মান্য, অগ্রগণ্য, অগ্রে অর্ঘ্য পান॥ ৫৩
দূর্ব্বা ফুল, লয়ে নকুল, সুধান সভাজনে।
কারে অর্ঘ্য, দিতে যোগ্য, বল বিজ্ঞগণে॥ ৫৪
শুনে বচন, সবে লোচন, ফিরাইল ত্বরা।
ভেবে আকুল, হয় নকুল, না পায় কূল-কিনারা॥ ৫৫

কহেন ভীষ্ম, এই বিশ্বমাঝে আর কার মান।
কৃষ্ণ থাক্‌তে জগদিষ্ট, সভার বিদ্যমান॥ ৫৬
হন গোলোক-শশী, গোকুলবাসী, নকুল জান না রে।
জগবন্ধু, হয়ে বন্ধু, বন্দী তোদের ঘরে॥ ৫৭
উনি ত্রিসংসার, মধ্যে সার, সারাৎসার নিধি।
বাঞ্ছা করেন, ঐ চরণ, পঞ্চানন বিধি॥ ৫৮
এই যে সভার মধ্যে বিরাজ করেন চিন্তামণি।
যেমন চতুর্দ্দিকে পুষ্করিণী, মধ্যে সুরধুনী॥ ৫৯
যেমন শত শত পশুর মধ্যে বিরাজ করেন সিংহ।
যেমন শত শত পক্ষীর মধ্যে গরুড় বিহঙ্গ॥ ৬০
যেমন শত শত শিষ্যের মধ্যে বিরাজ করেন গুরু।
যেমন শত শত বৃক্ষের মধ্যে চন্দনের তরু॥ ৬১
যেমন শত শত তারার মধ্যে চাঁদ রন গগনে।
যেমন শত শত রাখাল-মধ্যে গোপাল বৃন্দাবনে॥ ৬২
যেমন শত শত ধামের মধ্যে বৃন্দাবন ধাম।
যেমন শত শত রাজার মধ্যে ধন্য রাজারাম॥ ৬৩
যেমন শত শত ভার্য্যের মধ্যে শয্যায় বিরাজে স্বামী।
যেমন শত শত বৈরাগী মধ্যে বিরাজেন গোস্বামী॥ ৬৪
যেমন শত শত ফণীর মধ্যে বিরাজেন অনন্ত।
যেমন শত শত মূর্খের মধ্যে একটী গুণবন্ত॥ ৬৫

যেমন শত শত লতার মধ্যে একটী মহৌষধি।
যেমন শত শত বর্ব্বরের মধ্যে একটী সত্যবাদী॥ ৬৬
যেমন সাত কাহন কড়ির মধ্যে একটী পরশ মণি।
তেমনি রাজসভার মধ্যে আছেন চিন্তামণি॥ ৬৭
পূর্ণ কর মনস্কাম পূর্ণ কর যজ্ঞ।
হরি বই কে আছে অর্ঘ্যগ্রহণের যোগ্য॥ ৬৮

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যাঁর অনন্ত গুণ বলেন মুনিগণ।
যাঁর শঙ্কায় শঙ্কিত শমন॥
না পেয়ে অনন্ত ভেবে অন্ত যাঁর,
যদুকুলেশ্বর, সভায় সেই যজ্ঞেশ্বর,—
তাঁর আগে অর্ঘ্য-যোগ্য আর কোন্ জন।
ধর ধর ধর রে নকুল! মোর বচন,
ধর রে শ্রীধর-চরণ;—
সকল কার্য্যে গুণ ধরে, যে ধরে ঐ গুণধরে,
গঙ্গাধরের অধরে ঐ গুণ-ধারণ॥ (ছ)

শিশুপালের ক্রোধ।

শুনে কৃষ্ণের প্রধানত্ব, সভামধ্যে রাগে মত্ত
কৃষ্ণদ্বেষী যত রাজাগণ।

ভীষ্মের কথায় সায়, দিচ্ছে ঘোর উষ্মায়,
অমনি উঠে শিশুপাল রাজন ॥ ৬৯
ওরে ভীষ্ম বাহাত্তুরে! কত ধিক্ বা দিব তোরে,
কাপুরুষের মতন তোর কর্ম্ম।
নিলিনে পুত্র-সংসার, ক'রে মাত্র পেটটী সার,
দুর্য্যোধনের অন্নদাস জন্ম ॥ ৭০
গৃহকর্ম্ম তাও কর না, যোগ-ধর্ম্ম তাও ধরনা,
মোড়লী ক'রে বুড়লী পরের ঘরে।
পুত্রহীন জন দুষ্য, যাত্রা নাই ওরে ভীষ্ম!
বুড় বেটা! তোর মুখ দেখ্‌লে পরে ॥ ৭১
থাক্‌তে লক্ষ নৃপমণি, কৃষ্ণ তোমার শিরোমণি,
গোপরমণী-নাগর যেই কৃষ্ণ।
গোয়ালার অন্ন খায়, গোয়ালার নামে বিকায়,
ক্ষত্রি-কুলে জন্মিয়ে পাপিষ্ঠ ॥ ৭২
শিরে বয় নন্দের বাধা, সকল কর্ম্মে হয় বাধা,
ও পাতকীর নাম-উচ্চারণে।
কত পাপ ওর বল্‌তে নারি, বধেছে পুতনা নারী
গোহত্যা করেছে বৃন্দাবনে ॥ ৭৩
মাতুলকে ক'রে নিধন, সঞ্চয় করেছে ধন,
দস্যুবৃত্তির বিষয় লোকে জানে।

তুই জগৎপতি বলিস্ কায়, জরাসন্ধের শঙ্কায়,
লুকিয়ে থাকে সমুদ্রের মাঝখানে ॥ ৭৪
তুই যে বলিস্ হরি ব্রহ্ম, হাতে হাতে এক অপকর্ম্ম,
দেখ না এই—কে করে রাজস্থতে।
যে কর্ম্ম নাপিতে করে, গাড়ু লয়ে আপন করে,
ভার লয়েছে বামুনের পা ধুতে ॥ ৭৫
যদি কালির অক্ষর পেটে থাক্‌ত,
তবে কি গালে কালি মাখত,
কালি কি কখন দিত ক্ষত্রিকুলে।
ওরে নিগ্রহ করেন কালী,
দেখা হয় নাই দোয়াতে কালি,
গোয়ালা বেটাকে বাপ বলে গোকুলে ॥ ৭৬
ওরে খাটিয়েছে খুব নন্দরায়,
তার বার বৎসর গরু চরায়,
উহার আমরা জানি সব দুর্গতি।
উহার নামটী ছিল রাখাল কানাই,
ধন পেয়েছে এখন তা নাই,
এখন যাদুর নামটী যদুপতি ॥ ৭৭

* * *

শিশুপালের কথায় ভীষ্মের উত্তর।

পরে কন ভীষ্ম, করি হাস্য, শুন রে দুরাশয়!
হরি ব্রহ্ম, তার মর্ম্ম, তোর কর্ম্ম নয় ॥ ৭৮

কটু বাক্যে কত যাতনা, মর্ম্ম পায় কি কালা?
সন্ন্যাসী কি জানে বিচ্ছেদ-জ্বালা কেমন জ্বালা ॥ ৭৯

বন্ধ্যা জানে কি মর্ম্ম, কেমন পুত্র-শোক।
সঙ্গম-রসের মর্ম্ম পায় কি নপুংসক ॥ ৮০

অরসিক কি বুঝ্‌তে পারে রসিকের রহস্য?
ধর্ম্ম কেমন কর্ম্ম,—তার কি মর্ম্ম পায় দস্য ॥ ৮১

পশুর কখন কি কৃষ্ণ-কথা শুনে নয়ন গলে?
পশু কখন মুক্তাহার পেলে পরে গলে ॥ ৮২

পশু কখন বিষ্ণুতৈল মাখ্‌তে বল্‌লে মাখে?
পশু কখন পশুপতিকে ডাক্‌তে বল্‌লে ডাকে ॥ ৮৩

শিশু কখন মান রেখে কথা কয় মানীকে?
অন্ধ কি আনন্দ করে,—করে পেয়ে মাণিকে ॥ ৮৪

ব্যাধ কি কখন চিন্‌তে পারে সুখের পক্ষী শুকে।
ভৃঙ্গের ধন কমলিনীর গুণ জানে কি ভেকে ॥ ৮৫

যবনে জগন্নাথের প্রসাদ ধরে কি মস্তকে?
মূর্খ কখন করে কি যত্ন পুরাণাদি পুস্তকে ॥ ৮৬

তুই চিন্‌বি কিরে চিন্তামণি, ওরে শিশুপাল !
শালগ্রামকে ভেঁটা বলে জানে শিশুর পাল ॥ ৮৭
বিনাশ-কালেতে হয় বিপরীত বুদ্ধি।
বিনাশ-কালেতে নাড়ীর হয় কিছু বৃদ্ধি ॥ ৮৮
বিনাশ-কালেতে কেহ নাহি থাকে শুচি।
বিনাশ-কালেতে হয় অমৃতে অরুচি ॥ ৮৯
বিনাশ-কালেতে বন্ধুর কথা লাগে বিষ।
বিনাশ-কালেতে হয় গুরু প্রতি রীষ ॥ ৯০
বিনাশ-কালেতে লোক হয়ে বসে ভ্রান্ত।
বিনাশ-কালেতে অতিশান্ত হন অশান্ত ॥ ৯১
বিনাশ-কালেতে গুরুকে কটু বলেন সাধুজন।
বিনাশ-কালেতে করে কুপথ্য ভোজন ॥ ৯২
বিনাশ-কালেতে রাগে শৃগাল হন সিংহ।
বিনাশ-কালেতে ক্ষেপে হয়ে বসে উলঙ্গ ॥ ৯৩
বিনাশ-কালেতে ইষ্ট-পূজায় ভক্তি চটে।
বিনাশ-কালেতে জরা চাড়া দিয়ে উঠে ॥ ৯৪
নিকটে বিনাশ-কাল তোর রে শিশুপাল !
তাইতে তুমি নিন্দা কর নন্দের গোপাল ॥ ৯৫
আমি কি অর্ঘ্য দিতে যোগ্য যদুনাথকে বলি।
হয়ে বামন, হরি যখন, ছল্‌তে যান বলি ॥ ৯৬

পাতাল পৃথিবী হরি হরিলেন এক পায়।
দ্বিতীয় চরণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা দেখ্‌তে পায়॥ ৯৭
কমণ্ডলুর মধ্যে বিধির ছিল গঙ্গাজল।
চরণ ধুয়ে করেন ব্রহ্মা জনম সফল॥ ৯৮

ঝিঁঝিট—একতালা।

ওরে অভাগ্য! ব্রহ্মা দেন অর্ঘ্য ঐ চরণ-কমলে।
তাইতে গোবিন্দ-পদোদ্ভবা গঙ্গা-নাম জগতে বলে॥
গোলোকের নাথ ধরায় ভূপাল,
চিন্‌লিনে তোর পোড়া কপাল!
তুই কি মনে করিস্ ওরে শিশুপাল:
গোপাল গোপের ছেলে॥
হাঁরে, কোন্ গোপ-নন্দন, গিরি গোবর্দ্ধন,
ধরে করে—করে কালীয় নিধন,—
কোন্ গোপশিশু ভূতলে, ভক্ষণ করে অনলে,
ব্রহ্ম বিনে কি ব্রহ্মাণ্ড দেখায় বদনমণ্ডলে॥
শুন নাই গুণ তার জগতে প্রচার,
করে করে কংস রাজাকে সংহার,
যে নন্দ-নন্দনের গুণে, অন্ধ প্রাপ্ত হয় নয়নে,
দৃষ্টিবিহীন নয়ন থাক্‌তে রে তুই কি অদৃষ্ট-ফলে॥(জ)

শিশুপাল বধ।

ভীষ্মদেবের কথায়, বিশ্বপতির মাথায়,
সুখে নকুল অর্ঘ্য সমর্পিল।
দেখে দুষ্ট শিশুপাল, নিন্দা করিয়া গোপাল,
কত বাক্য কহিতে লাগিল ॥ ৯৯
শুনিয়া কহেন হরি, কিছু কাল কাল হরি,
তোর দর্প করি সম্বরণ।
কারণ আছে রে তার, বলি শুন করি বিস্তার,
ওরে মূর্খ! বলি তোরে শোন ॥ ১০০
যে দিন হলি ভূমিষ্ঠ, তোরে করিবারে দৃষ্ট,
গেলাম আমি সূতিকা-মন্দিরে।
জননী তোর পেয়ে ভয়, আমারে মাগে অভয়,
বিবিধ বচনে সকাতরে ॥ ১০১
এই যে বালক মোর, ভূতলে অতি পামর,
কৃষ্ণ-দ্বেষী হবে চিরকাল।
দোহাই মোর বচন, রেখো পঙ্কজলোচন!
যাতে রক্ষা পায় শিশুপাল ॥ ১০২
তুমি বাছা!—নির্ব্বিকার, সদা অঙ্গে অঙ্গীকার,
ক'রো এ শিশুর বাক্য-বাণ।

আছে তাঁর অনুরোধ, সম্বরণ করি ক্রোধ,
এতক্ষণ আছি রে অজ্ঞান! ১০৩
শতনিন্দা আছে পণ, হৈলে তাই সমাপন,
সমুচিত দণ্ড দিব পরে।
হেসে বলে শিশুপাল, কার হলো মৃত্যুকাল,
বুঝিতে কিছু না পারি অন্তরে॥ ১০৪
নিন্দা আমি করি কার, নিন্দা যার অলঙ্কার,
তোর নিন্দা করিয়া কি রস!
হরি কন, ক' তুই, আমি গণি এক দুই,
দশম হবে,—হ'লে দশ-দশ॥ ১০৫
বল নিরানব্বুই, নিরাপদে রবি তুই,
শত হলে থাকা ভার, ওরে দুরাচার!
শিশুপাল বলে, গোপ! তোর কোপে মোর লোপ,
হতবুদ্ধি!—এত অহঙ্কার॥ ১০৬
গুণের কথা কিসে কই, নিন্দে বই গুণ কই!
গুণের মধ্যে গোপীর গুণ জানো।
গুণ তব জগতে গায়, নেয়ে হয়ে যমুনায়,
গোপীরে চড়ায়ে গুণ টানো॥ ১০৭
হরি কন,—নিন্দা তোর, গণিলাম সত্তর,
অল্পায়ু হইতে অল্প বাকি।

শিশুপাল বলে,—ভ্রান্ত ! এক শত পর্য্যন্ত,
কি গুণে গণিবি বল দেখি ॥ ১০৮
চিরকাল চরালে গাই, কড়া-সট্‌কে পড়া নাই,
বঙ্ক ! তোমার অঙ্ক নাই পেটে।
হরি কন,—রে মূঢ়মতি ! ভার্য্যা মম সরস্বতী,
রাজ্যে জানে—বেদাগমে রটে ॥ ১০৯
যে জন যে দিন হবে, যার মরণের দিন যবে,
গণে স্থির ক'রে রেখেছি আমি।
তোমার আর এক দণ্ড,—অন্তে হবে প্রাণ-দণ্ড,
এত বলি কুপিত ভবস্বামী ॥ ১১০
শত নিন্দা হলো অন্ত, কাল-রূপ হয়ে অনন্ত,
লোহিত করিয়া দ্বিনয়ন।
শিশুপালকে বিনাশনে, আজ্ঞা দেন সুদর্শনে,
শুনে চক্র বেগে করে গমন ॥ ১১১
মস্তক করে ছেদন, জয় জয় মধুসূদন !
আনন্দে বলেন দেবগণে।
ভারতী ভারতে উক্ত, শিশুপাল হয়ে মুক্ত,
স্থান পায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥ ১১২
তদন্তে জলদকায়, যান প্রভু দ্বারকায়,
তুষিয়া পাণ্ডব পঞ্চ জন।

আরোহণ করিয়া যান, রাজগণ স্বদেশে যান,
কিছু দিন রহিল দুর্য্যোধন ॥ ১১৩

* * *

দুর্য্যোধনের অপমান।

পাণ্ডবের কিবা সভা, ইন্দ্রসভা-নিন্দি শোভা,
মাণিক জড়িত যত স্তম্ভে।
স্ফটিকের সরোবর, করেছেন নরবর,
জল-জ্ঞান হয় অবিলম্বে ॥ ১১৪
প্রাচীরের স্থানে স্থানে, স্ফটিক-যোগে নির্ম্মাণে,—
দ্বার জ্ঞান হয় দেখে চক্ষে।
চতুর্দ্দিক করি ভ্রমণ, সভা দেখে দুর্য্যোধন,
হিংসায় ভাবিছে মনোদুঃখে ॥ ১১৫
বিধাতা হইল বাদী, স্ফটিকের দেখে বেদী,
বারি-জ্ঞান করি দুর্য্যোধন।
মহামানী ভ্রমে ভুলে, চলিলেন বস্ত্র তুলে,
দেখে হাস্য করে সভাজন ॥ ১১৬
প্রাচীরে নাহিক দ্বার, দ্বার ভেবে পুনর্ব্বার,
যাইবারে কপালে বাজিল।
দেখিয়া সভার লোকে, সঘনে হাসে পুলকে,
অপ্রমাণ অপমান ঘটিল ॥ ১১৭

খল খল হাসিতে সব, রাজা যেন জীয়ন্তে শব,
দুর্য্যোধন হয়ে মান-হত।
লজ্জায় মাথা না তুলে, ডাকিয়া নিজ মাতুলে,
অভিমানে চলিলেন দ্রুত ॥ ১১৮
শকুনি সুধায় দেখে, ভাব কেন, বাছা! দুখে,
কিসের অভাব পৃথ্বীপতি!
কেঁদে বলে দুর্য্যোধন, ধিক্ ধিক্ মোর রাজ্য জন!
ধিক্ বীর্য্য ধিক আমার শকতি ॥ ১১৯
কি লজ্জা দিলেন কালী, লজ্জায় হয়েছি কালি,
মেদিনী বিদরে,—তা'তে যাই।
অনলে করি প্রবেশ, বাঁচনাপেক্ষা সেই বেশ,
অথবা এখনি বিষ খাই ॥ ১২০
জ্ঞাতিগণের ঐশ্বর্য্য, সাধ্য নাহি করি সহ্য,
ধৈর্য্য নাহি ধরে চিত্ত,—মামা!
ক্ষুদ্র বেটারা করে তুল, মোরে দেখে হাসে মাতুল!
কি লজ্জা দিলেন আজি শ্যামা ॥ ১২১
মিথ্যা ধন মিথ্যা জন, আমি তো মিথ্যা রাজন,
মিথ্যা রাজ্য চিত্তে আর কি ধরে!
মিথ্যা গজ মিথ্যা হয়, বিচারে সব মিথ্যা হয়!
মিথ্যা সোহাগ আর করি অন্তরে ॥ ১২২

আমি যে সংসারে মানী, সে কথা কি আর মানি ?
আমি অদ্য হতমানীর শেষ।
পাণ্ডবের বিদ্যমান, কার' আর সমান মান!
জিনিল নকুল সর্ব্ব দেশ ॥ ১২৩
পঞ্চজনে আসি ভব, বলে ছলে পরাভব,
করিয়া করিল দিগ্বিজয়।
পাণ্ডবেরে ভয়ঙ্কর, গণিয়া সঁপিল কর,
লক্ষ্য রাজা ঐক্য সবে হয় ॥ ১২৪

কালেংড়া—একতালা।

মামা! আমি কিসের ধনী! কৈ গো আমার মানের ধ্বনি!
এ ধন হতে নিধন ভাল, স্থান যদি দেন সুরধুনী।
পাণ্ডবের কি অতুল পদ, মামা! দ্বারকায় যার রাজ্যপদ,
যজ্ঞে এসে দ্বিজের পদ, ধৌত করেন সেই চিন্তামণি ॥
নাই সুখ ভোজন-শয়নে, দেখে পাণ্ডবের প্রতাপ নয়নে,
তৃণ হেন যেন মনে, আপনারে আপনি গণি ॥ (ঝ)

শুন গো মাতুল! দুঃখ অতিশয় না সয়।
অসহ্য হইল মোর জ্ঞাতির বিষয় ॥ ১২৫
ভাদ্রে রৌদ্র অসহ্য যেমন আছে বলা।
ততোধিক অসহ্য,—ভার্য্যে হয় যার প্রবলা ॥ ১২৬

ভৃত্য হয়ে নিন্দুক,—অসহ্য জ্বালা বলি।
বৈরাগীর অসহ্য যেমন, শুন্‌লে ছাগল-বলি ॥ ১২৭
শোকের কালে অসহ্য,—করিলে রঙ্গ-রস।
সাধুর অসহ্য যদি ঘটে অপযশ ॥ ১২৮
সতীর অসহ্য যেমন লম্পটের বাণী।
লম্পটের অসহ্য যেমন উপদেশ-কাহিনী ॥ ১২৯
মাঘে মেঘে মিশালে অসহ্য হয় বটে।
ততোধিক অসহ্য জ্বালা,—জ্ঞাতি-সুখে ঘটে ॥ ১৩০

* * *

পাশা খেলার প্রস্তাব।

কথা শুনে শকুনির, দুঃখে দুটী চক্ষে নীর,
বলে, বাছা! বলি রে তোমায়।
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য, অঙ্গে যদি অসহ্য,—
হয়—তার শুন্‌ রে উপায় ॥ ১৩১
বাহু-বলে হৈতে জয়ী, সে পাণ্ডবের সাধ্য কৈ,
তাদের অর্জ্জুন দিগ্বিজয় একা।
জ্ঞান হয় পঞ্চ জন, বল-বুদ্ধে পঞ্চানন,
অধিকন্তু কৃষ্ণ তাদের সখা ॥ ১৩২
শুন ওরে দুর্য্যোধন! চক্র ক'রে রাজ্য-ধন,
তাদের লওয়া যায় রে সমুদাই।

এনে তোমার ভদ্রাসনে,　আমি যুধিষ্ঠিরের সনে,
যদি একবার পাশা খেল্‌তে পাই ॥ ১৩৩
পণ ক'রে সব লব অর্থ, অধিকার গেলেই অধীনত্ব,—
করিবে তোমার পঞ্চ পাণ্ডুসুতে।
কথা শুনে যুড়ায় মন,　দুর্ভিক্ষ-কালে যেমন,
দরিদ্র,—রতন পায় হাতে ॥ ১৩৪
কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা ॥ ১৩৫
ভক্তের আনন্দ যেমন, নিরখি গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে ॥ ১৩৬
হিংস্রকের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে।
ব্যাধের আনন্দ যেমন, মৃগ পড়িলে ফান্দে ॥ ১৩৭
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে।
আশু চক্ষু পেয়ে যেমন, আনন্দিত অন্ধে ॥ ১৩৮
শনির আনন্দ যেমন, প্রবেশ ক'রে রন্ধ্রে।
চকোরের আনন্দ যেমন, হেরে পূর্ণচন্দ্রে ॥ ১৩৯
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে।
নারদের আনন্দ যেমন, দ্বি-দলের দ্বন্দ্বে ॥ ১৪০
মাতুলের বাক্যে মজে ততোধিক আনন্দে।
দুর্য্যোধন আনন্দে মাতুল-পদ বন্দে ১৪১

বলে, মামা! মৃত্যু-দেহে ঘটালে জীবন।
এ রাজ্য তোমারি, মামা! তোমারি ভবন॥ ১৪২
জীবন পর্য্যন্ত তব হলাম আজ্ঞাধীন।
হবে রক্ষা,—যে আজ্ঞা করিবে যেই দিন॥ ১৪৩
মম পুরে যে তব না হবে অনুগত।
পুরে হতে আমি তারে করিব নির্গত॥ ১৪৪
মজে মন-সুখে,—রাজা ত্যজে রাজকার্য্য।
অবিলম্বে পাশা খেলা করিলেন ধার্য্য॥ ১৪৫
পিতার নিকটে কথা করিলেন প্রশ্ন।
ত্বরায় পাঠান দূত যথা ইন্দ্রপ্রস্থ॥ ১৪৬

* * *

শকুনির সহিত যুধিষ্ঠিরের পাশা-খেলা।

পত্র পাঠ করি, পত্র-পাঠ আয়োজন।
হস্তি-পৃষ্ঠে হস্তিনায় আইল পঞ্চ জন॥ ১৪৭
প্রণমিল ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর পায়।
পাশা-খেলা বিবরণ, পরে শুনতে পায়॥ ১৪৮
জ্ঞাতিগণের অনুরোধ করি বলবন্ত।
হইলেন ধর্ম্মসুত খেলায় প্রবর্ত্ত॥ ১৪৯
কুন্তীপুত্র খেলায় নহেন কিছু শক্ত।
হারিলে না ক্ষান্ত হন,—বড় খেলাসক্ত॥ ১৫০

উভয় দলে উত্থাপন করিছেন পণ।
হয়ে মত্ত, নানা অর্থ, করি নিরূপণ॥ ১৫১
ধর্ম্মসুত পরাজয়, শকুনির জিত।
পুনঃ পুনঃ হতেছেন বিষম লজ্জিত॥ ১৫২
প্রথমতঃ শকুনির কাছে হেরে বাজি।
অবিলম্বে আনিয়া দিলেন গজ বাজী॥ ১৫৩
তদন্তরে হারিয়া হইল জ্ঞান শূন্য।
প্রদান করেন যত সেনাপতি সৈন্য॥ ১৫৪
তদন্তরে দেন যত বসন ভূষণ।
পশ্চাতে-পণেতে দেন রাজসিংহাসন॥ ১৫৫
রজত কাঞ্চন মুদ্রা দেন তস্য পরে।
প্রাণ-পণ আছে রাজার প্রাণের উপরে॥ ১৫৬
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার আর স্বর্ণ-বাটা-বাটী।
পণে সমর্পণ,—পরে ভদ্রাসন বাটী॥ ১৫৭
সভার মধ্যেতে যত ছিল সভাসত।
তার মধ্যে যারা যারা ছিল অতি সৎ॥ ১৫৮
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম-সুতে করিছে বারণ।
তা শুনিয়া দুই চক্ষু লোহিত বরণ॥ ১৫৯
যাউক রাজ্য ধন জন রমণী কুমার।
জীবন পর্য্যন্ত আছে প্রতিজ্ঞা আমার॥ ১৬০

সহ্য নাহি হয় ব্যঙ্গ-বাক্য শকুনির।
এত বলি রাগে বহে দুই চক্ষে নীর॥ ১৬১
শকুনি কহেন, বাছা! ঊষ্মা অকারণ!
কি দোষেতে কর চক্ষু লোহিত বরণ॥ ১৬২
ধর্ম্ম নাম ধ'রে কেন, হেরে কর রাগ।
এমন রাগের কোথা আছে অনুরাগ॥ ১৬৩
শকুনির মুখে এই ব্যঙ্গ-বাণী শুনে।
আহুতি পড়িল যেন জ্বলন্ত আগুনে॥ ১৬৪
ধর্ম্ম ত্যজি কন ধর্ম্ম,—অধর্ম্ম-বচন।
শকুনি কয়,—কেন বাছা! ঘূর্ণিত লোচন॥ ১৬৫
ধর্ম্মশীল সুশীল জগতে বড় রব।
কেন নষ্ট কর আজি সে সব গৌরব॥ ১৬৬
সম্পর্কেতে গুরু আমি,—তোমার মাতুল।
আমারে বলিলে কটু,—বলিবে বাতুল॥ ১৬৭
বিদ্যা বুদ্ধি যায় সব, হইলে অপ্রতুল।
অপ্রতুল-কালে লোক কহে অমনি কুল॥ ১৬৮
এত বলি শকুনি ফেলিল পাঁশা সারি।
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া লোক সারি সারি॥ ১৬৯
শকুনি কয়,—ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি হউন যিনি।
সকলেরে হেলায় খেলায় আমি জিনি॥ ১৭০

পাত্র মিত্র সব দিয়াছ,—আরতো কিছু নাই।
ক্ষান্ত হও, ধর্ম্ম-সুত! তোমারে জানাই॥ ১৭১
ভ্রান্তি যদি না যায়,—ওরে কুন্তীর কুমার!
স্বদোষে মজিবে তবে কি দোষ আমার॥ ১৭২

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

এবার কি ধর্‌বে বাজি, কি ধন আছে কও বাবাজী।
সকল ধন ফুরিয়েছে রে পণে, হারিয়েছো মাতঙ্গ বাজী॥
চালি জান না চাল্‌তে এসো কি মনে বুঝি!
চেলেতে লাগিয়ে আগুন,কেবল শিখেছো চালিভাজাভাজি
চাল্‌তে ভাল,—জেনে দেশে সব ছিল রাজি।
দেখে চাল-চুল,—তোমাকে সুজন বুঝিলাম আজি॥ (ঞ)

পাশা-খেলায় দ্রৌপদীকে পণ-রক্ষার কথা;—ভীমের ক্রোধ।

শকুনির বাক্যবাণ, ক্রমে হয় বলবান,
পুনঃ পুনঃ করিয়া শ্রবণ।
রাজার জ্বলিছে কর্ণ, হাসে দুঃশাসন কর্ণ,
রসাভাসে কয় কত বচন॥ ১৭৩
শকুনি বলে,—রাজন্! যদি খেলা প্রয়োজন,
ধন জন কিছু নাহি আর।

কাজ কি কথা আর গোপন, দ্রৌপদীরে করি পণ,
সমর্পণ করহ এবার ॥ ১৭৪
শুনে অতি কুবচন, ঘূর্ণিত করি লোচন,
গদা হস্তে করি বৃকোদর॥
না পারে রাগ সম্বরিতে, শকুনিরে সংহারিতে,
সভা-মধ্যে দাঁড়ায় সত্বর ॥ ১৭৫
ওরে বেটা দুরাচার! অতিশয় অত্যাচার,—
আচার বিচার কিছু নাই।
শিখে একটা ভোজবাজি, নিলি সব জিনিয়া বাজি,
গজ বাজী নিলি সমুদাই ॥ ১৭৬
ছলে রে জ্ঞাতির ধন, হরে পাপী দুর্য্যোধন,
সুখ-ভোগী হবে ভাবিয়াছ!
পরেছি দাদার দায়, নতুবা এই গদায়,
সাধ্য কি জনেক প্রাণে বাঁচ ॥ ১৭৭
কালে গদা প্রকাশিব, সকলের প্রাণ নাশিব,
অশিব ঘটাব শত্রুকুলে।
অধার্ম্মিক হবে জিত, ধার্ম্মিক হবে লজ্জিত,
এ কথা বুঝেছো ভ্রমে ভুলে ॥ ১৭৮
আমরা তোর ভগ্নী-কুমার, দুরাত্মা বেটা! তোমার—
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু নাই বোধ

দ্রৌপদীকে কর্‌তে পণ, করলি বেটা উত্থাপন,
এত বলি করি মহাক্রোধ॥ ১৭৯
দন্তে কর কামড়ায়, গদা লয়ে যায় ত্বরায়,
প্রহারিতে শকুনির মাথে।
কম্পান্বিত সভা-জন, প্রলয় দেখে রাজন,
ক্ষান্ত করিছেন ধরি হাতে॥ ১৮০
কেন বল্ কর ভাই! তোমরা তো মোর সবাই,
বিক্রীত হয়েছো মোর পণে।
না মানিলে ধর্ম্ম যায়, কর,—থাকে ধর্ম্ম যা'য়,
রাখ ধর্ম্ম ধর্ম্মের বচনে॥ ১৮১
যদি পণে যাই বনে, ধর্ম্ম-অবলম্বনে,
তথাচ থাকিতে হবে সবে।
যদি দেহে থাকে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের এমনি ধর্ম্ম,
ঘুচান তিনি জন্ম-মৃত্যু ভবে॥ ১৮২

* * *

পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়,—পণে সর্ব্বস্ব প্রদান।

কহিয়া ধর্ম্ম-মহিমে, রাজা শান্ত করি ভীমে,
শকুনিরে কহেন তৎপরে।

তব বাক্য ধরিলাম, দ্রৌপদী পণ করিলাম,
ফেল পাশা,—খেলহ সত্বরে ॥ ১৮৩
ফেলিবামাত্র জিনিল, ধর্ম্মের পণ কিনিল,
তথাচ না যায় মনোরাগ।
ডুবিলাম যদ্যপি তবে, পাতাল দেখিতে হবে,
এই রূপ জন্মেছে বিরাগ ॥ ১৮৪
শকুনি বলে,—এবার পণ, কি করেছ নিরূপণ,
রাজ্য রাণী গেল রাজধানী।
কহেন ধর্ম্মকুমার, আর কিছু নাহি আমার,
সবে মাত্র আছি পাঁচটী প্রাণী ॥ ১৮৫
যা করেন বিপদহারী, এবার যদি হারি,
পঞ্চ ভাই হইব বিক্রীত।
তখন বসিতে বসিতে পরাজয়, কৌরবের জয় জয়,
পাঁচ ভাই ভয়েতে বাক্য-হত ॥ ১৮৬
দুষ্টমতি দুঃশাসন, করতেছে এসে শাসন,
বলে,—রে পাণ্ডব! কথা শোন।
যে কর্ম্মে যে হয় পারক, পরিবারের পরিচারক,
এক এক কর্ম্মে হও পঞ্চ জন ॥ ১৮৭
তাম্বুলের আয়োজন, করুক ধর্ম্ম-রাজন,
পারবে,—অধিক পরিশ্রম নয়।

অস্ত্রবিদ্যায় গুণবান, করে ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ,
রাজার পাছে থাকুক ধনঞ্জয়॥ ১৮৮
ভীমের অঙ্গে বল ভারি, সরকারেতে হউক ভারী,
পরিবারের জল বইতে হবে।
অনুমতি শুন মোর, মাদ্রিসুত লয়ে চামর,
রাজার অঙ্গেতে ঢুলাইবে॥ ১৮৯
সুভদ্রা আসুক ঘরে, সে যেন দুই সন্ধ্যা করে,—
রন্ধন,—রন্ধন-ঘরে আসি।
শীঘ্র আন দ্রৌপদীরে, থাকুক এসে মন্দিরে,
নারীগণের মধ্যে হ'য়ে দাসী॥ ১৯০
ছলে বলে দুঃশাসন, ওরে ভীম! বলি শোন,
স্থূল বুদ্ধি তোর তো অতিশয়।
ছিলি জ্ঞাতি হলি চর, এখন রাজার গোচর,
একাসনে বসা যোগ্য নয়॥ ১৯১
কথা শুনে বৃকোদর, উষ্মায় ফুলে উদর,
দরদরিত ধারা দুটী চক্ষে।
দন্ত কড় মড় করে, দন্তাঘাত করে করে,
করাঘাত ঘন করে বক্ষে॥ ১৯২
রাজসভার বিদ্যমানে, মৃতকল্প অভিমানে,
মানসে কাঁদিয়ে কৃষ্ণে বলে।

না লইয়ে প্রাণ হরি, লও কেন হে মান হরি,
দিয়া মান, হরি ! কেন হরিলে ॥ ১৯৩

ললিত-ঝিঁঝিট্ — একতালা।

জীবন থাক্‌তে সব, হলাম আমরা শব,
কে সবে কেশব ! এ সব দুঃখ।
মান গেল, হে কৃষ্ণ ! প্রাণে কি সুখ ॥
ওহে, আমি বৃকোদর, রাজার সহোদর,
একি অনাদর, ঘটালে হরি !
হ'য়ে আমরা করী, অজের সেবা করি,
দ্রৌপদী কিঙ্করী হবে কি করি,—
কি ব'লে হে কৃষ্ণ ! দেখাব মুখ ॥
ওহে, ভ্রাতা ধনঞ্জয়, ত্রিভুবনে জয়,
রণে মৃত্যুঞ্জয়, মানেন পরাজয়,—
ত্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব !
পাণ্ডবের বান্ধব, ত্রিভুবনে কয়,—
কি দোষে হে কৃষ্ণ ! হইলে বৈমুখ ॥ (ট)

দ্রৌপদীকে কুরু-রাজসভায় আনিতে সঞ্জয়পুত্রের গমন।৮

আকাশ-বাণীতে হরি, ভীমের মনোদুঃখ হরি,
কহিছেন দুঃখ অল্পকাল।
শ্রবণ কর তদন্তরে, অনন্ত সুখ অন্তরে,
প্রাপ্ত হন কৌরব-ভূপাল॥ ১৯৪
আজ্ঞা দেন ত্বরান্বিতে, দ্রৌপদীরে সভায় আনিতে,
কে যাবে রে হও অগ্রগামী।
কর্ণ বলে, আনতে তায়, কাজ কি অধিক ক্ষমতায়,
যাউক সঞ্জয়-পুত্র প্রতিকামী॥ ১৯৫
রাজাজ্ঞা পালনের তরে, সঞ্জয়সুত সত্বরে,
বিদায় দুর্য্যোধনের নিকটে।
পাণ্ডবের শঙ্কায়, সঘনে কম্পিত কায়,
পথে রোদন উভয় সঙ্কটে॥ ১৯৬
আশু বধে দুর্য্যোধন, ভীমের করে নিধন,
মারীচের মরণ মোর হলো।
চিন্তায় কি করে আর, ব'লে দ্রুপদ-তনয়ার,—
নিকটে আসিয়া উত্তরিল॥ ১৯৭
ভয়ে চায় চতুর্দ্দিকে, বিনয় করিয়া দ্রৌপদীকে,
বলে, জননি! গা তুলিতে হয়।

সতী শুনে সংবাদ, বলে ছি ছি কি অপবাদ!
ফিরে যাও সঞ্জয়-তনয় ॥ ১৯৮

বিদায় ক'রে দিলেন সাধ্বে, আর প্রতিকামীর সাধ্যে,
হয় না বল্‌তে, অম্‌নি ফিরে চলে।
দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া, বল বুদ্ধি হারাইয়া,
বিকারের রোগীর মত বলে ॥ ১৯৯

বলেন গান্ধারী-তনয়, কাপুরুষেব কর্ম্ম নয়,
ও বেটা অধম জানা আছে।
পাণ্ডবের ভয় করে, 'পাছে মরিব ভীমের করে',—
ঐ ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে ॥ ২০০

ওটা পুরুষ নয়—অতি অবলা, কোন কর্ম্ম ওরে বলা,
ছি ছি কিছু প্রয়োজন নাই।
কোথা গেলি রে দুঃশাসন! করিয়া কেশ-আকর্ষণ,
তুমি তারে শীঘ্র আন তো ভাই ॥ ২০১

* * *

দ্রৌপদীকে আনিতে দুঃশাসনের গমন।

দুঃশাসন দুরাচার, শ্রুতমাত্র সমাচার,
গমন করিছে অতি-বেগে।

বায়ু-তুল্য ত্বরান্বিত, অন্তঃপুরে উপনীত,
হ'য়ে কহে দ্রৌপদীর আগে ॥ ২০২
শুন নাই বিবরণ, পাশায় রাজ্য-হরণ,—
তোমাদের করেছি আমরা,—ধনি!
তোমারে করিয়া পণ, করিয়াছে সমর্পণ,
জগতে প্রকাশ এই ধ্বনি ॥ ২০৩
কি শুনাব অধিক আর, তোমার প্রতি অধিকার,—
আর পঞ্চ-পাণ্ডবের নাই।
এসো এসো ছাড়িয়া দ্বার, অধিকার হলো দাদার
দেহ এখন তাঁহারি দোহাই ॥ ২০৪
কুরঙ্গ শুনিয়া ধ্বনি, গহন বনে কুরঙ্গিনী,
হয় যেমন ব্যাঘ্র নিরখিয়ে।
চঞ্চল হইল প্রাণ, চঞ্চলার মত যান,
তথা হইতে ভয়ে পলাইয়ে ॥ ২০৫
কি শত্রু ঘিরিল পাছে, অঙ্গ পরশিয়ে পাছে,
কি জানি কি কপালে লিখন।
দেখে অতি ভয়ঙ্কর, ধনী করিয়া যোড় কর,
কহিছেন বিনয় বচন ॥ ২০৬

সুরট্—ঝাঁপতাল।

বিনয়ে বলি, শুন শুন ! সতীর অঙ্গ-পরশন,
করো না রে দস্যু-সম, দূষ্য কায এ—দুঃশাসন !
আমি অবলা কুল-বালা, করো না কটু ভৎর্সন।
এত রঙ্গ মোর সনে, ভীম যদি এ কথা শুনে,
পাবিনে ত্রাণ এ আসনে, ঘটাবে যম-দরশন ॥
ওরে ! মম হিতের কথা শুন, জ্বালিয়ে পাপ হুতাশন,
অকালে কেন ঘটে কর্ম্মদোষে বিনাশন ;—
কেন রব কর ভীষণ, ত্যজে মধুর সম্ভাষণ,
হৃদয়ে কেন কর বাক্যবাণ-বরিষণ ॥ (ঠ)

হেসে বলে দুঃশাসন, আমায় ক'রে পরশন,
সতীত্ব ঘুচাবে—আহা মরি ।
এই যে ভারত-বসতি, মধ্যে তব তুল্য সতী,
দেখ্‌তে না পাই আর দ্বিতীয় নারী ॥ ২০৭
এক স্বামী ভিন্ন ধরা, সে ধনী অগণ্যা ধরা,
কুলকলঙ্কিনী লোকে বলে।
তব চরণে প্রণমামি, বঞ্চ লয়ে পঞ্চ স্বামী,
আছে বাঞ্ছা আরও কিছু পেলে ॥ ২০৮

কুরু পাণ্ডবের বল, ইদানী অতি-প্রবল,
শাসন পৃথিবী সসাগরা।
যত রাজা দেয় কর, ধনে প্রায় রত্নাকর,
কার সাধ্য দোষ ব্যক্ত করা॥ ২০৯
যাহার মৃত্যু যোগায়; দুষ্কুলের দোষ গায়,
শঙ্কায় সংসার অনুগত।
নৈলে কলঙ্কিনি!—তোর, দোষে হাসিত নগর,
লজ্জার সাগর কুলে হতো॥ ২১০
রব কর্‌তে নারে কেউ, ঘরে মরে ঘরের ঢেউ,
কিন্তু পাপে পরিপূর্ণ হলো।
এত দিনে ফল্‌লো ফল, বিধি দিচ্ছেন প্রতিফল,
বিষয়-সম্বল-বল গেলো॥ ২১১

* * *

কুরুরাজ-সভায় দ্রৌপদী।

তুই কি ভীমের ভয় দেখালি, সে আশায় পড়েছে কালি।
দাস হয়ে সে চিরকালি, খাট্‌বে আমাদের ঘরে।
আমাদের দ্বেষ আর কে করে দেশে,
কলঙ্কিনী বল্‌বে কে সে,
এত বলি ধরিয়ে কেশে, দ্বারের বাহির করে॥ ২১২

ধ'রে সতীর কুন্তলে, দয়া ধর্ম্ম রসাতলে,
দিয়া এনে সভাতলে, কত কয় কুবাণী।
জিনি মান্যে চরাচরে, কটু কয় কৌরবের চরে,
ধনী যেন কৌরব-গোচরে, চোরের রমণী ॥ ২১৩
রিপুগণের বাক্য-শরে, মনাগুণে গুণ গুণ স্বরে,
কেঁদে পঞ্চ প্রাণেশ্বরে, কহিলেন রূপসী।
দেখেন পতি পঞ্চজন, হারিয়ে রাজ্য ধন জন,
বলবুদ্ধি বিসর্জ্জন, দিয়ে রয়েছেন বসি ॥ ২১৪
দেখিছেন বৃকোদরে, মৃত তুল্য অনাদরে,
মেদিনী যদি বিদরে, তাহাতে মিশায়।
ধরা-ধন্য ধনঞ্জয়, বলবুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়,
রিপুচক্রে পরাজয়, হ'য়ে হেঁট মাথায় ॥ ২১৫
সহদেব আর নকুল, অন্তরে গণি অকূল,
দুঃখেতে হ'য়ে আকুল, চক্ষে জল ঝরে।
মর্ম্মে দুঃখ ধর্ম্মরায়, পেয়ে মুখ না ফিরায়,
পঞ্চের পঞ্চত্ব প্রায়, কৌরবের পুরে ॥ ২১৬
শতবাক্যে নাই উত্তর, মরণ-তুল্য কাতর,
দেখে ব্যাকুল অন্তর, কেঁদে দ্রৌপদী কন।
এ যে দুঃখ অতিশয়, দুরাশয়কে ধর্ম্ম সয়,
ধার্ম্মিকের যায় বিষয়, সংশয় জীবন ॥ ২১৭

ঝিঁঝিট—একতালা।

এত তোমার খেলা নয়, কান্ত ! বুঝিলাম একান্ত।
এ খেলা খেলিছেন গুণনিধি,—
বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকান্ত ॥
এ বিপত্তকালে কোথায় নাথ ! তব,
বিপদ-সম্পদ-কালে তোমার মাধব বান্ধব,
পাশায় রাজ্যধন, নিলো দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ জানেন না কি এ বিপদ-তদন্ত ॥
কখন মাতঙ্গ কখন পতঙ্গ এ সব,
রঙ্গ ভঙ্গ করেন জানি আমি—সব সেই কেশব,
একবার বলেন যায় অন্তরঙ্গ, আবার তার বৈরঙ্গ,
ঐ রঙ্গে তাঁর দিন-রজনী-অন্ত ॥ (ড)

দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র ধরিবার জন্ত দুঃশাসনের চেষ্টা ;—
দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

দ্রৌপদীর শুনে বচন, ঝর ঝর ঝুরে লোচন,
বচন বদনে নাহি সরে।
কুবচন কহে কর্ণ, দ্রৌপদীর স্বর্ণ-বর্ণ,
বিবর্ণ হইল বাক্যশরে ॥ ২১৮

দুঃশাসন দুরাচার, না করি চিত্তে বিচার,
বল করি দ্রৌপদী প্রতি বলে।
আর মুখ চাও কার, দাসীত্ব ক'র স্বীকার,
অন্তঃপুর-মধ্যে যাও চ'লে ॥ ২১৯
পট্ট-বস্ত্র রত্নহার, গলে করে ব্যবহার,
ও সব কাহার—তা জাননা।
অবিলম্বে শুন শুন, দেহ হৈতে ভূষণ,
দেহ খসাইয়া মুক্তা সোণা ॥ ২২০
ব'লে, মান হরিবারে, যায় বস্ত্র ধরিবারে,
বিপদ গণিয়া গুণবতী।
ঘন ডাকিছেন অন্তরে, অনন্ত গুণসাগরে,
কোথা হে গোবিন্দ! গোলোকপতি! ২২১
করুণার কল্পতরু! কৃপাসিন্ধু কৃপাকুরু!
কর দৃষ্টি করুণা-নয়নে।
দুষ্টমতি দুঃশাসন, হরে মান, পীতবসন!
ধরে বসন সভা বিদ্যমানে ॥ ২২২
দয়াময়! এ নির্দ্দয়, লয় যে মান হরি!—হরি।
হরি ক'রে [illegible]ার, ঘুচলো পসার, এই হলো হরি হরি ॥২২৩
বিপদে যদি, গুণ-জলধি! না রাখ অনুপায় পায়।
দিব অনলে,অথবা জলে, হরি হে! জীবন যায় যা'য় ২২৪

রাজকুমারী, রাজার নারী, কত কটু দুর্ব্বলে বলে।
ওহে শ্রীপতি! এ দুর্গতি, কি অধর্ম্ম-ফলে ফলে॥ ২২৫
বাজিয়ে বাদ্য, ক'রে গদ্য, কর্‌ছে হে কৌরব রব।
আর সহে না, এ যন্ত্রণা, কত হে কেশব! সব॥ ২২৬
কৃপা-নিধান! কর বিধান, হরে মান পামর মোর।
শ্রীচরণের দাসীকে মনে, পর ভেবেছো পরাৎপর! ২২৭
একি বিড়ম্বনা, বিবসনা, কর্‌তে দুষ্টমতির মতি।
মনাগুণে দগ্ধ দেহ, দেহ শীঘ্রগতি গতি! ২২৮

ভৈরবী—একতালা।

ও দয়াময়! বড় দুঃসময়,আসি হরি। হর হে বিপক্ষ।
কোথা সঙ্কটের ঔষধি, নিদান-দিনের নিধি,
নীলবরণ! লজ্জা-নিবারণ!
আসি দ্রুপদ-কন্যা দাসীর বিপদ রক্ষ॥
এই যে দুষ্ট মূঢ়মতি দুঃশাসন, কে করে শাসন,
অতি দুঃশাসন, দাসের দাসীর করে কেশ আকর্ষণ,
হে গোবিন্দ! তোমার কেমন সখ্য;—
কোথা রৈলে নিরাপদের কারণ,
নিরাশ্রয়-গতি নীরদ-বরণ!

বিপদে ল'য়েছি শ্রীপদে শরণ,
ঐ পদ বিনা নাই উপলক্ষ ॥ (চ)

কাঁদৃতে কাঁদৃতে ঐকান্তে, দ্রৌপদী ডাকেন শ্রীকান্তে,
নিরাকার-রূপে আগমন করি।
হৃদয়ে বসি বিশ্বরূপ, কহিছেন স্বপ্ন-রূপ,
কি রূপে মান রাখিব, হে সুন্দরি! ॥ ২২৯
সতি! কিছু আছে হে মনে, দরিদ্র কিম্বা ব্রাহ্মণে,
কখন বস্ত্র দান দিয়াছ তুমি?
সুখ দুঃখ জয় পরাজয়, কেবল কর্ম্ম অনুযায়,
কর্ম্মই কর্ত্তা,—কর্ত্তা নই হে আমি ॥ ২৩০
কর্ম্ম হ'তেই ছত্র দণ্ড, কর্ম্ম হ'তেই প্রাণ-দণ্ড,
কর্ম্ম-পণ্ড কেবল কর্ম্ম-গুণে।
কর্ম্মই হন কর্ণধার, কর্ম্মই কর্ত্তা ডুবাবার,
সাধু প্রণাম করেন সদা কর্ম্মের চরণে ॥ ২৩১
কিছু ভগ্ন বস্ত্র বিতরণ, ক'রে থাক—থাকে স্মরণ,
বল আমাকে তবে করি বল।
এসেন যদি ব্রহ্মা হরে, কার সাধ্য বস্ত্র হরে,
ওহে ধনি! দেখাই কর্ম্মফল ॥ ২৩২

সতী কন,—হে চিন্তামণি! কারে কি দিব কুল-রমণী,
স্বামীগণে দেন নাই স্ত্রীধন।
প্রাণ সঁপে ঐ পাদপদ্মে, সদা ভরসা হৃৎপদ্মে,
বিপদ-সম্পদে কৃষ্ণধন ॥ ২৩৩
কেবল একটা কথা হ'লো স্মরণ, এক দিন হে দীনতারণ!
বালিকা-কালে জননীর বাসে।
দুখিনী এক দ্বিজ-কন্যে, কিঞ্চিৎ ভগ্ন বস্ত্র জন্যে,
প্রার্থনা করেন মোর পাশে ॥ ২৩৪
ওহে করুণানিধান! ছিল যে বস্ত্র পরিধান,
অঞ্চলের ভাগ কিঞ্চিৎ চিরে।
তাই কি দিবার যোগ্য হরি! রোদন দেখি—রোদন করি,
দিলাম দুঃখিনী রমণীরে ॥ ২৩৫
তখন, পেয়ে কিঞ্চিৎ উপলক্ষ, সেই কথা করিয়া লক্ষ্য,
আর কি ভয় করেন দয়াময়?
বংশে প্রবেশ করেছে শনি, তোমায় করতে বিবসনী,
দুরাশা করেছে দুরাশয় ॥ ২৩৬
অপরূপ দেখাবার তরে, বাস ক'রে তব অন্তরে,
অনন্ত বাস ল'য়ে থাকিলাম সতি!
দেখি,—দুষ্ট দুঃশাসন, কত পারে লইতে বসন,
ক' দিন হরে, কত ধরে শকতি ॥ ২৩৭

ললিত—কাওয়ালী।

তোমায় লজ্জা দিবে, কার মরণের দিবে,
আমার প্রাণের বন্ধু তোমার স্বামী।
তোমার বাসনা পূরাতে, বাস পরাইতে,
গোলোকের বাস হ'তে এলাম আমি॥
আমারে অপ্রীতি, আমার ভক্ত প্রতি,
দ্বেষ করে যে নরক-পন্থাগামী ;—
ধনি! ইষ্ট পূর্ণ হবে, কষ্ট কি সম্ভবে,
যারা ভবে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমী॥ (গ)

দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ ;—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অঙ্গে নূতন নূতন বস্ত্র-সমাবেশ।

সভা মধ্যে দুঃশাসন, করে বস্ত্র আকর্ষণ,
যত চায় করিতে মান হত।
যিনি ভবে অদ্বিতীয়, অমনি বস্ত্র ল'য়ে দ্বিতীয়,
সতীর অঙ্গে পরাইছেন দ্রুত॥ ২৩৮
দিতেছেন পীতবাস, চিত্র বিচিত্র বাস,
যা দেখে নাই সুর নর সমস্ত।

সভা মধ্যে শোভাকর, দেখে লাগে চমৎকার,
পর্ব্বত-প্রমাণ হইল বস্ত্র ॥ ২৩৯
ভ্রান্ত জীবের আকিঞ্চন, করে করে সিঞ্চন,
প্রার্থনা যেমন সিন্ধু-জল।
টানে বস্ত্র ক্রমাগত, সপ্ত দিন হয় গত,
আর পারে না—হইল দুর্ব্বল ॥ ২৪০

* * *

দুর্ব্বাসা ও নারদ-মুনির কথোপকথন।

সতীরে দিয়ে ধন্যবাদ, কৌরবের পরিবাদ,
করতেছে যতেক সাধুগণে।
বিচিত্র দেখে গৌরব, লজ্জায় সবে নীরব,
হরিষে বিষাদ হইল মনে ॥ ২৪১
পাণ্ডবের রাজ্য ভ্রষ্ট, দ্রৌপদীর সভায় কষ্ট,
শুনে রাষ্ট্র আইল বহু জন।
হেথা, দেখ্‌তে হরি সারাৎসার, দ্বারকা-গমন দুর্ব্বাসার
পথ-মাঝে নারদে দেখে, ব্যঙ্গ করি কন ॥ ২৪২
পরে পরে হৈল দ্বন্দ্ব, তোমার যে পরমানন্দ,
দ্বন্দ্বের যে গন্ধ পেলে নাচ।
•রু পাণ্ডবে বিবাদ, পাশার আমোদ হয় যে বাদ,
তুমি যে ! এখনও এখানে আছ ॥ ২৪৩

কুমুদীর আনন্দ যেমন, নিরখিয়া সন্ধ্যা।
পুত্র প্রসবিয়া যেমন, আনন্দিত বন্ধ্যা॥ ২৪৪
ভক্তের আনন্দ যেমন, হেরিয়ে গোবিন্দে।
অসুরের আনন্দ যেমন, শুনে দেব-নিন্দে॥ ২৪৫
হিংসকের আনন্দ যেমন, গাঁয়ের লোকের মন্দে।
ব্যাধের আনন্দ যেমন, মৃগ পড়িলে ফাঁদে॥ ২৪৬
কয়েদীর আনন্দ যেমন, ত্রাণ পেয়ে বিবন্ধে।
হটাৎ চক্ষু পেয়ে যেমন, হরষিত অন্ধে॥ ২৪৭
শনির আনন্দ যেমন প্রবেশ করে রন্ধ্রে।
চকোরের আনন্দ যেমন, পেয়ে পূর্ণচন্দ্রে॥ ২৪৮
ভ্রমরের আনন্দ যেমন, কমলের গন্ধে।
তোমার আনন্দ তেমনি উপস্থিত দ্বন্দ্বে॥ ২৪৯
শুনে মুনি দুর্ব্বাসায়, নারদ করেন সায়,
মিছে আর কি দেখিব তাদের খেলা।
যেখানে সেখানে রই, দেখ্‌তে পাইনে খেলা বই,
খেলা দেখ্‌তে হয়েছে মোর হেলা॥ ২৫০
জগতের যত ভূত পঞ্চ, খেলিছেন সতরঞ্চ,
নাচেন করিয়া উর্দ্ধ বাহু।
ভোর হয়ে যায় বাজি, ঘরে থাকৃতে গজ বাজী
জিনিতে না পারিলেন কেহু॥ ২৫১

মিথ্যা ফল মিথ্যা হয়, যদি কিছু কর্ম্ম হয়,
তবে এদের যত্ন করা ভাল।
ব্যবসার জন্য তরী, তরী রেখে যদি তরি,
নতুবা তরীতে কিবা ফল ॥ ২৫২
বার বার হইল মাত, জীব-রাজার যাতায়াত,
কখন হলো না খেলা সাঙ্গ।
পঞ্চরং হয়ে কেহু, করিছেন উহু উহু,
বিপক্ষ করিছে নানা ব্যঙ্গ ॥ ২৫৩

সুরট্ট—একতালা।

না দেখি চাল্ বিচার ক'রে,—
ফাঁদে প'ড়ে মনোমন্ত্রী মরে।
কেবল পাপের পিল থাকে রে ভাই!
কাঁদে জীব-রাজা, মাত হয়ে ঘরে ॥
ঘরে থাকে দুটো বাজী, না চলে সে হারায় বাজি,
খেলার দোষে হেরে এসে ভাই!
জীবের শত্রু-দলের ছটা বোড়ে ॥ (ত)

নারদের বাক্য শুনি, আনন্দে দুর্ব্বাসা মুনি,
নিজ-স্থানে করেন গমন।

পাণ্ডবের দুঃখ হরি, হেথায় ফিরিলেন হরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥ ২৫৪
মানি হলো দ্রৌপদী ধনী, ধরায় ধন্যা রমণী,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি,—সঙ্কট গণিল।
বিনয় করি পাঞ্চালীরে, ডে'কে পঞ্চ সহোদরে,
রাজ্য দিয়া সমাদরে, বিদায় করিল ॥ ২৫৫
ভারত অমৃত-বাণী, চিন্তামণির ভার্য্যা বাণী,
চিন্তা করি ব্যাস মুনি, প্রকাশেন ভারতে।
এ রস-পানে যেই ধায়, সে কি সুধায় সুধায়,
এ পথে কেবল সু ধায়, কু ধায় না এ পথে ॥ ২৫৬

সুরট্—খং।

যাতে জীবের জন্মে জয়, যাতে মুক্ত জন্মেজয়,
জন্মে জ্ঞানোদয়, জন্ম-মৃত্যু-ভয় যায় দূরে।
দ্রৌপদী-গুণ যেই নরে, শুনে কর্ণকুহরে,
তার সব বিবন্ধ হরে, আনন্দে বিহরে।
শুন রে জীব! যাবে চিন্তে, যাবে চিন্তামণি-পুরে ॥
যার ভক্তি এ ভারতে, সেই ধন্য এ ভারতে,
তার ভার কি পার হ'তে ভূভার-হারী ভার হরে ॥(থং)

দুর্ব্বাসার পারণ।

—০—

গ্রন্থকারের আত্মচিন্তা।

ভারতের বনপর্ব্ব, শ্রবণে কলুষ সর্ব্ব,—
হয় খর্ব্ব—বেদব্যাস-বাণী।
থাকে ভারতে যাহার প্রীতি, ভারতে তাহার প্রতি,
অনুকূল হ'য়ে শ্রীপতি, দেন পদ-তরণি ॥ ১

যে রূপেতে অনুকূল, হ'য়ে রক্ষে পাণ্ডুকুল,
করেছেন যদুকুলপতি।
তাহার বর্ণন-কথা, ভারতে ভারতে গাঁথা,
শ্রবণ করিতে সেই কথা, শ্রবণ রাখো পাতি ॥ ২

ভারতে যার নাই মন, ভারতে তার মিছে গমন,
তারে শমন দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে।
জ্ঞানশূন্য নর-কে, যেতে হয় নরকে,
না ভেবে পরাৎপরকে, তার কে বিপদ খণ্ডে ॥ ৩

তাই বলি ওরে মন! ভাবো রে শমন-দমন,
গমন করিয়ে এ ভারতে।
মিছে আসা এ সংসার, ভাবো নিত্য সারাৎসার,
যদি রাখ্‌বি ভবের পসার, সার ভাবো ভারতে ॥ ৪

সুরট-মল্লার—ঢিমে-তেতালা।

ভব-সঙ্কটেতে তরি কেমনে !
ভেবেছ রে মন ! কি মনে মনে !
গেল কুপথে ভ্রমণে দিন, না ভেবে রাধারমণে ॥
দুঃখে থাকি জননী-উদরে, ব'লেছিলি দামোদরে,—
সাদরে পূজিব চরণ,—বিজনে,—
আসি সংসার-রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে,
ও রত্ন হারালি রে অযতনে,—
সেই দুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে,
ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আসিবে কর-বন্ধনে ॥
আশা-কুবৃত্তি আছে তোর,
নিবৃত্তি ক'রে তারে,—প্রবৃত্ত হ রে,—হরি-সাধনে,—
ভাবো বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ-ভঞ্জন,
নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে ;—
ভবে সে পদ, হলে সম্পদ,
দাশরথির কি বিপদ, থাকে ভবপার-গমনে ॥ (ক)

——

কুরু-কুলের সমৃদ্ধি।

ভারতে ভারতে রাষ্ট, অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র,
ক্রুরের ইষ্ট, কুরু-কুলের প্রধান।

তাহার অঙ্গজ যত, কুমন্ত্রী সব সভাসত,
কুকর্ম্মেতে সদা রত, অসৎ অজ্ঞান ॥ ৫
ভবে হয় লক্ষ্মীভাগ্য যার, কি রাজার কি প্রজার,
যোটে এসে হাজার হাজার, মজার মজার লোক।
কেও থাকে না বিপক্ষ, পাতিয়ে বসে সম্পর্ক,
অসম্পর্ক থাকে না কোন লোক ॥ ৬
সদা বিরাজ করেন মন্দিরে, শ্বশুর আর সম্বন্ধীরে,
মামাশ্বশুরের মামার মামাতো ভেয়ের ছেলে।
বেহায়ের মকরের জ্যেঠা, থাকেন যার যেখানে যে-টা,
পরিচয় সব দেন যেটা, আত্মীয় ও কুটুম্ব ব'লে ॥ ৭
থাকেন কত শালার শালা, গায়ে উড়ায়ে শাল-দোশালা,
বাটীতে কিন্তু কোন শালার, চতুঃশালা নাস্তি।
করেন তুচ্ছ জ্ঞান ব্রহ্মপদ, হাঁটিতে দেন না মাটিতে পদ,
পেয়ে পরের সম্পদ, চড়েন হয় হস্তী ॥ ৮
যত বেটা খোসামুদে, রাজায় রাখে তোষামুদে,
মন্ত্রীর প্রধান শকুনি মামা যার।
দুষ্টত্ব কুরুবংশে, জন্ম লয়েছে কলি-অংশে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র রাজার ॥ ৯
শকুনি-বুদ্ধে দুর্য্যোধন, পাশা-ক্রীড়ায় রাজ্য ধন,
হরণ করিয়ে যুধিষ্ঠিরের।

বনবাস দেয় দুর্জ্জন, পাঞ্চালী সহিত পঞ্চজন,
নিষেধ করিল কত জন, মানে না বারণ ইষ্টির ॥১০
নিষ্ঠুর পাষাণ-জীবন, দ্বাদশ বৎসর জন্য বন,
পাঠায়ে ভবন মধ্যে থাকে৭
হ'লে জগৎ-সংসার বিপক্ষ, ঘটে না বিপদ তার পক্ষ,
হয়ে জগদীশ্বর সাপক্ষ, সখ্য করেন যাকে ॥ ১১

আলিয়া—যৎ।

ভবে তার কারে ভয়।
যারে সাপক্ষ হইয়ে হরি, দেন পদ অভয় ॥
বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে,
রণে বনে কি জীবনে, রাখেন ভক্তের জীবনে,
কৃপাময় কৃপা-কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয় ॥
তার, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে, শমনে সামান্য গণে,
ভাবে না মূঢ় অজ্ঞানে, দাশরথি কয় খেদে ॥ (থ)

দুর্য্যোধনের রাজসভায় দুর্ব্বাসার আগমন।

দ্বাদশ বৎসর জন্য, বাস করেন অরণ্য,
পাণ্ডবগণ পাঞ্চালী সহিতে।

রক্ষা করেন চিন্তামণি, আইসেন যান কত মুনি,
ধর্ম্মরাজ নৃপমণি, আছেন কাম্যক-বনেতে ॥ ১২
হেথায়, হস্তিনায় রাজসিংহাসনে, দুর্য্যোধন রাজ্য-শাসনে,
পাত্র মিত্র মন্ত্রী সনে, আছেন রাজসভাতে।
বেষ্টিত আছেন সভাজন, শকুনি বেটা অভাজন,
সম্মুখেতে কত জন, দাণ্ডায়ে যোড়-হাতে ॥ ১৩
হরিয়ে পাণ্ডবের মান, নিজে মান্য অপ্রমাণ,
উঠেছে মান বিমান পর্য্যন্ত।
সুরপতি অপেক্ষা সভা, সভার কি হয়েছে শোভা!
মণি-মাণিক্যের আভা হয়েছে চূড়ান্ত ॥ ১৪
রাজসভায় আসি নিত্য, নৃত্যকীরে করে নৃত্য,
গান করে যত গুণিগণে।
আছেন এইরূপে দুর্য্যোধন, হেথা দুর্ব্বাসা তপোধন,
একাদশীর করিতে পারণ, ইচ্ছা করি মনে ॥ ১৫
আসিছেন—ভাসিছেন রঙ্গে, ষাটি হাজার শিষ্য সঙ্গে,
হরিগুণানুগুণ-প্রসঙ্গে, সমর্পিয়ে মন।
ভাবি হৃদে রূপ চিন্তামণির, মুনির নয়নে নীর,
দুর্য্যোধন নৃপমণির, সভায় গমন ॥ ১৬

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জয়তি জগদীশ জগবন্ধু বন্ধু সংসারে।
কলুষ-গর্ব্বখর্ব্বকারী, কুরু করুণা কংসারে॥
যদি হে গতিবিহীন-জনে,—তার তারে তুস্তারে।
তবে ত্বং মাহাত্ম্য-গুণ-বিস্তার হে মুরারে॥
ছুজন কুজন-সঙ্গে, ভ্রমণ সদা-কুপ্রসঙ্গে,
মগ্ন সংসার-তরঙ্গে, আসি ফিরে বারে বারে,—
ক্রিয়াহীন কুমতি দীন দাশরথি দাসেরে,—
দেহি ত্বং চরণে স্থান, শমন-শাসন-সংহারে॥ (গ)

সত্য নিত্য পরাৎপরে, নাহি পর যাঁর উপরে,
সঁপি মন তাঁর চরণ-পরে, দুর্ব্বাসা তপোধন।
বলেন, জয়োহস্তু নৃপমণি! সভায় দাঁড়াল্লেন মুনি,
মুনিরে প্রণাম অমনি, করে দুর্য্যোধন॥ ১৭
যত্নে তখন পাদ্য-অর্ঘ্য, দিয়ে আসন যথাযোগ্য,
বলে, আমার সফল ভাগ্য, তব আগমনে।
ভক্তের পুরেতে আসা, ভক্তের পূরাতে আশা
কি আশাতে আসা ক'রে মনে॥ ১৮

ভাষে ভক্তিভাবে নৃপমণি, দেখিয়ে সন্তুষ্ট মুনি,
বলেন শুন নৃপমণি! আসার কারণ।
কল্য একাদশীর উপবাস,—ক'রে অদ্য তব বাস,
এলাম ক'রে অভিলাষ, করিতে পারণ॥ ১৯
সৌভাগ্য মানিয়ে রাজন; নানাবিধ আয়োজন,
মুনিরে করাতে ভোজন, অন্ন ব্যঞ্জন আদি।
নানা পিষ্টক পায়সান্ন, ঘৃত-পক্ক মিষ্টান্ন,
মণ্ডা মুণ্ডী ক্ষীর দুগ্ধ দধি॥ ২০

* * *

কুরুগৃহে দুর্ব্বাসার ভোজন।

তখন গললগ্নীকৃত-বাসে, দাণ্ডায়ে মুনির পাশে,
বলে, দাসে করি কৃপাবলোকন।
প্রস্তুত হয়েছে সমুদয়, গা তুলিতে আজ্ঞা হয়,
নাই বিলম্ব করার প্রয়োজন॥ ২১
অমনি, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে, মুনি বসিলেন আহারে,
'দে রে দে রে নে রে খারে'—শব্দ।
ভোজন করিছেন সুখে, বাক্য নাই কারো মুখে,
একেবারেতে সকলে নিস্তব্ধ॥ ২২

হ'য়ে আহারে তৃপ্ত মুনিবর, বলেন, মহারাজ ! মাগো বর,
শুনি অমনি নৃপবর, ভাবিছেন মনে মনে।
এমন সময় শকুনি আসি, কহিছেন হাসি হাসি,
লহ বর দ্বিজবর-চরণে ॥ ২৩

খাম্বাজ—পোস্তা।

মুনিবর দেন যদি বর, নরবর ! কি ভাবো মনে।
থাকে কি বাদ বিসম্বাদ, তোমার এমন মামা বর্ত্তমানে ॥
এই মামার বুদ্ধি-বলে, খেলায় ধন রাজ্য নিলে,
দেখ কলে কৌশলে, সংহার করি পাণ্ডবগণে ॥ (ঘ)

দুর্য্যোধনকে দুর্ব্বাসার বর-প্রদান।

শকুনি বলে,—নরবর ! বর যদি দেন দ্বিজবর,
লহ বর মুনিবর-চরণে।
আগত একাদশীর পারণ, পাণ্ডবগণ যথা রন,
করেন যেন কাম্যক-কাননে ॥ ২৪
এর যুক্তি একটী আছে রাজন্ ! দ্রৌপদীর হইলে ভোজন,
তদন্তর গিয়ে ভোজন, ইচ্ছা করেন মুনি।
দিতে পারিবে না কোন অংশে, মুনিগণের কোপাংশে,
সবংশে সব ভস্ম হবে অমনি ॥ ২৫

শুনে দুর্য্যোধন বল,—মামা! বুদ্ধিমান তোমার সমা,
নাই মামা! এ তিন সংসারে।
ব'লে অমনি দুর্য্যোধন, যথা দুর্ব্বাসা তপোধন,
গিয়ে প্রণাম করে যুগ্ম করে॥ ২৬
বলে,—ওহে মুনিবর! দাসে যদি দিবে বর,
অন্য বর নাহি প্রয়োজন।
এই বাঞ্ছা মমান্তরে, দ্রৌপদীর ভোজনান্তরে,
আগত দ্বাদশীতে ঋষি! করিবে পারণ॥ ২৭
অমনি, শুনি বাণী নৃপমণির, মুনির নয়নে বহে নীর,
বলেন, মহারাজ! এ বাণীর কি দিব উত্তর।
এ কেমন বর চাহিলে তুমি, এ বর তোমারে আমি,—
দিতে হে ধরণীস্বামী! হই সকাতর॥ ২৮

জঙ্গলা—একতালা।

হে নরবর! এ বর,—চাহিলে কেমনে।
পারি প্রাণ সঁপিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে,
নারি এ বর দিতে,—
এ সব কুমন্ত্রণা, তোমায় দিলে কোন্ জনে॥
তারা হয় জগৎপূজ্য, ঐশ্বর্য্য রাজ্য,—
ত্যজ্য করে যখন গিয়াছে বনে।

ধর্ম্ম আর কত সয়, এত দুরাশয়, করিলে আশয়,—
যে যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আছে পাণ্ডবগণে ॥ (৬)

শুনে বলে দুর্য্যোধন, দাও বর তপোধন !
শত্রু করিতে নিধন, যে কৌশলে পারি।
দাসে করি কৃপাদান, ঐ বর কর প্রদান,
ক'রেছি আমি সুসন্ধান, শত্রু বিনাশেরি ॥ ২৯
শুনি মৌনভাবে থাকি মুনি, বলেন ওহে নৃপমণি !
অবশ্য করিব আমি, বাঞ্ছা তোমার যা মনে।
স্বীকার হইলাম রাজন ! দ্রৌপদীর হইলে ভোজন,
শিষ্য সহ করিতে ভোজন, যাব কাম্যক-বনে ॥ ৩০
সন্তোষিয়ে রাজার মন, দুর্ব্বাসা করিলেন গমন,
ভাবি হৃদে রাধারমণ, বারি-ধারা চক্ষে।
ক্রমে দিন তিথি গত, একাদশীর দিনাগত,
উপবাসে করিয়ে গত, পারণ-উপলক্ষে ॥ ৩১
হেথায় ধর্ম্মরাজন, অতিথি করা'য়ে ভোজন,
তদন্তরে করিয়ে ভোজন, পঞ্চ সহোদর।
বলেন,—অনশন থাক কোন জন,
এসো অদ্য করিবে ভোজন,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন বৃকোদর ॥ ৩২

দেখে অনশন নাহি আর, দ্রৌপদীরে করিতে আহার,
অনুমতি দিল পঞ্চ জন।
শ্রবণ কর তদন্তর, দ্রৌপদীর ভোজনান্তর,
উপস্থিত দুর্ব্বাসা তপোধন॥ ৩৩

* * *

দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবগৃহে দুর্ব্বাসার গমন।

সঙ্গে শিষ্য ষাটি হাজার, জয়োঽস্তু ধর্ম্মরাজার,—
ব'লে মুনি দাণ্ডায়ে সম্মুখে।
দেখে—আসুন বলে আসন দিয়ে, ভক্তি-ভাবে পদ বন্দিয়ে,
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মুনিকে॥ ৩৪
আগমন কি কারণ, মুনি কন করিব পারণ,—
আছি কল্য ক'রে একাদশী।
তবাশ্রমে করিব ভোজন, শুনিয়ে ধর্ম্মরাজন,
অমনি যান নয়ন-জলে ভাসি॥ ৩৫
মুনি-বাক্যে হৃদয়ে বেদন, পেয়ে রাজার শুকালো বদন,
বলে, কোথা হে মধুসূদন! দাসে অদ্য রক্ষ!
একবার আসি দাও হে দেখা,রাখ পাণ্ডবে পাণ্ডবের সখা!
কাতর কিঙ্করে—কমলাক্ষ! ৩৬

ভৈরবী—একতালা।

আজি রাখ মান, কোথা ভগবান!
একবার হের আসি পদ্মচক্ষে।
তুমি হে মাধব! ওহে ভবধব!
দেহ দিন—দীন-বান্ধব!
তোমার এ দীন—বান্ধব, জানে ত্রৈলোক্যে॥
পাণ্ডবের চির পদ ও সম্পদ,
বেদে কয়—ও-পদ আপদের আপদ,
বিপদার্ণব জ্ঞান হয় গোষ্পদ,
ও পদ-তরণী দিলে তার পক্ষে॥
আজি ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে মুনি চায় অন্ন,
এ সময় এ দীন দৈন্য অন্ন-শূন্য,
হয় পাণ্ডবকুল শূন্য, হলে ব্রহ্মমন্যু,
ব্রহ্মণ্যদেব! যদি কর হে রক্ষে॥ (চ)

—

হেথায় কুরুরাজন,—পাত্র মিত্র বন্ধুজন,
বহু জন লয়ে, সভায় বসি।
নানালাপ, শাস্ত্র-প্রসঙ্গ, কেউ করিছে রস-রঙ্গ,
এমন সময়ে শকুনি হাসি হাসি॥ ৩৭

বলে,মহারাজ! কিছু হয়েছে স্মরণ? দুর্ব্বাসা করিতে পারণ

গিয়েছেন আজ পাণ্ডবের কাছে।

বল্‌বো কি মাথা মুণ্ড ছাই, এতক্ষণ বেটারা হ'য়ে ছাই,

ভস্ম হ'য়ে কোন্ দিকে উড়ে গেছে॥ ৩৮

হবে না তুষ্ট শুনে মিষ্ট ভাষা, নামটি তার দুর্ব্বাসা,

তার কাছেতে ভাষাভাষি নাই।

রেখে ঠিক ক'রে যমের বাটীতে বাসা,

যেতে হয় তার সঙ্গে কইতে ভাষা,

তফাত হলে একটী ভাষা,এক ভাষাতে ছাই॥ ৩৯

যদি শুন্‌তে পাই এই কথাটা,ছাই হয়ে গেছে ভাই ক-টা,

মুনির পা-টা পূজা করি গিয়ে।

যুড়ায় এখন সব দেশটা, সভার মাঝে বল্‌লে দোষটা,

লাগে শেষটা আপনা-আপনি গায়ে॥ ৪০

করেছেন কি কুঘটন প্রজাপতি, এক যুবতীর পাঁচটা পতি,

তারা আবার ভুপতি—হতে চায় কোন্ লাজে।

দেখ দেখি কি পৌরষ, ওদের জন্মটা কার ঔরস,

অপৌরষ সভাজনের মাঝে॥ ৪১

এই কথা শকুনি ভাষে, দুর্য্যোধন আনন্দ-সাগরে ভাসে,

হেথায় যুধিষ্ঠির নয়ন-জলে ভাসে,কাম্যক-কাননে।

বৃকোদর মুখেতে শুনি, বিপদ-বাক্য যাজ্ঞসেনী,
কাঁদিয়ে ডাকে অমনি, ব্রহ্ম-সনাতনে ॥ ৪২

দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণ-স্তব।

আলিয়া—একতালা।

একবার দেখা দাও হে ভগবান!
যখন দুষ্ট দুঃশাসন, মম কেশাকর্ষণ,
করেছিল সভায় হরিতে বসন, হৃদয়-পদ্মাসন—
মধ্যে দরশন, দিয়ে রেখেছিলে মান ॥
ও শ্রীপদ-প্রান্তে এ দাসী একান্ত,
নিতান্ত এ মন সঁপেছে শ্রীকান্ত!
ভ্রান্তিমোচন! মম কান্তের ঘুচাও ভ্রান্ত,
করিয়ে কৃপা বিধান ॥
ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব ঐশ্বর্য্য,
বনবাসী হ'লাম ত্যজ্য করে রাজ্য,
ভরসা কেবল, ঐ যুগলপদ-বীর্য্য,
তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ ॥ (ছ)

হেথা অন্তরে জানিলেন কৃষ্ণ, অনন্ত-গুণ-বিশিষ্ট,
পুরাতে পাণ্ডবের ইষ্ট, ভবের ইষ্ট যিনি।

যাঁর বেদে হয় না সন্ধান, ভাবনা-হারী ভবের প্রধান,
পাণ্ডবে দেন সুসন্ধান, ক’য়ে দৈববাণী ॥ ৪৩
তখন, দৈববাক্য ক’রে শ্রবণ, সকল মানিয়ে জীবন,
মুনিগণে,—ধর্ম্মরাজন কন যুগ্মকরে।
নিবেদন শুন মুনি! অস্ত হন দিনমণি,
সত্বরে আসুন্ আপনি, সায়ংসন্ধ্যা ক’রে ॥ ৪৪
ও-চরণাশ্রিত এ দীন জন, দ্রব্যাদি সব আয়োজন,
ক’রেছে হে ক’রে ভোজন, তৃপ্তি কর দাসেরে।
যুধিষ্ঠির-বাক্য মুনি, শ্রবণ করে অমনি,
শিষ্যগণে লয়ে তখনি, গেলেন নদীতীরে ॥ ৪৫
ভার্য্যা যার আপনি বাণী, দিয়ে উপদেশ-বাণী,
চিন্তিত দেখে কহিছেন বাণী, রুক্মিণী হেসে হেসে।
আচম্বিতে কেন এমনি, চিন্তাযুক্ত চিন্তামণি!
ব’সে ব’সে রমণীগণ-পাশে ॥ ৪৬
প্রকাশিয়ে বল শুনি, ডেকেছে বুঝি যাজ্ঞসেনী?
বাহিরে গিয়ে কারে এখনি, কি কথাটি বল্‌লে!
নৈলে কেন এমন ভাব, স্বভাবে ঘুচে অভাব,
এ সব ভাব বৈরিভাব, সেই ভাবেতেই চল্‌লে ॥ ৪৭
শয়নে কি আচারে, থাক যদি কোন বিহারে,
অমনি উঠ শি’হরে, দ্রৌপদীকে মনে হলে।

শুনে হরি কন,—রুক্মিণি!
আমায়, ঐ ছয় জনে রেখেছে কিনি,
আমার ভক্তাধীন নাম চিন্তামণি, ব্যক্ত ভূমণ্ডলে॥ ৪৮

জঙ্গলা—একতালা।

ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে।
ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তা কি জাননা!
ভক্ত দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি মস্তক-উপরে॥
হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত,
ভক্তগণে স্থান দি গোলোক' উপরে,—
ভক্তে দিতে পারি,—প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি,
দেখ, ভক্ত-পদ রাখি হৃদয়ে ধ'রে॥
দেখ, নামটি মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত,
রই অনন্তরূপে জীবের অন্তরে,—
আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্যকশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম, নরসিংহ-রূপ ধ'রে॥ (জ)

কাম্যক-কাননে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

এই কথা ব'লে শ্রীহরি, দ্বারকা-ধাম পরিহরি,
কাম্যক বনে শ্রীহরি, চলিলেন তখন।

হেথায় দ্রুপদ-কন্যে, ক্ষীণে মলিনে দীনে দৈন্যে,
আসিছেন হরি সেই জন্যে, করে আশাপথ নিরীক্ষণ ॥ ৪৯
বিলম্ব দে'খে দ্রৌপদী, ভাবে চরণ দৃষ্ঠ মুদি,
বিধির হৃদির ধনেরে।
স্তব করে গোলোকবাসীরে, বলে, দেখা দাও দাসীরে,
মরে আজি বনবাসীরে, না হে'রে তোমারে ॥ ৫০
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু! দিন দাও দীনবন্ধু!
দেখ্‌ব, কেমন পাণ্ডবের বন্ধু, বলে হে সংসারে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম, তুমি হে পরমব্রহ্ম,
তোমার কর্ম্ম ব্যাপ্ত চরাচরে ॥ ৫১
তুমি অনল তুমি জল, তুমি স্বর্গ মহীতল,
তুমি স্থূল তুমি নির্ম্মল, বায়ু বরুণ ধর্ম্ম।
তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র, প্রজাপতি শিব ইন্দ্র,
যক্ষ রক্ষ তুমি নরেন্দ্র, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ॥ ৫২
যাজ্ঞসেনী যুগ্মপাণি, করে স্তব চক্রপাণি,
এমন সময় আসি আপনি, কহেন দ্রৌপদীরে।
নয়ন মুদে কারে ভাব, কি তোমার আছে অভাব,
কেন আজ দেখি স্বভাব,—পরিবর্ত্ত তোমারে ॥ ৫৩
এই কথা ব'লে পীতবসন, দ্রৌপদীর হৃৎপদ্মাসন,—
মধ্যে গিয়ে দরশন, দেন সুদর্শনধারী।

বেদে নাই যার অন্বেষণ, অনন্ত রূপ অনন্তাসন,
যায় তুষিয়ে পরিতোষণ, করেন ত্রিপুরারি॥ ৫৪
ভাবে দেবেন্দ্র হুতাশন, যাঁর কমলা নারী কমলাসন,
কৌস্তুভ যাঁর শিরোভূষণ, শমন-শাসন-কারী।
দরশনে নাই নিদর্শন, বাক্য যার সুধা বরিষণ,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন, করেন যেই হরি॥ ৫৫
কুশাসন করি আসন, যুগে যুগে অনশন,
থাকি পায় না অন্বেষণ, যার যোগী মুনি।
যাঁর কটিতে শোভা পীতবসন, সে রূপ হৃদয়ে দরশন,—
ক'রে নয়নে ধারা বরিষণ, দ্রৌপদী অমনি॥ ৫৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিশ্বরূপ-রূপ হেরিয়ে অন্তরে।
যায় অন্তরের দুঃখ অন্তরে।
ভ্রান্ত ঘুচাও মন! বলি শোন্ তোরে॥
ও পদ ক'রে ঐকান্তে, ভাবিলে কমলাকান্তে,
জয়ী হবি অন্তে সে কৃতান্তেরে॥
যদি করি বিভবের দুঃখ খর্ব্ব, রে!
পরিহর ধন জনে, কুমন্ত্রী দুজন কুজনে,
নির্জ্জনে বিপদ-ভঞ্জনে, ডাক দিনান্তরে॥ (ঝ)

রূপ ক'রে নিরীক্ষণ, মনকে ভক্তি-বলে বলে।
শোক তাপ নিবারি, অমনি বারি, আঁখি-যুগলে গলে ॥৫৭
কিছু পরিশ্রম স্বীকার, ক'রে নির্ব্বিকার,
যদি ভাব, মন! মনে মনে।
ঐ পদ ক'রে দৃষ্ট, যাবে দুরদৃষ্ট,
শঙ্কা রবে না শমনে মনে ॥ ৫৮
কেন পাও ভয়, হবে অভয়,ঐ অভয়পদ ভাবো সার-সার।
রিপুরে নাশি, অনায়াসেই, হবি ভব পারাপার ॥ ৫৯
বটে দুর্ম্মতি, ও পদে মতি,রাখে না থাকে না যার যার।
তারা কি পারে, যেতে পারে, পারের ভাবনা তার তার ॥
আসিয়ে ভবে, কেন মর ভেবে,
দুঃখ পেয়ে পদে পদে।
তবু হ'লো না কো জ্ঞান, শুন রে অজ্ঞান!
কত শিখাই পদে পদে ॥ ৬১
সংসার-বিকারে, আছ অন্ধকারে,
বাড়ায়ে রিপুর প্রবল বল। ৬২
কেন রও বিহ্বলে, সদা যাও ভুলে,
না দেখ রে কমল-আঁখি,—আঁখি!
একবার দেখ নয়ন-তারা! তারানাথের নয়ন-তারা,
তারা যুদে থাকি থাকি ॥ ৬৩

প্রাণ ত্যজে হবি শব, ধন জন সব,
কোথা রবে এ সব,—শব।—
আর রাখ্‌বে না বন্ধুবর্গে, তখন সেই দুর্গে,
রাখিবেন দুর্গাধব-ধব॥ ৬৪

জঙ্গলা—একতালা।

তাই বলি মন! মিছে বারবার ভ্রমণ, করিছ ভব-সংসারে।
সদা বিষয়-মদে মত্ত, মন রে! কুতত্ত্বে প্রবর্ত্ত,
এ তত্ত্বে আর তত্ত্ব, নাই প্রশংসা রে॥
পান কর সেই নাম-সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা,
ভাব্‌তে কি তোর বাধা, সে কংসারে,—
দিবাকর-সুত, বাঁধিবে দিয়ে সুত, করের তরে করে,—
কি কর দিয়ে তার করে, কর্‌বি মীমাংসা রে॥
ওরে, অমাত্য বন্ধুবর্গ, ত্যজে এ সংসর্গ,
এরাই উপসর্গ, কেবল সংসারে,—
একবার হয়ে বিজন, ওরে দাশরথি! ওপদ কর ভজন,
সে জন-ভবনে যাও, ছজন-কুজন ধ্বংস ক'রে॥ (ঐ)

তখন দ্রৌপদী-হৃৎপদ্মাসনে, ব্রহ্মরূপ দরশনে,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মণ্যদেবেরে।

স্তব করে যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞেশ্বর তুষ্ট শুনি,
কহিছেন দ্রুপদ-কন্যারে ॥ ৬৫
যে জন্যে কর উপাসনা, পূর্ণ হবে সে বাসনা,
তব গুণের ঘোষণা, রবে হে সংসারে।
আছি অদ্য অনাহার, যা হয় কিছু করাও আহার,
চল শীঘ্র রন্ধনাগার, কন দ্রৌপদিরে ॥ ৬৬
শুনি পাঞ্চালীর নয়ন-বারি, বলে ওহে বিপদ-বারি!
তুমি কেন আবার বিপদ-বারি মধ্যেতে ডুবাও হে।
সকলি তো জান তুমি, দাসীর অন্তর্যামী,
কি আছে কি দিব আমি, জেনে কেন চাও হে ॥ ৬৭
শুনে কন ভবের স্বামী, জানি তাই চাহিলাম আমি,
প্রতারণা কেন তুমি, কর আজ আমায় হে!
কি আছে মোর অগোচর, জানি তত্ত্ব চরাচর,
জেনে শুনে সুগোচর, করিলাম তোমায় হে ॥ ৬৮
বিলম্বে নাই প্রয়োজন, আছে মম প্রয়োজন,
যাব সত্বর ক'রে ভোজন, ফিরে দ্বারকায় হে।
মধুসূদনের বচন শুনি, রোদন করে যাজ্ঞসেনী,
বলে, কেন আর কপট বাণী, কও জলদকায় হে! ৬৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান-ঠেকা।

দাসীরে আর কেন প্রতারণ।
লজ্জা-নিবারণ! আমার কর আজ লজ্জা-নিবারণ॥
কি কব দুঃখের ভাষা, যে বাদ সেধেছেন দুর্ব্বাসা,
এ বিপদার্ণবে ভরসা, কেবল ঐ যুগল চরণ॥ (ট)

হেথায় এসেছেন চিন্তামণি, শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
একত্রে আসি অমনি, পঞ্চ সহোদর।
গললগ্নী-কৃতবাসে, প্রণাম করি পীতবাসে,
বলে, দয়া করি দীনের বাসে, যদি এসেছ দামোদর॥
দুঃখার্ণবে উদ্ধার, কর ভবকর্ণধার!
পাণ্ডবের মূলাধার, তুমি এ সংসারে।
আজ ব্রহ্মশাপে পরিত্রাণ, কর হে কৃপা-নিদান!
চরণ-প্রসাদ দান, ক'রে পাণ্ডবেরে॥ ৭১
শু'নে হরি কন কেন ভয়, সকলে হও অভয়,
মিছে ভয়,—নির্ভয় হ'য়ে থাক।
কি ভয় তাহার জন্যে, ব'লে হরি কন, দ্রুপদ-কন্যে!
পাকস্থলী সত্বরে গে দেখ॥ ৭২

* * *

শ্রীকৃষ্ণের শাকের কণা-ভোজন।

কহিলেন চিন্তামণি, যাজ্ঞসেনী গিয়ে অমনি,
পাকস্থলী আনি তখনি, নিরীক্ষণ করে।
দেখে কিছুমাত্র তাতে নাই,
ছিল একটী শাকের কণা তুলিয়ে তাই,
কাঁদিতে কাঁদিতে দিল অমনি জগৎকান্তের করে ॥ ৭৩
সুধা-জ্ঞানে গোলোক-শশী,
তাই করেন আহার ব'লে তৃপ্তোঽস্মি,
জগৎ-তৃপ্ত হইল অমনি।
হরির মহিমা যে, কে জানিবে মহী-মাঝে,
সদা ভেবে হৃদয়-মাঝে, কিছু জানেন শূলপাণি ॥ ৭৪

আলিয়া—একতালা।

রাখিতে ভক্তের মান, ভক্তাধীন ভগবান্।
পাণ্ডবের কি ভাগ্য হেরি, ভক্তি-ডোরে বাঁধা হরি,
করেন জগৎতৃপ্ত, যে ধন মহাযোগী যোগে হন অপ্রাপ্ত,
করেন শাকের কণা গ্রহণ, সুধার সমান ॥
অভক্ত অমৃত দিলে, দৃষ্টি পাত তায় হয় না ভুলে,
ব্যক্ত আছে ভবে, ভবের জীব সবে,
দৃঢ় জ্ঞানে ভাবে, দিলে ভক্তিভাবে,
বিষ করেন পান ॥ (ঠ)

নদী-কূলে সশিষ্য দুর্ব্বসার আহার-পরিতৃপ্তি,—আশ্রমে প্রস্থান।

হেথা দুর্ব্বাসা মুনি নদীর কূলে, শিষ্যগণ লয়ে সকলে,
সন্ধ্যা আহ্নিক সন্ধ্যাকালে, করিয়ে সম্পূর্ণ।
কিন্তু শক্তি নাই উঠিবার, উদ্গার উঠে বার বার,
উদরীর মত উদর, হয়েছে পরিপূর্ণ॥ ৭৫

জেনে অন্তর্যামী দামোদর, কন সত্বরে গে বৃকোদর,
মুনিগণে সমাদর, করে আনো ভবনে।
হরির আজ্ঞা ধরি শিরে, গিয়ে নদী-তীরে—তপস্বীরে,
বৃকোদর সব ঋষিরে অমিয় বচনে॥ ৭৬

বলেন, আজ্ঞা করিলেন নৃপমণি,
আহার করতে চলুন মুনি।
শুনি অমনি সকল মুনি, কন—আহারে কাজ নাই।
কি বল হে তর্কবাগীশ। ন্যায়রত্ন ন্যায়বাগীশ।
তর্করত্ন বিদ্যাবাগীশ। কি বল হে ভাই। ৭৭

কোথায় আছ হে তর্কালঙ্কার! বাক্য নাই যে মুখে কার
আহার করিতে কার কার, ইচ্ছা আছে—বলে।
শুনে, সকলেই বলে কেউ না খাব,
খেয়ে কি আপনাকে খাব।
এর উপরে খেলেই খাবি খাব, প'ড়ে নদীর কূলে॥ ৭৮

একে ফেটে যাচ্ছে পেটের মাস, আমি ত আর ছয় মাস,
ভোজন থাকুক—জল দিব না মুখে।
　　কেউ বলে, গেলাম গেলাম আহা রে!
　　কাজ নাই আর আহারে,
শমন-সমান প্রহারে, মরিতেছি অসুখে॥ ৭৯
কেহ প'ড়ে মৃত্তিকায়, ঠিক যেন মৃত কায়,
সুধালে কথা কয় না কা'য়, শ্বাস মাত্র আছে।
　　কেউ কেঁদে কয়,—দারুণ বিধি,
　　অকস্মাৎ কি দিলে ব্যাধি,
কে করে ব্যাধি নির্ব্ব্যাধি, বৈদ্য নাইক কাছে॥ ৮০
　　ভোজনে আর নাই আশ্বাস,
　　আমাদের সকলের হয়েছে ঊর্দ্ধশ্বাস,
শিরোমণি মামা! তোমার গো কেমন?
তখন, দুর্ব্বাসা মুনি সমাদরে, কহেন বীর বৃকোদরে,
আহার করিব কোন্ উদরে, স্থান নাই এমন॥ ৮১
চল্‌লাম আমরা আশ্রমে, কায নাই আর পরিশ্রমে,
নিজাশ্রমে গমন করুন আপনি।
সুখে থাকুন ধর্ম্মরাজন, আমরা আর করিব না ভোজন,
ব'ল্লে মুনি সর্ব্বজন, চলিলেন অমনি॥ ৮২

করি মুনি-চরণে দণ্ডবৎ, গমন জিনি ঐরাবত,
ভীম গে কহিলেন তাবৎ, জগৎপতি-পাশে।
শুনি তুষ্ট চিন্তামণি যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
স্তব ক'রে কন অমনি, পীতবাসে বাসে॥ ৮৩

ললিত—একতালা।

দীনে দিয়ে দিন, দীননাথ! করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজ গুণে এ নির্গুণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত॥
মহিমা যে মহী-মাঝে, আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত,
ভক্তে রাখ্‌তে হে বিশ্বরূপ! ধর রূপ কি অনন্ত॥
শুনহে ভব-বৈভব! ত্যজিয়া সব বৈভব,
করেছি বৈভব, তব চরণ একান্ত;—
কুমতি দাশরথি, বিষয়-বিষ-পানে ভ্রান্ত;—
নাই তার উপায়, রেখ ও পায়,
যদি কৃপায় হয় কালান্ত॥ (ড)

শ্রীশ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানন্তর কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন।

নারদের হরিনাম-গান।

কৃষ্ণপ্রিয়ে রাধিকার, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-অধিকার.
শতবর্ষ হৈল সমাপন।
প্রেমে মত্ত হয়ে মর্ত্তে, যুগল-মিলন-তত্ত্বে,
তত্ত্বজ্ঞানী নারদের আগমন ॥ ১
করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরিমন্ত্র-বিনে,
নাহি মন অন্য আলাপনে।
করেন মুখে উচ্চারণ, চল রে চল চরণ !
শ্রীনাথ-চরণ-দরশনে ॥ ২
না হেরে সেই অচ্যুত, করোনা পদ !—পদচ্যুত,
চল পদ ! বিপদ ঘুচাই রে।
প্রাপ্তে হরি-উচ্চপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্ম-পদ,
শ্যাম-পদ সম্পদ কর ভাই রে ॥ ৩
কর রে ! কি কর ভাই, কর না মনে,—কর চাই,
কর কৃষ্ণ-করমালা করে।

নতুবা হবে দুষ্কর, কি ধন ল'য়ে দিবা কর,
দিবাকর-সুত ধর্‌লে করে ॥ ৪
হেদে রে অধম মুখ! হরি কি তোরে বৈমুখ,
অধোমুখ কর্‌লি তুই আমারে।
দিনান্তে নাম লওনা মুখে. দুর্ম্মুখ কাল সম্মুখে,
কোন্ মুখে মুখ দেখাবি তারে ॥ ৫
কর্ণ! কথায় কর্ণ দিও, কর্ণ-নাশকের প্রিয়,
শুন তস্য নামানুকীর্ত্তন।
রসনা! রস না বুঝে, রসহীন দ্রব্যে মজে,
রস না ঘটালি কি কারণ ॥ ৬
ওরে মন! তোর মন্ত্রণা বা কি,
সে দিনের আর ক'দিন বাকি,
সকলি বাকী—পুণ্যের নাই পুণ্যে।
যে পদ ভাবিল বলি, সদাই তোরে ভাব্‌তে বলি,
যাবে ভাবনা,—ভাব না কি জন্যে ॥ ৭
আমি করিনে মন্দ চেষ্টা, তোরি দোষে মন্দ শেষটা
হলো রে মন! দেখ্‌ছি অনায়াসে।
যেমন কুপুত্র-দোষে সমস্ত, পূর্ব্ব-পুরুষ নরকস্থ,
জলধি-বন্ধন যেমন রাবণের দোষে ॥ ৮

বলি বল্‌তে হরি বার বার,
তুই দেখিস্ রে তিথি বার,
দিন দেখিয়ে শুভ দিনে দীন-নাথকে কি ডাক্‌বে ?
যখন ভব-যাত্রায় কর্‌বে গমন, ডাকিবে দুরন্ত শমন,
সে কি তোমায় দিন দেখ্‌তে রাখ্‌বে ॥ ৯
হবে না রে দিন করা, হয়তো হবে ত্রিপুষ্করা,
বাস্তু বৃক্ষ আদি সঙ্গে লবে।
তোরে বল্‌ছি দিনে তিন সন্ধ্যা,
গেলো রে দিন—এলো সন্ধ্যা,
দিন থাক্‌তে যা কর তাই হবে ॥ ১০
এ তোর ভাল ভরসা, ঘুচায়ে সমস্ত বরষা,
শুকালে নদী,—তরী আরোহণ কর্‌বে।
যখন অধিকার কর্‌বে কফে,
অধিকার কি থাকিবে জপে ?
কণ্টকে কণ্টক যখন ধর্ব্বে ॥ ১১

আলিয়া—একতালা।

গেল রে দিন গেল একান্ত।
কি কর রে মন ! মানস ভ্রান্ত।
বন্দি রূপ-নীলকমল, হৃদ্‌কমলে ভাব সে কমলাকান্ত ॥

মুদিলে নয়ন সব নৈরেকার,
কেহ নয় আমার, আমি নৈরে কার,
কর সেবা কার, ঘরে কেবা কার, হয় রে জায়া সুত ;—
না শুন শ্রবণ! সুজন-ভারতী,
ভব-নিস্তারণ ;—তোমার ভারতী,
কেন চিন্ত না রে দাশরথি—
স্বীয় শিয়রে অসুর-ভাবে কৃতান্ত॥ (ক)

——

নারদ মুনির বৃন্দাবনে গমন।

জপিয়া রাধারমণ, নারদের শুভগমন,
মগ্ন হ'য়ে সদা সেই নামে।
মনোযোগে একান্ত যোগে, ভুবন ভ্রমণ-যোগে,
উপনীত দৈব-যোগে, শ্রীগোবিন্দের বৃন্দাবন-ধামে॥ ১২
দেখেন শ্রীনাথ-ভিন্ন, শ্রীবৃন্দাবন ছিন্ন ভিন্ন,
প্রাণ-মাত্র জ্ঞান-বিভিন্ন, শোকে জীর্ণ সকলে।
বিরহে নাহি নিষ্কৃতি, কিবা পুরুষ কি প্রকৃতি,
সবে হ'য়েছেন শবাকৃতি, কৃষ্ণশূন্য গোকুলে॥ ১৩
দিন যেন কুহু রজনী, নাই কোকিলের কুহু ধ্বনি,
কি কুহকে চিন্তামণি, ফেলে গেছেন আ মরি!

শারী কেঁদে কয়, ওহে শুক! শূন্য ব্রজে শ্যাম-সুখ,—
নৈলে সুখত নাই হে শুক! মরি হে মরি গুমরি ॥ ১৪
কৃষ্ণ-বিরহ-বিপক্ষ,—জ্বালায় দগ্ধ পশু পক্ষ,
কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণপক্ষ, মম আঁধার নয়নে।
ভাসে ব্রজ নয়ন-জলে, প্রাণ জ্বলে মন জ্বলে,
জলজ কুসুম জলে জ্বলে, জলদাঙ্গ-বিহনে ॥ ১৫
তাপেতে তনু শুকায়, সুরভী না তৃণ খায়!
সংশয় প্রাণ রাখায়, রাখালাদি সকলি।
সবে হয়েছে বল-হীন, জল মধ্যে কাঁদে মীন,
হরি শোকে কাঁদে হরিণ, বন-মধ্যে ব্যাকুলী ॥ ১৬
মুনি গিয়া নন্দ-দ্বারে, দেখেন রাণী যশোদারে,
শতধারা নয়ন-দ্বারে, নয়ন অন্ধ রোদনে।
স্বপ্নবৎ মুখে বুলি, কে রে আমার গোপাল! এলি,
কোলে আয় রে বনমালি! মা ব'লে চাঁদবদনে ॥ ১৭

কৃষ্ণ-শূন্য গোকুল কি প্রকার হইয়াছে?—যেমন,—

বিষয়-শূন্য নরবর, বারি-শূন্য সরোবর,
বস্ত্র-শূন্য বেশ।
দেবী-শূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণ-শূন্য পাণ্ডব,
গঙ্গা-শূন্য দেশ ॥ ১৮

জল-শূন্য ঘট, শিব-শূন্য মঠ,
ব্যয়-শূন্য কাণ্ড।
নাড়ী-শূন্য দেহ, নারী-শূন্য গৃহ,
কর্পূর-শূন্য ভাণ্ড॥ ১৯
শিকল-শূন্য তালা, ভজন-শূন্য মালা,
দৃষ্টি-শূন্য নয়ন।
ভূমি-শূন্য রাজার রাজ্য, বিদ্যা-শূন্য ভট্টাচার্য্য,
নিদ্রা-শূন্য শয়ন॥ ২০
পুত্র-শূন্য কুল, মধু-শূন্য ফুল,
মধু-মালতী বকুল।
নিরখিলা মুনি, বিনে চিন্তামণি,
তাই হ'য়েছে গোকুল॥ ২১
হায়! কি করেছেন কৃষ্ণ, দুরদৃষ্ট করি দৃষ্ট,
যায় মুনি গোপীগণ যথা।
দেখেন গোপীকে সকলি, সখার শোকে শোকাকুলী,
ব্যাকুলিতা রাধে স্বর্ণলতা॥ ২২
স্খলিত বসন বেশ, গলিত চিকুর কেশ,
হৃষীকেশ-বিহনে তনু জরা।
পতিতা ধরণী-পৃষ্ঠে, পতিত-পাবন কৃষ্ণে,
হারিয়ে রাধা-শক্তি শক্তি-হারা॥ ২৩

কেঁদে বলে চন্দ্রাবলী, ওলো ললিতে! তোরে বলি,
অনল আন গো খেয়ে মরি।
বিধি ল'য়েছেন যে ধন হরি, পাব কি আর হরি হরি!
জন্মের মত সে হরি শ্রীহরি॥ ২৪
ললিতে বলে বিশাখা গো! মরি বিষ দে!—বি-সখা গো,—
ত্যজে প্রাণ, বিরহ-বিষে বাঁচি।
কার লেগে আর সকাতর, আর পাবিনে সখা তোর,
সুখের অন্ত অন্তরে জেনেছি॥ ২৫
সম্মুখে নারদ মুনি হেরিয়া ব্রজ-রমণী,
অমনি অধীরা ধরাতলে।
আগমন মুনি কিমর্থে, অধিনী পাপিনী তত্ত্বে,
চিন্তামণি তোমায় কি পাঠালে॥ ২৬
নিদারুণ সে শ্যামবর্ণ, করিছেন সদা বিবর্ণ,
বর্ণনা করিব দুঃখ কত।
প্রাণ আমাদের কৃষ্ণ-গত, কৃষ্ণ-বিনে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
কৃষ্ণ তো হলোনা অনুগত॥ ২৭

খট্-ভৈরবী—একতালা।

কেন হে মুনি! এখন তুমি—
এই গোকুলে পাপ-রাজ্যে।

প'ড়ে গোকুলে সকলে অন্তকাল-রূপ,
বিনে কালোরূপ, রাধে হেন কমলিনী ধরায় শয্যে ॥
ত্যজে কমলিনী-হৃদয়-বাসর,
শতেক বৎসর গেছেন ব্রজেশ্বর,
বলি দুঃখ হেন পাইনে অবসর,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-শর হৃদয়ে বাজ্‌ছে।
জলধর বিনে জলে জ্বলে কায়,
সে যাতনা মুনি! কব আমরা কা'য়,
ব'ধে গোপীকায়, রৈল নীলকায়,
পেয়ে দ্বারকায়,—নূতন ভার্য্যে ॥ (খ)

ব্যাকুলা ব্রজ-রমণী, নিরখি নারদ মুনি,
অমনি করেন অঙ্গীকার।
'কালি আনিয়ে দিব ব্রজে, ব্রজনাথকে পদব্রজে,—
দিয়ে এ দুর্গতির সমাচার ॥ ২৮
স্বীকার করি বচন, চিন্তাযুক্ত তপোধন,
চিন্তামণি আনিব কিরূপে।
উৎকণ্ঠিত-হ'য়ে মনে, পুনঃ যান দিক্‌-ভ্রমণে,
হৃদয়ে ভাবিয়ে বিশ্বরূপে ॥ ২৯

পরে শুন আশ্চর্য্য সুত্র, জনেক ব্রাহ্মণ-পুত্র,
সুদরিদ্র গুণ-জ্ঞান-হত।
জঠোর কঠোর দায়, সমুদায় তার দায়,
লজ্জা মন ক্রিয়া ধর্ম্ম যত ॥ ৩০

* * *

কৈলাসে মহাদেবের নিকট জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের
দারিদ্র্য মোচন জন্য প্রার্থনা।

যায় সেই দ্বিজ দীন, দৈবযোগে এক দিন,
শৈব-নাথ শিবের কৈলাসে।
শির সমর্পিয়া রঙ্গে, প্রণমি পদ-সরোজে,
যাচ্ঞা করেন কৃত্তিবাসে ॥ ৩১
ওহে প্রভু ত্রিলোচন! সংসারে শুনি বচন,
দারিদ্র্য-মোচন না কি তুমি।
দুখে মোর তনুচ্ছেদন, বিনে অন্ন আচ্ছাদন,
রোদন-সাগরে ভাসি আমি ॥ ৩২
সংসারে শুনি হে ভব! কুবের ভাণ্ডারী তব,
জীবে ধন প্রাপ্ত হয় তব গুণে।
আমি বড় অনর্থযোগী, কিঞ্চিৎ হও মনোযোগী,
মহাযোগি! মম দুঃখ শুনে ॥ ৩৩

দেখি দ্বিজের যোড় পাণি, হেসে কন শূলপাণি,
হাসালে আমায় তুমি দুঃখে।
তব দারিদ্র্য ধিক্ ধিক্, আমায় জেনো ততোধিক;
আমিও ঐ ভিক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষে॥ ৩৪
অন্ন-বিনা শুকায় চর্ম্ম; বস্ত্র-বিনে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম,
স্থান-বিনে শ্মশানে প'ড়ে থাকি।
ভস্ম-কপাল!—অশ্ব নাই, বল কি বলদে যাই!
তৈল বিনে গায় ভস্ম মাখি॥ ৩৫
এম্‌নি দুঃখ নিরবধি, ভিক্ষা করি সন্ধ্যাবধি,
তারা উঠিলে তারা দেন রেঁধে।
কি গুণের ভার্য্যা চণ্ডী, রেঁধে বলেন এই খাও পিণ্ডি,
মনের দুঃখেতে মরি কেঁদে॥ ৩৬
দেখ্‌ছ—হরকে পুরুষটি গোটা,
কফো ধাতু তেঁই উদর মোটা,
দুঃখে সুখে সদানন্দে থাকি।
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল,
ভেবে দেখ্‌ছি ভেবে কি ফল,
ধুতূরা খাই আর মথুরানাথকে ডাকি॥ ৩৭
গরে অচল দেখিয়ে, অচল-নন্দিনী-প্রিয়ে,
আত্মা-পুরুষ শুকায় তার রবে।

থাকিত যদি বৈভব, তবে কি ভাবিতেন ভব,
ভবানীর কি বাণী সইতাম তবে ॥ ৩৮
থাকিলে ঘরে সম্পত্ত, সিদ্ধ হয় সার পথ্য,
দরিদ্র ক'রেছেন গোলোক-স্বামী।
সাধের ভার্য্যা গিরিবালা, তার গর্ভে দুটি বালা,
রাং-বালা দিতে পারিনে আমি ॥ ৩৯
গণেশের গর্ভধারিণী, কথায় কথায় ইনি,
বুকে চড়েন দুঃখে বুক ফাটে।
আর এক ভার্য্যা সুরধুনী শিরে চ'ড়ে করেন ধ্বনি,
বিষয় থাকলে এমন বিপদ কি ঘটে ॥ ৪০
পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ছিলাম যুতে,
খেয়েছে আমায় বার ভূতে,
ভূতে সুখ করেছে বহির্ভূত।
সিদ্ধেশ্বরী ঘরে বনিতা, তাঁর পেটের ছেলে সিদ্ধি-দাতা;
সিদ্ধিরস্তু তার পেটেতে হত ॥ ৪১
পাঁচ জনে খায় একলা মাগি,
দশ হাতে খায় ভোক্‌লা মাগী,
কিবে আমার সুখের ঘরকন্না!
পত্নকে দিব কি স্বয়ংসিদ্ধ, হবে কি তোমার কার্য্য সিদ্ধ,—
দিয়ে ফল-হীন বৃক্ষ-কাছে ধন্না ॥ ৪২

যদি কিছু চাওহে শর্ম্মা! আছেন এক জন কৃত-কর্ম্মা,
জগদিষ্ট কৃষ্ণ আমার গুরু।
যে যায় তাঁর সন্নিধানে, অদৈন্য করেন দানে,
দ্বারকায় হ'য়েছেন কল্পতরু॥ ৪৩
দ্বজ বলে,হে শূলপাণি! তোমায় জান্‌লাম—তাকেও জানি,
'সে বাড়ী যাও'—বলার কি গুণ আছে।
হ'বে না বল্‌লে—রবে না জ্বালা,
কাজ কি ও সব ওজর-টালা,
ভিক্ষুকেরে দুঃখ দেওয়া মিছে॥ ৪৪
জন্মে ভুলি নে ঠকেছি, সেখানে একবার গিয়ে দেখেছি,
তোমার ইষ্ট কৃষ্ণ যেমন দাতা।
তাঁর পুরীমধ্যে যাবে কেটা, দ্বারে যেন যম চারি বেটা,
'কাঁহা যাও রে নিকল' এই কথা॥ ৪৫
তাঁর সোণার মন্দির—হীরের খুঁটী,
ভিক্ষুক গেলে পায় না মুটি,
উপুড় হস্ত করা নাই তাঁর মত।
অনেকগুলি ক'রেছেন প্রিয়ে, ষোড় শত আট বিয়ে,
আট প্রহর ঐ রসেতে মত্ত॥ ৪৬
আপনার কার্য্য-সিদ্ধি, কতকগুলি বংশবৃদ্ধি,—
ব'সে ব'সে ক'রেছেন কেবল প্রভু।

কখন নাই ক্রিয়া-কাণ্ড, তাঁর তুল্য ঘোর পাষণ্ড,

সংসারে দেখি নে আমি কভু ॥ ৪৭

বিনে কখন বনিয়াদি ব্যক্তি, শরীরে হয় কি দান-শক্তি ?

নূতন বিষয়ে অহঙ্কার মাত্র।

রাখালে রাজত্ব পেলে, মানীর মান কি সেখানে গেলে ?

হতমান হইতে যাওয়া তত্র ॥ ৪৮

জানি তাঁর পূর্ব্ব সূত্র, অগ্রে বসুদেবের পুত্র,—

নন্দেরে বাপ বলেন কংস-ভয়।

গোকুলে চরাত গরু, তিনি হবেন কল্পতরু !

তা হইলে পর, বেদ মিথ্যা হয় ॥ ৪৯

দ্বিজ কহিতেছে নানা, কৃষ্ণের দোষ-বর্ণনা,

সেই পথে নারদ দৈবে যান।

শুনিলেন দ্বিজের রব, কৃষ্ণের নাশে গৌরব,

অন্তরে জন্মিল অভিমান ॥ ৫০

দরিদ্র ব্রাহ্মণের মুখে কৃষ্ণ-নিন্দা শুনিয়া, নারদ
ক্রুদ্ধ—ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা।

আলিয়া—একতালা।

কে মোর বাদ সাধে আনন্দে।

কহে কুবচন মম গোবিন্দে ॥

কে করে সংসারে এই রে পাতকী,—
পাতক-তারণ হরির নিন্দে।
দীনবন্ধু সদা দীন-প্রীতিকর,
দিনকর-সুত-ত্রাস-নাশ-কর,
সুধাকর-শিরধর,—সে শঙ্কর কিঙ্কর,
যে হরির পদারবিন্দে॥ (গ)

অতি ত্রস্ত, নিকটস্থ, ব্রহ্মার নন্দন।
প্রেমানন্দে, সদানন্দে, করেন বন্দন॥ ৫১
যথোচিত, কোপান্বিত, ব্রাহ্মণে কন রুখে।
একি দুঃখ, ওরে মূর্খ! কৃষ্ণ-নিন্দা মুখে॥ ৫২
চমৎকার, কুলাঙ্গার, জন্ম ব্রহ্ম-কু'লে।
জপের মালা, জঠরজ্বালা-দায়ে দিয়ে'ছিস ফেলে॥ ৫৩
ক অক্ষর, জবাক্ষর, বিদ্যার দফায় বন্ধ্যা।
গায়ত্রী মন্ত্র উড়িয়ে দিয়েছিস্, পুড়িয়ে খেয়েছিস্ সন্ধ্যা॥
হত-কর্ম্মে হয় কাল,—পরকাল মান না।
নরাধম! শিয়রে যম, তা বুঝি জাননা॥ ৫৫
তোর নাই বস্তু, সিদ্ধিরস্তু, হত দ্বিজবংশে।
আমার ইষ্ট, কি ধন কৃষ্ণ, জান্‌বি কি গুণাংশে॥ ৫৬

ক্রিয়া-কর্ম্ম-হীন জন্ম, বল্‌লি তুই তাঁরে।
কোন্ যজ্ঞ, তাঁর যোগ্য, আছে ত্রিসংসারে॥ ৫৭
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি, সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
সর্ব্ব-যজ্ঞ পূর্ণ—হরির চরণ-কমলে॥ ৫৮
নাই তাঁর সামান্য দান, ভিক্ষুকের পক্ষে।
মুক্তি-ভিক্ষে দেন, যার ভক্তি-ঝুলি কক্ষে॥ ৫৯

ব্রাহ্মণের মূর্খতা কেমন,—

দেবের দুর্লভ দুগ্ধ—ছুঁয়ে যেমন গন্ধ।
যবনে স্পর্শিলে শিব, পূজা যেমন বন্ধ॥ ৬০
নানা উপকরণে যেমন, মদিরার ছিটে।
পক্ষিরাজ ঘোড়ার যেমন, পক্ষাঘাত পিঠে॥ ৬১
পরম পণ্ডিতের যেমন, চোর অপবাদ রটে।
মিশ্‌কালি কালীর পাঁঠা, যেমন একটু খুঁটে॥ ৬২
দাতার ব্যাখ্যা যায় যেমন, রূঢ় বাক্য জন্য।
ব্যাকরণ অদৃষ্টে, যেমন পুস্তক অমান্য॥ ৬৩
ভৃষ্ট দ্রব্যে এক ফোঁটা জল পড়িলে যেমন যায়।
দিব্যাঙ্গ রমণীর যেমন, বোট্‌কা গন্ধ গায়॥ ৬৪
কন্দর্প পুরুষের যেমন অন্ধ দুটি চক্ষু।
ধিক্ ধিক্ ততোধিক ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খ॥ ৬৫

করেন বিধিমতে, বিধিপুত্র, দ্বিজেরে ভৎ´সনা।
করেন পরে, সমাদরে, শিবের অর্চ্চনা ॥ ৬৬
বীণা-যন্ত্রে, শিব-মন্ত্রে, তুলিয়া সুতান।
করেন বসন্ত-রাগে, হর-গুণ গান ॥ ৬৭

বসন্ত—কাওয়ালী।

কাতরে উদ্ধার হে উমাকান্ত!
গেল দিন ত নিকট কৃতান্ত ॥
হর পাপ কৈলাস-বিহারি পাপহারি! ফণিহারি!
নৈলে আমি এ জনম হারি,
কে আর লইবে ভার, কে আর করিবে পার,—
অপার সংসার-সাগর-ঘোর হর,
তুমি যদি কর দুঃখের অন্ত ॥
তৎপদে বিহীন ভক্তি রতি,
কাতর অতি দাশরথি,
দেহ-রথে আমার অজ্ঞান-সারথি,
মন-অশ্ব বাঁধা তাতে, অসার সারথি-মতে,
না চলে ভক্তি-পথে, মজালে সুতে,
করে কুপথ-গমনেতে কালান্ত ॥ (ঘ)

প্রণমিয়া গঙ্গা-ধরে, হরিগুণ ল'য়ে অধরে,
প্রস্থান করেন দেব-ঋষি।
কৃষ্ণ-নিন্দে অভিমান, দুঃখে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কন কৃষ্ণ-বিদ্যমানে আসি ॥ ৬৮
ওহে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু! শ্রীনাথ অনাথ-বন্ধু!
দৈবে গেলাম শিবের কৈলাসে।
একি বিধির সৃজন, দরিদ্র দ্বিজ এক জন,
তব নিন্দে করে ভব-পাশে ॥ ৬৯
বলে,—কৃষ্ণ বড় ক্রিয়া-হীন, দান-হীন দয়া-হীন,
কর্ম্ম তাঁর সকলি অসার।
গুরু-নিন্দা শুনে কর্ণ, জ্বলে হে জলদ-বর্ণ!
মস্তক ছেদন যোগ্য তার ॥ ৭০
কি করিব দ্বিজ-পুত্র, গলে আছে যজ্ঞ-সূত্র,
বধিতে অযোগ্য তার প্রাণ।
গুরু-নিন্দা হয় যত্র, ক্ষণেক না রবে তত্র,
তখনি ত্যজিবে সেই স্থান ॥ ৭১
কি করিব গুণ-ধাম, শিবের কৈলাস-ধাম,
ত্যজ্য মত নয় শাস্ত্র বটে।
দ্বিজ বধি কি ত্যজি হরে,এ কুল রাখ্‌তে ও কুল হরে,
পড়েছিলাম উভয় সঙ্কটে ॥ ৭২

আমার সে উভয়-সঙ্কট-জ্বালা কেমন,—যেমন—

গুরু-পুরোহিতে দ্বন্দ্ব, কেবা ভাল কেবা মন্দ,
উভয়েতে সমান সম্বন্ধ।
বাত-শ্লেষ্মায় ক্রূরা নারী, রাজ-বৈদ্য হয় আনাড়ি,
চিকিৎসা করিতে ঘোর ধন্দ ॥ ৭৩
বাতিকে ব্যবস্থা চিনি ডাব, তাতে হৈল প্রাদুর্ভাব,
কণ্ঠ রোধ করে গিয়া কফে।
কফের দমন কর্‌তে গেলে,শুঁঠ পিপুল মরিচ খেলে,
বাতিক বৃদ্ধি হ'য়ে উঠে ক্ষেপে ॥ ৭৪
পর-পুরুষে নারীর গর্ভ, রাখিলে গর্ভ জেতে খর্ব্ব,
না রাখিলে জীবন নষ্ট ঘটে।
পড়িলে জীব অগাধ জলে, মরিতে হয়—ধরিতে গেলে,
না ধরিলে পাপ,— উভয় সঙ্কট বটে ॥ ৭৫

নারদ বলিতেছেন,—অতএব কৃষ্ণ! এক নিবেদন করি,—

তুমি যে পুরুষ পূর্ণ, অবনীতে অবতীর্ণ,
যোগী ভিন্ন কে জানে ইহার সূত্র।
ওহে বসুদেবের কুমার! কেহ নাম ঘোষে তোমার,
ঘোষে কেহ নন্দ ঘোষের পুত্র ॥ ৭৬

মানব-দেহ ধারণ, করেছ ভবতারণ!
মানবের নীতি রীতি ধর।
দীন দৈন্যে সকাতরে কর হে দান অকাতরে,
যথাযোগ্য যাগ যজ্ঞ কর ॥ ৭৭
ওহে কৃষ্ণ কংসারি! হ'য়েছ তুমি সংসারী,
করা উচিত ক্রিয়া বিধিমত।
দৈব-কর্ম্ম নাই ঘরে, দোষে হে লোক তোমারে,
বলে, দৈবকীনন্দন ক্রিয়া-হত ॥ ৭৮
শুনিয়ে মুনির উক্তি, অমনি করিয়া যুক্তি,
চিন্তামণি কন মুনির স্থানে।
স্থির করিলাম কল্প, করিব না গৌণকল্প,
হব কল্পতরু-যোগ্য দানে ॥ ৭৯
রাহুতে গ্রাসিবে আসি, পূর্ণিমাতে পূর্ণশশী,
পুণ্যকাল নিকটে সম্প্রতি।
কুরুক্ষেত্র-সন্নিকটে, প্রভাস নদীর তটে,
প্রভাতে নিশ্চয় মোর গতি ॥ ৮০
শাস্ত্রীয় মানি বিধান, সস্ত্রীক হইয়ে দান,—
কর্ম্মেতে কর্ম্মের ফলাধিক্য।
করিব সেই ধর্ম্মাচার, শীঘ্র তুমি সমাচার,
রুক্মিণীরে দেহ এই বাক্য ॥ ৮১

পাতাল পৃথিবী স্বর্গ, এ তিন ভুবনবর্গ,
শীঘ্র তুমি দেহ নিমন্ত্রণ।
যত্নে ক'বে জগজ্জনে, কুরুক্ষেত্র-আগমনে,
শুভ কর্ম্ম করেন সম্পূর্ণ॥ ৮২
মুনিরে বলি এইরূপ, তস্য পর বিশ্বরূপ,
দ্বারকায় বঞ্চিলেন রাত্রে।
যদুবংশ সমিভ্যার, সঙ্গে রত্ন ভার ভার,
প্রভাতে গমন কুরুক্ষেত্রে॥ ৮৩
কর্ম্মকর্ত্তা চিন্তামণি, মন্ত্রণার শিরোমণি,
উদ্ধব মাধব সঙ্গে যান।
বাসুদেবের গমনে, বসুদেব উল্লাস মনে,
অক্রূরাদি করেন প্রস্থান॥ ৮৪
সত্যভামা জাম্ববতী, সাধ্যা সতী গুণবতী,
রুক্মিণী ভীষ্মকরাজ-পুত্রী।
মুনি-মুখে শুনে অমনি, ষোড়শত অষ্ট রমণী,
কুরুক্ষেত্রে হন অধিষ্ঠাত্রী॥ ৮৫
তদন্তে মুনি নারদ, অচ্যুতের অনুরোধ,—
জন্য সাজিলেন নিমন্ত্রণে।
প্রথমেতে, প্রথমত, গমনে হইল মত,
মহেশের কৈলাস-ভবনে॥ ৮৬

পরম বৈষ্ণব নারদ শক্তিগুণ গান করিয়া, কৈলাস গমন করিতেছেন ;
এক্ষণকার কোন কোন ভণ্ড বৈরাগী তা মানে না।
কোন কোন ভণ্ড বৈরাগীর কথা শুনুন।

গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া কত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া,
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।
বলে, গৌর ব'লে ডাক্ রসনা! গৌর-মন্ত্রে উপাসনা,
নিতাই ব'লে, নৃত্য ক'রে ধূলায় গড়াগড়ি॥ ৮৭
গৌর ব'লে আনন্দে যেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে,
বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।
বিল্বপত্র জবার ফুল, দেখ্‌তে নারে —চক্ষের শূল,
কালী-নাম শুনিলে কাণে দেয় হস্ত॥ ৮৮
দোয়াতের কালিকে সেহাই বলা,
কালীতলার পথে না চলা,
হাট করে না কালীগঞ্জের হাটে।
হাঁড়ির কালিকে বলে ভুষা, ভেড়েরা কি কালমুষা,
কাল-ভঞ্জিনী কালী মায়ের সঙ্গে, বাদ ক'রে কাল কাটে॥
দক্ষ-সুতা মোক্ষদা মা, সংসার-জননী শ্যামা,
শঙ্কর শরণাগত যে শ্যামা-পদ-তলে।
কত ক্ষুদির বেটা রামশর্ম্মা, শ্যামা মায়ের নাম লন্ না,
শাক্ত বামুনের ভাত খান্ না, বলি দিয়েছে ব'লে॥ ৯০

এ দিকে কেউ ডোম কোটালকে ক'রে শিষ্য,
তাদের প্রতি নাই উষ্ম,
শূওর বলিতে নাই দূষ্য,
আনন্দে ভোজন হয় ব'সে তাদের বাড়ী।
শাক্ত বামুনকে দয়া হয় না,
পাঁটা উহাদের পেটে সয় না,
ঐ বিষয়টায় মন্দাগ্নি ভারি ॥ ৯১
কিবা ভক্তি—কিবা তপস্বী, জপের মালা সেবা-দাসী,
ভজন-কুঠরী আইরি-কাঠের বেড়া।
কেউ কেউ, গোঁসাঞিকে পাঁচ সিকে দিয়ে,
ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে,
জাত্যংশে কুলীন বড় নেড়া ॥ ৯২
ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি নিতাই দাস,
শাস্ত্র অনেকের অগোচর নাই কিছু।
এক এক জন বিদ্যাবন্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত,
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥ ৯৩
না হবে যদি এত বিদ্যা, কালী তারা মহাবিদ্যা,—
সঙ্গে সদা থাকে দ্বেষ করি।
যারা ভিন্ন ভাবে তারা, থাকিতে তারা—অন্ধ তা'রা,
তারা বিমুখ হইলে বিমুখ হরি ॥ ৯৪

নারদ প্রভৃতি এরূপ বৈষ্ণব নহেন,—

দিতে সংবাদ শঙ্করে, মুনি ক'রে বীণা করে,
করকে কন্,—আজি যজ্ঞালয়ে ভাই রে।
তারা-গুণ তুই বাজা রে, মুক্তকেশীর বাজারে,
মুক্তি-অভিলাষে আমি যাই রে ॥ ৯৫

গাও তারা-গুণ সেতারা! যে গোবিন্দ সে তারা,
কেবল বুঝিবার ধন্দ সব রে।
তবে তুই রহিলি কি ধূমে, শ্রীমাতঙ্গী কিবা ধূমে,
বদনে কর না সদা রব রে ॥ ৯৬

ভেবে সে অসিতবরণে, অভয়-পদে বর নে,
যমকে জয়ী হ'য়ে কেন থাক না।
আছ কি ধন ল'য়ে পাসরি, যুগল বাহু পসারি,
জননী জগদম্বা বলে ডাক না ॥ ৯৭

সদা থাক মন!—সুনীতে, ভবানী-গুণ শুনিতে,
শ্রবণে বাসনা সদা কর্ না।
ভবে বাঞ্ছা থাকে তরিতে, তারিণী-পদ-তরীতে,
আরোহণ করিয়া মন তর্ না ॥ ৯৮

নৈলে তরা বড় দায়, বর মাগ সে বরদায়,
শুনি মুনির বীণে মনের উল্লাসে।

অতি ভক্তি-প্রকারে, তারিণী-গুণ তকারে,
বর্ণনা করিয়া যান কৈলাসে ॥ ৯৯

সুরট—কাওয়ালী।

(মা !) তারিণি তাপহারিণি।
তার তারা ! প্রদানে পদতরণী।
তপন-তনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু,
ত্রাস নাশ, তারা ! ত্রিবিধ পাপ-বারিণি ॥
তপাদি লোক-মন-তৃপ্তি-কারিণী, তুমি তপ্ত-হেম-বরণী,
তন্ত্রে তদন্ত-বিহীন,—
জানে কে তত্ত্ব তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী ॥
ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিলোচনি ! তৃণাতীত তৃণ, তপ-বিহীন,
তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-দূর-কারিণী ॥ (৬)

মহাদেবের কুরুক্ষেত্র-যাত্রা।

যন্ত্র বাজাইয়া মুনি, ভব-যন্ত্রণা-হারিণী,—
গুণ গানে পুলকিত-গাত্র।
ভবের ভবনে গিয়ে, পদোপান্তে প্রণমিয়ে,
পরম যতনে দেন পত্র ॥ ১০০

পেয়ে যজ্ঞ-নিমন্ত্রণ, আপনারে মানি ধন্য,
আনন্দে নাচেন শূলপাণি।
হ'য়ে অতি চঞ্চল, বলেন শীঘ্র চল চল,
কোথা গেলে হে অচল-নন্দিনি! ১০১
ডাকো ষড়ানন হেরম্বে, নিমন্ত্রণ সর্ব্বারম্ভে,—
প্রভুর সঙ্গে আমার বড় হৃদ্য।
সেই খানে হবে ভোজন, রন্ধনের প্রয়োজন,—
এখানে নাই আবশ্যক অদ্য॥ ১০২
কোথা গেলি রে বীরভদ্র! শীঘ্র করি যাও ভদ্র,
রৌদ্র বড় শিশু ল'য়ে চলা।
এস আমরা শুভঙ্করি! উষা-যাত্রায় যাত্রা করি,
প্রভাত হ'লে শনিবারের বারবেলা॥ ১০৩
মনে কিঞ্চিৎ সন্ধ র'য়েছে, বৃষটা কিছু কৃশ হ'য়েছে,
পূর্ব্বে যেমন চলিত, সে ভাব নাই।
স্নানাদি করিয়া পথে, যেমত হউক কোন মতে,
আহারের পূর্ব্বে যাওয়া চাই॥ ১০৪
শুনিয়ে শিবের বাণী, উষ্ম করি কন ভবানী,
কারে ডাক্‌চ আপনি যাও তথা।
এসেছিলে এ সংসার, উদর করেছ সার,
তোমার কি আর আছে লোক-লৌকতা॥ ১০৫

লোকে বলিবে ধন্যা ধন্যা যত যাবে কুল-কন্যা,
অগ্রে তারা ক'রে বেশ ভূষা।
বস্ত্র-আভরণ-ভিন্ন, কুৎসিত অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন,
হ'য়ে যাব ছারকপালের দশা ॥ ১০৬
তোমা হৈতে কে নয় বা সুখী,
পাতাল হতে আসিবে বাসুকী,
সুসজ্জা করিয়া ভার্য্যা-সঙ্গে।
ইন্দ্র আসিবে ঐরাবতে, সাজিয়ে ভার্য্যা নানা মতে,
মণিময় ভূষণ দিয়ে অঙ্গে ॥ ১০৭
হংসোপরে ব্রহ্মাণী, সজ্জায় আসিবে সম্মানী,
বিধিমতে সাজায়ে দিবেন বিধি।
বলদে বসে যাব তথা, হংস মধ্যে বক যথা,
বলি তোমার লজ্জা থাকে যদি ॥ ১০৮
ভূষিত সঙ্গা নিঃশঙ্ক, হাতে নাই তুটি বাই শঙ্খ,
কেমন ক'রে লোকের কাছে দাঁড়াই।
পতি বড় ভাগ্যবন্ত, এক বস্ত্র শত গ্রন্থ,
দিয়ে পরেছি বছর দুই আড়াই ॥ ১০৯
আধার সদা বল সদানন্দ! গৌরি! তোমার পয় মন্দ,
জ্বলে অঙ্গ,—বলি জলে গিয়ে ডুবি।

কপালেতে আগুন জ্বেলে, আপনি হয়েছ পোড়াকপালে,
তা কেন দেখ না মনে ভাবি॥ ১১০
চাই রাগে পাষাণ ভাঙ্গতে শিরে,
প্রতিবাদী হয় প্রতিবাসীরে,
ধরে তারা তবে করিব কি!
বলে, ভাং খায় ধুতূরা খায়, ওর কথা তোর গায় মাথায়,
কাজ কি বাছা! হেমন্তের ঝি॥ ১১১
জানি হে জানি শূলপাণি।
তোমার গুণ কেবল আমিই জানি,
আর কে জানে ত্রিভুবন-মধ্যে।
যাকে ল'য়ে যে ঘর করে, তার পরিচয় তার করে,
প্রকাশ ক'রে দিতে পারি বিদ্যে॥ ১১২
আবার সদাই আমাকে দেও আশা,
পুরুষের হয় দশ দশা,
চিরদিন সমান থাকিবে নাকি।
কৈওনা ও সব ভুও কথা, রসহীনের রসিকতা,
কৌষিকী ও সুখে হয় না সুখী॥ ১১৩
অনায়াসে কও অনাসৃষ্টি,
সৃষ্টির যখন ছিল না সৃষ্টি,
তব ঘরে এই দিক্‌বাসার বাসা।

গেল সত্য ত্রেতা দ্বাপর, হবে সুখ তার পর,
ভাবো একি হে অসম্ভব আশা ॥ ১১৪
আহা মরি কি দুর্দ্দশা ! প্রবীণ দশার কি রবে দশা
আবার কি আমার কালে সুখ হবে ?
হলো নব্য বয়সে লভ্য ভারি, ত্রিকাল ঘুচিয়ে ত্রিপুরারি,
পাকিয়ে দাড়ি ঝাঁকিয়ে ঘর দিবে ॥ ১১৫

ভৈরবী—যৎ।

কোন্ কালে আর হ'বে সঙ্গতি, চিরকাল এই গতি,
আর কি মোর কালে সুখ হবে, কাল ঘরে যার পতি হে।
ভেবে অঙ্গ কালি আমার, কালকূট পতির আহার,
কালফণী অঙ্গে হার, ইথে বাঁচে কি সতী হে ॥ (চ)

গৌরী করেন যে সব উক্ত, শঙ্কর সঙ্কট-যুক্ত,
কহেন শুন হে রাজবালা !
প্রিয়বাদিনী হৈলে ভার্য্যে, ঘর কন্যা সৌভার্য্যে,—
করা যায়,—নৈলে বড় জ্বালা ॥ ১১৬
কি দিবে প্রকাশ ক'রে বিদ্যা, তুমিত সেই মহাবিদ্যা,
যত বিদ্যা—সকলি জানেন ইনি।

বলা কওয়ার আছে কি গুণ, তুমিও জান আমার গুণ,
আমিও তোমার গুণ ভাল জানি ॥ ১১৭
শক্তি হে! তোমার বাণী, শক্তিশেল অধিক জানি,
শক্তি হয় না তিষ্ঠি আমি অত্র।
শুন শুন হে মহামায়া! তব প্রতি গেছে মায়া,
বালক ত্রুটির মায়া মাত্র ॥ ১১৮
সংপ্রতি এক নিমন্ত্রণ, ক'রে দিচ্ছে তন্ন তন্ন,
অন্নদা! অন্যায় শিখাও কারে।
সকলেরি কি হয় ধন, যার যেমন আরাধন,—
তা ব'লে কেহ কি আহার ব্যাভার ছাড়ে ॥ ১১৯
বিশেষ গুরুর পত্র, না গেলে তত্র পরমার্থ,—
কিছুমাত্র থাকে না আমার।
কর যাত্রা যাত্রাকালে, দুঃখ আর দিওনা কালে,
করোনা কালি! কাল বিলম্ব আর ॥ ১২০
তোমার বুঝিবার ভ্রম, কোথা আমাদের অসম্ভ্রম,
আমারি গণেশ অগ্র-পূজ্য।
তদন্তে পূজি শঙ্করে, যাগ যজ্ঞ জগতে করে,
মান ল'য়ে কাজ, ধনেতে কি কার্য্য ॥ ১২১
শক্তি! তোমায় কেনা মানে, শক্তিছাড়া কে বাঁচে প্রাণে!
অবিরত রও অভিমানে কিসে।

তবে কিঞ্চিৎ অর্থযোগ, করিতে নারি যোগাযোগ,
অলঙ্কার পাওনা মোর পাশে ॥ ১২২
ব্রহ্মা-পুরন্দর-ভার্য্যে, এসেছেন নানা ঐশ্বর্য্যে,
তুমি কি আমায় দিতে বল তাই ?
পরের দেখে কর শোক, তুমিত বড় হিংসক,
ছি ছি ও সব আবশ্যক নাই ॥ ১২৩
সব অদৃষ্ট কি সমান হয়, কারু হয় হস্তী হয়,
কেউ বা নিরাশ্রয় নিরানন্দে।
বিষয় যেমন যার, বেশ ভূষণ ঘর দ্বার,
তাদৃশ করিবে,—নাই নিন্দে ॥ ১২৪
আদ্য শ্রাদ্ধ করে নরে, কেহ করে দানসাগরে,
কেহ সারে তিলকাঞ্চনে।
থাকে যার অর্থ কড়ি, বিবাহেতে ফুলের ছড়ি,
কেউ সারে বর-বামুনে ॥ ১২৫
কেহ বা চারি প্রহর, করে দান টাকা মোহর,
কেহ কেহ দেয় মুষ্টি-ভিক্ষা।
কেহ খায় জিলাপি খাজা, কেহ খায় চালি-ভাজা,
খেলে হয় পিত্তি-রক্ষা ॥ ১২৬
কেহ বা সঙ্কটে পড়ি, ফাঁড়া কাটে মন্ত্র পড়ি,
কেহ তরে নানা ধন-বিতরণে।

কেহ বা বিপাকে প'ড়ে, সত্যপীরে ভক্তি করে,
ন-কড়ার সিন্নি দিব মানে॥ ১২৭
কেহ বা সৌভাগ্যবতী, কাণবালা সোণার সিঁথি,—
গহনায় সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকে।
কেহ বা প্রাণপণ ক'রে, পিতলের পঁইছে কিনে পরে,
কি করিবে কষ্টে আইত্ব রাখে॥ ১২৮

তখন মহাদেব—পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, অতএব তোমার যদ্যপি অলঙ্কারের খেদ থাকে, তবে আমার যথাশক্তি কিঞ্চিৎ লও,—

খাম্বাজ—যৎ।

লও হে শক্তি যথাশক্তি দিলাম কণ্ঠের হাড়মালা।
তবু যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে দুর্গে! যোগ্য নয় যাব না বলা॥
অনেক দিনের ইষ্ট মনে, যাব ইষ্ট-দরশনে,
ইথে বিঘ্ন ক'রে, বিঘ্নহরের জননি! দিওনা জ্বালা॥
কপালে নাই অশ্ব করী, বল কার উপরে উষ্মা করি,
আমার কি সাধ, শঙ্করি! বৃষবাহন করি চলা।
বিধি কিঞ্চিৎ দিতো হাতে, তবে তোমায় বিধিমতে,
দিয়ে মণিময় আভরণ অঙ্গে, সাজাতাম হে রাজবালা! (ছ)

শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞে নানাদেশবাসীর আগমন।

বিপদভঞ্জিনী-সঙ্গে, বিবাদ ভঞ্জিয়া রঙ্গে,
যজ্ঞে যাত্রা করিলেন হর।
ল'য়ে গোবিন্দের আদেশ, নিমন্ত্রিতে নানা দেশ,
ভ্রমণ করেন মুনিবর॥ ১২৯
করেন জগৎ রাষ্ট্র, কি মগধ কি সৌরাষ্ট্র,
বিরাট পঞ্চালে চলে বার্ত্তা।
যেতে চিন্তামণি-পুরে, মুনি কন মণিপুরে,
অমনি করিল সবে যাত্রা॥ ১৩০
হরি-যজ্ঞ-সমাচার, দেন যথা হরিদ্বার,
হরিষে গমন সবে করে।
নিবিড় অরণ্য-বাসী, কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাশী,
প্রয়াগ-নিবাসী বাস ছাড়ে॥ ১৩১
স্বস্থানেতে দিয়ে ভঙ্গ, চলিল উৎকল বঙ্গ,
গৌড়রাজ্য নবদ্বীপ আদি।
শুনে ধ্বনি সবে উদাসী, সুরধুনী-তীর-বাসী,
সবে যায় পাইব ব'লে নিধি॥ ১৩২
বীরভুঞে সব বামুন জুটে, পরামর্শ করিছে ঘাটে,
বলে, ভাই চলিবার কর ধার্য্য।

বৃন্দাবনের নন্দের ছেলে, ভারি সম্পদ ভারি-কপালে,
দ্বারকায় পেয়েছে সোণার রাজ্য ॥ ১৩৩
সর্ব্বাংশে পুরুষ যোগ্য, কুরুক্ষেত্রে করিবেন যজ্ঞ,
নিমন্ত্রণ গিয়াছে নাগাদ লঙ্কা।
কর্ম্ম শুনিলাম হদ্দ, কাঙ্গালিদের বরাদ্দ,
ফি ফি জন এক এক শত তঙ্কা ॥ ১৩৪
রবে যাচ্ছে রবাহূত, যে যাবে সে পাবে বহুত,
বহু দূর,—যাই কি না যাই ভাবি।
ঘোষালের পো কোথা রামা!
দেখ দেখি কি করেন শ্যামা,
মাণ্‌কে মামা! কি বলিস্ গো যাবি? ১৩৫
কোথা গেলি রে সাতক'ড়ে! শীঘ্র নেরে সাইত ক'রে,
বাঁধা ছাঁদা রেতের মধ্যে চুকো।
বেরোবো রাত্রি হ'লে ভোর,
থোলির ভিতর থালিটে পোর,
নে কয়লা চকমকী আর হুঁকো ॥ ১৩৬
পীঠে বুচ্‌কী হাতে হুঁকো, অমনি হ'লো পশ্চিম মুখো,
বৈদ্যনাথের বনের কাছে গিয়ে।
কারু কারু হয় না মত, বলে,—ভাই! সে অনেক পথ,
বহ্বারম্ভে হয় বা লঘু ক্রিয়ে ॥ ১৩৭

কথা শুনে হচ্ছি ভীতু, পথে কেবল বিকয় ছাতু,
তা হ'লে তো আমাদের চলে না।
না জেনে শুনে পথে চল্‌লি, শুনেছি বড় কুপল্লী,
কোনও গাঁয়ে গুড় মুড়ি মেলেনা॥ ১৩৮
কি দিবে নাই লেখা যোখা, যাওয়া হচ্ছে কপাল ঠোকা,
শয়েক দেড় শ আশা করেছি বড়।
পথ চারি মাস কাল মরিব হেঁটে,
দেবে পাছে পয়সা বেঁটে,
এই খানে তার বিবেচনা কর॥ ১৩৯
আর একটা ভারি ভয়, তিলি তামলীর বাড়ী নয়,
ভদ্র লোকে বিদায় করিবে তথা।
আমি বল্‌লাম তখন দেখো, ভারি মুস্কিল হ'বে ভেকো,
সুধায় যদি সন্ধ্যা গায়ত্রীর কথা॥ ১৪০
একজন জান্‌লেই করিব জয়, কি বলিস্‌ রে ধনঞ্জয়!
সন্ধ্যা গায়ত্রী জানিস্‌ থোড়াথুড়ি?
শাল্‌কে আর শেওড়াফুঁলি,—
তোর বাপতো রাম গাঙ্গুলী,
দক্ষিণদেশে থাক্‌তো গোড়াগুড়ি॥ ১৪১
রামজয় কয়,—একি জ্বালা! গায়ত্রী জানে কোন্‌ শালা,
আমি যেন সবারি মধ্যে চোর।

সবাই মেলে খোঁয়াড়ে ঢুকে,
আমাকে ফেলে কাটগড়া-মুখে,
পয়সা নিয়ে মারিবে বুঝি দৌড় ॥ ১৪২
হেথা করি দেশ তন্ন তন্ন, মুনি দিয়ে নিমন্ত্রণ,
বৃন্দাবনে করেন গমন।
মগ্নমন হরিমন্ত্রে, তুলে তান বীণাযন্ত্রে,
শ্রীগোবিন্দ গুণানুকীর্ত্তন ॥ ১৪৩

মুলতান—কাওয়ালী।

শ্রীকান্ত-শ্রীচরণ ভাব রে মন!
বলি, শুন দিন ত অস্ত, কৃতান্ত আগমন।
এ পসার কেন আর, সব অসার রে কর সার,—
কেবল ভরসার স্থান যে জন ॥
আছ কি ভাবে কি পাবে জ্ঞানহারা!
নিদানে কি ধন দারাসুত দ্বারা,
মুদিলে তারা কে তারা তখন!
না রেখে পার্থ-সারথি-পদে রতি,
ব্যর্থ দিন তো রতি-গত দাশরথি,
দেখ না,—মম শিয়রে শমন ॥ (জ)

নন্দ ও যশোদাকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদের আগমন।

যার ইচ্ছাতে সৃষ্টি লয়, বীণা সেই নাম লয়,
উপনীত নন্দালয় হইয়ে আনন্দ।
দেখেন নন্দনের শোকে নন্দ, নিরবধি নিরানন্দ,
রহিত হ'য়েছে স্পন্দ,যুগল আঁখি অন্ধ ॥ ১৪৪
মুনি কন দিয়ে পত্র, কালোরূপ করুণনেত্র,
কৃষ্ণ তোমার কুরুক্ষেত্র, ওহে নন্দ ভূপতি !
জীর্ণ তনু যাঁর লেগে, গমন করহ বেগে,
প্রাপ্ত হ'বে নিরুদ্বেগে,
প্রাণ-পুত্র শ্রীপতি ॥ ১৪৫
সে স্থানে হ'য়ে বিদায়, বাঁচাইতে বিচ্ছেদ-দায়,
দেন বার্ত্তা যশোদায়, কহেন মুনি যতনে।
যাঁর লাগি অতি কাতর, মা ! তোর মাখন-চোর,
শতবর্ষ অগোচর, আজ পাবি সে রতনে ॥ ১৪৬
তৎসুত ত্রিতাপবারী; গোকুল আদি সবারি,
শোকাগ্নিতে দিলেন বারি, কি ফল আর রোদনে।
ত্বরায় যাউন নন্দরায়, মা ! তুমি চল ত্বরায়,
আর কেঁদ না উভরায়, কৃষ্ণ বলে বদনে ॥ ১৪৭
পুত্র-আগমন প্রভাসে, মধুমাখা মুনির ভাষে,
যুগল নয়ন জলে ভাসে, বলে নন্দ-রমণী।

আমার দূর হ'বে কি দুরদৃষ্ট, ইষ্ট কি পূরাবেন ইষ্ট,
আর কি মোর প্রাণ কৃষ্ণ, দিবে আমার হে মুনি! ১৪৮

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

সবে ধন সাধনের ধন, কৃষ্ণধন তপোধন,
আর পাব কি তায়!
ক'রে গেছে প্রাণ-গোবিন্দ অঙ্ক-নন্দ-যশোদায়॥
অপুত্রিণী ছিলাম ভাল, সন্তানে সন্তাপ হ'লো,
কি মায়া বাড়া[illegible] বলে দুঃখিনী মায়;—
না হেরে গোপাল-মু[illegible]গোপাল সব ঊর্দ্ধ-মুখ,
বনে কাঁদে পশু পক্ষ, ব্রজে শিশুগণ পড়ি ধুলায়॥ (ঝ)

সিন্ধুকূলে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু অবতীর্ণ।
ঘরে ঘরে কন মুনি দিয়া নিমন্ত্রণ॥ ১৪৯
ব্রজের দুর্গতি হরিবার অভিলাষী।
হরি বার দিয়াছেন কুরুক্ষেত্রে আসি॥ ১৫০
মুনি-মুখে শুনি চিন্তামণির সমাচার।
শবাকার দেহে প্রাণ প্রাপ্ত সবাকার॥ ১৫১
শুষ্ক-বৃক্ষ পল্লবে দুর্লভ বাক্য শুনি।
নীরব কোকিলের ধ্বনি শুনি কৃষ্ণ-ধ্বনি॥ ১৫২

রাজীবলোচন কৃষ্ণ আসিবেন ব'লে।
শুষ্ক ছিল রাজীব, সজীব হৈল জলে ॥ ১৫৩
প্রকাশে কুসুমগণ-বৃন্দাবন-বনে।
অশোক কিংশুক শোক-নাশক-বচনে ॥ ১৫৪
সুকোমল শব্দে সুখ-যুক্ত শুক শারী।
সুরভী সুরব শুনে, উঠে শারি শারি ॥ ১৫৫
মঙ্গল শুনিয়া মধুমঙ্গলাদি যত।
গোপাল-বালক সব পুলক-বিহিত ॥ ১৫৬
কেশব কেশব শব্দে উৎসব গোকুলে।
ললিতে বলিতে যায় সঙ্গিনী সকলে ॥ ১৫৭
আমরি! বিচিত্র বাণী কি শুনি গো চিত্রে!
প্রাণ-কৃষ্ণ দান করিছেন কুরুক্ষেত্রে ॥ ১৫৮
দীন দৈন্যে অদৈন্য করিছেন অর্থ দিয়ে।
হয়েছেন কল্পতরু সঙ্কল্প করিয়ে ॥ ১৫৯
চল আমরা কৃষ্ণ-কল্পতরু-মূলে যাই।
বিচ্ছেদ-বিদায় ভিক্ষা চরণে গিয়া চাই ॥ ১৬০
নারদ এসে নন্দ-বাসে দিয়ে গেল পত্র।
প্রভাতে প্রভাসতীর্থে যায় গোপমাত্র ॥ ১৬১
এই কথা বলিয়া যথা বৃকভানু-কন্যা।
চৈতন্য-রূপিনী কুঞ্জে আছেন অচৈতন্যা ॥ ১৬২

ললিতে স্খলিত-বস্ত্রা গলিত-নয়নে।
চঞ্চলা জিনিয়া যান চঞ্চল-চরণে ॥ ১৬৩
কৃষ্ণ-মনোমোহিনি! তোমার কৃষ্ণ এলো ব'লে।
যুগল পদ ধরিয়ে ধরণী হৈতে তোলে ॥ ১৬৪

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

এসো গো রাই রাজকুমারি! ভেসোনা আর নয়ন-জলে।
সাধে বিধি দিলেন জল, তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে ॥
ব'লে গেলেন মুনিবর, ত্যজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর!
রাধে! অম্বর সম্বর, পীতাম্বর শ্যামকে পেলে।
কুদিন আজ হরিলেন হরি, কর শীঘ্র গমন প্যারি,
এলেন কুরুবংশ-ধ্বংস-কারী, কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ-স্থলে ॥
একে বিচ্ছেদ-উন্মাদিনী, তাতে বিবাদিনী ননদিনী,
সদা ভাব্‌ছো গো;—রাই বিনোদিনি! গোকুলে অকুলে,
অন্তরে বুঝিলাম অন্ত, শ্রীদামের শাপ হ'লো অন্ত,
তুমি পাবে নিজ কান্ত, চল রাই! শ্রীকান্ত ব'লে ॥ (ঐ)

কর্ণে শুনি কৃষ্ণ-ধ্বনি, অমনি উঠিল ধনী,
বলেন, আহা কি শুনালি সই গো!

ক'রে সাধন ভক্তিনিধি, পেয়েছিলাম অমূল্য নিধি,

কৈ সে আমার প্রাণ-কৃষ্ণ কৈ গো॥ ১৬৫

ললিতে বলে কুরুক্ষেত্রে, শুনি ধ্বনি—ধারা নেত্রে,

উথলিয়া উঠে শোকনদী।

দাঁড়া তবে গো চন্দ্রাবলি! কাল্ ননদীর কাছে বলি,

সে যে আমার কৃষ্ণ-প্রেমের বাদী॥ ১৬৬

* * *

আমার ননদী কেমন ?—

কুটিলার নিকট শ্রীরাধিকার প্রভাস-গমন-জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

শরীরের শত্রু কাসরোগ, যেমন জীর্ণ করে বপু।

ভজনের শত্রু কাম ক্রোধ ইত্যাদি যেমন রিপু॥ ১৬৭

দাতার শত্রু কুমন্ত্রী, কর্ম্মে দেয় পাক।

কুলের শত্রু কুপুত্র, চুলের শত্রু টাক॥ ১৬৮

গৃহীর শত্রু চোর যেমন, বিষয় করে হানি।

চোরের শত্রু চৌকিদার, ছেলের শত্রু ডানি॥ ১৬৯

প্রজার শত্রু শোষক রাজা, নাশক পদে পদে।

রোগীর শত্রু হাতুড়ে বৈদ্য, বিষ দিয়া প্রাণ বধে॥ ১৭০

কুটিলের নিকটে ত্বরা, কহেন সবে সকাতরা,

ননদি গো! তোমার অপেক্ষা।

ভয়ে কব কি নির্ভয়, আমারে যদি অভয়,—
দেও তবে কিঞ্চিৎ করি ভিক্ষা॥ ১৭১
হ'লে তব অনুমতি, করি তবে শীঘ্র গতি,
নিকটে এলেন শ্যামরায়।
না কহিয়ে বিষ-বিষ, যদি দেখ্‌তে জগদীশ দিস্‌,
জন্ম কেনা রব তোর পায়॥ ১৭২
দিয়াছ বহু দুঃখ-শোক, আর দেওয়া কি আবশ্যক?
প্রকোপ সে কোপ ছাড় মোরে।
এনেছ ঘরে যে অবধি, নিরবধি প্রাণ বধি,
রেখেছ অপরাধী রাধিকারে॥ ১৭৩
অন্তরেতে দিয়ে কালি, করেছ কালি চিরকালি,
কালীয়-দর্পহারি-অপবাদে।
সব করেছি জল-সয়, সয়েছি জ্বালা আর না সয়,
আর যেন দিওনা দুঃখ হৃদে॥ ১৭৪

আলিয়া—যৎ।

চরণ ধরি তোমার, ননদি! দুঃখের নদী কর পার।
দেখে আসি কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ধন আমার॥
শ্যাম প্রতি যে রাগ তোমার, সংপ্রতি আজি ক্ষমা কর,
আমা প্রতি করুণ নয়ন ফিরাও একবার।

শ্যাম বিনে দগ্ধ অন্তর, শত বৎসর স্বতন্তর,
কথান্তর আর কেন গো তার,—
দেখাও যদি ব্রজের জীবন, এ দুঃখ সব হবে জীবন,
নতুবা আজি যাবে জীবন, জীবনে রাধার ॥ (ট)

কুটিলার কৃষ্ণ-নিন্দা।

কুটিলে বলে ঘুরায়ে আঁখি,
থাক্ থাক্ লো দাদাকে ডাকি,
বাদালি লেটা—ঘটা ক'রে শেষকালে।
ঘটাবি একটা দুর্য্যোগ, তারি কচ্ছিস্ উদ্যোগ,
যোগ করেছিস্ আবার সবাই মেলে ॥ ১৭৫
আছিস্ ধরা-শয়নে প'ড়ে বাসে, শত বৎসর উপবাসে,
কেমন কঠিন তোর প্রাণী।
অস্থি-চর্ম্ম-দেহ মলিনে, কি আশ্চর্য্য তবু মলি নে,
অদ্যাপি তোর 'কালা কালা' বাণী ॥ ১৭৬
পর পুরুষ তো অনেকে ভজে,চিরকাল নয় আবার ত্যজে,
অঙ্গ বঙ্গে আছে তো অনেক লোক লো।
অনেকের তো ভাঙ্গে কুরীত, বাপ্‌রে বাপ্ একি বিপরীত,
সামলাতে পার্‌লিনে শ্যামের শোক লো ॥ ১৭৭

কি চক্ষে দেখেছিস্ তাকে, পোড়া-কপালে ধড়া-পরাকে
রূপ আছে কি গুণ আছে তার লো।
মাথায় ক'রে বয় বাধা, কোন্ ঠাঁই তার ভালো রাধা।
তিন ঠাঁই শরীরে বাঁকা যার লো॥ ১৭৮
কি রূপ নন্দের কৃষ্ণ, ছোঁড়া যেন পোড়া-কাষ্ঠ,
অপকৃষ্ট কর্ম্ম, চরায় গাই লো।
মাথায় চূড়া করে পাঁচনি নির্গুণের চূড়ামণি,
কালার পেটে কালির অক্ষর নাই লো॥ ১৭৯
বলিতে কথা ঘৃণা করে, চুরি ক'রে খায় লোকের ঘরে,
বারো বৎসর বয়েসে এমন লো!
গোকুলের গোপকে দিয়া কষ্ট, কত করেছে ভাঁড় নষ্ট,
উচ্ছিষ্ট করে দেবের অগ্রভাগ লো॥ ১৮০
মানে না মান্য লোকের মানা, কদম গাছে ক'রে থানা,
জন্ম-জ্বালা—জল আন্‌তে জানিলো।
ছুঁয়ে অঙ্গ সর্ব্বনেশে, সতীর সতীত্ব নাশে,
নন্দের ভয়ে কেউ বলে না বাণী লো॥ ১৮১
স্ত্রী-হত্যে গো-হত্যে, কিছু ভয় করেনা মর্ত্ত্যে,
বৎসাসুর পূতনা মাগীকে মারে।
হ'য়ে কপট নেয়ে যমুনার ঘাটে, অবলা মেয়ের পসরা লোটে
মথুরার হাট বন্ধ করে॥ ১৮২

ঘর-জ্বালানে ঘর-মজানে, কুমন্ত্র কুতন্ত্র জানে,
ল'য়ে যায় নির্জন নিবিড় বনে।
ছিদ্র করে বাঁশের পাবে, ফুঁ দিয়ে মজিয়ে ভাবে,
কুলবতীকে কুল মজাতে টানে॥ ১৮৩
মর মর তোর গলায় দড়ি, তারি জন্যে দৌড়াদৌড়ি,
ক্ষেপ্‌লি এ জন্ম হারালি—ক্ষেপালি লো।
আবার চাইতে এলি অনুমতি, আরে মলো! কি দুর্ম্মতি,
আমায় বুঝি ঘটকালীর ভার দিলি লো॥ ১৮৪
তবে আমিও তোদের সঙ্গী হই, শ্যাম-ক লঙ্কের বোঝা বই,
যোগে-যাগে ফিরি তোদের পাছে লো।
দাদার মন হ'তে যাই, নন্দের বেটার গুণ গাই,
কত বা কপালে লেখা আছে লো॥ ১৮৫
জড়াতে পারিলে আমাকে সুদ্ধ, তবেই হয় অঙ্গ শুদ্ধ,
শত্রু গেলে শ্যাম-কলঙ্ক ঢাকে লো।
ভার্য্যে ডুবিল শ্যাম-সাগরে, বুন তাইতে ঝাঁপ দিলে পরে,
আয়ান দাদার মুখটা বড় থাকে লো॥ ১৮৬
ওলো পোড়ামুখি! তাই কই, তেমন মায়ের মেয়ে নই,
বাঁশী শুনে ভাসিব কুল ভাসিয়ে।
কালার কথা বিষ-বর্ষণ, যে করে তার মুখ দর্শন,
করি না—প্রতিজ্ঞা মায়ে ঝিয়ে॥ ১৮৭

সতী লক্ষ্মীর পেটের ছেলে, কভু চলিনে মন্দ চেলে,
তোদের কাছে দাঁড়াতে মরি ত্রাসে।
তোদের বাতাস লাগ্‌লে গায়, কলঙ্কিনী হ'তে হয়,
সঙ্গ-দোষে সৎগুণ যে নাশে॥ ১৮৮
সে কালে তোর ছিল রীতি, সঙ্গোপনে শ্যাম-পিরীতি,
ধর্‌লে ভয়ে হতিস্‌ জড়জড়।
আজ্ঞা নিতে এলি মোর, ব'লে ক'য়ে ডাকাতি তোর,
ইদানী তোর বুক বেড়েছে বড়॥ ১৮৯
ব্যস্ত হ'য়ে রাধিকা কন, এ সব কথা উত্থাপন,
তোমার কাছে বুঝিবার ফেরে।
তুমি যে অনুমতি কবে, দেখ্‌তে আমার প্রাণ-মাধবে,
সাপের মুখে সুধা কি কখন ক্ষরে॥ ১৯০
আমি চলিলাম দেখ্‌তে কালা, তোমায় বলা ধর্ম্ম-পালা,
অনুমতি চেয়েছি ননদি!
ব'লে যান চ'লে রাই, সঙ্গিনী সঙ্গে বড়াই,
ললিতে বিশাখা বৃন্দে আদি॥ ১৯১
কুটিলে কয় ক্রোধে জ্বলি, থাক্ থাক্ লো মাকে বলি,
দেখি তুই কেমন ক'রে যাবি লো!
হবে না কুরুক্ষেত্রে যেতে, হয়তো আমাদেরি হাঁতে,
ঘরে বসে আজি কৃষ্ণ পাবি লো॥ ১৯২

দ্রুত গিয়ে বলিছে মায়, ওমা! করিস্ কি দেখসে আয়,
রহিল কোথা সে আয়ান দাদা।
ইচ্ছে হয় যোরা হই খুন, শুনেছিস্ তোর বধূর গুণ,
সেই আগুণ জ্বেলেছে আবার রাধা॥ ১৯৩

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আই কি কর্‌লে মা!
তোর বউ রাধিকে এ ঘর কর্‌লে না।
হলো জ্বালা, এলো কালা,
কালামুখী কালার পিরীত ভুল্‌লে না॥
নন্দের বেটা সেই গোপালে,
আবার আসিবে নাকি এ গোকুলে,
কালা ছারকপালে দাদার কুলে,
কালী দিতে ছাড়্‌লে না॥ ঠ

একত্রে যুট্‌লো ছায় মায়,
যেমন উল্‌টা বাতাস উজান নায়,
বাঁচা ভার তার তরঙ্গে।
কালাপাহাড় আর অজামিলে, জ্বরের সঙ্গে যুটিলে পিলে,
ভরণী যোগ অমাবস্যার সঙ্গে॥ ১৯৪

ভাঙ্গা ঢোল তালকাণা যন্ত্রী, শনি রাজা কুজ মন্ত্রী,
দুই জন সুজনের চূড়।
ছুটিল বাতাস মাঘের হিমে, মাথামাখি মাখালে নিমে,
আদার সঙ্গে গোলমরীচের গুঁড়॥ ১৯৫

* * *

জটিলা,—বড়াইকে ভৎসর্না করিতেছে।

জটিলে শুনে কুটিলের মুখে, ধেয়ে যায় দক্ষিণ মুখে,
বড়ায়ের সম্মুখে, মুখ নেড়ে কয় কত।
বড় দেখি যে বাড়াবাড়ি, দাঁড়া দেখি লো বড়াই বুড়ি!
মুরদ হবে না আড়াই বুড়ি, সাহস কেন তোর এত॥ ১৯৬
কত কাল তোর পাইনে সাড়া,
ভেবেছিলাম পাপ হলো ছাড়া,
পোড়াকপালি! আবার এ পাড়া,কবে সাঁধালি বল্ না লো।
ক্ষেপা নারদের কথায় ক্ষেপে, চল্লি নিয়ে চেপে চুপে,
বউকে আমার কোন রূপে,করিতে দিলিনা ঘর লো॥১৯৭
তুইতো করে ঘটকালী, দিলি আমার কুলে কালি,
ইহার বিচার করেন কালী, তবে দুঃখ যায় লো।
ব'লে কেবল লোক জাগাব,
ফেলে আকাশে থুতু গায় লাগাব,
তোর জ্বালাতে কোথা যাব, হায় হায় হায় লো। ১৯৮

আমি তোকে জন্মে জানি, বৃন্দাবনে ঢাকবাজানি,
কেবল পরের ঘর-মজানি, চিরকাল স্বভাব লো।
বাল্যকালে ঘোম্‌টা খুলে, কালি দিয়েছিস্‌ শ্বশুর কুলে,
পাকিয়ে বেণী পাকা চুলে, অদ্যাপি এ ভাব লো॥ ১৯৯
কালি হলো-নন্দ তনয়, তার সঙ্গে তোর এত প্রণয়,
বয়স তার তো কিছু নয়, বৎসর আট নয় দশ লো।
কীর্ত্তি মেনে রাখ্‌লি ভালা, ঘৃণার কথা আমার বলা,
দুধের ছেলে চিকণ কালা,
তাঁকে নিয়ে তোর রস লো॥ ২০০
তোর রঙ্গ দেখে দেখে, রেখেছি উম্মা গায় মেখে,
অবলা বধূকে দুবেলা ডেকে, নিবিড় বনে যাস্‌ লো
অবলা কি জানে ছিদ্র, কোথা কৃষ্ণ বলভদ্র,
পোড়ামুখি। ধ'রে ভদ্র, তুই গিয়ে ঘটাস্‌ লো॥ ২০১
তোর পোড়া কারে জানাই, ঘরে এনে দিয়ে কানাই,
তিনে নাই তেরোতে নাই, ফাঁকে ফাঁকে থাকিস্‌ লো।
পোড়ালি খুব লো পুরাণো ঘাগি।
সে-কেলে তে-কেলে মাগি।
বে-আক্কিলে হতভাগি! দুই চক্ষের বিষ লো॥ ২০২
বয়েস হলো নিরেনব্বই, মরতে হ'বে আজি কালি বই.
পাপের বোঝা কেন বই, মনে করতে নাই লো।

গয়া গঙ্গা গুরু গোবিন্দ, মুখে নাই তোর ও সম্বন্ধ,
কেবল পরের করিস্ মন্দ, পরকালে দিস্ ছাই লো॥ ২০৩
যত অবলা—মায়ের ঝি, ধর্ম্মপথের জানে কি,
তুই তো ক'রে কলঙ্কী, ঢোল বাজায়ে দিলি লো।
বেটা ছেলে নন্দের বেটা, তাকেই বা দোষ দিবে কেটা,
তুই মাগি! এর যত লেঠা, কপাল খেতে ছিলি লো ২০৪

* * *

বড়াই বুড়ীর উত্তর।

তখন মনোদুঃখে বড়াই বলে,
বড়ই যে বলিস্ বুকের বলে,
চক্ষে চক্ষে ঘর করতে হ'লে, এত ক'রে কেউ কয় না।
গেল গেল মোর যাঁক গুমর,
হাজার ঘাটি তোর চরণে মোর,
ক্ষমা কর জটিলে! তোর, মুখ-নাড়া আর সয় না॥ ২০৫
আপনার কড়ি আপনি খাই, দীনবন্ধুর গুণ গাই,
দুটি চক্ষের মাথা খাই, কারু মন্দে থাকিনে।
কি বলিস্ তুই একযাই, কোন অভাগীর ঘর মজাই?
একলা শ্যামকে দেখ্‌তে যাই,
আমি তো কাকে ডাকিনে॥ ২০৬

গোকুলে লোক সকলে কাণা,
তোর বধুর গুণ কেউ জানে না,
ঢাকে-ঢোলে দিয়ে কাঁসিতে মানা,
মন্দ কেবল আমি লো।
কাঙ্গাল দেখে যাইস্ কতই ক'য়ে, বুড়ী তেঁই থাকি সয়ে,
হরি থাকেন তো আমার হ'য়ে,
বিচার করিবেন তিনি লো॥ ২০৭
ঘরে নন্দের বেটা শ্যাম এলে, রাখ্তে নারিস্ ঘর সাম্‌লে,
ঘর না বুঝে পরকে মেলে, মন্দ হয় পাছে লো।
বিনা দোষে মোরে মজাবি, রসাতলে আপনি যাবি,
ভাল-বাসার মাথা খাবি, মাথায় ধর্ম্ম আছে লো॥ ২০৮
ধর্‌লি কি দোষ কর্‌লি তুল, ছায় যায় কি একটী তুল,
সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল, ঝকড়া তোর জানি লো।
কারু কাঁচা এলে দিই না পা, একি পাপ বাপ্‌রে মা।
মা লক্ষ্মী। কর ক্ষমা, তোদিগে হারি মানি লো॥ ২০৯
আই আই মা! কি অদৃষ্ট, কেন হ'লো পাপ পাপদৃষ্ট,
কোথা দেখ্‌তে যাচ্ছি কৃষ্ণ, শত বৎসর পরে লো।
শ্যাম দেখা নাই ভাগ্যে লেখা,
যেন রাবণের বোন শূর্পণখা,
এমন সময় দিয়া দেখা, যাত্রা ভঙ্গ করে লো॥ ২১০

নন্দের বেটার বয়স অল্প, তার প্রেমে মন সঙ্কল্প,
হেসে হেসে তাই করিস্ গল্প, মোর কি বয়েস ভারি লো।
যখন ছিল না সৃষ্টি মাত্র, জলে ভাসে বটপত্র,
শয়নে ছিলেন তত্র, সেই বংশীধারী লো॥ ২১১
দেখে ক্ষুদ্র কাল ছেলেটী, মাথায় চূড়া পরণে ধটী,
আশু জ্ঞান হয় অতি শিশুটী, অন্ত কেবা পায় লো।
তিন পা ভূমির কথা শুনে, বালক বামুন বুঝে বামনে,
বলি বদ্ধ হৈয়া দানে, পাতাল-পুরে যায় লো॥ ২১২
তুই ভাবিস্ নবযৌবনা, ব্রজ-রমণী যত জনা,
কৃষ্ণ করেন তায় করুণা, তা নয় লো তা নয় লো।
যে ভক্তি-যৌবন হৃদয়ে ধরে,
মুক্তি-আলিঙ্গন দেন তাঁরে,
তারে সদাই করুণা করে, নন্দের তনয় লো॥ ২১৩
তার নবীনে প্রবীণে নাই, চন্দ্রাবলী কি বড়াই,
সবারি সমান সে কানাই, ভক্তির যুবতী লো।
স্নধু নয় রমণীর পতি, তন্ত্রে লেখেন পশুপতি,
প্রজাপতি কি সুরপতি, সকলের পতি লো॥ ২১৪

কানেংড়া—একতালা।

তাঁরি তো সব এ সম্পত্তি, হরি তো ভুবনের পতি।
পুণ্যাত্মার পতি হরি, পতিত জনার পতি॥
নিস্তারণে ভব-বারি, আবার করেছেন ত্রিতাপ-বারী,
পতিত-কারণে পদে কারণ-বারি-উৎপত্তি॥ (ঙ)

—

যশোদাকে কুরুক্ষেত্র যাইতে নন্দরাজ নিষেধ করিতেছেন।

শুনিয়া কৃষ্ণের তত্ত্ব, দূরে গেল কুটিলত্ব,
কুটিলের ক্ষণমাত্রে।
গোপ-গোপিকার সঙ্গে, কৃষ্ণগুণ-প্রসঙ্গে,
গমন করিছে কুরুক্ষেত্রে॥ ২১৫
মগ্ন সুখ-সিন্ধু-নীরে, চলে রাই ল'য়ে গোপিনীরে,
নীরদ-বরণে নিরীক্ষিতে।
শ্রীগোবিন্দ-দরশনে, চলে উপানন্দ সনে,
সানন্দ আনন্দ হয়ে চিত্তে॥ ২১৬
নিরীক্ষিতে ব্রজরাজে, ব্রজের রাখাল সাজে,
গোবৎসাদি উর্দ্ধমুখে ধায়।
লয়ে নবনী যশোদা যায়, করে ধরি নন্দরায়,
না দেয় বিদায় যশোদায়॥ ২১৭

বলে, কোথা যাবি অভাগিনি!
কার শোকে তুই বিবাগিনী,
গেলে তোর জীবন যে যাবে!
ভ্রমেতে হৃদি কাতর, সে নয় তনয় তোর,
বিনয় করিলে কি আসিবে॥ ২১৮
পরের ধনে করি শোক, ঘুচাস্ কেন পরলোক,
শোক তোর নাশক হলো রাণি!
সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম, সেদিন গেলেন কংসধাম,
শুন, কৃষ্ণ ব'লেছে যে বাণী॥ ২১৯
আমি বল্‌লাম প্রাণ-গোপাল! বধিলি কংস মহীপাল,
আর তব বিলম্ব কি কারণ?
যশোদা কাঁদে কাতরে, কালি বলে এনেছি তোরে,
আয় রে ব্রজে যশোদার জীবন!॥ ২২০
শুনি কৃষ্ণ করেন উক্ত, কে কার পিতা কে কার পুত্র,
যাতায়াত পথ মাত্র জেনো।
আমার উঠেছে ব্রজের অধিকার,
ব'লে কি ফল অধিক আর,
তোমার আর বিলম্ব হেথা কেন॥ ২২১
তবে যে কিছু কাল যত্ন ক'রে, পালন ক'রেছ মোরে,
তার ত করি নাই ধর্ম্মরোধ।

হীন কর্ম্ম আচরণ, ক'রে তব গোচরণ,
সে ঋণ ক'রেছি পরিশোধ ॥ ২২২
কঠিন নাই সম তার, লেশ নাই মমতার,
বজ্রাঘাত আঘাত করেছে।
শুনে সেই বাক্যবাণ, পুরুষের পাষাণ প্রাণ,
অদ্যাপি দেহেতে মোর আছে ॥ ২২৩
তুই যাবি মায়ার ঘোরে, সে রূপ যদি হানে তোরে,
নির্ঘাত আঘাত বাক্যবাণ।
সে কি রমণীর প্রাণেতে সয়, তার কিছু নাহি সংশয়,
তখনি ত্যজিবি তুই প্রাণ ॥ ২২৪

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

যাস্‌নে রে দুর্ভাগিনি যশোদে!
কৃষ্ণ যে কথা বলেছে আমায়,
শক্তি-শেল আছে হৃদে ॥
গোপাল-চিন্তে দূরে রাখ, ঘরে গোপাল চিন্তেথাক,
যদি পুত্র হ'তো গোপাল, তবে কি এত বাদ সাধে ॥
দেখে চিহ্ন কাঙ্গালিনী, তোরে চিনিবে না সে চিন্তামণি,
কেবল হায় হায় ক'রে, গিয়ে মরবি,
হরিষে বিষাদে ॥ (চ)

যশোদা কহেন, নন্দ ! চরণে ধরি আমি।
ধরিতে না পারি ধৈর্য্য, ধরো না হে তুমি ॥ ২২৫
মরণ-কারণ অকারণ চিন্তা কি হে !
আমা হইতে তোমার পাষাণ-দেহ নহে ॥ ২২৬
হবে না মরণ নন্দ-নন্দনের শোকে।
বিস্তর দেখেছি ভেঙ্গে প্রস্তর মস্তকে ॥ ২২৭
দেখিয়াছি ভুজঙ্গের অঙ্গে ভুজ দিয়ে।
দংশে না ফণীতে তব বনিতে শুনিয়ে ॥ ২২৮
পাব মুক্তি বলি, পাবকেতে সঁপি কায়।
বাঁচিনে পোড়ার অগ্নি মোরে না পোড়ায় ॥ ২২৯
ভবনে হারায়ে কৃষ্ণ জীবনের জীবনে।
জীবন সঁপিতে যাই যমুনা-জীবনে ॥ ২৩০
অঙ্গ নাহি ডুবে মোর সলিল-মাঝারে।
যম নাহি লয় মোরে, যমুনা কি পারে ? ২৩১
মৃত্যু-বাসনাতে বাসে উপবাস করি।
বিশ দিন,—বিষ ভোজনে তাহায় না মরি ॥ ২৩২

* * *

যশোদার কুরুক্ষেত্র-যাত্রা।

তখন রহিত করিয়া মানা, সহিত রোহিণী।
চলে যান রাণী বেঁধে অঞ্চলে নবনী ॥ ২৩৩

দেখা দে গোপাল! প্রাণ-দুলাল! কোথা ব'লে।
চলেন পথে,—নয়ন-পথে অশ্রুধারা গলে॥ ২৩৪

———

ললিত-ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আয় রে! প্রাণ যায় রে!
মাকে দেখা দে রে মাখন-চোরা!
মরি রে নীলমণি রে! তোর,—
শোকে জননী সকাতরা॥
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে কালি ব'লে গেলি তোরা।
আমার কেঁদে কেঁদে নয়নের তারা—
গেছে ওরে নয়ন-তারা!—
তারা-আরাধনের নিধি তোরে হ'য়ে হারা॥
বাছা গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু,
অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা,—
ও বিধু-বদন চেয়ে এখন, কে দেয় ক্ষীর নবনী,
কার মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি!
বাছা! কে জানে বেদন, বিনে জঠরেতে ধরা॥
বাছা! উদিত হ'লে দিন-মণি, সাজাতাম রে নীলমণি
ও রূপ-পসরা—সে রূপ যায় কি পাসরা,—

সাজাতাম তোর ইন্দু-বদন অলকা-তিলকে,—
রাধা-নামাঙ্কিত-শিখিপুচ্ছ-চূড়া মস্তকে,
গলে গুঞ্জমালা কটী-বেড়া পীতধড়া ॥ (গ)

দ্বারিগণ,—যশোদাকে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।

গোপাল ! গোপাল ! সদা, শব্দে রাণী মা যশোদা,
দ্বারকার দ্বার-সন্নিধানে
যজ্ঞ-স্থলে যদুবর, গণ্য মান্য নৃপবর,
ভিন্ন অন্য কে যাবে সেখানে ॥ ২৩৫
দ্বারে সব কোমরবন্দ, তারা ঘোর প্রতিবন্ধ,
কেঁদে রাণী কয় হ'য়ে কাতরা।
ওরে দ্বারি ! বাঁচা রে, দেখা আমার প্রাণ-বাছারে,
হবি রে বাছা ! চিরজীবী তোরা ॥ ২৩৬
ঘূর্ণিত করি লোচন, ব'লো না বাছা ! কুবচন,
ছিন্ন ভিন্ন তনু মম দেখে।
ব্রজের নন্দ-গোপরমণী, তোদের হই রাজ-জননী,
দে রে আমার প্রাণ-গোপালকে ডেকে ॥ ২৩৭
নয়নের অগোচর, হ'লে মোর মাখন-চোর,
গোপাল ব'লে মরিতাম তখনি।

প্রবঞ্চনা ক'রে মায়, কালি আসিব ব'লে আমায়,
শত বৎসর লুকায়েছে নীলমণি ॥ ২৩৮
বলে এলেন তপোধন, কুরুক্ষেত্রে প্রাণধন,
কৃষ্ণ আমার যজ্ঞ না কি করে।
দেখি বাছাকে সর্ সর্, এই দেখ রে ক্ষীর সর,
এনেছি প্রাণ-গোপালের তরে ॥ ২৩৯
শুনে দ্বারী বল্‌ছে রাগী, দূর হ মাগি হতভাগি!
স্বপন দেখেছিস্ শুয়ে ছেঁড়া চটে।
আঁচল পেতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, ক'রে বেড়াস্ অন্ন-চিন্তে,
চিন্তামণির মা এম্‌নি বটে ॥ ২৪০
যদুনাথ তোর হলে বেটা, বার্ পেতো তোর কোন্ বেটা
সোণার শয্যায় শুয়ে থাক্‌তিস্ ঘরে।
ভগবান্ ভুবন-ভর্ত্তা, সংসারের বিরাজ-কর্ত্তা,
এত অবিচার তাঁর মা হলে পরে ॥ ২৪১
নিন্দি গগনের বিধু, লক্ষ্মী হতেন তোর পুত্রবধূ,
হাজার দাসী খাটিত আজ্ঞা-তলে।
এখন তোকে বল্‌ছি আমি, ফের্ করিলে বদনামী,
তাড়িয়ে দিব ধাক্কা দিয়ে গলে ॥ ২৪২
এক দ্বারী এসে কয়, শোনরে বুড্‌ডি।
নিকালো হিঁয়াসে তোড়েঙ্গে হাড্ডি ॥ ২৪৩

ক্যা বাত কহতো দোসরা গণ্ডী।
ব্রজ-কি গোয়ালিনী ঝুটা রেণ্ডী ॥ ২৪০
বক্‌বক্ করনা ক্যা মজা লাগাই।
হোনে আই মহারাজন্ কি মাই ॥ ২৪৫
কাঁহারে লছ্‌মন ক্যায়ছা ধরম।
কাঁহারে চৌবে, গোল কাহে একদম ॥ ২৪৬
ইয়াবাৎ শুনকে কহে দশরথ।
ছোড় দেও রেণ্ডীকো শুন মেরা বাৎ ॥ ২৪৭
বদ্‌নাম ক্যায়া কাম রেণ্ডীকো আগলি।
যো হোগা সো হোগা পিছে, জানে দেও পাগ্‌লী ॥
ক্যায়া কাম্ ঝুট-মুট, নাম লেও রাম্‌কা।
জবাব কর্ ছাপ আপনে কাম্‌কা ॥ ২৪৯
নাহক দেনা আদ্‌মিকো জ্বালা।
তোম নেহি দেতেহো, হরি দেনেওয়ালা ॥ ২৫০
না দিল দ্বারে প্রবেশিতে, ক্রোধে যায় প্রাণ নাশিতে,
শত শত বলে মন্দ বাণী।
দ্বারীর ভয়ে অমনি সরে, গোপাল বলে উচ্চৈঃস্বরে,
কেঁদে খেদে বলে নন্দরাণী ॥ ২৫১
অতি ক্ষুদ্র নীচ জাতি, বলে মন্দ নানা জাতি,
তোর মা হয়ে এত বিড়ম্বনা রে।

মরি কৃষ্ণ! জ্বলে মর্ম্ম, বুঝিতে না পারি মর্ম্ম,
কপালের লিখন কেমন রে! ২৫২
নৈলে দক্ষ প্রজাপতি, জামাতা যার পশুপতি,
ত্রৈলোক্য-তারিণী সতী কন্যে।
ক্ষণমাত্র ছিন্ন ভিন্ন, কেবল কপাল জন্য,
ছাগমুণ্ড তাহার কি জন্যে॥ ২৫৩
নিতান্ত কপালের কর্ম্ম, অগ্রপূজ্য স্বয়ং ব্রহ্ম,
গণেশের হইল গজমাথা।
পিতা যাঁর শূলপাণি, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী,
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী মাতা॥ ২৫৪
পুণ্যশীল দশরথ, পূর্ণ যার মনোরথ,
পূর্ণব্রহ্ম পুত্র রাম যাঁর।
বধূ যাঁর সীতা শক্তি, কর্ম্ম-জন্য হেন ব্যক্তি,
পুত্রশোকে মৃত্যু হয় তাঁর॥ ২৫৫
গুরু যার পঞ্চানন, ভাই ধর্ম্ম বিভীষণ,
অধিপতি কনক লঙ্কার।
চণ্ডীকার বরপুত্র, রাবণের কি কর্ম্মসূত্র!
বানরের হাতে ছারখার॥ ২৫৬
আমি জানি মোর পুত্র, হলি রে পরম শত্রু,
শত্রুগণ হাস্‌ছে কি বলিব।

যে কথা কহিলো নন্দ, তাই হ'লো রে প্রাণ-গোবিন্দ!
কি ব'লে মুখ তারে দেখাইব ॥ ২৫৭
ঘুচিল সকল আলপেন, এ পাপ-জীবন সমর্পণ,
যমুনার জীবনে গিয়ে করি:
ব্রজে ছিল নাম পুণ্যবতী, পূর্ণ হয়েছে সে সুখ্যাতি,
যে বাকি আজি পূর্ণ কর্‌লি হরি ॥ ২৫৮

সিন্ধুভৈরবী—যৎ।

এত বাদ কি সাধিলি, সাধের গোপাল রে।
কি কপাল রে! ব'লে কাঙ্গালিনী—
দ্বারীতে তোর যেতে দেয় না দ্বারে ॥
বিধাতার কত মন্ত্রণা, তার জননীর এ যন্ত্রণা,
হায় হায় হায় রে!—
যার সন্তান ভূপতি এই দ্বারকাপুরে ॥
কালি আসিব ব'লে এলি মথুরা,
মায়ে ব'ধে মাখনচোরা! তোর তরে, বাছা!
শত বৎসর নয়ন আমার, ভাসিছে শতধারে ॥ (ত)

শ্রীকৃষ্ণ,—যজ্ঞস্থল হইতে উঠিয়া আসিয়া, দ্বার-দেশে মা-যশোদার পদপ্রান্তে পতিত।

হরি ব্রহ্ম পরাৎপর, যজ্ঞবেদীর উপর,
শুদ্ধচিত্তে দানাদি মানসে।
পুলস্ত্য পৌলস্ত্য গর্গ, শৌনকাদি মুনিবর্গ,
শিষ্যবর্গ সহ চতুঃপার্শ্বে ॥ ২৫৯
মুনিগণে কত বিতর্ক, দ্বন্দ্ব যাতে হয় তর্ক,
নারদ আছেন সেই উদ্যোগে।
মধ্যস্থ মুনি সকলে, দাঁড়াইলেন মধ্যস্থলে,
বামে শক্তি রুক্মিণী চিন্তামণি-সংযোগে ॥ ২৬০
দানাদির সঙ্কল্প, করিবেন করিয়ে কল্প,
কুশ-হস্তে করেন আচমন।
অকস্মাৎ চিন্তামণি, গোপাল গোপাল ধ্বনি,
শুনিয়ে অধৈর্য্য হৈল মন ॥ ২৬১
দুই চক্ষে শত ধার, ভবনদীর কর্ণধার,
বিনয়ে কহেন শুন যত মুনি !
এখন আমার যজ্ঞ, দানাদি হলো না যোগ্য,
ব'লে গা তুলেন চিন্তামনি ॥ ২৬২
ওগো বলভদ্র দাদা ! এলো বুঝি মোর মা যশোদা,
দ্বারী বুঝি ছাড়ে নাই দ্বার গো।

বলেছে কত মন্দ বাণী, কাঁদে মা মোর নন্দরাণী,

গোপাল বলিয়া অনিবার গো॥ ২৬৩

সেই যে কাল আসিব ব'লে, শত বৎসর এসেছি চ'লে,

নন্দসনে কংস-যজ্ঞ-স্থলে।

চল আমরা দুই জন, অপরাধ করি ভঞ্জন,

মা বলি পড়িগে পদতলে॥ ২৬৪

এত বলি যান ত্বরা, জলধরের জলধারা,

নয়নে গলিত অনিবার।

ব'লে রক্ষ মা বিপদে, পতিত যশোদার পদে,

শিবের সম্পদ পদ যাঁর॥ ২৬৫

শোকে রাণী অচেতনা, সন্তানে করে সান্ত্বনা,

বুঝিতে না পারে নন্দরাণী।

উদ্ধব আসি বলে ধন্য, মা তোর একি পুণ্য,

পদে পড়ি বিপদকাণ্ডারী॥ ২৬৬

ঝিঁঝিট—যৎ

গোপাল ব'লে কাঁদিস-নি মা বহুশোকে,—আর বিষাদে।

ওমা! চেয়ে দেখ পতিতপাবন পতিত তোর পদে॥

বলিতেছেন হরি করপুটে, কুসন্তান অনেকের ঘটে,

মাগো! হেন মায় কোথা ত্যজেছে, সন্তানে অপরাধে॥(থ)

যজ্ঞান্তে দান।

করি জননীর শোক-সম্বরণ, তদন্তরে শ্যামবরণ,
প্রবর্ত্ত হলেন যজ্ঞদানে।
নানা রত্ন বিতরণ, করেন ভবতারণ,
বসিয়া সভার বিদ্যমানে ॥ ২৬৭
অকাতরে শ্যামবর্ণ, মুক্তা মণি কি সুবর্ণ,
চারি বর্ণে করিছেন দান।
কারে দেন স্বর্ণ-তোড়া, কারে দেন স্বর্ণ-ঘড়া,
পাত্রাপাত্র সকলি সমান ॥ ২৬৮
কতকগুলি বিপ্রগণে, অসন্তুষ্ট হয়ে মনে,
বলে,—একি কাণ্ড অসম্ভব।
একি উচিত দান বলি ?—দ্বিজ তাম্‌লী বনমালী,
আজি দেখ্‌চি সমান কর্‌লেন সব ॥ ২৬৯
একি মানীর মান রাখা, হাজরা বেটা পায় হাজার টাকা,
তর্কালঙ্কার পেলেন সেই তঙ্কা।
টোলে পড়ে যার তিন শ ছাত্র, এই দানের কি ঐ পাত্র,
দিতে একটু হলোনা উহার শঙ্কা ॥ ২৭০
যত বেটা কুমন্ত্রী যুটে, সুপকার বামুনে খুটে,
শিরোমণিকে বিদায় কর্‌লেন ভাল।

ভাগ্য না মানেন কৃষ্ণ, এ সব অতি বিশিষ্ট,

দান লয়ে পতিত হ'তে হ'ল॥ ২৭১

উনি যেমন লোকের পুত্র, কাজ কি তুলে সে সব সূত্র,

জাত্যংশে যেমন জানা আছে।

এখানে কি এসে লোক, ব্যাপক যে অধ্যাপক,

দায়ে প'ড়ে মুখ ঢেকে এসেছে॥ ২৭২

* * *

গৌড়দেশস্থ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা।

এই রূপ কয় পরস্পরে, আশ্চর্য্য শুনহ পরে,

গৌড় দেশে দ্বিজ এক থাকে।

নানা শাস্ত্রে জ্ঞানবান্, ক'রেছেন ভগবান্,

সুদরিদ্র কর্ম্মের বিপাকে॥ ২৭৩

নাহি তার কন্যা পুত্র, শ্বশুর-কন্যা দোসর মাত্র,

ন অন্ন ন বস্ত্র বারিপাত্র।

বার মাস ব্যাকুল তনু, শীতকালে ভরসা ভানু,

বরষায় ভরসা তালপত্র॥ ২৭৪

কুরুক্ষেত্র—বার্ত্তা শুনি, কহে সেই দ্বিজরমণী,

ওহে কান্ত! সহে না সহে না।

কত কাল কাটাব কান্ত! দন্তে আর দিয়া দন্ত,

অন্নাভাবে অন্যায় যন্ত্রণা॥ ২৭৫

আমায় কর অনুগ্রহ, করগে দান প্রতিগ্রহ,
সুখে কিছু দিন করি পতির সেবা।
লইতে দান সেই রাজ্য, যাও হে তুমি ভট্টচার্য্য!
দশে কর্ম্ম করিলে দোষে কেবা॥ ২৭৬
রক্ষে করিবে পরকাল, ভিক্ষা ক'রে চিরকাল,
পুণ্যপথে আছ নিরবধি।
তুমি যে কর ধর্ম্মাচার, পাত্রাপাত্র সুবিচার,
দেখিয়া ভাল করেন কই বিধি॥ ২৭৭

বিধাতার এই কি বিচার ?—

বিধাতার অবিচারে লোকের হয় দুঃখ।
সারকুড়ে জল থাকে, সরোবর শুষ্ক॥ ২৭৮
রামশেলের অন্নে ঘটে শাল পত্র।
সাকারা কন্যার ভাগ্যে নাকারা পাত্র॥ ২৭৯
মধুফল আম্রে দেখ হয় কত বিঘ্ন।
বাবলার ফলে নাই, কোন কালে ভগ্ন॥ ২৮০
বিধিমতে করি আমি, বিধাতারে নিন্দা।
ভাঁড়ানীর সাত বেটা, রাজরাণী বন্ধ্যা॥ ২৮১
বিধাতার অবিচারে তুমি শ্রীকান্তে!
চিন্তিয়া কর চিরকাল অন্ন-চিন্তে॥ ২৮২

দ্বিজ বলিছে, সীমন্তিনি! তুমি বট মোর সুমন্ত্রিণী,
তব বাক্য ব্রহ্ম করি ধরি।
দ্বিজ অমনি ত্বরায় করি, করিলেন গৃহ পরিহরি,
শ্রীহরির যজ্ঞেতে, শ্রীহরি ॥ ২৮৩
পথশ্রান্তে দ্বিজবর, ক্ষুধানলে কলেবর,
জ্বলে—চলে কেবল বাতাসে।
কষ্টেতে না চলে কায়া, কৃষ্ণ! কি তোমার মায়া,
বলে আর নয়নজলে ভাসে ॥ ২৮৪

দেশ-সিন্ধু—আড়া।

দিবে দুর্গতি দীননাথ! দীনে কত দিন।
কবে দয়া হবে, পাব সুদিন সে দিন ॥
এই যে কু-আশার,—এ সংসার,—
প্রশংসার কি হে, বেদ-তন্ত্রসার,—
যাহা সার-সারাৎসার, ভবে অসার চিরদিন ॥ (দ)

কায়-ক্লেশে যোগে-যাগে, যত্নে যজ্ঞেশ্বর-যাগে,
উপনীত দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

দ্বিজে দেখি জ্ঞানবান্,   ভক্তিভাবে ভগবান্,

করেন মধুর সম্ভাষণ ॥ ২৮৫

বসাইয়া রত্নাসনে,   বিচার দ্বিজের সনে,

করেন কমলাকান্ত কত।

দেখে দ্বিজের বিদ্যা সাধ্য,   হরিঁপূজ্য বড় বাধ্য,

প্রশংসা করেন শত শত ॥ ২৮৬

প্রকাশ পায় বিদ্যার ব্যুৎপত্তি, হরির কাছে প্রতিপত্তি,—

হ'য়ে দ্বিজ হর্ষ বড় মনে।

শুভলগ্নে উপস্থিত,   সম্পূর্ণ ক'রেছি প্রীত,—

আমি তো, দ্বারকা-নাথ সনে ॥ ২৮৭

যত অগণ্য ভাট অগ্রদানী,   ইহাদিগে চক্রপাণি,

দান ক'রেছেন হাজার টাকা বসি।

আমাকে দিতে পারেন না অল্প, পঞ্চাশ হাজার ন্যূনকল্প,

অনুমান বরং কিছু বেশী ॥ ২৮৮

জন পঁচিশেক কোমরবন্দ,   সঙ্গে যদি দেন গোবিন্দ,

সন্দ পথে—অনেক গুলি টাকা।

মাটির ঘরেতে হবে না গাড়া,   সম্মুখ বরষায় ইট পোড়া,

হয় কি রূপে মুস্কিলের লেখা ॥ ২৮৯

হেথা হরি ভাবিছেন মনে,   কি দান দিব এ ব্রাহ্মণে,

রাজ্য দিলে গুণের শোধ নয়।

কহেন মাধব রঙ্গে, এস হে দ্বিজ! তোমার সঙ্গে,
কোলাকুলি করি মহাশয়॥ ২৯০
ব'লে নানা মিষ্ট বোল, তুষ্ট হয়ে দেন কোল,
কৃষ্ণ তাঁরে সভা-বিদ্যমানে।
... ভাল-বাসাবাসি, আহ্লাদে রাখিতে হাসি,—
পারে না দ্বিজ,—আবার ভাবে মনে॥ ২৯১
আমার সঙ্গে যত সখ্য, তবে আমাকে দু তিন লক্ষ,
টাকা দিবেন আর কি তার কথা।
এই রূপে যায় দিন সকল, আবার উঠে দিলেন কোল,
কৃষ্ণ করেন কত রসিকতা॥ ২৯২
ভানু অস্ত প্রায় গগনে, ব্রাহ্মণ আকাশ গণে,
ভাবিছে দেওয়ার কথা কৈ।
না জানি কি দেন গোপাল, আট-কপালের যেমন কপাল,
কোলেতে বিদায় পাছে হই॥ ২৯৩
দ্বিজ বলে, আসি প্রভু! কৃষ্ণ বলেন, এস প্রভু!
দ্বিজ ভাবে,—তবেই দফা সাঙ্গ।
বড় আশা করিলাম মনে, কোথা রাজা,—কোথা বনে!
ব'লে বহে নয়নে তরঙ্গ॥ ২৯৪
বিদরিয়ে যায় হিয়ে, দ্বারের বাহিরে গিয়ে,
বলে রে বিধি! এই ছিল তোর মনে!

হেঁটে মলাম মাসাবধি, মাসাটাও পেতেম যদি,
ঘরে গিয়ে মুখ দেখাই কেমনে ॥ ২৯৫

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মরি হায় রে, বিধি! কি কপালের দায়!
এসে আশা ক'রে বন্ধ্যা-বিচার,
সন্ধ্যাকালে বাক্‌দানে বিদায় ॥
কোলাকুলি কণ্ঠা ধ'রে,
আগে প্রাণটা দিলেন শীতল ক'রে,
শেষে বিদায় দিলেন ঘণ্টা নেড়ে
সন্তাপে প্রাণ যায় ॥
চক্ষু নাই আমার পানে,
করি সূক্ষ্ম বিচার হরির সনে,
একি দুঃখ, হেদে, মূর্খ বামুন হাজার টাকা পায় ॥ (ধ)

রোদন করি দ্বিজ যায়, পুনরায় যদুরায়,
ডাকি দ্বিজে করেন শীতল।
কহেন গোলক-স্বামী, বিস্মৃত হয়েছি আমি,
হেথা গ্রহণ করুণ কিছু জল ॥ ২৯৬

জলপাণী-দ্রব্য সব, আনয়ন করি কেশব,
দ্বিজেরে দিলেন গুণনিধি।
বৃক্ষফল নানা রস, মধুর আম্র আনারস,
কুলপুত কদলী কাঁটালাদি ॥ ২৯৭
কাঁকুড় তরমুজ শশা, নানা রস তিক্ত কষা,
বাতাবি দাড়িম্ব নারিকেল।
মর্ত্তমান রম্ভা নাম, খর্জ্জুর গোলাপ-জাম,
বাদাম বকুল জাম কুল ॥ ২৯৮
দিলেন ভিজে বরবটি, বুট-খাসা দাড়িম্ব ফুটি,
সকরকন্দ আলু আদা মূলো।
দেশেতে সন্দেশ যত, সে নাম করিব কত,
যতনে দিলেন কত গুলো ॥ ২৯৯
পক্কান্ন পানিতুয়া, মণ্ডা মতিচুর মেওয়া,
শর্করা সরবৎ সরভাজা।
ওলা মিছরি কদমা পেঁড়া, বরফি ছাবা ছেনাবড়া
ক্ষীরতক্তী ক্ষীরপুলি খাজা ॥ ৩০০
জিলেপি গোল্লা নবাৎ খাসা, কাটা-ফেণি ফুলবাতাসা,
নিখুতি এলাচ দানা সাকোর-পোলা।
দিয়া ছানা শর্করা, সখের সন্দেশ পাক করা,
দেখে দ্বিজ আহ্লাদে উতলা ॥ ৩০১

বলে হ'তেম তো অমনি বিদায়,
ঘর পোড়ার কাঁসা আদায়,
ব'লে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ-সন্নিকটে।
দ্রব্যগুলি উৎকৃষ্ট, নিবেদিব কি হে কৃষ্ণ!
নিবেদিত কি অনিবেদিত বটে॥ ৩০২
কহেন শ্রীমধুসূদন, স্বচ্ছন্দে করুন নিবেদন,
এখনি কিনে আনালেম সম্মুখে।
শুনিয়ে দ্বিজ দরিদ্র, নিবেদেন ধেনু-মুদ্রে,
শ্রীকৃষ্ণায় নমো বলে মুখে॥ ৩০৩

জয়জয়ন্তী—ষৎ।

গ্রহণং কুরু হে গোবিন্দ! সব নিবেদয়ামি।
দৈন্য দ্বিজবরে কুরু ধন্য হে! গোলোকস্বামী॥
ইন্দ্র-ভোজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়েছি আমি।
কোথা পাব, এ সব কেশব! অন্নাভাবে ভ্রমি॥ (ন)

দ্বিজ অতি শুদ্ধচিত্ত, সুব্রাহ্মণ সুপবিত্র,
মন্ত্রপূত করি কৃষ্ণে দিলে।
সাঙ্গ হৈল নিবেদন, বসিয়া বংশীবদন,
বদনে আনন্দে দেন তু'লে॥ ৩০৪

না রাখিলেন অবশিষ্ট, দ্বিজ তাই করিয়া দৃষ্ট,
অদৃষ্টে হাত দিয়ে ভাবিতেছে।
বলে, ছি ছি! একি কাণ্ড, 'আরে মল কি পাষণ্ড!
এমন ব্রহ্মাণ্ডে কেবা আছে॥ ৩০৫
ব্রাহ্মণে সামগ্রী দিয়ে, আপনি খেলে কি লাগিয়ে,
এ যে ধার্ম্মিক অজামিল অপেক্ষে।
আমার ভিক্ষায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণেতে রক্ষা পাই,
দুষ্টের হাতে প্রাণটা পেলে ভিক্ষে॥ ৩০৬
করে আশাভঙ্গ দুরাশয়, পাতে দিয়ে কে'ড়ে লয়,
এমন অধম দয়া-শূন্য।
পরে হবে কি পাপিষ্ঠ,—যমের ভয় করে না কৃষ্ণ,
ব্রাহ্মণের করে মনঃক্ষুণ্ণ॥ ৩০৭
যাগ যজ্ঞ সকলি মিছে, যে সব অর্থ দান দিতেছে,
ডেড়ে ক'রে কেড়ে আনবে শেষে।
ল'য়ে দান সব হবে হত, টোপ্ দিয়ে মাছ ধরা-মত,
ব'লে বিপ্র চলিল স্বদেশে॥ ৩০৮
হেথা দ্বিজ গেল কুরুক্ষেত্র, এই কথা শুনিবা মাত্র,
প্রতিবাসিনী যত গৃহস্থ-নারী।
পাড়া শুদ্ধ সব আসিয়ে, ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে,
চারি দিকে দাঁড়ায় সারি সারি॥ ৩০৯

বলে, হোক্ হোক্ আহ্লাদের কথা,
ঠাকুরটি গিয়েছেন তথা,
যজ্ঞের বড় জাঁক শুন্‌লেম আমি।
নগদ জিনিসে সর্ব্ব-শুদ্ধা, বড় কম্ নগদ হাজার মুদ্রা,
শেষকালে খুব সুখ হলো মামি! ॥ ৩১০
কয় হিতের কথা হীরামণি, সম্পর্কে নাতিনী তিনি,
ঠাকুরণদিদি! ঠাউরে কর্ম্ম করো।
খেয়ে কর'না ছারখার, আখেরে হবে উপকার,
গড়িয়ে কিছু অলঙ্কার পরো ॥ ৩১১
লাগিবে গহনায় যত টাকা, এখনি তার কর লেখা,
আসিবা মাত্র খুলে নিও তোড়া।
এখনকার যে সব কস্তা, শাড়ী গুলি ভারি সস্তা,
আস্‌ছে হাটে,—কিনো এক যোড়া ॥ ৩১২
টোপতোলা বাই দখ্‌নে শাঁখা,
দাম কোথা তার আড়াই টাকা,
আগে লও হাত দুটা তো ঢেকে!
শেষে নিও কানবালা, হঠাৎ এক-গাছ জোনারে বালা,
আজি পড়ুক, সেকরাকে দাও ডেকে ॥ ৩১৩
এখনকার হঁয়েছে মত, বিবিয়ানা মুখভরা নথ,
গড়িয়ে একটা তাই প'রো স্বচ্ছন্দে।

পাটাপানা মুখে দিবে ঝলক,
উঠেছে খাসা ঝুম্‌কো নোলক,
ভাতার্ত্তির মাগ্‌ তাতে কিসে নিন্দে॥ ৩১৪
এখন তোমার পড়িল পাশা,
গড়ায়ে নিও ঝুম্‌কো খাসা,
গেথে মুক্ত ফেরাও ক'রে তারে।
উপর কানে প'রো পিঁপুলপাতা, পায়ে প'রো পঞ্চমপাতা,
ঠাকুরণদিদি! যার থাকে সে পরে॥ ৩১৫
গলে প'রো পাঁচনরী হার, হারে বড় দেয় বাহার,
চিক্‌মালায় চিক্‌-চিক্‌ করিবে গলা।
নয় লম্বা নয় বেঁটে, নাক্‌টি তোমার যুতের বটে,
ময়ূরে একখানি বেশর চাই উজ্জ্বলা॥ ৩১৬
দরিদ্র-দশায় উচ্ছন্ন, বিষয় হলেই পরিচ্ছন্ন,
গায়ে ভ'রে উঠ্‌বে খেতে মাখ্‌তে।
গড়িয়ে নিও কোমরবেড়া, গোটা গোটা গোট্‌ একছড়া,
পূরন্ত পাছায় চূড়ন্ত লাগ্‌বে দেখ্‌তে॥ ৩১৭
বয়েস একটু হচ্ছে ভারি, তাতেই হটাৎ বলিতে নারি,
গোল-মলটা প'রো কিছু দিন যদি!
কিছু পরিতে নাই বাধা, যদ্দিন আছেন ঠাকুরদাদা,
তদ্দিন তোমাকে সাজে ঠাকুরণ দিদি॥ ৩১৮

দশ আঙ্গুলে চুট্‌কী প'রো, চুট্‌কি চাট্‌কী কিছু না ছাড়,
গায় দশ তোলা,— তাই থাকিবে তোলা।
দৈবের কর্ম্ম বিধবা হ'লে, কে করে তত্ত্ব ভাতার ম'লে,
যা সাইৎ কর এই বেলা॥ ৩১৯
যা যখন পাও ঝাঁপিতে পূরো, মিন্‌সে দেখ্‌ছ খেয়ে-ফুরো,
পেয়ে ধন পস্তান না হয় দেখো।
ডুনোডুনি বাঁদ্ধা নিয়ে, আনা স্থদে কর্জ্জ দিয়ে,
খাটিয়ে খুটিয়ে সঞ্চয় করে রেখো॥ ৩২০
অমঙ্গলের কথাটা বলা, তোমার কাছে হয় না বলা,
ঠাকুরদাদা গা-তোলার মধ্যে।
হলো অনেকের সঙ্গে চেনাচিনি, করিতে হবে লুচি-চিনি,
চিড়ে দই সাজিবে না তাঁর শ্রাদ্ধে॥ ৩২১
এই মতে হয় রসিকতা, বলিতে বলিতে কথা,
হেন কালে ব্রাহ্মণ আইল।
আস্তে ব্যস্তে দ্বিজনারী, পদ-প্রক্ষালন-বারি,
দিয়ে বলে,—এত যে গৌণ হলো? ৩২২
বদন কি জন্যে ভারি, কত দূরে আছে ভারী?
কি আন্দাজ নগদে জিনিসে।
দ্বিজ বলে, শুনে সে কথা, ঠাণ্ডিরে বলি ঘুরিছে মাথা,
পেটরা খুলে থাক একটু বসে॥ ৩২৩

ভাগ্য মোর ফিরেছে সতি! কোল দিয়েছেন যদুপতি,
ফলিবে যাত্রা, কুলায়ে দিয়াছেন কালী।
কত পুণ্য করেছিলে, পেয়েছ পতি আট-কপালে,
আমি পেয়েছি নারী পোড়াকপালী ॥ ৩২৪
যা হবার হয়েছে হদ্দ, এবারকার-মত হাট-হদ্দ,
বদ্ধ হয়ে গৃহে আর কি কার্য্যে।
এতেক বলি ব্রাহ্মণ, তপস্যা-কারণ বন,
প্রবেশিল সঙ্গে লয়ে ভার্য্যে ॥ ৩২৫

* * *

কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকার আগমন।

হেথা কুরুক্ষেত্রে দান করিছেন ভগবান্,
ব্রজবাসী সব এলো অগ্রেতে।
সঙ্গে কুলকামিনী, হ'য়ে গজেন্দ্র-গামিনী,
বৃকভানুনন্দিনী পশ্চাতে ॥ ৩২৬
আগমন কুরুক্ষেত্রে, রাইকে নিরখিয়ে নেত্রে,
দ্বারকার রমণী মাত্রে বলে।
কি ভবানী সুরধুনী, কোন্ ধনীর ও ধনী,
ভুবন-মোহিনী মহীতলে ॥ ৩২৭
কেউ বলে, ও নয় কামিনী, গগনের সৌদামিনী,
আস্‌ছে করি ভূতলে উদয় গো।

কেহ বলে, ও রূপসী, তারা ঘেরে আসিছে শশী,
কহেন রুক্মিণী সতী, তা নয় তা নয় গো ॥ ৩২৮

—— ——

খট্—যৎ।

ও নয় গো গগনের চাঁদ, গোকুলচাঁদের শিরোমণি
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা মুক্তি-প্রদায়িনী ॥
দেখ পদদুখানি, প্রভাতেরো ভানু জিনি,
বৃকভানুসুতা ভানুজ-ভয়বারিণী।
চাঁদের কি এম্নি বরণ, ঢেকেছে রবির কিরণ,
হ্যাঁ গো, চন্দ্রোদয়ে মলিন কি হয় দিনমণি ॥ (প)

——

অষ্ট-সখী-মালা, মধ্যে রাজবালা,
উপনীত সেই খানে।
পড়িল দুর্য্যোগে, হরি দৈবযোগে,
চান চন্দ্রাবলী পানে ॥ ৩২৯
নয়নে নয়ন, কমল-নয়ন,
করেন গোপন ছলে।
আড়চক্ষে চাই, নিরখিয়ে রাই,
অভিমানে যান জ্ব'লে ॥ ৩৩০

কিরূপেতে সই, দেখ্ রে বৃন্দে সই !
বিশ্বরূপের আচরণ।
পড়েছিলাম ধরা, ধরে এনে তোরা,
দুঃখ দিলি কি কারণ ॥ ৩৩১
ও পীতবসন,—মুখ দরশন,
জনমে নাহি করিব।
ও ছার বাসনা, কানকাটা সোণা,
আর ত নাহি পরিব ॥ ৩৩২
যে ঘরেতে ফণী, প্রবেশিল ধনি !
কি সুখেতে বাস করি।
রাহুগ্রস্ত বিধু, বিষমাখা মধু,
আমার হইল হরি ॥ ৩৩৩
যে দেহেতে রোগ সদা করে ভোগ,
সে কায়ার মিছে মায়া।
অপ্রিয়বাদিনী, জায়া যার জানি,
যায় যাক সেই জায়া ॥ ৩৩৪
ওগো সখীগণ ! শোন্ কথা শোন্,
তোরা যদি মোর হবি।
ও পাপ-মাধবে, ব্রজে যেতে হবে,
এ অনুরোধ না করিবি ॥ ৩৩৫

পতিতপাবন, গেলে বৃন্দাবন,
আমার কি লাভ হবে!
লইয়ে কেশবে, এ সব কে সবে,
বল্ তোরা সখী সবে ॥ ৩৩৬
কৃষ্ণ-দরশন, কৃষ্ণ-আলাপন,
হবে না এ শরীরেতে।
প্রতিজ্ঞা আমার, কর্‌ব না ব্যাভার,
কৃষ্ণের ক-অক্ষর যাতে ॥ ৩৩৭
দেখ্‌ব না কমল, কালিন্দীর জল,
কাজল আর পরিব না।
ত্যজিব কলসী, আর কোশাকুশী,
কুশাসনে বসিব না ॥ ৩৩৮
কপট কঠিন, কর্ম্ম-ক্রিয়া-হীন,
কুজনে কথা কব না।
কুরূপ কপিলে, কুচক্রী কুটিলে,
কুবদন দেখিব না ॥ ৩৩৯
যদি কোকিলে কুহরে, এ কর্ণকুহরে
না শুনিব ধ্বনি আর।
পরিব না সখি! কদম্ব কেতকী,
করবী-কুসুম-হার ॥ ৩৪০

পূজিব না কালীকে, কাত্যায়ণী মাকে,
কারণবারি প্রদানে।
কাঞ্চন-আভরণ, করেতে কঙ্কণ,
কুণ্ডল না দিব কানে॥ ৩৪১
কদম্ব-নিকটে, কিম্বা কেশীঘাটে,
কংসারিকে নাই চাব।
কালো না হেরিব, কুঞ্জ তেয়াগিব,
কালো কেশ ঘুচাইব॥ ৩৪২

খাম্বাজ—যৎ।

আমি দেখিব না সই! বংশীবদনের বদন।
দেখিলাম চন্দ্রাবলীর অঙ্গে হরির নয়ন॥
যেমন কৃষ্ণ-রাধিকে বলি, বেঁধেছে চন্দ্রাবলী গো,
দুঃখ কারে বলি, কে শুনে রাই দুঃখিনীর রোদন।
জন্মের মত এই যে আসা, ঘুচিল কৃষ্ণপ্রেমের আশা,
আমার আজি অবধি হলো, কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ভূষণ॥(ফ)

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দার ভৎসনা।

করিয়ে অনেক নিন্দে, ছি ছি ব'লে শ্রীগোবিন্দে,
কহিছে চতুরা বৃন্দে, দেখেছি দৃষ্টি করা।

আছে সেই বুদ্ধি সেই ব্যাভার, কিসে চালালে রাজভাঁর,
ত্যজে কাঞ্চন কাচে সার, অদ্যাপি তাই পরা॥ ৩৪৩
অট্টালিকা ক'রে বাদ, তাল-পত্র কুঁড়ে সাধ,
ঘৃতের না বুঝে স্বাদ, শাকে সুখ হে সখা!
শিখরে সুরধুনী রেখে; করে তর্পণ কূপোদকে,
দর্পণ রাখিয়া ঢেকে, জলেতে মুখ দেখা॥ ৩৪৪
জানি ত আমরা সমুদায়, ঐ চন্দ্রাবলীর দায়,
প'ড়ে দায় ধরেছ পায়, গায় ভস্ম মেখে।
রাঙ্গা-চরণে প্রণিপাত, ওহে কৃষ্ণ! কি উৎপাত,
আড়নয়নে দৃষ্টিপাত, আবার তারে দেখে॥ ৩৪৫
কর কর্ম্ম জায়-বেজায়, বাঁচিনে আর লজ্জায়!
দিন কত কাল কুবুজায়, লয়ে হ'লে বিব্রত।
গেল কিছু কাল ঐ রঙ্গে, হাসাইয়ে বৈরঙ্গে,
সাঁতার দিয়ে সে তরঙ্গে, দ্বারকা গেলে নাথ॥ ৩৪৬
কত রঙ্গ সেখানে গিয়ে, হলো যে রুক্মিণী প্রিয়ে,
ষোল শত আট বিয়ে, করলে কি লাগিয়ে?
তুমি বড় হ'লে হে ভগবান্! তবু হলে না জ্ঞানবান্,
হানিব কত বাক্যবাণ, আমরা দাসী হ'য়ে॥ ৩৪৭
সে কালে যে রাখাল ছিলে, নিন্দে ছিল না নন্দের ছেলে
যশোদার কাঁচা ছেলে, বলিত সবাই ব্রজে।

এখন তো আর বওনা বাধা, উতুরে গেছে বয়েস আধা,
হয়েছ নাতির ঠাকুরদাদা, আর কি কিছু সাজে॥ ৩৪৮
শোভা পেয়েছে বল কোথা, সাবালকের বালকতা,
দুষ্ট নজর দুঃশীলতা, উচিত এখন ক্ষান্ত।
দুদিন বৈ হে হৃষীকেশ! পড়িবে দন্ত পাকিবে কেশ,
রোগের কি হবে না শেষ, সে দিন পর্য্যন্ত? ৩৪৯
আমরা মনে করিতাম সদা এমনি
গোবিন্দ হয়েছেন জ্ঞানী,
জ্ঞান না হ'লে রাজধানী, চালান কিরূপ বসি।
আছে বুদ্ধি সাধ্যি সকলি তাই,
কেবল নাই ধড়া ধবলি গাই,
বুড়ো বয়সে চূড়াটি নাই, বেশটি কেবল বেশী॥ ৩৫০
জ্বলে বিচ্ছেদাগুন শতবর্ষ, প্রেম-বারি যদি বর্ষ,
যদি জলধর! হর্ষ, কর শ্রীরাধায় হে।
যে জন-জন্মোতে জ্বলি, সে জন দিয়ে জলাঞ্জলি,
পবন হয়ে চন্দ্রাবলী, জলধর উড়ায় হে! ৩৫১

———

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মিলন।

বৃন্দের শুনি বচন, করিতে বিচ্ছেদ-মোচন,
ধরিয়ে প্যারীর চরণ, সাধনের ধন সাধে।

করেছি দোষ পায় পায়, অনুপায় ধরেছি পায়,
আজি আমায় রক্ষ কৃপায়, অপরাধে রাধে! ৩৫২
শুনে বাক্য সুমধুর, দুর্জ্জয় অভিমান দূর,
সুখে মগ্ন সুরাসুর, যুগল দর্শনে।
সাঙ্গ হৈল মহোৎসব, স্থানে স্থানে যান সব,
প্রণাম করি কেশব, যুগল-চরণে॥ ৩৫৩
দরশন-অসি ধরি, বিচ্ছেদ ছেদন করি,
ব্রজগোপীকে করেন হরি, মুক্ত শোকানলে।
অংশ যায় দ্বারকায়, পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্যামকায়,
বামে ল'য়ে রাধিকায়, বিরাজেন গোকুলে॥ ৩৫৪
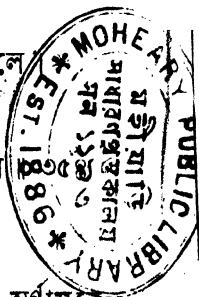
সুরট—ঝাঁপতাল।

শক্তি রাধিকার সনে, শ্যাম-শোভিত স্বর্ণাসনে,
সাদরে সাধক সব সাজিল সন্দর্শনে॥
সব সখী-সদনে, সঘনে সজল সচন্দনে,
সাধে সনক-সনাতন-স্মরণীয় সনাতনে॥
শ্যামসুন্দর-সহিত শত বৎসর, স্বতন্তর সবে শব-শরীর,
শরশয্যা করি শয়নে।
সুখ-সাগরে শুক-শারী, কিশোরী-শ্যামের সহ স্বনে।
সাধন-সম্বল-স্মরণ-শূন্য দাশরথি ভণে॥ (ব)